দস্তয়েভস্কি রচনাবলী

(প্রথম খণ্ড)

সম্পাদনা করেছেন
কাঞ্চন বসু

রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন ॥ কলিকাতা

মূল্য : কুড়ি টাকা

অরুণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ৩০ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে প্রকাশিত এবং সারদা প্রেস, ১০ ডাক্তার কার্তিক বসু স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।

প্রিয় পাঠক, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাদের একটা কথা জানাতে বাধ্য হচ্ছি। ইদানিং বহু বিশ্বখ্যাত লেখকের বই বাংলায় প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এই সুযোগে কোনো কোনো অসাধু প্রকাশক পাঠকদের অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে 'সমগ্র রচনাবলী' নাম দিয়ে প্রকাশ করা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও মূল রচনার ৫০ শতাংশই মাঝে মাঝে কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। ফলে সাধারণ পাঠক-পাঠিকা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বিশ্ব সাহিত্যের মহান রচনাগুলির মূলের রস-আস্বাদনে বঞ্চিত হচ্ছেন। সুতরাং পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, অনুগ্রহ করে তারা যেন বাজার চলতি অন্যান্য রচনাবলী-গুলি দেখে আমাদের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করে নেন।

আমরা বিশেষ জোরের সঙ্গে লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমাদের রচনাবলীতে প্রকাশিত প্রতিটি রচনাই মূল রচনার হুবহু অনুবাদ। অনুবাদক কিংবা সম্পাদক কোনক্ষেত্রেই মূল রচনার একটি লাইনকেও কেটে বাদ দেবার মতো ধৃষ্টতা দেখাননি। যদি কোনো পাঠক আমাদের প্রকাশিত বইগুলিতে কোথাও একটি লাইনও কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে দেখাতে পারেন, তাহলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে বইয়ের সম্পূর্ণ মূল্য ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবো।

একটি অনুরোধ: অনুগ্রহ করে বইটি পড়ার পর অনুবাদ, সম্পাদনা এবং অঙ্গসজ্জা সম্পর্কে আপনার মতামত যদি আমাদের জানান তবে কৃতজ্ঞ হবো।

—প্রকাশক।

আমাদের প্রকাশিত বিভিন্ন রচনাবলী :

শেকস্‌পীয়র রচনাবলী

মাক্সিম গোর্কি রচনাবলী

মপাসাঁ রচনাবলী

তলস্তয় রচনাবলী

ডিকেন্স রচনাবলী

চেকভ রচনাবলী

বঙ্গদর্শন

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা

আধুনিক মনস্তাত্বিক উপন্যাসের জনক ফিয়োদোর মিখাইলোভিচ দস্তয়েভস্কির জন্ম ১৮২১ সালে, মস্কোর মারিনস্কি চ্যারিটি হাসপাতালে। বাবা মিখাইল দস্তয়েভস্কি (১৭৮৯-১৮৩৯) পেশায় ছিলেন চিকিৎসক, মা মারিয়া (১৮০০-১৮৩৭) ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী, কোমলহৃদয়া, ধর্মপ্রাণা মহিলা। কিন্তু স্বামীর সন্দেহ-প্রবণতা, কৃপণতা ও রুক্ষ ব্যবহারে তাঁর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে; অশেষ মানসিক যন্ত্রণা এবং দুঃসহ শারীরিক কষ্ট পেয়ে ১৮৩৭ সালে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে ৭ সন্তানের জননী এই বিদুষী মহিলার দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে মৃত্যু ঘটে। স্ত্রীর মৃত্যুর ২ বছর পর, ১৮৩৯ সালে তুলার নিকটবর্তী এক গ্রামে নিজেরই ছোটো জমিদারিতে, যা তিনি নিজের উপার্জ্জনেই কিনেছিলেন, সার্ফদের হাতে নিহত হন। তাঁর অত্যাচারে তিতিবিরক্ত সার্ফরা, যাদের মালিক ছিলেন তিনি নিজেই, তাঁকে হত্যা করে। তখন ফিয়োদোর মিখাইলোভিচের বয়স মাত্র ১৮ বছর।

যদিও দস্তয়েভস্কির বাবা পেশায় ছিলেন ডাক্তার, এবং তাঁর জন্মও হয়েছিলো এক অভিজাত বংশে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনোই তাঁর জীবনে তেমন একটা আর্থিক স্বচ্ছলতা আসেনি; ডাক্তারী পেশাতেও তিনি কখনো খুব একটা পসার জমাতে পারেননি। ফলে দস্তয়েভস্কি এবং তাঁর অন্যান্য ভাইবোনেদের শৈশব খুব সাধারণভাবেই কেটেছে।

ফিয়োদোর ও তাঁর বড়ো ভাই মিখাইল দস্তয়েভস্কিকে (১৮২০-১৮৬৪) লেখাপড়া শেখার জন্য একটি বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। সেখানে থাকাকালীন ফিয়োদোর এমন কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন যা তিনি তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত ভুলতে পারেননি। বোর্ডিং স্কুলের একঘেয়ে জীবন তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে; সেখানকার অন্যান্য ছাত্রদের নিষ্ঠুর আচরণ তাঁর মনকে বেদনাভারাক্রান্ত করে তোলে। যাই হোক, স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি মিলিটারী স্কুলে ভর্তি হন। যদিও সেখানে তাঁর আচরণ কারো কারো কাছে খুবই অবাস্তববাদীর মতো বলে মনে হয়েছে, তবু তিনি সেখানে নিজেকে একজন ভালো ছাত্র হিসেবে প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই মিলিটারী স্কুলে পড়ার সময়েই তাঁর পিতা ডাক্তার দস্তয়েভস্কি নিহত হন; এবং এই সময়েই ফিয়োদোর প্রথমবার, তাঁর পরবর্তী সারাটা জীবনের সঙ্গী, মৃগীরোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। এরপর প্রায়ই, সারাজীবনে অসংখ্যবার তিনি এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। আর সে কারণেই হয়তো তাঁর পক্ষে এ-রোগে আক্রান্ত রোগীর অসহ্য মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণার এক আশ্চর্য চিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে তাঁর 'দ্যা ইডিয়ট' উপন্যাসে মিশকিনের বারবার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে।

যদিও ডাক্তাররা বলে থাকেন যে, একজন মৃগারোগীর পক্ষে তার মূর্চ্ছিত অবস্থার সঠিক অনুভূতি বর্ণনা করা কিছুতেই সম্ভব নয়, কিন্তু দস্তয়েভস্কির ক্ষেত্রে এর এক বিচিত্র ব্যতিক্রম দেখা যায়। তিনি মূর্চ্ছিত অবস্থায় কেমন অনুভব করেছিলেন, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের পরেও সে কথা তার মনে ছিলো; আর সে কারণেই আমরা দেখতে পাই 'দ্যা ইডিয়ট'-এ মিশকিনের মূর্চ্ছা যাওয়ার দৃশ্যে লেখক আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে তার দৈহিক ও মানসিক অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁর প্রায় প্রতিটি উপন্যাস ও গল্পেই এ ধরনের বহু বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে রয়েছে।

সৈনিক স্কুল থেকে সম্মানের সঙ্গে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, একান্ত সাহিত্য সাধনার তাগিদেই তিনি 'কমিশন' ত্যাগ করে অসামরিক দপ্তরে চাকরি গ্রহণ করেন। এই অসামরিক দপ্তরের চাকরিও যে তাঁর খুব একটা ভালো লাগতো তা নয়, মনে মনে প্রথম থেকেই তিনি এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন; তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, এই চাকরি জীবনে সঞ্চিত অনেক অভিজ্ঞতাই তাঁকে তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্য সাধনার পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলো।

দস্তয়েভস্কির প্রথম উপন্যাস 'পুয়োর পিপল' প্রকাশিত হয় ১৮৪৬ সালে, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৫ বছর। এ উপন্যাস পড়ে তৎকালীন প্রখ্যাত রুশ সাহিত্য-সমালোচক বেলিনস্কি দস্তয়েভস্কির লেখার ভূয়সী প্রশংসা করেন, তাঁর সাথে লেখকের ব্যক্তিগত পরিচয়ও হয়। বলা হয়, তাঁর লেখায় নাকি নির্যাতিত শ্রেণীর আকুতি ফুটে উঠেছে।

বেলিনস্কির সঙ্গে পরিচয় ও আলাপ আলোচনার ফলে দস্তয়েভস্কির চিন্তাধারায় এক আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। বেলিনস্কি শুধু সাহিত্য সমালোচকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী একজন প্রথমশ্রেণীর চিন্তাবিদ। তাঁর প্রভাবে দস্তয়েভস্কিও সমাজবাদী চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। তিনি পুশকিন, লারমোন্তোভ, গোগোল, হেরজেন, নেক্রাসভ থেকে শুরু করে শেকস্পীয়র, ভলতেয়ার, সিলার, ডিকেন্স, জর্জ স্যাণ্ড, বালজাক প্রভৃতির লেখা গভীর মনোযোগসহকারে পড়া শুরু করেন। তার ফলে আমরা দেখতে পাই তাঁর বিভিন্ন লেখায় এইসব লেখক যেন প্রচ্ছন্নভাবে এসে হাজির হয়েছেন। তাঁর ব্রাদার কারামাজোভ পড়লে মনে হয় ভলতেয়ারের কাঁদিত আর সিলারের রব্বারস ই যেন পোশাক বদলে কারামাজোভ ভাইতে রূপান্তরিত হয়েছে; আবার 'দ্যা ইডিয়ট'-এর মিশকিনকে মনে হয় ডন কুইক্সোট। তেমনি ডিকেন্সের শিশু-নায়কের দলও বারবার এসে হাজির হয়েছে তাঁর বিভিন্ন লেখায়। আর বালজাকের 'ইউজিনি গ্রান্দেত'কে তো তিনিই প্রথম রুশ পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর অনবদ্য অনুবাদের মাধ্যমে।

তবে তাঁর ওপর সব থেকে বেশি প্রভাব যিনি ফেলেছিলেন তিনি পুশকিন। দস্তয়েভস্কির প্রতিটি লেখাতেই যেন পুশকিন ছায়া মেলে রয়েছেন। তাঁর সে ছায়াকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই—এবং স্বয়ং দস্তয়েভস্কিও বোধ হয় তা চাননি। আর সে কারণেই আমরা দেখতে পাই তাঁর প্রতিটি লেখায় পুশকিনের চিন্তা-ভাবনার সগর্ব উপস্থিতি।

শুধু পুশকিনই নন, বারবার বাইবেল পাঠও দস্তয়েভস্কিকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলো। সে কারণেই আমরা দেখতে পাই তাঁর বিভিন্ন লেখাতে সত্যের প্রতিমূর্তি হিসেবে যীশুখ্রীষ্টের অদৃশ্য উপস্থিত। বিভিন্ন চরিত্রের আনা-গোনার মাঝে, কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে, উপমা এবং বর্ণনার তরী বেয়ে তিনি বারবার এসে হাজির হচ্ছেন পাঠকদের সামনে। তখন পাঠকদের তাঁকে চিনে নিতে এতোটুকু অসুবিধে হয় না, সাথে সাথে তাদের কাছে ধরা পড়ে যায় লেখকের মনটিও।

যে দস্তয়েভস্কিকে আমরা সত্যের-পূজারী যীশুর অনুগামী দেখি, সেই দস্তয়েভস্কিকেই আবার আবিষ্কার করি একেবারে অন্য এক ভূমিকায়। সেখানে তিনি বিদ্রোহী, তিনি বিপ্লবী। তিনি সেখানে হাজির হয়েছেন সমাজে যারা কিছু পেলো না অথচ পাওয়ার অধিকার যাদের জন্মগত তাদেরকে তাদের ন্যায্য পাওনা পাইয়ে দেবার লড়াইতে সামিল হতে ; অন্যায়ভাবে যারা ন্যায্য অধিকারের থেকে অনেক বেশি পক্ষ-বিস্তার করে বসে রয়েছে তাদের পক্ষচ্ছেদ করতে।

এই উদ্দেশ্যে ১৮৪৭ সালে পেত্রাসেভস্কি নামে একজন বিপ্লবী সমাজবাদী পরিচালিত একটি আলোচনা চক্রে দস্তয়েভস্কি নিয়মিত হাজির হওয়া শুরু করেন, এবং কিছুকাল পরে পেত্রাসেভস্কির এক দৃঢ়-অনুগামী স্পেসনেভ নামে এক বিপ্লবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি গোপন বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। এই দলের উদ্দেশ্য ছিলো স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাঁরা সকলে একত্রিত হয়ে কোনো নিষিদ্ধ-রচনা সম্পর্কে আলোচনা করা ছাড়া আর কিছুই করতেন না। এই দলেরই এক সভায় তিনি উপস্থিত সদস্যদের সামনে গোগোলকে লেখা বেলিনস্কির নিষিদ্ধ চিঠিটি পড়ে শুনিয়েছিলেন।

এই বিপ্লবী দলে যোগদানের ফলে দস্তয়েভস্কির সাহিত্য সাধনায় এক বিরাট বিরতির সূত্রপাত হয়। ১৮৪৯ সালে তাঁর 'এ লিটল হিরো' গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পর দীর্ঘ ১০ বছর রুশ-সাহিত্য তাঁর অমর লেখনীর স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। ১৮৪৯ সালের এপ্রিল মাসে দলের অন্যান্য কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে তিনিও পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন এবং দীর্ঘ আটমাস সেন্ট পিটার ও সেন্ট পল্ দুর্গে বন্দীজীবন যাপন করেন। তারপর বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়।

১৮৪৯ সালের ২২ ডিসেম্বর দিনটি দস্তয়েভস্কির জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। সেদিনের অভিজ্ঞতা তিনি তাঁর জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও ভোলেননি। যে আতঙ্কের মধ্য দিয়ে সেদিনের প্রতিটি সেকেণ্ড অতিবাহিত হয়েছিলো সেকথা কোনো ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়, কোনো লেখনিরও সাধ্য নেই যে তাকে যথাযথ ব্যক্ত করে।

সকাল হতেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সব ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেলো। বন্দীদের স্নান করানো হলো, তাঁদের প্রার্থনা হলো, তারপর নিয়ে যাওয়া হলো বধ্যভূমিতে। সেখানে দ্রিমি দ্রিমি তালে বেজে চলেছে ড্রাম, ফায়ারিং স্কোয়ার্ডের লোকেরা সব প্রস্তুত, যাজক উচ্চারণ করে চলেছে তার শান্তিবাণী। কয়েদীদের চোখ বেঁধে দেওয়া হলো, তাদের মধ্য থেকে তিনজনকে নিয়ে যাওয়া হলো ফায়ারিং স্কোয়ার্ডের সামনে, হাত পিছমোড়া করে বেঁধে দেওয়া হলো শক্ত খুঁটির সঙ্গে। সৈনিকদের হুকুম দেওয়া হলো 'তৈরি হও।'

প্রথম ৩ জনের মধ্যে দস্তয়েভস্কি ছিলেন না, তাঁর পালা ছিলো দ্বিতীয় দলে। তিনি প্রতিটি মুহূর্ত গুণে চলেছেন, নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছেন শান্ত শীতল মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য। তখন তাঁর কাছে প্রতিটি সেকেণ্ড মনে হচ্ছে যেন একটা ঘন্টা, প্রতিটি মিনিট মনে হচ্ছে একটা দিন।

এভাবেই কেটে গেলো বেশ কিছুক্ষণ। তিনি এবং অন্যান্য বন্দীরা অপেক্ষা করছেন : এই বোধহয় ডাক এলো। কিন্তু না, কেউ তাঁদেরকে ডাকছে না। কেউ বলছে না, এসো, মৃত্যুদূতের মুখোমুখী হও।

আসলে ওদিকে তখন চলেছে আর এক ষড়যন্ত্র। জার নিকোলাস মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন এই সব অবাধ্য বিপ্লবীদের তিনি এমন শাস্তি দেবেন যে-শাস্তির কথা দুনিয়ার মানুষ এর আগে কখনো চিন্তাও করতে পারেনি। সে শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু নয়, মৃত্যুর জন্য প্রহর গোনানো। তাই, একেবারে চরমতম মুহূর্তে, যখন প্রতিটি বন্দী স্থির নিশ্চিত যে এবার তাদের ডাক পড়বে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণের, তখনি ঘোষণা করা হলো জার তাদের মৃত্যুদণ্ড রদ করেছেন, পরিবর্তে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে চার বছরের কঠোর সশ্রম কারাদণ্ড।

এ আঘাত যে মৃত্যুদণ্ডের জন্য প্রতীক্ষারত বন্দীদের কাছে কী দারুণ আঘাত তা মাত্র একটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। সেদিন জারের আদেশ ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথেই বন্দীদের মধ্যে একজন উন্মাদ হয়ে যায় ; সে আর কখনোই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে না।

কারাদণ্ডের আদেশ দিয়ে দস্তয়েভস্কি ও তাঁর সহবন্দীদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো সাইবেরিয়ায় ওমস্কে। সেখানে চার বছর তাঁদের যে-ধরনের জীবন যাপন করতে হলো তার সাথে অন্য কোনো মানুষের তুলনা করা তো বৃথা, প্রাণী জগতের নিকৃষ্টতম জীবের জীবনযাপন প্রণালীরও কোনো তুলনা চলে না। চার বছরের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও দস্তয়েভস্কির পায়ের শিকল বন্ধনমুক্ত করা হয়নি,—এমনকি যখন তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তখনো শিকল তাঁর পায়ের অলঙ্কার হয়েই শোভা পেয়েছে। তাঁকে দিনের পর দিন মাথায় ইঁটের বোঝা বইতে হয়েছে, কাঁধে করে নিয়ে যেতে হয়েছে ভারী ভারী লোহার রড, ইরত্রিশ নদীর বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে কোমর অবধি ডুবিয়ে স্টিমার থেকে মাল খালাস করে নিয়ে আসতে হয়েছে ডাঙায়। সেই দুঃসহ দিনগুলির আশ্চর্য নিপুণ এক প্রতিচ্ছবি তিনি এঁকে রেখে গেছেন তাঁর 'দ্য হাউস অব দ্য ডেড' (১৮৩৯-১৮৬১) উপন্যাসে। পাঠক এ বইটি পড়লেই বুঝতে পারবেন দস্তয়েভস্কির বন্দীজীবন ছিলো কী ভয়াবহ।

বন্দীজীবনে দস্তয়েভস্কিকে অসহ্য যাতনা সহ্য করতে হলেও এই সময়েই তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিতে অনেক অমূল্য সম্পদও সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ফলেই তিনি তাদের মনস্তত্ব সম্পর্কে গভীর পর্যালোচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর সে কারণেই আমরা দেখতে পাই, জেল থেকে ফিরে আসার পর তাঁর লিখিত উপন্যাস এবং গল্পগুলিতে মানুষের গভীর মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, অপরাধ এবং অপরাধীর সঠিক অবস্থিতি নির্ণিত হয়েছে, মানুষের বহির্মনের আড়ালে সুপ্ত আর একটি মনকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। যদি দস্তয়েভস্কিকে

সাইবেরিয়ায় সেই দুঃসহ জীবনযাপন করতে না হতো, যদি তিনি অতো কাছ থেকে অসামান্য চরিত্রগুলিকে পর্যবেক্ষণ করতে না পারতেন, তাহলে আজ 'মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের জনক' হিসেবে দস্তয়েভস্কির যে প্রতিষ্ঠা, দুনিয়ার মানুষ তাঁর কাছ থেকে যে অমর লেখনী উপহার পেয়েছে, তা হয়তো পেতো না। সে কারণেই বলতে হয়, দস্তয়েভস্কির কারাবাস তাঁর কাছে অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ হয়েই দেখা দিয়েছিলো।

চার বছর কারাদণ্ড ভোগের পর তিনি সাইবেরিয়ার মিলিটারী ইউনিটে যোগদান করেন। তাঁর ওপর ইউরোপীয় রাশিয়ায় ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। সেখানে থাকাকালীন ১৮৫৭ সালে তিনি তাঁরই এক প্রাক্তন সহকর্মীর বিধবা শ্রীমতী ইসায়েভা নামে একজন অতি রুগ্না, মূর্চ্ছা রোগগ্রস্থা মহিলাকে সেমিপালাটিনস্ক শহরে বিয়ে করেন। কিন্তু এ বিয়ে সুখের হয় না। অবশ্য দস্তয়েভস্কি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে তিনি তাঁর জীবনে যতো মহিলার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন তার মধ্যে শ্রীমতী ইসায়েভাই সর্বশ্রেষ্ঠা।

১৮৫৯ সালে দস্তয়েভস্কির ওপর থেকে ইউরোপীয় রাশিয়ায় ফিরে আসার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গে ফিরে আসেন, এবং আবার নতুন করে সাহিত্য সাধনা শুরু করেন। সাহিত্য জগৎ থেকে ১০ বছর অনুপস্থিত থাকার পর এই বছরই আবার তাঁর লেখা উপন্যাস প্রকাশিত হয়। নির্বাসন থেকে ফিরে এসে তিনি প্রকাশ করেন 'দ্যা ভিলেজ অব স্টেপানচিকোভো' উপন্যাসটি। তারই কিছুদিন পরে প্রকাশিত হয় 'আঙ্কেলস্ ড্রিম' গল্প এবং 'দ্যা ফ্রেইণ্ড অব দ্যা ফ্যামিলি' উপন্যাস।

'দ্যা ফ্রেইণ্ড অব দ্যা ফ্যামিলি' প্রকাশিত হবার পর দস্তয়েভস্কি তাঁর আত্ম-জীবনীমূলক রচনা 'দ্যা হাউস অব দ্যা ডেড' লেখার কাজ শুরু করেন। এই সময় তাঁর মধ্যে এক বিচিত্র মানসিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তিনি যেন জীবনের সঠিক পথটাকে খুঁজে পাবার জন্যে হন্যে হয়ে অন্ধকারে পথ হাতড়াতে শুরু করেন। কখনো তাঁর মনে হয় আধ্যাত্মিক পথই জীবনের বৈষয়িক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র পথ, আবার কখনো বা ভাবেন বৈষয়িক সুখ সমৃদ্ধিই হচ্ছে আত্মাকে তৃপ্ত করার একমাত্র পাথেয়।

এই সময়টাতে তাঁর মৃগী রোগও যেন নবোদ্যমে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তিনি ঘনঘন মূর্চ্ছা যেতে থাকেন। এদিকে স্ত্রী ইসায়েভার শরীরও অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে। তিনি মূর্চ্ছা রোগের সাথে ক্ষয় রোগেও আক্রান্ত হন। অবশেষে ১৮৬৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের সময় দস্তয়েভস্কি জুয়া খেলার প্রতি প্রবল-ভাবে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ নেশা তাঁর জীবনের শেষ অবধি থেকে যায়। তাঁর জুয়া খেলার নেশা এমন এক উন্মত্ত অবস্থায় পৌঁছোয় যে তিনি নিজের স্ত্রীর কানের দুল থেকে শুরু করে পরণের পোশাক পর্যন্ত বাজি ধরে জুয়া খেলেন। কখনো কখনো হয়তো এতে তিনি সাময়িকভাবে লাভবান হয়েছেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার এতো টাকার বাজি হেরে গেছেন যে তার কর্জ চোকাতেই তাঁর প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে; পাওনাদারদের পাওনা মেটাবার জন্য তাঁকে দিনরাত লিখে যেতে হয়েছে।

এই লেখার সূত্রেই তাঁর সাথে আলাপ হয় আনা গ্রিগোরিয়েভনা স্নিৎকিন (১৮৪৬-১৯১৮) নামে এক মহিলার। ঘটনাটা ঘটেছিলো এই :

১৮৬৬ সালে একজন পুস্তক প্রকাশকের কাছ থেকে কিছু টাকা অগ্রিম নেওয়ার ফলে দস্তয়েভস্কি খুব বিপদে পড়ে যান। প্রকাশকের সঙ্গে তাঁর চুক্তি ছিলো একটি নতুন উপন্যাস তাঁকে দিতে হবে, এবং তার জন্য একটি সময়ও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিলো। দস্তয়েভস্কির হাতে তখন আর মাত্র এক মাস সময় রয়েছে, সেই একমাসের মধ্যে যেভাবেই হোক উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি তাঁকে প্রকাশকের ঘরে পৌঁছে দিতে হবেই। সুতরাং এই অবস্থায় তিনি যে কি করবেন তা নিজেই ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। এমন সময় তাঁর এক বন্ধু তাঁকে পরামর্শ দিলো একজন স্টেনোগ্রাফার রেখে তাকে দিয়ে পাণ্ডুলিপি লেখাবার কাজ করে নেওয়ার জন্য। প্রস্তাবটা দস্তয়েভস্কির মনঃপূত হলো। তিনি সেই সূত্রেই শ্রীমতী আনা গ্রিগোরিয়েভনা স্নিৎকিনকে ব্যক্তিগত স্টেনোগ্রাফারের পদে নিযুক্তি দিলেন, এবং ১৮৬৬ সালের ৪ অক্টোবর থেকে শুরু হল তাঁর নতুন উপন্যাস রচনার কাজ। ক্রমান্বয়ে ২৬ দিন ধরে তিনি একনাগাড়ে মুখে মুখে বলে গেলেন একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস, আর আনাও হাসিমুখে নিরলসভাবে দিনের পর দিন ধরে লিখে চললেন তার পাণ্ডুলিপি। এভাবেই একটি অসামান্য উপন্যাসের জন্ম হল, এবং দস্তয়েভস্কিও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই প্রকাশকের দপ্তরে পৌঁছে দিলেন তাঁর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেই উপন্যাসটি : 'দ্যা গ্যাম্বলার।

কাজের ফাঁকে ফাঁকেই ৪৬ বছর বয়সী দস্তয়েভস্কির সঙ্গে মাত্র ২০ বছর বয়স্কা আনার মন দেওয়া নেওয়ার পালা সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিলো, বাকি ছিলো শুধু বিয়েটা। সেটা সম্পন্ন হলো ৪ মাস পরে। তারপর থেকে আজীবন তাঁদের দুজনের সম্পর্ক ছিলো মধুর, অটুট। দস্তয়েভস্কির মৃত্যুর পরও আনা ৩৭ বছর বেঁচে ছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি নিজেকে স্বামীর সাহিত্যিক স্মৃতিরক্ষার কাজেই নিযুক্ত রেখেছিলেন। তারই চেষ্টায় 'দস্তয়েভস্কি মিউজিয়াম' স্থাপিত হয়েছিলো। তাছাড়া তিনি তাঁর স্বামীর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীও লিখে রেখে গেছেন।

দস্তয়েভস্কি তাঁর জীবনে বেশ কয়েকবার পশ্চিম ইউরোপ সফর করেছিলেন। সফরের সূত্রে তাঁর সাথে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেদের পরিচয় ঘটেছিলো। এদের মধ্যে পলিনা সুসলোভ নামে এক মহিলা তাঁর ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে-ছিলেন। যদিও মহিলাটি দস্তয়েভস্কির সঙ্গে যথেষ্ট অবজ্ঞার ভাব নিয়েই মেলামেশা করতেন, কিন্তু দস্তয়েভস্কি তাঁকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন। ভদ্রমহিলার মধ্যে এক আশ্চর্য দ্বৈত চরিত্র ছিলো, তিনি এখনি যে কাজ করলেন পরমুহূর্তেই তার বিপরীত কাজ করতেন। তাঁর প্রভাব যে দস্তয়েভস্কির ওপর কী প্রচণ্ডভাবে পড়েছিলো তা বোঝা যায় তাঁর অনেক উপন্যাসের নায়িকাদের দিকে তাকালেই। তাঁর বহু উপন্যাসের নায়িকাই এই দ্বৈত সত্তার শিকার। এবং এর সব থেকে বড়ো উদাহরণ হচ্ছে 'দ্যা ইডিয়ট'-এর নায়িকা নাস্তাসিয়া ফিলিপ্পোভনা।

জুয়াখেলায় হৃতসর্বস্ব হয়ে দস্তয়েভস্কি ৪ বছর ড্রেসডেনে আটকে পড়েন (১৮৬৭-৭১)। শেষে পাওনাদারদের সাথে কোনোরকমে একটা রফা করে তিনি ১৮৭১ সালে রাশিয়ায় ফিরে আসতে সক্ষম হন। এই সময়েই তাঁর অসামান্য উপন্যাস 'দ্যা ইডিয়ট' (১৮৬৮-৬৯) রচিত হয়।

দস্তয়েভস্কি তাঁর জীবনে বেশ কয়েকটি সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা ও সম্পাদনার কাজে জড়িত ছিলেন। ১৮৬১ সাল নাগাদ সমগ্র রাশিয়ায় যখন সার্ফরা জার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তখন তাদের সমর্থনে দস্তয়েভস্কিও এগিয়ে এসেছিলেন। ১৮৬১ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত তিনি 'ইউরেমিয়া' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন, এবং সেই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ১৮৬৪ সালে 'ইপোখা' নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এছাড়া 'গ্রাজদানিন' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বও তাঁর ওপর ছিলো।

যদিও কোনো কোনো জীবনীকার দস্তয়েভস্কিকে প্রগতিশীল আন্দোলনের সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আমাদেরকে যদি বাস্তবকে স্বীকার করে নিতে হয় তাহলে একথা বলতেই হবে যে, যৌবনের প্রারম্ভে কিছুটা সময় তিনি প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লেও, পরবর্তীকালে, বিশেষতঃ চল্লিশ পার হওয়ার পর আমরা তাঁকে সেইসব মতবাদের সমর্থক হিসেবেই দেখতে পাই, যাকে কোনোমতেই প্রগতিশীল মতবাদ বলা যায় না—বরং সত্যি করে বলতে হলে বলতে হয়, তিনি মোটামুটি প্রগতি বিরোধী মতবাদাবলম্বীদের দলেই যোগ দিয়েছিলেন।

১৮৭১ এ রাশিয়ায় ফিরে আসার পর দস্তয়েভস্কি নিজেকে সব সময়ের জন্য সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন রাখেন। রাশিয়ায় ফিরে এসেই তিনি লিখতে শুরু করেন 'দ্যা ডেভিলস্' উপন্যাসটি (১৮৭১ ৭২)। তারপর প্রকাশিত হয় তাঁর 'এ র ইউথ' (১৮৭৫) ও 'দ্যা ড্রিম অব এ রিডিকুলাস ম্যান' (১৮৭৭)। 'দ্যা ড্রিম অব এ রিডিকুলাস ম্যান' লেখার সময়েই তিনি 'এ ডাইরী অব এ রাইটার' (১৮৭৬-৭৭ এবং ১৮৮০ ৮১) লিখতে শুরু করেন। তাছাড়া তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম 'দ্যা ব্রাদার্স কারামাজোভ (১৮৮০) এই সময়েই লিখিত।

'দ্যা ব্রাদাস কারামাজোভ' লেখা শেষ হওয়ার পরই দস্তয়েভস্কির স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। তার ওপর দুরারোগ্য মৃগী রোগ তো ছিলোই। তিনি আর তার ধকল সইতে পারেন না। ১৮৮১ সালে ৬০ বছর বয়সে এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে রুশ সাহিত্যের অমর শিল্পী চিরকালের জন্য পরলোকের পথে যাত্রা করেন। তাঁর শেষ যাত্রায় শোক জানাতে হাজার হাজার রুশ সাহিত্যানুরাগী শোকমিছিলে ভেঙে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানবন্দীতে বলতে গেলে বলতে হয়: 'এমন দৃশ্য রুশ জনতা এর আগে আর কখনো প্রত্যক্ষ করেনি।'

বাংলা ভাষায় বিশ্বসাহিত্যের এই মহান স্রষ্টার অনুবাদ প্রকাশের দুরূহ কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব আমরা কাঁধে তুলে নিয়েছি। এটা আমাদের পক্ষে যেমন গৌরবের তেমনি আশঙ্কারও ব্যাপার বটে। গৌরবের এ কারণে যে, এ দায়িত্ব গ্রহণ করে আমরা বাঙালী পাঠকদের সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের একজন দিক্‌পালের পরিচয় ঘটিয়ে দেবার দুর্লভ সুযোগ অর্জন করেছি. আর আশঙ্কা এই কারণে যে, এই কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে কোথাও পদস্খলন না ঘটে যায়! সারানুবাদ বা ভাবানুবাদ—অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে সংক্ষিপ্ত অনুবাদে আমাদের প্রবল আপত্তি। সে কারণে আমরা মূলের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ, অর্থাৎ মূলে যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি, মানে যাকে বলা হয় আক্ষরিক অনুবাদ, তাই করেছি—কোথাও কোনো লাইন বাদ দেওয়ার চাতুরী করিনি।

যেহেতু নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি খণ্ডের মধ্যে এই অনুবাদের পরিসর আবদ্ধ সেহেতু লেখকের সর্বোত্তম লেখাগুলিকেই আমরা আমাদের এই রচনাবলীতে প্রকাশের জন্য নির্বাচিত করেছি। এবং পাঠককে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এই রচনাবলীতে দস্তয়েভস্কির যে-কটি রচনা অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হবে তার প্রতিটিই হবে পূর্ণাঙ্গ, আর এক্ষেত্রে অনুবাদকমণ্ডলীর সততা ও নিষ্ঠাই আমাদের মূলধন।

কাঞ্চন বসু

দস্তয়েভস্কি লিখিত বইয়ের তালিকা

১৮৪৬	পুয়োর পিপল	উপন্যাস
১৮৪৬	দ্যা ডাবল	উপন্যাস
১৮৪৭	দ্যা ল্যাণ্ডলেডি	গল্প
১৮৪৮	অ্যান অনেস্ট থিফ	গল্প
১৮৪৮	হোয়াইট নাইটস্	উপন্যাস
১৮৪৯	এ লিটেল হিরো	গল্প
১৮৫৯	দ্যা ভিলেজ অব স্টেপানচিকোভো	উপন্যাস
১৮৫৯	আঙ্কেলস্ ড্রিম	গল্প
১৮৫৯	দ্যা ফ্রেণ্ড অব দ্যা ফ্যামিলি	উপন্যাস
১৮৫৯-৬১	দ্যা হাউস অব দ্যা ডেড	আত্মজীবনী
১৮৬১	দ্যা ইনসালটেড অ্যাণ্ড ইনজিয়োর্ড	উপন্যাস
১৮৬৪	নোটস্ ফ্রম দ্যা আণ্ডারগ্রাউণ্ড	উপন্যাস
১৮৬৬	ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিসমেন্ট	উপন্যাস
১৮৬৬	দ্যা গ্যাম্বলার	উপন্যাস
১৮৬৮-৬৯	দ্যা ইডিয়ট	উপন্যাস
১৮৭০	দ্যা ইন্টারনাল হাজব্যাণ্ড	উপন্যাস
১৮৭১-৭২	দ্যা ডেভিলস্	উপন্যাস
১৮৭৫	এ র ইউথ	উপন্যাস
১৮৭৭	দ্যা ড্রিম অব এ রিডিকুলাস ম্যান	গল্প
১৮৭৬ ৭৭ ও ১৮৮০ ৮১	ডাইরী অব এ রাইটার	দিনপঞ্জী
১৮৮০	দ্যা ব্রাদার্স কারামাজোভ	উপন্যাস

চরিত্রলিপি

প্রধান চরিত্র

মিশকিন, লেভ নিকোলায়েভিচ—প্রিন্স এস.
রোগোজিন, পার্ফিয়োন সেমিয়োনোভিচ
বারাসকোভ, নাস্তাসিয়া ফিলিপ্পোভনা
এপানচিন, আইভান ফিয়োদোরোভিচ—জেনারেল
এপানচিন, লিজাভেটা প্রোকোফিয়েভনা—জেনারেলের স্ত্রী
এপানচিন, আগলেয়া ইভানোভনা—জেনারেলের মেয়ে
এপানচিন, আদেলেদা—জেনারেলের মেয়ে
এপানচিন, আলেকজান্দ্রা ইভানোভনা—জেনারেলের মেয়ে
লেবেদিয়েভ, লুকিয়ান তিমোফেইচ
লেবেদিয়েভ, ভেরা—লুকিয়ানের মেয়ে
টটস্কি, আফানাসি ইভানোভিচ
ইভোলজিন, আভ্রালিয়োন আলেকজান্দ্রোভিচ—জেনারেল
ইভোলজিন, নিনা আলেকজান্দ্রোভনা—জেনারেলের স্ত্রী
ইভোলজিন, গ্যাভ্রিল আভ্রালিয়োনোভিচ (গানিয়া)—জেনারেলের বড ছেলে
ইভোলজিন, ভারভারা আভ্রালিয়োনোভনা (ভারিয়া, পরবর্তীকালে শ্রীমতী তিৎসিন)—জেনারেলের মেয়ে
ইভোলজিন, নিকোলাই আভ্রালিয়োনোভিচ (কোলিয়া)—জেনারেলের ছোট ছেলে

অপ্রধান চরিত্র

ফার্দিশ্চেঙ্কো
তিৎসিন, আইভান পেত্রোভিচ
বিয়েলোকোনস্কি—রাজকুমারী
তেরেন্তিয়েভ, ইপ্পোলিৎ
আলেক্সেয়েভনা, দারিয়া
র‍্যাডোমস্কি, ইয়েভগেনি পাপোভিচ
বুর্দোভস্কি, আন্তিপ

নির্বোধ

প্রথম খণ্ড

॥ এক ॥

নভেম্বরের শেষের দিকে সকাল ৯টায় ওয়ারস-র ট্রেন পূর্ণ গতিতে ছুটে আসছে পিটার্সবার্গের দিকে। বাইরে বরফ গলছে চারদিক এত স্যাঁৎসেঁতে আর কুয়াশাচ্ছন্ন যে, ট্রেনের ডান বা বাঁদিকে দশ পা দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। কয়েকজন যাত্রী বিদেশ থেকে ফিরছে, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলো অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোকে ভর্তি, তারা নিজেদের কাজে কাছাকাছি জায়গা থেকে এসেছে। তারা সকলে ক্লান্ত, শীতে কাঁপছে, সারারাত ট্রেনে ভ্রমণ করে তাদের চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছে; বাইরের কুয়াশার মতই মুখ ফ্যাকাশে, হলদেটে।

তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় দুজন যাত্রী ভোরবেলা থেকে জানলার পাশে মুখোমুখি বসে আছে। দুজনেই তরুণ, পরিচ্ছদ খুব ভাল নয়, সঙ্গে অল্প জিনিসপত্র; দুজনেরই চেহারা কিছুটা চোখে পড়ার মত এবং দুজনেরই যেন আলাপ করার আগ্রহ রয়েছে। যদি তারা জানত যে ঠিক সেই মুহূর্তেই তাদের মধ্যে রয়েছে আশ্চর্য রকম একটা মিলন ভাব, তাহলে ওয়ারস ট্রেনের একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় দুজনের একত্র হওয়ার এই আকস্মিকতায় তারা অবাক হত। তাদের একজন বেঁটেখাটো, বছর সাতাশ বয়স, মাথায় প্রায়-কালো, কোঁকড়ানো চুল, চোখ দুটো ছোট, ধূসর ও জ্বলন্ত। নাকটা চওড়া, চ্যাপ্টা, গালের হাড় উঁচু। পাতলা ঠোঁট দুটো সবদা যেন উদ্ধত, বিদ্রূপাত্মক, এমন কি কুটিল হাসিতে বেঁকে আছে। কিন্তু তার উন্নত সুগঠিত কপাল মুখের নিচের দিকের বিশ্রী রেখাগুলোকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। তরুণটির মুখে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হল একটা মৃত্যুর মত বিবর্ণতা; বলিষ্ঠ গঠন সত্ত্বেও এই বিবর্ণতা তার চেহারায় একটা অবসন্ন ভাব, আবার সেই সঙ্গে প্রায় দুরন্ত আবেগের ছাপ এনে দিয়েছে, তার সঙ্গে তার স্থূল ও উদ্ধত হাসি এবং চোখের কঠিন, গর্বিত দৃষ্টির কোন মিলই নেই। তার গায়ে দীর্ঘ, কালো, ভেড়ার চামড়ার পটি দেওয়া ওভারকোট; রাতের শীত তাকে ছুঁতে পারছে না, অথচ তার শীতার্ত সঙ্গীটি রুশীয় নভেম্বরের রাতের ঠাণ্ডার মুখোমুখি; সে আদৌ এই ঠাণ্ডার জন্য তৈরী নয়। তার গায়ে বড় টুপি সমেত একটা বেশ মোটা, লম্বা ক্লোক—যেরকম ক্লোক বিদেশে সুইটজারল্যাণ্ড বা উত্তর ইতালিতে শীতকালে বেড়াতে গেলে প্রায়ই লোকে ব্যবহার করে—কারণ তাদের আইড্‌কুহনেন থেকে পিটার্সবার্গে বেড়াতে যাওয়ার কথা মাথায় আসে না। যা ইতালির পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত ও আরামপ্রদ, রাশিয়ার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। এই ক্লোকের মালিকও এক তরুণ, তার বয়সও ছাব্বিশ-সাতাশ, উচ্চতায় সাধারণের চেয়ে বেশী দীর্ঘ; মাথায় সুন্দর, ঘন চুল; গাল দুটো বসা, মুখে শীর্ণ, ছুঁচোলো, প্রায়-সাদা দাড়ি। চোখ দুটো বড়, নীল, স্বপ্নালু; চোখের দৃষ্টিতে শান্ত অথচ বিষণ্ণ এমন এক চাহনি যাতে প্রথম নজরেই কিছু লোক তাকে মৃগী রোগী বলে বুঝতে পারবে।

অথচ তরুণটির মুখ কিন্তু প্রসন্ন, শীর্ণ, পরিচ্ছন্ন—যদিও ফ্যাকাশে এবং এই মুহূর্তে ঠাণ্ডায় নীল। তার সঙ্গে পুরনো বিবর্ণ সিল্কের রুমালে বাঁধা একটা ছোট পুঁটলি, মনে হয় ওতে তার সব জিনিসপত্র রয়েছে। তার পায়ে মোটা সোলের জুতো, মোজা, সম্পূর্ণ বিদেশী ধরণে। ভেড়ার চামড়ায় আবৃত তার কৃষ্ণকেশ সঙ্গীটি এসব লক্ষ্য করছে, খানিকটা কাজের অভাবে এবং শেষে স্থূল হাসি হেসে, সে হাসিতে অন্যলোকের দুর্ভাগ্যে খুশী হওয়ার আনন্দ সহজে প্রত্যক্ষভাবে বোঝা যায়, প্রশ্ন করল, 'শীত করছে ?'

কথাটা বলে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

সঙ্গীটি অত্যন্ত তৎপরভাবে বলল, 'দারুণ, তবু তো বরফ গলছে। যদি বরফ জমত ? বাড়ীতে বুঝতে পারিনি এত ঠাণ্ডা লাগবে। এত ঠাণ্ডায় ছিলাম না।'

'বিদেশ থেকে নাকি ?'

'হ্যাঁ, সুইটজারল্যাণ্ড থেকে।'

'ওঃ! আর বলতে হবে না।' কালোচুলওলা ছেলেটি শিস দিয়ে হেসে উঠল।

সুইস ক্লোক পরিহিত ফর্সা তরুণটির সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার তৎপরতা বিস্ময়কর। কয়েকটি উলটোপাল্টা বাজে প্রশ্নের নিদারুণ ঔদ্ধত্য সম্বন্ধে তার মনে কোন সাড়া নেই। সে বলল, দীর্ঘদিন সে রাশিয়ার বাইরে ছিল, চার বছরের বেশী ; এক অদ্ভুত স্নায়ু রোগ, মৃগী ধরনের কাঁপুনি-খিঁচুনি জাতীয় এক রোগের জন্য স্বাস্থ্যের খাতিরে তাকে বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। কালো লোকটি শুনতে শুনতে বারবার হাসতে লাগল, বিশেষতঃ 'আচ্ছা, এখন অসুখ সেরেছে কি ?' এই কথার উত্তরে তার সঙ্গী যখন বলল, 'না, সারেনি।'

'হায়, হায়!' কৃষ্ণকায় তরুণ ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'নিশ্চয়ই অনেক টাকা নষ্ট হয়েছে ? অথচ ওদের আমরা বিশ্বাস করি।'

পাশে বসে আছে এক প্রায়-চল্লিশ বয়সের লোক, তার পোশাক অবিন্যস্ত, বলিষ্ঠ গঠন, নাকটা লাল, মুখে ব্রণ। সে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'একেবারে যথার্থ বলেছেন।'

মনে হয়, লোকটা ছোটখাটো অফিসার, ঠিক সেই রকম ধরণধারণ। বলল, 'যথার্থ বলেছেন ; ওরা বিনা কারণে রাশিয়ার সবকিছু শুষে নিচ্ছে!'

সুইটজারল্যাণ্ড ফেরত রোগীটি শান্ত, অনুত্তেজিত গলায় বলল, 'না, আমার ক্ষেত্রে এটা ভুল বললেন! আপনার মত নিয়ে তর্ক করছি না, কারণ এ ব্যাপারে সব খবর জানি না, তবে আমার ডাক্তার এখানে আমাকে পাঠাবার জন্য তার শেষ কপর্দকটিও খরচ করেছেন ; তাছাড়া প্রায় দু বছর ধরে তিনি আমার খরচ চালিয়েছেন।'

কালো যুবকটি বলল, 'কেন, আপনার খরচ দেওয়ার কেউ ছিল না ?'

'না ; ওখানে যিনি আমার খরচ দিতেন, সেই মিস্টার পাভলিশ্চেভ দু বছর হল মারা গেছেন। তখন থেকে আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া মাদাম এপানচিনকে চিঠি লিখছি, কিন্তু উত্তর পাইনি। কাজেই এখানে এলাম…।'

'তাহলে যাচ্ছেন কোথায় ?'

'কোথায় থাকব জানতে চাইছেন ? এখনও ঠিক জানি না…কোনরকমে…'

'এখনও কিছু ঠিক করেননি ?' তার দুজন শ্রোতাই হেসে উঠল।

কালো তরুণটি বলল, 'ঐ পুঁটলিটাই আপনার সর্বস্ব শুনলেও বোধ হয় অবাক হওয়ার কিছু নেই?'

লাল নাকওলা অফিসারটি খুশীর সুরে বলে উঠল, 'বাজী রাখতেও রাজী আছি, মালপত্রের কামরাতেও ওর আর কিছুই নেই; যদিও মানতেই হবে যে দারিদ্র্য কোন দোষ নয়।'

মনে হল, ব্যাপারটা সত্যিই সেরকম; সাদা চুলওলা তরুণটি আশ্চর্য তৎপরতায় তা মেনে নিল। অফিসারটি বলে চলল, 'অবশ্য আপনার পুঁটলিটারও কিছু দাম আছে।' ওরা দুজনে প্রাণ ভরে হাসতে লাগল। (অদ্ভুত ব্যাপার হল এই যে, পুঁটলির মালিকও ওদের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল, তাতে ওদের মজা আরো বেড়ে গেল।) 'যদিও নিশ্চিন্তে বাজী রাখা যায় যে ওতে সোনা নেই, ফরাসী, জার্মান বা ওলন্দাজ কোনরকম সোনাই নয়—আপনার বিদেশী জুতো আর মোজা দেখে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়—তবুও যদি জেনারেলের বউ মাদাম এপানচিনের মত আত্মীয়াকে পুঁটলিটার সঙ্গে যোগ করতে পারেন, তাহলে পুঁটলিটার একেবারে অন্যরকম মূল্য হয়ে যায়—অর্থাৎ মাদাম এপানচিন যদি সত্যিই আপনার আত্মীয়া হন, যদি আপনি স্বপ্নের ঘোরে ওরকম না ভেবে থাকেন যা কিনা অত্যাধিক কল্পনার ফলে তাহলে প্রায়শঃই হয়ে থাকে।'

ফর্সা তরুণটি ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, এ প্রায় একটা ভুলই বটে। অর্থাৎ বলতে গেলে উনি প্রায় অনাত্মীয়া; তাই উত্তর না পেয়ে সত্যিই আমি অবাক হইনি। এরকমই আশা করেছিলাম।'

'আপনি শুধু টিকিটের পয়সাগুলোই নষ্ট করেছেন। হুম্! হুম্!...যাক, আপনি সাদাসিদে লোক, সেটাই যা ভাল। হুঁ!...আমি জেনারেল এপানচিনকে চিনি, কারণ সবাই তাকে চেনে; মিস্টার পাভলিশ্চেভ, যিনি সুইটজারল্যাণ্ডে আপনার খরচ জোগাতেন, তাকেও আমি চিনতাম—মানে, তিনি যদি নিকোলাই আন্দ্রেইভিচ পাভলিশ্চেভ হন তাহলেই, কারণ ওই নামে দুজন আছেন। অন্যজন ক্রিমিয়ায় থাকতেন, তার নাম স্বর্গত নিকোলাই আন্দ্রেইভিচ। তিনি পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন; তার অনেক বড় বড় আত্মীয়স্বজন ছিল; তখনকার দিনে চার হাজার জনমজুর খাটত তার কাছে...'

'ঠিক বলেছেন, ওর নাম ছিল নিকোলাই আন্দ্রেইভিচ।''

জবাব দেওয়ার সময়ে তরুণটি এই সবজান্তা ভদ্রলোকের দিকে তীব্র অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল।

সমাজের একটা বিশেষ স্তরে এরকম সবজান্তা ভদ্রলোক প্রায়ই দেখা যায়। এরা সব জানে। এদের মনের সব চঞ্চল কৌতূহল ও সামর্থ শুধু অনিবার্যভাবে একদিকেই ধাবিত হয়। আজকের সমালোচক বলবেন, নিশ্চয়ই তাদের জীবনে আরো গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ও আকর্ষণের অভাব আছে। কিন্তু এরা 'সব জানে' এই কথাটা অনেকটা সীমিত অর্থে গ্রহণ করতে হবে: কোন বিভাগে লোকটি কাজ করে, কারা তার বন্ধু, তার রোজগার কত, কোথায় সে কর্তৃত্ব চালায়, তার বউ কে, বউ কি যৌতুক সঙ্গে করে এনেছে, কারা তার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় এবং তার পরবর্তী স্তরের আত্মীয় কারা ইত্যাদি ইত্যাদি। সাধারণতঃ এই সবজান্তাদের অবস্থা ভাল হয় না, মাসে ১৭ রুবল মাইনে পায়। যে সব লোকের জীবনের সব খুঁটিনাটি এরা জানে,

তারা এদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। তবুও এই জ্ঞান থেকেই এরা এমন এক সান্ত্বনা পায় যে, এটা প্রায় একটা আলাদা বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে ; এই জ্ঞান থেকে এরা আত্মমর্যাদা ও আত্মিক তৃপ্তিলাভ করে থাকে। সত্যিই এ এক চমৎকার বিজ্ঞান। আমি পণ্ডিত, সাহিত্যিক, কবি, রাজনীতিকদের দেখেছি এই বিজ্ঞানে সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্য ও চূড়ান্ত সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন ; শুধু এরই সাহায্যে তারা জীবনকে গড়ে তুলেছেন।

এই সব কথাবার্তার সময়ে কালো যুবকটি হাই তুলতে তুলতে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যাত্রা সমাপ্তির জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগল। সে খুবই অন্যমনস্ক—বলতে কি, প্রায় উত্তেজিত। তার ব্যবহার সত্যিই কিছুটা অদ্ভুত। কখনো সে কোন কথা শুনছেই না, আবার কখনো বা কিছু দেখছেই না। কখনো অজান্তে হাসছে, কখনো বা যে হাসছে, সেটাই যাচ্ছে ভুলে।

মুখে ব্রণওলা লোকটি হঠাৎ পুঁটলিওয়ালা তরুণটির উদ্দেশ্যে বলল, 'মাপ করবেন, কার সঙ্গে কথা বলছি ?'

দ্বিতীয়জন চটপট নির্দ্বিধায় বলল, আমার নাম 'প্রিন্স লেভ নিকোলায়েভিচ মিশকিন।'

'প্রিন্স মিশকিন!' লেভ নিকোলায়েভিচ ? কই, নামটা কখনো শুনেছি বলেও তো মনে হয় না।' চিন্তিত মুখে অফিসারটি বলল, 'পদবীর কথা বলছি না—ও তো একটা ঐতিহাসিক নাম—আমি আপনার নামটা বলছি, কোথাও কোন প্রিন্স মিশকিনের দেখা মেলে না, কেউ ও নাম শোনেওনি।'

মিশকিন তখনি বলল, 'তাই মনে হয়। আমি ছাড়া আর কোন প্রিন্স মিশকিন নেই, মনে হয়, আমিই শেষ জন। আর আমার পূর্ব পুরুষরা চাষীর মালিকের চেয়ে বড় কিছু ছিলেন না। আমার বাবা ছিলেন সৈন্যবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট, তবে জেনারেল এপানচিনের স্ত্রী প্রিন্সেস, তিনিও তার দিকে শেষ পুরুষ।'

অফিসার হেসে উঠল, 'হে-হে-হে! শেষজন! হে-হে! কি অদ্ভুতভাবে বললেন।'

কালো ছেলেটিও হাসল। হাসির কথা বলছে ভেবে মিশকিনও অবাক হল, কিন্তু সেটা এমন কিছু হাসির কথা নয়। সে বলল, বিশ্বাস করুন, আমি কিছু ভেবে বলিনি।' অফিসারটি বলল, 'যা বলেছেন সে সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত।'

হঠাৎ কালো তরুণটি বলল, 'প্রিন্স' আপনি কি ওখানে কোনো অধ্যাপকের কাছে পড়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ...পড়েছিলাম।'

'কিন্তু আমি কখনো কিছু পড়িনি।'

মিশকিন প্রায় অনুতপ্তের সুরে বলল, 'আমি সামান্যই পড়েছি। অসুখের জন্য নিয়মিত পড়তে পারিনি।'

কালো তরুণটি চটপট বলে উঠল, 'রোগোজিনদের চেনেন ?'

'না, আদৌ চিনি না, রাশিয়ায় আমি খুব অল্প লোককেই চিনি। আপনি কি কোন একজন রোগোজিন ?'

'হ্যাঁ, আমার নাম রোগোজিন,—পার্ফিয়ন।'

অফিসারটি অতিরিক্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলতে শুরু করলেন, 'পার্ফিয়ন ? একজন রোগোজিন...'

তাড়াতাড়ি অভদ্ররকম অধৈর্যে কালো লোকটি বলে উঠল, 'হ্যাঁ তাদেরই

একজন।' আসলে সে একবারও ব্রণওলা লোকটির সঙ্গে কথা বলেনি, প্রথম থেকেই শুধু মিশকিনের সঙ্গে কথা বলছে।

বিস্ময়ে মনে হল অফিসারটির চোখ দুটো প্রায় বেরিয়ে আসছে, 'কিন্তু...সে কি রকম?' তার মুখে সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের ভাব। বলল, 'যে সেমিওন পার্ফেনোভিচ রোগোভিচ একমাস আগে আড়াই লক্ষ রুবলের সম্পত্তি রেখে মারা গেছেন, তারই আত্মীয়?'

অফিসারটির দিকে একটুও না তাকিয়ে কালো ছেলেটি বলল, 'কি করে জানলেন যে উনি আড়াই লক্ষ রুবল রেখে গেছেন?'

তারপর অফিসারের দিকে ইঙ্গিত করে মিশাকিনকে বলল, 'দেখুন! লোকের ঘাড়ের ওপরে পড়ে এদের কি লাভ? কিন্তু সত্যিই আমার বাবা একমাস হল মারা গেছেন. আর আমি প্রায় খালি পায়ে আমার বাড়ী স্কোভে থেকে আসছি। আমার শয়তান ভাই আর মা আমায় একটা পয়সা বা এক লাইন চিঠি—কিছুই পাঠায়নি! যেন আমি একটা পথের কুকুর! গত মাসটা পুরো স্কোভে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম।'

অফিসার হাত দুটো ছড়িয়ে বলে উঠল, 'এখন বিনা সুযোগে অনেক টাকা রোজগার করতে এলেন। হায় ভগবান!'

রোগোজিন আবার বিরক্ত হয়ে ক্রুদ্ধভাবে বলল, 'তাতে ওর কি? আমি আপনাকে এর থেকে একটা পয়সাও দেব না; আপনি তারজন্য যা খুশি করতে পারেন।'

'করব, করব।'

'করুন! কিন্তু আমি কিচ্ছু দেব না, এক সপ্তাহ খোশামোদ করলেও না।'

'বেশ, দেবেন না! দেবেন কেন? দেবেন না! কিন্তু আমি খোশামোদ করে যাব আমার বউ-বাচ্চাদের ফেলে রেখে। আমাকে শ্রদ্ধা জানাতেই হবে!'

কালো লোকটি চেঁচিয়ে উঠল, 'থামুন!' তারপর প্রিন্সের দিকে ফিরে বলল, 'পাঁচ সপ্তাহ আগে শুধু একটা পুঁটলি নিয়ে আমি বাবার কাছ থেকে স্কোভে আমার কাকীমার কাছে পালিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার অসুখ করল, ইতিমধ্যে আমার বাবা মারা গেলেন। মৃতের কথা চিরকাল মনে থাকবে, কিন্তু উনি আমাকে প্রায় মেরে ফেলেছিলেন! বিশ্বাস করবেন প্রিন্স, হ্যাঁ, ঈশ্বরের দিব্যি! যদি তখন না পালাতাম, তাহলে ওখানেই উনি আমাকে মেরে ফেলতেন!'

ভেড়ার চামড়ার জামা পরা লক্ষপতিটির দিকে বিশেষ আগ্রহে তাকিয়ে প্রিন্স বলল, 'উনি কি আপনার ওপরে খুব রেগে গিয়েছিলেন?' যদিও লক্ষ-লক্ষ টাকার সম্পত্তি পাওয়া হয়ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা তবু মিশকিন অন্য কোন বিষয়ে বিস্মিত ও আগ্রহী হয়ে উঠল। রোগোজিন কোন কারণে প্রিন্সের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে, যদিও মনে হচ্ছে ওর কথা বলার কারণটা অনেকটাই অবাস্তর, যেন খোলাখুলি কথা বলার চেয়ে আসলে অন্যমনস্কতাই বেশী, উত্তেজনা-উদ্বেগ যথেষ্ট, এ যেন শুধু কারো দিকে তাকিয়ে জিভকে চালনা করা। এখনো যেন সে অসুস্থ বা জ্বরাক্রান্ত। আর অফিসারটি নিঃশ্বাস বন্ধ করে রোগোজিনের প্রতিটি কথা গিলছে, যেন সে দুর্লভ কিছু পাওয়ার আশা করছে।

রোগোজিন বলল, 'রেগেছিলেন তো বটেই, কারণও হয়ত ছিল; কিন্তু বেশীটাই আমার কারসাজি। মাকে দোষ দিতে পারি না; তার বয়স হয়েছে,

বৃদ্ধাদের সঙ্গে বসে মহাপুরুষদের জীবনী পড়ে সময় কাটান ; আর ভাই যা বলবে তাই হবে। সে আমাকে সময় মত জানাল না কেন ? আমি বুঝেছি। সত্যিই সে সময় আমি অজ্ঞান হয়েছিলাম। ওরা বলে. একটা টেলিগ্রামও এসেছিল, কিন্তু সেটা এসেছিল আমার কাকীমার কাছে। তিনি গত তিরিশ বছর ধরে বিধবা, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত উন্মাদ তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে কাটান। ঠিক সন্ন্যাসী নন, তবে আরো খারাপ। টেলিগ্রামে ভয় পেয়ে ওটা না খুলেই তিনি থানায় নিয়ে যান, সেখানেই ওটা পড়ে আছে। শুধু ভ্যাসিলি ভ্যাসিলিচ কোনিওৎ আমাকে বাঁচিয়েছিল ; ও আমাকে সব কথা জানিয়েছিল। রাতে আমার ভাই বাবার কফিনের কারুকার্যকরা ঢাকনার খাঁটিসোনার ট্যাসেলগুলো কেটে নিয়েছিল। সেগুলোর কত দাম চিন্তা করুন একবার। শুধু এ কারণেই ওকে ইচ্ছে করলে আমি সাইবেরিয়ায় পাঠাতে পারতাম।' অফিসারের দিকে ফিরে সে বলল, 'ও মশাই, কাকতাড়ুয়া—এটা কি আইন না অপরাধ ?'

অফিসার তখনি সম্মতি জানাল, 'এ অপরাধ।'

'সাইবেরিয়ার উপযুক্ত ?'

'নিশ্চয়ই। তক্ষুনি সাইবেরিয়ায় পাঠানো উচিত ছিল।'

রোগোজিন মিশকিনকে বলে চলল, 'ওরা ভাবে আমি এখনো অসুস্থ ; কিন্তু কাউকে কিছু না বলে, অসুস্থ অবস্থাতেই গাড়ীতে উঠে বাড়ীর দিকে চলেছি। সেমিওন সেমিওনোভিচ, তোমায় আমাকে ঢুকতে দিতেই হবে ! সে আমার বাবাকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। তবে আমিও নাস্তাসিয়া ফিলিপ্পোভনার ব্যাপারে বাবাকে চটিয়ে দিয়েছিলাম। সে আমার নিজের দোষ। ও বিষয়ে আমার ভুল হয়েছিল।'

অফিসারটি অনুগতভঙ্গীতে যেন ইচ্ছে করেই বলল, 'নাস্তাসিয়া ফিলিপ্পোভনার বিষয়ে ?'

রোগোজিন অধৈর্যে চেঁচিয়ে উঠল, 'কেন, ওকে চেনেন না ?'

লোকটা গর্বিত ভঙ্গীতে বলল, 'হ্যাঁ, চিনি।'

'বটেইতো ! কিন্তু অনেক নাস্তাসিয়া ফিলিপ্পোভনা রয়েছে। আপনিও আচ্ছা অসভ্য বর্বর তো ! জানতাম, যে এরকম কোন অভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে আমায় জ্বালাতন করবেই।'

অফিসারটি অস্বস্তির সুরে বলল, 'কিন্তু যদি আমি চিনি ? লেবেদিয়েভ জানে। হুজুর, আপনি আমায় গালাগালি দিয়ে খুশী হতে পাবেন, কিন্তু আমি যদি প্রমাণ দিই ? হ্যাঁ, এই নাস্তাসিয়া ফিলিপ্পোভনার কথাই বলছি—যার জন্য আপনার বাবা আপনাকে লাঠি দিয়ে মেরে শিক্ষা দিয়েছিলেন। নাস্তাসিয়া ফিলিপ্পোভনার নাম হল বারাশকোভ, তিনি উঁচু বংশের মহিলা, বলতে গেলে প্রায় রাজকন্যা ; টটস্কি আফানাসি ইভানোভিচ নামে এক প্রচুর বিত্তবান ব্যক্তির সঙ্গে তিনি জড়িত ; সেই ব্যক্তিটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সমিতির সদস্য, সেই সূত্রে জেনারেল এপানচিনের বন্ধু···'

রোগোজিন সত্যিই অবাক হল, 'ওঃ, তাই নাকি ? চুলোয় যাক। সত্যিই জানেন তাহলে !'

'ও সব জানে ! লেবেদিয়েভ সব জানে ! হুজুর, আমি আলেকজান্দার লিহাচোভের সঙ্গে দু মাস ঘুরেছি। ওর বাবার মৃত্যুর পরেও দেখেছি, খুব ভালো

করেই জানি যে লেভেদিয়েভকে ছাড়া ওর এক পা ও চলত না। এখন উনি দেনদারের জেলে রয়েছেন, কিন্তু তখন আর্মান্স, কোরালি, রাজকুমারী প্যাটস্কি, নাস্তাসিয়া ফিলিপ্পোভনা এবং আরো অনেককে জানার সুযোগ আমার হয়েছিল।'

রোগোজিন ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকাল, 'নাস্তাসিয়া ফিলিপ্পোভনা ? কেন, লিহাচোভ কি…'তার ঠোঁট বিকৃত, বিবর্ণ হয়ে গেল।

অফিসার শশব্যস্তে ভয়ে ভয়ে বলে উঠল, 'না! না! একেবারেই নয়! লিহাচোভ টাকার জন্য ওর কাছে যেতে পারেনি। না, উনি তো আর্মান্স নন। টটস্কি ছাড়া আর কেউ ওর কাছে থাকে না। সান্ধ্যবেলায় উনি গ্র্যাণ্ড বা ফরাসী থিয়েটারে নিজের বক্সে বসে থাকেন। অফিসাররা ওর সম্বন্ধে অনেক কথা বললেও ওর বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারে না। ওরা বলে, "ঐ সেই বিখ্যাত নাস্তাসিয়া ফিলিপ্পোভনা," ব্যস, আর কিছু নয়, কারণ আর কিছু বলার নেই।'

রোগোজিন গম্ভীর মুখে ভুরু কুঁচকে বলল, 'এসব কথা ঠিক। জালিয়োজেভও একথা বলেছিল। আমার বাবার তিন বছরের পুরনো কোটটা পরে যখন আমি নেভস্কির সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছিলাম, তখন ও একটা দোকান থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে উঠল। এক মুহূর্তে আমি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম। জালিয়োজেভের সঙ্গে দেখা করলাম। সে একেবারে অন্য ধরনের লোক—সহকারী হেয়ারড্রেসারের মত চোখে চশমা পরা অবস্থায় উঠে দাঁড়াল। বলল, "ওহে, তোমাব সঙ্গে ওর আদৌ মিল হবে না। ও রাজকুমারী। ওর নাম নাস্তাসিয়া ফিলিপ্পোভনা বারাশকোভ, টটস্কির সঙ্গে থাকে; টটস্কি ওর হাত থেকে মুক্তি পাবার পথ জানে না, কারণ সে জীবনের উপযুক্ত সময়ে, পঞ্চান্ন বছর বয়সে পৌঁছেছে; অতএব পিটার্সবার্গের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে সে বিয়ে করতে চায়।" তারপর বলল, সেদিন গ্রাণ্ড থিয়েটারের ব্যালেতে নাস্তাসিয়াকে দেখতে পাব। ও ওর বক্সে থাকবে। কেউ যদি ব্যালেতে যেতে চেষ্টা কবত তবে বাবা তাকে মেরেই ফেলতেন। কিন্তু আমি লুকিয়ে একঘণ্টার জন্য গিয়ে নাস্তাসিয়াকে আবার দেখলাম। সেদিন সারারাত ঘুম হল না। পরের দিন সকালে আমার স্বর্গত বাবা পাঁচ হাজার রুবল করে দুটো বণ্ড দিলেন। বললেন, "যাও, এগুলো বেচে আন্দ্রেয়েভের অফিসে গিয়ে সাত হাজার পাঁচশো রুবল দিয়ে বাকীটা সোজা আমার কাছে নিয়ে এসো; আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।" আমি বণ্ডগুলো ভাঙিয়ে টাকা নিলাম, কিন্তু আন্দ্রেয়েভের কাছে গেলাম না। সোজা বিলিতী দোকানে গিয়ে বাদামের মত বড় দুটো হীরে বসানো একজোড়া কানের রিং কিনলাম। পুরো দশ হাজার রুবল দিয়েও চারশো বাকী রইল; দোকানে আমার নাম বললাম, ওরা বিশ্বাস করে দিল। রিং দুটো নিয়ে জালিয়োজোভের কাছে গিয়ে বললাম, "চলো, নাস্তাসিয়ার ভায়ের কাছে যাই।" রওনা হলাম। তখন আমার পায়ের নীচে, সামনে বা চারধারে কি ছিল জানি না, মনে নেই। সোজা ওর বসার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম; ও নিজেই এল। তখনও আমার পরিচয় দিইনি। কিন্তু জালিয়োজোভ বলল, "গতকাল তোমায় দেখার স্মৃতিতে পার্ফিয়োন রোগোজিনের এই উপহার; সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করো।' ও খুলে ওটা দেখে হাসল। বলল, "আপনার বন্ধু রোগোজিনকে তার সদয় মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ।" নমস্কার করে ও চলে গেল। ওখানেই কেন মরলাম না! ওর কাছে গিয়েছিলাম, কারণ আমি ভেবেছিলাম জীবিত ফিরে আসব না। সবচেয়ে

যাতে বেশী বিরক্ত হয়েছিলাম তা হল ঐ জানোয়ার জালিয়োজোভ সব বাহাদুরি নিজে নিল। আমি বেঁটে, অযত্নসজ্জিত, লজ্জায় কথা না বলে ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম; আর জালিয়োজোভ অতি আধুনিক, তার চুল কোঁকড়ানো, মুখে পাউডারের ছোপ লাগানো, লাল চেহারা, গলায় চেক-চেক টাই পরা অতি কেতাদুরস্ত। নাস্তাসিয়া নিশ্চয়ই ওকে আমি বলেই ভেবেছিল! জালিয়োজোভ বেরিয়ে আসতেই বললাম, "এখন যেন স্বপ্ন দেখতে শুরু করো না, বুঝেছ?" ও হেসে বলল, "এখন বাবার কাছে টাকার কি হিসেব দেবে?" সত্যি, মনে হল বাড়ী ফেরার বদলে জলে ঝাঁপ দিই। কিন্তু ভাবলাম, কি আসে যায়? পাপাত্মার মত মরিয়া হয়ে বাড়ী ফিরলাম।'

অফিসার আঁতকে উঠল, 'ওঃ!' নিশ্চয়ই চমকে উঠেছে। প্রিন্সের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'জানেন, ঐ মৃত ভদ্রলোক, দশ হাজার দূরে থাক, দশ রুবলের জন্যও মানুষকে শায়েস্তা করতে পারতেন।'

মিশকিন সাগ্রহে রোগোজিনকে খুঁটিয়ে দেখল, দ্বিতীয় জনকে যেন খুব বিবর্ণ দেখাল।

রোগোজিন বলল, 'শায়েস্তা করতে পারতেন! ওর সম্বন্ধে কি জানেন? তক্ষুনি উনি সব জানতে পারলেন; জালিয়োজোভ প্রত্যেকের কাছে গল্প করেছিল। বাবা আমায় ওপর তলায় তালাবন্ধ করে একঘণ্টা ধরে গালাগালি দিলেন। বললেন,' "এই তো সবে শুরু, শুভরাত্রি জানাতেও আবার আসব!" কি হল জানেন? তিনি নাস্তাসিয়ার কাছে গিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে কেঁদে অনুনয় করতে লাগলেন। শেষে সে বাক্সটা এনে বাবার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বলল, "এই নিন আপনার কানের রিং, এটা আমাকে দিতে গিয়ে পার্ফিয়োনকে যে এত ঝড় সইতে হয়েছে সেই জন্য ওগুলোর দাম আমার কাছে দশগুণ বেড়ে গেছে। তাকে আমার হয়ে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাবেন।" ইতিমধ্যে আমি সেরিয়োজা প্রোটুশিমের কাছে কুড়ি রুবল পেয়েছিলাম। মার আশীর্বাদ নিয়ে ট্রেনে করে স্কোভের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম, জ্বর নিয়ে এসে পৌঁছলাম। সেই বৃদ্ধা আমাকে মহাপুরুষদের জীবনী পড়ে শোনাতে লাগলেন, আর আমি মাতাল হয়ে বসে রইলাম। সরাইখানায় শেষ কপর্দকটিও খরচ করে সারারাত অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়েছিলাম, সকালে ভুল বকতে শুরু করলাম, তার ওপরে রাতে কুকুরে কামড়েছিল। অল্পের জন্য সেদিন বেঁচে গেলাম।'

অফিসার হাতে হাত ঘষে বলে উঠল, 'এখন নাস্তাসিয়া অন্য সুরে কথা বলবে, এখন আর কানের রিং কি হবে? এখন ওর বদলে আমাদের এমন ···'

'যদি নাস্তাসিয়ার নামে আর একটি কথাও বলেন, ভগবান আছেন, যদিও আপনি লিহাচোভের সঙ্গে ঘুরতেন তবু আপনাকে ঠ্যাঙাব।' রোগোজিন ওর হাত ধরে উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠল।

'মারলেও আমাকে তাড়াতে পারবেন না। মারুন, ঐভাবেই আমার সঙ্গে ব্যবহার করুন! মারই আপনার চিহ্ন ···আরে আমরা তো এসে গেছি!'

সত্যিই ওরা স্টেশনে পৌঁছে গেছে। রোগোজিন লুকিয়ে চলে এসেছে বললেও বেশ কিছু লোক ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা চীৎকার করে টুপি নাড়তে লাগল।

রোগোজিন গর্বিত ভঙ্গিতে, প্রায় ঈর্ষ্যান্বিত হাসি হেসে বিড়বিড় করে বলল, 'নিশ্চয়ই জালিয়োজোভও এসেছে। প্রিন্স, কেন জানি না আপনাকে আমার ভাল লেগেছে। বোধহয় এরকম একটা মুহূর্তে আমাদের দেখা হয়েছে বলে; অবশ্য ওর সঙ্গেও তো দেখা হয়েছে, লেবেদিয়েভের দিকে ইসারা করে বলল 'কিন্তু ওকে ভাল লাগেনি। আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। আপনার মোজা খুলে নিয়ে আমরা আপনাকে খুব ভাল ফারকোট, বা ড্রেসকোট, বা সাদা ওয়েস্টকোট বা যা চান পরিয়ে দেব, আপনার পকেট টাকায় ভরে দেব··· নাস্তাসিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাব আমরা! আসবেন?'

লেবেদিয়েভ গম্ভীর গলায় বলল, 'প্রিন্স লেভ নিকোলায়েভিচ, শুনুন, এ সুযোগ হারাবেন না, হারাবেন না!'

প্রিন্স মিশকিন উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রতামাফিক রোগোজিনের দিকে হাত বাড়িয়ে অন্তরঙ্গ সুরে বলল, 'যেতে পারলে খুবই খুশী হব, আমাকে ভাল লাগার জন্য ধন্যবাদ। যদি সময় পাই, আজও হয়ত আসতে পারি। কারণ খুলেই বলছি, আপনাকে আমারও খুব ভাল লেগেছে, বিশেষতঃ আপনি যখন হীরের রিং-এর কথা বলছিলেন। আপনাকে গোমড়া দেখালেও, তার আগেই আপনাকে ভাল লেগে গেছে। আমাকে জামাকাপড় আর ফারকোটের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্যও ধন্যবাদ। কারণ, সত্যিই এক্ষুনি আমার কাপড়চোপড় আর ফারকোটের দরকার। আর এই মুহূর্তে এক কপর্দকও আমার কাছে নেই।'

'সন্ধ্যের মধ্যেই টাকা পেয়ে যাবেন। চলে আসুন!'

অফিসারটি বলল, 'পাবেন, পাবেন! সন্ধ্যের মধ্যে, সূর্য ডোবার আগেই!'

'প্রিন্স, মেয়েদের ব্যাপারে কি আপনি খুব আগ্রহী?'

'আমি···না! মানে···বোধ হয় আপনি জানেন না, আমার অসুখের জন্য আমি মেয়েদের বিষয়ে কিছুই জানি না।'

রোগোজিন চেঁচিয়ে উঠল, 'সত্যিই যদি তাই হয়, তা হলে তো আপনি একেবারে ব্রহ্মচারী; ভগবান আপনার মত লোকদের ভালোবাসেন।'

অফিসারটি আবার বলল, 'আপনার মত লোককে ঈশ্বর ভালোবাসেন।'

রোগোজিন লেবেদিয়েভকে বলল, 'আমার সঙ্গে আসুন।'

ওরা সবাই গাড়ী থেকে নামল। লেবেদিয়েভই শেষে জিতল। কোলাহল-মুখর দলটি দ্রুত ভজনেসেন্স্কি প্রসপেক্টের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রিন্সকে লিটেয়েনির দিকে যেতে হবে। দিনটা স্যাঁতসেঁতে, বাদলা। মিশকিন পথের লোককে রাস্তা জিজ্ঞাসা করে নিল। দেখা গেল, ওকে দু মাইল যেতে হবে; ও ঠিক করল ট্যাক্সি নেবে।

॥ দুই ॥

লিটেয়েনির কাছেই নিজের বাড়ীতে থাকেন জেনারেল এপানচিন। বাড়ীটার ছ ভাগের পাঁচভাগের ঘরই ভাড়া দেওয়া। এই চমৎকার বাড়ীটার পাশে স্যাডোভি স্ট্রিটে তার আরেকটা বড় বাড়ী আছে, সেটা থেকেও তার অনেক আয় হয়। পিটার্সবার্গের কাছেই তার একটা বেশ বড় লাভজনক সম্পত্তি এবং ঐ অঞ্চলে একটা কারখানাও আছে। প্রত্যেকে জানে, আগে সরকারী একচেটিয়া ব্যবসা-গুলোতে উনি অংশীদার ছিলেন। এমন বেশ কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর

পরিচালনায় তার অংশ এবং যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। খুব ব্যস্ত, ধনী লোক এবং বহুজনের পরিচিত বলে তার খ্যাতি আছে। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নিজেকে কি করে অপরিহার্য করে তুলতে হয়, তা তিনি জানেন। যেমন, সরকারে তার নিজস্ব বিভাগে। অথচ সবাই জানে যে, আইভান ফিয়োদোরোভিচ এপানচিন লেখাপড়া জানেন না, তিনি সাধারণ এক সৈনিকের ছেলে। অবশ্য দ্বিতীয় তথ্যটাতে ওর কৃতিত্বই প্রমাণ করে। জেনারেল বুদ্ধিমান হলেও কয়েকটি অতি সাধারণ ছোটখাটো দুর্বলতা থেকে মুক্ত নন এবং কিছু কিছু বিষয়ের আলোচনা অপছন্দ করেন। কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান ও যোগ্য ব্যক্তি। যেমন, তার নীতি হল নিজেকে প্রচার না করা, প্রয়োজন মত নিজেকে সরিয়ে নেওয়া এবং তার এই ভণ্ডামিহীনতার জন্য বহু লোক তাকে সম্মান করে, কারণ তিনি নিজের স্থান কোথায় তা জানেন। কিন্তু যারা এ কথা বলে তারা যদিও জানে মাঝে মাঝে আইভান ফিয়োদোরোভিচ, যিনি নিজের সীমা জানেন, তার মনের অবস্থা কি হয়। যদিও সত্যিই ওর বাস্তব-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও কিছু আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে, তবুও নিজের বুদ্ধির চেয়ে অন্যের বুদ্ধিতে চলতেই উনি বেশী ভালোবাসেন। নিজেকে উনি নিঃস্বার্থ এবং যুগের হাওয়া অনুযায়ী সহৃদয় রূপে প্রমাণ করতে চান। এই প্রসঙ্গে তার সম্বন্ধে কিছু মজার গল্প শোনা যায়, কিন্তু এসব গল্পে জেনারেল কখনো বিচলিত হন না। তা ছাড়া, তিনি সর্বদাই সফল হন, এমনকি তাস খেলাতেও। খুব বেশী বাজি ধরে খেলেন, আর এই সামান্য (তার ভাষায়) দুর্বলতাকে লুকোবার চেষ্টা না করে ইচ্ছাকৃত-ভাবেই তা লোককে জানান, যে দুর্বলতা আর্থিক ও অন্যান্য দিক দিয়ে তার পক্ষে লাভজনক। তিনি বিচিত্র সমাজে মেশেন, অবশ্য শুধু দরকারী লোকদের সঙ্গেই। ওর সামনে রয়েছে অনেক কিছু। রয়েছে প্রচুর সময়, সবকিছুই সময় মত ঘটবে। বয়সের দিক দিয়েও জেনারেল জীবনের শুরুতে পৌঁছেছেন। ওর বয়েস ছাপান্নর বেশী নয়। আমরা জানি এই হল মানুষের চরম বিকাশের সময়, এই বয়সে প্রকৃত জীবন শুরু হয়। তার সুস্বাস্থ্য, গায়ের রং, কালো হলেও মজবুত দাঁত, কঠিন, দৃঢ় চেহারা, অফিসে সকালবেলার ব্যস্তভাব এবং সন্ধ্যায় তাসের আসরে প্রসন্নতা— এই সব কিছুই রয়েছে তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সাফল্যের মূলে, এরাই তার পথকে করেছে কুসুমাস্তীর্ণ।

জেনারেলের একদল ফুটফুটে ছেলেমেয়ে রয়েছে। সবাই এখনো অবশ্য গোলাপের মত ফুটে ওঠেনি, তবে অনেক সম্ভাবনা আছে তাদের, আর নিজের অতি সুকুমার আশা ও পরিকল্পনাকে তিনি দীর্ঘকাল একমনে গভীরভাবে গড়ে তুলেছেন। তাছাড়া পিতার ইচ্ছার মত গভীর ও পবিত্র আর কিইবা আছে? পরিবার ছাড়া আর কিইবা থাকে মানুষের?

জেনারেলের পরিবারে রয়েছে তার স্ত্রী আর তিনটি বড় মেয়ে। জেনারেল অনেকদিন আগে লেফটেন্যান্ট থাকতে থাকতে বিয়ে করেছিলেন প্রায় সমান বয়সী একটি মেয়েকে; তার রূপ বা শিক্ষা কিছুই তেমন ছিল না, বিয়েতে তিনি যৌতুক পেয়েছিলেন মাত্র পঞ্চাশটি মুদ্রা; সেই টাকাই তার পরবর্তী জীবনের সম্পদের ভিত্তি হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পরে তিনি কখনো অল্প বয়সে বিয়ে করার বিষয়ে অভিযোগ করেননি; এ ঘটনাকে কখনো ভাগ্যহত যুবকের ভুল বলে মনে করেননি। স্ত্রীকে তিনি এত সম্মান করেছেন এবং মাঝে মাঝে এত ভয় পেয়েছেন যে

তাকে সত্যিই ভালবেসেছেন। তার স্ত্রী এক পুরনো, সাধারণ পরিবারের রাজকুমারী ; নিজের জন্মের জন্য তিনি খুবই গর্বিত। .য সব পৃষ্ঠপোষকদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য কিছুই খরচ করতে হয় না, সে রকম একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি তরুণী রাজকুমারীর বিবাহে যোগদানে সম্মতি জানিয়েছিলেন। তিনি তরুণ অফিসারকে সাহায্য দিয়ে তার পথ খুলে দিয়েছিলেন, যদিও কোন সাহায্যের দরকার ছিল না, একবার নজর দিলেই যথেষ্ট হত। দু-চারটে ঘটনা বাদে তারা স্বামী-স্ত্রী শান্তিতে জীবন কটিয়ে এসেছেন। অল্প বয়সে বংশের শেষ রাজকুমারী মাদাম এপানচিন সম্ভবতঃ তার নিজস্ব গুণের দ্বারা সমাজের উঁচু তলায় প্রভাবশালী বন্ধু পেয়েছেন। পরে কর্মক্ষেত্রে স্বামীর বিত্ত ও প্রভাবের সাহায্যে তিনি ঐ ওপরতলায় প্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন।

এই সময়ের মধ্যে জেনারেলের তিন মেয়ে—আলেকজান্দ্রা, আদেলেদা ও আগলাইয়া—বড় হয়ে উঠেছে। তারা এপানচিন বংশীয় হলেও মার দিক দিয়ে অভিজাতবংশীয়া, যথেষ্ট বিত্তসম্পন্না এবং তাদের বাবা যখনই হোক না কেন, খুব উঁচু পদে উঠে যাবেনই। আর তাছাড়া একটা জরুরী ব্যাপার হল যে, তিনজনেই অত্যন্ত সুন্দরী. এমনকি সবচেয়ে বড় মেয়ে আলেকজান্দ্রা, যার বয়স পঁচিশ বছর, সেও অতি সুদর্শনা। দ্বিতীয় জনের বয়স তেইশ, সবচেয়ে ছোট আগলাইয়া-র বয়স মোটে কুড়ি। এই ছোট মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী, সমাজে সে যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করেছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয় ; তিনজনেই শিক্ষিত, বুদ্ধিমতী ও প্রতিভাময়ী। সবাই জানে যে, ওরা পরস্পরকে খুব ভালবাসে এবং সর্বদা একসঙ্গে থাকে। বাড়ীর সবচেয়ে প্রিয় ছোট মেয়েটির জন্য বড় দুই বোনের স্বার্থত্যাগের কথা লোকে প্রায়ই বলে। তারা কখনো বাইরে দম্ভ করে না, বরং অতিমাত্রায় বিনয়ী। কেউ তাদের বদমেজাজী বা দাম্ভিক বলতে পারবে না, অথচ তারা গর্বিত, নিজেদের মূল্য বোঝে। বড় বোন গায়িকা, দ্বিতীয় বোন খুব ভাল ছবি আঁকে, কিন্তু কিছুদিন আগেও একথা কেউ জানত না, হঠাৎ তা প্রকাশ পেয়েছে। সংক্ষেপে, তারা প্রচুর প্রশংসা পায়। কিন্তু বিদ্বেষপূর্ণ সমালোচকও কিছু আছে। তারা প্রচুর বই পড়ে, এ কথা লোকে আলোচনা করতে গেলে ভয় পায়। বিয়ে করার ওদের কোন তাড়া নেই। সমাজের একটি বিশেষ জায়গায় প্রতিষ্ঠা পাওয়াকে ওরা মূল্য দেয়, তবে খুব বেশী নয়। প্রত্যেকে ওদের মনোভাব, চরিত্র, ওদের বাবার লক্ষ্য ও ইচ্ছার কথা জানে বলে এটা আরো বিশিষ্ট হয়ে ওঠে।

মিশকিন এগারোটা নাগাদ জেনারেলের দোতলা ফ্ল্যাটের কলিং বেল টিপল। জেনারেলের অবস্থার তুলনায় ফ্ল্যাটটা সাধারণ। একজন ভৃত্য দরজা খুলে দিল, সে প্রথম থেকেই ওর এবং ওর পুঁটলির দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল, তাই মিশকিন তার আসার কারণ বোঝাতে গিয়ে বেশ বেগ পেল। শেষে, ও যে সত্যিই প্রিন্স মিশকিন এবং জরুরী কারণে জেনারেলের সঙ্গে ওকে দেখা করতেই হবে, এ কথা বারবার দৃঢ়ভাবে বলাতে বিস্মিত ভৃত্যটি ওকে জেনারেলের পড়ার ঘরের সংলগ্ন বৈঠকখানায় যাওয়ার একটা ছোট্ট ঘরে নিয়ে এসে আরেকজন ভৃত্যের হাতে সঁপে দিল। এই ভৃত্যটির কাজ হল সকালবেলা ছোট ঘরে অপেক্ষারত জেনারেলকে অতিথিদের নাম জানানো। এই দ্বিতীয় ভৃত্যটির গায়ে একটা টেলকোট, বয়স

চল্লিশ পেরিয়েছে, মুখে উদ্বিগ্নভাব। সে মনিবের বিশেষ পরিচারক হিসেবে অতিথি-দের তার পড়ার ঘরে পাঠায়, কাজেই সে নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন।

ইচ্ছে করে গম্ভীরভাবে আরাম কেদারায় বসে সে কঠিন বিস্ময় নিয়ে মিশকিনের দিকে তাকাল। মিশকিন পুঁটলিটা হাতে নিয়ে ওর পাশে একটা চেয়ারে বসল; ও মিশকিনকে বলল, 'পুঁটলিটা এখানে রেখে বসার ঘরে যান।'

মিশকিন বলল, 'যদি আপত্তি না করো, তাহলে আমি বরং এখানেই বসি; ওখানে একা কি করব?'

'আপনি এখানে বসতে পারেন না, কারণ আপনি দেখা করতে এসেছেন, অর্থাৎ অতিথি। জেনারেলের সঙ্গেই কি দেখা করতে চান?' ভৃত্যটির পক্ষে এরকম লোককে ঢুকতে দেওয়া ঠিক নয় মনে হল, তাই সে আবার প্রশ্ন করল।

মিশকিন বলতে শুরু করল, 'হ্যাঁ, কাজ আছে—'

'কি কাজ তা জানতে চাইনি, আমার কাজ হল শুধু আপনার নাম জানিয়ে দেওয়া। কিন্তু আপনাকে তো আগেই বলেছি, সেক্রেটারির অনুমতি না পেলে আপনার নাম বলতে পারব না।'

লোকটির সন্দেহ আরও বেড়ে উঠল, আরও স্পষ্ট হল। প্রিন্স সাধারণ অতিথিদের মত নয়। যদিও এক এক সময় জেনারেল—বলতে গেলে, প্রায় রোজই নানাধরনের লোকের সঙ্গে দেখা করেন, বিশেষতঃ ব্যবসার কাজে, তবুও, তার নির্দেশ সত্ত্বেও পরিচারক খুব ইতস্ততঃ করতে লাগল, একে ঢুকতে দেওয়ার আগে সেক্রেটারির মত নেওয়া খুব দরকার।

হতবুদ্ধি হয়ে সে বলে ফেলল, 'সত্যিই—আপনি বিদেশ থেকে এসেছেন?' বোধহয় ও বলতে গিয়েছিল, 'সত্যিই আপনি প্রিন্স মিশকিন?'

'হ্যাঁ, আমি এইমাত্র স্টেশন থেকে এলাম। মনে হচ্ছে, তুমি বোধ হয় জানতে চাইছিলে সত্যিই আমি প্রিন্স মিশকিন কি না? বোধ হয় ভদ্রতাবোধে বলতে পারনি।'

বিস্মিত ভৃত্যটি শুধু 'হুঁ' করে একটা শব্দ করল।

'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, আমি মিথ্যে বলিনি, আমার জন্য তুমি বিপদে পড়বে না। আমার চেহারা আর পুঁটলি দেখে তোমার অবাক হওয়ার দরকার নেই, এই মুহূর্তে আমার অবস্থা খুব ভাল নয়।'

'হুঁ। সেসব ভয় আমার নেই। আপনার নামটা জানানো আমার কাজ। সেক্রেটারি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন যদি না ঐটাই তো মুস্কিল জানতে পারি কি, আপনি জেনারেলের কাছে সাহায্য চাইবেন কিনা?'

'না, না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। আমার অন্য দরকার।'

'কিছু মনে করবেন না, আপনাকে দেখে প্রশ্ন করেছিলাম। সেক্রেটারির জন্য অপেক্ষা করুন, হুজুর এখন কর্ণেলের সঙ্গে কথা বলছেন, তারপর সেক্রেটারি আসবেন।'

'যদি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে এখানে ধূমপানের কোন জায়গা আছে কি? আমার সঙ্গে পাইপ আর তামাক আছে।'

পরিচারকটি ঘৃণামিশ্রিত বিস্ময়ে এমনভাবে মিশকিনের দিকে তাকাল যেন নিজের কানকেও সে বিশ্বাস করতে পারছে না। বলল 'ধূমপান? না, ওসব

এখানে হবে না ; এ কথা ভাবার জন্য আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত। হে-হে! এ তো বড় অদ্ভুত কাণ্ড!'

'না, আমি এই ঘরের কথা বলিনি ; সে আমি জানি। যে জায়গা দেখিয়ে দেবে সেখানেই যাব, কারণ তিনঘণ্টা হল পাইপ খাইনি। এতে আমি অভ্যস্ত। তবে তোমার যা ইচ্ছে ; একটা কথা আছে না, "রোমে গেলে..." '

পরিচারক বিড়বিড় করে বলে ফেলল, 'আপনার মত লোকের নাম কি করে বলব? প্রথমতঃ, এখানে আপনার কোন দরকার নেই ; আপনার বসা উচিত অতিথিদের ঘরে। কারণ আপনি দেখা করতে এসেছেন, মানে অতিথি, এরজন্য আমার দোষ হবে...' পুঁটলিটার দিকে আরেকবার তাকিয়ে সে বলল, 'আপনি এখানে থাকার কথা ভাবছেন না তো?'

'না, তা ভাবছি না। ওরা বললেও থাকব না। আমি শুধু আলাপ করতে এসেছি, ব্যস।'

বিস্ময় ও দ্বিগুণ সন্দেহে ভৃত্যটি বলল, 'কি? আলাপ করতে? প্রথমে বলেছিলেন, কাজে এসেছেন?'

'ওঃ, তেমন কিছু কাজ নয়। অবশ্য কাজ আছে, সে হল পরামর্শ চাওয়া। আসলে নিজের পরিচয় দিতে এসেছি, কারণ, আমি প্রিন্স মিশকিন আর মাদাম এপানচিন হলেন শেষ প্রিন্সেস মিশকিন এবং উনি আর আমি ছাড়া আর কোন মিশকিন নেই।'

বিস্মিত পরিচারক খুব সতর্কভাবে বলল, 'তাহলে আপনি ওঁর আত্মীয়?'

'তাও ঠিক নয়। তবু বলতে গেলে আমি আত্মীয়ই, কিন্তু এত দূর সম্পর্কের যে তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। বিদেশ থেকে মাদাম এপানচিনকে চিঠি দিয়েছিলাম, কিন্তু উনি জবাব দেননি। তবু ভাবলাম, ফিরে এলে আলাপ করতে হবে। তুমি যাতে সন্দেহ না কর তাই এসব কথা বলছি, কারণ আমি দেখছি তোমার এখনো অস্বস্তি যায়নি। প্রিন্স মিশকিনের নাম বল, আমার আসার পক্ষে ঐ কারণই যথেষ্ট। যদি দেখা হয় তাহলে ভাল ; যদি না হয়, তাও হয়ত ভালই হবে। কিন্তু ওরা দেখা করতে চাইবে না, এটা আমার মনে হয় না। মাদাম এপানচিন নিশ্চয়ই তার পরিবারের বড় শাখাটির শেষ প্রতিনিধিটিকে দেখতে চাইবেনই। আমি বিশ্বাসযোগ্যসূত্রে শুনেছি উনি ওর পরিবারের কথা খুবই ভাবেন।'

প্রিন্সের কথাবার্তা খুব সাধারণ মনে হল, অথচ বর্তমান অবস্থায় এই সহজভাবই ওর কথাকে আরো গোলমেলে করে তুলেছে। অভিজ্ঞ পরিচারকটি বুঝতে পারল যে ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রলোকের যেরকম কথা বলা খুবই স্বাভাবিক একজন ভৃত্যের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ অচল। মনিবদের যা ধারণা, ভৃত্যরা যেহেতু সে তুলনায় অনেক বেশী বুদ্ধিমান, অতএব পরিচারকের মনে হল এর দুটো কারণ হতে পারে : হয়, ঐ প্রিন্স এক ধরনের জোচ্চোর, জেনারেলের কাছে কিছু চাইতে এসেছে, অথবা শুধুই হয়ত বোকা, কোন আত্মসম্মান জ্ঞান নেই ; কারণ কোন প্রিন্সের বুদ্ধি থাকলে, মর্যাদাজ্ঞান থাকলে, সে এই জায়গায় বসে নিজের বিষয়ে একজন চাকরের সঙ্গে কথা বলত না। অতএব উভয় ক্ষেত্রেই একে নিয়ে ঝামেলা হতে পারে।

যতদূর সম্ভব গম্ভীরভাবে লোকটি বলল, 'যাই হোক, আপনি বসার ঘরে গেলেই ভাল হয়।'

মিশকিন প্রসন্ন হাসি হেসে বলল, 'কিন্তু ওখানে থাকলে তো তোমায় সব বোঝাতে পারতাম না, আর আমার পোশাক এবং পুঁটলি দেখে তুমিও চিন্তায় পড়তে। এখন হয়ত আর সেক্রেটারির জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই, তুমি জেনারেলকে গিয়ে আমার নাম বলতে পার।'

'সেক্রেটারি না এলে আপনার মত লোকের নাম বলতে পারি না; তাছাড়া হুজুর এখনি বিশেষ হুকুম দিয়েছেন যে, যতক্ষণ তিনি কর্ণেলের সঙ্গে আছেন, ততক্ষণ যেন কেউ তাকে বিরক্ত না করে। গ্যাভ্রিল আর্দালিয়োনোভিচ না জানিয়েই তার ঘরে ঢুকে পড়েন।'

'কোন অফিসার?'

'গ্যাভ্রিল আর্দালিয়োনোভিচ? না। উনি কোম্পানীতে কাজ করেন। আপনি পুঁটলিটা এখানে রাখতে পারেন।'

'আমিও তাই চাইছিলাম। ভাবছি ক্লোকটাও খুলে রাখব।'

'নিশ্চয়ই, ক্লোক পরে ভেতরে যেতে পারবেন না।'

মিশকিন উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি ক্লোক খুলে ফেলল; গায়ে রইল পুরনো, খাটো, কিন্তু সুন্দর, ভালো ছাঁটের জ্যাকেট। ওর ওয়েস্টকোটের ওপরে একটা ইস্পাতের চেন দেখা যাচ্ছে, চেনের ওপরে রয়েছে একটা রূপোর জেনেভা-ঘড়ি।

রাজপুত্র একটু বোকা হলেও—লোকটা তাই ভেবে নিয়েছে—অতিথির সঙ্গে কথা বলে যাওয়াটা ওর অভদ্রতা মনে হল। উপরন্তু, প্রিন্সকে ওর কিরকম যেন ভাল লাগছে, আবার অন্য দিক থেকে ওর প্রতি একটা দৃঢ়, স্থূল বিরক্তিও জাগছে।

আবার একই জায়গায় বসে মিশকিন বলল, 'আর মাদাম এপানচিন কখন দেখা করেন?'

'ওটা আমার ব্যাপার নয়। লোক হিসেবে উনি বিভিন্ন সময়ে দেখা করেন। ঠিক এগারোটায় দর্জি আসে, অন্যদের চেয়ে আগে আসেন গ্যাভ্রিল আর্দালিয়োনোভিচ, এমনকি লাঞ্চেরও আগে।'

মিশকিন বলল, 'বিদেশের চেয়ে তোমাদের এখানে ঘরগুলো গরম, কিন্তু ঘরের বাইরে আরো গরম। যে রুশ এতে অভ্যস্ত নয়, সে শীতে ওদের বাড়ীতে থাকতে পারবে না।'

'ওরা ঘর গরম করে না?'

'না, বাড়ীগুলোও অন্যভাবে তৈরী করে; মানে, উনুন আর জানলা অন্যরকম।'

'হুঁ! আপনি কি অনেকদিন বাইরে ছিলেন?'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করবে, আমি রুশভাষা বলতে ভুলে যাইনি দেখে অবাক হয়েছি। তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভাবছি, "এই তো, সুন্দর রুশ বলছি।" বোধহয় এইজন্যই এত কথা বলছি। গতকাল থেকে রুশ বলতে ইচ্ছে করছে।'

'হুঁ! পিটার্সবার্গে থাকতেন?' চেষ্টা করেও ভৃত্যটি এরকম সাধারণ, ভদ্র আলোচনায় বিরত হতে পারল না।

'পিটার্সবার্গে? ওখানে খুব কমই গেছি, যাও গেছি তা অন্য জায়গায় যাওয়ার পথে। আগে ঐ শহরটার কথা কিছুই জানতাম না, এখন শুনছি যে ওখানে এত নতুনত্ব রয়েছে যে প্রতিবারই ওকে নতুন করে জানতে হয়। লোকে এখন

নতুন আদালতের কথা খুব বলে।'

'হুঁ! আদালত···সত্যিই আদালত রয়েছে। বিদেশে কি রকম? ওদের আদালত কি আমাদের চেয়ে ভালো?'

'জানিনা। আমাদের যা কিছু ভাল সে বিষয়ে অনেক শুনেছি। আমাদের মৃত্যুদণ্ড নেই, জান তো?'

'কেন ওরা কি লোককে মেরে ফেলে নাকি?'

'হ্যাঁ। আমি ফ্রান্সে, লিয়ঁ-তে দেখেছি। ডাক্তার শ্লিভার আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

'ওরা কি ফাঁসি দেয়?'

'না, ফ্রান্সে সর্বদা মাথা কেটে ফেলে।'

'ওরা চেঁচায়?'

'কি করে চেঁচাবে? ওটা তো নিমেষেই ঘটে যায়। ওরা লোকটাকে শুইয়ে দেয়, তারপর গিলোটিন নামে একটা ভারী, শক্ত যন্ত্র দিয়ে একটা বড় ছুরি নামিয়ে আনা হয়···চোখের পাতা ফেলবারও আগে মাথাটা পড়ে যায়। প্রস্তুতিটাই ভয়ানক। যখন আদেশটা পড়ে শোনায়, লোকটাকে চোখ বেঁধে তৈরী করে মঞ্চের দিকে নিয়ে যায়—সেটাই সাংঘাতিক! লোক জড়ো হয়, মেয়েরাও আসে; যদিও ওরা মেয়েদের দেখতে আসাটা পছন্দ করে না···'

'ওদের দেখা উচিত নয়!'

'কক্ষনো না, কক্ষনো না! এত বীভৎস জিনিস! অপরাধীটি বুদ্ধিমান, মাঝ বয়সী লোক, মজবুত চেহারা, সাহসী—নাম লেগ্রো। তুমি বিশ্বাস না করলেও বলতে পারি, যখন লোকটা মঞ্চে উঠল, তখন কাঁদতে লাগল; সে সময় তাকে কাগজের মত সাদা লাগছিল। অবিশ্বাস্য নয়? ভয়ঙ্কর নয়? ভয়ে কে কাঁদে? আমার ধারণা ছিল না যে, কটা বয়স্ক লোক, যে শিশু নয়, যে কখনো কাঁদেনি, পঁয়তাল্লিশ বছব বয়সে সে ভয়ে কাঁদতে পারে। তখন তার মনের সে কী অবস্থা, সে কী যন্ত্রণা! এ যেন আত্মাকে হত্যা করা। আইনে লেখা আছে "তুমি হত্যা করবে না।" অতএব ও হত্যা করেছে বলে আমরা ওকে খুন করব? না, সে অসম্ভব। এক মাস আগে ঘটনাটা দেখেছি, কিন্তু এখনো যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। বার ছয়েক ঘটনাটাকে স্বপ্নেও দেখেছি।'

কথা বলতে বলতে মিশকিন খুব বিচলিত হয়ে পড়ল; ওর বিবর্ণ মুখে দেখা দিল রঙের আভা, অবশ্য কণ্ঠস্বর এখনো শান্ত। ভৃত্যটি সহানুভূতিহীন আগ্রহে ওর কথা শুনছিল, কাজেই ও চুপ করায় যেন সে দুঃখিত হল। হয়ত সে-ও কল্পনাপ্রবণ, সংবেদনশীল। সে বলল, 'যখন মাথাটা কাটা হয়, তখন যে খুব বেশী ব্যথা লাগে না, এটাও অন্তত মন্দের ভাল।'

মিশকিন উত্তেজিতভাবে বলল, 'জান, এইমাত্র তুমি যা বললে, সকলেই তাই বলে; এই উদ্দেশেই গিলোটিন তৈরী হয়েছে। কিন্তু তখন আমার মনে হয়েছিল, এতে আরো খারাপ হয়েছে। তোমার কাছে কথাটা অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু কল্পনাশক্তি থাকলে এ রকম মনে হওয়া সম্ভব। চিন্তা কর একবার! যেমন ধর, যদি অত্যাচার করা হয়, তাহলে কষ্ট হবে, আঘাত লাগবে, দৈহিক কষ্ট হবে, তাতে মন আত্মিক যন্ত্রণার কথা ভুলে যাবে, মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত

লোকে শুধু আহত হবে দেহে। কিন্তু সবচেয়ে বড় এবং দারুণ কষ্ট শুধু হয়ত শারীরিক যন্ত্রণায় নয়, সবচেয়ে বেশী কষ্ট এই চিন্তায় যে, একঘণ্টা, বা দশ মিনিট, তারপর আধ মিনিট, তারপর নিমেষেই আত্মা দেহকে ছেড়ে চলে যাবে, সে আর মানুষ থাকবে না এবং এ ঘটনা ঘটবেই। সবচেয়ে খারাপ হল এই ঘটনার নিশ্চয়তা। যখন ছুরির নীচে মাথাটা রেখে ছুরিটা নেমে আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছ, সেই মুহূর্তটাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। এ শুধু আমার কল্পনা নয়, অনেকেই এ কথা বলেছে। এটা আমি এত গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, আমার কি মনে হয় বলছি। অপরাধের চেয়ে অপরাধীকে হত্যা করার শাস্তি অনেক খারাপ। খুনীর হত্যার চেয়ে মৃত্যুদণ্ড অনেক বেশী ভয়ঙ্কর। ডাকাতের হাতে নিহত ব্যক্তি, জঙ্গলে যার গলা কেটে ফেলা হয়েছে বা ঐ রকম কিছু করা হয়েছে, সে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাঁচার আশা করতে পারে। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, গলা কাটবার পরেও কোন লোক পালিয়ে যাওয়া বা দয়া ভিক্ষার আশা করেছে। এই শেষ আশায় মৃত্যু দশগুণ বেশী সহজ হয়। গিলোটিনের ক্ষেত্রে সে আশা কখনোই থাকে না। মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হলে বাঁচবার আর কোন উপায় নেই—এই সত্যের মধ্যেই থাকে সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা, এর চেয়ে ভয়ানক কোন যন্ত্রণা পৃথিবীতে নেই। তুমি কোন সৈনিককে যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে কামান ছুঁড়লেও সে বাঁচবার আশা করে; কিন্তু সেই একই সৈনিকের মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ কর, সে হয় পাগল হয়ে যাবে, নয়তো কাঁদবে। কে বলতে পারে, সুস্থ মস্তিষ্কে এটা সহ্য করার ক্ষমতা মানব প্রকৃতির আছে কি না? কেন এই বীভৎস, অকারণ, অবান্তর প্রতিহিংসা? হয়ত এমন লোক আছে যে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পরে এই যন্ত্রণা ভোগ করেছে, তারপরে তাকে বলা হয়েছে, "তুমি যেতে পারো, তোমায় ক্ষমা করা হল।" হয়ত এ কথা কেউ বলতে পারে। যীশুও এই কষ্ট-যন্ত্রণার কথা বলেছিলেন। না, ওরকম ব্যবহার কারো সঙ্গে করা যায় না!'

যদিও ভৃত্যটির পক্ষে মিশকিনের মত কথা বলা সম্ভব নয়, তবুও, সম্পূর্ণ না হলেও, ওর কথার অধিকাংশই সে বুঝল: তার মুখের কোমল অভিব্যক্তি থেকে সে কথা স্পষ্ট বোঝা গেল।

সে বলল, 'যদি আপনার পাইপ খেতে খুব ইচ্ছে হয়, তাহলে খেতে পারেন, কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে হবে। কারণ, হুজুর হয়ত হঠাৎ আপনাকে ডাকতে পারেন, কিন্তু তখন আপনাকে পাবেন না! সিঁড়ির নীচে দরজাটা দেখতে পাচ্ছেন? ওখানে চলে যান, ডানদিকে একটা ছোট ঘর আছে, ওখানে পাইপ খেতে পারেন; কিন্তু জানলাটা খুলে দিতে হবে, কারণ এটা বেআইনী—'

কিন্তু মিশকিন পাইপ খাওয়ার সময় পেল না। হঠাৎ হাতে কাগজপত্র নিয়ে এক যুবক সেই ঘরে হাজির হল। ভৃত্যটি তাকে কোট খোলায় সাহায্য করতে লাগল। যুবকটি জিজ্ঞাসু চোখে মিশকিনের দিকে তাকাল।

ভৃত্য স্বাভাবিক ও পরিচিত ভঙ্গীতে শুরু করল, 'গ্যাভ্রিল আর্দালিয়োনোভিচ, এই ভদ্রলোক বলেছেন, উনি প্রিন্স মিশকিন এবং গিন্নীমার আত্মীয়; উনি এক্ষুনি একটা পুঁটলি হাতে এসেছেন, শুধু...'

মিশকিন বাকীটা বুঝতে পারল না। ভৃত্যটি কথা শুরু করতেই গ্যাভ্রিল

মন দিয়ে শুনতে শুনতে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে প্রিন্সের দিকে তাকাতে লাগল। শেষে কথা শোনা বন্ধ করে সে অধীর হয়ে মিশকিনকে অত্যন্ত বিনয় ও ভদ্রতা-সহকারে বলল, 'আপনি প্রিন্স মিশকিন?'

যুবকটি অতি সুদর্শন, মজবুত গঠন, তারও বয়স আঠাশের মত; মাঝারি উচ্চতা, মাথায় চমৎকার চুল, ছোট্ট নেপোলিয়নি ধাঁচের দাড়ি, মুখ অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও সুন্দর। শুধু সমস্ত অমায়িকতা সত্ত্বেও হাসিটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, হাসলে মুক্তোর মত সাজানো দাঁত দেখা যায়, সপ্রতিভ ভালোমানুষি ভাব সত্ত্বেও তার দৃষ্টি যেন অত্যন্ত তীব্র ও সন্ধানী।

মিশকিনের মনে হল, 'একা থাকলে ওকে নিশ্চয়ই অন্যরকম দেখায়, আর বোধ হয় ও কখনো হাসে না।

প্রিন্স সংক্ষেপে যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে বলল, যে কথা সে আগেই পরিচারকটিকে এবং রোগোজিনকে বলেছে। ইতিমধ্যে মনে হল গ্যাভ্রিল যেন কি মনে করছে। সে বলল, 'আপনিই কি প্রায় একবছর আগে সুইটজারল্যাণ্ড থেকে লিজাভেটা প্রোকোফিয়েভনাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ওরা আপনাকে চেনেন, নিশ্চয়ই আপনার কথা মনে করতে পারবেন। আপনি মনিবের সঙ্গে দেখা করতে চান? এখনি আপনার নাম বলছি এখনি ওঁর সময় হবে। শুধু আপনি বসার ঘরে আসুন।' সে কড়াসুরে ভৃত্যকে বলল ভদ্রলোক এখানে রয়েছেন কেন?'

'উনি নিজেই—'

ঠিক সেই সময়ে পড়ার ঘরের দরজা খুলে গেল এবং একজন সামরিক পোশাক পরিহিত ব্যক্তি হাতে পোর্টফোলিও নিয়ে জোরে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন।

ঘরের ভেতর থেকে একটা গলা শোনা গেল 'গানিয়া, এখানে এস।'

গ্যাভ্রিল মিশকিনের দিকে ইঙ্গিত করে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেল।

দু মিনিট পরে দরজা আবার খুলে গেল, গ্যাভ্রিলের সুরেলা, বিনীত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'প্রিন্স অনুগ্রহ করে ভেতরে আসুন।'

জেনারেল আইভান ফিয়োদোরোভিচ এপানচিন ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন, যুবকটি ঢুকতে তার দিকে প্রবল কৌতূহল নিয়ে তাকালেন। তার দিকে দু-পা এগিয়েও এলেন। মিশকিন এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিল।

জেনারেল বললেন, 'বেশ, তোমার জন্য কি করতে পারি?'

'আমার কোন জরুরী কাজ নেই, আমার উদ্দেশ্য হল শুধু আপনাদের সঙ্গে আলাপ করা। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত। আপনাদের নিয়মকানুন বা কখন আপনি দেখা করেন, কিছুই জানতাম না—আমি সবে স্টেশন থেকে এলাম—সুইটজারল্যাণ্ড থেকে এসেছি।'

জেনারেল প্রায় হাসতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার চিন্তা করে নিজেকে সংযত করলেন। আবার কি ভেবে তরুণটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত আড়চোখে খুঁটিয়ে দেখে নিলেন, তারপর দ্রুত ওকে একটা চেয়ার ঠেলে দিলেন, নিজে কোন-রকমে বসে অধীর আগ্রহে ওর দিকে মুখ ফেরালেন। গানিয়া ডেস্কের কোণায়

দাঁড়িয়ে কাগজপত্র বাছতে লাগল।

জেনারেল বললেন, 'আলাপ পরিচয় করার সময় আমার বিশেষ থাকে না, কিন্তু তোমার যখন কোন দরকার আছে—'

মিশকিন বাধা দিল, 'এইটাই আশা করেছিলাম যে, আমার আসার পেছনে আপনি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য খুঁজে পাবেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয়ের আনন্দ লাভ করা ছাড়া সত্যিই আমার আর কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নেই।'

'নিশ্চয়ই আমার কাছেও এটা আনন্দের, কিন্তু জীবন তো শুধু খেলা নয়, লোকের কাজও থাকে···উপরন্তু, এতক্ষণে আমি আমাদের দুজনের মধ্যে কোন বিষয়ে মিল বার করতে পারিনি—কাজেই কথা বলার মত কোন কারণ—'

'অবশ্যই কোন কারণ নেই, মিলও খুব সামান্যই। আমি প্রিন্স মিশকিন যে মাদাম এপানচিনের পরিবারেরই লোক, এটা নিশ্চয়ই কোন কারণ নয়। সে আমি বুঝতে পারছি। তবুও এই জন্যেই এখানে এসেছি। চার বছরেরও আগে রাশিয়া থেকে গিয়েছিলাম। তখন এমন অবস্থায় গিয়েছিলাম যে, প্রায় কিছুই জানতাম না। ভাল লোককে জানতে চাই; কাজের দিকেও মন দিতে হবে, অথচ কার সঙ্গে দেখা করব তা জানি না। বার্লিনে থাকতে মনে হয়েছিল যে আপনি আত্মীয়ের মত, অতএব আপনাকে দিয়েই শুরু করব। হয়ত পরস্পরকে আমাদের দরকার হতে পারে—আমাকে আপনার এবংআপনাকে আমার—যদি অবশ্য আপনারা ভাল লোক হন, এবং শুনেছি আপনারা ভাল লোকই।'

জেনারেল বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আমি খুব বাধিত হলাম, কোথায় রয়েছ যদি বল?'

'এখনো কোথাও থাকিনি।'

'তাহলে ট্রেণ থেকে নেমে সোজা এসেছ? মালপত্র নিয়ে?'

'মালপত্র বলতে কাপড়ের একটা ছোট পুঁটলি, আর কিছু নেই। ওটা সাধারণতঃ হাতে করেই নিই। আজ সন্ধ্যেয় একটা ঘর নিয়ে নেব।'

'তাহলে হোটেলে ঘর নিতে চাও?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'তোমার কথা থেকে আমার মনে হয়েছিল যে, তুমি বুঝি এখানে থাকতে এসেছ।'

'আপনি বললেই শুধু তা সম্ভব। যদিও স্বীকার করছি যে, আপনি বললেও থাকতাম না। না, কোন কারণ নেই ... আমি এরকমই।'

'তাহলে তোমায় থাকতে না বলাই ভাল. থাকতে বলছিও না। দেখো প্রিন্স, পরিষ্কার কথা বলে নেওয়া ভাল। আমরা যখন এর মধ্যেই মেনে নিয়েছি যে, আমাদের মধ্যে আত্মীয়তার কোন কথা উঠতে পারে না, সেটা আমার পক্ষে গৌরবের হলেও, তাহলে...

'উঠে চলে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই?' মিশকিন তার সব প্রতিকূলত সত্ত্বেও যথার্থ আনন্দের হাসি হেসে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'জেনারেল, আপনি কি বিশ্বাস করবেন যে, বাস্তব জীবন বা এখানকার রীতিনীতি সম্বন্ধে প্রায় কিছুই না জেনেও আমি ঠিক বুঝেছিলাম যে, এরকমই কিছু ঘটবে। বোধহয় এতে ভালই হল। তখন আমার চিঠির উত্তর দেননি...আচ্ছা, চলি, আপনাকে বিরক্ত

করাব জন্য ক্ষমা করবেন।'

এই মুহূর্তে মিশকিনের মুখ এত সহৃদয়, তার হাসি গোপন বিদ্বেষের এতটুকুও আভাস থেকে এমনভাবে মুক্ত যে, হঠাৎ জেনারেল তা লক্ষ্য করে তাঁর অতিথিকে যেন অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেন ; এক মুহূর্তেই ভাব মনোভাবের পরিবর্তন ঘটল।

একেবারে পরিবর্তিত সুরে তিনি বললেন, 'কিন্তু প্রিন্স, জানো, হাজার হোক তোমায় আমি চিনিনা, নিজের পরিবারের লোককে হয়ত লিজাভেটা প্রাকোফিয়েভনা দেখতে চাইবে ..যদি চাও এবং যদি সময় থাকে, তাহলে একটু অপেক্ষা করো।'

'ও, আমার প্রচুর সময় এ সময় সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব।' মিশকিন তখনি টেবলে তার নরম, গোল টুপিটা রাখল। 'স্বীকার করছি, আমার চিঠির কথা লিজাভেটা মনে করবেন আশা করছিলাম। আমি যখন অপেক্ষা করছিলাম, তখন আপনার ভৃত্যের সন্দেহ হয়েছিল যে, আমি সাহায্য চাইতে এসেছি। সেটা লক্ষ্য করেছি ; নিশ্চয়ই আপনি এ ব্যাপারে কড়া হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু সত্যিই আমি সেজন্য আসিনি, এসেছি শুধু আপনাদের জানতে। কিন্তু আমি বোধহয় আপনার কাজের ক্ষতি করছি, সেটাই চিন্তা হচ্ছে।'

জেনারেল প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন, 'প্রিন্স, তোমাকে দেখে যা মনে হচ্ছে, সত্যিই যদি তুমি তাই হও, তাহলে তোমার সঙ্গে আলাপ করা আনন্দের কথা, তবে দেখতেই পাচ্ছ আমি ব্যস্ত লোক, এখনি কিছু কাগজপত্র দেখতে, সই করতে বসব, তারপর হুজুরের কাছে যাব, তারপরে যাব অফিসে , কাজেই লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে যদিও আমার ভাল লাগে, ..অবশ্য ভাল লোকের সঙ্গে, তবুও .. আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি ভাল বংশের ছেলে · তোমার বয়স কত প্রিন্স ?'

চাব্বিশ '

'ও তোমাকে অনেক কম বয়সী ভেবেছিলাম।'

'হ্যাঁ, লোকে বলে আমাকে বয়সের চেয়ে ছোট দেখায়। আপনাকে বিরক্ত না করার উপায় শীগগির জানতে পারব, কারণ কাউকে বিরক্ত করা আমি খুব অপছন্দ করি। তাছাড়া, মনে হচ্ছে, আমাদের দুজনের মধ্যে অন্য পরিবেশের জন্য এত পার্থক্য যে, আমাদের মধ্যে কোন বিশেষ মিলই নেই। তবুও এই ধারণায় আমার নিজের তেমন বিশ্বাস নেই। কারণ মিল থাকলেও অনেক সময়ে মনে হয় যে মিল নেই—শুধু আলসেমি করে লোক চেহারা দেখে মানুষের শ্রেণী বিভাগ করে, তাদের মধ্যে মিল খুঁজে পায়না.. কিন্তু আপনার বোধহয় একঘেয়ে লাগছে ? মনে হচ্ছে—'

'দুটো কথা ঃ আদৌ কি তোমার কাছে কোন টাকাকড়ি আছে ? না কি তুমি কোন কাজ নিতে চাও ? আমার প্রশ্নে কিছু মনে করো না।'

'হ্যাঁ, আপনার প্রশ্নটা ভাল করে বুঝতে পেরেছি। এই মুহূর্তে আমার টাকা-পয়সা কিছুই নেই, কাজও নেই ; কিন্তু কাজ চাই। যে টাকা আছে, সে আমার নিজস্ব নয় ; এ টাকা আমার আসার জন্য শ্নিভার দিয়েছিলেন, যে অধ্যাপক সুইটজারল্যাণ্ডে আমার চিকিৎসা করতেন এবং আমায় পড়াতেন। তিনি আমার খরচটাই শুধু দিয়েছিলেন, কাজেই এখন শুধু কয়েকটা রুবল পড়ে আছে। অবশ্য একটা কথা, এবিষয়ে আপনার পরামর্শও চাই, কিন্তু—

জেনারেল বাধা দিলেন, 'ইতিমধ্যে কিভাবে থাকতে চাও, তোমার পরিকল্পনা কি ?'

'যে-কোন রকম কাজ চাই।'

'ও, তাহলে তো তুমি দার্শনিক ; কিন্তু তোমার নিজের কোন বিষয়ে কোন দক্ষতা আছে কি না জান, যার সাহায্যে রোজগার করতে পারবে ? কিছু মনে করো না।'

'ভদ্রতা করবেন না। না, মনে হয়, আমার কোন বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা নেই ; বরং আমি অসুস্থ এবং নিয়মমত লেখাপড়া করিনি। আমার রোজগারের ব্যাপারে মনে হয়—'

আবার জেনারেল বাধা দিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। আগে যা বলা হয়েছে, তাই প্রিন্স আবার বলল। দেখা গেল যে মিশকিনের স্বর্গত উপকারী বন্ধু পাভলিশ্চেভের কথা জেনারেল জানেন, তাকে ব্যক্তিগত ভাবে চেনেনও। প্রিন্সের পড়াশোনার বিষয়ে পাভলিশ্চেভের কেন আগ্রহ ছিল, তা সে বুঝিয়ে বলতে পারল না ; তবে বোধ হয় দীর্ঘকাল তার বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল বলেই। মিশকিন একেবারে ছোট বয়সে বাবা মাকে হারিয়েছে। গ্রামে সে বড় হয়ে উঠেছে, সেখানেই সারাজীবন কাটিয়েছে ; কারণ তার স্বাস্থ্যের পক্ষে গ্রামের জল বাতাসই ছিল প্রয়োজনীয়। পাভলিশ্চেভ তার কয়েকজন বৃদ্ধা আত্মীয়ার ওপর তার দায়িত্ব দিয়ে প্রথমে তার জন্য একজন গভর্নেস, পরে একজন শিক্ষক নিযুক্ত করেন। মিশকিন যদিও বলছে যে সব কিছু তার মনে আছে, তবুও অতীত জীবনের অনেক ঘটনা সে বোঝাতে পারল না, কারণ সেগুলো সে নিজেই পুরোপুরি বুঝতে পারেনি। বার বার অসুখের ফলে সে প্রায় নির্বোধ হয়ে গিয়েছিল (মিশকিন 'নির্বোধ' কথাটাই ব্যবহার করল)। বলল, পাভলিশ্চেভের সঙ্গে অধ্যাপক স্নিডারের বার্লিনে দেখা হয়েছিল। অধ্যাপক সুইস, এ ধরনের রোগের একজন বিশেষজ্ঞ, সুইটজারল্যাণ্ডের ভ্যালেতে তার একটা প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে নির্বোধ ও উন্মাদ রোগীরা থাকে। ঠাণ্ডা জল আর বিশেষ ব্যায়ামের সাহায্যে নিজস্ব পদ্ধতিতে তিনি তাদের চিকিৎসা করেন। তাদের লেখাপড়াও শেখান এবং সকলের মানসিক উন্নতি পর্যবেক্ষণ করেন। প্রায় পাঁচ বছর আগে পাভলিশ্চেভ তাকে সুইটজারল্যাণ্ডে সেই চিকিৎসকের কাছে পাঠান এবং তার জন্য কোন রকম ব্যবস্থা না করেই তিনি দু বছর আগে মারা গেছেন। এই দুবছর স্নিডার ওকে নিজের কাছে রেখে চিকিৎসা চালিয়ে গেছেন এবং সম্পূর্ণ সারাতে না পারলেও অনেক উন্নতি ঘটিয়েছেন। শেষে তার ইচ্ছায় এবং কোন ঘটনাচক্রের ফলে তাকে রাশিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

জেনারেল খুব অবাক হয়ে বললেন, 'রাশিয়াতে তোমার কেউ নেই। একেবারেই কেউ না ?'

'ঠিক এখনি কেউ নেই, তবে মনে হয়…একটা চিঠি পেয়েছি—।'

জেনারেল শেষ কথাটা না শুনেই বলে উঠলেন, 'যাক, অন্ততঃ কিছু তো শিখেছ। ধরো, তোমার দুরবস্থায় কোন সহজ কাজ করতে তো আপত্তি নেই ?'

'না না, কোন অসুবিধেই নেই। চাকরি পেলে খুব খুশীই হব, কারণ দেখতে চাই আমি কোন্ কাজের উপযুক্ত। সম্পূর্ণ নিয়মমাফিক না হলেও ঐ অধ্যাপকের

বিশেষ রীতিতে গত চার বছর একটানা পড়াশোনা করেছি। রুশ ভাষাও যথেষ্ট পড়েছি।'

'রুশ? তাহলে তুমি রুশ ব্যাকরণ জান? নির্ভুল ভাবে লিখতে পার?'

'হ্যাঁ, নির্ভুলভাবে।'

'ভাল কথা; আর হাতের লেখা?'

'আমার লেখা চমৎকার। বোধ হয় ওটাকে ক্ষমতা বলা যায়। আমি প্রায় হস্তাক্ষরবিদ।' মিশকিন উত্তেজিতভাবে বলল, 'আপনাকে একটু নমুনা দেখাই।'

'নিশ্চয়ই। ওটা খুব দরকার, বলতে কি...প্রিন্স, তোমার চটপটে ভাবটা আমার ভালই লাগছে; তুমি লোকটা ভারী চমৎকার।'

'আপনার এত সুন্দর লিখবার উপকরণ রয়েছে, কত কলম-পেন্সিল, কী চমৎকার মোটা কাগজ—কী সুন্দর পড়ার ঘর! এই ল্যাণ্ডস্কেপটা চিনি, এটা সুইটজারল্যাণ্ডের একটা দৃশ্য। শিল্পী এটা নিশ্চয়ই প্রকৃতিকে দেখে এঁকেছেন, আমিও জায়গাটা দেখেছি—এটা উরি অঞ্চল—'

'হতে পারে, তবে এটা এখানে কেনা। গানিয়া, প্রিন্সকে কিছু কাগজ দাও। কাগজ-কলম রয়েছে; ঐ ছোট্ট টেবলটাতে গিয়ে লেখো।' ইতিমধ্যে গানিয়া তার পোর্টফোলিও থেকে একটা বড় ছবি বার করে দিতেই সেদিকে ফিরে জেনারেল বললেন, 'এটা কি? ও, নাস্তাসিয়া ফিলিপ্পোভনা! ও পাঠিয়েছে—নিজে?' সাগ্রহে, অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন।

গানিয়া অপ্রসন্ন হাসি হেসে বলল, 'এক্ষুনি আমি অভিনন্দন জানাতে গেলে ও এটা দিল। অনেক দিন ধরে এটা চাইছিলাম। এরকম একটা দিনে খালি হাতে গিয়েছি বলেই এটা দিল কিনা জানি না।'

জেনারেল দৃঢভাবে বললেন, 'না, না, এভাবে সবকিছুকে দেখ কেন। সে এ রকম ইঙ্গিত করার মত মেয়ে নয়...সে অর্থলোভীও নয়। তাছাড়া, তুমি ওকে যে জিনিষই দিতে—সেটাই বহু টাকার ব্যাপার। ওকে হয়ত তোমার ছবি দিতে পারতে। ভাল কথা, ও এখনো তোমার ছবি চায় নি?'

'না, চায়নি; বোধ হয়, কখনো চাইবেও না। আজ সন্ধ্যায় পার্টির কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে? আপনি হলেন বিশেষ অতিথিদের একজন।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মনে আছে এবং আমি যাবই। মনে হচ্ছে এটা ওর পঁচিশতম জন্মদিন। হ্যাঁ! বুঝলে গানিয়া, তোমায় গোপন কথা বলতে দ্বিধা নেই। নিজেকে তৈরী কর। আফানাসি ইভানোভিচ এবং আমাকে ও কথা দিয়েছে যে আজ সন্ধ্যার পার্টিতে ও শেষ সিদ্ধান্ত জানাবে: হবে কি হবে না। কাজেই, অবশ্যই তৈরী থেকো।'

গানিয়া হঠাৎ এত অবাক হল যে একটু বিবর্ণ হয়ে পড়ল। কম্পিত গলায় বলল, 'ও সত্যিই বলেছে?'

'পরশুদিন ও আমাদের কথা দিয়েছে। কথা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা ওকে চাপ দিচ্ছিলাম। কিন্তু ও বলেছিল কথাটা তোমায় আগে না বলতে।'

জেনারেল স্থির দৃষ্টিতে গানিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন; তার অস্বস্তিতে তিনি মোটেই খুশী হননি।

গানিয়া দ্বিধা ও অস্বস্তির সুরে বলল, 'কিন্তু মনে রাখবেন আইভান ফিয়োদোরোভিচ, মনস্থির না করা পর্যন্ত ও আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে, তারপরেও সিদ্ধান্ত নেওয়াটা আমার ওপরেই নির্ভর করছে।'

হঠাৎ জেনারেল শঙ্কিত হয়ে বললেন, 'তুমি কি বলতে চাও···বলতে চাও—'

'কিছুই বলতে চাই না।'

'হে ভগবান, আমাদের কি বিপদে ফেললে?'

'আপনি জানেন, আমি না বলিনি। আমি বিশ্রীভাবে কথা বলেছি—'

জেনারেল বিরক্তি গোপন না করেই বললেন, 'না বলার কথা! এটা তোমার আপত্তি করার প্রশ্ন নয় তে, তুমি যে তৎপরতা, আনন্দ ও সুখের সঙ্গে ওর প্রতিশ্রুতিকে গ্রহণ করবে, এ হল, তাবই কথা। বাড়ীর কি খবর?'

'ওতে কি আসে যায়? বাড়ীতে সব কিছু ঠিক করে ফেলেছি। বাবা যথারীতি বোকার মত কাজ করছেন। উনি যে কতদূর মর্যাদাজ্ঞানহীন হয়ে পড়েছেন সে তো আপনি জানেনই। আমি কখনো ওর সঙ্গে কথা বলি না, কিন্তু ওকে সামলে রাখি এবং মা না থাকলে ওকে বাড়ী থেকে বার করে দিতাম। মা শুধু কাঁদেন; আমার বোন রেগে গেছে, কিন্তু ওদের সোজা বলে দিয়েছি, আমার বিষয়ে যা খুশী তাই করতে পারি এবং আমিই বাড়ীর মালিক হতে চাই। মার সামনে বোনকে এ কথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি।'

চিন্তিত মুখে হাত নাড়িয়ে, কাঁধ অল্প ঝাঁকিয়ে জেনারেল বললেন, 'তবুও আমি বুঝতে পারছি না। তোমার মনে আছে, সেদিন নিনা আলেকজান্দ্রোভনা এসে শুধু নিঃশ্বাস ফেলছিলেন আর কাঁদছিলেন? আমি বললাম, "কি হয়েছে?" মনে হল, তাদের কাছে ব্যাপারটা অসম্মানজনক। কোথায় অসম্মান হচ্ছে জানতে পারি কি? কোন্ বিষয়ে লোকে নাস্তাসিয়া ফিলিপ্পোভনাকে তিরস্কার করবে? তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আছে? সে টটস্কির সঙ্গে থাকে, এটা নিশ্চয়ই কোন কারণ নয়? বিশেষতঃ, বর্তমান পরিস্থিতিতে ও কারণটা একেবারে অবান্তর। উনি বললেন, "ওর সঙ্গে আপনার মেয়েদের আলাপ করাবেন না।" বেশ, তারপর! কেন, উনি দেখতে পাচ্ছেন না, বুঝতে পারছেন না—'

গানিয়া অপ্রতিভ জেনারেলকে কথা জুগিয়ে দিল, 'ওর নিজের অবস্থাটা? সে ও বোঝে; ওর ওপরে রাগ করবেন না। কিন্তু অন্য লোকের বিষয়ে নাক না গলাবার শিক্ষা ওকে আমি দিয়েছি। তবুও বাড়ীতে যে সবাই চুপ করে রয়েছে, তার কারণ, শেষ কথা এখনও বলা হয়নি। অবশ্য ঝড় দেখা দিচ্ছে। যদি আজই সব ঠিক হয়, তাহলে ঝড় নিশ্চয়ই শুরু হয়ে যাবে।'

মিশকিন কোণে বসে লিখতে লিখতে এ সব কথা শুনতে পাচ্ছিল। লেখা শেষ করে টেবলের কাছে গিয়ে সে কাগজটা রাখল।

ফটোটার দিকে এক মনে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'এই তাহলে নাস্তাসিয়া ফিলিপ্পোভনা।' গাঢ় গলায় বলল, 'আশ্চর্যরকম সুন্দর তো!'

ছবিটা সত্যিই এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ের। অত্যন্ত সাধারণ ও মর্যাদাপূর্ণ একটা কালো সিল্কের পোশাকে ছবিটা তোলানো হয়েছে; গাঢ় বাদামী রঙের চুল সাধারণভাবে বাঁধা; চোখ দুটো কালো, গভীর; ভুরুতে গাম্ভীর্যের ছাপ; মুখের ভাব আবেগপূর্ণ, বিতৃষ্ণ। মুখটা একটু লম্বাটে এবং সম্ভবতঃ

ক্যাকাশে। গানিয়া ও জেনারেল মিশকিনের দিকে সে অবাক হয়ে তাকাল।

জেনারেল বললেন, 'নাস্তাসিয়া? এর মধ্যেই তাকে চিনে ফেলেছ নাকি?'

মিশকিন বলল, 'হ্যাঁ, মাত্র চব্বিশ ঘন্টা রাশিয়াতে এসেই এরকম সুন্দরীকে চিনে গেছি।' তারপরে রোগোজিনের সঙ্গে আলাপের বর্ণনা দিয়ে তার গল্পটা সে আবার বলল।

জেনারেল আবার অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'এ যে নতুন ব্যাপার!' তিনি গল্পটা খুব মন দিয়ে শুনে গানিয়ার দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালেন।

গানিয়াও একটু অপ্রতিভ হয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'খুব সম্ভবতঃ এটা একটা বাজে ব্যাপার মাত্র। এক তরুণ ব্যবসায়ীর খেয়াল। ওর সম্বন্ধে আগেও কিছু শুনেছি।'

জেনারেল বললেন, 'আমিও শুনেছি হে, তখন কানের দুলের পুরো ঘটনাটা নাস্তাসিয়া আমায় বলেছিল। কিন্তু এখন ব্যাপারটা অন্য। আসলে এর অর্থ হয়ত অনেক টাকার···হয়ত অনুরাগ···হয়ত সস্তা আবেগ। তবু এর মধ্যে আবেগের সুর আছে আর এইসব ভদ্রলোকরা ক্ষেপে উঠলে কি করতে পারে তা আমরা জানি···হুম্···' জেনারেল চিন্তিতভাবে বললেন, 'আশা করি এর থেকে চাঞ্চল্যকর কিছু ঘটবে না।'

গানিয়া বলল, 'আপনি ওর টাকাকে ভয় পাচ্ছেন?'

'তুমি পাচ্ছ না নিশ্চয়ই?'

গানিয়া হঠাৎ মিশকিনের দিকে ফিরে বলল, 'ওকে আপনার কেন ভাল লাগল প্রিন্স? লোকটা কি গম্ভীর না শুধু বোকা? আপনার মত কি?'

এই প্রশ্নটা করার সময়ে গানিয়ার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। যেন তার মাথায় একটা নতুন, অদ্ভুত চিন্তা জেগে উঠে অধীরভাবে তার দৃষ্টিতে জ্বলে উঠল। জেনারেল সত্যিই অস্বস্তিতে পড়লেন। তিনি জিজ্ঞাসু চোখে প্রিন্সের দিকে তাকালেও মনে হল না ওর উত্তর থেকে বিশেষ কিছু আশা করছেন।

মিশকিন বলল, 'কি বলব বুঝতে পারছি না; আমার শুধু মনে হয়েছিল, ওর মধ্যে প্রচুর আবেগ আছে, এমনকি একধরণের অস্বাভাবিক আবেগ। এখনো ওকে খুব অসুস্থ মনে হল। দু এক দিনের মধ্যে ওর আবার শয্যাশায়ী হয়ে পড়ার খুব সম্ভাবনা আছে, বিশেষতঃ যদি ও আবার মদ খায়।'

জেনারেলের মনে কথাটা লাগল, 'এ্যাঁ? তোমার তাই মনে হল?

'হ্যাঁ।'

'অথচ দু-একদিন নয়, আজ রাত্রের আগেই অদ্ভুত কিছু ঘটতে পারে।' গানিয়া শ্লেষের হাসি হেসে জেনারেলকে বলল, 'হয়ত আজ কিছু ঘটতে পারে।'

জেনারেল বললেন, 'হুঁ!···নিশ্চয়ই···খুবই সম্ভব, কি ভাবে ও ব্যাপারটাকে গ্রহণ করে, তার ওপরেই সব নির্ভর করবে।'

'মাঝে মাঝে ওর কি হয় জানেন?'

জেনারেল অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ঝুঁকে পড়লেন, 'কি রকম, কি বলতে চাও? শোন গানিয়া, দয়া করে আজ ওকে বেশী বিরক্ত করো না···আর চেষ্টা করো···মানে···আসলে ওকে খুশী করতে···হুঁ! ···ওভাবে হাসছ কেন? শোন, গ্যাব্রিল আর্দালিয়োনোভিচ, এখন আমাদের উদ্দেশ্য কি, এটা জানতে চাওয়া

মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তুমি জান যে এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত সুবিধা নিয়ে আমি আদৌ মাথা ঘামাচ্ছি না; যেভাবেই হোক এটার ব্যবস্থা করব। টটস্কি একেবারে মন ঠিক করে ফেলেছে, কাজেই আমার কোন বিপদ নেই; তাই আমি শুধু তোমার ভাল চাই। তুমি নিজেই সেটা দেখতে পাচ্ছ। আমাকে কি বিশ্বাস করতে পারছ না? তাছাড়া, তুমি হলে...হলে ..বলতে কি বুদ্ধিমান এবং আমিও তোমার ওপরে নির্ভর করতাম...যেহেতু বর্তমান পরিস্থিতিতে ওটাই...ওটাই...'

'এটাই আসল' আবার গানিয়া দ্বিধাগ্রস্ত জেনারেলকে সাহায্য করে বিদ্বেষপূর্ণ হাসিতে ঠোঁট বাঁকালো, এবং সে হাসি লুকোনোর চেষ্টাও করল না। উত্তপ্ত চোখে সে সোজা জেনারেলের দিকে তাকাল, যেন তার মনে যা আছে সব তার চোখ দিয়ে সে পড়ে নিতে চাইছে।

জেনারেল গানিয়ার দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে সম্মতি জানালেন, 'ঠিক, বুদ্ধিই আসল। গ্যাভ্রিল, তুমি মজার লোক! লক্ষ্য করলাম, এই তরুণ ব্যবসায়ীটির ওপরে তুমি যেন খুশী, যেন ও তোমাকে নিষ্কৃতি দেবে। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রথম থেকে তোমার নিজের বুদ্ধিতে চলা উচিত ছিল। এক্ষেত্রে দু দিকটা বুঝে নিয়ে তোমার সৎ ও সরলভাবে চলা উচিত ছিল, অথবা আগে থেকেই অন্যদের সঙ্গে আপোষ এড়াবার জন্য সতর্ক হতে পারতে, বিশেষতঃ তোমার যখন প্রচুর সময় ছিল, এবং এখনো সময় আছে—'জেনারেল তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভুরু দুটে তুললেন,'যদিও মোটে আর কয়েক ঘণ্টা আছে, বুঝছ? বুঝতে পেরেছ? তুমি রাজী হবে, না, হবে না? যদি না হও তো বলে দাও—শান্তিতে থাক। কেউ তোমার শত্রুতা করছে না, কেউ তোমায় ফাঁদে ফেলছে না, যদি অবশ্য তুমি এটাকে ফাঁদ বলে মনে কর তবেই।'

গানিয়া মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় বলল, 'আমি রাজী।' সে চোখ নামিয়ে বিষণ্ণ নীরবতার মধ্যে ডুবে গেল।

জেনারেল খুশী হলেন। তিনি ক্রোধে সংযম হারিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু স্পষ্টতঃই এতটা ক্রুদ্ধ হওয়ার জন্য এখন দুঃখিত। হঠাৎ তিনি মিশকিনের দিকে ফিরলেন, প্রিন্স যে ওখানে উপস্থিত এবং সব কথা যে সে শুনতে পেয়েছে, এজন্য তিনি অস্বস্তিকরভাবে সচেতন হলেন। কিন্তু মুহূর্তে মধ্যে নিজেকে সামলে নিলেন; মিশকিনের দিকে একনজর তাকালে যে-কেউই নিজেকে সামলে নিতে পারে।

মিশকিনের হাতের লেখার নমুনা দেখে জেনারেল চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওঃ! এ যে পুরস্কারযোগ্য লেখা। চমৎকার! গানিয়া দেখ, কী সুন্দর!'

মোটা কাগজের ওপরে প্রিন্স মধ্যযুগীয় রুশ ধাঁচের হাতের লেখায় এই লাইনটি লিখেছেঃ 'বিনয়ী সন্ন্যাসী পাফনুতি সেখানে হাত রাখলেন।'

মিশকিন অতিরিক্ত আনন্দ ও আগ্রহে বুঝিয়ে বলল, 'চতুর্দশ শতাব্দীর একটা পাণ্ডুলিপি থেকে নকল করা এটা সাধু পাফনুতির হুবহু সই। আমাদের প্রাচীন সাধু-মোহান্তরা সুন্দরভাবে নাম সই করতেন, মাঝে মাঝে সে সই হত অতি সুরুচিপূর্ণ নিখুঁত। জেনারেল, আপনার কাছে পোগোদিনের রচনাবলী নেই? এখানে আর একটা ধাঁচে লিখেছি; এটা গত শতাব্দীর বড় গোল ছাঁদের ফরাসী লেখা, কতকগুলো অক্ষর একেবারে আলাদা। এ হল বাজার অঞ্চলের লেখা, এ লেখা পেশাদার লেখকদের নমুনা থেকে নকল করা। আমার এরকম একটা

ছিল। আপনাকে মানতে হবে যে কথাটায় যুক্তি আছে। এই গোল 'ও' আর 'এ'গুলোকে দেখুন। আমি রুশ বর্ণমালা ফরাসী ধরনে লিখি, খুব কঠিন হলেও কাজটা সফল হয়েছে। আরেকটা চমৎকার এবং বিশিষ্ট লেখা রয়েছে: 'অধ্যবসায়ে সব বাধা দূর হয়।' কথাটা দেখেছেন? এটা রুশ ছাঁদে লেখা, পেশাদার বা হয়ত সামরিক লেখকের লেখা; এভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছে সরকারী নির্দেশ লিখে জানানো হত। এটাও গোল লেখা, চমৎকার, কালো অক্ষরে লেখা; অক্ষরগুলো মোটা কিন্তু অত্যন্ত রুচিপূর্ণ। যে কোন হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞ এসব অলঙ্কার বা অলঙ্কারের প্রচেষ্টা, এসব অসমাপ্ত রেখাকে বাতিল করে দেবে—তবুও এ অলঙ্কার লেখাকে বৈশিষ্ট্য দেয় এবং আপনি দেখবেন এদের মধ্য দিয়ে সামরিক চরিত্র বেরিয়ে আসছে; সে যেন কোন পথে বেরিয়ে এসে তার ক্ষমতাকে প্রকাশ করতে চাইছে। তার গলায় শক্ত সামরিক বন্ধনী; তাছাড়া লেখাটাতে শৃঙ্খলাও আছে। সুন্দর! সম্প্রতি এর একটা নমুনা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। হঠাৎ দেখেছিলাম। কোথায় জানেন? সুইটজারল্যাণ্ডে! এবারে দেখুন, এটা হল সহজ, সাধারণ, ইংরেজী লেখা। শিল্পেও এর থেকে বেশী হতে পারে না। এ হল অপূর্ব, ছোট ছোট পুঁতি আর মুক্তো; সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ। কিন্তু এই জায়গাটায় বৈচিত্র আছে, আবার সেই ফরাসী ধরন। এটা এক ফরাসী ব্যবসায়ী ভ্রমণকারীর কাছে পেয়েছিলাম। এটার ধরন ইংরিজীরও মত, কিন্তু কালো দাঁড়িগুলো ইংরিজীর চেয়ে আরো একটু কালো এবং মোটা। এতে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে গেছে। আরো দেখুন লম্বাটে ধাঁচটা আরো একটু গোল হয়েছে, অলঙ্কার রয়েছে, আর অলঙ্কারই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস! অলঙ্কারে অত্যন্ত রুচির প্রয়োজন হয়, কিন্তু ঠিক হলে, সামঞ্জস্য থাকলে, লেখা এত অনবদ্য হয় যে, যে কেউ সে লেখার প্রেমে পড়তে পারে।'

জেনারেল হাসলেন, 'ওঃ, তুমি এত সুন্দর করে লিখেছ! তুমি শুধু লেখকই নও ভাই, একজন শিল্পীও! না গানিয়া?'

গানিয়া বলল, 'অপূর্ব,' তারপর ব্যঙ্গাত্মক হাসি হেসে বলল, 'এর পেশাও উনি বেছে নিয়েছেন।'

জেনারেল বললেন, 'তুমি হাসতে পার, কিন্তু এর মধ্যে একটা পেশা রয়েছে। প্রিন্স, তুমি জান, কার কাছে তুমি এখন লিখবে? শুরুতেই মাসে পঁয়ত্রিশ রুবল পাবে ধরে নাও। কিন্তু সাড়ে বারোটা বেজে গেছে—' ঘড়ির দিকে তাকালেন। বললেন, 'কাজ আছে প্রিন্স, আমাকে তাড়াতাড়ি করতে হবে, হয়ত আজ আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। এক মিনিট বসো। আগেই বলেছি, তোমার সঙ্গে বেশী দেখা হবে না, কিন্তু তোমায় সাহায্য করার জন্য আমি সত্যিই উদ্বিগ্ন; অবশ্য সামান্যই সাহায্য—তারপর তুমি যা খুশি কোরো। আমি অফিসে তোমায় একটা কাজ দেখে দেব; কাজটা কঠিন নয়, কিন্তু নিখুঁত হতে হবে। আচ্ছা, এবার অন্য কথা। আমার এই তরুণ বন্ধু, গ্যাভ্রিল আর্দালিয়োনোভিচ ইভোলজিন, যার সঙ্গে তোমায় আলাপ করতে বলব, এর বাড়ীতে অর্থাৎ এর পরিবারে—এর মা এবং বোন বিশেষভাবে সুপারিশ পাওয়া ভাড়াটেদের দুটো-তিনটে আসবাবপত্রে সাজানো ঘর আলাদা করে ভাড়া দেয়, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাসহ। আমার বিশ্বাস নিনা আলেকজান্দ্রোভনা আমার সুপারিশ গ্রহণ করবেন। তোমার পক্ষে এ হবে দৈব আশীর্বাদের মত। কারণ তুমি একা থাকবে না, বরং বলতে কি,

একটা পরিবারের মধ্যে থাকবে, আর আমার মনে হয় পিটার্সবার্গের মত শহরে প্রথমে তোমার একা থাকা উচিত নয়। নিনা আলেকজান্দ্রোভনা এবং তার মেয়ে ভারভারা আর্দালিয়োনোভনার প্রতি আমার গভীর সম্মান রয়েছে। নিনা এক অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলের স্ত্রী। এই জেনারেলটি, আমি প্রথম কাজে ঢোকার সময়ে আমার বন্ধু ছিলেন, যদিও পরিস্থিতির কারণে এখন তার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি। তাতে অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে তাকে শ্রদ্ধা করতে আমার বাধা নেই। আমি তোমায় এ সব বলছি যাতে তুমি বুঝতে পার যে আমি নিজে তোমার সুপারিশ করছি, এবং তোমার জন্য কিছুটা দায়িত্ব নিচ্ছি। শর্তগুলো অত্যন্ত সাধারণ এবং আশা করি যে শীঘ্রই তোমার মাইনেতে সে খরচ চলে যাবে। অবশ্য যত সামান্যই হোক, লোকের হাতখরচের টাকাও দরকার হয়; কিন্তু যদি আমি বলি যে, তোমার হাতখরচের টাকা, এমনকি পকেটে কোন টাকাই না থাকলে ভাল হয়, তাহলে আমার ওপরে রাগ করো না। তোমার সম্বন্ধে যা ধারণা হয়েছে, তাইতেই এ কথা বলছি। এখন তোমার কাছে টাকা নেই, সুতরাং আপাততঃ খরচের জন্য তোমাকে পঁচিশ রুবল ধার দিই। পরে শোধ দিও আর তোমাকে যেমন আন্তরিক ও সরল মনে হচ্ছে, তাতে আমাদের মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি হবে না। তোমার উপকার করার পেছনে আমার একটা উদ্দেশ্য আছে; সেটা পরে জানতে পারবে। দেখতে পাচ্ছ, আমি খোলাখুলি কথা বলছি। গানিয়া, আশা করি, তোমার বাড়ীতে প্রিন্সের থাকার বিষয়ে তোমার কোন আপত্তি নেই?'

গানিয়া বিনীত ও নম্রভঙ্গীতে ঘাড় নাড়ল, 'না, না, ঠিক তার বিপরীত। আমার মাও খুশী হবেন।'

'আমার ধারণা তোমাদের একটা ঘর ভাড়া দেওয়া রয়েছে। সেটা . কি যেন নাম…ফার্ড . ''

'ফার্ডিশচেঙ্কো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওকে আমার ভাল লাগে না; লোকটা একটা সস্তা ভাঁড়। ওকে নাস্তাসিয়া কেন যে উৎসাহ দেয় বুঝতে পারি না। লোকটা কি সত্যিই ওর আত্মীয়?'

'না, না, ও একটা ঠাট্টা। আত্মীয়তার কোন চিহ্নমাত্রও নেই।'

'জাহান্নামে যাক! আচ্ছা, প্রিন্স, তুমি খুশী তো?'

'ধন্যবাদ, জেনারেল, আপনি আমাকে অনেক দয়া দেখিয়েছেন, বিশেষতঃ আমি সাহায্য না চাইতেই। কথাটা গর্ব করে বলছি না; সত্যিই কোথায় মাথা গুঁজব জানতাম না। অবশ্য রোগোজিন এখনি আমায় যেতে বলেছিল।'

'রোগোজিন? না, না, বাবা হিসেবে, অথবা বলতে পার বন্ধু হিসেবে আমি তোমায় উপদেশ দেব মিস্টার রোগোজিনকে ভুলে যাও, সেইসঙ্গে বলব, যে পরিবারে যাচ্ছ, তাদের সঙ্গেই থেকো।'

প্রিন্স বলতে গেল, 'আপনি যখন এত দয়া দেখালেন, তখন আমার আর একটু কাজ আছে। আমি খবর পেয়েছি—'

জেনারেল বাধা দিলেন, 'কিছু মনে করো না, আমার আর এক মুহূর্তও সময় নেই। আমি লিজাভেটাকে গিয়ে তোমার কথা বলব; যদি ও এখনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, (তোমার সম্বন্ধে যাতে ওর ভাল ধারণা হয়, সে চেষ্টাই

করব) তাহলে তোমায় বলি, সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ওর সুনজরে পড়ো, কারণ, লিজাভেটাকে তোমার খুব দরকার হতে পারে ; তুমি ওর বংশের লোক। যদি ও দেখা করতে না চায়, তাহলে আর কিছু করার নেই ; অন্য কোন সময়ে হয়ত দেখা হবে। আর গানিয়া, তুমি ততক্ষণ এই হিসেবগুলো দেখে রাখ ; ফিদোসিয়েভ আর আমি ওগুলো নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছি। ওগুলো হিসেব করতে ভুলো না যেন।'

জেনারেল বেরিয়ে গেলেন, সুতরাং মিশকিন চারবার যে কথা বলার বৃথা চেষ্টা করল, সেই কাজের কথাটা সে বলতে পারল না। গানিয়া সিগারেট ধরিয়ে মিশকিনকে একটা দিল। মিশকিন সিগারেটটা নিলেও ওর কাজে বাধা দেওয়ার ভয়ে কথা বলল না। সে ঘরটা দেখতে লাগল। কিন্তু জেনারেলের নির্দেশিত কাগজের অঙ্কগুলোর দিকে গানিয়া তাকালও না। সে অন্যমনস্ক ; একা ঘরে তার হাসি, মুখভঙ্গী, চিন্তামগ্নভাব মিশকিনকে আরো মুষড়ে ফেলল। মিশকিন যখন নাস্তাসিয়ার ছবিটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে, রইল ঠিক তখনি গানিয়া ওকে বলল, 'প্রিন্স, আপনি তাহলে ওরকম স্ত্রীলোককে পছন্দ করেন ?' অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বিশেষ কোন মতলবে যেন সে তাকিয়ে রইল।

মিশকিন বলল, 'মুখখানা চমৎকার এবং আমার দৃঢ় ধারণা যে, ওর জীবন সাধারণ নয়। মুখটা হাসিখুশী, কিন্তু ও প্রচণ্ড কষ্ট পেরিয়ে এসেছে, তাই না ? ওর চোখ, চোখের নীচে গালের হাড লোককে সে কথা বলে দেয়। মুখটা গর্বিত, অত্যন্ত গর্বিত, কিন্তু ওর মন নরম কিনা বুঝতে পারছি না। আহা, যদি তাই হয় ! তাহলে সবকিছু পবিত্র হয়ে উঠবে !'

গানিয়া উত্তপ্ত চোখ দুটো ওর মুখের ওপরে রেখে বলল, 'এরকম মেয়েকে বিয়ে করবেন ?'

মিশকিন বলল, 'আমি কাউকে বিয়ে করতে পারব না। আমি অসুস্থ।'

'রোগোজিন কি ওকে বিয়ে করবে ? কি মনে হয় ?'

'ওকে বিয়ে ! কালই করতে পারবে ; ওকে বিয়ে করে এক সপ্তাহের মধ্যে হয়ত খুনও করতে পারে।'

কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই গানিয়া এত ভীষণ চমকে উঠল যে, মিশকিন প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। গানিয়ার হাত ধরে বলল, 'কি হয়েছে ?'

দরজার কাছে এসে ভৃত্যটি বলল, 'হুজুর ! মনিব আপনাকে গিন্নীমার কাছে আসতে বলছেন।'

মিশকিন তাকে অনুসরণ করল।

॥ চার ॥

জেনারেল এপানচিনের তিন মেয়ে উদ্ভিন্নযৌবনা, স্বাস্থ্যবতী, সুগঠিত তরুণী ; তাদের কাঁধ সুন্দর, সুগঠিত বক্ষ এবং হাত দৃঢ়, প্রায় পুরুষালী স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্য স্বভাবতঃই ওরা সুখাদ্য পছন্দ করে এবং সে কথা গোপন করার কোন ইচ্ছেও ওদের নেই। ওদের মা মাঝে মাঝে খিদের কথা এত খোলাখুলি প্রকাশ করায় বিরক্ত হন, কিন্তু তার মতামতকে মেয়েরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেও কিছু কিছু মত আগের মত আর নিরঙ্কুশ প্রতিপত্তিতে গৃহীত হয় না ; এমনকি তিন-মেয়ের একমত সর্বদা মায়ের পক্ষেও বেশী জোরালো হয় এবং তিনি দেখেছেন যে, মান থাকতে ওদের মত মেনে নেওয়াটাই ভাল। অবশ্য তার মেজাজের

জন্য প্রায়ই তিনি সুবুদ্ধির নির্দেশ মানতে পারেন না। প্রতি বছরে লিজাভেটা আরো স্বেচ্ছাচারী ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন। তিনি যেন ছিটগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তার সুশিক্ষিত, অনুগত স্বামী হাতের কাছে থাকায়, রুদ্ধ আক্রোশ তিনি তার ওপরেই পকাশ করেন; তারপর গৃহের শান্তি ফিরে আসে এবং সব আবার আগের মতই চলতে থাকে।

অবশ্য মাদাম এপানচিনের খিদে কমেনি, সাড়ে বারোটার সময়ে তিন মেয়ের সঙ্গে তিনিও ডিনারের মত গুরুভার দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে যোগ দেন। মেয়েরা ঠিক দশটায় ঘুম থেকে উঠেই বিছানায় শুয়ে এক কাপ করে কফি খায়। এই নিয়মটা তাদের পছন্দ এবং বরাবর তারা এটা পালন করে চলেছে। সাড়ে বারোটায় মায়ের ঘরের পাশে ছোট্ট খাবার ঘরে টেবল সাজানো হয়, মাঝে মাঝে সময় থাকলে জেনারেলও এই পারিবারিক ভোজে যোগ দেন। চা, কফি, পনীর, মধু, মাখন, গৃহিনীর পছন্দসই এক বিশেষ ধরনের মাংস-ভাজা, কাটলেট ইত্যাদি ছাড়াও, কড়া, গরম স্যুপ পরিবেশন করা হয়।

সকালে আমাদের গল্প যখন শুরু হয়েছে, তখন গোটা পরিবার খাবার ঘরে জড়ো হয়ে জেনারেলের জন্য অপেক্ষা করছে, তিনি সাড়ে বারোটায় আসবেন বলেছেন। তিনি এক মুহূর্ত দেরী করলে তাকে ডেকে পাঠানো হত কিন্তু তিনি ঠিক সময়েই এলেন। স্ত্রীকে সুপ্রভাত জানিয়ে তার হাতে চুম্বন করতে গিয়ে জেনারেল তার মুখে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করলেন। যদিও আগের রাতে মনে হয়েছিল যে কোন 'ঘটনার' (এইটাই তার নিজের কথা) কারণে এ রকম হতে পারে এবং সে জন্য ঘুমিয়ে পড়ার সময় পর্যন্ত তার অস্বস্তি হচ্ছিল তবু এখন তিনি আবার আশঙ্কিত হলেন মেয়েরা তাকে চুম্বন করতে এল; তারা রেগে না থাকলেও তাদের মধ্যেও যেন একটা অন্যরকম ভাব। সত্যি, সম্প্রতি জেনারেল অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু অভিজ্ঞ ও নিপুণ স্বামী এবং পিতা হিসেবে তিনি দ্রুত সামলে নিলেন।

এখানে যদি থেমে গিয়ে আমরা গল্পের শুরুতে জেনারেল এপানচিনের পরিবারকে যে অবস্থা ও সম্পর্কের মধ্যে দেখেছি, সে সম্বন্ধে সরাসরি কিছু ব্যাখ্যা করি, তাহলে আমাদের গল্পটা আরো স্পষ্ট হয়। এইমাত্র আমরা বলেছি যে জেনারেল বেশী লেখাপড়া না জানলেও তার নিজের ভাষায়, স্বয়ং শিক্ষিত মানুষ এবং অভিজ্ঞ স্বামী ও দক্ষ পিতা; যেমন, তার নীতি হলো মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে না দেওয়া — অর্থাৎ সুখের জন্য অতি-উদ্বিগ্ন হয়ে তাদের বিরক্ত না করা, যেমন বহু বাবা-মা নিজের সন্তানসাবে করে থাকেন, এমনকি যেসব অতি বুদ্ধিদীপ্ত পরিবারে বয়স্ক মেয়ের সংখ্যা বাড়ছে, সেখানেও। এমনকি তিনি লিজাভেটাকেও এই নীতিতে বিশ্বাস করিয়েছেন। অবশ্য কাজটা সহজ হয়নি, কারণ এটা স্বভাবিক নয়। কিন্তু জেনারেলের যুক্তিতে খুব ওজন ছিল, এবং যুক্তিগুলো ছিল প্রত্যক্ষ সত্যভিত্তিক। উপরন্তু, নিজেদের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতে গিয়ে, মেয়েরা অবশ্যই নিজেদের পরিস্থিতি বুঝতে পারবে এবং সবকিছু তখন সহজ হয়ে যাবে, একথা তিনি ভাবতেন। কারণ তাহলেই তারা স্বেচ্ছায় কাজ করবে, যথেচ্ছাচার ও খুঁতখুঁতে স্বভাব ত্যাগ করবে। বাবা-মার কাজ হবে শুধু তাদের ওপরে অবিচল ও অলক্ষ্য দৃষ্টি রেখে যাওয়া, যাতে তারা অদ্ভুত কিছু না করে বসে, অস্বাভাবিক কোন

প্রবণতা না দেখায়; তারপর উপযুক্ত সময় বুঝে সব শক্তি ও প্রভাব দিয়ে সব কিছু সুসম্পন্ন করার জন্য তাদের সাহায্য করা। প্রতি বছরে তাদের অর্থ ও সামাজিক অবস্থান যে জ্যামিতিক হারে এগিয়ে চলেছে, এতেই, যতদিন যাচ্ছে, বিয়ের বাজারে মেয়েদের দামও ততই বেড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এইসব অকাট্য যুক্তির সঙ্গে আরো একটি কথা রয়েছে। জ্যেষ্ঠা কন্যা আলেকজান্দ্রা হঠাৎ বলতে কি অপ্রত্যাশিতভাবেই (সর্বদা এরকমই ঘটে) পঁচিশ বছর বয়সে পৌঁছে গেছে। প্রায় একই সময়ে, সমাজের উঁচুতলার অন্যতম, বড় বড় আত্মীয়স্বজনযুক্ত প্রবল ধনী আফানাসি ইভানোভিচ টটস্কি আবার তার দীর্ঘ লালিত বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তার বয়স পঞ্চান্ন, শিল্পী মেজাজের অতি রুচি-সম্পন্ন মানুষ। তিনি ভালো বিয়ে করতে চান; তিনি মেয়েদের সৌন্দর্যের প্রবল উপাসক। কিছুদিন জেনারেল এপানচিনের সঙ্গে তার অতি-ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে, বিশেষতঃ একই অর্থবটিত কারবারে দুজনে অংশ নিয়েছিলেন বলে, জেনারেলের বন্ধুসুলভ উপদেশ ও নির্দেশ চেয়ে তিনি কথাটা পেড়েছেন। তার কোনো একটি মেয়ের সঙ্গে কি তার বিয়ের প্রস্তাব বিবেচিত হবে? এতে জেনারেলের শান্ত, সুখী পারিবারিক জীবনধারায় একটা বিচ্ছেদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আমরা আগেই বলেছি, নিঃসন্দেহে পরিবারের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হল কনিষ্ঠা আগলাইয়া। কিন্তু টটস্কির মত অতি আত্মসচেতন ব্যক্তিও বুঝেছিলেন, ওদিকে নজর দেওয়া তার পক্ষে নিরর্থক, আগলাইয়া তার নয়। হয়ত বোনদের অন্ধ ও অত্যুগ্র ভালবাসার ফলে অবস্থা আরো জটিল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ওরা অত্যন্ত সরল মনে নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিয়েছিল যে, আগলাইয়ার ভাগ্য সাধারণ নয়, সে হল পার্থিব সুখের শেষ সম্ভাব্য শিখর। আগলাইয়ার ভাবী স্বামী হবে সব কৃতিত্ব ও দক্ষতার চূড়ান্ত, সেই সঙ্গে বিশাল সম্পদের অধিকারী। বাইরে প্রকাশ না করে নিজেদের মধ্যে ওরা ঠিক করে নিয়েছিল, প্রয়োজন হলে ওরা আগলাইয়ার জন্য স্বার্থত্যাগ করবে। ওর বিয়ের যৌতুক হবে অকল্পনীয়, অশ্রুতপূর্ব। বাবা-মা ও এই বোনের ইচ্ছার কথা জানতেন না। সুতরাং টটস্কি যখন পরামর্শ চাইলেন, তখন বাবা-মার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, বড় দুজনের একজন সম্মত হয়ে তাদের আশা পূর্ণ করবে, বিশেষতঃ আফানাসি ইভানোভিচ যখন যৌতুক চেয়ে বসবেন না। জেনারেল তার জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থেকে প্রথম থেকেই টটস্কির প্রস্তাবকে সবচেয়ে বেশী মূল্য দিয়েছেন। কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতির খাতিরে টটস্কিকে খুব সতর্ক হয়ে চলতে হয়েছে কোনমতে পথ হাতড়ে, সেইজন্য বাবা-মা মেয়েদের কাছে প্রায়-অসম্ভব বলে এই প্রস্তাবটি রেখেছিলেন। উত্তরে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হলেও সন্তোষজনক আশ্বাস পেলেন যে, জ্যেষ্ঠা আলেক-জান্দ্রা হয়ত টটস্কিকে ফিরিয়ে দেবে না। মেয়েটি সৎ, বুদ্ধিমতী, নিজের মত থাকলেও সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলে। সে যে টটস্কিকে বিয়ে করতে একেবারে তৈরী, এ কথা ভাবা চলে; কথা দিলে সে কথার মর্যাদা সে রাখবে। সে আড়ম্বর ভালবাসে না, তার ক্ষেত্রে আকস্মিক পরিবর্তন ও অবিবেচনার ভয় নেই, স্বামীর জীবনে সে অনায়াসেই মাধুর্য ও শান্তি নিয়ে আসবে। চোখ-ধাঁধানো না হলেও সে অত্যন্ত সুদর্শনা। টটস্কির পক্ষে এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে!

অথচ পরিকল্পনাটা এখনো অনুমানের স্তরে রয়েছে। টটস্কি ও জেনারেলের

মধ্যে বন্ধুসুলভ চুক্তি হয়ে রয়েছে যে, আপাততঃ তারা কোন চূড়ান্ত, অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না। এমনকি বাবা-মা মেয়েদের কাছে বিষয়টা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনাও শুরু করেননি। একটা বেসুরো লক্ষণ দেখা দিয়েছে : মা মাদাম এপানচিন কোন কারণে খুশী হতে পারছেন না, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটা কঠিন বাধা, জটিল, বিরক্তিকর উপাদানই একেবারে সবকিছু নষ্ট করে দিতে পারে।

টটস্কির ভাষায় এই জটিল ও বিরক্তকর 'উপাদানটি' দীর্ঘকাল আগে—প্রায় আঠারো বছর আগে দেখা দিয়েছিল।

আফানাসি ইভানোভিচের একটি চমৎকার জমিদারী ছিল রাশিয়ার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে। তার নিকটতম প্রতিবেশীটি ছিলেন একটি অভাবগ্রস্ত ছোট সম্পত্তির মালিক। লোকটি তার একটানা অবিশ্বাস্য দুর্ভাগ্যের জন্য উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন একটি ভদ্র পরিবারের—টটস্কির চেয়ে উঁচুদরের পরিবারের—এক অবসরপ্রাপ্ত অফিসার, তার নাম ছিল ফিলিপ আলেকজান্দ্রোভিচ বারাশকোভ। ঋণ ও বন্ধকে পীড়িত হয়ে প্রায় চাষার মত প্রচণ্ড পরিশ্রম করে তিনি জমিকে অল্পবিস্তর সন্তোষজনক অবস্থায় নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সামান্য সাফল্যেই তিনি আশ্চয গর্বিত হয়ে উঠলেন। আশায় উৎফুল্ল হয়ে ছোট জেলা শহরে কয়েকদিনের জন্য তার প্রধান মহাজনের সাথে দেখা করতে গেলেন, এবং সম্ভব হলে একটা বোঝাপড়া করতে। দুদিন পর তার গ্রামের এক প্রবীন ব্যক্তি সেখানে এলেন। তার দাড়ি আগের দিন পুড়ে গিয়েছিল, গাল দুটো গিয়েছিল ঝলসে; তিনি জানালেন, আগের দিন দুপুরে তার জমি জায়গা সব পুড়ে গেছে, তার স্ত্রীও গেছে পুড়ে, তবে বাচ্চারা অক্ষত আছে। ভাগ্যের পরিহাসে অভ্যস্ত বারাশকোভের পক্ষেও এ আঘাত বড় বেশী বলে বোধ হল, ফলে মাথা খারাপ হয়ে এক মাস পরে অজ্ঞান অবস্থায় তিনি মারা গেলেন! তার ঋণ শোধের জন্য বিনষ্ট সম্পত্তিও দুদশাগ্রস্ত কৃষকদের বেচে দেওয়া হল। আফানাসি উদারতার বশে বারাশকোভের ছয় ও সাত বছরের দুটি মেয়েকে পড়ানো এবং মানুষ করার দায়িত্ব নিলেন। টটস্কির বাবুর্চি, বিশাল পরিবারযুক্ত এক অবসরপ্রাপ্ত জার্মান সরকারী কেরাণীর ছেলেমেয়ের সঙ্গে তারা মানুষ হতে লাগল। ছোট বাচ্চাটা হুপিং কাশিতে ভুগে মারা গেল, রইল শুধু ছোট্ট নাস্তাসিয়া। টটস্কি বাইরে থাকতেন, শীঘ্রই তিনি ওর কথা ভুলে গেলেন। পাঁচ বছর পরে জমিদারী দেখতে যাওয়ার পথে তিনি সেই জার্মান বাবুর্চির পরিবারে একটি সুন্দর মেয়েকে লক্ষ্য করলেন। মেয়েটির বয়স তখন বছর বারো; চঞ্চল, মিষ্টি, চালাক এবং ভবিষ্যতে অত্যন্ত সুন্দরী হতে পারে। এসব বিষয়ে আফানাসি অভ্রান্ত রসিক। জমিদারীতে অল্প কদিন কাটিয়েই তিনি মেয়েটির বিরাট পরিবর্তনের ব্যবস্থা করলেন। মর্যাদা ও সংস্কৃতিসম্পন্না এক বয়স্কা সুইস গভর্নেস, মেয়েদের উচ্চ শিক্ষাদানে অভিজ্ঞা ও ফরাসী ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় শেখাতে সক্ষম, মহিলাকে নিয়োগ করা হল। তিনি টটস্কির গ্রামের বাড়ীতেই রইলেন এবং ছোট্ট নাস্তাসিয়া উন্নত শিক্ষালাভ করতে শুরু করল। ঠিক চার বছর পরে এই শিক্ষা শেষ হল; গভর্নেস চলে গেলেন এবং টটস্কির নির্দেশে, আরেক দূর প্রদেশে টটস্কির অন্য এক জমিদারীর কাছে বসবাস করতেন এমন এক মহিলা এসে নাস্তাসিয়াকে নিয়ে গেলেন। সেই জমিদারীতেও অল্পদিন আগে তৈরী ছোট্ট একটা কাঠের বাড়ী ছিল।

বাড়ীটা চমৎকারভাবে আসবাবপত্রে সাজানো। মহিলা নিঃসন্তান বিধবা বলে এবং তার বাড়ী কাছেই বলে তিনি নাস্তাসিয়ার সঙ্গে ওখানে থাকতে লাগলেন। এক বৃদ্ধা পরিচারিকা এবং এক অভিজ্ঞা তরুণী দাসী সেখানে তার পরিচর্যায় নিযুক্ত হল। বাড়ীতে নানারকম বাজনা, অল্প বয়সী মেয়ের উপযুক্ত লাইব্রেরী, ছবি, পেন্সিল, রং তুলি, ভালো জাতের কুকুর ইত্যাদি ছিল, এবং পনেরোদিনের মধ্যে আফনাসি নিজেও এলেন···তারপর থেকে সেই সুদূর তৃণাঞ্চলের জমিদারী তার কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠল এবং প্রতি গ্রীষ্মে দু-তিনমাস তিনি সেখানেই কাটাতে লাগলেন। এভাবে অনেকদিন—প্রায় চার বছর—রুচিপূর্ণ, শোভন পরিবেশে, শান্তিতে, সুখে তার জীবন কেটে গেল।

একবার, মাত্র পনেরো দিনের জন্য, টটস্কি বেরিয়ে যাওয়ার চার মাস পরে, শীতের শুরুতেই একটা গুজব শোনা গেল বা নাস্তাসিয়ার কাছে পৌঁছল যে আফানাসি পিটার্সবার্গের এক সৎ বংশের সুন্দরী উত্তরাধিকারিণীকে বিয়ে করবেন—অর্থাৎ তার স্ত্রী হবে ধনী ও বুদ্ধিমতী। দেখা গেল, গুজবের কয়েকটা খুঁটিনাটি সম্পূর্ণ ঠিক নয়। সম্ভাব্য বিয়েটা তখনো প্রচার মাত্র, অত্যন্ত অস্পষ্ট; কিন্তু নাস্তাসিয়ার জীবনে এইটাই গতি পরিবর্তন করল। সে প্রবল মনোবল ও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ইচ্ছাশক্তির প্রমাণ দিল। ভেবে সময় নষ্ট না করে গ্রামের বাড়ী ছেড়ে সে হঠাৎ সোজা, সম্পূর্ণ একা পিটার্সবার্গে টটস্কির কাছে হাজির হল। টটস্কি অবাক হলেন এবং কথা শুরু করেই দেখলেন যে, এতদিন ধরে যে মধুর, রুচিপূর্ণ কথাবার্তা সাফল্যের সঙ্গে বলে এসেছেন, সেই ভাষা, ঝোঁক, যুক্তি, বিষয়—সবকিছু তাকে ত্যাগ করে গেছে। দেখলেন তার সামনে বসে রয়েছে এক সম্পূর্ণ আলাদা জাতের মেয়ে, সেই জুলাইয়ে শেষবার যাকে দেখে এসেছিলেন, তার সঙ্গে এর এতটুকু মিল নেই।

প্রথমতঃ, দেখা গেল, এই নতুন মেয়েটি অনেক কিছু জানে এবং বোঝে—কোথায় সে এতকিছু জানল এবং কি করে এত নির্দিষ্ট ধারণা গড়ে তুলল, এ কথা ভেবে অবাক না হয়ে উপায় রইল না। (নিশ্চয়ই সেই কিশোরীর লাইব্রেরী থেকে এ জ্ঞান লাভ হয়নি।) উপরন্তু, সে বহু জিনিষের আইনগত দিকটিও জানে। পৃথিবীকে না জানলেও কিছু-কাজ কিভাবে এখানে করা হয়, সে বিষয়ে তার স্পষ্ট ধারণা রয়েছে; তাছাড়া, তার চরিত্রও আর আগের মত নেই। সেই সরলতা ও চঞ্চলতার আর কিছুই নেই তারমধ্যে, কখনো বা যাকে দেখা যেত বিষণ্ণ, স্বপ্নালু, কখনো বিস্মিত, সন্দেহপ্রবণ, অশ্রুপ্লাবিত অথবা অশান্ত—সে আর তার মধ্যে নেই।

হ্যাঁ, এ নতুন একেবারে বিস্ময়কর রমণী যে টটস্কির মুখের সামনেই হাসছে, তাঁকে বিষাক্ত বিদ্রূপে বিদ্ধ করছে! প্রকাশ্যে বলছে, তার জন্য তার মনে ছিল শুধু বিদ্বেষ—প্রথম চমক কেটে যাবার পর দেখা দিয়েছে এই বিদ্বেষ, এই ঘৃণা। সে জানিয়ে দিল, টটস্কি খুশীমত কাউকে বিয়ে করলে তার কিছু যায় আসে না, তবুও সে এ বিয়েতে বাধা দিতে এসেছে; মনের ঘৃণাতেই সে এ বিয়ে হতে দেবে না। কারণ সে এ বিয়ে চায় না, আর সেজন্যই এ বিয়ে হতে পারে না—তার কথা 'শুধু আমি যাতে তোমায় প্রাণখুলে বিদ্রূপ করতে পারি, সেজন্যেই—কারণ আমিও এখন হাসতে চাই।'

অন্ততঃ এই কথাই সে বলল। এবং সম্ভবতঃ মনের সব কথা সে প্রকাশ করল না। কিন্তু সে যখন হাসতে লাগল আর কথা বলতে থাকল তখন আফানাসি পরিস্থিতিটা চিন্তা করতে লাগলেন এবং যতদূর সম্ভব বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। এই চিন্তায় তার কিছু সময় লাগল; পনেরো দিন ধরে তিনি সব কিছু বিবেচনা করে মন স্থির করলেন এবং একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন।

ও সময় আফানাসির বয়স পঞ্চাশ বছর; এতদিনে তার চরিত্র ও স্বভাব গঠিত হয়ে গেছে। পৃথিবীতে এবং সমাজে তার স্থান দীর্ঘকাল আগেই অতি নিরাপদ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। উচ্চ বংশের লোকের মতই তিনি নিজেকে, নিজের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য কে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতে এবং মূল্য দিতে শিখেছেন। তার সারা জীবন ধরে গড়ে তোলা সেই অপূর্ব সৌধে কোন বিধ্বংসী, সন্দেহজনক কিছু ঢুকতে দিতে তিনি রাজি নন। আবার অন্যদিকে তার অভিজ্ঞতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি দ্রুত, সম্পূর্ণ সঠিকভাবে বুঝতে পারলেন যে, তিনি একেবারে অসাধারণ একজনের সঙ্গে মিশেছেন—যে শুধু ভয়ই দেখায় না, নিশ্চিত পদক্ষেপও গ্রহণ করে, উপরন্তু কোন কিছুই তাকে বাধা দিতে পারে না; বিশেষতঃ সে যখন জীবনে কোন কিছুকেই মূল্য দেয় না, আর সে কারণেই তাকে প্রলুব্ধ করাও যায় না। নিশ্চয়ই এতে আরো কিছু ব্যাপার ছিল: হৃদয়ে মনে একটা এলোমেলো আবেগে, অবাস্তব বিতৃষ্ণা জাতীয় কিছু একটা—ভগবানই জানেন, কেন এবং কার প্রতি এই মনোভাব!—বিদ্বেষের অতৃপ্ত প্রচণ্ড আবেগের লক্ষণ দেখা গেল; আসলে, এ বস্তু ভদ্র সমাজে অত্যন্ত জঘন্য, একেবারে প্রবেশের অযোগ্য এবং যে কোন মার্জিত ব্যক্তির কাছে সর্বদা বিরক্তিকর হতে বাধ্য! অবশ্য, নিজের সম্পদ ও প্রভাবের সাহায্যে তিনি একমুহূর্তে তুচ্ছ, অতি সাধারণ একটু শয়তানি করে এই বিরক্তি থেকে মুক্ত হতে পারতেন। কারণ এটা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে নাস্তাসিয়ার বিশেষ ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই, যেমন, আইনের দিক থেকে। এমনকি কোন কেলেঙ্কারিও সে করতে পারত না, কারণ তাকে বোকা বানানো ছিল অত্যন্ত সহজ। এই ধরনের পরিস্থিতিতে লোকে যেমন বাঁধাধরা পথই মোটামুটি অনুসরণ করে চলে, নাস্তাসিয়া যদি সেটা উচিত মনে করত তাহলেই এইসব নিয়ম প্রয়োগ করা যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে টটস্কির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভাল কাজ দিল: তিনি নিজের বুদ্ধিতে বুঝলেন, নাস্তাসিয়া বুঝতে পেরেছে যে, আইনের পথে তার কোন ক্ষতি করা যাবে না, কিন্তু তার মনে···এবং জ্বলন্ত চোখে ছিল সম্পূর্ণ অন্য মতলব। সে কোন কিছুকেই মূল্য দিতে রাজি ছিল না, এবং নিজেকে সে সব চেয়ে কম মূল্য দিত বলে (টটস্কির মত সন্দিগ্ধ, জগৎ সম্বন্ধে খুঁতখুঁতে লোককেও অনেক বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে হয়েছিল যে নাস্তাসিয়া অনেকদিন ধরে নিজের ভাগ্য নিয়ে মাথা ঘামায়নি এবং তাকে বিশ্বাস করতে হয়েছিল যে, এই মনোভাব আন্তরিক), তার পক্ষে, যে লোকের প্রতি এত অমানুষিক তার শত্রুতা, তারজন্য আশাহীন দুর্দশা ও অসম্মান, সাইবেরিয়ার বন্দীদশার সম্মুখীন হওয়া সবই সম্ভব। আফানাসি এ কথা কখনো গোপন করেননি যে, তিনি কিছুটা ভীরু প্রকৃতির অথবা খুব সম্ভবতঃ অতি মাত্রায় রক্ষণশীল। যেমন, তিনি যদি জানতেন যে, বিয়ের দিন গীর্জার বেদীতে তিনি খুন হবেন, অথবা ঐরকম অতি অসম্ভব, জঘন্য, সমাজে অবিশ্বাস্য কিছু ঘটবে, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আতঙ্কিত হতেন; কিন্তু নিহত বা আহত হওয়া,

বা প্রকাশ্যে মুখে থুতু দেওয়া বা ঐরকম কিছু দূরে থাক, তিনি অস্বাভাবিক, নোংরা অপমানের কথাই ভাবতে পারেন নি। আর নাস্তাসিয়া ঠিক এই ভয়টাই দেখিয়ে ছিল, মুখে কিছু না বললেও। টটস্কি জানতেন যে নাস্তাসিয়া তাঁকে ভাল করে লক্ষ্য করেছে ও বুঝেছে, কাজেই সে জানে কি করে তাঁকে আঘাত করা যায়। এখনো বিয়ের কথাটা সম্ভাবনার স্তরে আছে, অতএব তিনি নাস্তাসিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

তাঁর এই সিদ্ধান্তের মূলে আর একটা কারণ ছিল: এই নতুন নাস্তাসিয়ার মুখের সঙ্গে পুরনো নাস্তাসিয়ার মুখের কত পার্থক্য তা কল্পনা করা শক্ত। আগে সে ছিল শুধু একটি খুব সুন্দরী তরুণী, কিন্তু এখন ··ঐ মুখে কি ছিল. চার বছরেও তা বুঝতে না পারার জন্য টটস্কি নিজেকে ক্ষমা করতে পারলেন না। নিঃসংশয়ে এর অনেকখানি কারণ হল, তাঁদের পারস্পরিক মনোভাবের আকস্মিক, আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন। অবশ্য টটস্কির মনে পড়ল, অতীতেও অনেক সময়ে ঐ চোখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে অদ্ভুত চিন্তা দেখা দিয়েছে। সে চোখে যেন গভীর কোন ব্যঞ্জনা ছিল। ঐ চোখের দৃষ্টি যেন মনে হত কালো ও রহস্যময়। তারা যেন প্রশ্ন করছে। গত দু বছরে নাস্তসিয়ার গায়ের রং-এর পরিবর্তনে তিনি প্রায়ই অবাক হয়েছেন। সে দারুণ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এবং অদ্ভুত শোনালেও, ঐ জন্যই আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে। স্বাধীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত ভদ্রলোকদের মত টটস্কিও সখেদে ভেবেছেন, কত সহজে এই কুমারী মনকে তিনি পেয়েছেন। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর সে অনুভূতি ধাক্কা খেয়েছে। গত বসন্তে তিনি ঠিক করে ফেলেছিলেন যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি অন্য প্রদেশের কোন বুদ্ধিমান, মার্জিত লোকের সঙ্গে যথেষ্ট যৌতুক দিয়ে নাস্তাসিয়ার বিয়ে দেবেন। (ওঃ, এখন একথা ভেবে নাস্তসিয়া কী ভয়ঙ্কর বিদ্বেষে হাসছে।) কিন্তু এখন ওর পরিবর্তনে মুগ্ধ হয়ে আকস্মিক কল্পনায় ভাবলেন যে আবার এই মেয়েটি তাঁর কাজে লাগতে পারে। টটস্কি ঠিক করলেন, নাস্তাসিয়া পিটার্সবার্গে থাকবে, ওকে তিনি বিলাস-স্বাচ্ছন্দ্যে ঘিরে রাখবেন। একভাবে না হলে অন্যভাবে হবে। ওর সাহায্যে তিনি নিজের গর্ব চরিতার্থ করে বিশেষ একটি মহলে খ্যাতিলাভ করবেন। আফানাসি ঐ খ্যাতিকে খুব মূল্যবান মনে করলেন।

পিটার্সবার্গে পাঁচ বছর কেটে গেল, অনেক কিছু এই সময়ের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠল। টটস্কির অবস্থা সুবিধাজনক নয়। সবচেয়ে খারাপ হল যে, একবার অপমানিত হওয়ার পর তিনি আর সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন না। টটস্কি ভয় পেতেন, কেন ভয় পেতেন তা-ও জানেন না—শুধু নাস্তাসিয়াকে ভয় পেতেন। প্রথম দু'বছরে কিছুদিন তার সন্দেহ হয়েছিল যে, নাস্তাসিয়া তাঁকেই বিয়ে করতে চায়, কিন্তু তার অতিমাত্রায় দম্ভের জন্য সে কথা বলেনি এবং একগুঁয়ের মত টটস্কির প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করছে। দাবীটা অদ্ভুত হলেও তাঁর সন্দেহ হয়েছিল। তিনি বিরক্ত হয়ে গম্ভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি দারুণ বিস্মিত ও কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন (ছেলেদের মন এমনিই হয়।) যখন কোন ঘটনাচক্রে তাঁর দৃঢ় ধারণা হল যে, তিনি প্রস্তাব করলেও তা গৃহীত হবে না। ব্যাপারটা বুঝতে তাঁর অনেকদিন লেগেছিল। তাঁর মনে হল এর একটাই কারণ আছে: "অপমানিত, কল্পনাপ্রবণ" মেয়েটির গর্ব এমন উন্মত্ততায় পৌঁছেছে যে,

নিজের ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করে গৌরবের সুদুর্লভ চূড়ায় পৌঁছনোর চেয়ে সে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে ঘৃণাই প্রকাশ করতে চেয়েছে। সবচেয়ে বিশ্রী ব্যাপার হল, নাস্তাসিয়া আশ্চর্য উপায়ে তাঁকে জব্দ করল। যত বড় প্রলোভনই হোক সে অর্থ সংক্রান্ত ছলনার দ্বারা বিচলিত হল না এবং বিলাসদ্রব্যগুলি গ্রহণ করলেও খুব সাধারণভাবে জীবনযাপন করে পাঁচ বছরে প্রায় কিছুই সঞ্চয় করল না। টটস্কি খুব চতুর কৌশল অবলম্বন করলেন, দক্ষতার সাহায্যে তিনি অতি উঁচুধরনের প্রলোভনে ওকে আকৃষ্ট করার চেষ্ট শুরু করলেন। কিন্তু রাজপুত্র, সৈন্য, দূতালয়ের সচিব, কবি, ঔপন্যাসিক এমন কি সমাজতান্ত্রিকের বেশে সেই সব প্রলোভন নাস্তাসিয়ার মনে একটুকুও প্রভাব বিস্তার করতে পারল না, যেন তার হৃদয় পাথরে গড়া এবং তার সব অনুভূতি চিরকালের মত শুকিয়ে গেছে। বই পড়ে, লেখাপড়া করে সে অনেকটা নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে লাগল। গান সে ভালবাসে, বন্ধুবান্ধব তার অল্পই; সে ছোটখাট অফিসারদের স্ত্রী গরীব, আজেবাজে লোকের সঙ্গে মেশে, দুজন অভিনেত্রী এবং কয়েকজন বৃদ্ধার সঙ্গে তার আলাপ আছে, এক মান্যগণ্য শিক্ষকের পরিবারকে খুব ভালবাসে, ওই পরিবারের অগণ্য লোকও তাকে ভালবেসে সাদর আমন্ত্রণ জানায়। প্রায়ই সন্ধ্যাবেলায় পাঁচ ছজন বন্ধু দেখা করতে আসে। টটস্কি প্রায় নিয়মিত আসেন। সম্প্রতি অনেক কষ্ট করে জেনারেল এপানচিন তার সঙ্গে আলাপ করেছেন। সেই সঙ্গে ফার্দিশেঙ্কো নামে এক মাতাল, অসভ্য ভাঁড়, তরুণ সরকারী কেরানী বিনা আয়াসে তার সঙ্গে আলাপ করেছে। আরেকজন হল পিৎসিন নামে এক অদ্ভুত তরুণ বিনয়ী, ফিটফাট, অতি মার্জিত দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে উন্নতি করেছে, এখন টাকা ধার দেওয়ার কাজ করে। সবশেষে আলাপ হয়েছে গ্যাব্রিল আর্দালিয়োনোভিচের সঙ্গে। নাস্তাসিয়ার এক অদ্ভুত স্বভাব আছে। প্রত্যেকে তার সৌন্দর্যের কথা জানে, ব্যস ওই পর্যন্ত। কেউ তার প্রিয়জন বলে গর্ব করতে পারে না, কেউ তার বিষয়ে কিছু জানে না। নাস্তাসিয়ার এই সুখ্যাতি, তার শিক্ষা, চমৎকার ব্যবহার, বুদ্ধি সব কিছুই টটস্কির কাজে লাগার মত। ঠিক এই সময়েই জেনারেল এপানচিন সক্রিয় অংশ নিতে শুরু করলেন।

যখন টটস্কি জেনারেলের একজন বন্ধুর সম্বন্ধে বন্ধুজনোচিত পরামর্শ চাইলেন বিনীতভাবে, তখন অতি সম্ভ্রান্ত উপায়ে তিনি জেনারেলের কাছে সব কিছু খোলা-খুলি স্বীকার করলেন। তিনি বললেন যে, স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য যে-কোন পথ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিতে আর দ্বিধা করবেন না; নাস্তাসিয়া ভবিষ্যতে তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেবে এই আশ্বাস দিলেও তিনি নিশ্চিন্ত হবেন না; ও সব কথার কোন মূল্য নেই, তাঁর দরকার সম্পূর্ণ গ্যারাণ্টি। তাঁরা দুজনে সব আলোচনা করে একত্রে কাজ করবেন ঠিক করলেন। ঠিক হল, প্রথমে ভদ্র উপায়ে "তার হৃদয়ের সূক্ষ্মতর তন্ত্রীতে" ঘা দেবার চেষ্টা করবেন। দুজনে নাস্তাসিয়ার কাছে গিয়ে টটস্কি সোজাসুজি তাঁর অসহ্য দুর্দশার কথা বললেন। সব কিছুর জন্য তিনি নিজেকেই দোষী করলেন; খোলাখুলি বললেন, প্রথম অপরাধের জন্য তিনি অনুতপ্ত নন, কারণ তিনি মূর্খ ইন্দ্রিয়বিলাসী, নিজেকে সংযত করতে পারেন নি, কিন্তু এখন বিয়ে করতে চান এবং এই অতি সুযোগ্য ও সম্মানজনক বিয়ের সব সম্ভাবনা নাস্তাসিয়ার হাতে: এক কথায়, তার উদার হৃদয়ের ওপরে টটস্কির সব আশা

ভরসা। তারপরে জেনারেল এপানচিন বাবা হিসেবে ভাবপ্রবণতা বিসর্জন দিয়ে যুক্তিপূর্ণভাবে কথা বলতে শুরু করলেন। বললেন, আফানাসির ভাগ্য নির্ধারণে নাস্তাসিয়ার অধিকার তিনি সম্পূর্ণ স্বীকার করেন এবং নিজের বড় মেয়ে ও আরো দুটি মেয়ের ভাগ্য এখন তার সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করছে—এ কথা বলে নিজের নম্রতাকে কৌশলে প্রকাশ করলেন। তারা দুজনে কি চায়, এ কথা নাস্তাসিয়া জিজ্ঞাসা করায় টটস্কি আবার সোজাসুজি স্বীকার করলেন যে পাঁচ বছর আগে ও তাঁকে এমন ভয় দেখিয়েছে যে, ওর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। সেই সঙ্গে আরো বললেন, ভিত্তিহীন হলে তাঁর এই প্রস্তাব অবশ্যই অদ্ভুত শোনাত। তিনি লক্ষ্য করে বুঝতে পেরেছেন যে, সৎ বংশের, ভদ্র পরিবারের এক তরুণ গ্যাভ্রিল আর্দ লিয়োনোভিচ ইভোলজিনকে ও বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানায়। ছেলেটি অনেকদিন ধরে ওকে অত্যন্ত ভালবাসে, ওর ভালবাসা পাওয়ার আশাতে সে তার অর্ধেক জীবন দিয়ে দিতে পারে। অনেকদিন আগে তরুণ, পবিত্র মনের সরলতাবশতঃ টটস্কিকে এ কথা যে বলেছে তার বন্ধু আইভান ফিয়োদোরোভিচ অনেকদিন ধরে এই অনুরাগের কথা জানে। শেষে তিনি বললেন, যদি টটস্কির ভুল না হয়ে থাকে, তাইলে নাস্তাসিয়া নিশ্চয়ই অনেকদিন আগেই যুবকটির ভালবাসার কথা জানে; তাঁর অনুমান যে, এতে তার প্রশ্রয়ও রয়েছে। অন্য লোকের চেয়ে তাঁর পক্ষে অবশ্য এ কথা বলা কঠিন; তবু নাস্তাসিয়া অনুমতি দিলে তিনি বলতে পারেন যে, কিছুটা অন্ততঃ তার কল্যাণ কামনা করেন, সেই সঙ্গে নিজের স্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ে স্বার্থপর চিন্তাও তাঁর রয়েছে। নাস্তাসিয়া হয়ত তাহলে বুঝবে যে, ওর নিঃসঙ্গতা দেখে টটস্কি কিছুদিন থেকে খুব বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছেন। এর কারণ হল অস্পষ্ট বিপদ, নতুন জীবনের সম্ভাব্যতায় গভীর অবিশ্বাস, যে নতুন জীবন ভালবাসা ও বিবাহের নতুন লক্ষ্য বেঁচে উঠতে পারে। এই মনোভাব হয়ত অত্যন্ত উজ্জ্বল ক্ষমতাকে নষ্ট করে দিচ্ছে,—অর্থাৎ এটা নাস্তাসিয়ার মত বুদ্ধিমতী ও উদারহৃদয়ার পক্ষে অবান্তর ভাবপ্রবণতা। এ কথা বলা যে তাঁর পক্ষে খুব কঠিন, এটা আবার বলে নিয়ে শেষে বললেন, যদি সত্যিই তিনি ওর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ইচ্ছায় ওকে পঁচাত্তর হাজার রুবল দেন, তাহলে তাঁর আশা যে, নাস্তাসিয়া আর তাঁকে ঘৃণা করবে না। আরো বুঝিয়ে বললেন যে ঐ টাকাটা ইতিমধ্যেই ওর নামে উইলে লিখেছেন; অর্থাৎ, আসলে এটা ক্ষতিপূরণ জাতীয় কিছু নয়—তাহলে আর তাঁর বিবেককে শান্ত করার মানবিক ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করা কেন—ইত্যাদি ইত্যাদি, যা কিনা এ রকম পরিস্থিতিতে সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে। আফানাসি সুন্দরভাবে কথা বললেন। কথা প্রসঙ্গেই যেন তিনি বললেন যে পঁচাত্তর হাজার রুবলের কথা তিনি কাউকে বলেননি, এমনকি ওখানে বসে থাকা আইভান ফিয়োদোরোভিচও এ কথা জানে না।

নাস্তাসিয়ার উত্তর শুনে দুই বন্ধু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তার কথায় সেই ব্যঙ্গ, বিদ্বেষ ঘৃণা নেই; নেই সেই হাসি যা চিন্তা করলেও টটস্কির শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে যায়; বরং মনে হল, সে যেন কারুর সঙ্গে খোলাখুলি, বন্ধুর মত কথা বলার সুযোগ পেয়ে খুশী হল। সে স্বীকার করল যে, অনেকদিন সে বন্ধুজনোচিত উপদেশ চেয়েছে, শুধু তার গর্বই তাকে বাধা দিয়েছে; কিন্তু একবার যখন সে বাধা ভেঙে গেছে তখন এর চেয়ে ভাল আর কিছুই হতে পারে না।

প্রথমে বিষণ্ণ হাসি, তারপরে খুশীর চঞ্চল হাসি হেসে সে স্বীকার করল, অতীতের মত ঝড় আর উঠতে পারে না ; কিছুদিন হল সে সব কিছু অন্যভাবে দেখতে শুরু করেছে, যদিও মনের কোন পরিবর্তন হয় নি, তবুও স্পষ্ট সত্য রূপে বহু জিনিষকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে সে। যা ঘটেছে, তা আর বদলানো যাবে না, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, বরং আফানাসি এখনো অস্বস্তি বোধ করছেন দেখেই সে অবাক হচ্ছে। তার পরে আইভানের দিকে ফিরে খুব সশ্রদ্ধভাবে বলল, অনেকদিন আগে ওঁর মেয়েদের কথা সে শুনেছে, তাদের প্রতি তার গভীর, আন্তরিক শ্রদ্ধা রয়েছে। কোন ভাবে তাঁর কাজে লাগতে পারলে সে গর্বিত, আনন্দিত হবে। সত্যিই সে বিষণ্ণ এবং অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আফানাসি তার স্বপ্নের কথা ঠিকই অনুমান করেছেন ; সে নতুন জীবন শুরু করতে চায়, ভালবাসার ক্ষেত্রে না হলেও সন্তান ও সংসারের মধ্যে নতুন লক্ষ্য খুঁজে পেতে চায়। গ্যাভ্রিলের বিষয়ে সে কিছু বলতে পারবে না। তার ধারণা যে, ও তাকে ভালবাসে ; সেও ভালবাসতে পারে বলেই মনে হয়, যদি ওর আগ্রহের যথার্থতায় তার বিশ্বাস থাকে। কিন্তু আন্তরিক হলেও ছেলেটি একেবারে তরুণ ; তার পক্ষে মনস্থির করা শক্ত। ছেলেটির যেটা তার সবচেয়ে ভাল লাগে, সেটা হল এই যে, কোন সাহায্য না নিয়ে সে পরিবারের দেখা-শোনা করে চলেছে। সে শুনেছে, ছেলেটি উদ্যমী, আত্মবিশ্বাসী, নিজের পথ তৈরী করায় আগ্রহী। আরো শুনেছে যে, ওর মা নিনা আলেকজান্দ্রোভনা চমৎকার মহিলা, অত্যন্ত সম্মানিতা ; ওর বোন ভারভারা মহৎ চরিত্রের ভারী সুন্দর মেয়ে। ভিৎসিনের কাছে সে মেয়েটির কথা অনেক শুনেছে। শুনেছে যে ওরা সাহসের সঙ্গে ওদের দুর্ভাগ্যকে বহন করেছে। ওদের সঙ্গে আলাপ হলে সে খুশী হবে, কিন্তু ওরা তাকে নিজেদের পরিবারে সাদরে গ্রহণ করবে কি না জানে না। এরকম বিয়ের সাম্ভাব্যতার বিরুদ্ধে সে কিছু বলতে চায় না, কিন্তু এ বিষয়ে আরো চিন্তা করতে হবে ; তার অনুরোধ ওরা যেন তাড়াহুড়ো না করে। আর পঁচাত্তর হাজার রুবলের বিষয়ে কিছু বলার দরকার নেই। টাকার মূল্য সে জানে, ওটা সে নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে। টাকার কথা গ্যাভ্রিলকে, এমন কি জেনারেলকেও না বলার জন্য সে টটস্কিকে ধন্যবাদ দিল ; কিন্তু তরুণ ছেলেটি এ কথা জানবে না কেন? ওর পরিবারে যাওয়ার সময়ে এ টাকা গ্রহণ করায় তার লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নেই। অন্ততঃ কোন বিষয়ে মাথা নীচু করে থাকার কোন ইচ্ছে যে তার নেই এটা সে জানিয়ে দিতে চায়। যতক্ষণ না সে জানতে পারছে যে, গ্যাভ্রিল বা ওর পরিবারের তার সম্বন্ধে কোন অন্য মনোভাব নেই, ততদিন সে ওকে বিয়ে করবে না। কিন্তু এ জন্য সে নিজেকে দোষী করবে না। গ্যাভ্রিল ভালভাবেই জানে পাঁচ বছর ধরে পিটার্সবার্গে সে কিভাবে রয়েছে, আফানাসির সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি, সে কোন সঞ্চয় করেছে কি না। যদি সে এখন টাকা নেয়, তাহলেও সেটা তার কৌমার্যের মর্যাদা হারানোর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ নয়, কারণ এ জন্য সে আদৌ দায়ী নয়, সেটা শুধু তার জীবন নষ্ট হওয়ার ক্ষতিপূরণ হবে।

এ কথা বলার সময়ে সে এত ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠল যে (অবশ্য সেটা স্বাভাবিক) জেনারেল এপানচিন খুব খুশী হয়ে ভাবলেন, ব্যাপারটা মিটে গেছে। কিন্তু টটস্কি একবার অত্যাধিক ভয় পেয়েছেন বলে এখনো সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না, অনেকদিন ধরে তাঁর মনে ভয় রইল যে, ফুলের নীচে সাপ থাকতে

পারে। কিন্তু আলোচনার পথ খুলে গেল; যে যুক্তির ওপরে দুই বন্ধুর সমস্ত পরিকল্পনা নির্ভর করছিল—অর্থাৎ গানিয়ার প্রতি নাস্তাসিয়ার আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা—সেটা আরো স্পষ্ট ও নিশ্চিত হল, ফলে টটস্কিও মাঝে মাঝে সাফল্যের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে নাস্তাসিয়া গানিয়ার সঙ্গে একটা রফায় এল; সে খুব অল্প কথা বলল, যেন বিষয়টা তার কাছে বেদনাদায়ক। অবশ্য গানিয়ার ভালবাসাকে সে স্বীকার ও অনুমোদন করল, কিন্তু জোর দিয়ে বলল যে, নিজেকে সে কোন বন্ধনে জড়াবে না; বিয়ের আগে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার না বলার অধিকার থাকবে এবং গানিয়াকেও সে একই স্বাধীনতা দিল। শীঘ্রই গানিয়া দৈবাৎ জানতে পারল যে, এই বিয়েতে এবং বিশেষতঃ নাস্তাসিয়ার বিষয়ে তার পরিবারের আপত্তি ও এই কারণে বাড়ীতে যে সব অশান্তি হয়েছে, নাস্তাসিয়া সে সব কথা জানে। প্রতিদিন এর উল্লেখ আশা করলেও নাস্তাসিয়া এ সম্বন্ধে তাকে কিছু বলেনি।

এই প্রস্তাবিত বিবাহ ও সেই সংক্রান্ত কথাবার্তা সম্বন্ধে আরো অনেক গুজব ও জটিলতার কথা বলা যায়; কিন্তু আমরা আগেই বুঝেছি যে, এই সব জটিলতার অনেকগুলোই অস্পষ্ট গুজব ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন শোনা যায়, টটস্কি জানতে পেরেছেন যে জেনারেলের মেয়েদের সঙ্গে নাস্তাসিয়ার কিছু অজানা, গোপন আঁতাত আছে—এটা একেবারে গাঁজাখুরি গল্প। কিন্তু আরেকটা গল্প টটস্কি বিশ্বাস না করে পারেন নি এবং সে গল্প তাঁকে দুঃস্বপ্নের মত তাড়া করেছিল। তিনি শুনেছিলেন, গানিয়া যে শুধু টাকার জন্য বিয়ে করছে, এ কথা নাস্তাসিয়া ভালভাবেই জানে; সে জানে যে, গানিয়া অসৎ, অর্থলোভী, ধৈর্যহীন ও ঈর্ষ্যা-প্রবণ এবং তার দম্ভ অসীম। যদিও গানিয়া তাকে পাওয়ার জন্য প্রাণ পণ চেষ্টা করেছে, কিন্তু দুজন বয়স্ক লোক উভয় পক্ষের আকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে আইন সঙ্গত বিয়ের মাধ্যমে নাস্তাসিয়াকে বেচে দিয়ে গানিয়াকে কিনবার চেষ্টা করছে জানার পর থেকে গানিয়া তাকে দুঃস্বপ্নের মত ঘৃণা করে। তার মনে অনুরাগ ও ঘৃণা অদ্ভুতভাবে মিশে গেছে এবং বেদনাদায়ক দ্বিধায় জড়িত হয়ে এই "কুখ্যাত" মেয়েছেলেকে বিয়ে করতে রাজি হলেও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে যে তাকে ভালভাবে শিক্ষা দেবে, তার ওপরে পরে "প্রতিশোধ নেবে।"—সে নিজেই নাকি একথা বলেছে। গুজব শোনা গেল যে, নাস্তাসিয়া এ সব কথা জানে এবং তার কোন মতলব আছে। টটস্কি এত ভয় পেলেন যে, এপানচিনকেও সব কথা বলা বন্ধ করে দিলেন; কিন্তু কখনো কখনো দুর্বললোকের মত আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে খুশীও হয়ে উঠতে লাগলেন। যেমন, নাস্তাসিয়া যখন তাঁদের কথা দিল যে, তার জন্মদিনের সন্ধ্যায় সে শেষ কথা জানাবে, তখন টটস্কি খুব আশ্বস্ত হলেন।

অন্যদিকে, যতই দিন যেতে লাগল, দেখা গেল যে—হায়!—আইভান ফিয়োদোরোভিচের মত সম্মানিত ব্যক্তি সম্বন্ধে অত্যন্ত অদ্ভুত ও সবচেয়ে অবিশ্বাস্য গুজবও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠছে।

প্রথমে কথাটা একেবারে আজগুবি মনে হয়েছিল। এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত যে, আইভান তাঁর জীবনের সম্মানজনক পর্যায়ে, অপূর্ব বুদ্ধি ও পৃথিবী সম্বন্ধে বাস্তবজ্ঞান নিয়েও নিজেই নাস্তাসিয়ার মোহে পড়তে পারেন এবং সেটা এমন

অবস্থায় পৌঁছেছে যে, খেয়াল গিয়ে দাঁড়িয়েছে অনুরাগে। তিনি কি আশা করছেন, তা কল্পনা করাও কঠিন, হয়ত গানিয়ারই সাহায্য চাইছেন। অন্ততঃ টট স্ক এই ধরনের কিছু সন্দেহ করলেন। তাঁর সন্দেহ হল যে, জেনারেল ও গানিয়া পরস্পরকে যতটা জানেন, তার ওপরে নির্ভর করে তাদের মধ্যে কোন গোপন চুক্তি হয়েছে। কিন্তু একথা সবাই জানে যে, কোন লোক প্রেমে পড়লে, বিশেষতঃ সে যদি বয়স্ক হয় একেবারে অন্ধ হয়ে যায় এবং যেখানে কোন আশা নেই, সেখানে আশা করতে চায়; উপরন্তু যত বুদ্ধিই তার থাক, সে বুদ্ধি হারিয়ে বোকা শিশুর মত আচরণ করে। সবাই জেনে গেছে যে, নাস্তাসিয়ার জন্মদিনের জন্য প্রচুর টাকা দিয়ে জেনারেল কিছু চমৎকার মুক্তো কিনেছেন, নাস্তাসিয়ার টাকার লোভ নেই এ কথা জেনেও এই উপহার সম্বন্ধে তিনি অনেক কিছু ভেবেছেন। জন্মদিনের আগের দিন তিনি অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লেন, অবশ্য এই আবেগ তিনি গোপন করতে পেরেছিলেন। এই মুক্তোগুলোর কথা মাদাম এপানচিন জেনেছেন। স্বামীর অস্থির মতিত্ব সম্বন্ধে লিজাভেটার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাতে প্রায় অভ্যস্তও হয়ে গেছেন; কিন্তু এ রকম একটা ঘটনাকে উপেক্ষা করা যায় না, মুক্তোর গুজবটা তার মনকে খুব নাড়া দিয়েছে। জেনারেল আগেই এটা অনুমান করেছিলেন। আগের দিন এ নিয়ে কিছু কথা হয়েছিল; একটা সাময়িক বোঝাপড়া আসন্ন ভেবে তিনি ভয় পেয়েছিলেন। এই জন্য যেদিন সকালে আমাদের কাহিনী শুরু হয়েছে, সেদিন, বিশেষ করে তিনি সকালে পরিবারের সঙ্গে খেতে চাইছিলেন না। মিশকিন আসার আগে, কোন জরুরী কাজের অছিলায় চলে যাবেন ভেবেছিলেন। জেনারেলের ক্ষেত্রে চলে যাওয়ার অর্থ প্রায়ই হল পালিয়ে যাওয়া। বিশেষতঃ সেই দিনটা। সেই সন্ধ্যাটা তিনি কোন অশান্তি চান নি। হঠাৎ সময় বুঝে প্রিন্স দেখা দিল। "একেবারে ঈশ্বর প্রেরিত!" স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে যেতে এই কথাই তাঁর মনে হল।

॥ পাঁচ ॥

মাদাম এপানচিন তাঁর পরিবারের মর্যাদা সম্বন্ধে গর্বিত। একেবারে অকস্মাৎ যখন তিনি শুনলেন যে, তাঁর বংশের যে শেষ পুরুষের কথা আগেই শুনেছেন, সেই প্রিন্স মিশকিন অসহায়, নির্বোধ, প্রায় ভিক্ষুক ও দান নিতে প্রস্তুত, তখন তাঁর কি অবস্থা। জেনারেল ভাবলেন অন্যদিকে স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেই উত্তেজনার সুযোগে মুক্তোর প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাবেন।

অদ্ভুত কিছু ঘটলে মাদাম এপানচিন চোখ বড় বড় করে শরীর পেছনে হেলিয়ে একটাও কথা না বলে ফ্যাল ফ্যাল করে সামনে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর চেহারা বড়সড়, বয়স প্রায় স্বামীর মত, মাথায় ঘন কালো চুল, অনেকখানি পাক ধরেছে। শীর্ণ চেহারা, একটু খাঁড়ার মত নাক, বসা বিবর্ণ গাল, পাতলা চাপা ঠোঁট। উঁচু ছোট কপাল, বড় ধূসর চোখে মাঝে মাঝে অদ্ভুত দৃষ্টি। এক সময়ে তাঁর ধারণা ছিল যে তাঁর চোখের চাহনি বিশেষভাবে ব্যঞ্জনাময় এবং কোন কারণেই এ ধারণা বদলায় নি।

'এখন ও আসবে? মানে এক্ষুনি আসবে?' মহিলা চোখটা যতদূর সম্ভব বড় করে সামনে ছটফটিয়ে ওঠা আইভানের দিকে তাকালেন।

তাড়াতাড়ি জেনারেল বুঝিয়ে বলতে গেলেন, 'না, আড়ম্বরের দরকার নেই

শুধু ওর সঙ্গে যদি দেখা করতে। একেবারে ছেলেমানুষ, দেখলে কষ্ট হয়; কী একটা ফিটের অসুখ আছে। সবে সুইটজারল্যাণ্ড থেকে এসেছে—সোজা স্টেশন থেকে চলে এসেছে। গায়ে জার্মানদের মত অদ্ভুত জামাকাপড, সঙ্গে এক কপর্দকও নেই; প্রায় কেঁদে ফেলেছে। আমি ওকে পঁচিশ রুবল দিয়েছি, আমাদের অফিসে কোন ছোটখাট কেরানীর কাজ দিতে চাই। মেয়েদের অনুরোধ করছি, ওকে তোমরা দুপুরে খেতে বল; মনে হয় ওর খিদেও পেয়েছে…।'

মাদাম এপানচিন আগের মতই বলে উঠলেন, 'অবাক করলে। খিদে পেয়েছে, ফিটের অসুখ আছে! কি ধরনের ফিট?'

'ও, সে ঘন ঘন হয় না; তাছাড়া ও শিশুর মত, অথচ সুশিক্ষিত।' আবার মেয়েদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমরা ওকে পরীক্ষা করতে পার; ও কোন্ কাজের উপযুক্ত, সেটাও জানা যাবে।'

জেনারেলের স্ত্রী দারুণ বিস্ময়ে টেনে টেনে বললেন 'প-রী ক্ষা?' স্বামীর দিক থেকে মেয়েদের দিকে এবং আবার স্বামীর দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনলেন।

'না গো, ওভাবে ব্যাপারটাকে নিয়ো না…অবশ্য, যেরকম খুশী ভাবতে পার। আমি বন্ধুর মত ওকে পরিবারের সকলের সঙ্গে আলাপ করাতে চাইছিলাম, কারণ এ প্রায় উপকার করার মতই।'

'পরিবারের সঙ্গে আলাপ করাবে? সুইটজারল্যাণ্ড থেকে এসেছে?'

'তাতে কোন অন্যায় হয়নি; তবু আবার বলছি, তোমার খুশীমত সব হবে। আমি এরকম ভেবেছিলাম, কারণ, প্রথমতঃ ও একই পদবীযুক্ত, আত্মীয়ও হতে পারে; তাছাড়া, ওর মাথা গোঁজার কোন জায়গা নেই। ভেবেছিলাম তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইবে, কারণ হাজার হোক, ও একই বংশের লোক।'

'সে তো ঠিক, ওর সঙ্গে লৌকিকতার দরকার নেই। তাছাড়া, ট্রেনে আসার পর ওর নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।' জ্যেষ্ঠা আলেকজান্দ্রা বলল, 'ওর যখন যাওয়ার কোন জায়গা নেই, তখন ওকে কিছু খাওয়াচ্ছ না কেন?'

'ছেলেটা একেবারে ছেলেমানুষও বটে। ওর সঙ্গে আমরা খেলতেও পারি।'

'কি বলতে চাইছ?'

আগলাইয়া বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'মা, দয়া করে না বোঝার ভাণ কোরো না!'

দ্বিতীয় মেয়ে, হাসিখুশী আদেলেদা সংযত থাকতে না পেরে হেসে উঠল।

আগলাইয়া বলে উঠল, 'ওকে ডেকে পাঠাও বাবা, মা অনুমতি দিয়েছেন।'

জেনারেল ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরকে বললেন প্রিন্সকে ডাকতে।

তাঁর স্ত্রী জোর দিয়ে বললেন, 'কিন্তু শর্ত হল যে, টেবলে ওকে গলায় ন্যাপকিন বেঁধে বসতে হবে। ফিয়োদোর বা মার্ভাকে ডাক…যতক্ষণ ও খাবে ততক্ষণ ওর চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে ওকে দেখাশোনা করুক। ফিট হলে যেন শান্ত হয়ে থাকে। ও কি হাত ছোঁড়ে?'

'ঠিক তার উল্টো; খুব মার্জিত, চমৎকার ব্যবহার, মাঝে মাঝে ওকে বরং বেশী সাদাসিধে লাগে। এই যে, ও এসে গেছে। এস, আলাপ করিয়ে দিই, প্রিন্স মিশকিন, তোমার নামের অনুরূপ, হয়তো তোমার আত্মীয়; ওকে আদরযত্ন কোরো। এখনি খাবার দেওয়া হবে, কাজেই, প্রিন্স দয়া করে…কিছু মনে কোরো না, আমায় তাড়াতাড়ি যেতে হবে, না হলে দেরী হয়ে যাবে।'

জেনারেলের স্ত্রী গর্বিত ভঙ্গীতে বললেন, 'আমরা জানি, তুমি এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ।'

'আমার তাড়া আছে গো, দেরী হয়ে গেল। মেয়েরা ওকে তোমাদের এ্যালবামগুলো দিয়ে তাতে কিছু লিখিয়ে নিও, কারণ ওর হাতের লেখা সত্যিই অপূর্ব। আমাকে ও কেমন পুরনো ছাঁদে লিখে দিয়েছে দেখ "সাধু পাফনুতি সেখানে হাত রাখলেন"...আচ্ছা, চলি।'

ওঁর স্ত্রী স্বামীর প্রেমিকার উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বিরক্তি ও উত্তেজনায় চেঁচিয়ে বললেন, 'পাফনুতি? সাধু? একমিনিট—একমিনিট দাঁড়াও। কোথায় যাচ্ছ, কে এই পাফনুতি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইনি পুরনো দিনের এক সন্ন্যাসী·· আমি কাউন্টদের ওখানে চললাম; আরো আগেই যেতে হত; উনি নিজেই সময় দিয়েছিলেন.. প্রিন্স; এখন যাই।'

জেনারেল দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেলেন।

লিজাভেটা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'কোন্ কাউন্টের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে জানি,' বিরক্তভাবে প্রিন্সের দিকে তাকালেন। মৃদু সুরে মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন, 'কি যেন? হ্যাঁ, কি যেন? ও, হ্যাঁ, কোন্ সাধু?'

আলেকজান্দ্রা বলতে যাচ্ছিল, 'মা,' আগলাইয়া ওর পায়ে চাপ দিল।

মা মাঝখানে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'বাধা দিয়োনা, আলেকজান্দ্রা, আমিও জানতে চাই। প্রিন্স, আমার উলটো দিকে এই আরাম কেদারায় বস; না এখানে। রোদ্দুরে বস, আলোর কাছাকাছি, যাতে তোমায় দেখতে পাই। হ্যাঁ, কোন্ সাধু?'

মিশকিন গম্ভীর মনোযোগের সঙ্গে বলল, 'সাধু পাফনুতি।'

'পাফনুতি? ভাল। তাঁর সম্বন্ধে কি জান বল।'

মহিলা প্রিন্সের দিকে চোখ রেখে অধীরভাবে দ্রুত, তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করলেন; মিশকিন উত্তর দেওয়ার সময়ে প্রত্যেক কথায় ঘাড় নাড়তে লাগলেন।

মিশকিন শুরু করল, 'সাধু পাফনুতি চতুর্দশ শতাব্দীর লোক। এখনকার কোস্ত্রোমা প্রদেশে ভোলগার তীরে এক মঠের তিনি ছিলেন অধ্যক্ষ। পবিত্র জীবনযাপনের জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি তাতারদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, জনসাধারণের কাজে সাহায্য করেছিলেন, এবং কিছু দলিলপত্র সই করেছিলেন। সেই সইয়ের একটা নকল আমি দেখেছি। হাতের লেখাটা ভাল লেগেছিল বলে নকল করেছিলাম। আমাকে একটা কাজ খুঁজে দেওয়ার জন্য এক্ষুণি জেনারেল আমার লেখা দেখতে চাইলেন, তাই বিভিন্ন হাতের লেখায় অনেকগুলো লাইন লিখলাম, তার মধ্যে ওই সাধুর নিজের হাতের লেখায় লিখেছিলাম "বিনীত সাধু পাফনুতি সেখানে হাত রাখলেন।" জেনারেলের ওটা খুব ভাল লেগেছে, তাই এখন ওই কথা বললেন।'

মাদাম এপানচিন বললেন, 'আগলাইয়া, মনে রেখো, পাফনুতি, বরং লিখেই রাখো, না হলে ভুলে যাব। কিন্তু ভেবেছিলাম বিষয়টা আরো আকর্ষণীয় হবে। সইটা কোথায়?"

'মনে হয় জেনারেলের পড়ার ঘরের টেবলে পড়ে আছে।'

'এখুনি ওটা চেয়ে পাঠাও।'

'যদি চান, বরং আবার লিখে দিই?'

'আলেকজান্দ্রা বলল, 'নিশ্চয়ই হবে, মা, কিন্তু এখন খেয়ে নিই; আমাদের খিদে পেয়েছে।'

মা সম্মতি জানালেন, 'ঠিক কথা, এস প্রিন্স। তোমার কি খুব খিদে পেয়েছে?'

'হ্যাঁ, এখন খুব খিদে পাচ্ছে. আমি আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।'

'তুমি যে ভদ্র এটা ভাল জিনিষ। লক্ষ্য করলাম তোমার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছিল, তেমন অদ্ভুত কিছু নও তুমি। এস, এখানে আমার সামনে বস।' খাবার ঘরে গিয়ে তিনি মিশকিনকে বসবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। 'আমি তোমার দিকে চোখ রাখতে চাই। আলেকজান্দ্রা, আদেলেদা, প্রিন্সকে কিছু দাও। ও তেমন কিছু…অসুস্থ নয়, তাই না? বোধ হয় ন্যাপকিনের দরকার নেই…প্রিন্স খাবার সময়ে তুমি কি ন্যাপকিন বাঁধতে?'

'মনে হয়, অনেক আগে সাত বছর বয়সে বাঁধতাম. কিন্তু খাবার সময়ে সাধারণতঃ ন্যাপকিন কোলে বিছিয়ে নিই।''

'ঠিক আছে। তোমার ফিট?'

'ফিট?' প্রিন্স একটু অবাক হল। 'এখন ওটা খুব একটা হয় না। অবশ্য বলতে পারি না; শুনেছি এখানকার আবহাওয়ায় আমার ক্ষতি হবে।'

মহিলা মেয়েদের দিকে ফিরে বললেন, 'ছেলেটা বেশ কথা বলে।' এখনো ওর প্রত্যেক কথায় উনি ঘাড় নাড়ছেন। 'এটা আশা করিনি। কাজেই সব বাজে কথা। প্রিন্স, খাবার নাও, কোথায় জন্মেছ, বড় হয়েছ, বল; তোমার সব কথা জানতে চাই; তোমাকে আমার খুব ভাল লাগছে।'

মিশকিন ওঁকে ধন্যবাদ দিয়ে দারুণ খিদেয় খেতে খেতে সেদিন সকালে অনেকবার বলা গল্পটা আবার বলতে শুরু করল। মহিলা ওর ওপরে ক্রমশঃ খুশী হতে লাগলেন; মেয়েরাও বেশ মন দিয়ে শুনছে। তারা আত্মীয়তা বার করল; দেখা গেল মিশকিন নিজের বংশ সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। কিন্তু চেষ্টা করেও তারা মিশকিন ও মাদাম এপানচিনের মধ্যে কোন সম্বন্ধ খুঁজে পেল না। প্রপিতামহ ও প্রপিতামহীদের মধ্যে একটা দূর সম্পর্ক হয়ত পাওয়া যেতে পারে। এই শুকনো বিষয়টাতে মহিলা বিশেষ খুশী হন, কারণ নিজের বংশমর্যাদা সম্বন্ধে প্রীতিকর আলোচনার সুযোগ তিনি কখনো পান না। কাজেই খুব উত্তেজিত হয়ে টেবল থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

'চল সবাই বৈঠকখানায় গিয়ে কফি খাই একটা ঘর আছে, সেখানে সবাই জড়ো হই।' মিশকিনকে নিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন, 'আমার ছোট্ট বৈঠকখানায় আমরা একত্র হয়ে যে যার কাজ করি। আমার বড় মেয়ে আলেকজান্দ্রা পিয়ানো বাজায়, বই পড়ে বা সেলাই করে; আদেলেদা ল্যাণ্ডস্কেপ আর পোর্ট্রেট আঁকে (আর কোনটাই শেষ করে না); আগলাইয়া শুধু বসে থাকে। আমিও কাজকর্ম ভাল পারি না; কখনো কিছু শেষ করে উঠতে পারি না। এই যে, এসে গেছি। প্রিন্স, এখানে আগুনের ধারে বসে আমায় কিছু বল। তুমি কি করে গল্প বল, জানতে চাই। পুরো জানতে চাই, যখন বৃদ্ধা

রাজকুমারী বিয়েলোকোনস্কির সঙ্গে দেখা হবে, তখন তাঁকে তোমার সম্বন্ধে সব কথা বলব। তাঁদেরও সকলের তোমায় ভাল লাগুক, এটা চাই। নাও, কিছু বল।'

আগলাইয়া বলল, 'কিন্তু মা, ওভাবে গল্প বলাটা অদ্ভুত ব্যাপার।'

'কেন? এতে অদ্ভুত কি আছে? আমায় গল্প বলবে না কেন? ও কথা বলতে পারে, কিন্তু কি করে গল্প বলে জানতে চাই। নাও, যা হোক কিছু বল। প্রথমে সুইটজারল্যাণ্ড তোমার কেমন লেগেছিল, বল। তোমরা দেখো, ও এক্ষুণি সুন্দর করে বলতে শুরু করবে।'

মিশকিন বলতে যাচ্ছিল, 'প্রথমে খুব মনে রেখাপাত করেছিল…।'

আগ্রহী মহিলা বাধা দিয়ে মেয়েদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'দেখলে, ও বলছে।''

আলেকজান্দ্রা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ওঁ'ক কথা বলতে দাও মা।' আগলাইয়ার কানে কানে বলল, 'বোধ হয় এই প্রিন্সটি দারুণ শয়তান, আদৌ বোকা নয়।'

আগলাইয়া বলল, 'কোন সন্দেহ নেই. অনেকক্ষণ আগেই সেটা লক্ষ্য করেছি; ওর অভিনয়টাই সাংঘাতিক। ও কি কিছু আদায় করবার চেষ্টা করছে?'

মিশকিন আবার বলল, প্রথমে আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল। যখন রাশিয়া থেকে বেরিয়ে নানা জার্মান শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন শুধু চুপ করে দেখছিলাম এবং মনে পড়ছে, কোন প্রশ্ন করি নি। তার আগে অনেকবার প্রচণ্ড কষ্টকর অসুখে ভুগেছি, অসুখটা খুব বাড়লে এবং ঘন ঘন ফিট হলে একেবারে চুপ হয়ে যেতাম। আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়েছিল, মস্তিষ্ক কাজ করলেও যুক্তি দিয়ে চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। একসঙ্গে দুটো বা তিনটের বেশী চিন্তার খেই ধরতে পারতাম না। এখন আমার তাই মনে হয়। ফিট কমে গেলে বা অত প্রচণ্ড রকম না হলে আবার এখনকার মতই সবল সুস্থ হয়ে উঠতাম। মনে পড়ছে, আমি খুব মনমরা হয়ে ছিলাম। সব চেয়ে যা আমাকে পীড়া দিচ্ছিল, তা হল, সবকিছুই অপরিচিত, সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। এই অচেনা পরিবেশ আমায় যেন বিস্মিত করে ফেলছিল। মনে পড়ছে, শেষে এই বিষণ্ণ অবস্থা থেকে জেগে উঠলাম এক সন্ধ্যে বেলা সুইটজারল্যাণ্ডের ব্যাসেলে পৌঁছে, আমায় জাগিয়ে দিল বাজারের একটা গাধার ডাক। গাধাটাকে আমার খুব অদ্ভুত লাগল, কোন কারণে খুব ভাল লাগল এবং হঠাৎ মনে হল আমার মাথা যেন পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

লিজাভেটা বললেন, 'একটা গাধা? এ তো অদ্ভুত। অবশ্য এতে অদ্ভুত কিছু নেই, আমরা যে-কেউ গাধার প্রেমেও পড়তে পারি।' মেয়েদের আসতে দেখে তাদের দিকে তাকিয়ে বিরক্তভাবে বললেন, 'পুরাণে এরকম ঘটেছিল; বলে যাও প্রিন্স।'

'তখন থেকে গাধাদের আমার খুব ভাল লাগে, আমার কাছে ওদের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। ওদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম, কারণ আগে গাধা কখনো দেখিনি, এবং তখনি বুঝতে পারলাম, ওরা কত দরকারী— পরিশ্রমী, মজবুত, সহনশীল, সুলভ, কষ্ট সহ্য করতে পারে। অতএব গাধার মাধ্যমে সারা সুইটজারল্যাণ্ডই আমায় আকৃষ্ট করল, কাজেই আমার বিষাদ চলে গেল।

'ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত, কিন্তু গাধার কথা থাক, অন্য কিছু আলোচনা হোক। তুমি হাসছ কেন, আগলাইয়া? আদেলেদা, তুমি? প্রিন্স আমাদের গাধাটার কথা সুন্দরভাবে বলল। এটা ও নিজে দেখেছে, কিন্তু তোমরা কি দেখেছ? তোমরা তো কখনো বাইরে যাওনি।'

আদেলেদা বলল, 'আমি একটা গাধা দেখেছি, মা।'

আগলাইয়া বলল, 'একটার ডাকও শুনেছি।'

তিনজনে আবার হেসে উঠল। মিশকিনও হাসল।

মহিলা বললেন, 'এ তোমাদের খুব অন্যায়, প্রিন্স ওদের মাপ কর, ওরা সরল। আমি সব সময়ে ঝগড়া করি, আবার ওদের ভালবাসি। ওরা ছটফটে, বোকা, পাগল সব।'

মিশকিন হেসে উঠল, 'কেন? ওদের জায়গায় থাকলে আমিও তাই করতাম। তবুও গাধাটাকে সমর্থন করছি, গাধা সৎ, পরিশ্রমী।'

মাদাম এপানচিন বললেন, 'প্রিন্স, তুমি কি সৎ? আমি এমনি জানতে চাইছি।'

মেয়েরা আবার হেসে উঠল।

মহিলা চীৎকার করে উঠলেন 'আবার সেই জঘন্য গাধার কথা। ও কথা ভাবিনি, বিশ্বাস কর প্রিন্স আমি কিছু…'

'ইঙ্গিত? না, আপনার কথা অবশ্যই বিশ্বাস করেছি।' মিশকিন হাসতে লাগল।

লিজাভেটা বললেন, 'তুমি হাসছ দেখে খুশী হলাম, দেখছি তুমি ভারী সৎ।'

হঠাৎ মহিলা বললেন, 'আমি ভাললোক বলা যায়, সব সময়েই ভাল; এটা আমার দোষ, কারণ সর্বদা ভাল হওয়া উচিত নয়। প্রায়ই এই মেয়েদের ওপরে রেগে যাই আইভানের ওপরে আরো বেশী রেগে যাই; কিন্তু সব চেয়ে খারাপ হল যে, রাগলে আরো ভালমানুষ হয়ে যাই। ঠিক তুমি আসার আগেই আমি রেগে গিয়েছিলাম, ভাব দেখাচ্ছিলাম যেন কিছু বুঝিনি, বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝে ওরকম হয়ে যাই; শিশুর মত। আগলাইয়া আমায় থামাল। আমায় শিখিয়ে দেওয়ার জন্য আগলাইয়াকে ধন্যবাদ। কিন্তু সব বাজে। আমায় যত বোকা মনে হয়, তত বোকা আমি নই; মেয়েরা আমায় বোকা প্রমাণ করতে চায়। আমার নিজের ইচ্ছা আছে সহজে অপ্রতিভ হই না। কিন্তু খোলা মনে এ সব কথা বলছি। আগলাইয়া এখানে এস, আমায় চুমু দাও। এই তো…অনেক আদর হয়েছে।' আগলাইয়া তাঁর ঠোঁটে আর হাতে সত্যিই আবেগে চুম্বন করল। 'প্রিন্স, বলে যাও। গাধার চেয়ে আরো ভাল কিছু তোমার মনে পড়তে পারে।'

আদেলেদা আবার বলল, 'এরকম সোজাসুজি কি করে লোক বলতে পারে বুঝি না। আমার তো কিছু মনে পড়ে না।'

'কিন্তু প্রিন্সের কিছু মনে পড়বে, কারণ ওর খুব বুদ্ধি—তোমাদের চেয়ে অন্ততঃ দশগুণ বেশী বুদ্ধি, খুব সম্ভবতঃ বারোগুণ বেশী। আমার ধারণা, এর পরে তোমরা সেটা বুঝতে পারবে। প্রিন্স, ওদের দেখিয়ে দাও তো, বলে যাও। এখন গাধার কথা ছাড়। বিদেশে গাধা ছাড়া আর কি দেখেছ?'

আলেকজান্দ্রা বলল, 'গাধার গল্পটাতেও বুদ্ধির ছাপ রয়েছে; প্রিন্সের অসুস্থ

অবস্থা সম্বন্ধে যা বললেন এবং কিভাবে বাইরের একটা আঘাতে সব কিছু সুন্দর লাগতে শুরু করল, সে গল্পটা মজার। লোকের কি করে মাথা খারাপ হয়ে আবার সেরে যায়, সেটা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। বিশেষতঃ যদি সেটা হঠাৎ ঘটে।'

ওর মা সাগ্রহে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখছি যে তোমারো কখনো কখনো বুদ্ধি দেখা দেয়। আচ্ছা, এবার হাসি থামাও। প্রিন্স, তুমি সুইটজারল্যাণ্ডের দৃশ্যের কথা বলছিলে বোধ হয়। কি হল ?'

'আমরা লুসার্ণে পৌঁছলে আমাকে লেকের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। লেকটা খুব সুন্দর বুঝতে পেরেও ভয়ঙ্কর বিষণ্ণ হয়ে পড়লাম।'

আলেকজান্দ্রা বলল, 'কেন ?'

'কেন জানি না। এরকম কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রথম দেখলেই আমার বিষণ্ণ বোধ হয়, অস্বস্তি লাগে। কিন্তু যখন অসুস্থ ছিলাম, তখনই এরকম হত শুধু।'

আদেলেদা বলল, 'আমার এত দেখতে ইচ্ছে করছে, কেন যে আমরা বিদেশে যাই না, বুঝতে পারি না। গত দু বছরে আঁকবার মত কোন বিষয় খুঁজে পাইনি। পূর্ব আর দক্ষিণ দিক অনেক আগেই আঁকা হয়ে গেছে। প্রিন্স, আমাকে ছবি আঁকার একটা বিষয় খুঁজে দিন।'

'ও সব সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। আমার মনে হয়, তোমার দেখে আঁকা উচিত।'

'কি করে দেখতে হয় জানি না।'

ওর মা বাধা দিলেন, 'হেঁয়ালি করে কথা বলছ কেন ? মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না। দেখতে জানি না, কথার মানে কি ? চোখ আছে, তাই দিয়ে দেখ। এখানে যদি না দেখতে পাও, বিদেশেও দেখতে পাবে না। বরং প্রিন্স, তুমি কি দেখেছ তাই বল।'

আদেলেদা বলল, 'হ্যাঁ, সেই ভাল। প্রিন্স বিদেশে গিয়ে দেখতে শিখেছেন।'

'সে কথা জানি না। বিদেশে গিয়ে শুধু সুস্থ হয়েছি; কোথায় দেখতে শিখেছি, জানি না। কিন্তু সব সময়ে ওখানে খুব মনের আনন্দে ছিলাম।'

আগালাইয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'আনন্দে ? কি করে আনন্দে থাকতে হয়, জানেন ? তাহলে কি করে বললেন যে, দেখতে শেখেননি। আপনি তো আমাদেরো শেখাতে পারেন।'

আদেলেদা হাসল, 'শিখিয়ে দিন !'

মিশকিনও হাসল, 'আমি কিছু শেখাতে পারব না। বিদেশে একটা সুইস গ্রামেই প্রায় সমস্ত সময়টা কাটিয়েছি। ক্বচিৎ বেড়াতে গেছি, তাও কাছাকাছি। তোমাদের কি শেখাব ? প্রথমে প্রায় বোকাই ছিলাম, তারপর চটপট শরীর সারতে লাগল। তখন প্রতিটা দিন আমার কাছে মূল্যবান হয়ে দেখা দিল ; যতদিন যেতে লাগল, ততই সে মূল্য বাড়তে লাগল, কাজেই সেটা আমার দৃষ্টিগোচর হল। খুব খুশী মনে শুতে যেতাম এবং আরো আনন্দ নিয়ে উঠতাম। কিন্তু কেন এরকম হত, সেটা বলা কঠিন।'

আলেকজান্দ্রা বলল, 'তাহলে আপনি চলে আসতে চাননি ? অন্য কোথাও

যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না ?

'প্রথমে, একেবারে প্রথমে ইচ্ছে ছিল, খুব চঞ্চল হয়ে পড়তাম। সর্বদা ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভাবতাম। জানতে চাইতাম, আমার জীবনের সঞ্চয় কি ? কোন কোন মুহূর্তে খুব অস্থির হয়ে পড়তাম। এরকম মুহূর্ত আসে, বিশেষতঃ নিঃসঙ্গ অবস্থায়। ওখানে একটা ছোট জলপ্রপাত ছিল ; পাহাড়ের উচ্চতা থেকে সরু সূতোর মত সোজা সফেন, সাদা, উচ্ছল জলের ধারা নেমে আসত। অনেক উঁচু থেকে পড়লেও সেটা তত উঁচু লাগত না ; দূরত্বটা ছিল সিকিমাইল, কিন্তু মনে হত পঞ্চাশ পা। রাত্রে তার শব্দ শুনতে ভাল লাগত। এই সব মুহূর্তে দারুণ অস্থিরতায় উদ্বেল হয়ে পড়তাম, কখনো কখনো দুপুরেও ঘুরে বেড়াতাম ; পুরনো সুগন্ধি পাইনগাছে ঘেরা পাহাড়ের মাঝে একা দাঁড়িয়ে থাকতাম ; পাহাড়ের চূড়ায় ছিল একটা ভাঙা মধ্য যুগের দুর্গ। অনেক অনেক নীচে আমাদের ছোট্ট গ্রাম প্রায় চোখেই পড়ত না। উজ্জ্বল রোদ, নীল আকাশ আর ভয়াবহ নিঃস্তব্ধতা। এসব সময়ে মনে হত কি যেন আমাকে নিয়ে যাচ্ছে; কল্পনা করতাম, যদি সোজা অনেক দূরে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে সেখানে পৌঁছই, যেখানে আকাশ আর পৃথিবী মিলেছে, তাহলে সেখানে খুঁজে পাব আমার রহস্যের চাবিকাঠি, সেখানে আমাদের চেয়ে সহস্রগুণ বেশী সম্পদশালী, বেগবান নতুন জীবনকে দেখতে পাব। নেপলসের মত কোন প্রাসাদ, কোলাহল, গর্জন ও জীবনমুখর এক বড় শহরের স্বপ্ন দেখতাম। সব কিছুই স্বপ্নে দেখতাম। পরে ভাবলাম যে, কারাগারেও মানুষ জীবনের সম্পদ খুঁজে পেতে পারে।'

আগলাইয়া বলল, 'বারো বছর বয়সে, আমার পড়ার বইতে এই শেষ নীতি কথাটা পড়েছিলাম।'

মিশকিন মৃদু হাসল, 'বোধহয় ঠিকই বলেছ, আমি সত্যিই হয়ত দার্শনিক, আর—কে বলতে পারে—হয় সত্যিই আমার শেখানোর ক্ষমতা আছে…সত্যিই তা সম্ভব।'

আগলাইয়া আবার বলল, 'ওর আপনার দর্শন ঠিক ইয়েভলাম্পিয়া নিকোলায়েভনার দর্শনের মত। উনি এক কেরানীর বিধবা স্ত্রী, অনেকটা দরিদ্র আত্মীয়ার মত আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ওর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল কৃপণতা—যত সস্তায় সম্ভব খান, আর পয়সা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করেন না। অথচ ওঁর টাকা আছে, উনি বেশ ধূর্ত। ঠিক যেন আপনার কারাগারে জীবনের সম্পদের মত ; হয়ত গ্রামে আপনার আনন্দময় চারটি বছরও তাই, যার জন্য নেপলসকে ত্যাগ করেছিলেন ; সামান্য হলেও লাভ হয়েছে মনে হয়।'

মিশকিন বলল, 'কারাগারের জীবন সম্বন্ধে দুটো মত থাকতে পারে। বারো বছর জেলখানায় কাটিয়ে আসা একজন লোক আমায় বলেছে। আমার অধ্যাপকের রোগীদের সে একজন। তার ফিট হত, মাঝে মাঝে সে অস্থির হয়ে পড়ত, কাঁদত, এমনকি আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিল। তার বন্দীজীবন খুব করুণ নিশ্চয়ই, কিন্তু সামান্য নয়। অথচ তার বন্ধু বলতে ছিল একটা মাকড়সা আর জানালার নীচে একটা গাছ…আচ্ছা, গত বছরে একজন লোকের সঙ্গে কি করে দেখা হয়েছিল, সেটা বরং বলি। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত—কারণ এরকম ঘটনা ক্বচিৎ ঘটে। একবার অন্যদের সঙ্গে এই লোকটাকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল

এবং তার মৃত্যুদণ্ডও ঘোষণা করা হয়েছিল। একটা রাজনৈতিক অপরাধের জন্য তাকে গুলি করে মারা হবে। কুড়ি মিনিট পরে একটা মুক্তিঘোষণা শোনানো হল, তার জন্য পরিবর্তে অন্য শাস্তি ঠিক হল। অথচ ঐ দুটি আদেশের মাঝের কুড়ি মিনট বা অন্ততঃপক্ষে পনেরো মিনিট সময়টুকু তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার মৃত্যু হবে। তার সেই সময়ের অনুভূতির কথা সে যখন মনে করত, তখনি আমার শুনবার খুব কৌতূহল হত, প্রায়ই তাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করতাম। তার আশ্চর্যভাবে সব স্পষ্ট মনে ছিল। বলত সে, সে মুহূর্তগুলো সে কখনো ভুলবে না। ফাঁস মঞ্চের চারধারে যেখানে সৈন্য ও অন্যান্য লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার থেকে বিশ পা দূরে মাটিতে তিনটে খুঁটি পোঁতা, কারণ অপরাধীর সংখ্যা অনেক। প্রথমে তিনজনকে নিয়ে গিয়ে খুঁটিতে বাঁধা হল, মৃত্যুর পোষাক (একটা লম্বা সাদা আলখাল্লা) পরানো হল, তাদের চোখের ওপরে সাদা টুপি টেনে দেওয়া হল, যাতে তারা বন্দুকগুলো দেখতে না পায়; তারপর প্রতিটা খুঁটির সামনে একজন করে সৈন্যকে নিয়ে আসা হল। আমার বন্ধুটি ছিল তালিকায় সপ্তম ব্যক্তি, অতএব সে ছিল তৃতীয় দলে। পুরোহিত প্রত্যেকের সামনে ক্রুশ নিয়ে গেলেন। তার আয়ু আর মাত্র পাঁচ মিনিট। সে বলেছিল, এই পাঁচ মিনিট তার মনে হচ্ছিল যেন অনন্তকাল, বিশাল—যেন ঐ পাঁচ মিনিটে তার এত অগণ্য জীবন রয়েছে যে সেই মুহূর্তের কথা ভাবার কোন দরকারই নেই, কাজেই সে মনে মনে সময়টার হিসেব কষতে লাগল। সঙ্গীদের কাছে বিদায় নেওয়ার সময়টা আলাদা করে রাখল, দু মিনিট; আর দু মিনিট রাখল শেষ মুহূর্তের কথা ভাবার জন্য; এবং এক মিনিট রাখা হল শেষবারের মত চারদিকটা দেখে নেওয়ার জন্য। ঐভাবে সময় ভাগ করার কথা ওর খুব ভাল করে মনে আছে। সুস্থ ও সবল শরীরে সাতাশ বছর বয়সে সে মারা যেতে চলেছে। তার মনে আছে, সঙ্গীদের কাছে বিদায় নেওয়ার সময়ে একজনকে যেন কি একটা অসংলগ্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে উত্তরের জন্য সে খুব ব্যস্ত হয়েছিল। বিদায় নেওয়ার পর এল সেই দু মিনিট সময় যেটা সে আলাদা করে রেখেছিল নিজের কথা ভাবার জন্য। কি ভাববে তা সে আগেই জানত। এখন সে বেঁচে আছে এবং তিন মিনিট পরে তার অন্য কিছু—অন্য কেউ বা অন্য কিছুতে পরিণত হওয়া কি করে সম্ভব,' সেটা সে যত তাড়াতাড়ি এবং স্পষ্টভাবে সম্ভব, জানতে চাইছিল। কিন্তু সেটা কি? কোথায়? ঐ দু মিনিট সে সব জেনে নিতে চাইছিল! কাছেই একটা গীর্জার সোনালী রঙের ছাদ উজ্জ্বল রোদে ঝকঝক করছিল। তার মনে আছে যে ঐ ছাদ এবং ছাদ থেকে ঠিকরে পড়া আলোর দিকে সে একদৃষ্টে চেয়েছিল; ঐ আলো থেকে নিজেকে সে বিচ্ছিন্ন করতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল, ঐ আলোর রেখা যেন তারই নতুন রূপ এবং তিন মিনিট পরেই সে ঐ আলোতে মিশে যাবে···সেই নতুন রূপের অনিশ্চয়তা ও তার প্রতি বিরাগ বড় বিশ্রী। কিন্তু সে বলল যে সর্বদা যে চিন্তাটা বয়ে চলেছিল, সেটাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর: "যদি আমি না মরতাম, তাহলে কি হত! যদি জীবনে ফিরে যেতে পারতাম—সে যে শাশ্বত! সে শুধু আমারি হত! প্রতি মুহূর্ত হয়ে উঠত এক একটি যুগ; আমার কিছুই হারাত না, প্রতিটি মুহূর্ত গুণতাম, তারা কেউ নষ্ট হত না!" সে বলল যে শেষে এই চিন্তা এমন প্রবল হয়ে উঠল যে সে তাড়াতাড়ি গুলিতে মরার কথা ভাবতে লাগল।'

মিশকিন হঠাৎ চুপ করে গেল ; প্রত্যেকে ভাবছিল যে ও ঘটনাটা শেষ করবে।

আগলাইয়া বলল, 'শেষ হয়ে গেল ?'

মিশকিন ক্ষণিক স্বপ্নাচ্ছন্নতা থেকে জেগে উঠে বলল, 'এ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'কিন্তু গল্পটা কেন বললেন ?'

'ও—আমাদের কথাবার্তায় কোন প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল...।'

আলেকজান্দ্রা বলল, 'আপনি ভারী অসংলগ্ন কথা বলেন প্রিন্স, আপনি বোধহয় দেখাতে চেয়েছিলেন যে, জীবনের একটি মুহূর্তও সামান্য নয়, কখনো কখনো পাঁচ মিনিট সময়ও খুব মূল্যবান। সেটা খুবই প্রশংসনীয় কিন্তু আপনার যে বন্ধু এই ভয়ঙ্কর গল্প বলেছে, সে কি করে ছাড়া পেল, যাতে ঐ শাশ্বত জীবন সে পেল। ঐ সম্পদ দিয়ে সে পরে কি করল ? সে কি শুধু সময় গুণেই কাটিয়ে দিল ?'

'না না, সে আমাকে নিজে বলেছে। সে কথাও জানতে চেয়েছিলাম। না, সেভাবে সে আদৌ কাটায় নি ; অনেক, অনেক মুহূর্ত সে নষ্ট করেছে।'

'ওখানেই প্রমাণ হয়ে গেল। কাজেই দেখা যাচ্ছে, "প্রতি মুহূর্ত গুণে" বেঁচে থাকা সত্যিই অসম্ভব। কোন কারণে সেটা অসম্ভব।'

মিশকিন পুনরাবৃত্তি করল, 'কোন কারণে সেটা অসম্ভবই।'

আগলাইয়া বলল, 'তাহলে আপনার ধারণা যে, সকলের চেয়ে বেশী বুদ্ধি করে আপনি বেঁচে থাকতে পারবেন ?'

'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে তাও ভেবেছি।'

'এখনো তাই মনে হয় ?'

মিশকিন সেই শান্ত, নিরীহ হাসি হেসে জবাব দিল, 'হ্যাঁ...এখনো তাই মনে হয়।' কিন্তু তখনি আবার খুশীর হাসি নিয়ে আগলাইয়ার দিকে তাকাল।

আগলাইয়া খুব বিরক্ত হয়ে বলল, 'এটা বিনয়।'

'কিন্তু তোমাদের কি স স—তোমরা হাসছ ! অথচ ওর গল্পটা আমার মনে এমন দাগ কেটেছিল যে, পরে এটা স্বপ্নেও দেখেছি। ঐ পাঁচ মিনিটের কথা... স্বপ্নে দেখেছি।'

আবার সে আন্তরিক কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার শ্রোতাদের দিকে তাকাল।

হঠাৎ যেন অপ্রতিভ হয়ে সোজা তাকিয়ে বলল, 'তোমরা কোন কারণে আমার ওপরে রাগ করনি তো ?'

তিন জন তরুণী বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কেন ?'

'কারণ, মনে হচ্ছে আমি যেন তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি।'

তারা তিনজনে হেসে উঠল।

মিশকিন বলল, 'যদি রেগে থাক, তাহলে আর রাগ কোরো না। আমি নিজে জানি যে অন্যদের চেয়ে আমি কম বেঁচেছি, অন্যদের চেয়ে আমি জীবনকে কম জানি। হয়ত মাঝে মাঝে আমি খুব অদ্ভুতভাবে কথা বলি।'

সে কি বলবে বুঝতে পারছিল না।

আগলাইয়া এক ঘেয়ে সুরে জানবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল, 'যদি আপনি সুখীই হন, তাহলে তো আরো বেশী বাঁচার কথা, কম বাঁচা উচিত নয়। ভণিতা করে ক্ষমা চাইছেন কেন ? আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন। ভাববেন না, এটা আদৌ আপনার ক্ষেত্রে গর্বের প্রকাশ নয়। আপনার শান্ত স্বভাব নিয়ে আনন্দে

একশো বছরও কাটানো যায়। যদি কেউ আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেখায় বা শুধু আঙ্গুলটা আপনার সামনে তুলে ধরে, তাহলেও আপনি ঐ রকম গভীর অর্থ বার করে খুশী হবেন। জীবন এরকমই সহজ।'

মাদাম এপানচিন কিছুক্ষণ ধরে এদের সকলের মুখ লক্ষ্য করছিলেন; তিনি বললেন, 'কেন তোমরা এত রেগে গেছ বুঝতে পারছি না, কি বলছ তাও বুঝছি না। আঙ্গুলের কথা কেন? যত সব বাজে কথা! প্রিন্স চমৎকার কথা বলে, শুধু একটু বিষণ্ণ ভঙ্গীতে বলে। তোমরা ওকে বাধা দিচ্ছ কেন? শুরুতে ও হাসছিল, এখন একেবারে গম্ভীর হয়ে গেছে।'

'সব ঠিক আছে, মা। কিন্তু প্রিন্স, আপনি যে কোন প্রাণদণ্ডের ঘটনা দেখননি, এ খুব দুঃখের কথা। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।'

মিশকিন বলল, 'প্রাণদণ্ড দেখেছি।'

আগলাইয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখেছেন? ওটা আমার অনুমান করা উচিত ছিল। ঐ হল শেষ উপায়! যদি দেখে থাকেন, তাহলে কি করে বললেন যে, আপনি সব সময়ে আনন্দে ছিলেন? আমি আপনাকে ঠিক বলিনি?'

আদেলেদা বলল, 'কিন্তু তোমাদের গ্রামে কি প্রাণদণ্ড দেওয়া হত?'

'আমি লিয়ঁ-তে দেখেছি। শ্নিডারের সঙ্গে ঐ শহরে গিয়েছিলাম; উনি আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন। পৌঁছনোর পর হঠাৎ ওখানে গিয়ে পড়েছিলাম।'

'আচ্ছা, তোমার ভাল লেগেছিল? ওখানে তেমন শিক্ষণীয় কিছু ছিল?'

'একটুও ভাল লাগেনি, বরং পরে অসুস্থই হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু স্বীকার করতে হবে, জায়গাটা ছেড়ে আসতে পারিনি; ওখান থেকে চোখ সরাতে পারিনি।'

আগলাইয়া বলল, 'আমি হলেও চোখ সরাতে পারতাম না।'

'ওরা মেয়েদের দেখতে আসাটা পছন্দ করে; এসেই সব মেয়েদের কথা কাগজে পর্যন্ত লেখে।'

'যদি ওরা মনে করে যে, এটা মেয়েদের উপযুক্ত নয়, তাহলে ওরা বলতে চায় (প্রমাণ করে) যে এটা ছেলেদের ব্যাপার। ওদের যুক্তিকে অভিনন্দন জানাই। তুমিও নিশ্চয়ই তাই ভাব।'

আদেলেদা বাধা দিল, 'আমাদের ঘটনা বলুন।'

মিশকিন ঘাবড়ে গিয়ে ভুরু কোঁচকাল, 'এখন বলতে একেবারে ইচ্ছে করছে না।'

আগলাইয়া বিদ্রূপ করে বলল, 'মনে হচ্ছে, আমাদের বলতে আপত্তি আছে।'

'না, এক্ষুণি ওটা বলছিলাম।'

'কাকে বলছিলেন?'

'অপেক্ষা করতে করতে তোমাদের চাকরকে—'

চারদিক থেকে শোনা গেল, 'কোন্ চাকর?'

'যে দরজায় বসে, পাকা চুল, মুখটা লাল। আমি আইভান ফিয়োদোরোভিচের সঙ্গে দেখা করার জন্য দরজার অপেক্ষা করছিলাম।'

জেনারেলের স্ত্রী বললেন, 'এ তো অদ্ভুত।'

আগলাইয়া ঝাঁজিয়ে উঠল, 'প্রিন্স কূটনীতি জানেন। ঠিক আছে, আলেক্সিকে বলে থাকলে, আমাদের "না" বলতে পারবেন না।'

আদেলেদা বলল, 'আমি শুনবই।'

মিশকিন আবার কিছুটা উৎসাহিত হয়ে বলল, (মনে হচ্ছে, ও সহজেই উৎসাহিত হয়) 'যখন তুমি ছবি আঁকার বিষয়বস্তু জানতে চাইলে তখন আমার মনে হল বলি যে, অপরাধীর মাথার ওপরে ছুরিটা নেমে আসার আগে, তার দেহ পড়ে যাওয়ার আগে, সে যখন দাঁড়িয়ে আছে, তখন তার মুখের ছবি আঁক।'

আদেলেদা বলল, 'মুখের ছবি? শুধু মুখ? এ ভারী অদ্ভুত। ছবিটা কেমন হবে?'

মিশকিন সাগ্রহে বলল, 'আমি জানি না। হবে না কেন? অল্পদিন আগে ব্যাসেলে এরকম একটা ছবি দেখেছিলাম। সে বিষয়ে বলতে চাই অন্য কোন দিন বলব—সেটা আমার মনে খুব নাড়া দিয়েছিল।'

মিশকিন কথা থামিয়ে সকলের দিকে তাকাল।

আলেকজান্দ্রা ভাবল, 'নীরবতার সঙ্গে সত্যি আর কিছুর তুলনা হয় না।'

আদেলেদা বলল, 'আচ্ছা আপনি কিভাবে প্রেমে পড়েছিলেন, সেটা এবারে বলুন।'

মিশকিন অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল।

আদেলেদা যেন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'ব্যাসেলের ছবির কথা আমাদের বলবেন বলে কথা দিলেন কিন্তু কি করে প্রেমে পড়েছিলেন, জানতে চাই। অস্বীকার কোরবেন না, নিশ্চয়ই প্রেমে পড়েছিলেন। তাছাড়া কোন ঘটনা বলতে গেলেই আপনার দার্শনিকতা বন্ধ হয়ে যায়।'

আগলাইয়া হঠাৎ বলল, 'কথা বলা শেষ হলেই মনে হয় আপনি যেন, যা বলে ফেলেছেন, তার জন্য লজ্জিত। কেন বলুন তো?'

মা হঠাৎ বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'কি বোকার মত বলছ।'

আলেকজান্দ্রা ঘাড় নাড়ল। 'হ্যাঁ, কথাটা বোকার মতই।'

মাদাম প্রিন্সের দিকে ফিরলেন, 'ওকে বিশ্বাস কোরো না প্রিন্স, ও গায়ের জ্বালায় ইচ্ছে করে এরকম করছে; ওর শিক্ষা দীক্ষা সত্যিই এতটা খারাপ নয়। তোমাকে ওরা জ্বালাচ্ছে বলে ওদের খারাপ মনে কোরো না, ওদের নিশ্চয়ই মাথায় কোন দুষ্টুবুদ্ধি খেলছে। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি ওদের তোমাকে ভাল লেগেছে। ওদের মুখ দেখেই বুঝতে পারি।'

মিশকিন বিশেষ জোর দিয়ে বলল, 'আমিও ওদের মুখ দেখলে বুঝতে পারি।'

আদেলেদা কৌতূহলী হয়ে উঠল, 'এর মানে?'

অন্য দুজনেও প্রশ্ন করল, 'আমাদের মুখ দেখলে কি বুঝতে পারেন?'

কিন্তু মিশকিন কথা না বলে গম্ভীর হয়ে রইল। ওরা ওর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে।

মিশকিন শান্ত, গম্ভীর গলায় বলল, 'পরে বলব।'

আগলাইয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনি আমাদের কৌতূহল জাগাতে চাইছেন, কী গম্ভীরভাব।'

আদেলেদা আবার ব্যস্ত হয়ে বাধা দিল, 'ঠিক আছে, সত্যিই যদি আপনি মুখ দেখে এত কিছু বুঝতে পারেন, তাহলে আমি ঠিকই ধরেছি, আপনি নিশ্চয়ই প্রেমে পড়েছিলেন। আমাদের সব বলুন।'

মিশকিন আগের মতই শান্ত আর গম্ভীর স্বরে বলল, 'আমি প্রেমে পড়িনি, আমি···অন্যভাবে আনন্দ পেয়েছি।'

'কিভাবে? কোন্ পথে?'

মিশকিন যেন গভীর চিন্তা করতে করতে বলল, 'ঠিক আছে, বলছি।'

॥ ছয় ॥

'তোমরা এমন আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছ যে, সে আগ্রহ না মেটালে তোমরা রেগে যেতে পার। না, ঠাট্টা করছি না,' ও মৃদু হাসল। 'ওখানে অনেক বাচ্চা ছিল, আমি সব সময়ে শুধু তাদের সঙ্গেই থাকতাম। তারা সেই গ্রামের বাসিন্দা, সবাই স্কুলে পড়ত। অবশ্য আমি তাদের পড়াতাম না। তারজন্য একজন শিক্ষক ছিলেন—জুলে থিবাউট। আমিও হয়ত পড়াতাম, কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ে শুধু তাদের সঙ্গে মিশতাম, চার বছর তাদের সঙ্গে কাটিয়েছি। আর কিছু চাইনি। তাদের সব কথা বলতাম; কোন কিছুই তাদের কাছে গোপন করতাম না। তাদের বাবা মা আত্মীয়রা সবাই আমার ওপরে রেগে গিয়েছিল, কারণ সেই বাচ্চারা আমাকে ছাড়া থাকতে পারত না, সর্বদা আমায় তারা ঘিরে থাকত এবং তাদের শিক্ষকই হয়ে উঠলেন আমার প্রধান শত্রু। ওখানে আমার অনেক শত্রু হয়েছিল, সব সেই বাচ্চাদের জন্যে। এমনকি শ্নিডারও আমায় ধমকে ছিলেন। কেন সবাই ভয় পেত? শিশুদের সব কথা বলা যায়। বয়স্ক লোকরা শিশুদের কত কম বোঝে, এমনকি বাবা-মা রাও নিজেদের সন্তানদের কত কম বোঝে, এটা দেখে সব সময়ে আমার অদ্ভুত লাগত। শিশুদের কাছে কিছু গোপন করার দরকার নেই, কারণ তারা ছোট, এখনো কিছু বুঝতে শেখেনি। কী বিশ্রী, ভুল ধারণা! শিশুরা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে ফেলে যে তাদের বাবা-মারা তাদের খুবই ছোট ভাবছে, কিন্তু তারা সব বুঝতে পারে। বয়স্ক লোকরা জানে না যে, কঠিনতম সমস্যাতেও একটি শিশু অত্যন্ত সৎ পরামর্শ দিতে পারে। হায়রে! যখন সেই সুন্দর ছোট্ট পাখিটি বিশ্বাস আর আনন্দ নিয়ে তোমার দিকে তাকায়, তখন তাকে ঠকানো লজ্জাকর। আমি ওদের পাখি বলছি কারণ পৃথিবীতে ওরা পাখি ছাড়া আর কিছু নয়। আসলে সমস্ত গ্রামের লোক আমার শত্রু হয়ে উঠেছিল একটা ঘটনার জন্য···কিন্তু থিবাউট আমায় হিংসে করত। প্রথমে সে মাথা নেড়ে নেড়ে ভাবত, কি করে শিশুরা আমার সব কথা বোঝে, অথচ তার কথা প্রায় কিছুই বোঝে না। তারপরে আমি যখন তাকে বললাম যে, আমরা কেউই ওদের শেখাতে পারি না, বরং ওরাই আমাদের শেখাতে পারে, তখন সে আমায় বিদ্রূপ করতে শুরু করল। কিন্তু শিশুদের সঙ্গে থেকে সে কি করে আমায় ঈর্ষা করবে বা আমার শত্রুতা করবে! শিশুদের সাহচর্যে মন শুদ্ধ হয়। শ্নিডারের প্রতিষ্ঠানে একজন রোগী ছিল, সে ছিল খুব দুঃখী। তার মত দুঃখ আর কারোর ছিল কি না সন্দেহ। সে ওখানে পাগলামির চিকিৎসা করাতে এসেছিল। আমার মতে, লোকটা পাগল নয়, শুধু খুব দুঃখী; সেটাই তার কষ্ট। শেষে শিশুরা তার কাছে কি হয়ে উঠেছিল, তা যদি জানতে··· আচ্ছা, তার কথা বরং অন্য সময়ে বলব। কি করে ঘটনাটা শুরু হল বলছি। প্রথমে, বাচ্চারা আমার কাছে আসত না। আমার চেহারা এত বড়, এত এলোমেলো; আমি জানি যে আমাকে দেখতেও খারাপ···তাছাড়া আমি বিদেশী। প্রথমে ওরা আমায় দেখে হাসত, তারপর আমি মেরীকে চুমু খেয়েছি দেখার পর

থেকে আমার দিকে ঢিল ছুঁড়ত। আমি ওকে একবারই চুমু দিয়েছিলাম...না, হেসো না।' মিশকিন তার শ্রোতাদের হাসি থামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। 'ওটা প্রেমের ব্যাপার নয়। তার কত দুঃখ জানলে, তোমরা কষ্ট পেতে, যেমন পেয়েছিলাম আমি। সে আমাদের গ্রামে থাকত। তার মা ছিলেন বৃদ্ধা। তাদের ভাঙ্গাচোরা ছোট্ট বাড়িটার দুটো জানালার মধ্যে একটা জানালা গ্রামের কর্তাদের হুকুমে আলাদা করে রাখা হয়েছিল, সেখান থেকে বৃদ্ধা লেস, সুতো, তামাক আর সাবান বিক্রি করতেন। সামান্যই আয় হত এবং সেটাই ছিল তার রোজগার। বৃদ্ধা অসুস্থ ছিলেন; তার দুই পা এমন ফুলেছিল যে চেয়ার ছেড়ে নড়তে পারতেন না। তার মেয়ে মেরীর বয়স ছিল কুড়ি, দুর্বল, শীর্ণ চেহারা। অনেকদিন সে যক্ষ্মায় ভুগেছিল, কিন্তু বাড়ী বাড়ী ঘুরে কঠিন পরিশ্রম করত—মেঝে পরিষ্কার করা, কাপড় কাচা, ঝাঁট দেওয়া, পশু চরানো ইত্যাদি কাজ। এক ফরাসী ব্যবসাদার তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে এক সপ্তাহ পরে ফেলে পালায়। সে কাদা মাখা, ছেঁড়া জামাকাপড় আর ছিন্নভিন্ন জুতো নিয়ে ভিক্ষে করে বাড়ী ফিরে আসে। এক সপ্তাহ ধরে হেঁটে মাঠে ঘাটে রাত কাটিয়ে দবার ফলে তার প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগে। দুই পায়ে ঘা হয়ে গিয়েছিল, হাতগুলো ফেটে, ফুলে গিয়েছিল। অবশ্য আগেও তাকে দেখতে ভাল ছিল না; শুধু চোখ দুটো ছিল শান্ত, করুণাভরা সরল। সে খুব চুপচাপ থাকত। একবার, মনে আছে সে কাজ করতে করতে গান গেয়েছিল বলে প্রত্যেকে অবাক হয়ে হাসতে শুরু করেছিল। "মেরী গান গাইছে। আরে, মেরী গান গাইছে।" সে ঘাবড়ে গিয়ে আর মুখই খোলেনি। তখনো তার প্রতি লোকের সহানুভূতি ছিল, কিন্তু সে যখন অসুস্থ শরীরে ফিরে এল, তখন আর কেউ সহানুভূতি দেখাল না। মানুষ কত নিষ্ঠুর! এ সব বিষয়ে তাদের ধারণা কত কঠিন। প্রথমেই তার মা তাকে দেখে রেগে উঠলেন: "তুমি আমার মুখ ডুবিয়েছ।" তিনিই তাকে প্রথম অপমান করলেন। যেই গ্রামের লোকেরা শুনল যে মেরী ফিরে এসেছে, তখনি প্রত্যেকে তাকে দেখতে গেল, প্রায় সারা গ্রামের লোক সেই বৃদ্ধার কুঁড়েঘরে জড়ো হল—বুড়ো, বাচ্চা, মহিলা কিশোরী প্রত্যেকে—সে এক আগ্রহী, ব্যস্ত জনতার ভীড়। ক্ষুধার্ত মেরী, শতছিন্ন জামাকাপড়ে বৃদ্ধার পায়ের কাছে পড়ে কাঁদছিল। তারা ভেতরে ঢুকতেই সে এলোমেলো চুলে মুখ ঢাকা দিয়ে মাটির দিকে মুখ করে শুয়ে রইল। তারা সবাই তার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন সে একটা সরীসৃপ; বৃদ্ধরা তিরস্কার করতে লাগল, তরুণরা হাসতে লাগল; স্ত্রীলোকরা তাকে গালাগালি দিতে লাগল, এমনভাবে ঘৃণার সঙ্গে দেখতে লাগল, যেন সে একটা মাকড়সা। তার মা কোন বাধা দিলেন না; তিনি সেখানে বসে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে লাগলেন। তখন সেই মহিলা খুব অসুস্থ, প্রায় মরতে বসেছেন, দু' মাস পরে মারা গেলেন। উনি জানতেন, মারা যাবেন, কিন্তু মৃত্যুর সময় পর্যন্ত মেয়ের সঙ্গে মিটমাট করার কথা কল্পনাও করতে পারেননি। তার সঙ্গে একটা কথাও বলেননি; দরজার কাছে শুতে দিতেন এবং প্রায় কিছুই খেতে দিতেন না। তার পা সর্বদা গরম জলে ধুতে হত। মেরী প্রতিদিন পা ধুয়ে দিত এবং তার দেখাশোনা করত। তিনি নীরবে তার সব সেবা গ্রহণ করতেন, কিন্তু তাকে একটাও মিষ্টি কথা বলতেন না। মেরী সব সহ্য করে যেত এবং পরে তার সঙ্গে যখন আলাপ হল দেখলাম যে সে এই ব্যবহারকে ন্যায্য বলেই মনে করে এবং

নিজেকে মনে করে অতি হীন। যখন বৃদ্ধা একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন, তখন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী গ্রামের বৃদ্ধারা এসে তার কাছে পালা করে থাকতে লাগলেন। তখন তারা মেরীকে খেতে দেওয়া একেবারে বন্ধ করল, গ্রামে প্রত্যেকে তাকে তাড়িয়ে দিল, কেউ কাজও দিল না। প্রত্যেকে তাকে ধিক্কার দিতে লাগল, ছেলেরা তাকে আর মেয়ে বলেও মনে করত না; তারা সব রকম কুৎসিত কথা বলত তাকে। মাঝে মাঝে ছেলেরা রবিবারে মদ খেয়ে তার দিকে তাক করে মাটিতে পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে মজা করত। মেরী কোন কথা না বলে সেগুলো তুলে নিত। সেই সময় থেকে তার কাশিতে রক্ত উঠতে শুরু করল। শেষে তার জামাকাপড় এত ছিঁড়ে গেল যে, সে গ্রামে বেরোতে লজ্জা পেত। গ্রামে ফেরার পর থেকে সে খালি পায়েই ঘুরত। তখন শিশুরা, প্রায় চল্লিশজন স্কুলের ছেলেমেয়ে তাকে টিটকিরি দিতে, এমনকি তার দিকে কাদা ছুঁড়তেও শুরু করল। সে রাখালকে বলল তাকে গরু চরাবার কাজ দিতে, কিন্তু রাখাল তাকে তাড়িয়ে দিল। তখন সে বিনা অনুমতিতে ইচ্ছামত গরু বাছুর নিয়ে সারাদিন ধরে চরাতে চলে যেত। রাখাল লক্ষ্য করল যে তাকে দিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে, তখন সে আর তাকে তাড়িয়ে দিল না, বরং নিজের খাবার থেকে বেঁচে যাওয়া রুটি আর পনীর মাঝে মাঝে তাকে দিত। এটাকে সে নিজের মহত্ত্ব বলেই মনে করত। মেরীর মা মারা যাওয়ার পরে গ্রামের পাদ্রী গীর্জায় সকলের সামনে তার ওপরে লজ্জার বোঝা চাপাতে দ্বিধা করল না। সেই তরুণ পাদ্রীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল বিরাট ধর্মপ্রচারক হওয়া—সে মেরীকে দেখিয়ে সকলকে বলল, "এই মহৎ স্ত্রীলোকটির মৃত্যুর কারণ তোমরা দেখতে পাচ্ছ—" কথাটা সত্য নয়, কারণ ঐ মহিলা ৩ বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন—"এই যে ও তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তোমাদের দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না, কারণ ঈশ্বর ওকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন; ও দাঁড়িয়ে আছে খালি পায়ে, ছেঁড়া জামাকাপড়ে, যারা চরিত্র হারাবে তাদের ও সতর্ক করে দিচ্ছে। কে ও? ওর মেয়ে!" এইভাবে বলে চলল। তোমরা বিশ্বাস করবে, এই অপমানে সবাই খুশী হল! কিন্তু…তারপর ঘটনার মোড় ঘুরল। শিশুরা নিজেদের পথ ধরল, কারণ ততদিনে তারা আমার দলে এসে মেরীকে ভালবাসতে শুরু করেছে।

'ব্যাপারটা এই রকম…আমি মেরীর জন্য কিছু করতে চাইছিলাম। ওর খুব টাকার দরকার ছিল, কিন্তু তখন আমার কাছে টাকা ছিল না। আমার একটা ছোট হীরের পিন ছিল, সেটা একটা ফেরিওয়ালার কাছে বেচে দিলাম, সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে পুরনো কাপড় কেনা বেচা করত। সে আমায় আটটা ফরাসী ফ্রাঁ দিল, তার দাম চল্লিশ ফ্রাঁ-র সমান। অনেকদিন ধরে মেরীর সঙ্গে একা দেখা করার চেষ্টা করছিলাম। শেষে গ্রামের বাইরে পাহাড়ের রাস্তায় একটা গাছের পেছনে বেড়ার ধারে আমাদের দেখা হল। তখন তাকে সেই আট ফ্রাঁ দিয়ে সেটা যত্ন করে রাখতে বললাম, কারণ আমার আর টাকা ছিল না। তারপরে তাকে চুম্বন করে বললাম সে যেন না ভাবে যে, আমার কোন অসৎ উদ্দেশ্য আছে, আর তাকে ভালবাসি বলেই চুম্বন করেছি, তাও নয়, আসলে আমি তার প্রতি খুব সহানুভূতিশীল এবং প্রথম থেকেই তাকে কখনো অপরাধী মনে করিনি, ভেবেছি যে সে দুঃখী। তাকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছি, বোঝাতে চেয়েছি যে সে যেন নিজেকে কারোর চেয়ে ছোট না মনে করে, কিন্তু মনে হয়, সেটা সে বোঝেনি।

যদিও সে বিশেষ কথা বলেনি, সর্বক্ষণ চোখ নীচু করে দারুণ লজ্জিতভাবে দাঁড়িয়েছিল, তবু এটা তখুনি বুঝেছিলাম। আমার কথা শেষ হলে সে আমার হাতে চুম্বন করল, আমিও তখনি তার হাতে চুম্বন করতাম, কিন্তু সে হাতটা সরিয়ে নিল। ঠিক সেই সময়েই সব বাচ্চারা আমাদের দেখতে পেল। পরে জানতে পেরেছিলাম যে তারা কিছুক্ষণ ধরেই আমাকে লক্ষ্য করছিল। তারা শিষ দিয়ে হাততালি দিয়ে হাসতে শুরু করল এবং মেরী দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তারা আমার দিকে পাথর ছুড়তে শুরু করল। সেই দিনই সারা গ্রামে সবাই এ খবর জেনে গেল। সব ধাক্কাটা গিয়ে পড়ল মেরীর ওপরে; তারা তার ওপরে আরো রেগে গেল। এমন কি, শুনলাম যে তারা তাকে শাস্তি দিতে চায়, অবশ্য সৌভাগ্যবশতঃ তা ঘটে নি। কিন্তু বাচ্চারা তাকে শান্তিতে থাকতে দিল না; তারা তাকে আরো খ্যাপাতে লাগল, আর সে তার দুর্বল ফুসফুসে হাঁপাতে হাঁপাতে পালাতে লাগল। তারা পেছনে পেছনে গালাগালি দিতে দিতে দৌড়ত। একবার তাদের সঙ্গে আমার মারামারি হয়ে গিয়েছিল। তারপরে তাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম, যতটা সম্ভব। আমাকে গালাগালি দিলেও মাঝে মাঝে তারা থেমে গিয়ে শুনত। তাদের বললাম, মেরীর কত কষ্ট; আস্তে আস্তে তারা গালাগালি দেওয়া বন্ধ করে চুপ করে চলে যেতে লাগল। ধীরে ধীরে আমরা কথাবার্তা শুরু করলাম। কিছুই তাদের কাছে লুকোলাম না, সব ঘটনা বললাম। তারা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনতে লাগল এবং ক্রমশ মেরীর প্রতি তাদের সহানুভূতি দেখা দিতে লাগল। কয়েকজন দেখা হলে মেরীকে বন্ধুর মত সম্ভাষণও করতে শুরু করল। ওখানকার প্রথা হল লোকের সঙ্গে দেখা হলে, তাকে চেন বা না চেন, সুপ্রভাত জানানো। কল্পনা করতে পারি, মেরী কত অবাক হয়েছিল। একদিন দুটো ছোট মেয়ে কিছু খাবার দিল তাকে; তারা এসে আমায় কথাটা বলল। বলল যে মেরী কাঁদছিল, কিন্তু তারা এখন তাকে খুব ভালবাসে। দ্রুত তারা সবাই তাকে ভালবাসতে লাগল, আমাকেও ভালবাসতে শুরু করল। তারা প্রায়ই আমায় দেখতে আসত, আর সবসময়ে গল্প শুনতে চাইত। মনে হয়, নিশ্চয়ই আমি ভাল গল্প বলতাম, কারণ তারা গল্প শুনতে খুব ভালবাসত। পরে শুধু তাদের গল্প বলার জন্য আমি পড়াশোনা করতাম, বাকী তিন বছর ধরে তাদের গল্প বলে গেছি। পরে যখন সবাই অভিযোগ করল—এমনকি শ্নিডারও যে, বড়দের মত তাদের সব কথা বলেছি, কিছুই গোপন করিনি, তখন বলেছিলাম, ওদের প্রবঞ্চনা করা লজ্জাকর; যতই লুকোনো হোক, ওরা সবই বোঝে, হয়তো আরো খারাপভাবে সেটা বোঝে, কিন্তু আমার কাছে তা হবে না। যে-কেউ তার শৈশবের কথা মনে করে দেখুক। ওরা স্বীকার করল না। মেরীর মা মারা যাওয়ার পনেরো দিন আগে তাকে চুমু দিয়েছিলাম, পাদ্রীর উপদেশ দেওয়ার আগে সব বাচ্চারা আমার দলে চলে এসেছিল। তক্ষুণি তাদেরকে পাদ্রীর সব কথা বুঝিয়ে দিলাম। তারা সবাই রেগে গেল, কয়েকজন এত রেগে গেল যে, পাথর ছুড়ে পাদ্রীর জানালা ভেঙে দিল। আমি তাদের থামালাম, কারণ কাজটা অন্যায়; কিন্তু গ্রামের সবাই ঘটনাটা শুনে বাচ্চাদের নষ্ট করার জন্য আমার বিরুদ্ধে বলতে লাগল। বাচ্চারা মেরীকে ভালবাসে বুঝতে পেরে তারা সবাই খুব ভয় পেয়ে গেল, কিন্তু মেরী খুশী হল। বাচ্চাদের তার সঙ্গে দেখা করতে বারণ করে দেওয়া হল, কিন্তু মেরী যেখানে

গোরু চড়াত, গ্রাম থেকে প্রায় একমাইল দূরে সেখানে ওরা ছুটে যেত। ওরা তাকে খাবার এনে দিত, অনেকে শুধু তাকে জড়িয়ে চুমু খেয়ে যত জোরে পারত দৌড়ে পালিয়ে আসত। এরকম অপ্রত্যাশিত আনন্দে মেরী প্রায় আত্মহারা হয়ে পড়ত ; এরকম সম্ভাবনার কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। সে লজ্জাও পেত, আনন্দও পেত। বাচ্চারা সবচেয়ে ভালবাসত, বিশেষত মেয়েরা, সেটা হল ওকে ছুটে গিয়ে বলা যে আমি ওকে ভালবাসি এবং ওদের কাছে মেরীর বিষয়ে অনেক কথা বলি। ওরা বলত যে আমি ওদের কাছে মেরীর সব ঘটনা বলেছি, এখন ওরা তাকে ভালবাসে এবং চিরকাল বাসবে। তারপর আমার কাছে ছুটে এসে খুশী খুশী ব্যস্তভাবে বলত, এক্ষুণি ওরা মেরীকে দেখে এসেছে, মেরী আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। সন্ধ্যে বেলায় জলপ্রপাতের দিকে বেড়াতে যেতাম ; সেখানে পপলার গাছে ঘেরা একটা জায়গা ছিল যেটা গ্রামের কেউ জানত না। সেখানে বাচ্চারা সন্ধ্যে বেলায় আমায় ঘিরে ধরত. কেউ কেউ লুকিয়েও আসত। মনে হয় আমার মেরীর প্রতি ভালবাসায় তারা খুব আনন্দ পেত, শুধু ঐ একটা বিষয়েই আমি তাদের শিখিয়েছিলাম। তাদের বলিনি যে তারা ভুল ভেবেছে, আমি মেরীর প্রেমে পড়িনি, শুধু তার প্রতি সহানুভূতি বোধ করি। দেখলাম যে, তারা যা কল্পনা করেছে, তাই ভাবতে চায়, তাই কিছু না বলে তাদের ভাবতে দিলাম যে তাদের ধারণ টাই ঠিক। সেই কচিমনগুলি কত সুকুমার, কত কোমল। তারা ভাবতে পারত না যে তাদের প্রিয় লিও যে-মেরীকে ভালবাসে, সেই মেরীর জামাকাপড় এত বিশ্রী হবে বা তার জুতো থাকবে না! বিশ্বাস করবে, ওরা তার জন্য জুতো, মোজা এমনকি জামাও জোগাড় করে ফেলল। কি করে করল জানি না। সবাই মিলে করল। আমি প্রশ্ন করতে তারা আনন্দে হাসল, মেয়েরা হাত তালি দিয়ে আমায় চুমু দিল। আমি মাঝে মাঝে লুকিয়ে মেরীর সঙ্গে দেখা করতেও যেতাম। তখন সে খুব অসুস্থ, বিশেষ হাটতেই পারে না। শেষে সে গরু চড়ানোর কাজ ছেড়ে দিল, তবু প্রতিদিন সকালে গোরুগুলোর সঙ্গে বেরোত। একটু দূরে বসে থাকত। সেখানে একটা প্রায় লম্বা পাথরের কিছুটা বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। সে চোখের আড়ালে ঐ পাথরের ওপরে ঠিক কোণটাতে সারাদিন একভাবে সকাল থেকে বসে থাকত গরুগুলো না ফেরা পযন্ত। শেষদিনে সে এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, চোখ বুজে পাথরে মাথা হেলিয়ে কষ্টে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বসে ঝিমোত। তার মুখ কঙ্কালের মুখের মত শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, ভুরু আর কপালে ঘাম জমে থাকত। সব সময়েই তাকে এই অবস্থায় দেখতাম। এক মুহূর্তের জন্য যেতাম এবং আমিও দেখা দিতে চাইতাম না। আমি গেলেই মেরী চমকে চোখ খুলে আমার হাতে চুম্বন করতে থাকত। হাত সরাবার চেষ্টা করতাম না, কারণ ওতে সে আনন্দ পেত। যতক্ষণ তার কাছে বসে থাকতাম, সে শুধু কাঁপত আর কাঁদত। মাঝে মাঝে কথা বলার চেষ্টা করত, কিন্তু সে কথা বোঝা শক্ত ছিল। মনে হত অতিরিক্ত উত্তেজনা ও আনন্দে সে যেন পাগল হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বাচ্চারা আমার সঙ্গে যেত। এসময়ে তারা সাধারণতঃ একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের পাহারা দিত, সেটা তাদের অদ্ভুত আনন্দ। আমরা চলে গেলে মেরী আবার একা চোখ বুজে পাথরে মাথা রেখে হয়তো কোন স্বপ্ন দেখত। একদিন সকালে সে আর বেরোতে পারল না, তার পরিত্যক্ত কুটিরে পড়ে রইল। তক্ষুণি বাচ্চারা সে খবর শুনে সেদিন সারা

দিন ধরে তার খবর নিতে লাগল। সে একেবারে একা বিছানায় শুয়ে রইল। দুদিন ধরে শুধু বাচ্চারাই পালা করে দেখতে লাগল ; কিন্তু যখন গ্রামে খবর পৌঁছল যে মেরী সত্যিই মারা যাচ্ছে, তখন বৃদ্ধারা তার কাছে গিয়ে দেখাশোনা করতে লাগল। মনে হয়, তাদের মেরীর প্রতি দয়া হয়েছিল ; অন্ততঃ তারা আর আগের মত বাচ্চাদের ধমকাল না বা বাধা দিল না। মেরী সর্বক্ষণ ঝিমিয়েই ছিল কিন্তু সেটা ভেঙে যাচ্ছিল প্রচণ্ড কাশিতে। বৃদ্ধারা বাচ্চাদের সরিয়ে দিলেও এক মুহূর্তের জন্যও জানালার নীচে এসে বলছিল, 'বিদায় মেরী।' মেরী তাদের দেখলে বা তাদের কথা শুনলেই যেন বেঁচে উঠছিল, বৃদ্ধাদের কথায় মন খুলে কনুইতে ভর দিয়ে উঠে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবার চেষ্টা করছিল। তারা আগের মতই খাবার নিয়ে আসত, কিন্তু সে প্রায় কিছুই খেত না ; তবে, তাদের জন্য তিক্ত দুঃখ সব ভুলতে পেরেছিল। তারা যেন তার জন্য ক্ষমা বয়ে এনেছিল, কারণ শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে বিরাট অপরাধী বলে মনে করত। ছোট্ট পাখির মত তারা জানালায় ডানা ঝাপটে প্রতিদিন সকালে ডাক দিত। সে খুব শীঘ্রই মারা গেল। আমি আশা করেছিলাম, সে আরো বেশীদিন বেঁচে থাকবে। মৃত্যুর আগের দিন সূর্যাস্তের সময়ে তার কাছে গেলাম ; বোধ হয় আমাকে সে চিনতে পেরেছিল, শেষবারের মত তার হাত ধরলাম। সে হাত কত দুর্বল। পরের দিন সকালে বাচ্চারা আমার কাছে এসে বলল যে মেরী মারা গেছে। তার-পর আর তাদের বাধা দেওয়া গেল না। তারা ফুল দিয়ে তার কফিন সাজাল, মাথায় দিল ফুলের মালা। পাদ্রী গীর্জায় মৃতার প্রতি কোন অসম্মান দেখায় নি। শব যাত্রায় বেশী লোক ছিল না, শুধু কৌতূহলী কয়েকজন ; কিন্তু কফিন বইবার সময়ে বাচ্চারা সেটা বইবার জন্য দৌড়ে গেল ; সেটা একা বইবার ক্ষমতা না থাকলেও তারা সাহায্য করল, এবং কাঁদতে কাঁদতে কফিনের পেছনে দৌড়োল। তখন থেকে তারাই মেরীর কবরের দেখাশোনা করতে লাগল, কবরের চারদিকে গোলাপ গাছ লাগাল এবং প্রতি বছর জায়গাটা ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিত।

'কিন্তু সৎকারের পরে বাচ্চাদের জন্য গ্রামের লোকেরা আমার ওপরে সবচেয়ে বেশী অত্যাচার শুরু করল। এর পেছনে ছিল পাদ্রী ও গ্রামের শিক্ষক। আমার সঙ্গে ওদের দেখা করাও নিষেধ হয়ে গেল ; নিষেধটা যে কার্য্যকরী হচ্ছে সেটা দেখার দায়িত্ব নিলেন শ্নিডার। কিন্তু তবুও আমাদের দেখা হত ; দূর থেকে ইঙ্গিতে আমরা কথা বলতাম। তারা আমায় ছোট্ট চিরকুট পাঠাত। শেষে সব ঠিক হয়ে গেল। এই অত্যাচারই আমাকে ওদের খুব কাছে এনে দিল। গত বছরে আমার সঙ্গে থিবাউট ও পাদ্রীর প্রায় মিটমাট হয়ে এসেছিল। শ্নিডার বাচ্চাদের সঙ্গে আমার ক্ষতিকর 'সম্বন্ধ' নিয়ে অনেক তর্ক করলেন। যেন এটা আমার কোন পরিকল্পনা! শেষে উনি একটা খুব অদ্ভুত কথা বললেন, ঠিক আমি চলে আসার আগে। আমায় বললেন, উনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আমি নিজেই একেবারে শিশু, চেহারায় বয়স্ক হলেও মানসিকতা, মন, স্বভাব এবং বুদ্ধিতেও আমি শিশু এবং ষাট বছর পর্যন্ত বাঁচলেও তাই থাকব। আমি খুব হাসলাম। উনি ভুল বলেছিলেন, কারণ আমি শিশু নই। কিন্তু একটা কথা ঠিক বলেছিলেন ; আমি বয়স্কদের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালবাসি না। সেটা অনেকদিন ধরেই

জানি। ভালবাসি না, কারণ কি করে ওদের সঙ্গে মিশতে হয় তা জানি না। তারা যে কথাই বলুক, যত ভাল ব্যবহারই করুক, সব সময়েই আমার নিজেকে উৎপীড়িত মনে হয় এবং আমার সঙ্গীদের কাছে চলে যেতে পারলে আমি খুব খুশী হই, আর শিশুরাই আমার সঙ্গী, আমি নিজে শিশু বলে নয়, আসলে ওদেরকে আমার ভাল লাগে। প্রথম গ্রামে এসে যখন একা বিষণ্ণ মনে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতাম, তখন মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ দুপুরে দেখতাম সব বাচ্চারা তাদের ব্যাগ আর স্লেট নিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে, খেলা আর হাসির সঙ্গে স্কুল থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসছে তখন আমার সমস্ত মন তাদের দিকে ছুটে যেত। কেন এরকম হত জানি না, কিন্তু তাদের সঙ্গে দেখা হলেই একরকম তীব্র আনন্দের অনুভূতি জাগত। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আনন্দে হাসতাম, দেখতাম তাদের পা গুলো সদা চঞ্চল, একসঙ্গে ছেলে-মেয়েরা দৌড়চ্ছে, তাদের হাসি-কান্না (অনেকে মারামারি করে কেঁদে ঝগড়া মিটিয়ে আবার পথেই খেলা জুড়ে দিত) দেখে আমার সব বিষাদ ভুলে যেতাম। পরে, শেষ তিন বছর বুঝতেও পারতাম না কিভাবে, কেন লোক দুঃখ পায়। আমার সমস্ত জীবন বাচ্চাদের মধ্যেই ছিল।

'গ্রাম ছাড়ার কথা কখনো ভাবিনি। আমার মনেও হয়নি যে, একদিন আমাকে রাশিয়ায় ফিরে আসতে হবে। ভেবেছিলাম ওখানেই বরাবর থাকব। কিন্তু শেষে দেখলাম যে শ্লিডার আমায় আর রাখতে পারছেন না, তারপর এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটল যে, উনি নিজেই আমাকে যেতে অনুরোধ করলেন এবং আমার হয়ে বলে দিলেন যে, আমি যাচ্ছি। আমি পর্যবেক্ষণ নেব। হয়তো আমার জীবন একেবারে বদলে যাবে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না তাসল কথা হল যে, আমার পুরো জীবনটা একেবারে বদলে গেছে। এখানে আমার অনেক অনুভূতি হয়েছে, প্রচুর অনুভূতি। সে সব চলে গেল। ট্রেনে বসে ভাবছিলাম, "এখন আমি মানুষের মধ্যে চলেছি।' হয়তো কিছুই জানি না, কিন্তু আমার নতুন জীবন শুরু হল। ঠিক করলাম যে দৃঢ় ও সৎভাবে আমার কাজ করব। হয়ত লোকজনের মাঝে একঘেয়েমি ও অসুবিধে হবে। প্রথমতঃ ঠিক করলাম প্রত্যেকের সঙ্গে ভদ্র ও সরল ব্যবহার করব। 'কেউ আমার কাছে বেশী কিছু আশা করবে না। হয়ত এখানেও সবাই আমাকে শিশু মনে করবে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না।" কোন কারণে সবাই আমাকে নির্বোধও মনে করে। এক সময় এত অসুস্থ হয়েছিলাম যে প্রায় নির্বোধই হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন লোকে আমাকে নির্বোধ মনে করে এটা বুঝতে পারলেও কি নির্বোধ থাকা সম্ভব? এখানে ঢুকতে ঢুকতে ভাবছিলাম, 'ওরা আমায় নির্বোধ মনে করে, অথচ আমি বুদ্ধিমান আর ওরা সেটা বুঝতে পারছে না" প্রায়ই এরকম মনে হয়।

'বার্লিনে আমি বাচ্চাদের লেখা কয়েকটা ছোট চিঠি পেয়ে বুঝলাম তাদের কত ভালবাসি। প্রথম চিঠিটা পাওয়া খুবই বেদনাজনক। আমাকে বিদায় দিতে তাদের কত কষ্ট হয়েছিল। একমাস আগে থেকেই তারা আমার আসার ব্যবস্থা করছিল। আগের মত জলপ্রপাতের কাছে প্রতি সন্ধ্যায় জড়ো হয়ে আমরা চলে যাওয়ার কথা বলতাম। মাঝে মাঝে আগের মত আনন্দ করতাম, কিন্তু রাতে বিদায় নেওয়ার সময়ে তারা উষ্ণ চুম্বনে আমায় জড়িয়ে ধরত, এরকম তারা আগে করেনি। কয়েকজন গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করতে দৌড়ে যেত, শুধু

যাতে আলাদা আমাকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করতে পারে। আমার বিদায় নেওয়ার সময়ে তারা সবাই স্টেশনে এল। স্টেশনটা·· গ্রাম থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। তারা না কাঁদার চেষ্টা করছিল, কিন্তু কয়েকজন নিজেকে সামলাতে না পেরে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল, বিশেষতঃ মেয়েরা। আমরা তাড়াহুড়ো করছিলাম যাতে দেরী না হয়, কিন্তু অনবরত এক একজন ভীড় থেকে বেরিয়ে এসে ছোট্ট হাতে আমায় জড়িয়ে ধরে চুমু দিতে গিয়ে সবাইকে আটকে দিচ্ছিল। তাড়া থাকলেও আমরা সবাই থেমে তাদের বিদায় সম্ভাষণের জন্য অপেক্ষা করেছি। জায়গায় বসে ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার পরে তারা সবাই "হুররে!" বলে চেঁচিয়ে উঠল, ট্রেনটা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল। আমিও তাকিয়ে ছিলাম জান, প্রথম যখন এখানে এসে তোমাদের মিষ্টি মুখগুলো দেখলাম—এখন লোকের মুখ খুব লক্ষ্য করি—প্রথম তোমাদের কথা শুনলাম, তখন এতদিন পরে আবার আমার মনটা হাল্কা লাগল। তখন ভাবলাম, হয়তো সত্যিই আমি ভাগ্যবান। জানি, যাকে লোকের প্রথম থেকে ভাল লাগে, তার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয় না; তবু রেলস্টেশন থেকে সোজা এসেই তোমাদের দেখা পেলাম। খুব ভালভাবে জানি যে, নিজের অনুভূতির কথা অন্যকে বলতে লোকের লজ্জা করে, কিন্তু তোমাদের কাছে কথা বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে না। আমি শিশুকে নই, খুব সম্ভবতঃ আবার অনেকদিন হয়তো তোমাদের কাছে আসব না। এটা অপমান বলে ভেবোনা। তোমাদের বন্ধুত্বকে মূল্য দিই না বলে এটা বলছি না, ভেবোনা যে কোন কারণে আমি ক্ষুণ্ণ হয়েছি। তোমরা আমাকে প্রশ্ন করেছিলে, তোমাদের মুখে কি দেখেছি। সে কথা তোমাদের বলতে গিয়ে আমি আনন্দ পাচ্ছি। আদেলেদা ইভানোভনা তোমার মুখে আনন্দ আছে, তিনজনের মধ্যে তোমার মুখ সবচেয়ে সহানুভূতিশীল। তোমার ভাল চেহারা ছাড়াও, তোমাকে দেখলে মনে হয় 'এ যেন কোমল হৃদয়া মেয়ে।' তুমি সহজ আনন্দে কথা বল, কিন্তু অন্তরের কথা দ্রুত বুঝতে পার। তোমার মুখ দেখে আমার তাই মনে হয়। আলেকজান্দ্রা, তোমার মুখও সুন্দর এবং খুব মিষ্টি; কিন্তু তোমার হয়তো কোন গোপন দুঃখ আছে। তোমার মন সবচেয়ে কোমল, কিন্তু তুমি আনন্দিত নও। তোমার মুখে অদ্ভুত কিছু আছে, যেমন ড্রেসডেনে হলবেনের ম্যাডোনার মুখে আমরা দেখতে পাই। যাক, এ গেল তোমার মুখের কথা। ঠিক অনুমান করেছি? তোমরা নিজেরা ত তাই ভেবেছিলে।' হঠাৎ সে মাদামের দিকে ফিরল—'কিন্তু আপনার মুখ দেখে আমার দৃঢ় ধারণা যে, আপনি সব বিষয়ে, ভালমন্দ সব কিছুতে বয়স হওয়া সত্ত্বেও একেবারে শিশু। এ কথা বলার জন্য রাগ করলেন না তো? জানেন তো, আমি বাচ্চাদের সম্বন্ধে কি ভাবি। ভাববেন না যে শুধু সারল্যবশতঃ আমি এত খোলাখুলিভাবে আপনাদের মুখের সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। না, না, আদৌ নয়। হয়তো এটার পেছনে আমার নিজস্ব কোন কারণ আছে।'

॥ সাত ॥

মিশকিন চুপ করলে সবাই, এমনকি আগলেয়া, বিশেষতঃ লিজাভেটাও ওর দিকে খুশী মুখে তাকালেন।

তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওদের পরীক্ষা করা হয়ে গেছে। তোমরা ভেবেছিলে ওকে দরিদ্র আত্মীয় হিসেবে সাহায্য করবে, কিন্তু ও তোমাদের সাহায্য নিতে চায়

না; বলছে ও খুব কম আসবে! এতে আমরা বোকা হয়ে গেলাম, বিশেষতঃ আইভান, এবং আমি এতে খুশী হয়েছি। বাঃ প্রিন্স! তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য আমাদের বলা হয়েছিল। আর আমার মুখ দেখে তুমি যা বলেছ, একেবারে ঠিক: আমি জানি যে আমি শিশু। তুমি বলার আগেই জানতাম; আমার ধারণাকে তুমি ভাষায় প্রকাশ করলে। আমার বিশ্বাস, তোমার স্বভাবও ঠিক আমার মত, ঠিক যেন দু' ফোঁটা জল,—এতে আমি খুশী। শুধু তফাৎ হল তুমি পুরুষ, আমি স্ত্রী লোক এবং আমি সুইটজারল্যাণ্ডে যাইনি।'

আগলেয়া বলল, 'মা, ব্যস্ত হয়ো না প্রিন্স স্বীকার করেছে যে, ও যা কিছু বলেছে তার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, এ শুধু কথা বলামাত্র নয়।'

অন্যরা হেসে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'লক্ষ্মীটি, তোমরা ওকে ঠাট্টা কোরো না, হয়তো তোমাদের সকলের চেয়ে ও বেশী চালাক। পরে দেখো। কিন্তু প্রিন্স, তুমি আগলেয়ার কথা কিছু বললে না কেন? ও অপেক্ষা করছে, আমিও অপেক্ষা করছি।'

'এখনি কিছু বলতে পারছি না; পরে বলব।'

'কেন? আমার মনে হয়, ওকে উপেক্ষা করা উচিত নয়।'

'না, না, তা নয়। তুমি অত্যন্ত সুন্দরী, এত সুন্দর যে তোমার দিকে তাকাতে ভয় হয়।'

মাদাম জোর করতে লাগলেন, হয়ে গেল? ওর গুণের কথা কি হল?'

'সৌন্দর্য বিচার করা কঠিন; আমি এখনো তার জন্য তৈরী নই। সৌন্দর্য একটা রহস্য।'

আদেলেদা বলল, 'ও প্রায় আগলেয়াকে ধাঁধিয়ে দেওয়ার মত। আগলেয়া অনুমান কর। কিন্তু প্রিন্স ও কি সুন্দরী?'

প্রিন্স সোৎসাহে উষ্ণতা নিয়ে আগলেয়ার দিকে তাকাল, 'দারুণ। প্রায় নাস্তাসিয়ার মত সুন্দরী, যদিও মুখটা একেবারে অন্য রকম।'

প্রত্যেকে বিস্ময়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

মাদাম বললেন, 'কার মত? নাস্তাসিয়ার মত? ওকে তুমি কোথায় দেখলে? কোন্ নাস্তাসিয়া?'

'গ্যাব্রিল ওর ছবি এক্ষুণি আইভান ফিয়োদোরোভিচকে দেখাচ্ছিল।'

'কি! ও ছবি নিয়ে এসেছে?'

'দেখাবার জন্য। নাস্তাসিয়া ছবিটা আজ গ্যাব্রিলকে দিয়েছে, ও দেখাতে এনেছিল।'

মাদাম সাগ্রহে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমি দেখতে চাই। ছবিটা কোথায়? ওকে যদি দিয়ে থাকে, তাহলে ওটা ওর কাছে আছে, আর ও নিশ্চয়ই পড়ার ঘরেই আছে। ও বুধবারে কাজ করতে আসে, চারটের আগে যায় না। এক্ষুণি ওকে ডাক। না, ওকে দেখার জন্য অস্থির নই। প্রিন্স, আমার একটা উপকার কর। পড়ার ঘরে গিয়ে ছবিটা নিয়ে এস। ওকে বোলো যে, ওটা আমরা দেখতে চাই।'

প্রিন্স চলে গেলে আদেলেদা বলল, 'ও ভাল লোক, কিন্তু বড় সরল।'

আলেকজান্দ্রা বলল, 'হ্যাঁ, বড় বেশী; সেজন্য ওকে একটু অদ্ভুত লাগে।'

ওরা কেউই, যা ভাবছে, তা সম্পূর্ণ প্রকাশ করল না।

আগলেয়া বলল, 'ও আমাদের মুখ সম্বন্ধে খুব ভাল বলেছে। সবাইকে খোসামোদ করেছে, মাকেও।'

ওর মা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'চালাকি কোরো না, ও খোসামোদ করেনি, অবশ্য আমি খুশীই হয়েছিলাম।'

আদেলেদা বলল, 'তোমার ধারণা ও ধূর্ত ?'

'মনে হয়, এত সরল নয়।'

ওর মা রাগ করে বললেন, 'বলে যাও, আমার মনে হয়, তুমি ওর চেয়েও অদ্ভুত। ও সরল, কিন্তু খুব বুদ্ধি আছে। ঠিক আমার মত।'

মিশকিন পড়ার ঘরে যেতে যেতে নিজেকে অপরাধী মনে করে ভাবল, 'ছবির কথা বলাটা ভুল হয়েছে, তবে কথাটা বলে হয়তো ভালই করেছি···।'

একটা অজানা, অস্পষ্ট ধারণা তার মনে রূপ নিতে শুরু করেছে।

গ্যাভ্রিল পড়ার ঘরে কাগজপত্রের মধ্যে ডুবেছিল। প্রিন্স ছবিটা চাইতে সে খুব ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'ওরা কি করে ছবির কথা জানল ?' তারপর ক্রুদ্ধ বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'এঃ! আপনার ও কথা বলার কি দরকার ছিল ?' সে গজ গজ করতে লাগল, 'আপনি ও বিষয়ে কিছুই জানেন না··· নির্বোধ!'

'দুঃখিত। কাজটা না ভেবেই করে ফেলেছি ; ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটে গেল। আমি বলছিলাম যে আগলেয়া নাস্তাসিয়ার মত সুন্দরী।'

গানিয়া ঠিক ঘটনাটা বলার জন্য ওকে অনুরোধ করল। মিশকিন বলল। গানিয়া আবার বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকাল। বিড়বিড় করে বলল, 'নাস্তাসিয়ার কথা তোমার মাথায় ঢুকেছে!' তারপর চুপ করে চিন্তা করতে লাগল।

ও খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। মিশকিন ছবির কথাটা মনে করিয়ে দিল।

হঠাৎ যেন কোন বুদ্ধি মাথায় এসেছে, এইভাবে গানিয়া বলল, 'প্রিন্স, আমি আপনার কাছে একটা বিরাট সাহায্য চাই···কিন্তু কি সাহায্য সেটা সঠিক জানি না।'

অপ্রস্তুত হয়ে সে থেমে গেল। মনে হল যেন মনে মনে যুদ্ধ করে নিজেকে তৈরী করছে। মিশকিন নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল। গানিয়া আবার তীব্র অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকে দেখল।

তারপর বলল, 'প্রিন্স, ওরা এখন আমার ওপরে রেগে···একটা অদ্ভুত··· অদ্ভুত ঘটনার জন্য, যাতে আমার কোন দোষ নেই। আসলে ওটা ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। মনে হয়, ওরা আমার প্রতি বেশ বিরক্ত, তাই কিছু দিন ওরা না ডাকলে যেতে চাই না। কিন্তু একটা কথা আগলেয়া ইভানোভনাকে বলতেই হবে। এই সুযোগে কয়েকটা কথা লিখেছি'—ওর হাতে একটা ছোট ভাঁজ করা কাগজ দিয়ে বলল—'কি করে এটা দেব বুঝতে পারছি না। আপনি আমার হয়ে ওকে, শুধু এটা ওকে দিতে পারবেন, যাতে আর কেউ না দেখতে পায় ? বুঝেছেন ? এটা দারুণ গোপন ব্যাপার কিছু নয়···কিন্তু . এটা দেবেন ?'

মিশকিন বলল, 'ব্যাপারটা আমার একটুও ভাল লাগছে না।'

গানিয়া অনুনয় করতে লাগল, 'প্রিন্স, এটা খুবই জরুরী! ও হয়তো উত্তর দেবে...বিশ্বাস করুন, এটা একেবারে শেষ চরম ব্যবস্থা···আর কাকে দিয়ে

পাঠাব? খুব জরুরী…ভয়ানক জরুরী…।'

গানিয়ার খুব ভয় হল যে, মিশকিন রাজী হবে না, প্রবল অনুনয় নিয়ে সে তার দিকে তাকাল।

'ঠিক আছে, ওকে দিয়ে দেব।'

গানিয়া খুশী হয়ে বলল, 'শুধু কেউ যেন না দেখে। আরেকটা কথা...আমি, আমি নিশ্চয়ই আপনার কথার উপরে আস্থা রাখতে পারি?'

মিশকিন বলল, 'এটা কাউকে দেখাব না।'

'চিঠিটা বন্ধ নয়, কিন্তু…'গানিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে কথা শুরু করে মাঝপথে থেমে গেল।

মিশকিন একেবারে সহজভাবে বলল, 'না, আমি এটা পড়ব না।' সে ছবিটা নিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

গানিয়া একা হতেই মাথাটা চেপে ধরল।

'ওর কাছ থেকে একটা কথা পেলেই আমি ..আমি হয়তো ওটা ভেঙে দেব।'

সে উত্তেজনা ও উদ্বেগে কাগজপত্রে মন বসাতে পারল না, ঘরের একদিক থেকে আরেকদিকে পায়চারি করতে লাগল।

মিশকিন যেতে যেতে ভাবতে লাগল। তাকে যে কাজটা দেওয়া হয়েছে, সেটা তার ভাল লাগেনি। গানিয়ার আগলেয়াকে চিঠি লেখাটাও অপ্রীতিকর। কিন্তু বসার ঘর থেকে দুটো ঘর পেরিয়ে গিয়ে হঠাৎ থেমে যেন কিছু ভাবতে লাগল। ঘুরে দাঁড়িয়ে আলোর কাছাকাছি জানালাটার ধারে গিয়ে সে নাস্তাসিয়ার ছবিটা দেখতে লাগল।

মনে হল, ঐ মুখে লুকোনো এমন কিছু সে জানার চেষ্টা করছে, যেটা আগেই তার চোখে পড়েছিল। ধারণাটা বদলায়নি এবং এখন সেটা আবার মিলিয়ে দেখার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মুখটা তার মনে আরো বেশী নাড়া দিল, সে মুখ সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্য ছাড়াও আরো কোন কারণে অসাধারণ। সে মুখে অত্যন্ত দম্ভ, বিদ্বেষ, ঘৃণার ভাব রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে কোন আশ্বাস, যে আশ্বাস অদ্ভুত সরলতায় ভরা। এই দুটো বিপরীত উপাদানে প্রায় সমবেদনার মত একটা মনোভাব জাগায়। ওর চোখ ধাঁধানো রূপ সত্যিই অসহ্য—সে রূপ ওর বিবর্ণ মুখ, প্রায় বসা গাল আর দীপ্ত চোখের—এক অদ্ভুত রূপ! মিশকিন একমুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ চমকে চারদিকে তাকিয়ে ছবিটা তাড়াতাড়ি ঠোঁটের কাছে এনে চুম্বন করল। এক মিনিট পরে সে যখন বসার ঘরে ঢুকল, তখন তার মুখ একেবারে শান্ত।

কিন্তু খাবার ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই (ঐ ঘর আর বসার ঘরের মাঝে আরেকটা ঘর রয়েছে) ঘর থেকে বেরিয়ে আসা আগলেয়ার সঙ্গে তার প্রায় ধাক্কা লাগছিল। সে একা।

মিশকিন চিঠিটা তাকে দিয়ে বলল, 'গ্যাব্রিল তোমায় এটা দিতে বলেছে।'

আগলেয়া স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে অদ্ভুতভাবে মিশকিনের দিকে তাকাল। তার মুখে এতটুকু অপ্রতিভতা নেই। শুধু চোখে একটু বিস্ময়ের আভাস, সেটা যেন মিশকিনের উদ্দেশ্যে। মনে হল আগলেয়ার দৃষ্টি যেন শান্ত ও গর্বিতভাবে তার কাছে এই ব্যাপারে জড়িত হওয়ার কৈফিয়ৎ চাইছে। ওরা

পরস্পরের দিকে দু-তিন সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল। তারপর আগলেয়ার মুখে যেন একটা বিদ্রূপের ভাব দেখা দিল, মৃদু হেসে সে চলে গেল।

মাদাম এপানচিন বেশ দূরে ধরে নাস্তাসিয়ার ছবিটাকে কিছুক্ষণ চুপ করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখলেন। শেষে বললেন, 'হ্যাঁ, দেখতে ভাল, সত্যিই দেখতে খুব ভাল। ওকে দুবার দূর থেকে দেখেছি।' হঠাৎ বললেন, 'তাহলে ওরকম চেহারাই ভাল লাগে তোমার ?'

মিশকিন জোর করে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ···তাই।'

'ঠিক এইরকম চেহারা ?'

'ঠিক এই রকম।'

'কেন ?'

'এই মুখে···এত কষ্ট রয়েছে,' মিশকিন যেন তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অনিচ্ছায় নিজেকেই বলছে।

'কিন্তু তুমি বোধহয় বাজে বকছ,' কথাটা বলে মাদাম ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে ছবিটা টেবিলের ওপরে ছুড়ে ফেলে দিলেন।

আলেকজান্দ্রা সেটা তুলে নিল। আদেলেদা কাছে গিয়ে দেখতে লাগল। সেই সময়ে আগলেয়া বসার ঘরে ফিরে এল।

হঠাৎ বোনের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে সাগ্রহে ছবিটা দেখতে দেখতে আদেলেদা চেঁচিয়ে উঠল, 'কী শক্তি !'

ওর মা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'কোথায় ? কি শক্তি ?'

আদেলেদা উত্তেজিতভাবে বলল, 'এই রূপই শক্তি। ওরকম রূপ থাকলে লোক পৃথিবীকে উল্টে দিতে পারে।'

সে চিন্তিতভাবে ইজেলের দিকে চলে গেল। আগলেয়া কৌতূহলী হয়ে আড়চোখে ছবিটা দেখল, তির্যকভাবে তাকিয়ে দূরে গিয়ে হাতমুঠো করে বসল।

মাদাম এপানচিন বেল বাজালেন।

যে ভৃত্য এল, তাকে বললেন, 'গাভ্রিলকে এখানে ডাক ; ও পড়ার ঘরে আছে।'

অর্থপূর্ণভাবে আলেকজান্দ্রা চেঁচিয়ে উঠল, 'মা !'

তার মা এককথায় তার প্রতিবাদকে নস্যাৎ করে দিয়ে বললেন, 'ওকে কয়েকটা কথা বলতে চাই—ব্যস !' উনি খুবই বিরক্ত হয়েছেন। 'প্রিন্স, দেখতে পাচ্ছ, আমাদের সবকিছুই গোপন, সবই গোপন। তাই নিয়ম, এ একরকমের ভদ্রতা ; কিন্তু এটা বোকামি। অথচ এ বিষয়ে সবচেয়ে আগে দরকার খোলাখুলি মনোভাব। বিয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এসব বিয়ে আমি পছন্দ করি না···।'

আলেকজান্দ্রা আবার ব্যস্ত হয়ে তাঁকে থামাতে গেল, 'মা, তুমি কি বলছ ?'

'কি হল মা ? তোমার নিজেরই কি এ বিয়ে ভাল লাগছে ? প্রিন্স শুনুক না, আমরা তো বন্ধু। অন্ততঃ ও আর আমি বন্ধু। ভগবান সৎলোককেই ভালবাসেন, শয়তান আর খামখেয়ালীকে নয়। বিশেষতঃ খামখেয়ালী লোককে চান না, যারা আজ এক কথা, কাল আরেক কথা বলে। আলেকজান্দ্রা বুঝেছ। প্রিন্স, ওরা বলে আমি অদ্ভুত, কিন্তু আমি জানি মানুষ কিরকম হয়। কারণ, মনটাই হল আসল, আর সব বাজে। অবশ্য বুদ্ধিও থাকা চাই···হয়ত বুদ্ধিটাও বড়

জিনিষ। আগলেয়া হেসো না, আমি ভুল বলছি না ; যার হৃদয় আছে, বুদ্ধি নেই এবং যার বুদ্ধি আছে, হৃদয় নেই—দুজনেই সমান বোকা। এ একটা পুরনো প্রবাদ। আমার হৃদয় আছে বুদ্ধি নেই, আর তোমাদের বুদ্ধি আছে, হৃদয় নেই ; আমরা সবাই মূর্খ, কাজেই আমরা দুঃখী।'

আদেলেদা না বলে পারল না, 'মা, তোমার কিসের দুঃখ?' মনে হল, এখানে একমাত্র তারই রসবোধ হারায় নি।

নির্মমভাবে তার মা জবাব দিলেন, 'প্রথমতঃ, শিক্ষিতা মেয়ে, আর ওটাই হল যথেষ্ট কারণ, অন্য কারণ জানার দরকার নেই। অনেক অবান্তর কথা বলা হয়েছে। আমরা দেখব কি করে তোমরা দুজনে (আগলেয়াকে ধরছি না) তোমাদের বুদ্ধি আর কথাবার্তা দিয়ে সবকিছু চালাও। দেখব তোমার চমৎকার ভদ্রলোকদের নিয়ে তুমি সুখী হও কি না, আলেকজান্দ্রা।' গানিয়াকে ঢুকতে দেখে তিনি বললেন, 'ও! এই যে আরেকজন বিয়ের চেলা।' গানিয়ার নমস্কারের জবাবে তাকে বসতে না বলে বললেন, 'সুপ্রভাত! তুমি বিয়ের কথা ভাবছ?'

গ্যাভ্রিল হতবুদ্ধি হয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'বিয়ে কি রকম? কোন্ বিয়ে?' সে খুব ঘাবড়ে গেছে।

'তোমার বিয়ে হচ্ছে কি না জানতে চাইছি?'

'না—না…আমি…না—না…' 'গ্যাভ্রিল মিথ্যে কথা বলল এবং লজ্জার আভা ওর মুখে ছড়িয়ে গেল।

সে আড়চোখে একটু দূরে বসা আগলেয়ার দিকে তাকাল, তারপর তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। আগলেয়া শীতল, তীব্র, শান্ত চাহনিতে স্থিরভাবে তার এই বিপর্যস্ত ভাব লক্ষ্য করতে লাগল।

নিষ্ঠুর মহিলা বলতে লাগলেন, 'না? বলছ, না? ব্যস, আমার মনে থাকবে যে, আজ বুধবার সকালে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তরে "না" বলেছিলে। আজ কি বার—বুধবার?'

আদেলেদা বলল, 'তাই মনে হচ্ছে, মা।'

'ওরা কখনো তারিখ বলতে পারে না! আজ মাসের কত তারিখ?'

গানিয়া বলল, 'সাতাশ।'

'সাতাশ। আচ্ছা, বিদায়। তোমার বোধ হয় অনেক কাজ আছে, আর আমাকেও জামাকাপড় বদলে বেরোতে হবে। তোমার ছবিটা নাও। তোমার দুঃখী মাকে আমার শ্রদ্ধা জানিও। প্রিন্স, এখনকার মত আসি। মাঝে মাঝেই এসো। আমি এখন তোমার কথা বলতে বৃদ্ধা রাজকুমারী বিয়েলোকোনস্কির কাছে যাচ্ছি। শোন, আমার বিশ্বাস, শুধু আমার জন্যই ঈশ্বর তোমাকে সুইটজারল্যাণ্ড থেকে পিটার্সবার্গে এনেছেন। তোমার অন্য কাজ থাকতে পারে, কিন্তু আসলে আমার জন্যই এসেছ। এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা। তাহলে বিদায়। আলেকজান্দ্রা, আমার ঘরে এসো মা।'

মাদাম বেরিয়ে গেলেন। হতবুদ্ধি, বিমূঢ়, ক্রুদ্ধ গানিয়া টেবিল থেকে ছবিটা তুলে নিয়ে একটা তিক্ত হাসি হেসে মিশকিনের দিকে ফিরল।

'প্রিন্স, আমি এখন বাড়ী যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে থাকার বিষয়ে আপনি যদি মত না বদলে থাকেন, তাহলে আপনাকে নিয়ে যাব, কারণ আপনি

ঠিকানাটাও জানেন না।'

আগলেয়া হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে বলল, 'প্রিন্স, একটু অপেক্ষা করুন, আমার অ্যালবামে আপনাকে লিখতে হবে। বাবা বলেছেন আপনার হাতের লেখা সুন্দর। এক্ষুণি ওটা নিয়ে আসছি।'

সে বেরিয়ে গেল।

আদেলেদা বলল, 'প্রিন্স, বিদায়, আমিও যাচ্ছি।'

সে আবেগের সঙ্গে প্রিন্সের হাতে চাপ দিয়ে মৃদু সহৃদয় হাসি হেসে চলে গেল। গানিয়ার দিকে তাকাল না।

সবাই চলে যেতে গানিয়া মিশকিনের উদ্দেশ্যে খিঁচিয়ে উঠল, 'এ আপনার কাজ, আপনি ওদের কাছে আমার বিয়ের কথা বলেছেন!' তার মুখে ক্ষিপ্তভাব, চোখ জ্বলছে, দ্রুত ফিসফিসিয়ে বলল, 'আপনি নির্লজ্জ বাচাল!'

মিশকিন শান্ত, বিনিতভাবে বলল, 'আপনি ভুল করেছেন, আপনার বিয়ের কথা জানতামই না।'

'আপনি আজ সকালে আইভানকে বলতে শুনেছেন যে, আজ সন্ধ্যায় নাস্তাসিয়ার বাড়ীতে সব ঠিক হয়ে যাবে। ঐটাই বলেছেন। মিথ্যে কথা বলছেন! আর কার কাছে ওরা শুনবে? চুলোয় যাক, আপনি ছাড়া আর কে ওদের বলতে পারে? ঐ বৃদ্ধা কি আমায় তার ইঙ্গিত দেননি?'

'যদি সত্যিই মনে করে থাকেন যে ওরা এর ইঙ্গিত করেছে, তাহলে আপনারই সব চেয়ে ভাল জানার কথা যে, কে ওদের বলেছে। আমি এ নিয়ে একটা কথাও বলিনি।'

গানিয়া আবেগপূর্ণ অধীরতায় বাধা দিল, 'চিঠিটা দিয়েছিলেন? উত্তর আছে?'

ঠিক সেই সময়ে আগলেয়া ফিরে এল, মিশকিন উত্তর দেবার সময় পেল না।

আগলেয়া টেবলে অ্যালবামটা রেখে বলল, 'এই যে প্রিন্স, একটা পাতা বেছে নিয়ে কিছু লিখুন। এই যে কলম, কলমটা নতুন। স্টিলের কলমে কোন অসুবিধা হবে না তো? আমি শুনেছি যে হস্তাক্ষরবিদরা কখনো স্টিলের কলম ব্যবহার করেন না।'

মনে হল মিশকিনের সঙ্গে কথা বলার সময়ে সে গানিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্যই করে নি। কিন্তু প্রিন্স যখন কলম ঠিক করে একটা পাতা খুঁজে নিয়ে তৈরী হচ্ছে, তখন মিশকিনের ডানদিকে আগুনের পাশে যেখানে আগলেয়া দাঁড়িয়েছিল, গানিয়া সেই দিকে গেল। কাঁপা কাঁপা, ভাঙা গলায় সে প্রায় তার কানে কানে বলল, 'একটা কথা—তোমার একটা কথা পেলেই আমি বেঁচে যাই।'

মিশকিন দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে দুজনের দিকে তাকাল। গানিয়ার মুখে যথার্থ হতাশার ভাব; সে যেন কিছু না ভেবে মরিয়া হয়ে ঐ কথাগুলো বলে ফেলেছে। আগলেয়া যে রকম শান্ত বিস্ময়ে প্রিন্সের দিকে তাকিয়েছিল, ঠিক সেরকম চাহনিতে কয়েক মুহূর্ত গানিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। এই শান্ত বিস্ময়, এই অবাকদৃষ্টি, যেন তাকে কি বলা হয়েছে, সে কিছুই বুঝছে না, সে মুহূর্তে গানিয়ার কাছে প্রবলতম ঘৃণার চেয়েও ভয়ঙ্কর মনে হল।

মিশকিন বলল, 'কি লিখব?'

আগলেয়া ফিরে বলল, 'বলে দিচ্ছি। তৈরী হয়েছেন? লিখুন: 'আমি দরাদরি করি না, তারপর তারিখ আর মাস লিখুন। আমাকে দেখান।'

মিশকিন অ্যালবামটা দিল।

'চমৎকার। অপূর্ব লিখেছেন। আপনার হাতের লেখা অনবদ্য। ধন্যবাদ। বিদায়।' হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়েছে এইভাবে বলল, 'দাঁড়ান। এদিকে আসুন, আপনাকে একটা স্মৃতিচিহ্ন দিতে চাই।'

মিশকিন তার সঙ্গে গেল, কিন্তু আগলেয়া স্থির হয়ে খাবার ঘরে দাঁড়িয়ে পড়ল। গানিয়ার চিঠিটা দিয়ে বলল, 'এটা পড়ুন।'

মিশকিন চিঠিটা নিয়ে অবাক হয়ে আগলেয়ার দিকে তাকাল।

'আমি জানি আপনি এটা পড়েন নি, ও আপনাকে বিশ্বাস করতে পারে না। পড়ুন, আমি চাই যে এটা পড়ুন।'

চিঠিটা খুব তাড়াতাড়ি লেখা।

"তুমি জান, আজ কোন্ পথে আমার ভাগ্য নির্ধারিত হবে। আজ আমায় কথা দিতেই হবে। তোমার সহানুভূতি পাওয়ার আমার কোন অধিকার নেই, কোন আশা করার আমার সাহস নেই। কিন্তু একবার তুমি একটা কথা বলেছিলে, একটা কথা—সেই কথা আমার জীবনের অন্ধকার রাতকে আলোকিত করে চিরকালের মত আমার ধ্রুব তারা হয়ে রয়েছে। এখন এরকম কথা আবার একবার বললেই আমি ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচব। শুধু বল, 'সব ভেঙে দাও,' আমি আজই সব ভেঙে দেব। ও, এ কথাটা বলা তোমার পক্ষে এমন কি কঠিন। আমি শুধু কথাটা তোমার সহানুভূতির চিহ্নস্বরূপ চাই। শুধু ঐটুকু—শুধু ঐটুকু। আর কিছু নয়, কিছু নয়। আমি আশার স্বপ্ন দেখতে সাহস করি না, কারণ সে যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু তোমার একটা কথা পেলে আমি আবার দারিদ্রকে বরণ করতে পারি, আনন্দে আমার দুর্ভাগ্যকে বহন করব। সংগ্রামের মুখোমুখি হব; তাতে খুশী হব, আবার নতুন শক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াব।

"ঐ সহানুভূতির কথাটুকু আমায় জানাও (শুধু সহানুভূতি, কথা দিচ্ছি)! ধ্বংসের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টায় এই বেপরোয়া, ডুবন্ত একজন মানুষের এই ঔদ্ধত্যে রাগ কোরো না।

গা. আ.

মিশকিন চিঠিটা পড়া শেষ করলে আগলেয়া অকস্মাৎ বলল, 'এই লোকটি আমাকে আশ্বাস দিয়েছে যে, 'ভেঙে ফেল" কথাটার সঙ্গে আমায় আপোষ করতে হবে না, কোন কথা দিতে হবে না, এবং তার একটা লিখিত প্রতিশ্রুতি আমাকে এই চিঠিতে দিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। দেখুন কেমন বোকার মত কয়েকটা কথাকে চিহ্নিত করে দিয়েছে, ওর গোপন চিন্তা কী বিশ্রীভাবে বেরিয়ে পড়েছে। অথচ ও জানে যে যদি ও নিজেই এটা ভেঙে দেয়, আমার কোন বক্তব্য না জানতে পারে, আমার সঙ্গে কথাও না বলে বা আমার কাছে কিছু আশা না করে, তাহলে ওর প্রতি আমার অন্য রকম মনোভাব হবে, হয়তো ওর বন্ধুও হতে পারি। ও এটা ভাল করেই জানে। কিন্তু ওর মনটা নোংরা। সে কথাও জানে, কিন্তু বদলাতে পারে না; জেনেও প্রতিশ্রুতি চায়। বিশ্বাসে নির্ভর করে কাজ করতে পারে না। ও চায় যে ওকে বিয়ের আশা দিই। ও চিঠিতে আমার অতীতের যে প্রতিশ্রুতির

কথা লিখেছে, যে প্রতিশ্রুতি নাকি ওর জীবনকে আলোকিত করেছে, সেটা একেবারে নির্লজ্জ মিথ্যা কথা। একবার ওকে শুধু দয়া দেখিয়েছিলাম। কিন্তু ও উদ্ধত, নির্লজ্জ। তক্ষুণি ওর ধারণা হ'ল যে, ওর আশা আছে। সঙ্গে সঙ্গে ওটা বুঝেছি। তখন থেকে ও আমায় ধরার চেষ্টা করছে; এখনো চেষ্টা করছে। কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে। বাড়ী থেকে বেরিয়েই চিঠিটা ওকে ফিরিয়ে দিন, কিন্তু তার আগে নয়।'

'কিন্তু ওকে কি উত্তর দেব?'

'কিচ্ছু না। সেটাই সবচেয়ে ভাল জবাব। তাহলে আপনি ওর বাড়ীতে থাকছেন?

মিশকিন বলল, 'আইভান ফিয়োদোরোভিচ আজ সকালে আমাকে তাই বলেছেন।'

'তাহলে সাবধান করে দিচ্ছি, ওর বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। এই চিঠিটা ফেরত নিয়ে গেলে ও আপনাকে ক্ষমা করবে না।'

আগলেয়া মিশকিনের হাতে আলতো করে চাপ দিয়ে চলে গেল। তার মুখ গম্ভীর, বিরক্ত। চলে যাওয়ার সময়েও হাসল না।

মিশকিন গানিয়াকে বলল, আমার পুঁটলিটা নিয়ে আসছি, তারপর আমরা যাব।'

গানিয়া অধৈর্য হয়ে পা ঠুকতে লাগল। রাগে তার মুখটা কালো দেখাচ্ছে। শেষে দুজনে রাস্তায় বেরোল, মিশকিনের হাতে তার পুঁটলি।

গানিয়া ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'জবাব? জবাব কই? ও কি বলল? ওকে চিঠি দিয়েছিলেন?'

মিশকিন কথা না বলে চিঠি দিল। গানিয়া ঘাবড়ে গেল।

চেঁচিয়ে উঠল, 'কি? আমার চিঠি? তাহলে ও চিঠি দেয়নি। ও, এটাই ভেবেছিলাম। জাহান্নামে যাক। এইজন্য এখন ও আমার কথা বুঝতে পারে নি। কিন্তু কেন—কেন আপনি দিলেন না? ও—'

'মাপ করুন, আমি তক্ষুণি চিঠিটা দিতে পেরেছিলাম, যে মুহূর্তে আপনি দিয়েছেন এবং ঠিক যেভাবে দিতে বলেছেন। এখন ওটা আবার পেয়েছি, কারণ আগলেয়া এক্ষুণি ওটা ফিরিয়ে দিয়েছে।'

'কখন? কখন?'

'যেই ওর অ্যালবামে লেখা শেষ করেছি, তখন ও আমায় ডাকল। শুনেছিলেন? আমরা খাবার ঘরে গেলাম, চিঠিটা দিয়ে ওটা পড়তে বলল এবং আপনাকে এটা ফিরিয়ে দিতে বলল।'

গানিয়া বিকট চীৎকার করে উঠল, 'পড়তে বলল? পড়তে বলল? আপনি পড়েছেন?'

বিস্ময়ে সে ফুটপাতের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ল, এত অবাক হল যে তার মুখ হাঁ হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, এক্ষুণি পড়েছি।'

'ও নিজে—ও নিজে পড়তে দিল? নিজে?'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন ও না বললে পড়তাম না।'

গানিয়া কষ্টকর চেষ্টায় চিন্তা করে চুপ করে রইল। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল, 'অসম্ভব! পড়ার কথা বলতে পারে না। আপনি মিথ্যে কথা বলছেন! ওটা আপনি নিজে পড়েছেন।'

মিশকিন সেই এক শান্ত সুরে বলল, 'আমি সত্যি কথা বলছি, এটা যে আপনার এত খারাপ লেগেছে, সেজন্য আমি দুঃখিত।'

'কিন্তু তখন নিশ্চয়ই কিছু বলেছে। নিশ্চয়ই ও কোন উত্তর দিয়েছে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'বলুন, বলুন। ও!'

গানিয়া জুতো পরা ডান পা-টা ফুটপাতে দুবার ঠুকল।

'আমার চিঠি পড়া শেষ হতে, ও আমায় বলল যে, আপনি ওকে ধরার চেষ্টা করছেন, ওর সঙ্গে একটা রফা করতে চেষ্টা করছেন যাতে ও আপনাকে বিয়ের আশা দেয় এবং সে আশা পেলে আপনার টাকা না পেলেও ক্ষতি হবে না। ওর সঙ্গে কথা বলে এবং আগের থেকে কথা নিয়ে যদি সব ভেঙে দেন, তাহ'ল ও হয়ত আপনার বন্ধু হতে পারে। যদ্দুর জানি এই বলেছে। না, আরেকটু আছে। চিঠিটা নেওয়ার পর যখন জবাবটা জানতে চাইলাম, তখন ও বলল যে, কোন জবাব না দেওয়াই হল সবচেয়ে ভাল। এই তো বলেছে। যদি ওর সঠিক কথা-গুলো ভুলে গিয়ে যা বুঝেছি, তাই বলি, তা হলে ক্ষমা করবেন।'

গানিয়া তীব্র রাগে ফুলছিল. রাগ ফেটে পড়ল।

গর্জন করে উঠল, 'ও, এই ব্যাপার। তাহলে আমার চিঠিকে তাচ্ছিল করা হয়েছে! আচ্ছা, ও অপেক্ষা করবে না তাহলে আমি করব! দেখে নেব! ওকে শিক্ষা দেব।'

তার মুখ বিবর্ণ, বিকৃত হয়ে গেছে, মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে। সে হাত মুঠো করে ঝাঁকাতে লাগল। তারা কয়েক পা এগিয়ে গেল। গানিয়া এমন করছে যেন নিজের ঘরে একা রয়েছে, মিশকিনের সামনে ভদ্রতা বজায় রাখার কোন চেষ্টাই করল না। যেন ওকে সে মানুষই মনে করে না। কিন্তু হঠাৎ কি ভেবে নিয়ে নিজেকে সামলে নিল।

হঠাৎ মিশকিনকে বলল, 'কিন্তু কি করে—কি করে আপনার মত'—নিজের মনে বলল 'একটা নির্বোধ মাত্র দু' ঘন্টার পরিচয়ে এত বিশ্বস্ত হয়ে উঠল? কি করে হল?'

ঈর্ষা তার কষ্টকে সম্পূর্ণ করে মনকে শূলবিদ্ধ করল।

মিশকিন বলল, 'তা বলতে পরি না।'

গানিয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল।

'আপনাকে বিশ্বাসের প্রমাণ দেওয়ার জন্যই কি ও খাবার ঘরে ডেকেছিল? ও আপনাকে কিছু দিতে চাইছিল?'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'চুলোয় যাক। কেন? আপনি কি করেছেন? কি করে ওদের মন জয় করলেন? শুনুন।' গানিয়া প্রচণ্ড উত্তেজিত, দারুণ ফুঁসছে; মনে হল তার সব ধারণা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

'শুনুন। কি বলেছিলেন মনে পড়ছে না—প্রথম থেকে প্রতিটি কথা এবং

তার একটা বিবরণ ? কিছু লক্ষ্য করেছিলেন, মনে পড়ছে না ?'

মিশকিন বলল, 'নিশ্চয়ই মনে আছে। প্রথমে ভেতরে গিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর আমরা সুইটজারল্যাণ্ড নিয়ে কথা বলছিলাম।'

'চুলোয় যাক সুইটজারল্যাণ্ড।'

'তারপর মৃত্যুদণ্ডের কথা বলছিলাম!'

'মৃত্যুদণ্ড ?'

'হ্যাঁ, কি কথায় উঠল ··তখন বললাম ওখানে কিভাবে তিন বছর কাটিয়েছি, একটা গ্রামের গরীব মেয়ের কথা বললাম—'

'জাহান্নামে যাক গরীব, গ্রামের মেয়ে! আর কি ?'

গানিয়া অধৈর্যে ক্ষেপে উঠেছে।

'তারপর শ্নিডার আমার চরিত্র সম্বন্ধে কি মত দিয়েছিলেন, কিভাবে আমায় বাধ্য করলেন—

'শ্নিডার আর মতের কথা রাখুন! আর কি ?'

'তারপর কথাপ্রসঙ্গে আমি মুখের কথা বা মুখের ভাবের কথা বললাম। বললাম যে আগলেয়া প্রায় নাস্তিসিয়ার মত সুন্দরী। সেই কথাতেই ছবির কথা বলেছিলাম···'

'কিন্তু আজ সকালে পড়ার ঘরে যা শুনেছেন, তা বলেননি তো ? বলেননি তো ?'

'আবার বলছি, বলিনি।'

'তাহলে কি করে ··বা! আগালেয়া কি বৃদ্ধাকে চিঠিটা দেখিয়েছিল ?'

'আমি আপনাকে দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, ও দেখায় নি। ওখানে সর্বক্ষণ আমি ছিলাম, ও সুযোগ পায়নি।'

গানিয়া রাগে আত্মহারা হয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু আপনি বোধ হয় কিছু বাদ দিয়েছেন···আচ্ছা আহাম্মক! কোন কথা ঠিকমত বলতে পর্যন্ত পারে না।'

গানিয়া একবার গালাগালি দিতে গিয়ে বাধা না পেয়ে সব সংযম হারিয়ে ফেলল, যেমন কিছু লোকের স্বভাব থাকে। সে এত ক্ষেপে গেল যে আরেকটু হলেই হয়ত ঘৃণায় থুতু ছিটিয়ে দিত। কিন্তু রাগে সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, না হলে অনেক আগেই বুঝতে পারত, যে 'নির্বোধ'-এর সঙ্গে সে এত রুক্ষ ব্যবহার করছে, সেও কখনো কখনো দ্রুত, সূক্ষ্ম বিষয় বুঝতে পারে এবং সব জিনিষের অতি সুন্দর বর্ণনা দিতে পারে। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটল।

মিশকিন হঠাৎ বলল, 'গ্যাব্রিল আর্দালিয়োনোভিচ, এক সময়ে আমার এত অসুখ করেছিল যে, আমি সত্যিই প্রায় নির্বোধ হয়ে গিয়েছিলাম; কিন্তু সেটা অনেকদিন সেরে গেছে, তাই লোকের আমাকে মুখের ওপরে বোকা বলাটা খুব অপছন্দ করি। আপনার ক্ষেত্রে আপনার দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে এটা ক্ষমা করছি, কিন্তু ইতিমধ্যেই আপনি আমাকে দুবার রেগে গালাগালি দিয়েছেন। এটা আমার আদৌ ভাল লাগছে না, বিশেষতঃ এত হঠাৎ প্রথম আলাপে এই ব্যবহার। কাজেই, আমরা যখন মোড়ে এসে পড়েছি তখন যে যার পথে যাওয়াই ভাল নয় কি ? আপনি ডানদিকে আপনার বাড়ীতে যান, আমি বাঁদিকে যাই। আমার কাছে পঁচিশ রুবল আছে, নিশ্চয়ই কোন ঘর পেয়ে যাব।'

গানিয়া ভয়ানক ঘাবড়ে গেল, হঠাৎ এরকম ধাক্কা খেয়ে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

উত্তেজিতভাবে নিজের অভদ্র সুর বদলে অতি বিনীতভাবে বলল, 'প্রিন্স, আমায় ক্ষমা করুন, দোহাই আপনার, আমাকে ক্ষমা করুন। দেখতেই পাচ্ছেন, কি রকম বিপদে পড়েছি। এখনো কিছু জানেন না, কিন্তু সব জানলে নিশ্চয়ই বুঝতেন যে, আমার কোন দোষ নেই। অবশ্য দোষটা অক্ষমণীয়...'

মিশকিন ব্যস্ত হয়ে বলল, 'এত ক্ষমা চাইতে হবে না, আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনি খুব বিপদে পড়েছেন বলেই এত মেজাজ খারাপ হয়েছে। ঠিক আছে, চলুন আপনার বাড়ী যাই; আমি সানন্দে যাব।'

পথে গানিয়া বিরক্তভাবে মিশকিনের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, 'না, এভাবে আমি ওকে এখন যেতে দিতে পারি না, বদমাশটা আমার সব কথা জেনে নিয়ে এখন মুখোশ খুলে ফেলেছে...এর ভেতরে কিছু আছে। আচ্ছা, দেখে নেব! সব ঠিক হয়ে যাবে—সব! আজকেই!'

এতক্ষণে ওরা বাড়ীর ঠিক উল্টো দিকে এসে গেছে।

॥ আট ॥

গানিয়ার ফ্ল্যাট চারতলায়, পরিচ্ছন্ন হাল্কা, চওড়া সিঁড়ি পেরিয়ে ফ্ল্যাটে ছ-সাতটা ছোট বড ঘর। ফ্ল্যাটটা সাধারণ হলেও একটি পরিবারযুক্ত কেরাণীর কিছুটা সাধ্যের বাইরে, যদি তার রোজগার বছরে দু হাজার রুবল হয় তবুও। মাত্র দু মাস আগে গানিয়া আর তার পরিবার ভাড়া দেওয়ার কথা ভেবেছে; অবশ্য গানিয়া নিজে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে, কিন্তু তার মা আর বোন সংসারের কাজে লাগা এবং সংসারের আয় একটু বাড়াবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে তীব্র ইচ্ছায় এটা করেছে। গানিয়া রেগে বলেছিল ভাড়াটে রাখা অসম্মানকর। যে সমাজে সে সম্ভাবনাময় বুদ্ধিমান তরুণরূপে নিজেকে উপস্থিত করে, সেখানে সে লজ্জিত হয়ে পড়বে। অনিবার্য ঘটনাকে এভাবে মেনে নেওয়ায়, তার জীবনের সব সমস্যা তার মনের ক্ষতকে গভীর করেছে। কিছুদিন ধরে সে প্রত্যেকটি ছোটখাট ঘটনায় অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে বিরক্ত হয়ে উঠছে, যদিও সে আপাততঃ এটা মেনে নিতে রাজী হয়েছে, তবু তার আসল কারণ হল যে অদূর ভবিষ্যতে সে সবকিছু বদলে ফেলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু যে পরিবর্তন, যে বাঁচবার উপায় সম্বন্ধে সে এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক ভয়ঙ্কর অসুবিধা—যার সমাধান আগের সব ঘটনার চেয়ে বেশী বিরক্তিকর হতে পারে।

ফ্ল্যাটটা একটা হল ঘর দিয়ে ভাগ করা, ঢুকেই তারা সেই ঘরে ঢুকল। হলের একদিকে তিনটে ঘর, সেগুলো 'বিশেষ সুপারিশপ্রাপ্ত' ভাড়াটেদের জন্য। সেই-দিকেই হলের প্রান্তে, রান্নাঘরের পাশে আরেকটা ছোট ঘর আছে, সেখানে থাকেন গানিয়ার বাবা অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ইভোলজিন। তিনি একটা বড সোফায় শোন এবং রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে ও পেছনের সিঁড়ি দিয়ে তাঁকে যাওয়া-আসা করতে হয়। গানিয়ার ভাই কোলিয়া, তেরো বছর বয়সের স্কুলের ছাত্র তাঁর ঘরেই থাকে। সেও সেই ঘরে লেখাপড়া করে, আর একটা খুব পুরনো, ছোট, সরু সোফায় পুরনো চাদরে শোয়। বাবাকে দেখাশোনা করে—যে কাজটা খুব দরকারী। মিশকিনকে তিনখানা ঘরের মাঝেরটা দেওয়া হল; ডানদিকের প্রথম

ঘরটা ফার্দিশ্চেঙ্কোর আর বাঁ দিকের ঘরটা খালি। কিন্তু গানিয়া মিশকিনকে প্রথমে ফ্ল্যাটের অন্য অংশে নিয়ে গেল। সেদিকে রয়েছে একটা খাবার ঘর, একটা বসার ঘর—এটা সকালে বসার ঘর এবং পরে গানিয়ার পড়ার ও শোওয়ার ঘর; আর তৃতীয় ঘরে, সেটা খুব ছোট এবং সর্বদা বন্ধ থাকে, মা ও মেয়ে শোয়। বস্তুতঃ ফ্ল্যাটটায় কোনমতে সব ধরে যায়। গানিয়া শুধু দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করেছিল। মায়ের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করলেও প্রথম থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে পরিবারে সে খুব স্বেচ্ছাচারী।

বসার ঘরে নিনা আলেকজান্দ্রোভনা একা ছিলেন না। সঙ্গে ছিল তাঁর মেয়ে। দুজনেই একজন অতিথি আইভান পেত্রোভিচ তিৎসিনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সেলাই করছিলেন। নিনাকে দেখতে লাগে পঞ্চাশের মত; শীর্ণ, বসা মুখ, চোখের নীচে কালো দাগ। মনে হয়, তাঁর স্বাস্থ্য দুর্বল ও কিছুটা যেন বিষণ্ণতার ভাব; কিন্তু মুখ এবং হাবভাব হাসিখুশী। প্রথম কথাতেই বোঝা যায় যে তিনি সরল মানুষ, তাঁর যথার্থ মর্যাদাবোধ রয়েছে। বিষণ্ণভাব সত্ত্বেও তাঁর দৃঢ়তা, দৃঢ়চিত্ততা অনুভব করা যায়। তাঁর গায়ে বয়সোচিত কোন গাঢ় রঙের অতি সাদাসিধে পোষাক, কিন্তু তাঁর ব্যবহার, কথাবার্তা, চালচলন সবকিছু বুঝিয়ে দেয় যে, এক সময়ে তাঁর অবস্থা ভাল ছিল।

ভারভারার বয়স তেইশ, মাঝারি উচ্চতা, শীর্ণদেহ। তার মুখ খুব সুন্দর না হলেও তাতে সৌন্দর্যবিহীন লাবণ্যের রহস্য রয়েছে বলে অস্বাভাবিক রকম আকর্ষণীয়। সে একেবারে তার মায়ের মত, তার পোষাকও একেবারে সেইরকম; সে পোষাকে ফিটফাট হওয়ার কোন ইচ্ছা দেখা যায় না। যদি তার ধূসর চোখ দুটি সব সময়ে গম্ভীর, চিন্তিত না দেখাত, তাহলে হয়তো সে চোখে মাঝে মাঝে আনন্দ ও স্নেহ দেখা দিত; বিশেষতঃ সম্প্রতি সে চোখ আরো গম্ভীর হয়ে গেছে। তার মুখেও দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞার ছাপ; বস্তুতঃ সে মুখে তার মায়ের চেয়েও বেশী সাহস ও উদ্যম রয়েছে। ভারভারা কিছুটা বদমেজাজী, তার ভাই মাঝে মাঝে তার মেজাজকে ভয় পায়। তাদের বর্তমান অতিথি তিৎসিনও তাকে একটু ভয় পায়। তিৎসিন তরুণ, বয়স এখনো ত্রিশ হয়নি, সাধারণ অথচ চমৎকার পোষাক পরেছে, ব্যবহার মধুর অথচ গম্ভীর। তার গাঢ় বাদামী দাড়ি দেখে বোঝা যায়, সে সরকারী চাকরি করে না। লোকটি চমৎকার বুদ্ধিমানের মত কথা বলতে পারে, কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ে চুপ করে থাকে। সব মিলিয়ে লোকটাকে বেশ ভাল লাগে। বোঝা যায়, ভারভারাকে তার ভাল লাগে এবং সেই ভাবটা সে গোপনও করে না। ভারভারার ব্যবহার বন্ধুর মত, কিন্তু কয়েকটা প্রশ্ন তার ভাল লাগে না বলে উত্তর দেয় না। অবশ্য তিৎসিন সহজে দমবার পাত্র নয়। নিনার ব্যবহার সহৃদয়, সম্প্রতি তিৎসিনকে তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। উপরন্তু সবাই জানে যে, তিৎসিন অল্পবিস্তর ভাল জামিনে চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে ধনী হওয়ার চেষ্টা করছে। সে গানিয়ার খুব বন্ধু।

গানিয়া খুব ঠাণ্ডা সুরে মাকে সম্ভাষণ করল, বোনকে কিছু বললই না এবং হঠাৎ মিশকিনকে আলাপ করিয়ে দিয়ে তার সম্বন্ধে দু চার কথা বলেই তিৎসিনকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নিনা দু চারটে মিষ্টি কথা বললেন; কোলিয়া দরজায় উঁকি দিচ্ছিল, তাকে বললেন, মিশকিনকে মাঝখানের ঘরে নিয়ে যেতে।

কোলিয়ার মুখ হাসিখুশী, ব্যবহার বিশ্বাসযোগ্য, সরল।

ঘরে গিয়ে সে মিশকিনকে বলল, 'জিনিষপত্র কোথায় ?'

'একটা পুঁটলি আছে। ওটা হলঘরে ফেলে এসেছি।'

'এক্ষুণি এনে দিচ্ছি। আমাদের শুধু রাঁধুনী আর ঝি আছে, তাই আমিও সাহায্য করি। ভারিয়া সব দেখাশোনা করে, আর রেগে যায়। গানিয়া বলল আপনি আজ সুইটজারল্যাণ্ড থেকে এসেছেন।'

'হ্যাঁ।'

'সুইটজারল্যাণ্ড কি ভাল ?'

'খুব।'

'পাহাড় আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'পুঁটলিটা এনে দিচ্ছি।'

ভারভারা ঘরে ঢুকল।

'ঝি এখুনি আপনার বিছানা পেতে দেবে। কোন ট্রাঙ্ক আছে ?'

'না, একটা পুঁটলি। আপনার ভাই আনতে গেছে; ওটা হলে আছে।'

'এই ছোট্ট পুঁটলিটা ছাড়া আর কোন পুঁটলি ছিল না। কোথায় ওটা রেখেছেন ?' কোলিয়া ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করল।

মিশকিন ওটা নিয়ে বলল, 'এটা ছাড়া আমার আর কোন জিনিষ নেই।'

'ও! ভাবাছলাম আর কিছু ফার্দিশ্চেঙ্কো নিয়ে গেল কিনা।'

ভারিয়া কড়া গলায় বলল, 'বাজে বোকো না।' মিশকিনের সঙ্গেও সে সংক্ষেপে রুক্ষভাবে কথা বলছিল।

'আমার সঙ্গে তোমার আরো ভাল ব্যবহার করা উচিত; আমি তিৎসিন নই।'

'কোলিয়া, তুমি এত বোকা যে, তোমাকে এখনো বেত মারা দরকার। আপনার যা দরকার ঝি-কে বলতে পারেন। খাওয়া হয় সাড়ে চারটেয়। আমাদের সঙ্গে অথবা আপনার নিজের ঘরে খেতে পারেন, যেমন খুশি। কোলিয়া, এস, বিরক্ত কোরো না।'

'চল যাই।'

ওরা বেরোতেই গানিয়ার সঙ্গে দেখা হল।

গানিয়া কোলিয়াকে বলল, 'বাবা বাড়ীতে আছেন ?' সম্মতিসূচক উত্তর পেয়ে কোলিয়ার কানে ফিসফিস করে কি বলল। কোলিয়া মাথা নেড়ে বোনের সঙ্গে চলে গেল।

'প্রিন্স, একটা কথা। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমার একটা অনুরোধ আছে। যদি আপনার খুব অসুবিধা না হয়,—তাহলে এখন আগলেয়া আর আমার মধ্যে যা ঘটেছে, সেটা এখানে গল্প করবেন না, আর এখানে যা দেখবেন তা-ও ওখানে বলবেন না, কারণ এখানেও যথেষ্ট অপমান হয়েছে। যাক, ওসব কথা। ...আজ অন্ততঃ নিজেকে সামলে রাখুন।'

গানিয়ার ভৎ'সনায় কিছুটা বিরক্ত হয়ে মিশকিন বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, আপনি যা ভাবছেন, তার চেয়ে আমি অনেক কম বলেছি।'

ওদের সম্পর্ক ক্রমশঃই অবনতির দিকে যাচ্ছে।

'আজ আপনার জন্য আমাকে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়েছে। আপনাকে চুপ করে থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি।'

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম না ; কেন ছবির কথা বলব না ? আপনি তো বারণ করেননি।'

'মূর্খ! কি জঘন্য ঘর!' বিরক্তভাবে চারদিকে তাকিয়ে গানিয়া মন্তব্য করল। 'অন্ধকার, উঠোনের দিকে মুখ করা। সবদিক দিয়ে একটা খারাপ সময়ে আপনি আমাদের কাছে এসেছেন। তবে এটা আমার ব্যাপার নয়। আমি ঘর ভাড়া দিই না।'

তিৎসিন ঘরে উঁকি দিয়ে গানিয়াকে ডাকতেই সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। ও আরো কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু কথাটা বলতে তার খুব অস্বস্তি এবং লজ্জা হচ্ছিল। নিজের অস্বস্তি ঢাকতে সে ঘরের খুঁত বার করছিল।

মিশকিন হাত-মুখ ধুয়ে একটু পরিচ্ছন্ন হতেই আবার দরজা খুলে গেল এবং একজন ভেতরে উঁকি দিল। এই ভদ্রলোকের বয়স ত্রিশের মত, লম্বা চওড়া চেহারা, মাথায় প্রচুর কোঁকড়ানো লাল চুল। মুখটা লাল টকটকে, ঠোঁট পুরু, নাক চওড়া, চ্যাপ্টা। মাংসে ঢাকা চোখ দুটোতে ব্যঙ্গের দৃষ্টি, যেন সর্বদাই সে চোখ টিপছে। সমস্ত চেহারায় ঔদ্ধত্যের ভাব। জামাকাপড় বেশ নোংরা।

প্রথমে সে মাথা ঢোকাবার মত মাপে দরজা খুলল। পাঁচ সেকেণ্ড সময় ঘরটা দেখে নিয়ে ধীরে দরজা খুলতে লাগল এবং দরজার মুখে পুরো মানুষটাকে দেখা গেল। তবুও ভেতরে ঢুকল না, চোখ দুটো ছোট করে মিশকিনের দিকে চেয়ে রইল। শেষে দরজা বন্ধ করে কাছে এসে একটা চেয়ারে বসে মিশকিনের হাতটা নিয়ে ওকে কাছে একটা সোফায় বসাল।

তীব্র অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে মিশকিনের দিকে চেয়ে বলল, 'ফার্দিশ্চেঙ্কো।'

মিশকিন প্রায় হেসে ফেলে বলল, 'তাতে কি হয়েছে ?'

লোকটি আগের মতই তাকিয়ে থেকে বলল, 'একজন ভাড়াটে।'

'আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান ?'

লোকটা নিঃশ্বাস ফেলে মাথার চুল এলোমেলো করতে করতে উল্টোদিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।' হঠাৎ ফিরে বলল, 'আপনার কাছে টাকা আছে ?'

'সামান্য।'

'কত ?'

'পঁচিশ রুবল।'

'আমাকে দেখান।'

মিশকিন ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে পঁচিশ রুবলের নোটটা বার করে ফার্দিশ্চেঙ্কোকে দিল, সে ওটা খুলে উল্টেপাল্টে দেখে আলোতে ধরল।

যেন চিন্তা করতে করতে বলল, 'অদ্ভুত তো, কাদার মত রঙ দেখাচ্ছে কেন ? এই পঁচিশ রুবলের নোটগুলোর প্রায়ই বিচ্ছিরি রঙ হয়ে যায়. অথচ অন্য নোটের রঙ ফিকে হয়ে যায়। এই নিন।'

মিশকিন নোটটা নিয়ে নিল। ফার্দিশ্চেঙ্কো উঠে দাঁড়াল।

'আমি প্রথমেই আপনাকে সাবধান করতে এসেছিলাম যে, আমায় টাকা

ধার দেবেন না, কারণ আমি নিশ্চয়ই ধার চাইব।'

'খুব ভাল কথা।'

'এখানে ভাড়া দিয়ে থাকতে চান?'

'হ্যাঁ।'

'আমি ভাড়া দিই না। ধন্যবাদ। আমি ডানদিকে পাশের ঘরে থাকি। দেখেছেন? আমার সঙ্গে ঘন ঘন দেখা না করার চেষ্টা করবেন; আমি এসে দেখা করব, ভয় পাবেন না। জেনারেলকে দেখেছেন?'

'না।'

'ওর গলাও শোনেননি?'

'একেবারেই না।'

'বেশ, ওকে দেখতে পাবেন, ওর কথাও শুনতে পাবেন। উপরন্তু, উনি আমার কাছে টাকা ধার নেওয়ারও চেষ্টা করেন। বিদায়। ফার্দিশ্চেঙ্কো নামে কি কোন লোক আছে?'

'কেন থাকবে না?'

'চলি।'

ফার্দিশ্চেঙ্কো দরজার কাছে গেল। মিশকিন পরে জানতে পেরেছিল যে, এই ভদ্রলোক মনে করেন, তাঁর বৈশিষ্ট্য ও প্রাণবন্তায় সবাইকে অবাক করে দেবেন, কিন্তু কখনো তা পারেন না। কিছু লোকের তাঁর সম্বন্ধে খারাপ মনোভাব হয়, সেটা তাঁর পক্ষে দারুণ অপমান। তবুও উনি চেষ্টা ছাড়েন না। দরজার মুখেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নিজের গুরুত্ব ঝালিয়ে নিলেন। মিশকিনের অপরিচিত এই নতুন অতিথিকে ঢুকতে দিয়ে অনেক বার পেছন থেকে সতর্কতামূলক চোখের ইঙ্গিত করার পর উনি গর্বিতভাবে বেরিয়ে গেলেন।

নতুন ভদ্রলোকটি লম্বা, মোটাসোটা, বয়স পঞ্চান্ন বা তার বেশী, মাংসল, লাল মুখ আর মোটা রুপোলী জুলপি এবং গোঁফ। তাঁর চোখ দুটো বড়, বেশ উজ্জ্বল। চেহারাটা চোখে পড়ার মত হত, যদি না তাঁর সর্বাঙ্গে একটা উপেক্ষা, শ্লথতা, এমনকি অপরিচ্ছন্নতার ভাব থাকত। তাঁর গায়ে নোংরা ঘরোয়া পোষাক, পুরনো কোটের কনুইগুলো প্রায় ছেঁড়া, নোংরা জামা। কাছে এলে একটু মদের গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর ব্যবহার সুন্দর, বেশ বিচক্ষণ। তাঁর ব্যবহারে গর্ব প্রকাশের গভীর ইচ্ছা দেখা যায়।

উনি অমায়িক হাসি হেসে মিশকিনের দিকেই এগিয়ে এলেন। নিঃশব্দে তাঁর হাতটা তুলে নিয়ে এমনভাবে মুখের দিকে তাকালেন যেন তাঁকে চিনতে পারছেন।

মৃদু অথচ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'এই সে। সেই লোক! একেবারে জীবন্ত প্রতিচ্ছবি! শুনলাম ওরা একটা প্রিয়, পরিচিত নাম বলছে, তাই শুনে যে দিন চিরকালের মত চলে গেছে, তার কথা মনে পড়ল···প্রিন্স মিশকিন?'

'হ্যাঁ।'

'জেনারেল ইভোলজিন, অবসরপ্রাপ্ত, ভাগ্যহীন। তোমার এবং তোমার বাবার নাম জানতে পারি?'

'লেভ নিকোলায়েভিচ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমার বন্ধু, আমার ছোটবেলার সঙ্গীর ছেলে। কি নাম, নিকোলাই পেত্রোভিচ?'

'আমার বাবার নাম নিকোলাই লেভিচ।'

'লেভিচ,' জেনারেল এমনভাবে শুধরে নিলেন, এত ধীরে, স্বাভাবিকভাবে, যেন তিনি আদৌ নামটা ভুলে যাননি, শুধু হঠাৎ ভুল নাম বলে ফেলেছিলেন। বসে পড়ে মিশকিনের হাত ধরে তাকেও বসালেন। 'তোমায় আমি কোলে নিয়ে ঘুরতাম।'

মিশকিন বলল, 'সেটা কি সম্ভব? আমার বাবা কুড়ি বছর আগে মারা গেছেন।'

'হ্যাঁ, কুড়ি বছর—কুড়ি বছর তিন মাস। আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম, আমি সোজা সেনাবাহিনীতে চলে গেলাম।'

'আমার বাবাও সেনাবাহিনীতে ছিলেন; ভ্যাসিকেভস্কি বাহিনীর সাবলেফটেন্যান্ট।'

'বিয়েলোমাস্কিতে। ও মৃত্যুর ঠিক আগেই বিয়েলোমাস্কিতে বদলি হল। আমি ওর বিছানার পাশে বসে ওর মৃত্যুর সময়ে প্রার্থনা করেছিলাম। তোমার মা...।'

জেনারেল যেন কোন বেদনাদায়ক কথা মনে পড়ায় থেমে গেলেন।

মিশকিন বলল, 'হ্যাঁ, মা ছ' মাস পরে ঠাণ্ডা লেগে মারা গেলেন।'

'ঠাণ্ডা নয়—ঠাণ্ডা নয়। তুমি এই বৃদ্ধের কথা বিশ্বাস করতে পার। আমি সেখানে ছিলাম; ওকে কবরও দিয়েছিলাম। কারণটা হল, স্বামীকে হারানোর শোক—ঠাণ্ডা নয়। হ্যাঁ, রাজকুমারীকেও আমার মনে আছে। হ্যাঁ, যুবক! তারজন্যই বাল্যবন্ধু প্রিন্স আর আমি প্রায় পরস্পরকে খুন করতে গিয়েছিলাম।'

মিশকিন কিছুটা সন্দিগ্ধ ভাব নিয়ে শুনতে লাগল।

'তোমার মা যখন আমার বন্ধুর কাছে বাগদত্তা, তখন আমি পাগলের মত তার প্রেমে পড়লাম। প্রিন্স সেটা লক্ষ্য করে খুব আঘাত পেল। ভোরবেলা সাতটার আগে এসে ও আমাকে জাগাল। আমি অবাক হয়ে জামাকাপড় পরে নিলাম। দু পক্ষই নীরব; সব বুঝতে পারলাম। ও পকেট থেকে দুটো পিস্তল বার করল। মাঝে একটা রুমাল রাখা হল, কোন সাক্ষী ছিল না। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যখন একজন আরেকজনকে বৈতরণীর পারে পাঠাব, তখন সাক্ষীর কি দরকার? পিস্তলে গুলি ভরে রুমাল বিছিয়ে দুজনের বুক লক্ষ্য করে পরস্পর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ দুজনের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল; দুজনের হাতই একসঙ্গে কাঁপতে লাগল। তারপর স্বভাবতঃই আলিঙ্গন ও পারস্পরিক উদারতা। প্রিন্স বলল, "ও তোমার।" আমি বললাম, "না, তোমার।" আসলে...আসলে...তুমি আমাদের সঙ্গে থাকতে এসেছ?'

মিশকিন যেন দ্বিধা করে বলল, 'হ্যাঁ. বোধ হয় কিছুদিনের জন্য।'

কোলিয়া ভেতরে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'প্রিন্স, মা আপনাকে ডাকছেন।'

মিশকিন যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল, কিন্তু জেনারেল ডান হাতটা কাঁধে রেখে আদর করে ওকে আবার বসালেন।

বললেন, 'তোমার বাবার প্রকৃত বন্ধু হিসেবে তোমায় সাবধান করে দিতে চাই। তুমি নিজেই দেখতে পাবে, আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ বিনা বিচারে কষ্ট পেয়েছি। বিনা বিচারে। নিনা অসাধারণ স্ত্রীলোক। আমার মেয়ে ভারভারা অসাধারণ মেয়ে। পরিস্থিতি আমাদের ভাড়া দিতে বাধ্য করেছে—অবিশ্বাস্য পতন! আমি, যে গভর্ণর জেনারেল হতে চলেছিল! .. কিন্তু তুমি থাকলে আমরা সব সময়েই খুশি হব। ইতিমধ্যে আমার বাড়ীতে এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে!'

মিশকিন জিজ্ঞাসু, কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল।

'বিয়ের কথা হচ্ছিল, একটা অদ্ভুত বিয়ে। সন্দেহজনক চরিত্রের একমেয়ে এবং এক তরুণের মধ্যে বিয়ে। যে বাড়ীতে আমার মেয়ে ও স্ত্রী রয়েছে, সেখানে ঐ মেয়েটিকে আনতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি. ততক্ষণ ও ঢুকতে পাবে না! আমি দরজার সামনে শুয়ে থাকব, আমাকে মাড়িয়ে ঢুকতে হবে। এখন গানিয়ার সঙ্গে বিশেষ কথা বলি না ; সত্যিই ওকে এড়িয়ে চলি। আগেই তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। অবশ্য তুমি আমাদের সঙ্গে যখন থাকছ, সব দেখতে পাবে। কিন্তু তুমি আমার বন্ধুর ছেলে এবং আমি আশা করতে পারি যে—'

নিনা নিজে দরজায় এসে বললেন, 'প্রিন্স, একটু বসার ঘরে আসবে?'

জেনারেল চেঁচিয়ে উঠলেন 'ওগো, জান, এই প্রিন্সকে কোলে করে দোলাতাম।'

নিনা ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে জেনারেলের দিকে এবং জিজ্ঞাসু চাহনিতে মিশকিনের দিকে তাকালেন, কিন্তু কিছু বললেন না। মিশকিন ওর সঙ্গে গেল, ওরা বাইরের ঘরে গিয়ে বসার পর নিনা যেই নীচু গলায় খুব তাড়াতাড়ি মিশকিনকে কিছু বলতে শুরু করেছেন, তখনি জেনারেল ওখানে এলেন। নিনা সঙ্গে সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে স্পষ্ট বিরক্তিতে সেলায়ের ওপরে ঝুঁকে পড়লেন। জেনারেল হয়তো এই বিরক্তি লক্ষ্য করলেন, তবুও তাঁর মেজাজ খুব ভালই রইল।

নিনার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমার বন্ধুর ছেলে! এত অপ্রত্যাশিতভাবে! অনেকদিন আগে এ চিন্তা ত্যাগ করেছিলাম ..তোমার নিশ্চয়ই নিকোলাইলেভিচকে মনে আছে? তুমি যখন ভারে ছিলে, ও-ও তখন ওখানে ছিল।'

নিনা মিশকিনকে বললেন, 'আমার নিকোলাই লেভিচকে মনে নেই। তিনিই কি তোমার বাবা?'

'হ্যাঁ।' মিশকিন শান্তভাবে জেনারেলকে বলল, 'অবশ্য আমার মনে হয় ভারে নয়, এলিসাভারগ্রাদে উনি মারা গিয়েছিলেন। আমাকে পাভলিশ্চেভ তাই বলেছিলেন।'

জেনারেল জোর দিয়ে বললেন, 'ভারেতেই। ও ওখানে মারা যাওয়ার আগে, এমনকি অসুখ করারও আগে বদলি হয়েছিল। সে বদলির কথা মনে রাখার বয়স তোমার তখন ছিল না। পাভলিশ্চেভ চমৎকার লোক হলেও সহজেই ও কথা ভুলে যেতে পারে।'

'আপনি কি পাভলিশ্চেভকেও চিনতেন?'

'ও অসাধারণ লোক, কিন্তু আমি ওখানে ছিলাম। বন্ধুর মৃত্যুশয্যায় প্রার্থনা করেছিলাম।'

মিশকিন আবার বলল, 'আমার বাবা বিচারাধীন অবস্থায় মারা যান, যদিও তাঁর অপরাধ কি, তা কখনোই জানতে পারি নি। তিনি হাসপাতালে মারা গিয়েছিলেন।'

'ও, ওটা প্রাইভেট কোলপাকোভের মামলাটা; নিশ্চয়ই প্রিন্স ছাড়া পেত।'

'তাই নাকি? ঠিক জানেন?' প্রিন্স খুব আগ্রহী।

জেনারেল বললেন, 'তাই মনে হয়! কোন সিদ্ধান্ত হওয়ার আগেই আদালত ভেঙে যায়। মামলাটা অবিশ্বাস্য! রহস্যময় মামলা বলা চলে। কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন লারিয়োনোভ মারা গেল; প্রিন্সকে সাময়িকভাবে তার কাজে নিয়োগ করা হল। ভাল কথা। প্রাইভেট কোলপাকোভ চুরি করল—এক বন্ধুর চামড়ার জুতো চুরি করে টাকাটা মদে উড়িয়ে দিল। ভাল। সার্জেন্ট আর কর্পোরালের সামনে প্রিন্স কোলপাকোভকে শাসিয়ে চাবুক মারার ভয় দেখাল। খুব ভাল কথা। কোলপাকোভ ব্যারাকে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং পৌনে একঘণ্টা পরে মারা গেল। চমৎকার। কিন্তু ব্যাপারটা অবিশ্বাস্যরকম অপ্রত্যাশিত। যাই হোক, ওকে কবর দেওয়া হল। প্রিন্স রিপোর্ট দিতে কোলপাকোভের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হল। মনে হবে সব ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু ঠিক ছ'মাস পরে একই ব্রিগেডের একই ডিভিসনে নোভোজে মলিয়ানস্কি রেজিমেণ্টের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের তৃতীয় কম্পানিতে কোলপাকোভ দেখা দিল।'

বিস্ময়ে মিশকিন চেঁচিয়ে উঠল, 'কি?'

নিনা হঠাৎ যেন কষ্টে বললেন, 'তা নয়, ওটা ভুল।'

'কিন্তু—ওটা বলা সহজ। ওরকম ঘটনাকে কি করে ব্যাখ্যা করবে? প্রত্যেকে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আমিই হয়তো প্রথমে বলতাম ভুল হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি সাক্ষী ছিলাম, নিজে বিচারের সময়ে ছিলাম। যারা ওকে দেখেছিল, তারা সবাই বলল যে, এই সেই প্রাইভেট কোলপাকোভ, যাকে ছ'মাস আগে যথোচিত প্যারেড ও ড্রামসহযোগে কবর দেওয়া হয়েছিল। ঘটনাটা অস্বাভাবিক, প্রায় অবিশ্বাস্য স্বীকার করছি, কিন্তু—'

ভারভারা ঘরে ঢুকে বলল, 'বাবা, তোমার খাবার তৈরী।'

'ও, খুব ভাল, চমৎকার! আমার খুব খিদে পেয়েছে···কিন্তু এটাকে মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা বলা যায়—'

ভারভারা অধীরভাবে বলল, 'ঝোলটা আবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

জেনারেল ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বিড়বিড় করে বললেন, 'যাচ্ছি, যাচ্ছি।' শোনা গেল, উনি বারান্দায় বলছেন, 'সবরকম তদন্ত সত্ত্বেও···'

নিনা মিশকিনকে বলল, 'আমাদের সঙ্গে থাকতে গেলে আর্দালিয়োনের অনেক কিছু তোমায় উপেক্ষা করতে হবে। তবে উনি তোমায় সেরকম বিরক্ত করবেন না; উনি খানও একাই। বোঝ তো, সকলেরই দোষত্রুটি আছে···বৈশিষ্ট আছে, যাদের এজন্য লোকে অবজ্ঞা করে, তাদের চেয়ে হয়ত অন্যদের এসব বেশীই থাকে। তোমাকে আমি একটা বিশেষ অনুরোধ করব। আমার স্বামী যদি কখনো তোমাকে টাকা দেওয়ার জন্য বলেন, তাহলে বোলো যে, তুমি টাকা আগেই আমাকে দিয়ে দিয়েছ। অবশ্য আর্দালিয়োনকে তুমি যাকিছু দেবে, সেটা তোমার টাকা থেকে বাদ যাবে, তবে আমি বলছি দেখো যাতে আমাদের হিসেবে গোলমাল

না হয়ে যায়। কি, ভারিয়া ?'

ভারিয়া ঘরে ঢুকে কথা না বলে মার হাতে নাস্তাসিয়ার একটা ছবি দিল। নিনা চমকে উঠে কিছুক্ষণ ছবিটা দেখলেন—প্রথমে মনে হল যেন দুঃখ পেলেন, তারপর যেন প্রবল তিক্ততায় আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। শেষে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে ভারিয়ার দিকে তাকালেন।

ভারিয়া বলল, 'এটা আজকে ওর উপহার, আজ সন্ধ্যায় সব ঠিক হবে।'

নিনা নীচু গলায় হতাশভঙ্গীতে বললেন, তাহলে আর কোন সন্দেহ, কোন আশা নেই। ও ছবি দিয়ে ওর সিদ্ধান্ত জানিয়েছে. কিন্তু গানিয়া কি নিজেই এটা দেখাল ?' তাঁর গলায় বিস্ময়ের সুর।

'তুমি তো জান গত এক মাস আমরা কথা বলি না। তিৎসিন আমাকে সব বলেছিল ; বিটা টেবিলের পাশে মেঝেতে পড়েছিল, আমি তুলে এনেছি।'

নিনা হঠাৎ মিশকিনকে বললেন, 'প্রিন্স, তোমায় জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলাম —ঐজন্যই তোমায় ডাকছিলাম—তুমি কি আমার ছেলেকে অনেকদিন ধরে চেনো ? মনে হচ্ছে, ও বলল যে, তুমি আজই কোথাও থেকে এসেছ।'

মিশকিন সংক্ষেপে নিজের কথা বলল। নিনা আর ভারিয়া শুনল।

নিনা বললেন, 'তোমাকে প্রশ্ন করে আমি গ্যাভ্রিল সম্বন্ধে কিছু জানার চেষ্টা করিনি। ও কথা ভুলেও ভেবোনা। যদি এমন কোন কথা থাকে যেটা ও আমায় বলতে পারছে না, তা হলে ওর অজ্ঞাতে সে কথা জানতে চাই না। তোমার কথাটা বললাম, কারণ এইমাত্র তুমি চলে যাওয়ার পর যখন গানিয়ার কাছে তোমার সম্বন্ধে জানতে চাইলাম, তখন ও বলল "ও সব জানে , ওর সঙ্গে ভদ্রতা করার দরকার নেই।" এর মানে কি ? মানে, জানতে চাই কতটা—'

হঠাৎ গানিয়া আর তিৎসিন ঘরে ঢুকল। নিনা তখনি চুপ করে গেলেন। মিশকিন বসে রইল, ভারিয়া সরে দাঁড়াল। নাস্তাসিয়ার ছবিটা ঠিক নিনার সামনে তাঁর টেবিলের ওপরে পড়ে আছে। গানিয়া দেখে ভুরু কোঁচকাল। বিরক্তভাবে ছবিটা তুলে নিয়ে ঘরের অন্য প্রান্তে ডেস্কের ওপরে ছুড়ে ফেলল।

ওর মা হঠাৎ বললেন, এটা কি আজই, গানিয়া ?'

গানিয়া চমকে উঠল, 'আজই কি ?' সঙ্গে সঙ্গে ও মিশকিনের দিকে তেড়ে গেল। 'ও, বুঝেছি। আবার আপনার কাজ। মনে হচ্ছে, এটা আপনার স্বভাব। চুপ করে থাকতে পারেন না ? তবে আপনাকে বলে দিচ্ছি মশাই—'

তিৎসিন বাধা দিল, 'দোষটা আমার গানিয়া, আর কারোর নয়।'

গানিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

তিৎসিন বলল, 'ভালই হয়েছে গানিয়া, বিশেষতঃ একপক্ষে যখন সব ঠিক হয়ে গেছে।' ও গিয়ে টেবলের কাছে বসে পকেট থেকে পেন্সিলে লেখা একটুকরো কাগজ বার করে সেটা মন দিয়ে দেখতে লাগল।

গানিয়া একটা পারিবারিক কলহের অস্বস্তিকর আশঙ্কায় গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইল। মিশকিনের কাছে ক্ষমা চাওয়ার কথাও তার মনে হল না।

নিনা বললেন, 'যদি সব ঠিক হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে আইভান পেত্রোভিচ ঠিকই করেছেন। গানিয়া, মুখ গোমড়া কোরো না, রাগ কোরো না। যে কথা তুমি নিজে বলতে চাও না, তা আমি জানতে চাইব না ; নিশ্চিন্ত থাকতে পার যে,

আমি একেবারেই নির্বিকার। কোন অস্বস্তি রেখোনা।'

কথাটা বলে তিনি কাজ করতে লাগলেন, মনে হল যেন সত্যিই শান্ত হয়ে গেছেন। গানিয়া অবাক হল, কিন্তু উভয়ে চুপ করে মার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল এইজন্য যে, তিনি আরো স্পষ্ট করে কিছু বলবেন। ইতিমধ্যেই সে অনেক পারিবারিক কলহ সহ্য করেছে। নিনা তার সতর্কতা লক্ষ্য করে তিক্ত হেসে বললেন, 'এখনো তোমার সন্দেহ রয়েছে, আমায় বিশ্বাস করতে পারছ না। অস্বস্তির কিছু নেই ; অন্তত আমার দিক থেকে আর কোন কান্নাকাটি বা অনুরোধ-উপরোধ ঘটবে না। শুধু চাই যে তুমি সুখী হও, সে কথা তুমি জান। আমি অনিবার্যকে মেনে নিয়েছি, আমরা এক সঙ্গে থাকি বা আলাদাই থাকি, আমার মন সব সময়ে তোমার কাছেই থাকবে। অবশ্য আমি শুধু নিজের কথা বলছি ; তোমার বোনের কাছে একই উত্তর পেতে পার না…'

গানিয়া ঘৃণা ও বিদ্রূপ নিয়ে বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওঃ, আবার ভারিয়া! মা, আগে যা কথা দিয়েছি, সেই কথা আবার দিচ্ছি! আমি যতদিন এখানে আছি, এবং বেঁচে আছি, কেউ কখনো তোমাকে অসম্মান করতে সাহস পাবে না। সে যেই হোক, এ বাড়ীতে ঢুকলেই তাকে তোমায় সবচেয়ে বেশী সম্মান দিতে হবে।'

গানিয়া এত স্বস্তিবোধ করল যে প্রায় আপোষেব, ভালবাসার ভঙ্গীতে মার দিকে তাকাল।

'গানিয়া, তুমি জান আমি নিজের জন্য ভয় পাই না। এতদিন আমি নিজের জন্য চিন্তা করি নি। শুনলাম যে, আজ সন্ধ্যায় সব ঠিক হয়ে যাবে। কি ঠিক হবে?'

গানিয়া বলল, 'ও কথা দিয়েছে, ও রাজী কিনা, সেটা ও আজ রাতে জানাবে।'

'প্রায় তিন সপ্তাহ আমরা এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলেছি, তাতে ভালই হয়েছে। এবারে যখন সব ঠিক হয়ে গেছে, তখন একটা প্রশ্ন করতে পারি। তুমি যদি ওকে না ভালবাস, তাহলে সে কি করে রাজী হয় এবং নিজের ছবি দেয়? কি করে এরকম একটা স্ত্রীলোক…'

'বলতে চাও অভিজ্ঞ?'

'ঠিক ওভাবে বলতে চাই নি। ওকে কি এতদূর ধোঁকা দিতে পেরেছ?'

প্রশ্নটায় হঠাৎ একটা তীব্র বিরক্তি টের পাওয়া গেল। গানিয়া চুপ করে এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে স্পষ্ট বিদ্রূপে বলে উঠ , 'মা, তুমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছ, নিজেকে সামলাতে পারছ না ; সব সময়ে এইভাবে শুরু হয়ে ক্রমশ উত্তেজনার দিকে গড়ায়। তুমি বললে যে, কোন প্রশ্ন বা তিরস্কার করবে না, অথচ এখনি তা শুরু হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গ বরং থাক ; সত্যিই থাক। অবশ্য তোমার উদ্দেশ্য ভালই ছিল…কোন অবস্থাতেই তোমাদের ছেড়ে যাব না। অন্য যে কোন লোক হলে এরকম বোনকে ফেলে পালাত। দেখ, ও কিভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে! এসব ব্যাপারের একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক। আমার তখন এত ভাল লাগছিল.. কি করে বুঝলে নাস্তাসিয়াকে ঠকাচ্ছি? ভারিয়া যা খুশি ভাবতে পারে। যাক, যথেষ্ট হয়েছে।'

গানিয়া প্রতি কথায় ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে পায়চারি করতে লাগল। এরকম কথাবার্তা পরিবারের প্রত্যেককেই আহত করল।

ভারিয়া বলল, 'আমি বলেছি, ও যদি এ বাড়ীতে আসে, তাহলে আমি চলে যাব এবং সে কথা আমি রাখব।'

গানিয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'শুধু জেদের বশে! শুধু জেদ করেই তুমি বিয়েও করছ না। আমাকে তাচ্ছিল্য দেখিও না। ওতে আমার কিছুই আসে যায় না। তুমি এখনি ইচ্ছেমত কাজ করতে পার। তোমায় আর আমি সহ্য করতে পারছি না। কি!' প্রিন্সকে উঠতে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'শেষে আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন বলেই ঠিক করলেন নাকি?'

গানিয়ার গলায় বেজে উঠল সেই তিক্ততার সুর যখন মানুষ নিজের বিরক্তিকে লাগাম ছেড়ে দিয়ে, ফলের কথা না চিন্তা করে প্রকাশ করে। মিশকিন অপমানটার জবাব দেওয়ার জন্য দরজার দিকে তাকাল, কিন্তু গানিয়ার বিরক্ত মুখ দেখে বুঝল যে আর একটি কথাও সে সইতে পারবে না, তখন ফিরে নীরবে চলে গেল। কয়েক মিনিট পরে বসার ঘরে তাদের কণ্ঠস্বর থেকে ও বুঝল যে ওদের কথাবার্তায় আরো ঝগড়ার সুর এবং ওর অনুপস্থিতিতে তা আরো অসংযত হয়ে উঠেছে।

ও নিজের ঘরে যাওয়ার জন্য খাবার ঘর পেরিয়ে হল ঘরে ঢুকল। সামনের দরজা পেরোবার সময়ে শুনতে পেল বাইরে কেউ বেলটা বাজাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু বেলটায় বোধ হয় কোন গোলমাল হয়েছে; বিনাশব্দে ওটা শুধু কাঁপছে। মিশকিন দরজাটা খুলে চমকে উঠে পিছিয়ে এল। নাস্তাসিয়া তার সামনে দাঁড়িয়ে। ছবি দেখেছিল বলে ও তখনি তাকে চিনতে পারল। ওকে দেখে তার চোখে বিরক্তির আভাস ফুটে উঠল। ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নাস্তাসিয়া দ্রুত হল ঘরে ঢুকে তার কোটটা ছুড়ে ফেলে ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, 'যদি বেলটা সারাতে এতই কুঁড়েমি, তাহলে অন্তত লোক আসার সময়ে হলঘরে থাকা উচিত। এখন আমার কোটটা ফেলে দিলে, বোকা কোথাকার!'

সত্যিই কোটটা মেঝেতে পড়ে গেল। নাস্তাসিয়া ওর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা না করে ওটা মিশকিনের হাতে পেছন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল! কিন্তু মিশকিন সেটা চটপট ধরতে পারল না।

'ওদের উচিত তোমায় বার করে দেওয়া। যাও, আমার নাম বল।'

মিশকিন কিছু বলতে গিয়েও, এত লজ্জা বোধ করল যে, কোন কথা না বলে মাঝে থেকে কুড়োনো কোটটা নিয়ে বসার ঘরের দিকে গেল।

'বাঃ, এ যে আমার কোটটা নিয়ে চলল! আমার কোট নিয়ে যাচ্ছ কেন? আরে, তুমি কি পাগল?'

মিশকিন ফিরে গিয়ে ওর দিকে তাকাল, যেন ভয় পেয়েছে। নাস্তাসিয়া হাসাতে সেও হাসল, তবু কথা বলতে পারল না। প্রথম যখন দরজা খুলেছিল, তখন ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এখন মুখ লাল হয়ে উঠল।

নাস্তাসিয়া অসহিষ্ণুভাবে মেঝেতে পা ঠুকে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী নির্বোধ! কোথায় যাচ্ছ? কি নাম বলবে?'

মিশকিন বলল, 'নাস্তাসিয়া ফিলিপ্পোভনা।'

নাস্তাসিয়া দ্রুত বলল, 'কি করে চিনলে? আমি তো তোমায় কখনো দেখিনি। যাও, নামটা বল। ওখানে কিসের চীৎকার?'

মিশকিন বলল, 'ওরা ঝগড়া করছে।' ও বসার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঢুকল একটা চরম মুহূর্তে। নিনা প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন যে, 'তিনি একেবারে নির্বিকার।' তিনি ভারিয়াকে সমর্থন করছিলেন। তিৎসিনও ভারিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে; সে পেন্সিলে লেখা কাগজটা ফেলে এসেছে। ভারিয়া ভয় পায়নি; সে ভীরু স্বভাবের মেয়ে নয়, কিন্তু প্রতিটি কথায় তার ভায়ের রূঢ়তা ক্রমশ স্থূল ও অসহ্য হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় সে কথা বন্ধ করে শুধু ব্যঙ্গাত্মক নীরবতায় ভায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। সে জানে, এভাবে ভাইকে সে হতবুদ্ধি করে দিতে পারবে। ঠিক সেই মুহূর্তে মিশকিন ঘরে ঢুকে বলল, 'নাস্তাসিয়া ফিলিপ্পোভনা।'

॥ নয় ॥

ঘরে অখণ্ড নীরবতা; প্রত্যেকে এমনভাবে মিশকিনের দিকে চেয়ে আছে যেন কেউ কিছু বোঝেনি, বুঝতে চায় না। গানিয়া ভয়ে অবশ হয়ে গেল। বিশেষ করে এই সময়ে নাস্তাসিয়ার আবির্ভাব সকলের কাছে সবচেয়ে অদ্ভুত ও বিরক্তিকর বিস্ময়। সে যে এই প্রথম এখানে আসার কথা ভেবেছে, এটাই আশ্চর্যজনক। এতদিন সে এত গর্বিত ছিল যে, গানিয়ার সঙ্গে কথা বলবার সময়ে কখনো তার পরিবারের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেনি, পরেও তাদের কথা কখনো বলেনি, যেন তাদের কোন অস্তিত্বই নেই। গানিয়া যদিও এই অসুবিধাজনক বিষয়টা এড়াতে পেরে কিছুটা স্বস্তিই পেয়েছিল, তবুও মনে মনে সে ক্ষুব্ধ হয়েছে। অন্তত নিজের পরিবার সম্বন্ধে নাস্তাসিয়ার কাছে কিছু তিক্ত, ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য আশা করেছিল। কারণ গানিয়া বুঝেছিল যে, তার বাগদান নিয়ে বাড়ীতে যা ঘটেছে এবং তার সম্বন্ধে বাড়ীর মনোভাব, সবই নাস্তাসিয়া জানে। ছবিটা দেওয়ার পরে যেদিন গানিয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হওয়ার কথা, সেদিন তার নিজের আসা প্রায় তার সিদ্ধান্তেরই সমান।

সবাই দীর্ঘ সময় মিশকিনের দিকে হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইল না। নাস্তাসিয়া নিজেই বসার ঘরের সামনে এসে আবার মিশকিনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ঘরে ঢুকল।

'শেষ পর্যন্ত ঢুকতে পারলাম। বেলটা বন্ধ করে রেখেছ কেন?' গানিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে সহাস্যে বলল। গানিয়া তার দিকে ছুটে এল। 'তোমায় এরকম বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে কেন? আমাকে আলাপ করিয়ে দাও।'

গানিয়া খুব ঘাবড়ে গিয়ে আগে ভারিয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল; তারা পরস্পরের দিকে হাত বাড়াবার আগে অদ্ভুতভাবে দৃষ্টি বিনিময় করল। অবশ্য নাস্তাসিয়া হেসে তার মনোভাবকে চাপা দিল; কিন্তু ভারিয়া সে চেষ্টা না করে অত্যন্ত গোমড়া মুখে তাকাল। সাধারণ ভদ্রতার হাসিটুকুও তার মুখে দেখা গেল না। গানিয়া বিরক্ত হল। অনুরোধ করা অর্থহীন, তার সময়ও নেই। সে ভারিয়ার দিকে এমন একটা ভয়ঙ্কর চাহনি নিক্ষেপ করল যে, ভারিয়া বুঝল, এই মুহূর্তটা তার ভায়ের কাছে কতখানি। মনে হল, ভারিয়া বুঝি পরাজয় মেনে নিয়ে মৃদু হাসল (এখনো এ পরিবারের একে অন্যকে খুব ভালবাসে)। নিনা পরিস্থিতিটা একটু বদলালেন, গানিয়া খুব হতবুদ্ধি হয়ে বোনের পরে তাঁর সঙ্গে

আলাপ করাল। যাকে কোন পরিচয় না দিয়ে সে যার পরিচয় নাস্তাসিয়াকে দিতে লাগল। কিন্তু নিনা 'বড আনন্দ হল' ইত্যাদি বলতে না বলতেই নাস্তাসিয়া তাঁর দিকে কোন মনোযোগ না দিয়ে তাডাতাডি গানিয়াব দিকে ফিরে জানালার পাশে একটা ছোট সোফায় নিজেই বসে পডে চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমার পডার ঘর কোথায়? . ভাডাটেরা কোথায়? তুমি তো ঘর ভাডা দাও, তাই না?'

গানিয়া দারুণ লজ্জায় আমতা আমতা করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নাস্তাসিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'কোথায় ভাডাটেদের রাখ? তোমার কোন পড়ার ঘর পযন্ত নেই। এতে চলে?' এই কথাটা হঠাৎ নিনার উদ্দেশ্যে।

নিনা বললেন, 'বেশ অসুবিধা হয়, অবশ্য শেষ পর্যন্ত চলবেই, তবে আমরা সবেমাত্র…'

কিন্তু নাস্তাসিয়া আর শুনল না; গানিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'তোমায় কিরকম দেখাচ্ছে! ওঃ। এখন কী দেখাচ্ছে!'

সে কয়েক মিনিট ধরে হাসতে লাগল এবং গানিয়ার মুখ খুব বিকৃত হয়ে গেল। হঠাৎ তার হতবুদ্ধিভাব, কৌতুককর বিস্মিত ভাবটা চলে গেল। সে অদ্ভুত বিবর্ণ হয়ে গেল, ঠোঁট দুটো থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল। সে নাস্তাসিয়ার দিকে নীরবে তীক্ষ্ণ, কুটিল দৃষ্টিতে তাকাল, নাস্তাসিয়া এখনো হেসে চলেছে।

নাস্তাসিয়াকে দেখে আরেকজনের বিস্ময় এখনো কাটেনি; কিন্তু বসার ঘরের দরজার কাছে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁডিয়ে থাকলেও সে গানিয়াব মুখের বিবর্ণতা ও অশুভ পরিবর্তন লক্ষ্য করে যাচ্ছে। সে হল মিশকিন। বেশ ভীত হয়ে সে সামনে এগিয়ে এল।

গানিয়াকে মৃদুস্বরে বলল, 'একটু জল খান, ওভাবে তাকাবেন না।'

বোঝা গেল সে কোন উদ্দেশ্য ছাডাই ক্ষণিক আবেগে বলে ফেলেছে। কিন্তু তার কথার এক অস্বাভাবিক ফল হল। মনে হল, হঠাৎ গানিয়ার সব রাগ যেন তার ওপরে গিয়ে পডল। গানিয়া তার কাঁধ চেপে ধরে নীরবে ঘৃণায় তাকিয়ে রইল, যেন সে একটা কথাও বলতে পারছে না। এতে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল; নিনা মৃদু চীৎকার করে উঠলেন। তিৎসিন অস্বস্তির সঙ্গে সামনে এগিয়ে এল; কোলিয়া আর ফার্দিশেঙ্কো ঘরের দিকে আসতে আসতে বিস্ময়ে দাঁডিয়ে পডল। শুধু ভারিয়া গোমডা মুখে তীক্ষ্ণভাবে সব লক্ষ্য করতে লাগল। সে বসেনি, বুকের ওপরে আডাআডিভাবে হাত রেখে মার পাশে দাঁডিয়ে রয়েছে।

গানিয়া সাথে সাথে নিজেকে সংযত করে দুর্বলভাবে হাসল। সে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে।

যতদূর সম্ভব সহজ, সহাস্য ভঙ্গীতে বলল, 'প্রিন্স, আপনি কি ডাক্তার? আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। নাস্তাসিয়া, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এ এক অদ্ভুত লোক, অবশ্য আজ সকালেই মাত্র ওঁর সঙ্গে আলাপ।'

নাস্তাসিয়া বিস্মিত হয়ে মিশকিনের দিকে তাকাল।

'প্রিন্স? উনি প্রিন্স? আমি তো এখনি ওঁকে চাকর ভেবে আমার নাম বলতে পাঠিয়েছিলাম! হো, হো, হো!'

ওরা যে হাসতে পেরেছে এতে আশ্বস্ত হয়ে ফার্দিশেঙ্কো দ্রুত ওর কাছে গিয়ে বলল, 'কোন ক্ষতি হয়নি—কোন ক্ষতি হয়নি—'

'প্রিন্স, আপনাকে গালাগালি দিতে গিয়েছিলাম। আমায় ক্ষমা করুন। ফার্দিশ্চেঙ্কো, তুমি এ সময়ে এখানে কি করে এলে? তোমাকে অন্তত এখানে আশা করিনি।'

গানিয়া এখনো মিশকিনের কাঁধে হাত দিয়ে আছে; সেদিকে ফিরে বলল, 'কে? কোন্ প্রিন্স? মিশকিন?'

গানিয়া বলল, 'আমাদের ভাড়াটে।'

স্পষ্টতঃই ওরা বিশ্রী পরিস্থিতিকে এড়াবার জন্য প্রিন্সকে প্রায় জোর করে নাস্তাসিয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। মিশকিন স্পষ্ট শুনতে পেল তার পেছনে বোধ হয় ফার্দিশ্চেঙ্কো 'নির্বোধ' কথাটা বলল, যেন নাস্তাসিয়াকে বোঝানোর জন্যে।

নাস্তাসিয়া মিশকিনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত অভদ্রের মত দেখতে দেখতে বলল, 'বলুন তো, এক্ষুণি যখন আপনার সম্বন্ধে এত বড ভুল করলাম, তখন সে ভুল শুধরে দিলেন না কেন?'

সে অসহিষ্ণুভাবে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল, যেন সে জানে, উত্তরটা এমন বোকার মত হবে যে, ওরা হেসে উঠবে।

মিশকিন বলল, 'আপনাকে হঠাৎ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।'

'কি করে আমাকে চিনলেন? আগে আমাকে কোথায় দেখেছেন? কি ব্যাপার? মনে হচ্ছে, যেন সত্যিই আপনাকে কোথায় দেখেছি। এক্ষুণি এত অবাক হয়েছিলেন কেন বলুন তো? আমার মধ্যে এত অবাক হওয়ার কি আছে?'

ফার্দিশ্চেঙ্কো বলে উঠল, 'বলে ফেলুন, বলে ফেলুন! হে ভগবান, আমি এ প্রশ্নের কত উত্তর দিতে পারতাম! বলুন! ..নাহলে প্রিন্স, আপনাকে আমরা বোকা ভাবব!'

মিশকিন হেসে ফার্দিশ্চেঙ্কোকে বলল, 'আমিও আপনার জায়গায় থাকলে এই কথাই বলতাম।' সে নাস্তাসিয়ার উদ্দেশ্যে বলল, 'আজ আপনার ছবি দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম, তারপর এপানচিনদের কাছে আপনার কথা বললাম; আবার আজ ভোরবেলা ট্রেনে পিটার্সবার্গে আসার আগে পার্ফিয়োন রোগোজিন আমাকে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা বলল ..যখন দরজা খুললাম, তখনি ঠিক আপনার কথা ভাবছিলাম এবং হঠাৎ আপনিই এলেন।'

'কি করে আমাকে চিনলেন?'

'ছবি দেখে, আর···'

'আর কি?'

'আর যেমন কল্পনা করেছিলাম, আপনাকে ঠিক সে রকমই দেখতে...মনে হচ্ছে, যেন কোথায় আপনাকে দেখেছি।'

'কোথায়—কোথায়?'

'আপনার চোখ যেন কোথায় দেখেছি·· কিন্তু সে তো অসম্ভব। এ অবান্তর কথা···এখানে আগে কখনো আসিনি। বোধ হয় স্বপ্নে দেখেছি—।'

ফার্দিশ্চেঙ্কো চেঁচিয়ে উঠল, 'চমৎকার প্রিন্স! আমার আগের কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।' দুঃখের সঙ্গে বলল, 'কিন্তু ও বড় সরল।'

মিশকিন মাঝে মাঝে দম নেওয়ার জন্য থেমে অপ্রতিভভাবে কথাগুলো

বলল। সব কিছুতেই যেন সে খুব আবেগ অনুভব করছে। নাস্তাসিয়া কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে, এখন আর হাসছে না। ঠিক এই মুহূর্তে একটা নতুন কণ্ঠস্বর মিশকিন ও নাস্তাসিয়ার চারধারের ভীড়ের পেছন থেকে জোরে কথা বলে যেন ভীড়টাকে দু ভাগে ভেঙে দিল। নাস্তাসিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে পরিবারের কর্তা জেনারেল ইভোলজিন নিজে। তাঁর গায়ে সান্ধ্য কোট ও পরিষ্কার শার্ট, গোঁফে কলপ দেওয়া।

এটা আর গানিয়া সহ্য করতে পারল না।

অতি মাত্রায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী, দাম্ভিক গানিয়া গত দু মাস ধরে যে কোন উপায়ে আরো রমণীয়, ভদ্র জীবন গড়ে তুলতে চাইছে। অথচ সে বুঝতে পারছে, তার অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে, এবং যে পথ সে বেছে নিয়েছে, তাতে হয়ত সে শেষ হয়ে যেতে পারে। যে বাড়ীতে সে খামখেয়ালীপনা করে চলত, সেখানে হতাশ হয়েও সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে রয়েছে। কিন্তু নাস্তাসিয়ার সামনে তার মুখ রক্ষার সাহস নেই, সে তাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে রেখে দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে জব্দ করছে। সে শুনেছে যে, নাস্তাসিয়া তার সম্বন্ধে বলেছে 'অসহিষ্ণু ভিখিরী', এবং বারবার শপথ করেছে, পরে নাস্তাসিয়ার ওপরে দারুণভাবে শোধ নেবে। আবার সেই সঙ্গে শিশুর মত কল্পনাও করেছে, সব বৈষম্য দূর হয়ে যাবে। এখন সবকিছু সত্ত্বেও তাকে এই তিক্ত পানীয় পান করতে হবে। আরো একটা নতুন অত্যাচার—যে কোন দাম্ভিক লোকের পক্ষে এ শাস্তি ভয়ঙ্কর—নিজের লোক, নিজের বাড়ীর জন্য লজ্জা পাওয়া তার কপালে রয়েছে।

এই মুহূর্তে গানিয়ার হঠাৎ মনে হল, এর যোগ্য পুরস্কার কি পাব?'

গত দু মাস ধরে দুঃস্বপ্নের মত যে ঘটনা তাকে ভয়ে আড়ষ্ট ও লজ্জায় দগ্ধ করেছে, এই মুহূর্তে সেই ঘটনা ঘটছে: শেষ পর্যন্ত তার বাবা ও নাস্তাসিয়ার দেখা হল। মাঝে মাঝে সে নিজের বিয়েতে জেনারেলের উপস্থিতি কল্পনা করার চেষ্টা করে কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু সেই কষ্টদায়ক ছবি সম্পূর্ণ করতে না পেরে তাড়াতাড়ি সেটা মন থেকে মুছে ফেলেছে। হয়ত নিজের দুর্ভাগ্যকে সে মনে মনে বেশী বাড়িয়ে ভেবেছে। কিন্তু দাম্ভিক লোকদের সর্বদা তাই হয়। গত দু মাসে সে বিষয়টা নিয়ে ভাল করে ভেবে ঠিক করেছে, যেভাবেই হোক অন্তত কিছুদিন বাবাকে চুপ করিয়ে রাখবে এবং প্রয়োজন হলে মার সম্মতি ছাড়াও তাঁকে পিটার্সবার্গের বাইরে পাঠিয়ে দেবে। দশ মিনিট আগে নাস্তাসিয়ার আবির্ভাবে সে এত বিস্মিত, এত হতবুদ্ধি হয়েছিল যে, আর্দালিয়োনের এখানে উপস্থিতির সম্ভাবনা তার মনেই ছিল না, তাই এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থাও সে নেয়নি। এদিকে জেনারেল এসে পড়েছেন, ভাল পোষাকে সেজেও এসেছেন, ঠিক যখন নাস্তাসিয়া 'কোন ছুতোয় তাকে এবং তার পরিবারকে অপদস্থ করার চেষ্টা করছে (এ বিষয়ে সে নিশ্চিত)। না হলে নাস্তাসিয়া এসেছে কেন? সে কি তার মা-বোনের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে না তাদেরকে অপমান করতে এসেছে? কিন্তু দু পক্ষের ভাবভঙ্গী দেখে এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকতে পারে না; তার মা বোন একদিকে একঘরে হয়ে বসে আছে, এদিকে নাস্তাসিয়া যেন ভুলেই গেছে যে তারা একঘরে রয়েছে। তার এরকম ব্যবহারের পেছনে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে।

ফার্দিশ্চেঙ্কো জেনারেলকে ধরে নিয়ে এল।

জেনারেল ভদ্রভাবে অভিবাদন জানিয়ে হেসে বললেন, 'আর্দালিয়োন আলেকজান্দ্রোভিচ ইভোলজিন, ভাগ্যাহত বৃদ্ধ সৈনিক এবং এমন এক পরিবারের পিতা, যে পরিবার এমন সুন্দরীর আসার সম্ভাবনায় খুশী—'

তাঁর কথা শেষ হল না। ফার্দিশ্চেঙ্কো তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার এনে দিল এবং খাওয়ার পরেই জেনারেলের পা দুর্বল হয়ে পড়ে বলে তিনি চেয়ারে গা ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তাতে অপ্রতিভ হলেন না। সোজাসুজি নাস্তাসিয়ার সামনে বসলেন, একটু হেসে ইচ্ছে করে ঠোঁটে আঙুল রাখলেন। জেনারেলকে অপ্রতিভ করা সর্বদাই কঠিন। একটু শ্লথভঙ্গী ছাড়া তাঁর চেহারা এখনো যথেষ্ট ভাল, তিনিও সেটা ভাল জানেন। অতীতে মাঝে মাঝে খুব ভাল পরিবেশে ঘুরে বেড়াতেন, দু-তিন বছর আগে সেটা বন্ধ হয়েছে। তখন থেকে কয়েকটা দুর্বলতাকে তিনি অসংযত হয়ে প্রশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু এখনো তাঁর ব্যবহার সহজ, প্রসন্ন।

নাস্তাসিয়া যেন জেনারেল আসায় অত্যন্ত খুশী হল, তাঁর কথা সে নিশ্চয়ই শুনেছে।

আর্দালিয়োন বলতে শুরু করলেন, 'শুনেছি আমার ছেলে—'

'হ্যাঁ, আপনার ছেলে। আপনিও চমৎকার লোক! কখনো আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন না কেন? ঘরে বসে থাকেন, না এটা আপনার ছেলের কাজ? কারোর কথা না শুনে অন্তত আমার সঙ্গে দেখা করতে পারতেন।'

জেনারেল আবার বলতে গেলেন, 'উনবিংশ শতাব্দীর ছেলেমেয়ে ও তাদের বাবারা…'

নিনা জোরে বললেন, 'নাস্তাসিয়া, আর্দালিয়োনকে এক মিনিট ছেড়ে দাও; একজন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।'

'ছেড়ে দেব! কিন্তু ওঁর কথা এত শুনেছি যে এতদিন ধরে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম। কি কাণ্ড রয়েছে? উনি তো অবসর নিয়েছেন? জেনারেল, আমাকে ছেড়ে যাবেন না তো? চলে যাবেন না তো?'

'কথা দিচ্ছি ও তোমার সঙ্গে দেখা করবে, কিন্তু এখন ওর বিশ্রামের দরকার।'

সখের জিনিষ কেড়ে নিলে কোন ছটফটে, বোকা মেয়ে যেমন রাগ করে ঠোঁট ফোলায় সেইভাবে নাস্তাসিয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'আর্দালিয়োন, ওরা বলছে আপনার বিশ্রামের দরকার।'

জেনারেল আগের চেয়ে নিজের অবস্থা আরো বোকার মত করে তুললেন।

বুকে হাত রেখে গম্ভীর ভর্ৎসনার সুরে স্ত্রীকে বললেন, 'ওগো!

ভারিয়া চেঁচিয়ে বলল, 'মা, আসবে না?'

'না। ভারিয়া, আমি শেষ পর্যন্ত বসে থাকব?'

নাস্তাসিয়া প্রশ্ন এবং উত্তরটা নিশ্চয়ই শুনেছে, কিন্তু তাতে যেন তার আনন্দই বাড়ল। সে আবার জেনারেলের ওপরে প্রশ্ন বর্ষণ করতে লাগল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জেনারেলের মেজাজ খুব ভাল হয়ে গেল, তিনি সবচেয়ে জোরে হাসতে লাগলেন।

কোলিয়া মিশকিনের কোট ধরে টানল।

'ওঁকে কোন মতে বার করে আনুন। এ অসম্ভব! দোহাই, ওঁকে নিয়ে

আসুন!' বেচারী ছেলেটার চোখে জল। নিজের মনে বলল, 'গানিয়াটা জানোয়ার!'

জেনারেল নাস্তাসিয়ার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'আমি আইভান ফিয়োদোরোভিচ এপানচিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। ও, আমি আর স্বর্গত প্রিন্স লেভ নিকোলায়েভিচ মিশকিন, যার ছেলেকে কুড়ি বছর পরে আজ জড়িয়ে ধরলাম, আমরা তিনজন ছিলাম অবিচ্ছেদ্য; বলতে পারি, থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের মত। অ্যাথস, পোর্থস আর আরামিস। কিন্তু একজন মারা গেছে—আহা! অপমান আর গুলির আঘাতে। আরেকজন তোমার সামনেই রয়েছে; সে এখনো অপমান আর গুলির সঙ্গে লড়াই করছে।

নাস্তাসিয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'গুলির সঙ্গে?'

'সে গুলি এখানে আমার বুকে, কারসের পাঁচিলের নীচে লেগেছিল; এবং হাওয়া খারাপ হলে ওটা টের পাই। আর সব দিক দিয়ে আমি দার্শনিকের মত থাকি; বেড়াই, ব্যবসা থেকে অবসর নেওয়া মধ্যবিত্তদের মত কাফেতে দাবা খেলি, "ইণ্ডিপেণ্ডেন্স" পড়ি। কিন্তু দু বছর আগে ট্রেনে একটা কুকুর নিয়ে কেলেঙ্কারি হওয়ার পর থেকে আমাদের পোর্থস এপানচিনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।'

নাস্তাসিয়া সাগ্রহে বলল, 'কুকুর নিয়ে? ঘটনাটা কি? কুকুর? দাঁড়ান, ভেবে দেখি...'সে আবার বলল, 'ট্রেনে'! যেন কিছু মনে করছে।

'ও, সে এক বিশ্রী ব্যাপার, বলার মত নয়। ওটা রাজকুমারী বিয়েলোকোন্‌স্কির গভর্নেস, স্কিমিটকে নিয়ে কিন্তু...ও বলার মত নয়।'

নাস্তাসিয়া আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমাকে বলতেই হবে!'

ফার্দিশ্চেঙ্কো বলল, 'আমিও ওটা আগে শুনিনি।'

নিনা আবার অনুনয় করলেন, 'আর্দোলিয়োন আলেকজান্দ্রোভিচ!'

কোলিয়া বলল, 'বাবা, একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়!'

জেনারেল প্রসন্ন ভঙ্গীতে বলতে শুরু করলেন, 'সে এক বিচ্ছিরি ঘটনা, দু-কথায় বলে দেওয়া যায়। দু বছর আগে—হ্যাঁ, প্রায় দু বছর আগে, নতুন রেলওয়ে খোলার পরেই—আমি তখনই অবসর নিয়েছি, চাকরি ছাড়'-সংক্রান্ত এক অতি জরুরী ব্যাপারে ব্যস্ত। একটা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনে কামরায় বসে ধূমপান শুরু করলাম। না, বরং বলি ধূমপান চালিয়ে যাচ্ছিলাম। সিগারেট আগেই ধরিয়ে ছিলাম। কামরায় আমি একা। ধূমপান নিষিদ্ধ বা অনুমোদিত, কোনটাই ছিল না। যথারীতি ওটা মোটামুটি চলত—লোক বিচার করে। জান্যলা খোলা ছিল। ঠিক বাঁশি বাজার আগে পোষা কুকুর নিয়ে দুজন মহিলা আমার সামনে এসে বসলেন। ওঁরা দেরীতে এলেন। একজন হাল্কা নীল রঙের জমকালো পোষাক পরেছিলেন; অন্য জনের পরনে ছিল আরো সুরুচিপূর্ণ কালো সিল্কের পোষাক আর ক্লোক। দেখতে তাঁদের সুন্দর, মুখে অবজ্ঞার ভাব, ইংরেজীতে কথা বলছিলেন। অবশ্য আমি সেদিকে লক্ষ্য না করে ধূমপান করতে লাগলাম। আমি ইতস্ততঃ করলাম, তবে জানালার কাছে ধূমপান করছিলাম এবং জানালাটা খোলা ছিল। নীল পোশাকপরা মহিলার কোলে কুকুরটা শুয়ে ছিল। কুকুরটা আমার মুঠোর চেয়ে বড় নয়, কালো রঙ, থাবাগুলো সাদা, দেখতে অদ্ভুত। গলায়

রূপোর কলারে কিছু লেখা। আমি কিছুই করিনি। কিন্তু লক্ষ্য করলাম মহিলারা আমার সিগারের জন্য বিরক্ত হচ্ছেন। ওঁদের একজন কচ্ছপের খোলার চশমার ভেতর দিয়ে কটমটিয়ে তাকালেন। আমি কিছু করিনি, তাই ওঁরা কিছু বললেন না। যদি ওঁরা কিছু বলতেন, সাবধান করে দিতেন বা প্রশ্ন করতেন—হাজার হোক, ভাষা তো জানতেন! কিন্তু ওঁরা চুপ করে রইলেন···হঠাৎ একেবারে বিনা ভূমিকায়—যেন ওঁদের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে, এইভাবে—নীল জামা পরা মহিলাটি আমার হাত থেকে সিগারেটা ছিনিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলেন। ট্রেন ছুটে চলেছে। আমি ক্রুদ্ধভাবে তাকালাম। মহিলাটি জংলী, হ্যাঁ, একেবারে জংলী ; অথচ মোটাসোটা, ভদ্র দেখতে, লম্বা, ফর্সা, গাল দুটো গোলাপী (বলতে কি, অত্যন্ত বেশী গোলাপী)। মহিলার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। একটিও কথা না বলে, অতি ভদ্রভাবে, অতি সুকুমার ভদ্রতায় সাবধানে কলার ধরে দু আঙ্গুলে কুকুরটাকে ছুড়ে জানালা দিয়ে সিগারের পিছু পিছু ফেলে দিলাম। কুকুরটা একবার চেঁচাল। ট্রেন তখনো ছুটে চলেছে।'

নাস্তাসিয়া হেসে উঠে শিশুর মত হাততালি দিয়ে বলল, 'আপনি সাংঘাতিক লোক!'

ফাদিশ্চেঙ্কো চেঁচিয়ে উঠল 'সাবাস, সাবাস!'

জেনারেল আসায় তিৎসিন খুব অস্বস্তি বোধ করলেও হাসল।

কোলিয়াও হেসে চেঁচিয়ে উঠল, 'সাবাস!'

গর্বিত জেনারেল আবেগে বলতে লাগলেন, 'আমি ঠিকই করেছিলাম, কারণ ট্রেনে সিগার যদি নিষিদ্ধ হয়, কুকুর তাহলে আরো নিষিদ্ধ।'

কোলিয়া আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা, চমৎকার! অমিও ঠিক তাই করতাম।'

নাস্তাসিয়া অসহিষ্ণুভাবে বলল, 'কিন্তু মহিলাটি কি করলেন?'

জেনারেল গোমড়ামুখে বললেন, 'উনি?' ওঃ, সেইখানেই তো বিপদ হল। কোন কথা না বলে একেবারে আকস্মিকভাবে উনি আমার গালে চড় মারলেন। জংলী, একেবারে জংলী।'

'আর আপনি?'

জেনারেল চোখ নীচু করে ভুরু তুললেন, কাঁধ নাচিয়ে, ঠোঁট কামড়ে হাত ছুড়ে একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন, 'আমি ক্ষেপে গেলাম।'

'মারলেন—ওঁকে মারলেন?'

'বিশ্বাস কর, মারিনি। একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটল, কিন্তু ওঁর গায়ে হাত তুলিনি। শুধু হাতটা একবার নাড়লাম ওঁকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য যে, দেখা গেল নীল জামাপরা মহিলাটি ইংরেজ, রাজকুমারী বিয়েলোনস্কির গভর্নেস বা পারিবারিক বন্ধু আর কালো পোষাকপরা মহিলাটি রাজকুমারীর বড় মেয়ে; পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, অবিবাহিতা। আর বিয়েলোকোনস্কি পরিবারের সঙ্গে মাদাম এপানচিনের কি সম্পর্ক, সে তো জানই। দু জন রাজকুমারীই অজ্ঞান হয়ে গেলেন, কান্নাকাটি, পোষা কুকুরের জন্য শোক, ইংরেজ গভর্নেসের চীৎকার—দারুণ কাণ্ড! অবশ্য আমি ক্ষমা চাইতে গেলাম, আমার অনুতাপ জানাতে চিঠি লিখলাম। ওরা দেখাও করল না, চিঠিও পড়ল না। এপানচিন ঝগড়া করে

আমায় ঢুকতে দিল না, বার করে দিল।'

নাস্তাসিয়া হঠাৎ বলল, 'কিন্তু পাঁচ-ছদিন আগে "ইণ্ডিপেণ্ডেন্স" পত্রিকায়— আমি নিয়মিত "ইণ্ডিপেণ্ডেন্স" পড়ি—ঠিক একই গল্প পড়লাম। একেবারে এক গল্প! সেটা ঘটেছিল রাইন রেলওয়েজে এক ফরাসী ও ইংরেজের মধ্যে। ঠিক ঐভাবে সিগার ছিনিয়ে নিয়েছিল; কুকুরটাকেও জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল। শেষটাও এক রকম। মহিলার পোষাকও হাল্কা নীল! এর মানে কি?'

জেনারেলের মুখ ভীষণ লাল হয়ে গেল। কোলিয়াও লজ্জা পেয়ে হাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরল। ইৎসিন চটপট ঘুরে দাঁড়াল। একমাত্র ফার্দিশেচঙ্কো হাসতে লাগল। গানিয়ার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন: সে প্রথম থেকে নিঃশব্দে অসহ্য উদ্বেগ ভোগ করছিল।

জেনারেল বললেন, 'বিশ্বাস কর, আমারও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল।'

কোলিয়া চেঁচিয়ে বলল, 'বিয়েলোনস্কির গভর্নেস মিসেস স্মিমিটের সঙ্গে সত্যিই বাবার গোলমাল হয়েছিল। আমার মনে আছে।'

নিষ্ঠুর মেয়েটি বলে উঠল, 'সে কি! একেবারে এক! ইউরোপের আরেক প্রান্তে ঠিক একই ঘটনা, খুঁটিনাটি পর্যন্ত এক, এমন কি হাল্কা নীল রঙের পোষাক পর্যন্ত! আপনাকে কাগজটা পাঠিয়ে দেব।'

জেনারেল তবু বলতে লাগলেন, 'কিন্তু দেখ, আমার ঘটনাটা ঘটেছে দু'বছর আগে।'

'ও, ওখানেও তাই আছে!' নাস্তাসিয়া পাগলের মত হাসতে লাগল।

গানিয়া কাঁপাগলায় বলল, 'বাবা. তোমাকে অনুরোধ করছি, বাইরে এস, তোমার সঙ্গে কথা আছে।' সে বাবাকে যন্ত্রচালিতের মত বাইরে নিয়ে গেল।

তার চোখে দারুণ ঘৃণার আভাস।

ঠিক সেই মুহূর্তে সামনের দরজায় প্রচণ্ড জোরে বেল বাজল, যেন বেলটা খসে পড়ে যাবে। তার মানে নতুন কেউ এসেছে। কোলিয়া দরজা খুলতে দৌড়ে গেল।

॥ দশ ॥

মনে হল, দরজায় যেন অনেক গোলমাল এবং লোকজন। বসার ঘর থেকে মনে হল যেন কিছু লোক ঢুকেছে এবং আরো লোক ঢুকছে। একসঙ্গে অনেক লোক কথা বলছে, চেঁচাচ্ছে, সিঁড়িতেও চীৎকার ও কথার শব্দ; দরজাটা নিশ্চয়ই বন্ধ হয়নি। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল। প্রত্যেকে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। গানিয়া খাবার ঘরে ছুটে গেল, কিন্তু ততক্ষণে কয়েকজন সেখানে ঢুকে পড়েছে।

মিশকিনের চেনা একটা গলা চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে এই যে সেই বেইমান! শয়তান গানিয়া, কেমন আছ?'

আরেকটা গলা বলল, 'এই যে, ও নিজেই রয়েছে।'

মিশকিনের ভুল হতে পারে না: প্রথম গলাটা রোগোজিনের, দ্বিতীয়টা লেবেদিয়েভের।

গানিয়া বসার ঘরের দরজায় নীরবে দাঁড়িয়ে ভীতদৃষ্টিতে দেখতে লাগল, খাবার ঘরে পার্ফিয়োন রোগোজিনের সঙ্গে আরো দশ-বারোজন লোক ঢুকছে দেখে বাধা দিল না। দলটা খুব বিচিত্র, অদ্ভুত, বিশৃঙ্খল। কয়েকজন ঢুকল

ওভারকোট আর ফারকোট পরে। ওদের খুব খুশী খুশী মনে হলেও কেউ মাতাল নয়। মনে হল ঢুকতে গিয়ে প্রত্যেকে যেন পরস্পরের নৈতিক সমর্থন খুঁজছে, কারোর যেন একা ঢোকার সাহস নেই, প্রত্যেকে ঠেলাঠেলি করে ঢুকছে। রোগোজিনও সকলের আগে আগে কেমন ভঙ্গীতে ঢুকছে। অথচ ওর কোন মতলব আছে। দেখে মনে হচ্ছে, কোন চিন্তায় যেন মুখ গোমড়া, বিরক্ত। অন্যলোকগুলো শুধু ধুয়ো ধরতে এসেছে। লেবেদিয়েভ ছাড়াও রয়েছে জালিয়োজেভ। সে দরজার মুখে ওভারকোট ছুঁড়ে ফেলে টলতে টলতে ঢুকছে, তার মাথায় কোঁকড়াচুল। এ ধরনের আরো দু তিনজন রয়েছে. তারা নিশ্চয়ই ছোকরা ব্যবসায়ী। একজনের প্রায় সামরিক ধাঁচের ওভারকোট। একটা খুব মোটা, বেঁটে লোক অনবরত হেসে যাচ্ছে, একজন লোক বিশালদেহী, ছ ফিটের বেশী লম্বা, খুব বলিষ্ঠ দেহ, খুব চুপচাপ গোমড়া, নিজের দৈহিক শক্তিতে আস্থাবান। এক ডাক্তারী ছাত্র এবং একটা ছোটোখাট পোলিশ লোকও ঐ দলে ঢুকে পড়েছে। দুজন অচেনা মহিলা সামনের দরজায় উঁকি দিচ্ছে, কিন্তু ভেতরে ঢোকার সাহস নেই। কোলিয়া তাদের মুখের ওপরেই দরজা বন্ধ করে দিল।

রোগোজিন বসার ঘরের দরজায় গানিয়ার সামনে গিয়ে বলল, 'এই যে বদমাস গানিয়, কেমন আছ? পার্ফিয়োন রোগোজিনকে আশা করনি না?'

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বসার ঘরে মুখোমুখি বসে থাকা নাস্তাসিয়ার দিকে তার চোখ পড়ল। তাকে এখানে দেখার কথা সে একটুও ভাবতে পারেনি, কারণ, নাস্তাসিয়াকে দেখে তার অদ্ভুত অবস্থা হল। সে এত বিবর্ণ হয়ে গেল যে, ঠোঁট দুটো নীল হয়ে গেল।

তারপর একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে যেন নিজের মনে বলল, তাহলে, সব সত্যি, এই শেষ হয়ে গেল। বেশ ' হঠাৎ দারুণ ক্ষেপে গিয়ে গানিয়ার উদ্দেশে গর্জে উঠল, 'তোমাকে এর দাম দিতে হবে। ঠিক আছে ।'

রোগোজিন হাঁপাতে লাগল আর কথা বলতে পারছে না। যন্ত্রের মত ঘরের ভেতরে ঢুকল কিন্তু ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ নিনা আর ভারিয়াকে দেখে, আবেগ সত্ত্বেও অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পেছনে ছায়ার মত ঢুকল মাতাল লেবেদিয়েভ তারপরে ছাত্রটি সবল ভদ্রলোক, আর ডাইনে বাঁয়ে হেলতে দুলতে জালিয়োজেভ। সকলের শেষে ঢুকল বেঁটে, মোটা লোকটা। মহিলারা থাকায় তারা এখনো সংযত হয়ে আছে. যদিও এতে তারা খুশী নয়, যদি একবার হৈ হল্লা করার সুযোগ পেত তাহলেই এই সংযম ভেঙে পড়ত। তখন পৃথিবীর সমস্ত মহিলারাও তাদেরকে বাধা দিতে পারত না।

রোগোজিন মিশকিনকে দেখে কিছুটা অবাক হয়ে বলল, 'প্রিন্স, তুমিও এখানে? এখনো সেই মোজা পরনে এ্যাঁ!' মিশকিনের উপস্থিতি ভুলে সে নিঃশ্বাস ফেলল, নাস্তাসিয়াকে দেখে চুম্বকের টানের মত তার দিকে এগিয়ে গেল।

নাস্তাসিয়াও অস্বস্তিকর কৌতূহল নিয়ে লোকগুলোকে দেখছিল।

গানিয়া শেষে সম্বিৎ ফিরে পেল।

নবাগতদের ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে রোগোজিনের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল, 'এসবের অর্থ কি? এটা আস্তাবল নয়; আমার মা-বোন এখানে রয়েছে।'

রোগোজিন দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'আমরা তোমার মা-বোনকে দেখেছি।'

লেবেদিয়েভ সায় দিয়ে উঠল, 'তোমার মা-বোন যে এখানে আছে, সেটা দেখা যাচ্ছে।'

সবল ভদ্রলোকটি সময় হয়েছে ভেবে কি একটা বলে গর্জে উঠল।

গানিয়া হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ে অভদ্রভাবে চেঁচিয়ে উঠল, 'প্রথমতঃ সবাইকে খাবার ঘরে যেতে অনুরোধ করছি ; দ্বিতীয়তঃ, জানতে চাই—'

রোগোজিন একচুলও না নড়ে ক্রুদ্ধভঙ্গীতে ভেংচে উঠল, 'যেন জানে না! তুমি রোগোজিনকে চেনো না?'

'নিশ্চয়ই তোমাকে কোথাও দেখেছি, কিন্তু ··'

'কোথাও দেখেছ! তিনমাস আগে তোমার কাছে আমার বাবার দুশো রুবল লোকসান দিয়েছি। টাকা না পেয়েই সেই বৃদ্ধ মারা গেলেন। তুমি আমায় উস্কেছিলে, আর নিফ ঠকিয়েছিল। আমায় চিনতে পারছ না? তিৎসিন সাক্ষী ছিল। যদি এখন তোমায় তিন রুবল দেখাতাম, তাহলে সেই টাকার জন্য হামাগুড়ি দিয়ে ভ্যাসিলিয়েভস্কি পর্যন্ত যেতে—তুমি সেইরকম লোক! তোমার মন এইরকম! এখানে এখন এসেছি তোমায় কিনতে। এরকম জুতো পরে এসেছি বলে কিছু ভেবো না। এখন আমার অনেক টাকা ; তোমাদের সবাইকে সব জিনিষসহ কিনতে পারি, ইচ্ছে করলেই। সবকিছু কিনে নেব!' রোগোজিন যেন ক্রমশঃ উত্তেজিত আর মাতাল হয়ে উঠতে লাগল। চেঁচিয়ে উঠল, 'নাস্তাসিয়া, আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না। একটা কথা বল : ওকে তুমি বিয়ে করবে, না করবে না?'

মৃত্যুদণ্ডের আসামীর মত বেপরোয়া দুঃসাহসে রোগোজিন প্রশ্নটা করল, যেন দেবতাকে প্রশ্ন করছে। মরণান্তিক উদ্বেগে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল।

নাস্তাসিয়া ক্রুদ্ধ, ব্যঙ্গাত্মক চাহনিতে তার আপাদমস্তক দেখতে লাগল। কিন্তু নিনা, ভারিয়া আর গানিয়াকে দেখে নিয়ে হঠাৎ ভঙ্গী বদলাল।

শান্ত, গম্ভীরভাবে, একটু যেন অবাক হয়ে বলল, 'কক্ষনো না। তোমার কি হয়েছে? এরকম প্রশ্ন করার খেয়াল হল কেন?'

রোগোজিন আনন্দে প্রায় পাগল হয়ে বলল, 'না? না! তাহলে করছ না? কিন্তু ওরা বলেছিল·· আহা!·· নাস্তাসিয়া, ওরা বলছে তুমি গানিয়াকে কথা দিয়েছ। ওকে! এও কি সম্ভব! ওদের বলেছিলাম, এ অসম্ভব। ওকে আমি একশো রুবলে কিনতে পারি। যদি ওকে এক হাজার বা তিন হাজার রুবল দিই, তাহলে ও বিয়ের দিন আমাকে কনে দিয়ে পালাবে। তাই না গানিয়া, তিন হাজার রুবল নেবে না? এই যে টাকা—পেয়ে গেলে! তোমায় চুক্তিটায় সই করাতে এসেছিলাম। বলেছিলাম, ওকে কিনব, কিনবই।'

গানিয়া একবার লাল, একবার ফ্যাকাশে হচ্ছিল ; এবারে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঘর থেকে বেরিয়ে যাও ; তুমি মাতাল!'

তার রাগের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ফেটে পড়ল ; রোগোজিনের দলবল শুধু লড়াইয়ের সঙ্কেত পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। খুব বিজ্ঞভাবে লেবেদিয়েভ রোগোজিনের কানে কানে কি বলছিল।

রোগোজিন বলল, 'ঠিক বলেছ, ঠিক! এই যে! নাস্তাসিয়া!' সে পাগলের মত চূড়ান্ত উদ্ধত ভঙ্গীতে বলল, 'এই যে আঠারো শো রুবল!' সে টেবলের ওপরে সাদা কাগজে মোড়া, দড়িতে বাঁধা একতাড়া নোট ছুঁড়ে ফেলল। 'ঐ যে!···আরো

আসবে।'

বিনিময়ে কি চাই সেটা সে সাহস করে বলতে পারল না।

লেবেদিয়েভ ক্ষোভের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে উঠল, 'না, না, না!'

বোঝা গেল, টাকার বিরাট অঙ্কে সে ভয় পেয়ে অনেক কম টাকায় ভাগ্য পরীক্ষার অনুরোধ জানাচ্ছে।

'না, ভাই, তুমি বোকা; এখানে কিভাবে চলতে হবে, জানো না···মনে হচ্ছে আমিও যেন তোমার মত বোকা!' নাস্তাসিয়ার জ্বলন্ত চোখে চোখ পড়তেই রোগাজিন চমকে উঠে থেমে গেল। গভীর দুঃখে বলল, 'এঃ! তোমার কথা শুনতে গিয়ে সব গোলমাল করে ফেলেছি।'

নাস্তাসিয়া রোগাজিনের কালো মুখ দেখে হঠাৎ হেসে উঠল।

'আমার কাছে আঠারোশো রুবল? দেখা যাচ্ছে, লোকটা চাষা!' উদ্ধত ভাবে কথাটা বলে চলে যাবার ভঙ্গীতে সে উঠে দাঁড়াল।

গানিয়া হতাশ মনে সমস্ত ঘটনাটা দেখে যাচ্ছিল।

রোগাজিন চেঁচিয়ে উঠল, 'তাহলে চল্লিশ হাজার—আঠারোশো নয়! তিৎসিন আর বিস্কাপ কথা দিয়েছিল যে, সাতটার মধ্যে আমাকে চল্লিশ হাজার রুবল এনে দেবে। চল্লিশ হাজার! নগদ!'

দৃশ্যটা অতি জঘন্য হয়ে উঠেছে, তবুও নাস্তাসিয়া দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল, যেন ইচ্ছে করেই সে সময় নিচ্ছে। নিনা আর ভারিয়াও তাদের জায়গা থেকে উঠে নিঃশব্দ ক্ষোভে দেখছে ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। ভারিয়ার চোখ জ্বলছে, কিন্তু নিনার অবস্থা বেদনাদায়ক; মনে হচ্ছে অজ্ঞান হওয়ার আগে তিনি কাঁপছেন।

'আচ্ছা, তাহলে এক লক্ষ! আজ তোমায় একলাখ রুবল দেব। তিৎসিন, টাকাটা ধার দাও; তোমার ক্ষতি হবে না।'

দ্রুত তার কাছে গিয়ে হাত ধরে তিৎসিন হঠাৎ ফিসফিসিয়ে বলল, 'তুমি পাগল হয়ে গেছ! পাগল হয়ে গেছ! ওরা পুলিশ ডাকবে। তুমি কোথায় আছ?'

নাস্তাসিয়া যেন ব্যঙ্গ করে উঠল, ' মদ খেয়ে বড় বড় কথা বলছে।'

'আমি বড় বড় কথা বলছি না; সন্ধ্যের আগেই টাকাটা জোগাড় করব। তিৎসিন, আমাকে ধার দাও! কি চাই বল? আজ সন্ধ্যায় একলাখ রুবল জোগাড় করে দাও। দেখিয়ে দেব যে, কিছুই আমাকে বাধা দিতে পারে না।' রোগোজিন আনন্দে উত্তেজিত।

আর্দালিয়োন দারুণ উত্তেজনায় রোগাজিনের কাছে গিয়ে ভয়ঙ্কর গলায় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ সবের মানে কি .

আগের মুহূর্ত পর্যন্ত চুপ করে থাকার পর হঠাৎ এই বৃদ্ধের ক্রোধের প্রকাশ ব্যাপারটাকে খুব হাস্যকর করে তুলল। সবাই হাসতে শুরু করল।

রোগোজিন হেসে উঠল, 'এখানে কে কে রয়েছে? চলে আসুন দাদু, আপনাকে আমরা মাতাল করব!'

কোলিয়া লজ্জায়, ক্ষোভে কেঁদে ফেলল, 'এ অসহ্য!'

ভারিয়া রাগে কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই নির্লজ্জ মেয়েছেলেটাকে নিয়ে যাওয়ার মত কি এখানে কেউ নেই?'

নাস্তাসিয়া ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় জবাব দিল, 'ওরা আমায় নির্লজ্জ মেয়েছেলে

বলছে আর আমি কি না বোকার মত আজ আমার পার্টিতে যাওয়ার জন্য ওদের বলতে এসেছিলাম। গ্যাভ্রিল, এই তোমার বোনের ব্যবহার!'

বোনের ব্যবহারে কিছুক্ষণ গানিয়া যেন বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু নাস্তাসিয়া এবারে সত্যিই চলে যাচ্ছে দেখে পাগলের মত দৌড়ে গিয়ে ভারিয়ার হাত চেপে ধরল।

'কি করলে?' গানিয়া এমনভাবে তাকাল যেন ওকে ছাই করে ফেলবে।

গানিয়ার একেবারে কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে, কি করছে বুঝতে পারছে না।

ভারিয়া দর্পিত ঘৃণায় ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি কি করেছি? আমায় টানছ কেন? ইতর কোথাকার; তোমার মাকে আর তোমার পরিবারকে অপমান করাব জন্য ও এখানে এসেছে বলে কি ওর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে?'

এক মুহূর্ত এভাবে ওরা পরস্পরের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে রইল। গানিয়া এখনো ওর হাত ধরে আছে। দুবার ভারিয়া প্রাণপণে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল, শেষে নিজেকে সংযত করতে না পেরে ভাইয়ের মুখে থুতু ছিটিয়ে দিল।

নাস্তাসিয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'কী মেয়ে! সাবাস। তিৎসিন, তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

গানিয়াব চোখের সামনে সবকিছু দুলতে লাগল, নিজের কথা একেবারে ভুলে গিয়ে সে সর্বশক্তি দিয়ে বোনকে আঘাত করল। সে ভারিয়ার মুখে চড মারতে যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ আরেকটা হাত তার হাত চেপে ধরল। মিশকিন ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

প্রচণ্ড আবেগে কাঁপতে কাঁপতে সে দৃঢ় গলায় বলল, 'থাক, যথেষ্ট হয়েছে।'

গানিয়া গর্জে উঠল, 'আপনি কি সব সময় বাধা দেবেন?' ভারিয়ার হাত ছেড়ে দিয়ে ক্রোধে উন্মত্ত গানিয়া মিশকিনের মুখে প্রচণ্ড একটা চড মারল।

কোলিয়া হাত মুঠো করে চেঁচিয়ে উঠল, 'হে ভগবান!'

চারদিকে চীৎকার শোনা গেল। মিশকিন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। অদ্ভুত ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে সে সোজা গানিয়ার দিকে তাকাল; কথা বলার চেষ্টায় তার ঠোঁট দুটো বিকৃত হয়ে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল।

শেষে মৃদু গলায় বলল, 'বেশ, মারুণ,—কিন্তু ওকে—মারতে দেব না।'

হঠাৎ সরে গিয়ে দু হাতে মুখ ঢাকা দিয়ে দেয়ালের দিকে ফিরে এক কোণে দাঁড়িয়ে ভাঙ্গা গলায় বলল, 'যা করলেন, তার জন্য খুব লজ্জা পাবেন!'

গানিয়া সত্যিই একেবারে বিপর্যস্ত চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে। কোলিয়া মিশকিনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ছুটে গেল। তার সঙ্গে রোগোজিন, ভারিয়া, তিৎসিন, নিনা—সকলে, এমন কি জেনারেলও গিয়ে মিশকিনকে ঘিরে ধরলেন।

মিশকিন সেই বিচিত্র হাসি নিয়েই সবাইকে বলতে লাগল, 'কিছু হয়নি, কিছু হয়নি।'

রোগাজিন চেঁচিয়ে উঠল, 'ও অনুতাপ করবে। গানিয়া তুমি লজ্জিত হবে যে এরকম একটা···ভেড়াকে (সে আর কোন কথা খুঁজে পেল না) অপমান করেছ। প্রিন্স, ভাই, ওদের ছেড়ে চলে এস। তোমায় দেখিয়ে দেব, রোগোজিন কেমন বন্ধু হতে পারে।'

নাস্তাসিয়াও গানিয়ার ব্যবহার আর মিশকিনের জবাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। তার স্বভাবতঃ বিবর্ণ, বিষণ্ণ মুখ, যে মুখে চেষ্টাকৃত হাসি একটুও খাপ খায় না, নতুন অনুভূতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অথচ সে যেন সেটা জানতে দিতে চায় না, তাই একটা ব্যঙ্গাত্মক ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ আগের প্রশ্নটা মনে পড়ায় খুব আন্তরিক সুরে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই ওর মুখ কোথাও দেখেছি।'

মিশকিন হঠাৎ গভীর, তীব্র ভর্ৎসনায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনার লজ্জা করে না? যেরকম ভাব দেখাচ্ছেন, নিশ্চয়ই আপনি তা নন? এটা সম্ভব নয়।'

নাস্তাসিয়া বিস্মিত হয়ে হাসল, যেন হাসি দিয়ে কিছু গোপন করছে। কিছুটা দাবড়ে গিয়ে গানিয়ার দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছনোর আগে দ্রুত ফিরে গিয়ে নিনার হাতটা নিয়ে ঠোঁটে ঠেকাল।

খুব লালমুখে দ্রুত ফিসফিসিয়ে বলল, 'উনি ঠিকই বলেছেন, আমি সত্যি এরকম নই।' তারপর এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল যে কেউ বুঝবার সময় পেল না যে সে কেন ফিরে এসেছিল। শুধু দেখা গেল, সে নিনাকে ফিসফিস করে কিছু বলল এবং তাঁর হাতে চুমু খেল। কিন্তু ভারিয়া সব দেখেছে, শুনেছে, এবং দেখল যে সে চিন্তিতভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে।

গানিয়া সম্বিৎ ফিরে পেয়ে নাস্তাসিয়াকে বিদায় জানাতে ছুটে গেল। কিন্তু তৎক্ষণে সে বেরিয়ে গেছে। গানিয়া সিঁড়িতে তাকে ধরে ফেলল।

নাস্তাসিয়া চেঁচিয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে এসো না, এখন চলি। অবশ্যই আসবে কিন্তু, বুঝেছ?'

গানিয়া হতবুদ্ধি ও বিরক্ত হয়ে ফিরে এল, একটা কষ্টদায়ক অনিশ্চয়তা তীব্রভাবে তার বুকে চেপে রয়েছে। মিশকিনের চেহারাও তার মনে ফিরছে। এত চিন্তায় ডুবে আছে যে, রোগোজিনের দলবল তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাট থেকে বেরোবার সময়ে ওর গা ঘেঁষে চলে যাওয়া সত্ত্বেও সে সেটা লক্ষ্যই করল না। তারা সবাই জোরে জোরে কিছু আলোচনা করছে। রোগোজিন কোন দরকারী, জরুরী কথা তিৎসিনকে বলতে বলতে যাচ্ছে।

গানিয়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে বলল, 'গানিয়া, তুমি হেরে গেলে!'

গানিয়া অপ্রতিভভাবে তাকে দেখল।

॥ এগার ॥

মিশকিন বসার ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। কোলিয়া দৌড়ে গেল তাকে সান্ত্বনা দিতে। মনে হল, অসহায় ছেলেটি যেন তাকে ছাড়া থাকতে পারছে না।

কোলিয়া বলল, 'চলে এসে ভাল করেছেন। এখন আরো বিশ্রী ব্যাপার হবে। রোজই আমাদের এরকম হয়; সব ঐ নাস্তাসিয়ার জন্য।'

মিশকিন বলল, 'কোলিয়া, তোমাদের পরিবারে অনেক অশান্তির কারণ রয়েছে।'

'হ্যাঁ, তা রয়েছে। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সব আমাদের নিজেদেরই দোষ। কিন্তু আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে, তার ভাগ্য আরো খারাপ। তার সঙ্গে দেখা করতে চান?'

'খুব। সে কি তোমার সঙ্গী?'

'হ্যাঁ, প্রায় সঙ্গীর মত। পরে সব বলব। ...কিন্তু, নাস্তাসিয়াকে দেখতে সুন্দর, তাই না? আগে খুব চেষ্টা করলেও ওকে দেখতে পাইনি। আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। গানিয়া যদি ওকে ভালবাসত, তাহলে গানিয়ার সবকিছু ক্ষমা করতাম। কিন্তু ও টাকা নিচ্ছে কেন? ঐটাই তো বিশ্রী।'

'হ্যাঁ, তোমার ভাইকে আমার বিশেষ ভাল লাগে না।'

'লাগার কথা নয়। যদি পরে কিন্তু জানেন, ওসব ধারণা আমি সহ্য করতে পারি না। কোন পাগল, বা বোকা, বা বদমাস পাগলামির ঝোঁকে আপনার মুখে চড় মারল আর অমনি আপনি এত অপমানিত হলেন যে রক্ত না ঝরালে সে অপমান মুছবে না, যদি না অন্য লোকটা হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চায়—আমার মতে, এটা অবাস্তর শয়তানি। লার্মোন্তোভের নাটক 'মাস্কারেড'-এর এই হল ভিত্তি, আমার এটাকে বোকামি মনে হয়। কিংবা মনে হয়, অস্বাভাবিক। কিন্তু উনি নাটকটা প্রায় ছোট বয়সে লিখেছিলেন।'

'তোমার বোনকে আমার খুব ভাল লাগে।'

'কিভাবে ও গানিয়ার মুখে থুতু দিল। ওর খুব সাহস। তবে আপনি যে ওকে থুতু দেননি, সেটা সাহসের অভাব নয়। এই যে, ও এসে গেছে·· জানতাম, আসবে। দোষ থাকলেও ওর মনটা উদার।'

ভারিয়া প্রথমেই কোলিয়ার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'তোমার এখানে কোন কাজ নেই। বাবার কাছে যাও। প্রিন্স, ওকি আপনাকে বিরক্ত করছে?'

'একটুও না; বরং উল্টোটা।'

কোলিয়া যেতে যেতে বলল, 'ভেবেছিলাম, বাবা নিশ্চয়ই রোগোজিনের সঙ্গে ঝগড়া করবেন। এখন বোধ হয় উনি অনুতপ্ত। কি করছেন, দেখা দরকার।'

'ভগবানের কৃপায়, মাকে সরিয়ে এনে শুইয়ে দিয়েছি, আর কোন নতুন ঝামেলা হয়নি। গানিয়া খুব লজ্জা পেয়েছে, মুষড়ে পড়েছে। হওয়ারই কথা। কী শিক্ষা! ...আমি আপনাকে আবার ধন্যবাদ দিতে এলাম আর জানতে এলাম, আপনি কি নাস্তাসিয়াকে আগে চিনতেন?'

'না, চিনতাম না।'

'তাহলে কি করে ওকে বললেন, "ও এরকম নয়?" বোধ হয় ঠিকই অনুমান করেছেন। মনে হয়, সত্যিই ও ওরকম নয়। অবশ্য আমি ঠিক ওকে বুঝতে পারিনি। আমাদের অপমান করাই যে ওর উদ্দেশ্য ছিল, সেটা স্পষ্ট। ওর সম্বন্ধে আগে অনেক অদ্ভুত কথা শুনেছি। কিন্তু আমাদের নেমন্তন্ন করতে এসে কি করে মার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করতে পারল? তিৎসিন ওকে ভালভাবে চেনে। সে বলছে, আজ ওকে সে বুঝতেই পারেনি। আর রোগোজিন! আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোন লোকের পক্ষে এভাবে অন্য লোকের বাড়ীতে কথা বলা অসম্ভব। মা-ও আপনার জন্য খুব চিন্তিত।'

মিশকিন হাত নেড়ে বলল, 'ও নিয়ে ভাববেন না।'

'ও কেন আপনার কথা শুনল?'

'কোন বিষয়ে?'

'আপনি ওকে বললেন যে, ওর লজ্জা পাওয়া উচিত এবং তক্ষুণি ও বদলে

গেল।' ভারিয়া মৃদু হেসে বলল, 'ওর ওপরে আপনার দখল আছে, প্রিন্স।'

দরজা খুলে গেল, ওরা এই দেখে খুব অবাক হয়ে গেল যে, গানিয়া ঢুকল। সে ভারিয়াকে দেখেও ইতস্ততঃ করল না। এক মুহূর্ত দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে দৃঢ়ভাবে মিশকিনের দিকে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ খুব আবেগে বলে উঠল, 'প্রিন্স, আমি ইতরের মত ব্যবহার করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন।'

তার মুখে গভীর যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। মিশকিন অবাক হয়ে তাকাল, তখনি জবাব দিতে পারল না।

গানিয়া অধীরভাবে অনুনয় করতে লাগল, 'আমায় ক্ষমা করুন—ক্ষমা করুন! যদি চান, আপনার হাত চুম্বন করতেও আমি প্রস্তুত।'

মিশকিন খুব অভিভূত হয়ে নীরবে দু হাতে গানিয়াকে জড়িয়ে ধরল। ওরা পরস্পরকে আন্তরিকভাবে চুম্বন করল।

শেষে মিশকিন গভীর শ্বাস নিয়ে বলল, 'আপনি যে এরকম, এটা আমি একেবারে বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, এ আপনার পক্ষে . অসম্ভব।'

'আমার দোষের জন্য? ···আজ সকালে আমি কেন আপনাকে নির্বোধ ভেবেছিলাম? অন্য লোক যা দেখতে পায় না, আপনি তা দেখতে পান। আপনার সঙ্গে কথা বলা যায়, কিন্তু···না বলাই ভাল।'

মিশকিন ভারিয়াকে দেখিয়ে বলল, 'এর কাছেও আপনার ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

গানিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলল, 'না, ওরা সবাই আমার শত্রু। জেনে রাখুন প্রিন্স, আমি অনেক চেষ্টা করেছি। ওদের কাছে কখনো প্রকৃত ক্ষমা পাওয়া যায় না।'

সে ভারিয়ার দিক থেকে ফিরে দাঁড়াল।

হঠাৎ ভারিয়া বলল, 'হঁ' আমি তোমায় ক্ষমা করব!'

'আজ রাতে নাস্তাসিয়ার বাড়ীতে যাবে?'

'হ্যাঁ, যদি চাও, যাব; কিন্তু এখ আমার যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে কিনা, সেটা তোমার নিজেরই বোঝা উচিত।'

'সে ওরকম নয়। আমাদের কিরকম ধাঁধাঁয় ফেলেছে, দেখেছ। এটা তার চালাকি।' গানিয়া শয়তানী হাসি হাসল।

'আমিও জানি সে এরকম নয়, এসব তার চালাকি। কিন্তু সে কি বলতে চায়? তাছাড়া গানিয়া, চিন্তা কর—তোমাকে সে কি চোখে দেখে? সে তোমার হাতে চুমু খেতে পারে—এও হয়তো এক ধরনের চালাকি—কিন্তু তবুও সে তোমায় টিটকিরি দিচ্ছিল। এটা পঁচাত্তর হাজারের যোগ্য সত্যিই নয়! তোমার এখনো সম্মান জ্ঞান আছে, তাই বলছি। তুমিও যেও না। সাবধান থেকো! এর শেষ ভাল হতে পারে না।'

কথা কটা বলে ভারিয়া খুব উত্তেজিতভাবে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গানিয়া হেসে বলল, 'ওরা সবাই এইরকম। ওরা কি ভাবে আমি কিছু জানিনা? আমি ওদের চেয়ে অনেক বেশী জানি।'

গানিয়া সোফাতে বসে পড়ল, স্পষ্টতঃ সে আরো কিছুক্ষণ থাকতে চায়।

মিশকিন শান্তস্বরে বলল, 'আপনি নিজেই যখন জানেন যে, এটা পঁচাত্তর হাজারের উপযুক্ত নয়, তখন কেন এই দুর্দশাকে বেছে নিচ্ছেন?'

'ও কথা বলছি না। আচ্ছা বলুন তো, আপনার কি মনে হয়—আমি বিশেষ করে আপনার মতটাই জানতে চাই। এই "দুর্দশা" কি পঁচাত্তর হাজারের উপযুক্ত?'

'উপযুক্ত বলে মনে হয় না।'

'জানতাম এই কথাই বলবেন। কিন্তু এরকম বিয়ে কি লজ্জাকর?'

'খুবই লজ্জাকর।'

'বেশ, তাহলে বলে দিচ্ছি যে ওকে বিয়ে করবই; এখন আর কোন সন্দেহই নেই। একটু আগেও দ্বিধা করছিলাম, কিন্তু এখন আর সন্দেহ নেই। কথা বলছেন না। জানি কি বলতে চান।'

'আপনি যা ভাবছেন, তা বলছি না। আপনার প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে খুব অবাক হয়েছি।'

'কিসে? কোন্ আত্মবিশ্বাস?'

'যে, নাস্তাসিয়া আপনাকে অবশ্যই বিয়ে করবে এবং সেটা ঠিক হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয়তঃ যদি সে বিয়ে করে, পঁচাত্তর হাজার কবল আপনার পকেটেই আসছে। অবশ্য এরমধ্যে আরো অনেক ব্যাপার আছে, সে বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।'

গানিয়া মিশকিনের কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'নিশ্চয়ই আপনি সব জানেন না। কেন আর এভাবে নিজেকে বাঁধনে জড়াব?'

'আমার মনে হয়, লোকে প্রায়ই টাকার জন্য বিয়ে করে আর টাকাটা থাকে বৌয়ের কাছে।'

'না, আমাদের তা হবে না এক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা' অস্বস্তির সঙ্গে ভাবতে ভাবতে গানিয়া বলল, 'কিন্তু ওর জবাব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। আপনি কেন ভাবলেন যে, ও আমায় ফিরিয়ে দেবে?'

'যা দেখেছি আর ভারভারা যা এইমাত্র বলল, সে ছাড়া আর কিছু জানি না।'

'আঃ। ও সব বাজে কথা। ওরা আর কিছু বলতে পারে না। আমার কথা শুনুন, ও রোগোজিনকে ব্যঙ্গ করছিল। আমি স্পষ্ট দেখেছি। প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু এখন সব বুঝতে পারছি। ওভাবেই কি ও মা, বাবা আর ভারিয়ার সঙ্গে ব্যবহার করেছে?'

'আপনার সঙ্গেও করেছে।'

'হতে পারে, কিন্তু ওটা একটা মেয়ের অপমানের শোধ নেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। ও ভয়ঙ্কর বদমেজাজী, অভিমানী আর দাম্ভিক। চাকরিতে উন্নতি না হওয়া কেরাণীর মত। ও সবাইকে ঘৃণা দেখাতে চেয়েছিল···আমাকেও। সেটা সত্য, স্বীকার করছি। .. তবুও সে আমাকে বিয়ে করবে। আপনি জানেন না মানুষের দম্ভ কত অদ্ভুত হয়। সে আমাকে বদমাস মনে করে, কারণ আমি আরেকজনের রক্ষিতাকে এরকম প্রকাশ্যে টাকার জন্য গ্রহণ করছি। ও জানে না যে, অন্যলোক হলে ওকে আমার চেয়ে আরো খারাপভাবে নিত, স্ত্রীলোকসংক্রান্ত

উদার আর প্রগতিশীল ধারণাগুলো ওর মাথায় ঢোকাত; আর ছুঁচে সুতো ঢোকার মত তাদের ফাঁদে গিয়ে ঢুকত। তারা ঐ দাম্ভিক, মূর্খকে বিশ্বাস করাত (অনায়াসেই) যে, তাকে তার মহান হৃদয় আর দুর্ভাগ্যের জন্য বিয়ে করা হয়েছে, অথচ আসল কারণ থাকত টাকা। আমি কোন ভাণ করছি না বলে আমি অপ্রিয়; ভাণ করাই উচিত ছিল। কিন্তু ও নিজে কি করছে? সেটাও কি ভাণ নয়? কাজেই আমাকে ঘৃণা করার কি অধিকার আছে ওর? কারণ আমি কিছুটা গর্ব প্রকাশ করেছি এবং পরাজয় স্বীকার করিনি। ঠিক আছে, দেখে নেব!'

'এ ঘটনার আগে কি ওকে ভালবেসেছিলেন?'

'প্রথমে ভালবেসেছিলাম। তবে, সেটাই যথেষ্ট হয়েছে। অনেক রক্ষিতা আছে যারা অপদার্থ। বলছি না যে, ও আমার রক্ষিতা ছিল। যদি ও চুপ করে থাকে, তাহলে আমিও চুপ করে থাকব; যদি ও ঝগড়া করে তাহলে তক্ষুণি টাকাটা নিয়ে ওকে ছেড়ে চলে যাব। আমি বিরক্তিকর হতে আদৌ চাই না।'

মিশকিন সাবধান বলল, 'আমার ধারণা, নাস্তাসিয়া চালাক: ফাঁদে পা দিলে যে তার কী দুর্দশা হবে সেটা আগে থেকে বুঝেও সে তা করবে কেন? দেখবেন, সে হয়ত আর কাউকে বিয়ে করবে। ওটাই আমার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর।'

'কারণ আছে। প্রিন্স, আপনি সবকিছু জানেন না…এটা…তাছাড়া, ওকে বোঝানো হয়েছে যে, আমি ওকে পাগলের মত ভালবাসি। উপরন্তু, আমার দৃঢ় ধারণা, ও নিজস্ব ভঙ্গীতে আমাকে ভালবাসে—যেমন, কথায় বলে, "যাকে আমি ভালবাসি, তাকে আমি গড়ে নিই।" সারাজীবন ও আমাকে শয়তান মনে করবে (হয়ত ঐটাই চায়), তবু ও নিজস্ব ধরনে আমাকে ভালবাসবে। নিজেকেও তারজন্য তৈরী করছে; এটাই ওর চরিত্র। ও হল খাঁটি রুশ। কিন্তু ওর জন্যে আমার সামান্য অবাক হওয়া বাকী ছিল। এক্ষুণি দৈবাৎ ভারিয়ার ঘটনাটা ঘটে গেল, কিন্তু তাতে আমার সুবিধা হয়েছে; আমার আনুগত্য দেখে ওর বিশ্বাস হয়েছে যে, ওর জন্য সব সম্পর্ক ছিন্ন করতেও আমি প্রস্তুত। কিন্তু জেনে রাখুন, আমি অত বোকা নই। আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন আমি খুব বকবক করি? হয়ত আপনাকে বিশ্বাস করে ভুল করছি। কিন্তু প্রথম আপনাকেই দেখলাম, একজন সম্মানযোগ্য লোক, তাই আপনাকে বিরক্ত করছি। ঠাট্টা করছি ভাববেন না। এক্ষুণি যা ঘটল, তার জন্য কি আপনি রেগে গেছেন? বোধ হয়, গত দু বছরের মধ্যে এই প্রথম আমি মন খুলে কথা বলছি। এখানে সৎলোক অতি অল্প; তিৎসিনের চেয়ে কেউ বেশী সৎ নয়। আপনি বোধ হয় হাসছেন, না? শয়তানরা সৎ লোককে ভালবাসে। জানেন না? আমিও নিশ্চয়ই তাই…কিন্তু আমি কি করে পাজী হলাম? আপনি সত্যি করে বলুন তো! কেন ওরা নাস্তাসিয়ার মত আমাকে শয়তান বলবে? জানেন, আমিও ওদের মত নিজেকে শয়তান বলি! এইটাই শয়তানী, সত্যি শয়তানী!'

মিশকিন বলল, 'আমি আর কখনো আপনাকে শয়তান ভাবব না। এক্ষুণি আপনাকে খুব খারাপ ভেবেছিলাম; হঠাৎ আপনি আমায় খুব আনন্দ দিলেন। আমার শিক্ষা হল যে, বিনা অভিজ্ঞতায় বিচার করতে নেই। এখন দেখছি যে, আপনাকে খারাপ ভাবা যায় না, দুর্নীতিগ্রস্তও নয়। আমার মতে, আপনি অতি

সাধারণ মানুষের একজন, শুধু হয়ত খুব দুর্বল এবং একেবারে সাধারণ।'

গানিয়া নিজের মনে ব্যঙ্গের হাসি হাসল, কিন্তু কথা বলল না। মিশকিনের মতামতে ও অখুশী হয়েছে দেখে মিশকিন অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। সেও চুপ করে রইল।

গানিয়া বলল, 'বাবা কি আপনার কাছে টাকা চেয়েছেন?'

'না।'

'যদি চান, দেবেন না। কিন্তু মনে পড়ে, এক সময়ে উনি খুব ভদ্রলোক ছিলেন। পদস্থ লোকদের সঙ্গে দেখা করতেন। বৃদ্ধ হলে এই ভদ্রলোকরা কি দ্রুত বদলে যায়! পরিস্থিতির এতটুকু পরিবর্তন হলেই আর কিছু থাকে না; সব ভদ্রতা এক নিমেষে চলে যায়। উনি আগে কখনো এরকম মিথ্যে কথা বলতেন না। আগে শুধু অতি উৎসাহী ছিলেন—এখন কি হয়েছে দেখুন! অবশ্য, এর আসল কারণ হল মদ খাওয়া। জানেন, ওঁর রক্ষিতা আছে? এখন উনি নিরপরাধ মিথ্যেবাদীর চেয়ে খারাপ হয়ে গেছেন। আমার মায়ের এত কষ্ট বুঝতে পারেন না। উনি কি কার্স অবরোধের গল্প বলেছেন? কিভাবে ওঁর পাঁশুটে ঘোড়া কথা বলতে লাগল? ওখানেও থামেন না।'

গানিয়া হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়ল। তারপর অকস্মাৎ মিশকিনকে বলল, 'ওভাবে আমার দিকে দেখছেন কেন?'

'আপনার এত প্রাণ খোলা হাসিতে অবাক হচ্ছি। এখনো আপনার হাসি শিশুর মত। এখনি আপনি আমার সঙ্গে মিটমাট করতে এসে বললেন, "আপনি যদি চান, আপনার হাতে চুম্বন করব"—যেমন শিশুরা বলে। তাহলে এখনো আপনি এরকম কথা ও আবেগ প্রকাশ করতে পারেন। তারপরেই শুরু করলেন এই নোংরা ব্যাপার আর পঁচাত্তর হাজারের বিষয়ে প্রায় একটা বক্তৃতা। সবটা কেমন অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য লাগছে।'

'এর থেকে কি বুঝলেন?'

'খুব বেপরোয়াভাবে কি চলছেন না? আগে সব দেখে নেওয়া উচিত নয় কি? ভারভারা বোধ হয় ঠিকই বলেছেন।

'ও, নীতিবোধ! আমি বোকা!' গানিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বাধা দিয়ে বলে উঠল 'আমি নিজেও সেটা জানি, আপনার সঙ্গে আমার কথাবার্তা থেকেই জানি। টাকার জন্য এ বিয়ে আমি করছি না প্রিন্স।' 'গানিয়া যেন যৌবনের গর্বে আঘাত লাগায় কথা না বলে পারছে না। 'যদি তাই হয়, তাহলে আমার খুবই বিপদ হবে, কারণ এখনো আমার মন ও চরিত্র দুর্বল। কারণ আমি আবেগতাড়িত, আমার প্রধান লক্ষ্য একটিই। আপনি ভাবছেন পঁচাত্তর হাজার রুবল পেলেই আমি দৌড়ে গিয়ে গাড়ী কিনব। না, গত বছরের আগের বছরের কোটটাই পরব এবং ক্লাবের সব বন্ধুদের সঙ্গ ছাড়ব। আমরা সবাই অর্থলোভী হলেও আমাদের মধ্যে অধ্যবসায়ী খুব অল্পই। আমি অধ্যবসায়ী হতে চাই। সেটা ভালভাবে করাটাই আসল; সেটাই হল সমস্যা। সতেরো বছর বয়সে তিৎসিন রাস্তায় সুতো আর পেন্সিল কাটা ছুরি বিক্রি করত। এক কোপেক দিয়ে শুরু করে এখন সে ষাট হাজারের মালিক; কিন্তু তার জন্য তাকে কত পরিশ্রম করতে হয়েছে! আমি ঐ পরিশ্রম না করে সোজাসুজি মূলধন নিয়ে শুরু করব। পনেরো বছরের মধ্যে

লোক বলল, "ঐ যে ইহুদীদের রাজা ইভোলজিন যাচ্ছে।" আপনি বলছেন, আমি সাধারণ লোক। মনে রাখবেন প্রিন্স, আমাদের যুগের এবং আমাদের দেশের কোন লোক সব চেয়ে বেশী অপমানিত হয়, যদি তাকে বলা হয় যে সে সাধারণ মানুষ, তার মন দুর্বল, তার কোন বিশেষ ক্ষমতা নেই। আপনি আমাকে প্রথম শ্রেণীর শয়তান হওয়ার কৃতিত্বও দিলেন না, এক্ষুণি এই কারণে আপনাকে প্রায় মেরে ফেলতে গিয়েছিলাম। আপনি আমাকে এপানচিনের থেকেও বেশী অপমান করেছেন। উনি কোন আলোচনা না করে, আমাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা না করে সরল মনে ভেবে নিলেন যে আমি আমার বৌকে বেচে দিতে পারি। অনেক দিন ধরে এই কারণে আমি ক্ষেপে গেছি। আমার টাকা চাই। টাকা পেলে আমি খুব অসাধারণ হয়ে উঠব। টাকার সবচেয়ে হীন ও ঘৃণ্য দিকটি হল যে, ক্ষমতাও টাকায় কেনা যায়, পৃথিবী যতদিন থাকবে, কেনা যাবেও। আপনি এগুলোকে ছেলেমানুষী বা রোমান্টিক তা বলবেন। তাতে আমার আরো মজাই লাগবে, যা চাই তা আমি করবই। অন্তত চেষ্টা চালিয়ে যাব। এপানচিন কেন আমাকে ওভাবে অপমান করবেন? ঘৃণায়? কখনো না! এর কারণ শুধু এই যে আমি এত সামান্য লোক। কিন্তু তখন ··যাক, অনেক হয়েছে; এখন ওঠা যাক। কোলিয়া ইতিমধ্যে দুবার দরজায় উঁকি দিয়ে গেছে; ও আপনাকে খেতে ডাকছে। আমি চলে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে দেখা করব। আমাদের সঙ্গে আপনি মানিয়ে চলতে পারবেন, ওরা এখন আপনাকে পরিবারের একজন করে নেবে। আমাকে যেন ত্যাগ করবেন না। আমার ধারণা, আমি এবং আপনি হয় বন্ধু. নয় শত্রু হব। যদি আপনার হাতে চুম্বন করতাম (আন্তরিকভাবে তাই করতে চেয়েছিলাম), তাহলে কি হত মনে হয়? তাহলে কি পরে আপনার শত্রুতা করতাম?'

মিশকিন একটু ভেবে নি হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই করতেন, তবে বরাবরের জন্য নয়। পরে শত্রুতা বজায় রাখতে পারতেন না; আমায় ক্ষমা করে ফেলতেন।'

'ওঃ! আপনার সঙ্গে সাবধানে চলতে হবে। চুলয় যাক, ওখানেও গোলমাল পাকিয়ে তুলেছেন! কে বলতে পারে, হয়ত আপনি শত্রু। ভাল কথা—হাঃ, হাঃ, হাঃ!—প্রশ্ন করতে ভুলে গিয়েছিলাম। নাস্তাসিয়াকে আপনার খুব ভাল লেগেছে, এটা কি ঠিক ভেবেছি?'

'হ্যাঁ—ওকে আমার ভাল লাগে।'

'ওর প্রেমে পড়েছেন?'

'ন্—না।'

'কিন্তু আপনি লজ্জিত, বিরক্ত হচ্ছেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, হাসব না। কিন্তু জানেন, ওর জীবনযাত্রা ভদ্র? বিশ্বাস করতে পারেন? ভাবছেন, ও ঐ টটস্কির সঙ্গে থাকে? একেবারেই না, কোন দিনই না। লক্ষ্য করেছেন, আজ ও কয়েক সেকেণ্ডের জন্য খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল? হ্যাঁ, সত্যিই। যারা অন্যদের ওপরে কর্তৃত্ব করে, তাদের ঐ রকমই হয়। আচ্ছা, চলি।'

গানিয়া যখন ঢুকেছিল, তার চেয়ে ভাল মেজাজে, অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় বেরিয়ে গেল। মিশকিন দশ মিনিট চুপ করে ভাবতে লাগল।

কোলিয়া আবার দরজায় উঁকি দিল।

'কোলিয়া, আমার কোন খাবার চাই না; এপানচিনদের বাড়ীতে খুব খেয়েছি।'

কোলিয়া ভেতরে এসে মিশকিনকে একটা চিঠি দিল। চিঠিটা ভাঁজ করে বন্ধ করা, জেনারেলের লেখা। কোলিয়ার মুখ দেখে বোঝা যায়, এটা দিতে ওর কত খারাপ লাগছে। মিশকিন চিঠি পড়ে উঠে টুপিটা তুলে নিল।

কোলিয়া ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'জায়গাটা খুব কাছেই। উনি ওখানে বসে মদ খাচ্ছেন। কি করে ওখানে ধার পান, জানি না। প্রিন্স, বাড়ীতে বলবেন না যে, আপনাকে চিঠি দিয়েছি। হাজারবার প্রতিজ্ঞা করেছি এরকম চিঠিপত্র দেব না, কিন্তু ওঁর জন্য দুঃখ হয়। দোহাই…ওঁর সঙ্গে ভদ্রতা করবেন না; সামান্য কিছু দিয়ে ব্যাপারটা একেবারে চুকিয়ে ফেলুন।'

'কোলিয়া আমার নিজেরই ওঁর কাছে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল; তোমার বাবার সঙ্গে ··একটা ব্যাপারে দেখা করতে চাই। এসো।'

॥ বার ॥

কোলিয়া মিশকিনকে কাছেই লিটেনি স্ট্রীটে একটা বিলিয়ার্ড রুমওলা কাফের একতলায় নিয়ে গেল। এখানে ডানদিকে একটা আলাদা ঘরে আর্দালিয়োন অভ্যস্ত খদ্দেরের মত বসেছিলেন। তাঁর সামনে টেবলে একটা বোতল, হাতে 'ইণ্ডিপেণ্ডেস বেলজ'-এর একটা সংখ্যা। তিনি মিশকিনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মিশকিনকে দেখেই খবরের কাগজটা সরিয়ে রেখে এক দীর্ঘ, উত্তেজিত বক্তৃতা শুরু করলেন, মিশকিন অবশ্য তার কিছু বুঝতে পারল না, কারণ জেনারেল এর মধ্যেই বেশ মাতাল হয়ে পড়েছিলেন।

মিশকিন ওঁকে থামিয়ে দিল, 'আমার কাছে দশ রুবল নেই, কিন্তু এই একটা পঁচিশ রুবলের নোট রয়েছে। এটা ভাঙ্গিয়ে আমায় পনের রুবল ফেরৎ দিন, না হলে আমার কাছে এক কপর্দকও থাকবে না।'

'ও, নিশ্চয়ই, এক্ষুণি দিচ্ছি।'

'জেনারেল, আপনার কাছে একটা অনুরোধও ছিল। আপনি কি কখনো নাস্তাসিয়ার বাড়ীতে যাননি?'

'আমি? কখনো যাইনি? আমায় বলছ?' জেনারেল গর্বিত আত্মপ্রসাদে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, 'অনেকবার গিয়েছি হে। কিন্তু নিজেই সম্পর্ক ছিন্ন করলাম, কারণ একটা অস্বাভাবিক বন্ধুত্ব বজায় রাখতে চাই না। তুমি নিজেই দেখেছ; আজ সকালে তুমি সাক্ষী ছিলে। শান্ত, স্নেহশীল পিতার পক্ষে যা করা সম্ভব, সবই করেছি। এখন অন্যরকম পিতা চাই। তখন আমরা দেখব, সম্মানের সঙ্গে কাটিয়ে আসা এক বৃদ্ধ যোদ্ধা জেতে, না এক নির্লজ্জ রক্ষিতা এক সম্মানিত পরিবারে জোর করে ঢুকতে পারে।'

'আমি জানতে চাইছিলাম, আপনি আজ সন্ধ্যায় আমাকে নাস্তাসিয়ার বন্ধু হিসেবে নিয়ে যেতে পারেন কি না। আজই আমাকে যেতে হবে, কিন্তু কি করে ঢুকব জানি না। আজ আলাপ হল, কিন্তু নিমন্ত্রিত নই; আজ সন্ধ্যায় ওর একটা পার্টি আছে। তবে প্রচলিত নিয়ম একটু ভাঙ্গতে আমার আপত্তি নেই। যদি ঢুকতে পারি, তাহলে লোক বিদ্রূপ করলেও কিছু মনে করব না।'

জেনারেল সোৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ঠিক ঐটাই আমার মত।' টাকাটা নিয়ে পকেটে রেখে বললেন, 'তোমাকে এই সামান্য ব্যাপারে আসতে বলিনি। তোমাকে আসলে ডেকে পাঠিয়েছিলাম নাস্তাসিয়ার বাড়ীতে বা তার বিরুদ্ধে অভিযানে আমার সঙ্গী হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে। জেনারেল ইভোলজিন আর প্রিন্স মিশকিন। ওর কেমন লাগবে? ওর জন্মদিনে ভদ্রতা রক্ষার ছুতায় নিজের ইচ্ছেটা জানাব—সোজাসুজি নয়, পরোক্ষভাবে, কিন্তু সেটা প্রত্যক্ষের মতই কার্যকরী হবে। তখন গানিয়া নিজেই বুঝবে তাকে কি করতে হবে। তাকে তার বাবা আর ..মানে···বেছে নিতে হবে···কিন্তু যা হবার, তা হবেই! তোমার ধারণাটা সুন্দর। নটায় আমরা রওনা হব; প্রচুর সময় আছে।'

'ও কোথায় থাকে?'

'এখান থেকে অনেকদূরে, গ্রেট থিয়েটারের কাছে, মিতোৎসোভের বাড়ীতে, প্রায় চক অঞ্চলে, দোতলায়···পার্টিটা বড় হবে না, জন্মদিন হলেও, তাড়াতাড়ি ভেঙে যাবে···'

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। মিশকিন বসে শুনতে শুনতে অপেক্ষা করছে, কারণ জেনারেল বহু গল্প শুরু করে একটাও শেষ করছেন না। মিশকিন আসার পর তিনি আরেকটা বোতল চাইলেন, সেটা শেষ করতে তাঁর এক ঘণ্টা লাগল; তারপর তৃতীয় বোতলও শেষ করলেন। ততক্ষণে জেনারেল প্রায় তাঁর পুরো ইতিহাস বলে ফেলেছেন।

শেষে মিশকিন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ও আর অপেক্ষা করতে পারবে না। জেনারেল বোতলের শেষ ফোঁটাটিও নিঃশেষ করে উঠে খুব টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন। মিশকিন হতাশ হয়ে পড়ল। সে বুঝতে পারল না কি করে সে এঁকে এরকম বোকার মত বিশ্বাস করল। সত্যি বলতে কি, সে কখনোই তাঁকে বিশ্বাস করেনি; শুধু তাঁর সাহায্যে নাস্তাসিয়ার বাড়ীতে যেতে চেয়েছে; তাতে যদি কিছুটা অভদ্রতা হয়, তবুও। কিন্তু কোন কেলেঙ্কারীর ভয় তার হয়নি। জেনারেল তো খুব মাতাল হয়ে পড়েছেন, অনবরত দারুণ বকবক করছেন, প্রায় কেঁদে ফেলছেন। সমানে বলছেন যে, তাঁর পরিবারের সকলের অন্যায়ের ফলেই তাদের সর্বনাশ হতে চলেছে এতে বাধা দেওয়ার সময় এসেছে।

শেষে ওরা লিটেনি স্ট্রীটে পৌঁছল। এখনো বরফ গলছে। গরম, গুমোট হাওয়া সারা রাস্তায় সশব্দে বয়ে যাচ্ছে, গাড়ীগুলো কাদা ছিটোচ্ছে। রাস্তায় ঘোড়ার খুরে একটা ধাতব শব্দ উঠছে। ভিজে, অবসন্ন লোকের ভীড় ধীরে ধীরে ফুটপাত দিয়ে এগিয়ে চলেছে, তার মধ্যে এক-আধটা মাতাল।

জেনারেল বললেন, 'ঐ দোতলায় আলো দেখছ? এখানে চারদিকে আমার পুরনো বন্ধুরা থাকে আর যে আমি ওদের সকলের চেয়ে বেশী চাকরি এবং বেশী কষ্ট করেছি, সেই আমি পায়ে হেঁটে চলেছি এক সন্দেহজনক চরিত্রের স্ত্রীলোকের বাড়ীতে—যার বুকে কিনা তেরোটা গুলি বিঁধে আছে!···বিশ্বাস করছ না? অথচ শুধু আমার জন্যই ডঃ পিরোগোভ প্যারিতে টেলিগ্রাম করেছিলেন, অবরোধের সময়ে সিভাস্তোপোল ছেড়ে এসেছিলেন এবং প্যারি আদালতের ডাক্তার নেলাটন বিজ্ঞানের খাতিরে ফ্রি পাস জোগাড় করে আমায় দেখার জন্য অবরুদ্ধ শহরে ঢুকেছিলেন। উচ্চতম কর্তৃপক্ষও এ খবর জানেন। "ওঃ, যার বুকে তেরোটা গুলি

ঐ সেই ইভোলজিন।" ওরা ঐভাবে আমার সঙ্গে কথা বলত। ঐ বাড়ীটা দেখছ, প্রিন্স? দোতলায় থাকে আমার পুরনো বন্ধু সোকোলোভিচ আর তার সম্মানিত, বিরাট পরিবার। ঐ পরিবার, নেভস্কি প্রসপেক্টের তিনটি পরিবার আর মোস্ক'য়ার দুটি পরিবার নিয়ে এখন আমার গোষ্ঠী—মানে, আমার নিজস্ব পরিচিতের দল। নিনা অনেকদিন পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু আমার এখনো অতীতের কথা মনে আছে···এবং এখনো পুরনো বন্ধু আর কর্মচারীদের সভ্য সমাজে নিজেকে সজীব করে রেখেছি; তারা এখনো আমায় পুজো করে। ঐ জেনারেল সোকোলোভিচ (কিছুদিন হল ওঁর সঙ্গে বা অ্যানা ফিয়োদোরোভনার সঙ্গে দেখা হয়নি)···জান, যখন কারো মনে আনন্দ থাকে না, তখন সে অজ্ঞাতসারে অন্যদের সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করে দেয়। অথচ···হুঁ।···তুমি যেন আমার কথা বিশ্বাস করছ না··কিন্তু আমার যৌবনের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ও শৈশবের সঙ্গীর ছেলেকে কেন এই সুখী পরিবারে আলাপ করাব না? জেনারেল ইভোলজিন আর প্রিন্স মিশকিন! একটি অপূর্ব মেয়েকে দেখতে পাবে—একটি নয়—দুটি; না, পিটার্সবার্গের এবং সমাজের তিনটি অলঙ্কারঃ সৌন্দর্যে, সংস্কৃতিতে, শিক্ষায়···স্ত্রীলোকজনিত গুণে, কাব্যে—এক সুন্দর, বিচিত্র সমন্বয়, তাছাড়া প্রত্যেকের জন্য নগদ আশি হাজার রুবল যৌতুক—যে কোন মেয়েলী বা সামাজিক সমস্যা সত্ত্বেও এটা একটা গুণ।·· তোমাকে আলাপ করাতেই হবে। জেনারেল ইভোলজিন আর প্রিন্স মিশকিন! একটা চাঞ্চল্য হবে।'

'এক্ষুণি? এখন? কিন্তু আপনি ভুলে গেছেন—'

'কিচ্ছু ভুলিনি—কিচ্ছু না। চলে এসো। এইদিক দিয়ে, এই চমৎকার সিঁড়ি দিয়ে। কোন চাকর নেই কেন ভাবছি, কিন্তু···আজ ছুটির দিন, চাকর চলে গেছে। ওরা এখনো এই মাতালকে ভোলেনি। এই সোকোলোভিচ তার জীবনের সব সুখের জন্য আমার কাছে ঋণী—আর কারোর কাছে নয়। এই যে এসে গেছি।'

মিশকিন আর কোন প্রতিবাদ করল না এবং জেনারেলকে বিরক্ত না করে অনুগতের মত অনুসরণ করল। তার দৃঢ় আশা হল যে, ক্রমশঃ জেনারেল সোকোলোভিচ আর তার পরিবার মরীচিকার মত মিলিয়ে যাবে, দেখা যাবে এরকম কেউ নেই, তখন ওরা শান্তভাবে নেমে আসবে। কিন্তু আশা ব্যর্থ হয় দেখে ও ভয় পেয়ে গেল ঃ জেনারেল এমনভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন যেন সত্যিই ওখানে ওঁর বন্ধুরা থাকেন, প্রতি মুহূর্তে গাণিতিক যাথার্থতায় কিছু পারিবারিক বা স্থানীয় বিবরণ দিতে লাগলেন। শেষে দোতলায় পৌঁছে ডানদিকে একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছে যখন জেনারেল বেলে হাত দিলেন, তখন মিশকিন ঠিক করল, ও পালাবে।

কিন্তু একটা অদ্ভুত ঘটনায় ওর এক মুহূর্ত দেরী হল।

ও বলল, 'জেনারেল, আপনি ভুল করেছেন। দরজায় নামটা হল কুলাকোভ, আর আপনি চান সোকোলোভিচকে।'

'কুলাকোভ···কুলাকোভের কোন মানে নেই। ফ্ল্যাটটা সোকোলোভিচের, আমি সোকোলোভিচকে চাইব। কুলাকোভ চুলোয় যাক।···কে আসছে যেন।'

সত্যিই দরজা খুলে গেল। একজন চাকর উঁকি দিয়ে বলল, মনিব আর মনিবগিন্নী বাড়িতে নেই।

'হায়—হায়! সব সময়ে ঠিক এই রকম হয়।' আর্দেলিয়োন অনেকবার গভীর দুঃখে এই কথাটা বললেন। 'ও঺দের বোলো হে, জেনারেল ইভোলজিন আর প্রিন্স মিশকিন ও঺দের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন এবং তারা খুব দুঃখিত, খুব...'

ঠিক সেই সময়ে ভেতরের একটা ঘর থেকে আরেকজন খোলা দরজার দিকে উ঺কি দিল, বোধ হয় হাউসকিপার, বা গভর্নেস, গাঢ় রঙের পোষাক পরা চল্লিশ বছরের মত বয়সী এক মহিলা। সে জেনারেল ইভোলজিন আর প্রিন্স মিশকিনের নাম শুনে কৌতূহল ও অবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে এল।

জেনারেলকে ভাল করে দেখে বলল, 'মারিয়া আলেকজান্দ্রোভনা বাড়ীতে নেই। উনি আলেকজান্দ্রা মিখালোভনার সঙ্গে ও঺র ঠাকুমার কাছে গেছেন।'

'আলেকজান্দ্রা মিখাইলোভনাও নেই! হায় ভগবান, কী দুর্ভাগ্য! জানেন ম্যাডাম, আমার ভাগ্যটাই এমনি! আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি, আলেক-জান্দ্রোভাকে বলবেন মনে করতে...আসলে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কোর্পাঁ-র ব্যালে শুনে উনি যা চেয়েছিলেন, তার জন্য আমার আন্তরিক ইচ্ছা জানাবেন; ও঺র মনে পড়বে। আমার আন্তরিক ইচ্ছা! জেনারেল ইভোলজিন আর প্রিন্স মিশকিন।'

মহিলা ওদের বিদায় জানিয়ে দৃঢ়ভাবে বললেন, 'ভুলব না।'

নীচে নেমেই জেনারেল নবোদ্যমে দুঃখ করতে লাগলেন যে, ওদের বাড়ীতে পাওয়া গেল না এবং মিশকিন এ রকম চমৎকার পরিচয়ের সুযোগ পেল না।

'জান, আমি মনে মনে কবিপ্রকৃতির লোক। সেটা লক্ষ্য করেছ?' হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠলেন, 'কিন্তু...আমার মনে হয় আমরা ভুল ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকতে পারি। সোকোলোভিচরা, এখন মনে পড়েছে অন্য বাড়িতে থাকে; ওরা এখন বোধ হয় মস্কোতেই আছে। হ্যাঁ, একটু ভুল হয়েছে, তবে ও কিছু নয়।'

মিশকিন বিরক্তভাবে বলল, 'একটা কথা জানতে চাই। আপনার ভরসা একেবারে ছেড়ে দিয়ে আমার একা যাওয়াই কি ভাল নয়?'

'ছেড়ে দেবে? ভরসা? একা? কেন, এটা আমার পক্ষে একটা জরুরী কর্তব্য, এর ওপরে আমার পরিবারের ভবিষ্যৎ এতখানি নির্ভর করছে! না, তুমি ইভোলজিনকে চেনো না। ইভোলজিন হল পাথর; পাথরের মত ইভোলজিনের ওপরেও নির্ভর করতে পার—যে স্কোয়াড্রনে প্রথমে কাজ শুরু করেছিলাম, সেখানে ওরা এ কথা বলত। পথে একটা বাড়িতে এক মিনিট দেখা করব; ওখানে সব দুঃখকষ্টের পর বহু বছর ধরে সান্ত্বনা পেয়েছি—'

'বাড়ি যেতে চান?'

'না। আমি মাদাম তেরেনতিয়েভের সঙ্গে দেখা করতে চাই, আমার এক অধস্তন কর্মচারী এবং আমার বন্ধু ক্যাপ্টেন তেরেনতিয়েভের বিধবা স্ত্রী। এখানে আমি চাঙ্গা হয়ে উঠি, এখানে আমার দৈনন্দিন চিন্তা আর পারিবারিক সমস্যা নিয়ে আসি...আজও আমি নৈতিক ভাবে পীড়িত, আমি—'

মিশকিন মৃদু স্বরে বলল, 'আজ সন্ধ্যায় আপনাকে বিরক্ত করাটা আমার খুব বোকামি হয়েছে। তাছাড়া, আপনি...চলি!'

জেনারেল চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কিন্তু আমি সত্যিই তোমায় যেতে দিতে পারি না। একজন বিধবা, একটি পরিবারের মায়ের হৃদয়বীণার সুর আমার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়। ওর সঙ্গে দেখা করা পাঁচ মিনিটের ব্যাপার; এখানে আমার ভদ্রতার ব্যাপার নেই, এ প্রায় আমারই বাড়ি। হাতমুখ ধুয়ে একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে গ্রেট থিয়েটারে যাব। তোমাকে সত্যিই আমার পুরো সন্ধ্যেটা দরকার। এই যে এই বাড়িটা, এসে গেছি ও কোলিয়া, তুমিও এসে গেছ! মার্ফা বোরিসোভনা বাড়িতে আছে, নাকি তুমি এইমাত্র এলে?'

কোলিয়ার সঙ্গে দরজায় দেখা হল, সে বলল, 'না, না। আমি এখানে অনেকক্ষণ ইপ্পোলিতের সঙ্গে রয়েছি। ওর শরীর আরো খারাপ হয়েছে; আজ সকাল থেকে ও শুয়ে আছে। আমি এক্ষুণি দোকানে গিয়েছিলাম কিছু কার্ড কিনতে। মার্ফা বোরিসোভনা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।' শেষে বাবার হাঁটা চলার ভঙ্গী দেখে কোলিয়া বলল, 'বাবা, তোমার কী অবস্থা। আচ্ছা, চল।'

কোলিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ায় মিশকিনকে বাধ্য হয়ে জেনারেলের সঙ্গে যেতে হল, তবে মাত্র এক মিনিটের জন্য। মিশকিন কোলিয়াকে চাইছে, ও ঠিক করেছে জেনারেলকে ও ছাড়বেই, তার ওপরে ভরসা করার জন্য সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারছে না। পেছনের একটা সিঁড়ি দিয়ে পাঁচতলায় উঠতে ওদের অনেকক্ষণ লাগল।

কোলিয়া যেতে যেতে বলল, 'তুমি কি প্রিন্সকে আলাপ করাতে চাও?'

'হ্যাঁ, বাবা, আলাপ করাতে চাই, জেনারেল ইভোলজিন আর প্রিন্স মিশকিন। কিন্তু মার্ফা কেমন আছে?'

'বাবা, জানোইতো, তোমার না যাওয়াই ভাল। উনি এক হাত নেবেন। তিনদিন ধরে তোমার পাত্তা নেই, উনি টাকার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাকে কেন কথা দিলে? তুমি বরাবর এই রকমই কর! এবারে ছাড়তে হবে!'

পাঁচতলায় তারা একটা নীচু দরজার সামনে থামল। জেনারেল মুষড়ে পড়েছেন, মিশকিনকে উনি সামনে ঠেলে দিলেন। বিড়বিড়িয়ে বললেন, 'এখানে থাকব, ওকে অবাক করে দিতে চাই।'

কোলিয়া প্রথমে ঢুকল। জেনারেল ঘাবড়ে গেলেন, কারণ একজন মহিলা বাইরে উঁকি দিলেন। তার মুখে কড়া প্রসাধন, পায়ে চটি ও গায়ে ড্রেসিং জ্যাকেট; চুল ঝুঁটি বাঁধা, বয়স চল্লিশের মত। জেনারেলকে দেখামাত্রই তিনি চীৎকার করে উঠলেন, 'এই যে নোংরা, পাজী লোকটা! আগেই মনে হয়েছে, ও এসেছে!'

জেনারেল তখনো নির্দোষ হাসিতে সব উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে মিশকিনকে বললেন, 'ভেতরে এসো, সব ঠিক আছে।'

কিন্তু সব ঠিক নেই। সবে ওরা একটা অন্ধকার, নীচু বারান্দা পেরিয়ে গোটা ছয়েক ছোবড়া লাগানো চেয়ার আর দুটো টেবলওয়ালা একটা ছোট্ট বসার ঘরে ঢুকছে, তক্ষুনি মহিলাটি প্রাত্যহিক অভিযোগের ঘ্যানঘ্যানে সুর ধরলেন।

'তোমার লজ্জা করে না—লজ্জা করে না, জংলী শয়তান, রাক্ষস কোথাকার। তুমি আমার সব জিনিষ চুরি করেছ। রক্তচোষা, আমাকে ছিবড়ে করেও খুশী হচ্ছ না। আর আমি সহ্য করব না, নির্লজ্জ কোথাকার!'

জেনারেল কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'মার্ফা বোরিসোভনা—মার্ফা বোরিসোভনা. এই হল প্রিন্স মিশকিন…জেনারেল ইভোলজিন আর প্রিন্স মিশকিন।'

হঠাৎ মিশকিনের দিকে ফিরে ক্যাপ্টেনের বিধবা বললেন, 'বিশ্বাস করবেন, বিশ্বাস করবেন যে এই নির্লজ্জ লোকটা আমার অনাথ শিশুদেরও রেহাই দেয়নি। ও আমাদের সব কেড়ে নিয়েছে, সব নিয়ে গিয়ে বেচে দিয়েছে, বাঁধা দিয়েছে: কিছুই নেই। এই মতলববাজ, পিশাচকে নিয়ে কি করব? জোচ্চোর, জবাব দাও; রাক্ষস, জবাব দাও! কি করে আমার অনাথ বাচ্চাগুলোকে খাওয়াব? এই যে, এখন মাতাল হয়ে এসে সোজা দাঁড়াতে পারছে না! ..ভগবানের অভিশাপ কুড়োবার মত কি করেছি? জবাব দাও, নোংরা, জঘন্য ভণ্ড কোথাকার!'

কিন্তু জেনারেল মুখোমুখী দাঁড়াতে পারলেন না। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সবদিকে নমস্কার জানাতে জানাতে বললেন, 'মার্ফা বোরিসোভনা, পঁচিশ রুবল্‌… দিতে পারি এক উদার বন্ধুর কৃপায়। প্রিন্স, আমার খুব ভুল হয়েছিল! জীবন…এই রকম। কিন্তু এখন মাপ কর, আমার দুর্বল লাগছে। আমি দুর্বল, আমায় মাপ কর! লেনোচকা, একটা বালিশ · লক্ষ্মী বাবা।'

বছর আটেকের মেয়ে লেনোচকা তক্ষুনি দৌড়ে গিয়ে বালিশ এনে ছেঁড়া মার্কিন চামড়ায় ঢাকা শক্ত সোফায় রাখল। জেনারেল আরো কিছু বলবেন বলে বসলেন, কিন্তু সোফাটা ছোঁয়া মাত্র দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লেন। মার্ফা বিষণ্ণভাবে ভদ্রতার খাতিরে মিশকিনকে টেবলের পাশে একটা চেয়ারে বসতে বললেন। নিজে ওর সামনে একটা চেয়ারে বসে ডান গালে হাত রেখে চুপ করে মিশকিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনটি ছোট শিশু, দুটি মেয়ে, একটি ছেলে; লেনোচকা সবচেয়ে বড, টেবলের কাছে গিয়ে তার ওপরে হাত রেখে মিশকিনের দিকে তাকিয়ে রইল।

কোলিয়া পাশের ঘর থেকে এল।

মিশকিন বলল, 'কোলিয়া, তোমাকে এখানে দেখে খুব খুশী হয়েছি। আমায় কি সাহায্য করতে পার না? আমাকে নাস্তাসিয়ার বাড়ী যেতেই হবে। আর্দালিয়োন আলেকজান্দ্রোভিচকে বলছিলাম আমাকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু দেখছ, উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে, কারণ রাস্তাঘাট কিছুই চিনি না। অবশ্য ঠিকানাটা আছে—গ্রেট থিয়েটারের পাশে।'

'নাস্তাসিয়া? কিন্তু ও কখনো গ্রেট থিয়েটারের কাছে থাকত না, আর বাবাও কখনো ওর বাড়ী যাননি। আপনি যে বাবার কাছে কিছু আশা করেছেন, এটাই আশ্চর্য ব্যাপার। ও থাকে ভ্লাদিমির্স্কি স্ট্রিটের কাছে, ফাইভ কর্ণার্স', এখান থেকে বেশ কাছে। আপনি এক্ষুণি যেতে চান? এখন সাড়ে নটা। যদি যেতে চান, নিয়ে যাব।'

মিশকিন আর কোলিয়া তক্ষুণি বেরিয়ে গেল! মিশকিনের কাছে গাড়ী-ভাড়ার পয়সা নেই, কাজেই ওরা হাঁটতে লাগল।

কোলিয়া বলল, 'আমি আপনাকে ইপ্পোলিতের সঙ্গে আলাপ করাতে চেয়েছিলাম। ও ওই ড্রেসিং জ্যাকেট পরা বিধবা মহিলার বড় ছেলে। ও অন্য ঘরে ছিল। অসুস্থ বলে সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকে। কিন্তু ও বড অদ্ভুত। ভীষণ অভিমানী। আমার মনে হল, এসময়ে আপনি গেলে ও লজ্জা পাবে! …আমি

ওর মত অবশ্য লজ্জা পাইনি, কারণ আমার বাবা, কিন্তু ওর মা। একটু তফাৎ আছে, কারণ এ অবস্থায় ছেলেদের কোন অসম্মান হয় না। তবে, এ রকম ক্ষেত্রে মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের সুবিধে বেশী, এ হয়তো একটা সংস্কার। ইপ্পোলিত চমৎকার ছেলে, কিন্তু কয়েকটা সংস্কারের দাস।'

'ওর কি যক্ষ্মা আছে?'

'হ্যাঁ; মনে হয়, তাড়াতাড়ি মরে যাওয়াই ওর পক্ষে ভাল। ওর জায়গায় থাকলে, আমি নিশ্চয়ই মরতে চাইতাম। যে বাচ্চাগুলোকে দেখলেন, সেই ছোট ভাই-বোনেদের জন্য ওর দুঃখ। যদি আমাদের টাকা থাকত তাহলে আমি আর ও এক সঙ্গে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে পরিবার ছেড়ে চলে আসতাম। এ আমাদের স্বপ্ন। জানেন, ওকে যখন বললাম আপনার একটু আগে কি হয়েছিল, তখন ও খুব রেগে গিয়ে বলল যে, যে লোক বিনা আঘাতে এরকম মার খায়, সে একটা অপদার্থ। তবে ও বড় খিটখিটে; ওর সঙ্গে তর্ক করা ছেড়ে দিয়েছি। তাহলে নাস্তাসিয়া আপনাকে যেতে বলেছে?'

'ও বলেনি।'

কোলিয়া রাস্তার মাঝে থেমে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'তাহলে কি করে যাচ্ছেন? আর···এই পোষাকে! ওটা সান্ধ্য পার্টি।'

'ঈশ্বর জানেন, কি করে ঢুকব। যদি ঢুকতে দেয় ভালই; যদি না দেয়, কিছু করার নেই। আর জামা-কাপড়ের বিষয়ে কি করতে পারি?'

'আপনার যাওয়ার কি কোন উদ্দেশ্য আছে? না কি শুধু সমাজের উঁচু-তলায় মিশতে যাচ্ছেন?'

'না, আসলে.. মানে, আমি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছি—কথায় বোঝানো শক্ত, কিন্তু—'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, ওটা আপনার ব্যাপার। আমি শুধু জানতে চাই যে, সৌখীন মেয়ে ছেলে, জেনারেল আর সুদখোরদের সমাজে যেচে নেমন্তন্ন নিচ্ছেন কিনা। যদি তাই হয়ে থাকে—মাপ করবেন প্রিন্স, তাহলে আপনাকে আমার বিদ্রূপ ও ঘৃণা করা উচিত। এখানে সৎ লোকের খুব অভাব, কাজেই প্রকৃত শ্রদ্ধার পাত্র কেউ নেই। লোকে লোককে ঘৃণা না করে পারে না এবং প্রত্যেকেই শ্রদ্ধা চায়, বিশেষতঃ ভারিয়া। লক্ষ্য করেছেন প্রিন্স, আজকাল আমরা সবাই দুঃসাহসী? বিশেষতঃ আমাদের প্রিয় দেশ রাশিয়ায়। কেন এরকম হয় বুঝতে পারি না। মনে হয় ভিত খুব মজবুত, অথচ কি দেখছি? প্রত্যেকেই এ বিষয়ে বলছে, লিখছে। রাশিয়ায় প্রত্যেকে সব কিছু তুলে ধরছে। আমাদের বাবা-মারা প্রথম নিজেদের মূল্যবোধের জন্য লজ্জিত। মস্কোতে এমন বাবা আছে যে তার ছেলেকে শেখায় টাকার জন্য সবকিছু করতে; আমরা খবরের কাগজ পড়ে এসব জানতে পারি। আমাদের জেনারেলকেই দেখুন, ওঁর কি অবস্থা হয়েছে? অথচ আমার মনে হয় জেনারেল সৎ লোক। হ্যাঁ, সত্যিই তাই মনে হয়! আসলে বিশৃঙ্খলা আর মদ ছাড়া ব্যাপারটা আর কিছুই নয়; সত্যিই তাই। ওঁর জন্য দুঃখ হয়, কিন্তু সেটা বলতে ভয় পাই, কারণ প্রত্যেকে হাসবে। তবু ওঁর জন্য বড় দুঃখ হয়। বুদ্ধিমান লোকদেরই বা কি অবস্থা? ওরা প্রত্যেকেই অর্থলোভী। ইপ্পোলিত সুদের ব্যবসাকে সমর্থন করে। ও বলে এটা ঠিক কাজ। ও অর্থনৈতিক

বিপর্যয়ের কথা, মূলধনের কমা-বাড়ার কথা বলে ; ও সব চুলোয় যাক ! ওর কাছে এসব শুনতে আমার বিরক্তি লাগে, কিন্তু ও ক্ষেপে ওঠে। একবার ভাবুন, ওর মা—মানে ক্যাপ্টেনের বিধবা—জেনারেলের কাছে টাকা নিয়ে ওকে চড়া সুদে ধার দেয়। অসহ্য অপমান! জানেন, মা—মানে আমার মা, নিনা আলেকজান্দ্রোভনা ইপ্পোলিতকে টাকা, জামা-কাপড় সব দিয়ে সাহায্য করেন, ওর মাধ্যমে বাচ্চাগুলোরও কিছু খরচ দেন, কারণ ওরা অবহেলিত। ভারিয়াও সাহায্য করে।'

'তাহলে দেখ, তুমি বলছ কোন বলিষ্ঠ, সৎ লোক নেই, সবাই অর্থলোভী ; কিন্তু এরাই বলিষ্ঠ—তোমার মা আর ভারিয়া। তোমার কি মনে হয় না, ঐভাবে এই পরিস্থিতিতে সাহায্য করা নৈতিক শক্তির প্রমাণ ?'

'ভারিয়া ওটা করে গর্ব প্রকাশের জন্য, যাতে মার চেয়ে ছোট না হয়ে যায় ; কিন্তু মা সত্যিই···এজন্য ওঁকে শ্রদ্ধা করি। হ্যাঁ, এই ব্যাপারটাকে শ্রদ্ধা করি, ঠিক কাজ বলে মনে করি। ইপ্পোলিতের তাই মনে হয়, ও প্রায় প্রত্যেকের বিরোধী। প্রথমে ও হাসত, বলত আমার মার পক্ষে কাজটা খারাপ ; কিন্তু এখন ও এটা মাঝে মাঝে বোঝে। হু! তাহলে এটাকে বলছেন শক্তি। কথাটা মনে থাকবে। গানিয়া এটা জানে না, জানলে বলত এটা সব কিছুকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

মিশকিন চিন্তিতভাবে বলল, 'গানিয়া তাহলে জানে না ? মনে হচ্ছে, গানিয়া অনেক কিছুই জানে না।'

'জানেন প্রিন্স, আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে। আজ বিকেলে আপনার কি হয়েছিল, ভুলতে পারছি না।'

'আমারো তোমাকে ভাল লাগে কোলিয়া।'

'শুনুন। এখানে কিভাবে থাকতে চান ? আমি শীগগিরই একটা চাকরি পেয়ে কিছু রোজগার করব। আসুন, আমি আপনি আর ইপ্পোলিত এক সঙ্গে থাকি। একটা ফ্ল্যাট নেব, জেনারেলকে দেখা করার জন্য আসতে দেব।'

'আমি খুশী হব। তবে দেখা যাবে। এখন খুব অস্বস্তি লাগছে। কি ? পৌঁছে গেছি ? এই বাড়ী ? ঢোকার দরজা কী সুন্দর ! একজন বেয়ারা ! আচ্ছা কোলিয়া, কি হবে বলতে পারছি না।'

মিশকিন যেন হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

'আমাকে কাল এ সম্বন্ধে বলবেন। ভয় পাবেন না। সব ক্ষেত্রে যে রকম চলেছেন তাতে ভগবান আপনাকে সৌভাগ্য দিন। চলি ! ওখানে গিয়ে ইপ্পোলিতকে বলব। নিশ্চয়ই নাস্তাসিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করবে ; অস্বস্তি হবে না। ও বিশেষ ধরনের মেয়ে। এই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ; চাকর আপনাকে দেখিয়ে দেবে।'

॥ তের ॥

মিশকিনের ওপরে যাওয়ার সময়ে খুব অস্বস্তি বোধ হল, নিজেকে সাহস দেওয়ার জন্য খুব চেষ্টা করল। ভাবতে লাগল, 'সবচেয়ে খারাপ এই ঘটতে পারে যে, ও আমার সঙ্গে দেখা করবে না এবং আমার সম্বন্ধে কোন খারাপ ধারণা করবে ; কিংবা দেখা করে হয়ত মুখের ওপরেই হেসে উঠবে· না, চিন্তার কিছু নেই।' আসলে ঐ সম্ভাবনায় ও ততটা ভয় পায়নি, কিন্তু ওখানে কি করবে এবং কেন যাচ্ছে, তার কোন সন্তোষজনক উত্তর ও ভেবে পাচ্ছে না। যদি ও কোন

সুযোগ পায় নাস্তাসিয়াকে বলবার যে, 'ঐ লোকটাকে বিয়ে করে নিজেকে ধ্বংস কোরো না, ও তোমায় ভালবাসে না, ভালবাসে তোমার টাকাকে, সে কথা ও আমায় নিজে বলেছে ; আর আগলেয়া এপানচিনও আমায় তাই বলেছে, তোমায় বলতে এলাম।' তাহলেও কাজটা উচিত হবে না।

ওর আরেকটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি এবং প্রশ্নটা এত জরুরী যে, মিশকিন সেটা ভাবতে ভয় পাচ্ছে ; সেটা স্বীকার করারও তার সাহস নেই। কি করে কথাটা বলবে জানে না, কথাটা ভেবেই ও লজ্জায় কাঁপতে লাগল। কিন্তু এত সন্দেহ এবং আশঙ্কা সত্ত্বেও ও নাস্তাসিয়ার সঙ্গে দেখা করতে চাইল।

নাস্তাসিয়ার ফ্ল্যাটটা খুব বড না হলেও সত্যিই চমৎকার। এক সময়ে, পাঁচ বছর আগে পিটার্সবার্গে প্রথম আসার সময়ে আফানাসি ইভানোভিচ ওর জন্য খুব বেশী খরচ করতেন। তখনো তাঁর মনে ওর ভালবাসা পাওয়ার আশা ছিল। তিনি ওকে প্রধানতঃ বিলাস আর স্বাচ্ছন্দ্যে প্রলুব্ধ করার স্বপ্ন দেখতেন কারণ বিলাসিতা করার অভ্যাস যে কত সহজে গড়ে ওঠে এবং একবার সেটা প্রয়োজনের পর্যায়ে চলে গেলে যে তা ত্যাগ করা কত কঠিন, তা তিনি জানতেন। এ ক্ষেত্রে টটস্কি ইন্দ্রিয়াবেদনের চরম ক্ষমতায় গভীব শ্রদ্ধাবান হয়ে সেই পুরানো প্রথাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। নাস্তাসিয়া বিলাসিতাকে ফিরিয়ে দেয়নি—ওটা ওর ভালই লাগত—তবে অদ্ভুত হল যে, ও বিলাসিতার দাস নয় ; যে কোন সময়ে সেটা ছাড়াই চলতে পারে, এমনকি এ কথা সে অনেকবার খোলাখুলি জানিয়েও দিয়েছে, যা টটস্কির কাছে অপ্রীতিকর লেগেছে। অবশ্য নাস্তাসিয়ার অনেক কিছুই তাঁর কাছে অপ্রীতিকর হয়ে প্রায় বিদ্বেষের পর্যায়ে চলে গেছে। যে ধরনের লোকের সঙ্গে সে মাঝে মাঝে মেলামেশা করে, অর্থাৎ যাদের ওর নিশ্চয়ই ভাল লাগে তাদের হীনতা ছাড়াও ওর আরো কিছু অদ্ভুত ঝোঁক আছে। ওর মধ্যে দু রকম রুচির এক বিদঘুটে মিশ্রণ দেখা যায়। এমন সব বিষয়কে ও খুশী মনে মেনে নেয়, যা কোন ভদ্র, সুরুচিপূর্ণ লোক সহ্যই করবে না। আসলে নাস্তাসিয়া যদি এই কথাটা না জানত, যেমন, চাষীর ঘরের স্ত্রীলোকের নাস্তাসিয়ার মত জামা কাপড পরার অবস্থা নয়, তাহলে আফানাসি ইভানোভিচ হয়ত খুব খুশী হতেন। টটস্কির মত চতুর লোক এই উদ্দেশ্য নিয়ে নাস্তাসিয়ার পড়াশোনা প্রথম থেকে গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু হায়। ফল দাঁড়াল অদ্ভুত। তা সত্ত্বেও নাস্তাসিয়ার এমন একটা অসাধারণ, মুগ্ধ হবার মত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এক রকম ক্ষমতা, যাতে টটস্কিও মুগ্ধ হয়ে গেছেন। এখন তাঁর আগের সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার পরও তিনি মাঝে মাঝে মুগ্ধ হয়ে পড়েন।

মিশকিনের সঙ্গে একটি দাসীর দেখা হল (নাস্তাসিয়া শুধু পরিচারিকা রাখে)। সে তাকে ভেতরে গিয়ে তার নামটা বলতে বলে অবাক হয়ে দেখল যে, মেয়েটি একটুও বিস্মিত হল না, ওর নোংরা জুতো, চওড়া কানওয়ালা টুপি, হাতাবিহীন ক্লোক, আর অপ্রতিভভাব দেখে সে একটুও দ্বিধা করল না। তার ক্লোক খুলে নিয়ে ঘরে অপেক্ষা করতে বলে সে তক্ষুণি ভেতরে গেল তার নাম বলতে।

নাস্তাসিয়া সর্বদা যাদের নিয়ে থাকে পার্টিতে তারাই ছিল। সত্যিই অতিথির সংখ্যা গত বছরগুলোর জন্মদিনের পার্টির তুলনায় কম। প্রথমেই টটস্কি আর এপানচিন রয়েছেন। দুজনেই হাসিখুশী, কিন্তু গানিয়া-সংক্রান্ত ঘোষণার

বিষয়ে মনে মনে অস্বস্তি আর আশঙ্কা অনুভব করছেন। গানিয়াও অবশ্য সেখানে রয়েছে। সেও খুব বিষণ্ণ, চিন্তিত, বলতে কি প্রায় অভদ্র। বেশীর ভাগ সময়টা সে দূরে দাঁড়িয়েছিল, কথা বলেনি। তার ভারিয়াকে আনার সাহস হয়নি, নাস্তাসিয়াও সে কথা তোলেনি, তবে গানিয়াকে সম্ভাষণ জানানোর পরেই সে মিশকিনের ঘটনার কথা বলল। জেনারেল এপানচিন ঘটনাটা শোনেননি বলে খুব আগ্রহ দেখালেন। তখন গানিয়া ছাঁটাকাটা, সংযত ভাষায় প্রায় খোলাখুলি-ভাবে বলল সেদিন বিকেলে কি ঘটেছিল এবং কিভাবে সে প্রিন্সের কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়েছিল। উত্তেজিতভাবে বলল, প্রিন্সকে বোকা বলাটা অদ্ভুত অর্থহীন। তার ধারণা ঠিক বিপরীত, প্রিন্স কি চায় তা সে খুব ভালই জানে।

নাস্তাসিয়া খুব মনোযোগ দিয়ে কথাটা শুনে সকৌতূহলে গানিয়াকে লক্ষ্য করতে লাগল, কিন্তু গানিয়ার বাড়ীর ঘটনায় প্রধান ব্যক্তি রোগোজিনের বিষয়ে আলোচনা শুরু হল। টটস্কি আর এপানচিনও তার বিষয়ে শুনবার জন্য খুব আগ্রহ দেখালেন। দেখা গেল, রোগোজিনকে সবচেয়ে বেশী চেনে তিৎসিন, সে তার সঙ্গে রাত নটা পর্যন্ত তার কাজে ব্যস্ত ছিল। রোগোজিন বলেছে, তার আজ এক লক্ষ রুবল চাই। তিৎসিন বলল, 'ও অবশ্য মদ খেয়েছে, কিন্তু কঠিন মনে হলেও মনে হচ্ছে ও একলক্ষ রুবল জোগাড় করেছে। শুধু জানি না ওটা ও আজই পাবে কিনা অথবা আদৌ পাবে কি না। অনেক লোক ওর জন্য চেষ্টা করছে—কিণ্ডার, ত্রেপালোভ, বিস্কাপ। সুদের অঙ্ক নিয়ে অবশ্য ও মাথা ঘামাচ্ছে না, কারণ ও মাতাল এবং নতুন সম্পত্তি পেয়েছে।'

সবাই সাগ্রহে কথাগুলো শুনল, যদিও এতে কারো কারো মন খারাপ হল, নাস্তাসিয়া মনের ভাব প্রকাশ করতে চায় না বলে চুপ করে রইল। গানিয়াও চুপ করে রইল। সবচেয়ে বেশী অস্বস্তি হতে লাগল এপানচিনের। সেদিন সকালে তিনি যে মুক্তোগুলো উপহার দিয়েছিলেন, নাস্তাসিয়া সেগুলো নিরুত্তাপ ভদ্রতায়, যেন পরিহাসচ্ছলেই গ্রহণ করেছে। একমাত্র ফার্দিশেংকোই আনন্দ করছে। বিনা কারণে জোরে হাসছে, যেন সে ভাঁড়ের ভূমিকায় অভিনয় করছে। যে টটস্কির বুদ্ধিদীপ্ত, চমৎকার গল্প বলার খ্যাতি রয়েছে, এ ধরনের পার্টিতে যিনি সাধারণত একাই কথা বলে যান, তাঁর আজ খুব মেজাজ খারাপ, আড়ষ্টভাব; এটা তাঁর পক্ষে একটুও স্বাভাবিক নয়। অন্যান্য অতিথির সংখ্যা কম, তারা যে শুধু ভাল কথা বলতে পারে না, তাই নয়, মাঝে মাঝে আদৌ কথাই বলতে পারে না। এক দরিদ্র বৃদ্ধ শিক্ষক এসেছেন, ঈশ্বর জানেন কেন; একটি অচেনা তরুণ যুবক রয়েছে, ভয়ংকর লজ্জায় সারা সন্ধ্যে সে কথাই বলেনি; চল্লিশ বছর বয়সের এক প্রাণবন্ত মহিলা, বোধহয় উনি অভিনেত্রী; আর রয়েছে একটি অত্যন্ত সুন্দরী, অতি সুবেশা, অত্যন্ত দামী পরিচ্ছদ পরণে, অদ্ভুত গোমড়ামুখো তরুণী।

কাজেই মিশকিনের আবির্ভাব খুব আনন্দের। তার নাম শুনে বিস্ময় এবং বিচিত্র হাসি দেখা দিল, বিশেষতঃ নাস্তাসিয়ার অবাক হওয়ার ধরন থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, ও মিশকিনকে নিমন্ত্রণের কথা কল্পনাও করেনি। কিন্তু বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কার পর ও এত খুশী হল যে অধিকাংশ অভ্যাগত তখনি এই অপ্রত্যাশিত অতিথিকে হাসি আনন্দ দিয়ে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হল।

এপানচিন বললেন, 'যদিও ও সরল এবং এই সরলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া বেশ বিপজ্জনক, তবুও যে ও এখানে আসার কথা ভেবেছে, তা সে যত অদ্ভুতই হোক না কেন, আপাততঃ মেটেই দোষের নয়। হয়ত ও আমাদের আনন্দ দিতে পারে, অন্তত আমি যতটা ওকে বুঝেছি।'

ফার্দিশ্চেঙ্কো সাথে সাথে বলল, 'বিশেষতঃ ও যখন যেচে এসেছে।'

জেনারেল রুক্ষস্বরে বললেন, 'তাতে কি হয়েছে?' উনি ফার্দিশ্চেঙ্কোকে অপছন্দ করেন।

সে উত্তরে বলল, 'ওকে ঢোকার দাম দিতে হবে।'

জেনারেল না বলে পারলেন না, 'প্রিন্স মিশকিন তো আর ফার্দিশ্চেঙ্কো নয়। উনি যে ওর সঙ্গে একই জায়গায় রয়েছেন, এ কথা কিছুতেই উনি মানতে পারেন না।'

'জেনারেল, ফার্দিশ্চেঙ্কোর কথা বলবেন না। আমি এখানে একটা বিশেষ পদে রয়েছি।'

'কি বিশেষ পদ?'

'গতবার ওটা সবাইকে বোঝাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। আবার ওটা আপনাকে বলব। দেখেছেন, প্রত্যেকের বুদ্ধি আছে, আমার বুদ্ধি নেই। সেইজন্য আমি সত্য বলার অনুমতি চেয়েছি, কারণ প্রত্যেকে জানে যে, যাদের বুদ্ধি থাকে না, তারাই সত্য কথা বলে। তাছাড়া আমি বড় প্রতিশোধপরায়ণ, কারণ আমার বুদ্ধি নেই। সব অপমান সহ্য করে যাই যতক্ষণ না আমার প্রতিপক্ষ কষ্টে পড়ে। সে কষ্টে পড়ামাত্রই আমার সব মনে পড়ে যায় এবং তক্ষুণি কোনভাবে প্রতিশোধ নিই। তিৎসিনের ভাষায় "আমি পদাঘাত করি," যদিও সে কখনো অবশ্য তা করেনি। আপনি ক্রিলোভের "সিংহ আর গাধা"-র গল্পটা জানেন? ওটা আপনি আর আমি; আমাদের নিয়ে লেখা।'

ক্রুদ্ধ জেনারেল বললেন, 'ফার্দিশ্চেঙ্কো, তুমি বোধ হয় আবার বাজে বকছ।'

ফার্দিশ্চেঙ্কো এর জবাব দিয়ে ওর অসংলগ্ন কথা দীর্ঘতর করতে পারবে ভেবে বলল, 'আপনি কি বলতে চান? অপ্রতিভ হবেন না, আমি আমার অবস্থা জানি। যদি বলি যে "আপনি আর আমি ক্রিলোভের গল্পের সিংহ আর গাধা; তাহলে অবশ্যই গাধার ভূমিকা আমি নেব আর আপনি সিংহ, অরণ্যের আতঙ্ক, প্রবল সিংহ,যে বয়সের সঙ্গে হারিয়েছে তার যৌবনোচিত শক্তি। আমি হলাম গাধা।'

জেনারেল অসাবধানে বললেন, 'সেটা স্বীকার করছি।'

এ সব অবশ্য ইচ্ছে করে স্থূল ভঙ্গীতে ফার্দিশ্চেঙ্কো করছিল, কিন্তু মনে হল সে যেন স্বভাবতঃই ভাঁড়ের অভিনয় করতে পারে।

সে চেঁচিয়ে উঠল, 'যাতে এভাবে কথা বলতে পারি, সে জন্যই আমাকে এখানে আনা হয়। আমার মত লোককে কি আসতে দেওয়া হতে পারে? সে আমি জানি। আমার মত লোক কি আফানাসি ইভানোভিচের মত মার্জিত ভদ্র লোকের পাশে থাকতে পারে? এর একটাই মানে হয় যে, এটা অভাবনীয় বলেই ওরা করে।'

স্থূল হলেও তার কথাবার্তা মাঝে মাঝে খুব তীব্র, সেটা নাস্তাসিয়ার বোধ হয় ভাল লাগে। ওর সঙ্গে যারা দেখা করতে চায়, তাদের ফার্দিশ্চেঙ্কোকে সহ্য

করার জন্য তৈরী থাকতে হয়। হয়ত ফার্দিশ্চেঙ্কো ঠিকই বলেছে, প্রথম থেকে তার উপস্থিতি টটস্কির কাছে অসহ্য বলেই সে রয়েছে। গানিয়াও তার হাতে অকথ্য দুর্দশা ভোগ করেছে। এভাবে ফার্দিশ্চেঙ্কো নাস্তাসিয়ার খুব কাজে লাগে।

'প্রিন্স আমাদের শুরুতে একটা সৌখীন গান শোনাবেন' বলে সে নাস্তাসিয়ার কথা শুনবার জন্য তাকাল।

নাস্তাসিয়া শুকনো গলায় বলল, 'ফার্দিশ্চেঙ্কো, উত্তেজিত হয়ো না, গানটা চলবে না।'

'ও! ও যদি বিশেষ প্রশ্রয় পায়, তাহলে আমিও প্রশ্রয় দেব।'

কিন্তু নাস্তাসিয়া তার কথা না শুনে উঠে মিশকিনের দিকে এগিয়ে এল।

হঠাৎ তার সামনে গিয়ে বলল, 'আপনাকে আজ বিকেলে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম বলে দুঃখিত, আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর এবং এসে যে কত ভাল করেছেন, সেটা বলার সুযোগ দিয়েছেন বলে আমি আনন্দিত।'

কথা বলতে বলতে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিশকিনের দিকে তাকিয়ে তার আসার কারণটা বোঝার চেষ্টা করল।

মিশকিন হয়ত তার সহৃদয় কথার কিছু উত্তর দিতে পারত, কিন্তু সে এত অভিভূত হয়ে পড়েছে যে, একটা কথাও বলতে পারল না। নাস্তাসিয়া খুশী হয়ে সেটা লক্ষ্য করল। আজ সে সুসজ্জিত থাকায় তাকে খুব ভাল লাগছে। নাস্তাসিয়া মিশকিনকে হাত ধরে অভ্যাগতদের দিকে নিয়ে গেল।

হঠাৎ বসার ঘরের দরজায় থেমে গিয়ে মিশকিন গভীর আবেগে দ্রুত ফিসফিসিয়ে বলল, 'আপনার সব কিছুই নিখুঁত···এমন কি আপনার রোগা, ফ্যাকাশে ভাবও। আপনাকে অন্যরকম ভাবতে ভাল লাগে না···আপনার এখানে আসতে এমন ইচ্ছে করছিল—আমি—আমায় মাফ করবেন!'

নাস্তাসিয়া হেসে উঠল, 'ক্ষমা চাইবেন না, তাতে সব বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যাবে। ওরা ঠিকই বলে যে, আপনি অদ্ভুত লোক। তাহলে আপনি আমাকে নিখুঁত মনে করেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'যদিও আপনি নির্ভুল অনুমান করতে পারেন, কিন্তু এখানে ভুল করেছেন। আপনাকে সেটা আজ মনে করিয়ে দেব।'

সে মিশকিনকে অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, তাদের অর্ধেকের বেশী লোককে মিশকিন আগেই চেনে। টটস্কি সাথে সাথে ভদ্রতাসূচক কিছু কথা বললেন। সবাই যেন উৎসাহিত হয়ে উঠে কথা বলতে লাগল, হাসতে লাগল। নাস্তাসিয়া মিশকিনকে নিজের পাশে বসাল।

ফার্দিশ্চেঙ্কো খুব জোরে চেঁচিয়ে বলল, 'কিন্তু প্রিন্সের আসায় এত অবাক হওয়ার কি আছে? এ তো এমনই বোঝা যাচ্ছে।'

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর এই বার গানিয়া বলল, 'খুব বেশী স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে। আজ সকালে প্রিন্স যখন প্রথম আইভান ফিয়োদোরোভিচের টেবলে নাস্তাসিয়ার ছবি দেখলেন, তখন থেকে ওঁকে একভাবে লক্ষ্য করছি। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে যে, তখন আমি যা ভেবেছিলাম, এখন সেটা আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে এবং প্রিন্স সেটা নিজে স্বীকার করেছেন।'

গানিয়া এক অদ্ভুত বিষণ্ণ ভঙ্গীতে এই কথাগুলো বলল, এতে একটুও হালকা ইঙ্গিত নেই।

মিশকিন আরক্ত মুখে বলল, 'আমি কিছু স্বীকার করিনি. শুধু আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি।'

ফার্দিশ্চেঙ্কো চেঁচিয়ে উঠল, 'বাহবা! বাহবা! স্পষ্ট কথা—স্পষ্ট অথচ চতুর।'

সকলে জোরে হেসে উঠল।

তিৎসিন বিরক্ত হয়ে নীচু গলায় বলল, 'ফার্দিশ্চেঙ্কো, চেঁচিও না।'

আইভান বললেন, 'প্রিন্স, তোমার এতটা উৎসাহ আশা করিনি। তোমাকে সেরকম লোক মনে হয় না। তোমায় তো আমি দার্শনিক ভেবেছিলাম। উঃ, খুব ধূর্ত।'

হঠাৎ দাঁত হীন, সত্তর বছরের বৃদ্ধ শিক্ষক সকলকে অবাক করে দিয়ে কথা বলে উঠলেন, 'সাধারণ ঠাট্টাতে প্রিন্স যেভাবে কিশোরী মেয়ের মত লজ্জায় লাল হয়ে উঠছেন, তাতে আমার মনে হয়, যে কোন সম্মানিত যুবকের মত তিনিও মনে মনে উচ্চাশা পোষণ করেন।' কেউ আশা করেনি যে, আজ শিক্ষক মুখ খুলবেন।

সকলে খুব হাসতে লাগল। বৃদ্ধ ভাবলেন, সবাই বোধ হয় তাঁর রসিকতায় হাসছে, তাই তাদের দিকে তাকিয়ে তিনিও আরো বেশী হাসতে লাগলেন, শেষে প্রচণ্ড কাশতে শুরু করলেন। নাস্তাসিয়ার এরকম অদ্ভুত সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা ছিটগ্রস্ত লোকদের প্রতি খুব ভালবাসা। সে অমনি তাঁর তদারকি শুরু করল, তাঁকে চুমু দিয়ে তাঁর জন্য চা আনতে বলল। তাঁকে একজন দাসী ক্লোক এনে দিল। সে সেটা গায়ে জড়িয়ে তাকে বলল আগুনে আরো কাঠ চাপাতে। কটা বেজেছে জানতে চাওয়ায় দাসী জানাল, রাত সাড়ে দশটা।

নাস্তাসিয়া হঠাৎ বলল, 'বন্ধুগণ, আপনারা একটু শ্যাম্পেন খাবেন? আমার সব ব্যবস্থা আছে। হয়ত আপনাদের আরো মেজাজ ভাল হবে। দোহাই, ভদ্রতা করবেন না।'

এত সোজাসুজি নাস্তাসিয়ার মদ খাওয়ার প্রস্তাব খুব অদ্ভুত মনে হল। ওর আগের পার্টিগুলোর নিয়ম কানুনের কড়াকড়ি সবাই দেখেছে। অতিথিরা আরো উচ্ছল হয়ে উঠল. অবশ্য সকলের উচ্ছলতা এক রকম নয়। প্রথম পাণীয় নিলেন জেনারেল এপানচিন নিজে, তারপর সেই ছটফটে মহিলা, বৃদ্ধ লোকটি, ফার্দিশ্চেঙ্কো, তারপর বাকী সবাই। টটস্কিও অতিথিদের এই বিষণ্ণতার বদলে যতদূর সম্ভব খুশীর ভাব আনার আশায় গ্লাস নিলেন। শুধু গানিয়া কিছু নিল না।

নাস্তাসিয়া এক গ্লাস শ্যাম্পেন নিয়ে বলল, সে তিন গ্লাস খাবে। তার অদ্ভুত, আকস্মিক আচরণ, অস্বাভাবিক অকারণ হাসি, আবার কখনো নীরব বিষণ্ণভাব বোঝা কঠিন। কয়েকজন অতিথির সন্দেহ হল যে, সে অসুস্থ। শেষে তারা লক্ষ্য করল, সে যেন কিসের জন্য অপেক্ষা করছে, ঘড়ি দেখছে, এবং অসহিষ্ণু, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে।

ছটফটে মহিলাটি বললেন, 'মনে হচ্ছে, তোমার একটু জ্বরভাব?'

'একটু নয়, খুব বেশী। সেই জন্য ক্লোক পরেছি।' সত্যিই তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এবং যেন মাঝে মাঝে প্রচণ্ড একটা কাঁপুনি চাপবার চেষ্টা করছে।

সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল।

টটস্কি আইভানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের কি ওকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত নয়?

নাস্তাসিয়া হঠাৎ বিশেষ জোরের সঙ্গে বলল, 'কখনো না। আমি অপনাদের থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি; বিশেষ করে আজ আপনাদের উপস্থিতি দরকার।'

যেহেতু প্রায় সব অতিথিরাই জানেন যে আজ একটা খুব জরুরী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, অতএব তার কথা খুব অর্থপূর্ণ মনে হল। জেনারেল এপানচিন আর টটস্কি আবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন। গানিয়া কেঁপে উঠল।

ছটফটে মহিলা বললেন, 'কোন মজার খেলা খেললে ভাল হয়।'

ফার্দিশেচঙ্কো বলল, 'আমি একটা নতুন, চমৎকার খেলা জানি; অবশ্য একবারই মাত্র খেলেছি, সেবার ওটা ঠিকমত হয়নি।'

মহিলাটি বললেন, 'কি খেলা?'

'একদিন আমরা একদল মদ খাচ্ছিলাম, হঠাৎ কে বলল যে, টেবিলে বসে প্রত্যেকে একটা কোন ঘটনা বলবে, যে ঘটনা তার জীবনের সবচেয়ে অন্যায় কাজ বলে মনে হয়। কিন্তু সৎভাবে বলতে হবে, অর্থাৎ কোন মিথ্যে বলা বলবে না।'

জেনারেল বললেন, 'অদ্ভুত বুদ্ধি!'

'এত অদ্ভুত আর হয় না; কিন্তু এটাই খেলার আসল ব্যাপার।'

টটস্কি বললেন, 'জঘন্য। তবে বুঝেছি, এ শুধু এক ধরনের বাহাদুরি করা।'

'আফানাসি ইভানোভিচ, আমরাও ঠিক এই চেয়েছিলাম।'

মহিলাটি বললেন, 'কিন্তু এ খেলায় হাসার বদলে আমরা কাঁদব।'

তিৎসিন বলল, 'এ খেলা অসম্ভব, অবাস্তব।'

নাস্তাসিয়া প্রশ্ন করল, 'ওটা ভালভাবে হল?'

'না, হল না। অবশ্য প্রত্যেকেই কিছু বলল; অনেকে সত্যি কথা বলল, কারোর কারোর সত্য বলতে ভাল লাগল। কিন্তু পরে প্রত্যেকেই লজ্জা পেল; সাহস বজায় রাখতে পারল না। সব মিলিয়ে খুব মজাই হয়েছিল।'

নাস্তাসিয়া হঠাৎ সাগ্রহে বলল, 'সত্যিই খেলাটা সুন্দর হবে। আসুন, আমরা চেষ্টা করে দেখি। আমরা একেবারে আনন্দ করতে পারছি না। যদি প্রত্যেকে কিছু বলতে রাজী থাকেন…এ ধরনের কিছু—অবশ্য স্বেচ্ছায়। কাউকে বাধ্য করা হচ্ছে না, এঁ্যা? আমরা বোধ হয় পারব। খুব নতুন রকম হবে।'

ফার্দিশেচঙ্কো বলল, 'ক্ষমতার পরিচয়! মেয়েদের অবশ্য বাদ দেওয়া হচ্ছে, ছেলেরা শুরু করবে। সেবারে যে রকম করেছিলাম, এখন সেইভাবে লটারি হবে। করতেই হবে! অবশ্য কেউ যদি সত্যিই অনিচ্ছুক হয়, তার দরকার নেই; কিন্তু সেটা বিচ্ছিরি লাগবে। আপনাদের নামগুলো এখানে আমার টুপিতে ফেলুন: প্রিন্স ওগুলো তুলবেন। এর চেয়ে সহজ আর হয় না—আপনার জীবনের সবচেয়ে খারাপ কাজের কথা বলতে হবে—খুব সোজা! দেখুন। কেউ ভুলে গেলে তাকে মনে করানোর দায়িত্ব নিচ্ছি।'

বুদ্ধিটা অদ্ভুত, কারোরই সেটা পছন্দ হল না। কেউ বিরক্ত হল, কেউ চতুর হাসি হাসল। কেউ কেউ মৃদু প্রতিবাদ করল। আইভান নাস্তাসিয়ার বিরুদ্ধে যেতে চান না বলে লক্ষ্য করলেন, সে এই অদ্ভুত খেলায় খুব আকৃষ্ট হয়েছে;

বোধ হয়, খেলাটা শুধু অদ্ভুত ও অসম্ভব বলেই। নাস্তাসিয়া একটা ইচ্ছা প্রকাশ করলে, সেটা যতই খামখেয়ালী বা অপ্রয়োজনীয় হোক না কেন, সে সম্বন্ধে সে খুব জেদী আর অবিবেচক হয়ে ওঠে। এখন মনে হচ্ছে সে যেন পাগল হয়ে গেছে, এদিকে ওদিকে দৌড়োচ্ছে আর হঠাৎ দারুণভাবে হাসছে; বিশেষতঃ টটস্কির অপ্রতিভ প্রতিবাদে। তার কালো চোখ জ্বল জ্বল করছে, ফ্যাকাশে গালে উজ্জ্বল ছোপ। সম্ভবতঃ কয়েকজন অতিথির অবসন্ন, বিরক্ত ভাব তার খেলাটার জন্য পরিহাসপুট ইচ্ছা বাড়িয়ে দিয়েছে। হয়ত খেলাটার উদাসীনতা আর নিষ্ঠুরতাই তাকে আকৃষ্ট করেছে। পার্টির কয়েকজনের ধারণা হল যে, এর মধ্যে তার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। তবুও সবাই রাজী হল; যাই হোক খেলাটা অদ্ভুত, অনেকের কাছে সেই জন্যই এটা আকর্ষণীয়। ফার্দিশ্চেঙ্কোই সবচেয়ে উত্তেজিত।

নিশ্চুপ তরুণটি মৃদুস্বরে বলল, 'যদি এমন কথা থাকে যে মেয়েদের সামনে··· বলা যায় না?

ফার্দিশ্চেঙ্কো বলল, 'তাহলে বলবেন না। ও ছাড়াও বহু অন্যায় কাজ থাকতে পারে।'

ছটফটে মহিলাটি বললেন, 'কিন্তু আমার কোন্ কাজটাকে সবচেয়ে খারাপ বলব, বুঝতে পারছি না।'

ফার্দিশ্চেঙ্কো আবার বলল, 'মেয়েদের বাধ্য করা হবে না, কিন্তু স্বেচ্ছায় কিছু বললে, তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হবে। যে সব ছেলেদের খুব আপত্তি, তাদের বাদ দেওয়া হবে।'

গানিয়া বলল, 'কিন্তু আমি যে মিথ্যে বলব না, তার প্রমাণ কোথায়? যদি বলি, তাহলে পুরো খেলাটাই নষ্ট। কে মিথ্যে বলবে না? সকলেই বলবে।'

ফার্দিশ্চেঙ্কো হঠাৎ সোৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওটা দেখাও মজার—কে কি রকম মিথ্যে বলতে পারে। গানিয়া, তোমার মিথ্যে বলায় কোন বিশেষ ভয় নেই, কারণ আমরা সবাই তোমার কুকীর্তির কথা জানি। কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, শুধু ভেবে দেখুন, গল্পগুলো বলার পর আগামীকাল আমরা পরস্পরকে কি চোখে দেখব।'

টটস্কি গম্ভীরভাবে বললেন, 'কিন্তু এ কি সম্ভব? নাস্তাসিয়া, সত্যিই কি তুমি আগ্রহী?'

নাস্তাসিয়া তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'নেকড়ের ভয় করলে, জঙ্গলে যাওয়া চলে না।'

টটস্কি আরো অপ্রতিভ হয়ে বলতে লাগলেন, 'কিন্তু, মিঃ ফার্দিশ্চেঙ্কো, এর থেকে কি মজা আপনি পাবেন? আপনাকে বলতে পারি, এরকম খেলা কখনো সফল হয় না। আপনি নিজেই বলেছেন, আগে এটা একবার সফল হয়নি।'

'সফল হয়নি! কিভাবে তিনরুবল চুরি করেছিলাম, সেই গল্প গতবার বলেছি; সোজা বলে দিয়েছিলাম।'

'তাতে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার গল্পটা সত্য বলে মনে করা ও আপনাকে বিশ্বাস করার হয়ত কোন সম্ভাবনা ছিল না। গ্যাব্রিল ঠিকই বলেছে,

এতটুকুও মিথ্যের আভাস থাকলে পুরো খেলাটা নষ্ট হয়ে যাবে। সত্য বলা এক বিশেষ ধরনের চালিয়াতি, যা হীনতম রুচিতেই সম্ভব এবং এখানে ধারণার অতীত, একেবারে খাপছাড়া।'

ফার্দিশ্চেঙ্কো চেঁচিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনার কি বুদ্ধি! আপনি আমায় খুব অবাক করেছেন! ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা শুধু লক্ষ্য করুন, আমার চুরির গল্প সত্য ঘটনার মত বলতে পারিনি, এ কথা বলে উনি খুব সূক্ষ্ম উপায়ে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি সত্যিই চুরি করতে পারি না (কারণ ওটা প্রকাশ্যে বলা অভদ্রতা)। অবশ্য মনে মনে হয়ত ওঁর দৃঢ় ধারণা যে, ফার্দিশ্চেঙ্কোর পক্ষে চুরি করা খুবই সম্ভব। কিন্তু এবার কাজের কথা হোক। নামগুলো ফেলা হয়েছে, আফানাসি ইভানোভিচ, আপনার নামটাও দিয়েছেন; কাজেই, কেউ গররাজী হয়নি। প্রিন্স, তুলুন!'

কোন কথা না বলে মিশকিন টুপিতে হাত দিয়ে প্রথম নাম তুলল ফার্দিশ্চেঙ্কোর, দ্বিতীয় তিৎসিনের, তৃতীয় এপানচিনের, চতুর্থ টটস্কির, পঞ্চমটা নিজের, ষষ্ঠ গানিয়ার ইত্যাদি। মেয়েরা নাম দেয়নি।

ফার্দিশ্চেঙ্কো চেঁচিয়ে উঠল, 'হায়, কি দুর্ভাগ্য! ভেবেছিলাম, প্রথমটা প্রিন্সের নাম হবে, তারপর জেনারেলের। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আইভানের নাম আমার পরেই রয়েছে, আমি পুরস্কার পাব। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি ভাল উদাহরণ দেখাবার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। এই মুহূর্তে যা সবচেয়ে অনুভব করছি, তা হল যে আমি অতি সাধারণ লোক, কোন বৈশিষ্ট্য নেই—এমনকি ভদ্রলোকও নই। ফার্দিশ্চেঙ্কো যদি কোন সাংঘাতিক কাজ করে তাতে কার মাথাব্যথা? আমার সবচেয়ে জঘন্য কাজ কি? লোকে যে চোর না হয়েও চুরি করতে পারে এই কথাটা আফানাসি ইভানোভিচকে বিশ্বাস করানোর জন্যে কি ঐ একই চুরির গল্প আবার বলব?'

'মিঃ ফার্দিশ্চেঙ্কো, আপনার কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে, নিজের জঘন্য কাজের সম্বন্ধে কেউ জানতে না চাইলেও তা বর্ণনা করায় কারো কারো আনন্দ হতে পারে। কিন্তু…মাপ করুন, মিঃ ফার্দিশ্চেঙ্কো।'

নাস্তাসিয়া অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'শুরু কর ফার্দিশ্চেঙ্কো, তুমি বড় বকবক করছ।'

প্রত্যেকেই লক্ষ্য করেছে যে, উন্মত্ত হাসির পর নাস্তাসিয়া হঠাৎ খুব বিরক্ত, গোমড়া হয়ে গেছে; অথচ সে তার খামখেয়ালীপনা নিয়ে গোঁয়ারের মত জেদ করতে লাগল। আফানাসি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছেন। উনি আইভানের ওপরেও খুব চটেছেন, কেন না আইভান এসে বসে শ্যাম্পেনে চুমুক দিচ্ছেন, যেন কিছুই ঘটেনি, হয়ত সুযোগমত কিছু বলার জন্য অপেক্ষা করছেন।

॥ চৌদ্দ ॥

ফার্দিশ্চেঙ্কো নিজের গল্প শুরু করল, 'নাস্তাসিয়া, আমার কোন বুদ্ধি নেই, তাই আমি বেশী কথা বলি। যদি আফানাসি ইভানোভিচ বা আইভান পেত্রোভিচের মত বুদ্ধিমান হতাম, তাহলে আজ রাতে ওঁদের মত চুপ করে বসে থাকতাম। প্রিন্স, আপনাকে প্রশ্ন করছি, আপনি কি মনে করেন? আপনি কি মনে করেন না যে, পৃথিবীতে সাধুর চেয়ে চোরের সংখ্যা বেশী এবং পৃথিবীতে

এমন সাধু একজনও নেই যে জীবনে কিছু চুরি করেনি? এটা আমার ধারণা, তার থেকে অবশ্য এই সিদ্ধান্ত করছি না যে, সবাই চোর; ভগবান জানেন, আমিও অনেকবার প্রলুব্ধ হয়েছি। আপনি কি মনে করেন?'

দারিয়া আলেক্সিয়েভনা নামে ছটফটে মহিলাটি বললেন, 'ও! কী বোকার মত গল্প বলছেন! আর কী বাজে কথা। প্রত্যেকেই কিছু চুরি করবে, এটা অসম্ভব। আমি কখনো কিছু চুরি করিনি।'

'দারিয়া আলেক্সিয়েভনা, আপনি কখনো চুরি করেননি; কিন্তু প্রিন্স কি বলবেন? উনি তো খুব লজ্জা পাচ্ছেন।'

মিশকিন সত্যিই কোন কারণে লজ্জা পাচ্ছিল, সে বলল, 'আমার মনে হয় আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু বড্ড বাড়িয়ে বলেছেন।'

'প্রিন্স, আপনিও কি কখনো কিছু চুরি করেননি?'

জেনারেল বাধা দিলেন, 'ফুঃ। কী অবাস্তব! কি ভাবছেন, মিঃ ফার্দিশ্চেঙ্কো?'

দারিয়া বলে উঠলেন, 'আপনার নিজের কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছেন, তাই প্রিন্সকে টেনে আনার চেষ্টা করছেন কারণ প্রিন্স নিজের কথা বলতে পারছেন না।

নাস্তাসিয়া বিরক্তির সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'ফার্দিশ্চেঙ্কো, হয় তোমার গল্প বল, নয় চুপ কর, অন্যদের এর মধ্যে টেনে এনো না। লোকের ধৈর্য থাকছে না।'

'এক মিনিট নাস্তাসিয়া; কিন্তু প্রিন্স যখন কথা দিয়েছেন—এটা প্রায় কথা দেওয়ার মতই—তখন উনি একবার সত্যকথা বলতে চাইলে কার কি বলার আছে (কারোর নাম করতে চাই না)? আমার বিষয়ে আর কিছু বলার দরকার নেই, ব্যাপারটা খুব সহজ, বিশ্রী ও জঘন্য। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি চোর নই, কি করে চুরি করলাম জানি না। ঘটনাটা ঘটেছিল গত বছরের আগের বছরে এক রবিবারে সেমিয়োন ইভানোভিচের বাড়ীতে; ওর সঙ্গে ওর বন্ধুরা খাচ্ছিল। খাওয়ার পর তারা সুরাপান করছিল। আমার খেয়াল হল, ওর মেয়ে, তরুণী মারিয়া সেমিয়োনোভনাকে পিয়ানো বাজাতে বলি। কোণের ঘরে গেলাম। মারিয়ার ডেস্কে তিন রুবলের একটা সবুজ নোট পড়েছিল। ও নিশ্চয়ই সংসার খরচের জন্য ওটা বার করেছিল। ঘরে কেউ ছিল না। আমি নোটটা নিয়ে পকেটে রাখলাম, কেন জানি না আমার যে কি হল জানি না। শুধু তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে টেবলে বসলাম। সেখানে বেশ উত্তেজিতভাবে বসে কিসের জন্য যেন অপেক্ষা করছিলাম। অনর্গল কথা বলতে আর হাসতে লাগলাম। তারপরে মেয়েদের কাছে গেলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ওরা নোটটা না পেয়ে দাসীদের জিজ্ঞাসা করতে লাগল। ওদের দারিয়া নামে একজনকে সন্দেহ হল। আমি খুব আগ্রহ ও সহানুভূতি দেখালাম। মনে আছে, দারিয়া যখন একেবারে ভেঙে পড়েছে, তখন আমি ওর স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করতে লাগলাম, ওকে আশ্বাস দিলাম যে, ওর মনিবানী দয়া দেখাবেন; সকলের সামনে জোরেই কথাটা বললাম। প্রত্যেকে তাকাতে লাগল, আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল যে, নোটটা আমার পকেটে অথচ আমি ওকে বক্তৃতা দিচ্ছি। সেই রাতে রেস্তোরাঁয় মদ খেয়ে ঐ তিন রুবল খরচ করলাম। আমি গিয়ে এক বোতল লাফিৎ চাইলাম। কখনো ওরকম নাম করে কোন পানীয় চাইনি; তক্ষুণি টাকা খরচ করতে ইচ্ছে হল। সে সময়ে বিবেকের কোন খোঁচা অনুভব করিনি, পরেও করিনি। অবশ্য আবার ওরকম

করব না ; আপনারা বিশ্বাস করুন বা না করুন, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। ব্যস, হয়ে গেল।'

দারিয়া বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'নিঃসন্দেহে আপনি জঘন্য কাজ করেছেন।'

টটস্কি বললেন 'এটা চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত ঘটনা, কাজ নয়।'

নাস্তাসিয়া তার তীব্র বিরক্তি গোপন না করেই বলল 'আর দাসীটা ?'

'পরের দিনই ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। পরিবারটি খুব কড়া।'

'তুমি সেটা হতে দিলে ?'

ফার্দিশেচঙ্কো সকলের অত্যন্ত অপ্রীতিকর মনোভাবে বিরক্ত হয়েও হেসে বলল, 'বাঃ। আমি কি নিজে গিয়ে বলতে পারতাম ?'

নাস্তাসিয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'কী জঘন্য।'

'সে কি তুমি একজনের খারাপ কাজের কথা শুনতে চাও, অথচ ভাল কিছু আশা করছ। লোকের খারাপ কাজ সবসময়ে জঘন্যই হয়, নাস্তাসিয়া, আইভানের কাছেও আমরা তাই শুনব। বহু লোক বাইরে নিজেদের ভাল ও সৎ দেখাতে চায়, কারণ তাদের নিজেদের গাড়ী আছে। সবরকম লোকেরই গাড়ী থাকে। কিন্তু কি ভাবে ?'

বস্তুতঃ ফার্দিশেচঙ্কো উত্তেজিত হয়ে রাগে আত্মহারা হয়ে পড়ল, রাগে সমস্ত মুখ বিকৃত হয়ে গেল। শুনতে যতই অদ্ভুত লাগুক, সে কিন্তু আশা করেছিল তার গল্প অন্যভাবে গৃহীত হবে। টটস্কির ভাষায় এই রুচিবিকৃতি, এই বিশেষ ধরনের চালিয়াতি প্রায়ই ফার্দিশেচঙ্কোর ক্ষেত্রে ঘটে এটা তার বৈশিষ্ট্য।

নাস্তাসিয়া রাগে কাঁপতে কাঁপতে তীব্রদৃষ্টিতে ফার্দিশেচঙ্কোর দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে ফার্দিশেচঙ্কো ভয়ে প্রায় হিম হয়ে কুঁকড়ে চুপ করে গেল, সে বড্ড বাড়াবাড়ি করছিল।

টটস্কি বললেন, 'ব্যাপারটা এখানেই শেষ করা ভাল নয় কি ?,

তিৎসিন দৃঢভাবে বলল 'এবার আমার পালা, কিন্তু আমায় বাতিল করা হোক আমি কথা বলব না

বলতে চাও না ?'

'বলতে পারব না নাস্তাসিয়া, আসলে এরকম খেলা আমার পক্ষে অবাস্তব।'

নাস্তাসিয়া এপানচিনের দিকে ফিরে বলল, 'জেনারেল, এবার বোধ হয় আপনার পালা। যদি আপনিও গররাজী হন, তাহলে আমাদের সবাইকে বাতিল করবেন। আমি দুঃখ পাব, কারণ ভাবছিলাম আমার নিজের একটা ঘটনা বলে শেষ করব। তবে আপনার এবং আফানাসির পরে ওটা বলার ইচ্ছা ছিল, কারণ, আপনি আমায় সাহস দেবেন।'

জেনারেল সোৎসাহে বললেন, 'ও, তুমি যদি কথা দাও, তাহলে আমি আমার সমস্ত জীবনের ঘটনা বলতে রাজী আছি। স্বীকার করছি, আমার পালায় বলার জন্য গল্প তৈরী রেখেছি—'

ফার্দিশেচঙ্কো এখনো বেশ অপ্রতিভ হলেও ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল 'ওঁর ভাব দেখে বোঝা যায় নিজের গল্প বলতে উনি অদ্ভুত সৃষ্টির আনন্দ অনুভব করছেন।'

নাস্তাসিয়া জেনারেলের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিজের মনে হাসল।

কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তার নিরুৎসাহ আর বিরক্তি বেড়ে চলেছে। নাস্তাসিয়ার নিজের গল্প বলার প্রতিশ্রুতিতে টটস্কি খুব ভয় পেলেন।

জেনারেল বলতে শুরু করলেন, 'বন্ধুগণ, অন্য সকলের মত আমাকেও এমন কিছু কাজ আমার জীবনে করতে হয়েছে, যা খুব প্রীতিকর নয়; কিন্তু অদ্ভুত হল যে, যে ঘটনাটা খোলাখুলি বলব সেই ছোট্ট ঘটনাটাকে আমার জীবনের জঘন্যতম ঘটনা বলে মনে হয়। সে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে, তবু এখনো সে কথা মনে করলেই বুক মুচড়ে ওঠে। অবশ্য ঘটনাটা খুবই বোকার মত। সে সময়ে আমি সবে মাত্র লেফটেন্যান্ট হিসেবে সেনাবাহিনীতে কাজ করছি। আপনারা সবাই জানেন, লেফটেন্যান্টরা তরুণ আর উৎসাহী হয়। তখন আমার নিকিফর নামে এক আর্দালী ছিল, সে খুব উৎসাহী ছিল। সে আমাদের জন্য সেলাই করত, ঘষামোজা করত, আবার যা পেত দুহাতে চুরি করত। লোকটা খুব অনুগত আর সৎ ছিল। আমি অবশ্য কড়া হলেও সৎ ছিলাম। কিছুদিন আমাদের এক ছোট শহরে থাকতে হয়েছিল। এক অবসরপ্রাপ্ত সাব-লেফটেন্যান্টের বিধবার মফস্বলের বাড়ীতে থাকতাম। বৃদ্ধার বয়স আশীর মত। সে একটা ছোট, পুরনো নড়বড়ে কাঠের বাড়ীতে থাকত; এত গরীব যে তার একটা চাকর পর্যন্ত ছিল না। উপরন্তু, এক সময়ে তার বিরাট পরিবার ও অনেক আত্মীয় স্বজন থাকলেও কেউ মারা গেছে, অনেকে চলে গেছে, আর বাকীরা তাকে ভুলে গেছে। তার স্বামী পঁয়তাল্লিশ বছর আগে মারা গেছে। কয়েক বছর আগে এক ভাইঝি তার সঙ্গে থাকত, এক কুঁজওয়ালা স্ত্রীলোক, লোকে বলত, সে নাকি ডাইনীর মত শয়তান; এমনকি, সে নাকি বৃদ্ধার আঙ্গুল পর্যন্ত একবার কামড়ে দিয়েছিল। কিন্তু, সেও মারা গেছে; সুতরাং তিন বছর ধরে বৃদ্ধা একাই রয়েছে। ওখানে আমার খুব একঘেয়ে লাগত, বৃদ্ধাও এমন বোকা যে তার সঙ্গে কথা বলা যেত না। শেষ পর্যন্ত, সে আমার একটা মোরগ চুরি করল। ঘটনাটা তখনো পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি, কিন্তু ওখানে আর কেউ চুরি করার মত ছিল না। আমরা দুজনে মোরগের জন্য ঝগড়া করলাম; শেষে আমি জায়গা বদলাতে চাওয়া মাত্র আমাকে শহরের অন্য প্রান্তের উপকণ্ঠে এক ব্যবসাদারের বাড়ীতে পাঠানো হল। মনে পড়ছে, তার বড় পরিবার এবং বড় দাড়ি ছিল। নিকিফর আর আমি যেতে পেরে খুশী হলাম। আমি বিরক্ত হয়ে বৃদ্ধাকে ছেড়ে গেলাম। তিনদিন পরে আমি ড্রিল থেকে ফেরার পরে নিকিফর জানাল, "হুজুর, বুড়ীর বাড়ীতে বাটিটা ফেলে আসা আমাদের ভুল হয়েছে; ঝোল রাখার কোন জায়গা নেই।" আমি খুব অবাক হলাম। "কি রকম? বাটি কি করে পড়ে রইল?" নিকিফর অবাক হয়ে বলল, আমাদের আসার সময়ে বাড়ী-ওয়ালা তাকে বাটি দেয়নি, কারণ আমি তার বাসন ভেঙেছি। সে বাসনের বদলে বাটিটা রেখে নিয়ে ভান করেছে যে, আমিই এই পরামর্শ দিয়েছি। বুড়ির এই ইতর ব্যবহারে স্বভাবতঃই আমি ক্ষেপে গেলাম। এ ঘটনায় যে কোন তরুণ অফিসারের রক্ত টগবগিয়ে ওঠার কথা! লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে পড়লাম। যখন বুড়ীর বাড়ীতে পৌঁছলাম, তখন রাগে আমি আত্মহারা। দেখলাম হল ঘরের কোণে যেন রোদ এড়িয়ে গুটিশুটি মেরে গালে হাত দিয়ে সে বসে আছে। আমি একেবারে রুশ ভঙ্গীতে গালাগালির স্রোত বইয়ে দিলাম। কিন্তু তাকে দেখে কি রকম অদ্ভুত লাগছিল। সে মুখটা আমার দিকে ফিরিয়ে বসেছিল, চোখ দুটো গোল,

বিস্ফারিত, কোন জবাব দিল না। অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চেয়ে সে যেন দুলছিল। শেষে আমার রাগ পড়ে এল। তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম—কোন কথা নেই। আমি দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগলাম ঃ মাছি উড়ছে, সূর্য ডুবছে, চারিদিক চুপচাপ। একেবারে ঘাবড়ে গিয়ে ফিরে এলাম। বাড়িতে ঢোকার আগে আমার মেজরের বাড়ীতে ডাক পড়ল, তারপর সদর দপ্তরে যেতে হল, কাজেই বেশ রাত হল বাড়ী ফিরতে। নিকিফর প্রথমেই বলল, "জানেন হুজুর, আমাদের বাড়ীওয়ালী মারা গেছে?" "কখন মারা গেছে?" "কেন, আজ সন্ধ্যায়, দেড় ঘণ্টা আগে।" তাহলে সে মারা যাবার সময়ে আমি তাকে গালাগালি করছিলাম। এই খবরে আমার এমন অনুভূতি হল যে, সেটা মন থেকে তাড়াতে পারলাম না। ঐ চিন্তা আমায় তাড়া করতে লাগল; রাতে ঐ স্বপ্নই দেখি। আমি অবশ্য কুসংস্কারগ্রস্ত নই, কিন্তু দু দিন পরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় গীর্জায় গেলাম। যতই দিন যাচ্ছে, ততই যেন ওটা আমায় বেশী পেয়ে বসছে। ঠিক তাড়া করে না, তবে ওটা মনে পড়লে অস্বস্তি হয়। এর কারণ আমার মনে হয় এই ঃ প্রথমতঃ, এ একজন স্ত্রীলোক—মানে, একটি মানুষ। এখন লোকে এই রকমই বলে। সে অনেক দিন বেঁচেছে, বড় বেশী দিন। এক সময়ে তার সন্তান, স্বামী, পরিবার, আত্মীয় স্বজন ছিল—অর্থাৎ তাকে ঘিরে ছিল জীবনের হাসি; তারপর সব হঠাৎ শূন্য, সব চলে গেল, রইল সে একা…যেন জন্ম থেকে শাপগ্রস্ত কোন কীট। শেষে ঈশ্বর তারও মৃত্যু ঘটাচ্ছেন। গ্রীষ্মের শান্ত সন্ধ্যায় যখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে, তখন সেই বৃদ্ধাও মারা গেল—অনেকটা ধর্মচিন্তার উপাদান যেন। সেই মুহূর্তে তাকে বিদায় জানানোর বদলে এক বেপরোয়া তরুণ লেফটেন্যান্ট একটা হারানো বাটির জন্য তাকে পৃথিবীর মাটি থেকে রুশ গালাগালির জগতে নিয়ে গেল! অবশ্য সম্পূর্ণ দোষ আমার নয়। কেন ঠিক সেই সময়েই সে মরতে গেল? এর একটাই কারণ রয়েছে—আমি যা করেছিলাম, তা অনেকটা জৈব। তবু মনে শান্তি পেলাম না, শেষে পনের বছর আগে দুঃস্থালয়ের দুই দুরারোগ্য রোগগ্রস্তা বৃদ্ধাকে পৃথিবীর শেষ কটা দিন একটু স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার খরচ দিলাম। এখন ভাবছি স্থায়ী দান হিসেবে একটা টাকা দেব। এই হল ঘটনা। আবার বলছি, জীবনে অনেক অন্যায় করে থাকতে পারি, কিন্তু এই ঘটনাকে হীনতম অন্যায় বলে আমার মনে হয়।'

ফার্দিশ্চেঙ্কো বলল, 'হীনতম অন্যায়ের বদলে আপনি আপনার একটা সৎ কাজের কথা বলে ফার্দিশ্চেঙ্কোকে ঠকিয়েছেন।'

নাস্তাসিয়া উদাসীন ভাবে বলল, 'সত্যি জেনারেল, ভাবতে পারিনি আপনার মন এত ভাল! সত্যিই দুঃখিত।'

জেনারেল অমায়িক হেসে বললেন, 'দুঃখিত! কেন?' আত্মপ্রসাদের সঙ্গে শ্যাম্পেনে চুমুক দিলেন।

এবারে টটস্কির পালা, তিনিও তৈরী হয়ে রয়েছেন। প্রত্যেকে ভেবেছে, উনি তিৎসিনের মত এড়িয়ে যাবেন না, সবাই বিশেষ কারণে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে; সেই সঙ্গে তারা নাস্তাসিয়াকেও লক্ষ্য করছে।

আফানাসি তাঁর সুন্দর চেহারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে শান্ত, বিনীত স্বরে একটি 'সুন্দর গল্প' শুরু করলেন। তাঁর চেহারা সুদর্শন, মর্যাদাব্যঞ্জক, দীর্ঘ, বলিষ্ঠ গড়ন, একটু টাক আছে, চুলে রূপোলী রং ধরেছে। তাঁর গাল নরম,

মাংসল, গোলাপী, দাঁত নকল। সর্বদাই তিনি ঢিলে এবং ভাল ছাঁটের পোষাক পরেন, কাপড় সর্বদা দামী। তাঁর ফুলো, সাদা হাত দুটো দেখতে সুন্দর। ডান হাতের প্রথম আঙ্গুলে একটা দামী হীরের আংটি।

যতক্ষণ তিনি গল্প বলছিলেন, ততক্ষণ নাস্তাসিয়া তার জামার হাতার লেসের ফ্রিলটা এক দৃষ্টিতে দেখছিল, আর বাঁ হাতের দু আঙ্গুলে সেটা মোচড়াচ্ছিল। বক্তার দিকে সে একবারো তাকায়নি।

আফানাসি শুরু করলেন, 'আমার জীবনের জঘন্যতম কাজ বলতে বাধ্য হওয়ার ফলে ব্যাপারটা বেশ সহজ হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে কোন দ্বিধা থাকতে পারে না, বিবেকই বলে দেয় কি বলতে হবে। আমি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি যে, আমার জীবনের অসংখ্য ঠকবাজী খামখেয়ালী কাজের মধ্যে একটা ঘটনার স্মৃতি আমার মনে খুব গভীর হয়ে আছে। ঘটনাটা প্রায় কুড়ি বছর আগে ঘটেছিল। তখন আমি গ্রামে প্লেটোন অর্দিন্তসেভের সঙ্গে থাকতাম। সে সবেম এ মার্শাল হয়ে তার তরুণী স্ত্রী আনফিসা আলেক্সিয়েভনার সঙ্গে সেখানে শীতের ছুটি কাটাতে এসেছে। আনফিসার জন্মদিনের কয়েকদিন আগে দুটো নাচের ব্যবস্থা হয়েছে। তখন দুমার লা দাম অ কামেলিয়া নামে সুন্দর উপন্যাসটির খুব প্রচলন এবং সমাজে খুব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। আমার মতে, ঐ বইটা বিলুপ্ত হওয়া বা যুগের সঙ্গে বিস্মৃত হওয়ার মত বই নয়। সবজায়গায় মহিলারা বইটা পড়ে আনন্দিত, অন্তত যারা পড়েছে। বইটার আকর্ষণ, প্রধান চরিত্র, পরিস্থিতির নতুনত্ব, সূক্ষ্মভাবে বিশ্লিষ্ট সেই যা, বইএর চমৎকার ঘটনাগুলো (যেমন একবার সাদা নোসগে ফুল এবং একবার গোলাপী ক্যামেলিয়ার ব্যবহার)—এইসব খুঁটিনাটি আর সব মিলিয়ে উপন্যাসটা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ক্যামেলিয়া ফুলের খুব ফ্যাশান দেখা দিল, প্রত্যেকে সে ফুল চাইত, পাবার চেষ্টা করত। আপনাদের বলছি, গ্রামাঞ্চলে যদি বেশী নাচের আসর নাও বসে, বন্ধু, নাচের আসরে সবাই ঐ ফুল চাইলে কি অত ফুল পাওয়া সম্ভব? তখন পেতিয়া ভোরখভস্কির মন আনফিসার জন্য আকুল। সত্যিই ওদের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা জানি না—মানে বলতে চাইছি, পেতিয়ার আশার পেছনে কোন যথার্থ কারণ ছিল কিনা। সে বেচারা বলনাচের রাতে আনফিসার জন্য ক্যামেলিয়া জোগাড় করার জন্য পাগল হয়ে উঠল। আমরা জানতাম, গর্ভণরের স্ত্রীর অতিথি পিটার্সবার্গের কাউন্টেস সোৎস্কি এবং সোফিয়া বেস্পালোভ সাদা নোসগে ফুল নিয়ে আসবে। আনফিসার ইচ্ছে ছিল লাল ফুল দিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবে। বেচারা প্লেটোনের প্রায় পাগলের মত অবস্থা—সে-ই যে স্বামী। সে ফুল জোগাড় করে দেবে কথা দিল। কি ভাবছেন? নাচের দিন সন্ধ্যেবেলায় সে চাঞ্চল্য ছিনিয়ে নিল ক্যাটেরিনা আলেকজান্ড্রোভনা, যে সব ব্যাপারে আনফিসার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ওদের প্রায় হাতাহাতি হওয়ার অবস্থা। তখন সে এক উন্মত্ততা আর অজ্ঞান হওয়ার মত ঘটনা। প্লেটোনের আর কোন আশা রইল না। আপনারা ধরে নিতে পারেন যে, যদি সেই সময়ে পেতিয়া কোনমতে একটা ফুলের গোছা জোগাড় করতে পারত, তাহলে তার সুযোগ অনেক বেশী হয়ে যেত। এরকম ক্ষেত্রে মেয়েদের কৃতজ্ঞতা অসীম। পেতিয়া পাগলের মত লাফালাফি করতে লাগল; কিন্তু তখন সবকিছুই অসম্ভব, সে কথা বলে কোন লাভ নেই। হঠাৎ অর্দিন্তসেভের প্রতিবেশী মাদাম জুবকোভের

জন্মদিনের পার্টি ও নাচের আসরের আগের দিন রাত এগারটায় তার সঙ্গে আমার দেখা হল। তার মুখ জ্বলজ্বল করছে। "কি হয়েছে?" "খুঁজে পেয়েছি। ইউরেকা!" "তুমি অবাক করলে হে! কোথায়? কেমন করে?" "আমাদের অঞ্চলে নয়, পনেরো মাইল দূরে একটা ছোট শহর ইয়েকশাইস্কে। ওখানে পালোভ নামে এক বুড়ো ধনী ব্যবসাদার তার বুড়ী বৌয়ের সঙ্গে থাকে। ছেলেমেয়ে নেই বলে পাখা পাখি পোষে। দুজনেরই ফুলের শখ, বুড়োর ক্যামেলিয়া ফুল আছে।" "হয়ত খবরটা ঠিক নয়। সে তোমাকে যদি ফুল না দেয়?" "সে না দেওয়া পর্যন্ত হাঁটু গেড়ে বসে ওর পায়ে মাথা ঠুকব। ফুল না নিয়ে আসব না।" "কখন যাচ্ছ?" "কাল ভোর পাঁচটায়।" "আচ্ছা, শুভেচ্ছা রইল।" তার খবরে খুব খুশী হলাম। অর্দিন্তসেভের বাড়ীতে ফিরে গেলাম। রাত একটা—এখনো ঐ কথা ভাবছি। বিছানায় যাচ্ছি হঠাৎ একটা খুব নতুন বুদ্ধি মাথায় এল। রান্নাঘরের দিকে গেলাম। কোচম্যান সেভলিকে জাগিয়ে তাকে পনের রুবল দিয়ে বললাম 'আধ ঘন্টার মধ্যে ঘোড়া তৈরা কর।" আধ ঘন্টা পরে দরজায় গাড়ী এল। শুনছিলাম আনফিসা অসুস্থ, জ্বর হয়েছে, ভুল বকছে। গাড়ীতে উঠে রওনা হলাম। পাঁচটার আগে ইয়েকশাইস্কের সরাইখানায় পৌঁছে গেলাম। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। সাতটার মধ্যে প্রেপালোভের বাড়ী পৌঁছে গেলাম। এটা ওটা গল্প করে প্রশ্ন করলাম,' আপনার কাছে ক্যামেলিয়া আছে? দোহাই, আমায় সাহায্য করুন, আমায় বাঁচান। পায়ে পড়ছি।' বৃদ্ধের দীর্ঘদেহ, রূপোলী চুল—ভীষণ কড়া লোক। "না, না। কিছুতেই না। রাজী হতে পারি না।' আমি পায়ের দিকে হাত বাড়ালাম। মেঝেতে পড়ে গেলাম। "কি করছেন মশাই? কি চান?" উনি প্রায় আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "একটা মানুষের জীবন বিপন্ন।" 'বেশ, তাই যদি হয়, নিয়ে যান।' আমি সেই লাল ক্যামেলিয়া কেটে নিলাম। ফুলগুলো অপূর্ব, অনবদ্য, একটা ঘর সে ফুলে ভর্তি। বৃদ্ধ নিঃশ্বাস ফেললেন। আমি একশো রুবল বার করলাম। "না মশাই, ওভাবে আমাকে অপমান করবেন না।" "তা হলে এই টাকাটা এখানকার হাসপাতালে খাওয়ায় খরচে দেবেন।" বৃদ্ধ বললেন, "সে আলাদা কথা; ওটা ভাল, মহৎ কাজ, ঈশ্বর খুশী হবেন। আপনার নামে ও টাকাটা হাসপাতালে দিয়ে দেব।" আমার সেই বৃদ্ধ লোককে ভাল লাগল। বলতে গেলে লোকটা খাঁটি রুশ। সাফল্যে আনন্দিত হয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। পেতিয়াকে এড়ানোর জন্য ঘুর পথে ফিরলাম। পৌঁছেই তোড়াটা আনফিসাকে পাঠিয়ে দিলাম, ঘুম থেকে উঠলে তাকে দেওয়ার জন্য। তার আনন্দ, কৃতজ্ঞতার অশ্রু কল্পনা করন। যে প্লেটোন আগের দিন মরতে বসেছিল, সে আজ আমার বুকে পড়ে কাঁদছে। হায়! আইনসঙ্গত বিবাহ সৃষ্টির প্রথম থেকে সব স্বামীরাই একরকম।···আর বলার সাহস নেই কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকে বেচারা পেতিয়ার সুযোগ একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। প্রথমে ভেবেছিলাম আমাকে পেলে ও খুন করবে এবং দেখা হওয়ার জন্য তৈরী ছিলাম। কিন্তু যা ঘটল তা বিশ্বাসের বাইরে। সে অজ্ঞান হয়ে গেল; সন্ধ্যে নাগাদ ভুল বকতে লাগল, পরের দিন হল ব্রেন ফিভার; সে বাচ্চার মত কাঁদতে আর হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। একমাস পরে ভাল হয়ে ককেসাসে রওনা হল। ব্যাপারটা একেবারে রোমান্স হয়ে উঠল। শেষে ক্রিমিয়াতে মারা গেল। ততদিনে তার ভাই স্টেফান

ভোরহভস্কি এক রেজিমেন্টের দায়িত্ব পেয়েছে, তার উন্নতি হল। অনেক বছর পরেও বিবেকের যন্ত্রণা অনুভব করেছি। কেন কি উদ্দেশ্যে তাকে এরকম আঘাত দিলাম? এমন নয় যে, তখন আমি নিজে প্রেমে পড়েছি। এ শুধু একজনের মনোরঞ্জনের জন্য অন্যায় করা, আর কিছু নয়। যদি ফুলটা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে না নিতাম—কে বলতে পারে—সে হয়ত তাহলে এখনো বেঁচে থাকত, হয়ত সুখী হত, সফল হত, তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়ার কথা হয়ত তার মাথায় আসত না।'

আফানাসি যেরকম ব্যক্তিত্বের সঙ্গে গল্পটা শুরু করেছিলেন, সেভাবেই শেষ করলেন। সবাই লক্ষ্য করল যে, তাঁর কথা শেষ হওয়ার পরে নাস্তাসিয়ার চোখে দেখা দিল এক অদ্ভুত আলো, ঠোঁট দুটো কাঁপছে। প্রত্যেকে সাগ্রহে ওদের লক্ষ্য করতে লাগল।

ফার্দিশেচঙ্কোর কিছু বলা উচিত, এটা বুঝে সে অশ্রুরুদ্ধ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ওঁরা ফার্দিশেচঙ্কোকে ঠকিয়েছেন। কিভাবে ঠকিয়েছেন। সত্যিই যাকে বলে ঠকানো।'

টটস্কির পুরনো অনুগত বন্ধু দারিয়া বিজয়ীর ভঙ্গীতে বাধা দিলেন, 'তুমি যে আরো ভাল কিছু বলনি, এটা কার দোষ? এইসব চালাক লোকদের কাছে তোমার শেখা উচিত।'

নাস্তাসিয়া উদাসীনভাবে বলল, 'ঠিক বলেছেন আফানাসি খেলাটা ভারী একঘেয়ে, তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। আমি যেটা কথা দিয়েছিলাম সেটা বলে নিয়ে আসুন এক হাত তাস খেলা যাক।'

জেনারেল উত্তেজিতভাবে বললেন, কিন্তু গল্পটা আগে।

নাস্তাসিয়া হঠাৎ মিশকিনের দিকে ফিরে তীব্র গলায় বলল, 'প্রিন্স আমার পুরনো বন্ধু এপানচিন আর আফানাসি আমার বিয়ে দিতে চান। আপনার কি মনে হয়, বলুন। বিয়ে করব কি করব না? আপনি যা বলবেন, তাই করব।

আফানাসি ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন, জেনারেল ভয় পেলেন। প্রত্যেকে বিস্ফারিত চোখে সামনে ঝুঁকে পড়ল। গানিয়া পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

মিশকিন মৃদু গলায় বলল, 'কাকে?'

নাস্তাসিয়া একই রকম কঠিন, দৃঢ় স্পষ্টসুরে বলল, 'গ্যাভ্রিলকে।'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। মনে হল, বুকে এক প্রবল ভারের চাপে মিশকিন চেষ্টা করেও একটা কথা বলতে পারছে না।

শেষে ফিসফিসিয়ে 'না না ওকে বিয়ে করবেন না' বলে সে অতি কষ্টে নিঃশ্বাস নিল।

নাস্তাসিয়া বিজয়ীর মত বলল, 'তাহলে তাই হবে। গ্যাভ্রিল, তুমি প্রিন্সের কথা শুনেছ? ওটাই আমার উত্তর এবং ব্যাপারটা এখানেই মিটে যাক।'

টটস্কি কাঁপা গলায় বললেন, 'নাস্তাসিয়া!'

জেনারেল উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'নাস্তাসিয়া।'

সকলের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল।

নাস্তাসিয়া যেন অবাক হয়ে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি হয়েছে, বন্ধুগণ? আপনারা এত বিচলিত কেন? আপনাদের দুঃখিত মনে হচ্ছে।'

টটস্কি কোন মতে বললেন, 'কিন্তু···মনে রেখো, নাস্তাসিয়া, তুমি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় কথা দিয়েছিলে, হয়ত কিছুটা প্রশ্রয়ও দিয়েছিলে—আমি বুঝতে পারছি না—খুব হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি, কিন্তু—মানে, এরকম সময়ে আর—লোকজনের সামনে—এভাবে, একটা জরুরী ব্যাপারকে হালকাভাবে মিটিয়ে দেওয়া—যাতে সম্মান ও ভালবাসার প্রশ্ন আছে—যাতে—'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না। আপনি কি বলছেন, সত্যিই জানেন না। প্রথমতঃ, "লোকের সামনে" কথার মানে কি? এখানে কি আমাদের প্রিয় আর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা উপস্থিত নেই? আর হালকাভাবে কেন? আমি আমার গল্পটা বলতে চেয়েছিলাম, বলে দিয়েছি। গল্পটা ভাল নয়? গল্পটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, বলছেন কেন? এটা কি দরকারী নয়? আপনি শুনেছেন আমি প্রিন্সকে বললাম, 'আপনি যা বলবেন তাই হবে।" উনি যদি "হ্যাঁ" বলতেন, তাহলে তক্ষুণি মত দিতাম। কিন্তু উনি "না" বললেন, তাই রাজী হলাম না। এটা কি দরকারী নয়? আমার সমস্ত জীবনের প্রশ্ন। এর চেয়ে আর কি জরুরী হতে পারে?'

'কিন্তু প্রিন্স—প্রিন্সের এর সঙ্গে সম্পর্ক কি? প্রিন্সের গুরুত্বই বা কি?' প্রিন্সকে এই কর্তৃত্ব দেওয়ায় জেনারেল তাঁর বিরক্তি আর চেপে রাখতে পারলেন না।

'প্রিন্সের সঙ্গে এর সম্পর্ক হল এই যে, আমার সারা জীবনে উনিই প্রথম লোক যাকে আন্তরিক বন্ধু বলে আমার ধারণা। প্রথম সাক্ষাতে উনি আমায় বিশ্বাস করেছেন, আমিও ওঁকে বিশ্বাস করেছি।'

গানিয়া ফ্যাকাশে, বিকৃত ঠোঁটে কাঁপা গলায় বলল, 'নাস্তাসিয়া, আমার সঙ্গে যে মার্জিত ব্যবহার করেছে, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। নিশ্চয়ই কাজটা ঠিক হয়েছে, কিন্তু—এই ব্যাপারে প্রিন্স!—'

নাস্তাসিয়া হঠাৎ বাধা দিল, 'বলতে চাও, ঐ পঁচাত্তর হাজারের ব্যাপারে? ঐ কথা বলতে চাও? অস্বীকার কোরো না, নিশ্চয়ই তাই বলতে চেয়েছিল। আফানাসি, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ঐ পঁচাত্তর হাজার ফিরিয়ে নিন; কথা, দিচ্ছি আপনাকে কিছু দিতে হবে না। যথেষ্ট হয়েছে। এখন আপনার মুক্তি পাওয়ার সময় হয়েছে। ন বছর তিন মাস! কাল থেকে নতুন জীবন। আজ আমার জন্মদিন, জীবনে প্রথম নিজের যা ইচ্ছে তাই করছি। জেনারেল, আপনিও মুক্তোগুলো ফিরিয়ে নিন; ওগুলো আপনার স্ত্রীকে দেবেন। এই যে, এগুলো নিন। কাল এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দেব, আর এখানে পার্টি হবে না, বন্ধুরা আসবে না।' এই বলে সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, যেন চলে যাবে।

চারদিকে শোনা গেল, 'নাস্তাসিয়া। নাস্তাসিয়া!'

প্রত্যেকে উত্তেজিতভাবে উঠে এসে তাকে ঘিরে ধরল। সকলে অস্বস্তির সঙ্গে তার আবেগপূর্ণ, উন্মত্ত কথাগুলো শুনেছে। সবাই বুঝতে পেরেছে, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে; কেউ বোঝাতে পারছে না, বুঝতে পারছে না। এই সময়ে প্রচণ্ড জোরে বেল বাজল, ঠিক যেমন আজ বিকেলে গানিয়ার ফ্ল্যাটে বেজেছিল।

'আ! এই তো বেরোবার দরজা! এখন সাড়ে এগারটা! বন্ধুগণ, আপনাদের বসার জন্য অনুরোধ করছি। এই তো বেরোবার রাস্তা!'

এই বলে সে নিজেই বসে পড়ল। তার ঠোঁটে কাঁপছে এক অদ্ভুত হাসি! দরজার দিকে তাকিয়ে নীরব উত্তেজিত প্রতীক্ষায় সে বসে রইল।

ভিৎসিন নিজের মনে বলল, 'নিশ্চয়ই রোগোজিন তার টাকা নিয়ে এসেছে!'

॥ পনের ॥

বেশ ভীতমুখে দাসী কাতিয়া ঢুকল।

'কি হয়েছে ভগবান জানেন। একদল লোক জোর করে ঢুকেছে, সবাই মাতাল। ওরা ভেতরে আসতে চায়। বলছে রোগোজিনকে নাকি আপনি চেনেন।'

'ঠিক বলেছে কাতিয়া; ওদের এখুনি পাঠিয়ে দাও।'

'সবাইকে—পাঠাতে বলছেন? ওদের বিচ্ছিরি অবস্থা—লজ্জাকর।'

ওদের সবাইকে আসতে দাও কাতিয়া। ভয় পেও না, তাহলে যেভাবে হোক ওরা ঢুকবেই। কী হৈ-চৈ করছে, ঠিক আজ বিকেলে যেমন করছিল। বন্ধুগণ, আপনারা হয়ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে, আপনাদের উপস্থিতিতে আমি এরকম অতিথিদের ঢুকতে দিচ্ছি। আমি দুঃখিত, ক্ষমা চাইছি, কিন্তু আমি নিরুপায়, এবং এই চরম মুহূর্তে যে আপনারা সাক্ষী থাকতে রাজী হয়েছেন, সে জন্য খুব চিন্তিত; অবশ্য, আপনাদের যা ইচ্ছে—'

অভ্যাগতরা এখনো অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে আর ফিসফাসিয়ে কথা বলছে। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল, সবাই পূর্বপরিকল্পনা এবং নাস্তাসিয়ার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটলেও এখন আর তার মত বদলানো যাবে না। প্রত্যেকের মনে উদ্বিগ্ন কৌতূহল। তাছাড়া, এখানে ভয় পাওয়ার মত কেউ নেই। পার্টিতে মাত্র দুজন মহিলা: দারিয়া, সেই ছটফটে মহিলা, জীবনের তিক্ত দিক সে দেখেছে, সহজে সে ভয় পায় না; আর ঐ নীরব, অপরিচিতা সুন্দরী মেয়েটি। কিন্তু কি ঘটছে, সে বুঝতে পারছে না। মেয়েটি জার্মান, রাশিয়ায় বেশীদিন আসেনি, এক বর্ণও রুশভাষা জানে না এবং দেখতে যেমন সুন্দরী, বুদ্ধি সেই পরিমাণে কম। সে একটা ফ্যাসান। খুব দামী পোষাক পরে কায়দা করে চুল বেঁধে সুন্দর গৃহসজ্জার উপকরণের মত বৈঠকখানায় বসে থাকে, যেমন লোকে বিশেষ উপলক্ষ্যে ছবি, মূর্তি, ফুলদানী বা পর্দা বন্ধুর কাছ থেকে চেয়ে আনে। ছেলেদের মধ্যে, ভিৎসিন রোগোজিনের বন্ধু। ফার্দিশেঙ্কো মেজাজে রয়েছে। গানিয়া এখনো নিজেকে সামলে উঠতে পারেনি, কিন্তু সবকিছু শেষ পর্যন্ত দেখবার জন্য তার এক অস্পষ্ট অথচ অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছাও রয়েছে। বৃদ্ধ শিক্ষক কি হচ্ছে ভাল বুঝতে না পেরে প্রায় কেঁদে ফেলতে যাচ্ছেন এবং চারদিকে, বিশেষতঃ যে নাস্তাসিয়াকে নাতনীর মত ভালবাসেন তাকে অতিরিক্ত উত্তেজিত দেখে ভয়ে কাঁপছেন, কিন্তু এ মুহূর্তে ওকে ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে ওঁর কাছে মৃত্যুও ভাল। টটস্কি অবশ্য এসব দুঃসাহসিকতায় দমবার লোক নন; তবে ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও তাঁর এতে আগ্রহ রয়েছে। উপরন্তু তাঁর সুবিধের জন্য নাস্তাসিয়া দু-তিনটে কথা বলেছে, তাতে তাঁর মনে হয়েছে যে, ব্যাপারটা না মেটা পর্যন্ত উনি বাড়ী যেতে পারবেন না। উনি ঠিক করলেন শেষ পর্যন্ত চুপ করে সবকিছু দেখে যাবেন, সম্মান বজায় রাখার ওটাই একমাত্র পথ। জেনারেল এপানচিন এরকম অভদ্র ও বিশ্রীভাবে তাঁর উপহার ফেরত পেয়ে সবে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তারপর এই অদ্ভুত পাগলামি আর রোগোজিনের আবির্ভাবে আরো অপমানিত বোধ করতে লাগলেন। তাঁর মত

লোক তিৎসিন বা ফার্দিশ্চেঙ্কোর পাশে বসে নিজেকে অনেক ছোট করেছে। কারণ, যতই তাঁর আবেগ থা'কুক, সবার ওপরে রয়েছে কর্তব্যবোধ, পদমর্যাদা, আত্মমর্যাদাবোধ; তাঁর উপস্থিতিতে রোগোজিন আর তার সঙ্গীরা প্রবেশের অযোগ্য।

জেনারেল প্রতিবাদ করা মাত্রই নাস্তাসিয়া বাধা দিল, 'ওঃ! জেনারেল, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আগে কথাটা ভেবেছিলাম। আপনার যদি এত খারাপ লাগে, তাহলে থাকার জন্য আপনাকে জোর করব না। অবশ্য এখন আপনাকে পাশে রাখার জন্য আমি খুব আগ্রহী। যাই হোক, আপনার বন্ধুত্ব ও মনোযোগের জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যদি আপনি ভয় পান—'

জেনারেল বীরত্বের ভঙ্গীতে বললেন, 'নাস্তাসিয়া, কাকে এ সব বলছ? শুধু তোমার প্রতি ভালবাসায় এখন আমি তোমার পাশে থাকব আর যদি কোন বিপদ হয়···তা ছাড়া, আমি খুব আগ্রহীও বটে। শুধু বলছিলাম, ওরা তোমার কার্পেট নষ্ট করবে, হয়ত কিছু ভেঙে ফেলবে।· আমার মতে, তোমার ওদের সঙ্গে দেখা করাই উচিত নয়।'

ফার্দিশ্চেঙ্কো বলল, 'রোগোজিন আসছে।'

জেনারেল তাড়াতাড়ি ফিসফিসিয়ে বললেন, 'আপনি কি বলেন, আফানাসি? ওর কি মাথা খারাপ হয়নি? আমি আক্ষরিক অর্থেই বলছি। এ্যাঁ?'

টটস্কি ফিসফিস করে বললেন, 'আমি আপনাকে বলেছি ও ঐ রকমই।'

'ওর জ্বরও হয়েছে।'

রোগোজিনের সঙ্গে সেই বিকেলের লোকগুলোই এসেছে। শুধু দুজন বেশী। একজন হল একটা অপদার্থ বুড়ো, এক সময়ে একটা কুখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক ছিল। ওর সম্বন্ধে একটা গল্প চালু ছিল যে, মদ কেনার জন্য ও একবার তার নকল দাঁত বাঁধা রেখেছিল। আরেকজন হল এক অবসরপ্রাপ্ত সাব-লেফটেন্যান্ট, পেশায় দলের সবল ব্যক্তিটির প্রতিদ্বন্দ্বী। সে রোগোজিনের দলে একেবারে নতুন। সে নেভস্কি প্রসপেক্টে রাস্তার লোক থামিয়ে পয়সা চাইত, এবং বলত যে এক সময়ে সে একবারে পনেরো রুবল করে ভিক্ষে দিত। সেখান থেকে তাকে তুলে আনা হয়েছে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর পরস্পরের প্রতি শত্রুর মনোভাব। সবল ব্যক্তিটি এই নতুন লোক আসায় নিজেকে অপমানিত বোধ করছে। সে কথা কম বলে, তাই মাঝে মাঝে ভালুকের মত গর্জন করছে আর তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কলাকৌশল গভীর বিদ্বেষের সঙ্গে দেখছে। তার প্রতিদ্বন্দ্বীর বাস্তব বুদ্ধি কূটনীতিজ্ঞান আছে, সে অনুগ্রহলাভের চেষ্টা করছে। চেহারা দেখলে মনে হয় তার শক্তির চেয়ে বেশী রয়েছে বুদ্ধি ও চতুরতা; দৈর্ঘ্যে সে বলিষ্ঠ ব্যক্তির চেয়ে খাটো। বাইরে বিশ্রীভাবে দম্ভোক্তি করলেও মার্জিত উপায়ে, সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে সে কয়েকবার ব্রিটিশ বক্সিং-এর শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত দিয়েছে। মনে হয় সে যেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞ। বলিষ্ঠ ভদ্রলোকটি প্রকাশ্যে বিরোধিতা না করে শুধু বিদ্বেষের হাসি হাসছে, যদিও মাঝে মাঝে নিঃশব্দে জাতীয় ভঙ্গীতে বিরোধিতা করছে—অর্থাৎ লাল কাপড়ে ঢাকা বিশাল, পেশীবহুল হাতের মুঠি দেখাচ্ছে। প্রত্যেকে স্পষ্ট বুঝেছে যে, যদি এই যথার্থ জাতীয় কায়দা ঠিকমত ব্যবহার করা হয়, তাহলে অন্য পক্ষ তালগোল পাকিয়ে যাবে।

রোগোজিন সারাদিন ধরে নাস্তাসিয়ার সঙ্গে দেখা করার অপেক্ষায় ছিল, তার চেষ্টায় তার দলের কেউ পুরো মাতাল হয়নি। সে নিজে এখন প্রায় স্বাভাবিক, কিন্তু সারাদিনের বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনার পর কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে; এরকম অভিজ্ঞতা তার আগে হয়নি। একটা কথাই প্রতি মুহূর্তে তার হৃদয়ে—মনে জেগে রয়েছে। সেই জন্য সে বিকেল পাঁচটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত পুরো সময়টা অবিরাম কষ্ট আর উদ্বেগে কাটিয়েছে কিণ্ডার, বিস্কাপ আর ইহুদী সুদখোরদের সঙ্গে। তারাও তার কাজে পাগলের মত ছুটোছুটি করে অস্থির হয়ে পড়েছে। তবে, তারা একলক্ষ রুবল জোগাড় করতে পেরেছে, যেটার সম্বন্ধে নাস্তাসিয়া ঠাট্টা করে একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিল। কিন্তু টাকাটা এমন সুদে ধার পাওয়া গেছে, যে কথা বিস্কাপ পর্যন্ত লজ্জায় কিণ্ডারকে কানে কানে বলেছে।

বিকেল বেলার মত এখনো রোগোজিন প্রথমে এগিয়ে এল; বাকী সবাই নিজেদের সুবিধের বিষয়ে সচেতন হয়েও একটু অপ্রতিভ ভাবে তাকে অনুসরণ করল। তারা সবচেয়ে ভয় পাচ্ছিল নাস্তাসিয়াকে—ভগবান জানেন কেন। কয়েকজন ভাবছিল, ওদের হয়ত 'লাথি মেরে নীচে' ফেলে দেওয়া হবে। এদের একজন হল সৌখীন, রমনীমোহন জালিয়োজেভ। কিন্তু অন্যদের মনে—তাদের মধ্যে বলিষ্ঠ ভদ্রলোকটিও আছে—নাস্তাসিয়ার প্রতি গভীর, গোপন বিদ্বেষ, ঘৃণা রয়েছে, তারা যেন সব কিছু নষ্ট করতে এসেছে। কিন্তু প্রথম দু'ঘরের ঐশ্বর্য—এ সব জিনিষ তারা কখনো শোনেনি বা দেখেনি,—বাছাই আসবাবপত্র, ছবি, ভেনাসের মানুষ প্রমাণ মূর্তি—তাদের শ্রদ্ধা আর ভয়ে অভিভূত করে ফেলল। অবশ্য, তা সত্ত্বেও তারা ধীরে ধীরে উদ্ধত কৌতূহল নিয়ে রোগোজিনের পেছনে বসার ঘরে এসে জড়ো হল। কিন্তু বলিষ্ঠ লোকটি, তার প্রতিদ্বন্দ্বী ও আর কয়েকজন অতিথিদের মধ্যে এপানচিনকে দেখে এত স্তম্ভিত হয়ে গেল যে, অন্য ঘরে ঢুকে পড়ল। তবে, লেবেদিয়েভ বেশী সাহসী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সে প্রায় রোগোজিনের পাশে এগিয়ে এল, কারণ সে নগদ একলক্ষ রুবলের যথার্থ গুরুত্ব বুঝেছে। তবে লক্ষণীয় যে তারা সকলেই, এমনকি বিজ্ঞ লেবেদিয়েভও নিজেদের শক্তির সীমা সম্বন্ধে অনিশ্চিত; ইচ্ছামত কাজ করতে পারবে কিনা, তা জানে না। কখনো লেবেদিয়েভের মনে হচ্ছে, তারা পারবে, আবার কখনো বা আইনের কয়েকটি উৎসাহদায়ী, আশ্বাসদায়ী ধারার কথা জোর করে মনে করছে।

সঙ্গীদের তুলনায় নাস্তাসিয়া সম্বন্ধে রোগোজিনের মনোভাব একেবারে আলাদা। দরজার পর্দা সরে যেতে যেই সে ওকে দেখল, তখনি আর সব কিছু তার কাছে মিথ্যা হয়ে গেল, ঠিক আজ সকালের মত বা তার চেয়েও বেশী। সে বিবর্ণ মুখে একটু দাঁড়িয়ে রইল। অনুমান করা চলে যে, তার প্রচণ্ড বুক কাঁপছে। কয়েক সেকেণ্ড সে এক দৃষ্টিতে নাস্তাসিয়ার দিকে শান্ত অথচ মরিয়া হয়ে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ যেন কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে প্রায় টলতে টলতে টেবলের দিকে এগিয়ে গেল। যেতে গিয়ে তিৎসিনের চেয়ারে ধাক্কা লাগল, নিস্তব্ধ জার্মান সুন্দরীর দামী হালকা নীল পোষাকের লেস মাড়িয়ে দিল, ক্ষমা চাইল না; সত্যিই ও দেখতে পায় নি। ঘরে ঢোকার সময়ে দু হাতে ধরে থাকা একটা অচেনা জিনিষ টেবলে রাখল। জিনিষটা হল, ছ' ইঞ্চি পুরু এবং আট ইঞ্চি লম্বা একটা মোটা কাগজের তাড়া, "ফাইনান্সিয়াল নিউজ" পত্রিকার একটা সংখ্যা দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে দুবার করে

সুতো দিয়ে বাঁধা, যেভাবে মিষ্টি রুটি বাঁধা থাকে। তারপর সে হাত নামিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল যেন রায়ের জন্য অপেক্ষা করছে। গায়ের সেই পোষাক, শুধু এবারে গলায় একটা নতুন, চকচকে লাল-সবুজ সিল্কের স্কার্ফ জড়ানো, তাতে একটা গুবরে পোকার সাইজের বড় হীরের পিন আটকানো, এবং মোটা ডান হাতের আঙুলে একটা বড় হীরের আংটি।

লেবেদিয়েভ টেবলের তিনপা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে; অন্যরা ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকছে। নাস্তাসিয়ার দাসী, কাতিয়া আর পাশা গভীর বিস্ময়ে ও আতঙ্কে পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতে দিতে দৌড়ে এসেছে।

নাস্তাসিয়া তীক্ষ্ণ ও কৌতূহলী দৃষ্টিতে রোগোজিনকে এবং তার 'জিনিষটাকে' দেখে নিয়ে বলল, 'এটা কি?'

রোগোজিন প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'এক লক্ষ রুবল!'

'ও, তাহলে কথা রেখেছ। কী লোক! এস, এই চেয়ারে বস; পরে তোমাকে কিছু বলব। তোমার সঙ্গে কারা আছে? সেই একই লোক? আচ্ছা, ওরাও ভেতরে এসে বসুন; ওরা ঐ সোফাটা আর এই সোফাটায় বসতে পারেন। এখানে দুটো আরামকেদারা আছে · ওদের কি হয়েছে—ওরা আসতে চান না?'

কয়েকজন সত্যিই হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছে; তারা গিয়ে অন্য ঘরে অপেক্ষা করছে। কিন্তু অন্যদের বলামাত্র এসে বসল, টেবল থেকে বেশ দূরে। কয়েকজন এখনো লুকোতে চাইছে, কিন্তু অন্যরা অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সাহস ফিরে পাচ্ছে। রোগোজিনও চেয়ারে বসেছে, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়; সে উঠে দাঁড়াল, আর বসল না। ধীরে ধীরে সে অতিথিদের খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। গানিয়াকে দেখে ক্রুদ্ধ হেসে নিজের মনে বলল, 'আচ্ছা!' বিনা সঙ্কোচ বা বিনা আগ্রহে সে জেনারেল আর টটস্কিকে দেখল। কিন্তু নাস্তাসিয়ার পাশে মিশকিনকে দেখে এত অবাক হল যে, অনেকক্ষণ চোখ ফেরাতে পারল না; তার উপস্থিতির কারণ যেন রোগোজিন বুঝে উঠতে পারছে না। সে সময়ে হয়ত ও সত্যিই ভুল বকছিল। সারাদিনের প্রচণ্ড আবেগ তো আছেই, তার ওপরে আগের রাত ট্রেনে কাটিয়েছে, প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা ঘুম নেই।

নাস্তাসিয়া আবেগপূর্ণ, অসহিষ্ণু ঔদ্ধত্যে বলল, 'বন্ধুগণ, এই নোংরা পুঁটলিতে একলক্ষ রুবল আছে। আজ বিকেলে ও পাগলের মত চেঁচিয়ে বলেছিল যে, আজ সন্ধ্যেয় ও আমায় এক লক্ষ রুবল এনে দেবে, আমি অপেক্ষা করছিলাম। ও দর দিচ্ছিল; আঠারতে শুরু করে হঠাৎ একলাফে চল্লিশে চলে গেল, তারপর এই এক লক্ষে। ও কথা রেখেছে! বোকা! কী ফ্যাকাশে হয়েছে!...এসব ঘটেছে আজ বিকেলে গানিয়ার বাড়ীতে। আমি আমার ভবিষ্যৎ গৃহে ওর মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, সেখানে ওর বোন আমার সামনে চেঁচিয়ে বলেছিল, 'এই নির্লজ্জটাকে কেউ বার করে দেবে না!' তারপর ভাইয়ের মুখে থুতু দিল। সে হল চরিত্রবতী মেয়ে!'

এপানচিন তিরস্কারের ভঙ্গীতে বললেন, 'নাস্তাসিয়া!'

উনি এবারে পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছেন।

'কি হল জেনারেল? এটা কি অন্যায় কিছু? অবান্তর কথা ছেড়ে দিন! যদি ফরাসী থিয়েটারের বক্সে সুদুর্লভ সতীলক্ষ্মীর মত বসে থাকতাম, তাহলে কি

হত? গত পাঁচ বছর ধরে যারা আমায় তাড়া করে বেড়াচ্ছে, তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যদি সরলতার গর্বে গর্বিত হতাম তাহলে কি হত? আসলে আমি অত্যন্ত বোকা! আপনার উপস্থিতিতে ও এসে টেবলে একলক্ষ রুবল রাখল আমার পাঁচ বছরের সততার পর। নিশ্চয়ই বাইরে ওদের গাড়ী আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ও আমার দাম ধরেছে একলক্ষ রুবল। গানিয়া, তুমি দেখছি, এখনো আমার ওপরে রেগে আছ। সত্যিই কি আমায় তোমার পরিবারের একজন করতে চেয়েছিলে? যে নাকি রোগোজিনের মেয়েছেলে? প্রিন্স, এখুনি কি বললেন?'

মিশকিন কাঁপা গলায় বলল, 'আমি আপনাকে রোগোজিনের বলিনি। আপনি রোগোজিনের নন।'

দারিয়া হঠাৎ নিজেকে সংযত করতে না পেরে বলল, 'নাস্তাসিয়া, লক্ষ্মীটি, ওসব ভুলে যাও। যদি ওরা এত কষ্ট দেয়, তাহলে ওদের কথা ভাবছ কেন? আর, লক্ষ রুবল পেলেও কি ওরকম একটা লোকের সঙ্গে সত্যিই যেতে চাও? টাকাটা অবশ্য লক্ষ রুবল, মোটা অঙ্ক। টাকাটা নিয়ে ওকে ভাগিয়ে দাও; এটাই উচিত ব্যবহার। তোমার জায়গায় আমি থাকলে, সবাইকে তাড়িয়ে দিতাম...সত্যি বলছি!'

দারিয়া খুব রেগে গেছেন। উনি খুব সৎ আর আবেগপ্রবণ।

নাস্তাসিয়া হাসল, 'রাগ করবেন না দারিয়া। আমি ওর সঙ্গে রাগ করে কথা বলিনি। ওকে কি ভর্ৎসনা করেছি? শুধু বুঝতে পারছি না, কেন একটা ভদ্র পরিবারে ঢোকার মত বোকামি আমায় পেয়েছিল। ওর মাকে দেখেছি; তাঁর হাত চুম্বন করেছি। গানিয়া, আজ বিকেলে তোমার ফ্ল্যাটে যে ছেলেমানুষী করেছিলাম, সে শুধু দেখার জন্য যে, তুমি কতদূর যেতে পার। সত্যি, আমায় তুমি অবাক করেছ। অনেক কিছু ভেবেছিলাম, কিন্তু অতটা নয়। উনি আমায় বিয়ের ঠিক আগেই ঐ মুক্তোগুলো দিয়েছেন আর আমি ওগুলো নিয়েছি জেনেও কি তুমি আমায় বিয়ে করতে? তারপর রোগোজিন! তোমার বাড়ীতে, তোমার মার আর বোনের সামনে ও আমার জন্য দর হাঁকছিল; তারপরেও তুমি এখানে বিয়ে ঠিক করতে এসেছ, বোনকেও আনতে যাচ্ছিলে! রোগোজিন কি তাহলে ঠিকই বলেছিল যে, তিন রুবলের জন্য তুমি পিটার্সবার্গের আরেকপ্রান্ত পর্যন্ত হামাগুড়ি দিয়েও যেতে পার?'

হঠাৎ শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় রোগোজিন বলল, 'হ্যাঁ, ও যাবেও!'

'তুমি যদি খেতে না পেতে, তাহলে আলাদা কথা হত, কিন্তু শুনেছি, তুমি ভাল মাইনে পাও। সব অপমান ইত্যাদি ছাড়াও, যাকে ঘৃণা কর তাকে বৌ করে বাড়ীতে নিয়ে আসার কথা ভাবতে পার (আমি জানি, তুমি আমায় ঘৃণা কর)! হ্যাঁ, এখন আমার ধারণা হয়েছে যে, এরকম লোক টাকার জন্য যে কোন লোককে খুন করতে পারে! আজকাল সকলেরই একম লোভ, টাকার চিন্তায় সবাই এমন অস্থির যে, মনে হয় তারা পাগল হয়ে গেছে। বাচ্চারা পর্যন্ত টাকা ধার দেয়! যে কোন লোক রেশমী কাপড়ে ক্ষুর মুড়ে পেছন থেকে ভেড়াকাটার মত করে বন্ধুর গলা কাটে, এখন এসব খবর পড়ছি। তুমি নির্লজ্জ! আমিও নির্লজ্জ, কিন্তু তুমি আরো বেশী। ঐ ফুলের তোড়াওয়ালার সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না—'

জেনারেল এপানচিন গভীর দুঃখে হাত মুঠো করলেন, 'একি নাস্তাসিয়া!

তুমি এত মার্জিত, এত ভদ্র তোমার চিন্তাধারা—এখন। এ কি ভাষা! এ কি ব্যবহার!'

নাস্তাসিয়া হঠাৎ হেসে উঠল, 'জেনারেল, এখন আমি স্বাভাবিক নই, আজ এক হাত নিতে চাই! আজ আমার দিন, আমার ছুটির দিন, এরজন্য অনেকদিন অপেক্ষা করছি। দারিয়া, এই ফুলের তোড়াওয়ালা, ক্যামেলিয়াওয়ালা লোকটাকে দেখেছেন? ও ওখানে বসে আমাদের দেখে হাসছে…'

টটস্কি গম্ভীরভাবে প্রতিবাদ করলেন, 'আমি হাসছি না, নাস্তাসিয়া, খুব মন দিয়ে শুনছি।'

'গত পাঁচ বছর ধরে ওকে কেন কষ্ট দিচ্ছি? কেন ওকে মুক্তি দিচ্ছি না? ও কি তার যোগ্য? যেমন হওয়া উচিত, ও ঠিক তেমনই…খুব সম্ভবতঃ ও ভাবছে, আমি ওর সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করেছি। ও আমায় লেখাপড়া শিখিয়েছে, কাউন্টেসের মত রেখেছে, কত টাকা আমার পেছনে নষ্ট করেছে। এখনকার দিনে আমার জন্য প্রাদেশে ভদ্র স্বামীর সন্ধান জোগাড় করেছিল, এখন গানিয়াকে নিয়ে এসেছে, বিশ্বাস করুন, গত পাঁচ বছর ওর সঙ্গে থাকি না, অথচ ওর টাকা নিয়েছি আর ভেবেছি, আমার নেওয়ার অধিকার আছে। আমি একেবারে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছিলাম! আপনি বলছেন, ব্যাপারটা যদি বিশ্রী হয়, তাহলে টাকাটা নিয়ে ওকে তাড়িয়ে দাও। সত্যিই ব্যাপারটা বিশ্রী…অনেক আগে আমার বিয়ে হতে পারত। গানিয়ার সঙ্গেও হত না; কিন্তু সেটাও খুব বিশ্রী হত। রাগ করে পাঁচ বছর কেন নষ্ট করলাম? বিশ্বাস করুন, চার বছর আগে মাঝে মাঝে ভাবতাম, আফানাসি ইভানোভিচকেই বিয়ে করা ভাল কি না? রাগে ঐ কথা ভাবতাম। তখন মাথায় অনেকরকম বুদ্ধি খেলত, ওকে রাজীও করাতে পারতাম। ও নিজে প্রায়ই অনুরোধ করেছে হয়ত আপনি বিশ্বাস করবেন না। অবশ্য ও মিথ্যে কথা বলত, কিন্তু ও লম্পট, লুব্ধ হয়, নিজেকে সংযত করতে পারে না। তবে, ভগবানকে ধন্যবাদ, পরে ভেবেছি ও আমার এত রাগের যোগ্য নয়। তারপর হঠাৎ ওর ওপরে এমন বিরক্তি এল যে, ও অনুরোধ করলেও বিয়ে করতাম না। গত পাঁচ বছর ধরে এই প্রহসন করে চলেছি। না, বরং আমার উপযুক্ত জায়গা, রাস্তাতেই চলে যাই। হয় রোগোজিনের সঙ্গে মাতলামি করব, নয় কাল থেকে ধোপার কাজ করব। কারণ আমার নিজের কিছু নেই। যদি চলে যাই, ওর সব কিছু রেখে যাব, প্রতিটি ছেঁড়া কাপড় পর্যন্ত। এরকম কপর্দকশূন্য লোককে কে নেবে? গানিয়াকে জিজ্ঞেস করুন, ও আমায় নেবে কি না! ফার্দিশ্চেঙ্কো পর্যন্ত নেবে না!'

ফার্দিশ্চেঙ্কো বাধা দিল, 'সম্ভবতঃ ফার্দিশ্চেঙ্কো নেবে না নাস্তাসিয়া। আমি স্পষ্টবাদী লোক: কিন্তু প্রিন্স নেবে। তুমি এখানে বসে অভিযোগ করছ, কিন্তু প্রিন্সের দিকে তোমার দেখা উচিত। ওকে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করছি।'

নাস্তাসিয়া কৌতূহলী হয়ে মিশকিনের দিকে ফিরল।

ও বলল, 'সত্যি নাকি?'

মিশকিন ফিসফিসিয়ে বলল, 'সত্যি।'

'এরকম কপর্দকশূন্য অবস্থায় আমাকে নেবেন?'

'নেব নাস্তাসিয়া।'

জেনারেল মৃদুস্বরে বললেন, 'এটা নতুন ব্যাপার। এরকম আশা করেছিলাম।'

মিশকিন স্থির, বিষণ্ণ, অন্তর্ভেদী চাহনিতে নাস্তাসিয়ার দিকে চেয়ে আছে আর নাস্তাসিয়া এখনো ওকে খুঁটিয়ে দেখছে। হঠাৎ দারিয়ার দিকে ফিরে সে বলল, 'এ একটা আবিষ্কার। এ শুধু মনের সততা। ওকে আমি চিনি। একজন উপকারী মানুষ পেয়েছি। ওরা যা বলে, তা হয়ত ঠিক যে ও পুরো আপনার কি আয় যে, একজন প্রিন্স হয়ে রোগোজিনের মেয়েছেলেকে বিয়ে করতে চান?'

মিশকিন বলল, 'আমি একজন সৎ স্ত্রীলোককে বিয়ে করব, নাস্তাসিয়া, রোগোজিনের স্ত্রীলোককে নয়।'

'বলতে চান, আমি সৎ?'

'হ্যাঁ।'

'ওঃ, ওসব কথা—উপন্যাসে পাওয়া যায়। প্রিন্স, ওসব সেকেলে কথা; এখন পৃথিবীর বুদ্ধি অনেক বেড়ে গেছে। কি করে আপনি বিয়ে করবেন? আপনাকে দেখাশোনা করার জন্য নার্স লাগবে।'

মিশকিন উঠে দাঁড়িয়ে কম্পিত, ভীরু অথচ দৃঢ় স্বরে বলল, আমি সে সম্বন্ধে কিছু জানি না, নাস্তাসিয়া। জীবনের সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। ও কথাটা ঠিকই বলেছ, কিন্তু—আমার মনে হয়, তুমিই আমায় সম্মান দেখাচ্ছ আমি তোমায় সম্মান দেখাচ্ছি না। আমি কিছুই নই, তুমি কষ্ট পেয়েছ। ঐ নরক থেকে যে পবিত্র অবস্থায় বেরিয়ে এসেছ, সেটা একটা বিরাট ব্যাপার। না হলে, তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন, কেনই বা রোগোজিনের সঙ্গে যেতে চাইছ? এ হল আবেগ। তুমি মিঃ টটস্কিকে সত্তর হাজার রুবল ফিরিয়ে দিয়েছ, বলছ এখানকার সবকিছুই ফেলে যাবে। এখানে কেউ তা করবে না। আমি—নাস্তাসিয়া আমি তোমায় ভালবাসি। তোমার জন্য আমি মরতে পারি। কাউকে তোমার নামে একটা কথাও বলতে দেব না। গরীব হলে আমি কাজ করব নাস্তাসিয়া—'

শেষ কথায় ফার্দিশ্চেঙ্কো আর লেবেদিয়েভ একটু অবজ্ঞাসূচক শব্দ করল, জেনারেল পর্যন্ত একটু গভীর অসন্তোষসূচক শব্দ করলেন। ৎিৎসিন আর টটস্কি হাসি চাপতে পারল না, তবে নিজেদের সামলে নিল। অন্যরা শুধু বিস্ময়ে হাঁ করে রইল।

মিশকিন একই রকম ভীরু গলায় বলতে লাগল, —তবে আমরা বোধ হয় অভাবে পড়ব না, বরং যথেষ্ট ধনীই হব। ঠিক জানি না, সারাদিনে ও সম্বন্ধে খোঁজ নিতে পারিনি বলে দুঃখিত, তবে সুইটজারল্যাণ্ডে থাকতে এক মিঃ সালাজকিনের মস্কো থেকে লেখা চিঠি পেয়েছিলাম। উনি জানিয়েছিলেন, আমি একটা বিরাট সম্পত্তি পেতে পারি। এই যে চিঠিটা—

মিশকিন বাস্তবিক পকেট থেকে একটা চিঠি বার করল।

জেনারেল বললেন, 'ও পাগল নয়? এ তো খাঁটি পাগলাগারদ।'

এক মুহূর্ত সব চুপচাপ।

ৎিৎসিন বলল, 'প্রিন্স, আপনি বোধহয় বললেন, চিঠিটা সালাজকিনের লেখা। উনি ওঁর নিজের গোষ্ঠীতে অত্যন্ত সুপরিচিত। উনি খুব বিশিষ্ট একজন উকিল, যদি সত্যি উনিই খবরটা পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে ও বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন। সৌভাগ্যবশতঃ আমি ওঁর হাতের লেখা চিনি, কারণ সম্প্রতি ওঁর কাছে

আমার কিছু কাজ ছিল—যদি চিঠিটা একবার দেখতে দেন তাহলে বলতে পারি।'

কাঁপা হাতে মিশকিন নিঃশব্দে চিঠিটা বাড়িয়ে ধরল।

জেনারেল যেন ভূতে-পাওয়া লোকের মত চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এখন কি হবে? কি হবে? সত্যিই কি ও সম্পত্তি পাবে?'

তিৎসিনের চিঠিটা পড়ার সময়ে সকলে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। সকলের কৌতূহল একটা নতুন, প্রবল উত্তেজনার খোরাক পেল। ফার্দিশ্চেঙ্কো স্থির থাকতে পারছে না; রোগোজিন বিস্ময়ে আর উদ্বেগে মিশকিনের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তিৎসিনের দিকে তাকিয়ে আছে। দারিয়া আলেক্সিয়েভনা প্রত্যাশায় অধীর। এমনকি লেবেদিয়েভও নিজের জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে শরীরটাকে তিন ভাঁজে দুমড়ে ভয়ে ভয়ে তিৎসিনের কাঁধের ওপর দিয়ে চিঠিটার দিকে উঁকি দিতে লাগল।

॥ ষোল ॥

তিৎসিন শেষে চিঠিটা ভাঁজ করে মিশকিনের হাতে দিয়ে বলল, 'চিঠিটা আসল। আপনার মাসীর উইলে আপনি বিনা বাধায় বিরাট সম্পত্তি পাবেন।'

'অসম্ভব!' জেনারেল গুলির মত কথাগুলো ছুঁড়ে দিলেন। প্রত্যেকে আবার বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল।

তিৎসিন এপানচিনকে বুঝিয়ে বলল যে, পাঁচ মাস আগে মিশকিনের এক মাসী মারা গেছেন, তাঁকে ও নিজে চিনত না। ওর মায়ের দিদি এবং পাপুশিন নামে মস্কোর এক ব্যবসায়ীর মেয়ে। সেই ব্যবসায়ী দেউলে ও দরিদ্র অবস্থায় মারা গেছেন। কিন্তু পাপুশিনের এক বড় ভাই সম্প্রতি মারা গেছেন, তিনি ছিলেন বিখ্যাত এক ধনী ব্যবসায়ী। তার দুই ছেলেও এক বছর আগে একই মাসে মারা গেছে। তাদের মৃত্যুর আঘাতে অল্পদিন পরেই সে বৃদ্ধ অসুস্থ হয়ে মারা যান। তিনি বিপত্নীক এবং পৃথিবীতে তার ভাইঝি, মিশকিনের মাসী ছাড়া আর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। এই মাসী ছিলেন খুব গরীব এবং তার নিজের বাড়ী পর্যন্ত ছিল না। যখন সম্পত্তি পেলেন, তখন তিনি উদরী রোগে মরতে বসেছেন, তবু তখনি মিশকিনকে খুঁজে বার করার জন্য সব দায়িত্ব সালাজকিনের হাতে দিয়ে তিনি উইল করার সময় পেয়েছিলেন। মিশকিন বা মিশকিন যে ডাক্তারের কাছে ছিলেন, তাদের কেউই নিয়ম মাফিক ঘোষণা অথবা খোঁজ খবরের জন্য অপেক্ষা করেননি, এবং প্রিন্স সালাজকিনের চিঠি পকেটে নিয়ে মিশকিন নিজেই রওনা হয়ে পড়েছেন।'

শেষে তিৎসিন মিশকিনকে বলল, আপনাকে বলতে পারি, এ চিঠি অবশ্যই খাঁটি আর আপনার সম্পত্তির প্রমাণ ও নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সালাজকিন যা বলবেন সে সব কথা আপনি নগদ টাকার সমান বলে মনে করতে পারেন। আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি প্রিন্স। হয়ত আপনিও দেড়লাখ রুবল বা তার বেশীই পাবেন। পাপুশিন খুব ধনী ব্যবসাদার ছিলেন।

ফার্দিশ্চেঙ্কো চেঁচিয়ে উঠল, 'বাহবা! মিশকিন বংশের শেষ বংশধর!'

লেবেদিয়েভ জড়ানো গলায় বলল, 'হুররে!

জেনারেল বিস্ময়ে প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে বললেন, 'এই বেচারাকে আজ সকালে আমি পঁচিশ রুবল ধার দিয়েছি! হাঃ হাঃ হাঃ। এ যেন রূপকথা। তোমার

অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

জেনারেল উঠে দাঁড়ালেন মিশকিনকে জড়িয়ে ধরতে। অন্যবাও উঠে তার চারপাশে জড়ো হল। এমনকি যারা পর্দার আড়ালে চলে গিয়েছিল, তারাও ঘরে এসে ঢুকল। চারদিকে কথাবার্তা আর চেঁচামেচি, শ্যাম্পেনের জন্য হৈ চৈ; প্রত্যেকে উত্তেজিত। একটু সময়ের জন্য তারা নাস্তাসিয়াই যে গৃহকর্ত্রী, তা ভুলে গেল। কিন্তু ধীরে ধীরে সকলেব মনে পড়ল যে, মিশকিন তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে। কাজেই পরিস্থিতিটা তাদের কাছে আগের চেয়েও তিনগুণ অস্বাভাবিক মনে হল। খুব বিস্মিত হয়ে টটস্কি কাঁধ ঝাঁকালেন। তিনিই একমাত্র বসেছিলেন, বাকী সবাই এলোমেলোভাবে টেবিলের চারধারে দাঁড়িয়েছিল।

লোকে পরে বলছিল যে, ঠিক এই মুহূর্তেই নাস্তাসিয়া পাগল হয়ে গিয়েছিল। সে এখনো বসে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, যেন বুঝতে পারছে না কি হয়েছে এবং সেটা বোঝার চেষ্টা করছে। তারপর ও হঠাৎ মিশকিনের দিকে ফিরে ভীষণ ক্রুদ্ধ ও তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, সে শুধু এক মুহূর্তের জন্য। বোধহয় ভাবল, সবটাই ঠাট্টা। কিন্তু মিশকিনের মুখ দেখে আশ্বস্ত হল। একটু চিন্তা করে অস্পষ্টভাবে হাসল, যেন অকারণই।

নিজেব মনে চুপি-চুপি বলল, যেন ঠাট্টা করে, 'তাহলে আমি সত্যিই রাজকুমারী।' হঠাৎ দারিয়ার দিকে নজর পড়তে সে হেসে উঠল। 'ঘটনার শেষটা অদ্ভুত —আমি—এটা আশা কবিনি—কিন্তু বন্ধুগণ, আপনারা দাঁড়িয়ে কেন? দয়া করে বসুন। আমাকে আর প্রিন্সকে অভিনন্দন জানান। কেউ বোধহয় শ্যাম্পেন চেয়েছিলেন। ফার্দিশেচেঙ্কো, ওটা আনতে বল।' হঠাৎ দরজায় দাসীদের দেখতে পেয়ে সে ডাক দিল, 'কাতিয়া, পাশা, এখানে এস। আমার বিয়ে হবে। শুনেছ? প্রিন্সের সঙ্গে। ওঁর দেডলাখ রুবলের সম্পত্তি আছে, উনি প্রিন্স মিশকিন। আমাকে বিয়ে করবেন।'

এইসব ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে দারিয়া চেচিয়ে উঠল, 'খুব ভাল, এই তো সময়। এ সুযোগ ছাডা যায় না।'

নাস্তাসিয়া বলতে লাগল, 'প্রিন্স আমার পাশে বস। ঠিক আছে। ওরা মদ আনছে। বন্ধুগণ আমাদের অভিনন্দন জানান।'

অনেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'হুররে!'

অনেকে মদের চারদিকে ভীড করেছে, তাবা সকলেই প্রায় রোগোজিনের সঙ্গী। যদিও তারা চেঁচাল এবং চেঁচাবার জন্য তৈরী ছিল, তবু পরিস্থিতির নতুনত্ব সত্ত্বেও তারা বুঝেছে যে পরিবেশ বদলে গেছে। অন্যরা হতবুদ্ধি হয়ে সন্দিগ্ধ মনে অপেক্ষা করছে। অনেকে কানে কানে বলাবলি করছে, প্রিন্সরা যে সব রকমের মেয়েদের বিয়ে করছে, এমনকি বেদেনীদেরও এটা এখন ডালভাত। রোগোজিন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে; তার মুখ স্থির, অদ্ভুত এক হাসিতে বিকৃত।

জেনারেল এপানচিন মিশকিনের জামার হাতা টেনে ধরে ভীত গলায় বললেন, 'প্রিন্স, কি করছ সেটা ভেবে দেখ।'

নাস্তাসিয়া দেখতে পেয়ে হাসল।

'না, জেনারেল। আমি নিজে এখন রাজকুমারী, বুঝেছেন? প্রিন্স

আমায় অপমানিত হতে দেবে না। আফানাসি ইভানোভিচ, আপনিও আমার অভিনন্দন জানান। এখন যে কোন জায়গায় আমি আপনার স্ত্রীর পাশে বসতে পারি। কি ভাবছেন—এরকম স্বামী পাওয়াটা বেশ লাভজনক? ওরা বলবে, দেড়লাখ রুবল এবং নির্বোধ প্রিন্স পাওয়া গেল। এর চেয়ে ভাল কি হতে পারে? এখন আমার আসল জীবন সবে শুরু হতে যাচ্ছে। রোগোজিন, তুমি বড় দেরী করে ফেলেছ! তোমার টাকা নিয়ে যাও; আমি প্রিন্সকে বিয়ে করব, তোমার চেয়ে বড়লোক হব!'

কিন্তু রোগোজিন অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে। তার মুখে অবর্ণনীয় কষ্টের চিহ্ন। সে হাত মুঠো করে একটা বুকভাঙ্গা শব্দ করল।

মিশ্‌কিনকে চীৎকার করে বলল, 'ওকে ছেড়ে দাও!'

সবাই হেসে উঠল।

দারিয়া গর্বের সঙ্গে বলল, 'তোমার হাতে ছেড়ে দেবে? টেবলের ওপরে টাকা ছুঁড়ে ফেলেছ, অসভ্য কোথাকার! প্রিন্স ওকে বিয়ে করবে, অথচ তুমি এসেছ শুধু নাটক করতে!'

'আমিও ওকে বিয়ে করব! এক্ষুণি, এই মুহূর্তে! সব ছেড়ে দেব···'

দারিয়া বিরক্ত হয়ে বলল, 'বেরিয়ে যাও! তুমি মাতাল। তোমায় বার করে দেওয়া উচিত।'

আরো জোরে সবাই হেসে উঠল।

নাস্তাসিয়া বলল, 'প্রিন্স, শুনলে? একজন চাষী তোমার বৌয়ের জন্য দর হাঁকছে।'

মিশকিন বলল, 'ও মাতাল। ও তোমাকে খুব ভালবাসে।'

'তোমার পরে লজ্জা করবে না যে, তোমার বৌ প্রায় রোগোজিনের হাতে চলে গিয়েছিল?'

'তুমি অসুস্থ ছিলে, এখনো অসুস্থ, প্রায় ভুল বকছ।'

'তোমার লজ্জা করবে না, যখন পরে তোমায় সবাই বলবে যে তোমার বৌ টটস্কির রক্ষিতা ছিল।'

'না, লজ্জা করবে না. .তুমি স্বেচ্ছায় টটস্কির সঙ্গে ছিলে না।'

'কখনো এ জন্য আমার ওপরে রাগ করবে না?'

'কখনো না।'

'ভেবে দেখ; সারা জীবনের কথা বোলো না!'

মিশকিন মৃদু সহানুভূতির সুরে বলল, 'নাস্তাসিয়া, তোমায় এখনি বলেছি যে, তোমার সম্মতিকে আমি সম্মান মনে করব। তুমি আমায় সম্মানিত করবে, আমি তোমাকে করব না। তুমি কথাগুলো শুনে হেসেছিলে, চারদিকে সকলের হাসি শুনতে পেয়েছিলাম। হয়ত খুব অদ্ভুতভাবে, বোকার মত কথা বলেছি; তবে মনে হয়েছে সম্মানের অর্থ···আমি বুঝেছি, জানি আমি সত্য বলেছি। তুমি নিজেকে নষ্ট করে ফেলতে চেয়েছিলে; কিন্তু পরে কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারতে না। তোমার কোন দোষ নেই। তোমার জীবন নষ্ট হতে পারে না। রোগোজিন তোমার কাছে এসেছিল বা গ্যাব্রিল তোমায় ঠকাবার চেষ্টা করেছিল, তাতে কি আসে যায়? ওটা নিয়ে ভাববে কেন? আবার বলছি, তুমি যা করেছ,

খুব কম লোকই তা করবে। তুমি যখন রোগোজিনের সঙ্গে যেতে চেয়েছিলে, তখন তুমি অসুস্থ ছিলে। এখনো তুমি অসুস্থ, তোমার শুয়ে পড়া উচিত। কাল থেকে তুমি কাপড় কাচতে যেতে; রোগোজিনের সঙ্গে থাকতে না। নাস্তাসিয়া, তুমি গর্বিত, কিন্তু হয়ত তুমি এত দুঃখী যে, নিজেকেই দোষী ভাবছ। তোমাকে খুব যত্ন করা দরকার। তোমায় যত্ন করব। আজ সকালে তোমার ছবি দেখে মনে হয়েছিল যে, একটা পরিচিত মুখকে যেন চিনতে পারলাম। মনে হল, তুমি যেন আমাকে আগেই ডেকেছ · সারা জীবন তোমায় শ্রদ্ধা করব নাস্তাসিয়া।'

হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে মিশকিন থেমে গেল। লোকজনের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ও লজ্জা পেল।

তিৎসিন লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে ছিল। টটস্কি ভাবছিলেন, 'লোকটা বোকা, কিন্তু জানে যে লোকের মন ভেজানোর সবচেয়ে ভাল উপায় হল তোষামুদি, এটা ওর সহজাত।' মিশকিনও আড়চোখে দেখল যে, গানিয়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে, যেন ভস্ম করে ফেলবে।

দারিয়া খুব অভিভূত হয়ে বলল, 'লোকটা দয়ালু!'

জেনারেল নীচু গলায় বললেন, 'লোকটা মার্জিত, কিন্তু ওর সর্বনাশ হবে।'

টটস্কি টুপি তুলে নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন। উনি আর জেনারেল একসঙ্গে যাবেন বলে পরস্পর তাকালেন।

নাস্তাসিয়া বলল, 'ধন্যবাদ প্রিন্স। আগে কেউ এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলেনি। সবাই আমাকে কেনার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোন ভদ্রলোক কখনো আমাকে বিয়ে করার কথা ভাবেনি। শুনেছেন আফানাসি ইভানোভিচ? প্রিন্স যা বলল, সে বিষয়ে আপনার মত কি? মনে হচ্ছে না, কথাগুলো অনুচিত? রোগোজিন, এখনি যেও না! ও, তুমি যাচ্ছ না। হয়ত তোমার সঙ্গেই যাব। কোথায় আমাকে নিয়ে যেতে চাও?'

লেবেদিয়েভ ঘরের কোণ থেকে বলল, 'একাতেরিনহফে।' রোগোজিন চমকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল, যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, যেন মাথায় কোন প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে।

দারিয়া ভয় পেয়ে বলল, 'কি ভাবছ? সত্যিই তুমি অসুস্থ। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

নাস্তাসিয়া সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে বলল, 'ভেবেছেন সত্যিই আমি বিয়ে করব? ও রকম একটা সরল লোককে নষ্ট করব? ওটা আফানাসির স্বভাব; উনি শিশুদের ভালবাসেন! চল রোগোজিন। তোমার টাকা তৈরী রাখ। আমায় বিয়ে করার কথা কিছু ভেবো না, টাকাটা আমায় দাও। হয়ত তোমায় বিয়েই করব না। ভেবেছ আমায় বিয়ে করলে টাকা তোমার কাছে থাকবে? আচ্ছা বুদ্ধি! আমি নির্লজ্জ! আমি টটস্কির রক্ষিতা ছিলাম। প্রিন্স, নাস্তাসিয়ার বদলে তোমার আগলেয়াকে বিয়ে করা উচিত, না হলে ফার্দিশেচেঙ্কো তোমায় ঘৃণা করবে। তুমি হয়ত তাতে ভয় না পেতে পারো, কিন্তু আমি তোমার ক্ষতি করছি বলে ভয় পাব, ভয় পাব যে পরে তুমি আমায় তিরস্কার করবে। আমি তোমায় সম্মান দিচ্ছি কি না, সে কথা টটস্কি বলবেন। গানিয়া, জান, তুমি আগলেয়াকে

হারালে। যদি ওকে বিরক্ত না করতে, তাহলে ও তোমায় বিয়ে করত। তোমরা সবাই এক। একবার বেছে নাও—কুখ্যাত বা সুখ্যাত স্ত্রীলোক! না হলে বুদ্ধি গুলিয়ে যায়—দেখ, জেনারেল চেয়ে আছেন ; ওঁর মুখ হাঁ হয়ে আছে।'

জেনারেল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন 'সব বাজে!'

সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। সবাই আবার উঠে পড়ল। মনে হল নাস্তাসিয়া যেন পুরো পাগল হয়ে গেছে।

মিশকিন হাত মুচড়ে বলল, 'এ কি সম্ভব?'

'তুমি কি ওটা সত্যি ভেবেছিলে? আমি নির্লজ্জ হলেও বোধ হয় দাম্ভিক। তুমি আজ সন্ধ্যায় আমাকে নিখুঁত বলেছিলে; এত নিখুঁত যে শুধু টাকা আর খেতাবকে মাড়িয়ে যাওয়ার গর্ব করতে জাহান্নামে চলে যাচ্ছি! এর পরে কি করে তোমার স্ত্রী হব? আফানাসি ইভানোভিচ, আপনি জানেন আমি সত্যিই একলাখ রুবল ছুঁড়ে ফেলেছি! আপনি কি করে ভাবলেন যে পঁচাত্তর হাজার রুবলের জন্য আমি খুশী হয়ে গানিয়াকে বিয়ে করব? আপনি আপনার টাকা ফিরিয়ে নিন। আপনি এক লক্ষ রুবল দেননি ; রোগোজিন আপনাকে হারিয়ে দিয়েছে। আমি নিজে গানিয়াকে সান্ত্বনা দেব! কি করে সান্ত্বনা জানাব, ভেবে রেখেছি। কিন্তু এখন একটু মজা করতে চাই—আমি যে রাস্তার বেশ্যা! দশ বছর কারাগারে বন্দী হয়ে ছিলাম ; এখন আনন্দ করতে চাই। নাও, রোগোজিন, তৈরী হয়ে নাও ; চল যাই।'

রোগোজিন আনন্দে প্রায় উন্মত্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'চল যাই!'

'অনেক মদ তৈরী রাখ, আমি মদ খেতে চাই। গান বাজনা হবে তো?'

দারিয়া এগিয়ে আসছে দেখে রোগোজিন ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওর কাছে যাবেন না। ও আমার! সব আমার। আমার রাণী! ব্যস!'

সে আনন্দে হাঁপাচ্ছে। 'ওর কাছে যেও না!' এই বলে চেঁচাতে চেঁচাতে নাস্তাসিয়ার চারদিকে ঘুরতে লাগল। এতক্ষণে তার পুরো দলবল বৈঠকখানায় জড়ো হয়েছে। কেউ মদ খাচ্ছে, কেউ চেঁচাচ্ছে, কেউ হাসছে ; সকলেই খুব উত্তেজিত ও সপ্রতিভ। ফার্দিশেংকো তাদের সঙ্গ ভাব জমাবার চেষ্টা করছে। জেনারেল এপানচিন আর টটস্কি আবার চেষ্টা করলেন তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার। গানিয়াও টুপি হাতে নিয়েও দাঁড়িয়ে আছে, এখান থেকে চলে যেতে পারছে না।

রোগোজিন চেঁচাচ্ছে, 'ওর কাছে যেও না!'

নাস্তাসিয়া হেসে উঠল, 'চেঁচাচ্ছ কেন? এখনো এখানে আমিই কর্ত্রী ; ইচ্ছে হলে তোমায় লাথি মেরে বার করে দিতে পারি। এখনো তোমার টাকা নিই নি, ওটা ওখানেই পড়ে আছে ; পুরো বাণ্ডিলটা এখানে দাও। ঐ বাণ্ডিলে কি একলক্ষ রুবল আছে? ওঃ, কী জঘন্য! দারিয়া, আপনার কি হয়েছে?' মিশকিনকে দেখিয়ে সে বলল, 'আপনি কি চান, ওকে নষ্ট করে ফেলি? ও কি করে বিয়ে করবে? ওর তো নার্স দরকার। জেনারেলই ওর নার্স হবেন। দেখুন, উনি কিভাবে ওকে আঁকড়ে রয়েছেন! প্রিন্স, তোমার বাগদত্তা খারাপ মেয়েছেলে বলে টাকা নিচ্ছে, আর তুমি তাকে বিয়ে করতে গিয়েছিলে! কিন্তু তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কি দুঃখ হচ্ছে? আমার মত তোমার হাসা উচিত,' অথচ তখন

নাস্তাসিয়ার গালে বড় দু ফোঁটা চোখের জল চকচক করছে। 'সময়ে বিশ্বাস রেখো; এ সময় চলে যাবে! পরে ভাবার চেয়ে এখন বরং দুবার ভাবা ভাল— কিন্তু তোমরা সবাই কাঁদছ কেন? কাতিয়াও কাঁদছে যে। কাতিয়া, কি হয়েছে? আমি আগেই ঠিক করে রেখেছি, তোমাকে আর পাশাকে অনেক দিয়ে যাব; এখন তাহলে বিদায়। তোমার মত ভাল মেয়েকে দিয়ে আমার মত খারাপ মেয়ের কাজ করিয়েছি—ভালই হয়েছে, প্রিন্স, সত্যিই ভাল হয়েছে। পরে তুমি আমায় ঘৃণা করতে, আমরা সুখী হতে পারতাম না। প্রতিজ্ঞা কোরো না, ওতে আমি বিশ্বাস করি না। তাহলে কি বোকামিই না হত!—না, বরং আমরা বন্ধু হয়ে থাকি, না হলে কোন লাভ নেই; কারণ জান তো, আমি নিজেও কিছুটা কল্পনাপ্রবণ। আমিও কি তোমার স্বপ্ন দেখিনি? তুমি ঠিকই বলেছ, অনেক দিন আগে তোমায় স্বপ্নে দেখেছি। যখন একা গ্রামের বাড়ীতে পাঁচ বছর ছিলাম, তখন শুধু ভাবতাম আর স্বপ্ন দেখতাম, সর্বদা তোমার মত কাউকে কল্পনা করেছি, সে কোমল সৎ আর এত বোকা যে হঠাৎ এগিয়ে এসে বলবে, 'নাস্তাসিয়া, তোমার দোষ নেই, আমি তোমায় ভালবাসি।' এরকম স্বপ্ন দেখতে দেখতে প্রায় পাগল হয়ে যেতাম—আর তখনি এই লোকটা এসে দু মাস থেকে আমার লজ্জা, অসম্মান, কলঙ্ক, অবনতি ঘটিয়ে চলে যেত। তাই হাজার বার পুকুরে ঝাঁপ দিতে গিয়েছি, কিন্তু আমি অসহায়, আমার সাহস হয়নি; আর এখন—রোগোজিন তুমি তৈরী?

'তৈরী! ওর কাছে কেউ এসো না।'

অনেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'তৈরী!'

'গাড়ী অপেক্ষা করছে!'

নাস্তাসিয়া টাকার তাড়াটা টেনে নিল।

'গানিয়া, একটা কথা মাথায় এসেছে। তোমার ক্ষতিপূরণ করে দিতে চাই, তোমার কেন সব নষ্ট হবে? রোগোজিন, ও কি তিন রুবলের জন্য পিটার্স-বার্গের অন্য প্রান্ত পর্যন্ত হামাগুড়ি দিয়ে যাবে?'

'যাবে।'

'তাহলে শোন, গানিয়া, আমি আর তোমায় দেখতে চাই না। গত তিন মাস ধরে তুমি আমার ওপরে অত্যাচার করেছ; এবার আমার পালা। এই তাড়াটা দেখছ—এতে এক লক্ষ রুবল আছে। সকলের সামনে এটা আগুনে ফেলে দিচ্ছি, সবাই সাক্ষী রইল। যেই আগুনে এটা জ্বলে উঠবে, তখনি দস্তানা খুলে জামার হাতা গুটিয়ে খালি হাত আগুনে ঢুকিয়ে তাড়াটা বার করে আনবে। যদি পার, তাহলে পুরো টাকাটা তোমার। তোমার আঙুলগুলো একটু পুড়বে বটে— কিন্তু ভেবে দেখ, এক লক্ষ রুবল! বার করতে বেশ ক্ষণ লাগবে না। টাকার জন্য কিভাবে আগুনে হাত দিচ্ছ দেখে তোমার সাহসের প্রশংসা করব। সবাই সাক্ষী রইল, টাকাটা তুমিই পাবে। যদি না পার, টাকা পুড়ে যাবে; কাউকে ওটা ছুঁতে দেব না। সরে দাঁড়াও! সবাই সরে দাঁড়াও! এ আমার টাকা! এটা আমার একরাত রোগোজিনের সঙ্গে কাটাবার পারিশ্রমিক। রোগোজিন, এটা আমার?

'তোমারই রাণী!'

'তাহলে সবাই সরে দাঁড়াও, আমার যা খুশী করতে পারি! বাধা দিও না!

ফার্দিশ্চেঙ্কো, আগুনটা খুঁচিয়ে দাও।'

ফার্দিশ্চেঙ্কো হতবুদ্ধি হয়ে বলল, 'নাস্তাসিয়া, আমার হাত উঠছে না।'

'ওঃ!' নাস্তাসিয়া চেঁচিয়ে উঠল। চিমটে দিয়ে দুটো কাঠের টুকরো সরানো মাত্র যেই আগুন জ্বলে উঠল, ও তখনি টাকার তাড়া আগুনে ছুঁড়ে ফেলল।

সবাই চেঁচিয়ে উঠল; অনেকে বুকে ক্রুসও আঁকল।

চেঁচিয়ে বলল, 'ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে! ও পাগল হয়ে গেছে!'

জেনারেল তিৎসিনের কানে কানে বললেন, 'আমাদের—আমাদের—কি ওকে বেঁধে রাখা উচিত নয়? বা ওকে পাঠিয়ে—ও পাগল, তাই না?'

তিৎসিন কাগজের মত সাদা মুখে জ্বলন্ত টাকার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফিসফিসিয়ে বলল, 'না, এটা বোধ হয় পুরো পাগলামি নয়।'

জেনারেল টটস্কিকে বললেন, 'ও পাগল হয়ে গেছে, তাই না?'

আফানাসি একটু বিবর্ণ হয়ে উত্তর দিলেন, 'আমি বলেছিলাম, ও ভীষণ বদমেজাজী মেয়ে।'

'কিন্তু এ যে এক লক্ষ রুবল!'

চারদিকে শোনা গেল, 'হায় ভগবান!' প্রত্যেকে আগুনের পাশে ভীড় করে এগিয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগল, হৈ-চৈ করতে লাগল। অনেকে চেয়ারে উঠেও দেখতে গেল। দারিয়া ভয় পেয়ে পাশের ঘরে গিয়ে কাতিয়া আর পাশার সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা বলছে। জার্মান সুন্দরী পালিয়েছে।

লেবেদিয়েভ হামা দিয়ে নাস্তাসিয়ার সামনে এসে আগুনের দিকে হাত ছড়িয়ে বলল, 'মাদাম। সম্রাজ্ঞী! সর্বময়ী! এক লক্ষ—এক লক্ষ রুবল! নিজে নোটগুলো দেখেছি, ওগুলো আমার সামনে পড়েছিল। মহিমময়ী! আমাকে ওগুলো তুলে নিতে আদেশ দিন! আমি ঠিক পারব, আমার মাথা গুজে দেব! আমার স্ত্রী অসুস্থ, শয্যাশায়ী; আমার তেরোটি ছেলেমেয়ে সবাই অনাথ। গত সপ্তাহে বাবাকে কবর দিয়েছি; তিনি খেতে পাননি, নাস্তাসিয়া।'

সে আগুনের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করল।

নাস্তাসিয়া তাকে ঠেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'সরে যাও! সবাই সরে যাও। গানিয়া, দাঁড়িয়ে আছ কেন? লজ্জা কোরো না, তুলে নাও। এ তোমার ভাগ্য!'

কিন্তু গানিয়া আজ অনেক সহ্য করলেও এই শেষ অপ্রত্যাশিত বিচারের জন্য তৈরী ছিল না। তার সামনে ভীড় ফাঁক হয়ে গেছে, সে নাস্তাসিয়ার মুখোমুখি তিন পা দূরে দাঁড়িয়ে। নাস্তাসিয়া আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে তীব্র জ্বলন্ত দৃষ্টি তার মুখে নিবদ্ধ রেখে অপেক্ষারত। গানিয়া সান্ধ্য পোষাকে দুই হাত মুড়ে দস্তানা আর টুপি হাতে নিয়ে আগুনের দিকে নীরবে তাকিয়ে আছে। তার খড়ির মত সাদা মুখে একটা উন্মত্ত হাসি লেগে আছে। সত্যিই সে আগুন থেকে, ধোঁয়া বেরোনো নোটগুলো থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না; কিন্তু নতুন কিছু যেন তার মনে জেগে উঠেছে; সে যেন এ পরীক্ষা পার হবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। সে নিজের জায়গা থেকে নড়ছে না।

কয়েক মিনিটে সবাই বুঝতে পারল যে, গানিয়া ও টাকা ছোঁবে না।

নাস্তাসিয়া তাকে চেঁচিয়ে বলল, 'আমি বলে দিচ্ছি, টাকা পুড়ে গেলে ওরা তোমায় ছি ছি করবে কিন্তু। পরে তোমায় গলায় দড়ি দিতে হবে। সত্যি বলছি।'

যে আগুন প্রথমে ছুটো ধোঁয়ানো কাঠে জ্বলে উঠেছিল, নোটের তাড়া ছুঁড়ে ফেলতে সেটা নিবে গিয়েছে। কিন্তু এখনো একটা ছোট্ট, নীল শিখা কাঠের নীচের দিকের একপ্রান্তে মিটমিট করছে। শেষে আগুনের দীর্ঘ, শীর্ণ জিভ কাগজগুলোকেও স্পর্শ করল, কাগজের কোণে কোণে আগুন লাফিয়ে উঠল। হঠাৎ পুরো গোছাটা জ্বলে উঠল এবং একটা উজ্জ্বল শিখা লাফিয়ে উঠল। প্রত্যেকে গভীর শ্বাস নিল।

লেবেদিয়েভ আবার সামনে এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'দেবী!' কিন্তু রোগোজিন তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

রোগোজিন যেন ভয়ে নাস্তাসিয়ার দিকে চেয়ে রয়েছে, সে চোখ সরাতে পারছে না, আনন্দে এখন সপ্তম স্বর্গে বিচরণ করছে।

আশেপাশে সবাইকে শুনিয়ে নিজের মনে বলছে, 'এই তো রানীর মত কাজ। এই হল কায়দা। তোমাদের মত পকেটমাররা কেউ এরকম পারবে, এঁ্যা?'

মিশকিন নীরব বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

ফার্দিশ্চেঙ্কো বলল 'হাজার কামড় হলেও টাকাটা বার করে আনতাম।'

বলিষ্ঠ লোকটা পেছন থেকে গভীর হতাশায় বলে উঠল, 'আমিও বার করতে পারতাম। সবাই জাহান্নমে যাক, টাকাকা পুড়ে যাচ্ছে।' আগুনের দিকে তাকিয়ে সে চেঁচাতে লাগল।

সবাই একসঙ্গে প্রায় ছুটে যাবার ভঙ্গীতে চেঁচাতে লাগল, 'পুড়ে যাচ্ছে—পুড়ে যাচ্ছে!'

'গানিয়া', বাহাদুরি কোরো না। শেষবারের মত বলছি।

ফার্দিশ্চেঙ্কো পাগলের মত ছুটে গিয়ে গানিয়ার জামা চেপে ধরে চেঁচাতে লাগল, 'তুলে নাও, দাম্ভিক কোথাকার, বার করে নাও। পুড়ে যাবে। ওঃ নিকুচি করেছে!'

গানিয়া ভীষণ জোরে ফার্দিশ্চেঙ্কোকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু দু পা এগোবার আগেই সে টলতে টলতে মেঝের ওপরে পড়ে গেল।

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, অজ্ঞান হয়ে গেছে।

লেবেদিয়েভ ডুকরে উঠল, 'দেবী, টাকাটা পুড়ে যাবে।'

সবাই চেঁচাতে লাগল 'টাকাটা শুধু শুধু পুড়ছে।'

নাস্তাসিয়া চেঁচিয়ে উঠল 'কাতিয়া, পাশা, জল আন, হুইস্কি আন।

সে চিমটে দিয়ে নোটগুলো টেনে বার করল। নোটের মোড়কটা পুরো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাড়ার ভেতরটা অবিকৃত রয়েছে। তাড়াটা তিনটে খবরের কাগজে মোড়া ছিল টাকার কিছু হয়নি। প্রত্যেকে অনেকটা সহজ নিঃশ্বাস নিল।

লেবেদিয়েভ অভিভূত স্বরে বলল, বোধ হয় সামান্য হাজার খানেক পুড়ে গেছে, বাকীটা ঠিকই আছে।'

নাস্তাসিয়া টাকার তাড়া গানিয়ার পাশে রেখে বলল, 'সব টাকা ওর। পুরো তাড়াটা ওর। শুনেছেন, বন্ধুগণ? ও টাকা নেয়নি, পরীক্ষায় পাশ করেছে,

টাকার লোভের চেয়ে ওর আত্মসম্মান বড। কিছু হয়নি, ওর জ্ঞান ফিরে আসবে। অজ্ঞান না হলেও হয়ত কাউকে খুন করে ফেলত ওই যে, ওর জ্ঞান ফিরছে। জেনারেল, আইভান, দারিয়া, কাতিয়া, পাশা, রোগোজিন সকলে শুনেছ? টাকাটা—গানিয়ার। টাকাটা দিলাম ওর খুশী মত খরচ করার জন্য। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সে যার জন্যই হোক। ওকে বল। টাকাটা ওর পাশেই থাকুক·· রোগোজিন, চল। প্রিন্স বিদায়। আমার জীবনে প্রথম মানুষ দেখলাম তোমাকে! আফানাসি ইভানোভিচ, বিদায়!'

রোগোজিনের দলবল রোগোজিন আর নাস্তাসিয়ার পেছনে হৈ চৈ করতে করতে সদর দরজার দিকে এগোল। হল ঘরে দাসীরা নাস্তাসিয়াকে তার ফারকোট এগিয়ে দিল, রান্নাঘর থেকে রাঁধুনী মার্ফা দৌড়ে এল। নাস্তাসিয়া সবাইকে চুম্বন করল।

মেয়েগুলো কাঁদতে কাঁদতে তার হাতে চুমু দিয়ে বলল, 'সত্যিই কি আমাদের ছেড়ে চললেন? কিন্তু, কোথায় যাচ্ছেন? আজ যে আপনার জন্মদিন।'

'নরকে চলেছি, কাতিয়া—শুনেছ তো, ঐখানেই আমার জায়গা—না হলে কাপডকাচার কাজ করব। আফানাসির সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়েছি। ওঁকে আমার হয়ে অভিনন্দন জানিও, আমাকে খারাপ ভেবো না'

মিশকিন সদর দরজার দিকে দৌড়ে এল, সেখানে সবাই গাড়ীতে উঠছে। জেনারেল দৌড়ে গিয়ে সিঁড়িতে ওকে ধরলেন।

হাত চেপে ধরে বললেন, 'প্রিন্স, কি করছ ভেবে দেখ। ওকে ছেড়ে দাও! দেখ, ও আসলে কী। আমি তোমার বাবার মত।'

মিশকিন তাঁর দিকে তাকিয়ে কোন কথা না বলে দৌড়ে নীচে নেমে গেল।

গাড়ীগুলো রওনা হওয়া মাত্র জেনারেল দেখলেন মিশকিন একটা স্লেজে উঠে ড্রাইভারকে বলল 'ঐ গাড়ীগুলোর পেছনে একাতেরিনহফে চল।' তখন জেনারেল তাঁর পাঁশুটে ঘোড়ায় করে নতুন আশা ও চিন্তা নিয়ে বাড়ী চললেন, সঙ্গে মুক্তোগুলো নিতেও ভোলেননি। চিন্তার মধ্যে দু-তিনবার নাস্তাসিয়ার সুন্দর চেহারাটা মনে ভেসে উঠল। জেনারেল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'আমি দুঃখিত—খুব দুঃখিত। ও নষ্টা মেয়েছেলে। পাগল!. কিন্তু প্রিন্স এখন আর ওকে পাবে না কাজেই, যা হয়েছে ভালই হয়েছে।'

নাস্তাসিয়ার দুজন অতিথি কিছুদূর একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সব ঘটনা সম্বন্ধে কিছু দার্শনিক উক্তি করলেন।

তিৎসিন বলল, জানেন আফানাসি, লোকে বলে, জাপানীদের মধ্যে এরকম হয়। কেউ অপমানিত হলে শত্রুর কাছে গিয়ে বলে, তুমি আমার প্রতি অন্যায় করেছ, তাই তোমার সামনে আমি নিজের পেট কাটব। এই বলে সত্যিই শত্রুর সামনে পেট কেটে ফেলে, সম্ভবতঃ কেটে খুশীই হয়, যেন সত্যি এতে প্রতিশোধ নেওয়া হল। পৃথিবীতে কত অদ্ভুত জাত আছে।'

টটস্কি জবাবে একটু হাসলেন 'তোমার ধারণা', এ ঘটনাটাও ঐরকম কিছু? হুঁ। কথাটায় অবশ্য বুদ্ধি আছে—খুব ভাল তুলনা করেছ। কিন্তু নিজেই দেখলে, যা সম্ভব আমি সবই করেছি, যা সম্ভব নয় তা করতে পারি না। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, ঐ মেয়েটার কয়েকটা প্রথম শ্রেণীর—চমৎকার গুণ

আছে। আমি প্রায় চেঁচিয়ে ফেলতাম, যদি ঐ ভীড়ে ওরকম চেঁচানো সম্ভব হত যে, ওর সব অভিযোগের সবচেয়ে বড় নিদর্শন ও নিজেই। কোন্ লোক না ওকে দেখে মুগ্ধ হয়ে কখনো কখনো জ্ঞানশূন্য হয়ে যাবে? দেখেছ তো, ঐ ছোটলোক রোগোজিনটা ওর পায়ের কাছে টাকার তাড়া ফেলে দিল! অবশ্য এখন যা ঘটল, তা কিছুটা নাটুকে, অবাস্তব, কিন্তু স্বীকার করি যে এতে বৈচিত্র্য ছিল, বৈশিষ্ট্যও ছিল। হে ভগবান, এরকম রূপ আর স্বভাবে কত কিছুই না সৃষ্টি হত। কিন্তু সব চেষ্টা সত্ত্বেও, লেখাপড়া শেখা সত্ত্বেও—সব নষ্ট হয়ে গেল। ও হল পালিশ না করা হীরে—সে কথা অনেকবার বলেছি।'

আফানাসি গভীর শ্বাস ফেললেন।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

নির্বোধ

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ এক ॥

আমাদের গল্পের প্রথম অংশের শেষে নাস্তাসিয়ার পার্টিতে যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল, তার দুদিন পরে প্রিন্স মিশকিন তার অপ্রত্যাশিত সম্পত্তি নেওয়ার জন্য মস্কোর দিকে যাচ্ছিল। লোকে বলে, তার যাওয়ার পেছনে অন্য কারণও ছিল। কিন্তু সে বিষয়ে এবং পিটার্সবার্গে অনুপস্থিতির সময়ে মিশকিনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা কিছু বলতে পারব না। মিশকিন ঠিক ছ' মাস ছিল না ; যাদের ওর সম্বন্ধে আগ্রহী হওয়ার কারণ ছিল, তারাও সে সময়ে বিশেষ কিছু জানতে পারে নি। গুজব তাদের কাছে অনেক দেরীতে পৌঁছলেও সে সব গুজব বেশীর ভাগ অদ্ভুত আর পরস্পরবিরোধী। তবে এপানচিন পরিবারের আগ্রহ মিশকিন সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী, যদিও সে তাদের সঙ্গে দেখা না করেই চলে গিয়েছিল। জেনারেল এপানচিন তার সঙ্গে দু-তিনবার দেখা করেছিলেন ; তাঁদের মধ্যে কিছু জরুরী কথাবার্তা হয়েছিল। কিন্তু দেখা করলেও সেকথা জেনারেল পরিবারের লোককে জানাননি। মিশকিন চলে যাবার পরে প্রায় এক মাসের মধ্যে এপানচিনরা তার নামও করেনি। শুধু মাদাম এপানচিন একেবারে প্রথমে একবার বলেছিলেন যে, প্রিন্সকে তিনি খুব ভুল বুঝেছিলেন। তারপর দু-তিনদিন পরে অস্পষ্টভাবে, মিশকিনের নাম না করে বলেছিলেন যে, তাঁর জীবনের সবচেয়ে অদ্ভুত জিনিষ হল অনবরত লোক সম্বন্ধে ভুল ধারণা করা। শেষে দশদিন পরে, মেয়েদের ওপরে রেগে গিয়ে বললেন, 'আমরা অনেক ভুল করেছি। আর সহ্য করব না।'

আরো বলতে হবে যে, কিছুদিন ধরে ঐ বাড়ীতে একটা অপ্রীতিকর অবস্থা চলছিল। একটা অবিচার, কষ্ট, অকথিত বিচ্ছেদের ভাব ; সকলের মুখে বিরক্তির চিহ্ন। জেনারেল দিনরাত কাজে ডুবে আছেন। বাড়ীর কেউ তাঁর দেখা পায় না ; তাঁকে, বিশেষতঃ অফিসের কাজে ক্বচিৎ এরকম কর্মঠ আর ব্যস্ত দেখা গেছে। মেয়েরা প্রকাশ্যে কিছু বলে না। এমন কি আলাদা থাকলেও খুব অল্প কথা হয়। মেয়ে তিনটি দাম্ভিক, রগচটা, গম্ভীর ; শুধু চোখের চাউনিতেই তারা পরস্পরের কথা বুঝতে পারে, তাই বেশী কথা বলার দরকার হয় না।

নিরাসক্ত দর্শকের একটাই শুধু ধারণা হতে পারে, যদি কোন ধারণা সে করে উপরিউক্ত তথ্যগুলি থেকে, যে, মিশকিন মাত্র একবার অল্প সময়ের জন্য এসেও এই পরিবারের ওপরে স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। হয়ত তার সম্বন্ধে মনোভাবটা, তার খামখেয়ালীপনার ঘটনায় কৌতূহল ছাড়া আর কিছুই নয়। যাই হোক, প্রভাবটা রয়ে গেছে !

ক্রমশঃ শহরে যে গুজব রটেছিল, সেটা অনিশ্চয়তার অন্ধকারে হারিয়ে গেল। একটা গল্প রটেছিল যে, কোন এক ছোটখাট, মূর্খ প্রিন্স (কেউ তার সঠিক নাম জানে না) হঠাৎ বিশাল সম্পত্তি পেয়ে প্যারির শাতু-দ্য-ফ্লুর এক কুখ্যাত নর্তকীকে

বিয়ে করেছে। কিন্তু অনেকে বলল, যে সম্পত্তি পেয়েছে, সে এক জেনারেল; আর যে কুখ্যাত ফরাসী নর্তকীকে বিয়ে করেছে সে অভূতপূর্ব ধনের মালিক এক তরুণ রুশ ব্যবসায়ী এবং বিয়েতে শুধু বাহাদুরি দেখাবার জন্য, মত্ত অবস্থায় একটা মোমবাতিতে সাতলক্ষ রুবলের লটারির টিকিট পুড়িয়েছে। কিন্তু দ্রুত এসব গুজব থেমে গেল, পরিস্থিতির কারণে। যেমন, রোগোজিনের যেসব সঙ্গীরা কিছু রটাতে পারত, তারা ওর সঙ্গে মস্কোতে গিয়েছিল, একাতেরিনহফের অনুষ্ঠানের এক সপ্তাহ পরে—তাতে নাস্তাসিয়াও ছিল। যে অল্প কয়েক জনের এ বিষয়ে কৌতূহল ছিল তারা কয়েক জায়গা থেকে জানতে পারল যে, পরের দিনই নাস্তাসিয়া পালিয়ে গেছে। মনে হয়, তাকে মস্কোতে দেখা গেছে; কাজেই এই গুজবের সঙ্গে রোগোজিনের মস্কো যাওয়ার ঘটনাটাও মিলে গেল।

গ্যাভ্রিলের সম্বন্ধেও গুজব রটেছে, সেও তার নিজের গোষ্ঠীতে যথেষ্ট পরিচিত। কিন্তু একটা ঘটনায় দ্রুত তার সম্বন্ধে সব অপ্রিয় কাহিনী মিইয়ে গিয়ে শেষে একেবারে থেমে গেল। সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল, অফিসে যেতে পারে না, আড্ডাতেও নয়। এক মাসের অসুস্থতার পরে সে সেরে উঠল, কিন্তু কোন কারণে জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীর কাজে ইস্তফা দিল, তার জায়গায় এল অন্য লোক। সে এপানচিনের বাড়ীতেও যায়নি; কাজেই আরেক জন কেরাণী জেনারেলের সেক্রেটারির কাজ শুরু করেছে। গ্যাভ্রিলের শত্রুরা হয়ত ভেবেছে, সে এত হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে যে, রাস্তায় বেরোতে তার লজ্জা করবে। কিন্তু সে সত্যিই অসুস্থ, প্রায় বেহুঁশ অবস্থায় ছিল। সে হয়ে উঠেছিল খামখেয়ালী, খিটখিটে। সেই শীতে ভারভারার সঙ্গে ইৎসিনের বিয়ে হল। যারা ওদের চিনত, তাদের মতে বিয়ের কারণ হল, গানিয়া তার কাজে ফিরতে অনিচ্ছুক বলে শুধু যে পরিবার পালনে অক্ষম তাই নয়, তার নিজেরই সাহায্য ও যত্নের দরকার।

আবার এপানচিন পরিবারেও গ্যাভ্রিলের নাম উল্লেখ করা হয়নি, যেন এরকম কোন লোক কখনো তাদের বাড়িতে আসেনি, কিংবা, পৃথিবীতেই এরকম কেউ নেই। অথচ ইতিমধ্যে তারা সবাই খুব অল্পদিনের মধ্যেই তার সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট ঘটনা জেনে গেছে। নাস্তাসিয়া সংক্রান্ত বিশ্রী অভিজ্ঞতার সেই দুর্ভাগ্যজনক রাতের পর গানিয়া বাড়ী ফিরে শুতে যায়নি, উত্তেজিত অসহিষ্ণুতায় মিশকিনের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করেছে। মিশকিন একাতেরিনহফে গিয়েছিল, পরের দিন সকাল ৬টায় বাড়ী এল। তখন গানিয়া মিশকিনের ঘরে গিয়ে নাস্তাসিয়ার উপহার সেই ঝলসানো নোটের তাড়া তার সামনে টেবলের ওপরে রাখল। মিশ-কিনকে অনুরোধ করল, প্রথম সুযোগেই এই উপহার নাস্তাসিয়াকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। গানিয়া যখন মিশকিনের ঘরে গেল, তখন গানিয়ার মনের অবস্থা বিদ্বেষপূর্ণ, বেপরোয়া; কিন্তু তাদের নিশ্চয়ই কিছু কথাবার্তা হয়েছে, যার পরে গানিয়া সেই ঘরে দু ঘণ্টা ছিল; সমানে প্রচণ্ড কেঁদেছে। শেষে তারা বন্ধুর মনোভাব নিয়ে বিদায় নিয়েছে।

এপানচিনদের শোনা এই গল্প দেখা গেল, একেবারে ঠিক। অবশ্য এরকম ঘটনা যে এত তাড়াতাড়ি সবাই জেনে ফেলল, এটা বিস্ময়কর; যেমন নাস্তাসিয়ার বাড়ীতে যা ঘটেছিল, তা বলতে গেলে পরের দিনই এপানচিনের বাড়ীর সবাই জেনে গেলে নিখুঁতভাবে। গ্যাভ্রিলের ঘটনাগুলো অনুমান করা যায়, ভারভারা

এপানচিনদের বলেছে, কারণ সে হঠাৎ জেনারেলের মেয়েদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা করত এবং তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠল; তাতে লিজাভেটা খুব অবাক হলেন। কিন্তু ভারভারা এপানচিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত মনে করলেও নিশ্চয়ই ভায়ের সম্বন্ধে তাদের কাছে গল্প করত না। সেও যথেষ্ট অহঙ্কারী; যদিও যারা তার ভাইকে প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছে, সে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে গিয়েছিল। আগে এপানচিনের মেয়েদের সঙ্গে তার আলাপ ছিল, কিন্তু কচিৎ তাদের দেখা হত। এখনো বসার ঘরে অবশ্য সে খুব কমই ঢোকে এবং পেছনের সিঁড়ি দিয়ে প্রায় লুকিয়ে আসে। লিজাভেটা কোন দিনই তার বিষয়ে মাথা ঘামাতেন না, এখনো ঘামান না, কিন্তু তার মার প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। ওঁর মেয়েদের সঙ্গে ভারিয়ার অন্তরঙ্গতার কথা ভেবে উনি রেগে গেলেন। ওঁর মতে এর কারণ হল, মেয়েদের খামখেয়ালী আর একগুঁয়েমি, তারা জানে না কি করে ওঁকে এড়িয়ে চলবে। কিন্তু ভারিয়া বিয়ের আগে এবং পরে ওদের সঙ্গে দেখা করতে লাগল।

মিশকিন চলে যাওয়ার এক মাস পরে মাদাম এপানচিন বৃদ্ধা রাজকুমারী বিয়েলোকোনস্কির একটা চিঠি পেলেন। রাজকুমারী অল্পদিন আগেই মস্কোয় গিয়েছিলেন তাঁর বিবাহিতা বড় মেয়ের কাছে থাকতে। এই চিঠি পড়ে মাদাম যথেষ্ট বিচলিত হলেও এ বিষয়ে মেয়েদের বা স্বামীকে কিছু বললেন না, কিন্তু বিভিন্ন লক্ষণ থেকে তারা বুঝল যে, উনি চিঠিটা পেয়ে খুব উত্তেজিত, এমনকি উদ্বিগ্ন। উনি মেয়েদের সঙ্গে অদ্ভুত ভঙ্গীতে, অস্বাভাবিক বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন; যদিও মনের কথা খুলে বলতে খুবই ইচ্ছুক, কিন্তু কোন কারণে নিজেকে সংযত করে রেখেছেন। যেদিন চিঠিটা পেলেন, সেদিন সকলের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার খুব স্নেহপূর্ণ; এমনকি আদেলেদা আর আগলেয়াকে চুমুও দিলেন; স্বীকার করলেন যে, তাদের সম্বন্ধে ভুল করছিলেন; কিন্তু তারা কিছুই বুঝল না। গত মাসে যে-স্বামীর ওপরে তিনি চটেছিলেন, তাকেও একটু প্রশ্রয় দিলেন। অবশ্য পরের দিন নিজের উচ্ছ্বাসের কথা ভেবে খুব রেগে গেলেন এবং খাওয়ার আগেও সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে ফেললেন, তবে সন্ধ্যে নাগাদ মেঘ আবার কেটে গেল। এক সপ্তাহ ধরে তিনি বেশ ভাল মেজাজে রইলেন, যা দীর্ঘদিনে ঘটেনি।

কিন্তু এক সপ্তাহ পরে রাজকুমারীর দ্বিতীয় চিঠি এল; এবারে মাদাম ঠিক করলেন যে, সব খুলে বলবেন। গম্ভীরভাবে বললেন, 'বৃদ্ধা বিয়েলোকোনস্কি' (উনি কখনো রাজকুমারীর অনুপস্থিতিতে অন্য কোনভাবে তাঁর উল্লেখ করেন না) তাঁকে এক স্বস্তিদায়ক খবর জানিয়েছেন ঐ 'অদ্ভুত প্রিন্সের' সম্বন্ধে। বৃদ্ধা তাকে মস্কোতে খুঁজে বার করে খোঁজ খবর নিয়ে খুব ভাল কিছু জানতে পেরেছেন। মিশকিন শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। মিশকিন সম্বন্ধে তাঁর খুব ভাল ধারণা হয়েছে, তাই তাকে প্রতিদিন বেলা একটা থেকে দুটোর মধ্যে এসে দেখা করতে বলেছেন। 'ও রোজ ওখানে যাচ্ছে, এখনো ওঁর ওকে ভাল লাগছে।' শেষে মাদাম বললেন, 'ঐ বৃদ্ধার মাধ্যমে প্রিন্স দু তিনটে ভাল পরিবারে মিশেছে। ও যে লজ্জায় বাড়ীতে বসে নেই, এটা ভাল কথা।'

যে মেয়েদের এসব কথা বলা হল, তারা তক্ষুণি লক্ষ্য করল যে, তাদের মা চিঠির অনেক কথা গোপন করছেন। হয়ত তারা এসব কথা ভারভারার কাছে শুনেছে। সে বোধহয় ভিৎসিনের কাছে মিশকিনের কথা ও তার মস্কোর সব খবর

জেনেছে। তিৎসিনের সবচেয়ে বেশী জানার কথা। কিন্তু ভারিয়ার সঙ্গে কথা বললেও সে কাজের কথা নিয়ে কোন আলোচনা করে না। এজন্য ভারিয়ার ওপরে মাদামের আরো রাগ হল।

যাই হোক, নীরবতা ভেঙে হঠাৎ মিশকিন সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব হল। উপরন্তু, সে এদের মনে যে প্রবল কৌতূহল জাগিয়েছিল এবং অসাধারণ ছাপ ফেলেছিল সেটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। মেয়েদের ওপরে এই খবরের প্রতিক্রিয়া দেখে মা সত্যি অবাক হলেন। মেয়েরাও মার ব্যবহারে অবাক হল, কারণ তাঁর জীবনের সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা হল, তিনি অনবরত লোক সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেন,' এ কথা বলার পরও তিনি প্রিন্সের জন্য বৃদ্ধা রাজকুমারীর অভিভাবকত্বের ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই এর জন্য ওঁকে অনেক অনুনয়-বিনয় করতে হয়েছে, কারণ এসব বিষয়ে 'বৃদ্ধাকে' রাজী করানো কঠিন।

কিন্তু কথা শুরু হতেই আবহাওয়া বদলে গেল, জেনারেলও তাড়াতাড়ি মত প্রকাশ করলেন। দেখা গেল, তিনিও প্রিন্সের বিষয়ে খুব আগ্রহী। কিন্তু তিনি শুধু 'বিষয়টার দরকারী দিকটা' নিয়েই আলোচনা করলেন। তিনি প্রিন্সের প্রতি আগ্রহ বশতঃ মস্কোর দুজন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিকে তার ওপরে নজর রাখতে বলেছেন, বিশেষতঃ সালাজকিনের ওপরে, যার হাতে প্রিন্সের বিষয় সম্পত্তির দায়িত্ব। সম্পত্তি সম্বন্ধে যা শোনা গিয়েছিল সব সত্য, কিন্তু প্রথমে সম্পত্তিটা যত বড় বলে গুজব রটেছিল, তার চেয়ে ওটা অনেক কম। সম্পত্তিটা অংশতঃ জটিল অবস্থায় আছে। যেমন, ধার আছে, অন্যান্য দাবীদারও আছে এবং অনেক উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও মিশকিন অব্যবসায়ীজনোচিত ব্যবহার করেছে। 'ঈশ্বর ওর মঙ্গল করুন!' এখন আলোচনা শুরু হতে জেনারেল প্রাণ খুলে সব বলতে পেরে খুশী হলেন, কারণ, 'লোকটার একটু দোষ থাকলেও ওর এটা পাওয়া উচিত। অথচ ও বোকার মত কাজ করেছে। স্বগত ব্যবসায়ীর পাওনাদাররা টাকা চেয়েছে সন্দেহজনক বা বাজে দলিলের ভিত্তিতে, তাদের কয়েকজন প্রিন্সের স্বভাব বুঝতে পেরে দলিল ছাড়াই টাকা চেয়েছে,—বিশ্বাস করবে?—এই সব হতচ্ছাড়া পাওনাদাররা কিছু পাবে না বলা সত্ত্বেও প্রিন্স প্রায় সকলকে খুশী করেছে, ওর একমাত্র উত্তর হল যে, ওদের কয়েকজনের সঙ্গে সত্যি অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছিল।'

মাদাম লক্ষ্য করলেন যে, বৃদ্ধাও তাকে এরকম কিছু লিখেছেন। তিনি রুক্ষস্বরে বললেন, 'কাজটা বোকার মত, খুবই বোকার মত। বোকাকে শোধরানো যায় না।' কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, এই 'বোকার' আচরণে তিনি খুব খুশী। শেষে জেনারেল লক্ষ্য করলেন যে, তার স্ত্রী মিশকিনকে নিজের ছেলের মত ভাবেন এবং আগলেয়াকে অতিরিক্ত ভালবাসতে শুরু করেছেন। এটা দেখে, কিছুদিন তিনি খুব কাজের ভান দেখালেন।

কিন্তু এই প্রীতিকর অবস্থা বেশীদিন রইল না। দু সপ্তাহ পরে হঠাৎ আবার পরিবর্তন। মাদামকে ক্রুদ্ধ দেখাতে লাগল, কয়েকবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে জেনারেল আবার 'নীরবতার বরফে' ডুবে গেলেন।

আসলে পনের দিন আগে উনি গোপনে সংক্ষিপ্ত, অস্পষ্ট অথচ বিশ্বাসযোগ্য খবর পেয়েছিলেন যে, যে-নাস্তাসিয়া মস্কোতে পালিয়ে ছিল, তাকে

রোগোজিন ওখানে খুঁজে পেয়েছে; আবার পালিয়েছিল, আবার পাওয়া গেছে; রোগোজিনকে বিয়ে করবে বলে সে প্রায় কথা দিয়েছে, আর মাত্র পনের দিন পরে রোগোজিন জানতে পারল, নাস্তাসিয়া তৃতীয় বার পালিয়েছে—প্রায় বিয়ের দিনে। পালিয়েছে গ্রামের দিকে কোথাও; সেই সঙ্গে সালাজকিনকে সব কাজের দায়িত্ব দিয়ে প্রিন্স মিশকিনও পালিয়েছে। জেনারেল ভাবলেন, 'প্রিন্স তার সঙ্গে গেছে অথবা তার খোঁজে গেছে, তা জানা যাচ্ছে না, কিন্তু কিছু একটা ব্যাপার আছে।'

লিজাভেটাও কিছু অপ্রীতিকর খবর পেয়েছেন। তার ফলে, প্রিন্স যাওয়ার দু মাস পরে পিটার্সবার্গে সব গুজব থেমে গেল, এপানচিন পরিবারে আবার নীরবতার বরফ' ভেঙে গেল। ভারিয়া অবশ্য এখনো আসে।

এই সব গুজব ইত্যাদির অবসান ঘটানোর জন্য আমরা বলব যে, বসন্তকালে এপানচিনদের পরিবারে অনেক পরিবর্তন ঘটল, ফলে প্রিন্সকে ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। প্রিন্সও নিজের কোন খবর পাঠায় নি এবং হয়ত পাঠাবার কথা ভাবেও নি। শীতে তারা ঠিক করল, গরমটা বাইরে কাটাবে—তারা মানে লিজাভেটা আর তাঁর মেয়েরা। জেনারেলের পক্ষে অবশ্য এরকম 'হালকা প্রমোদে' সময় নষ্ট করা অসম্ভব। এই সিদ্ধান্তের মূলে ছিল, মেয়েদের জরুরী, একটানা চেষ্টা। তারা ভাবত যে, তাদের বাবা মা তাদের বিদেশে নিয়ে যেতে চায় না, কারণ তাঁরা তাদের বিয়ে দেওয়া আর স্বামী খোঁজার কাজে ব্যস্ত। শেষে, বোধ হয় বাবা মাদের বিশ্বাস হল যে, বিদেশেও স্বামী পাওয়া যেতে পারে এবং একটা গ্রীষ্মে বাইরে গেলে, সব বানচাল না হয়ে হয়ত 'কাজও' হতে পারে। এখানে বলা দরকার যে, টটস্কির সঙ্গে সবচেয়ে বড় মেয়েটির বিয়ে ভেঙে গেছে, টটস্কি বিয়ের প্রস্তাব আর করেন নি। বিশেষ আলোচনা বা পারিবারিক কলহ ছাড়াই এটা ঘটেছে। মিশকিন চলে যাবার সময়ে উভয় পক্ষই হঠাৎ এই পরিকল্পনা ত্যাগ করেছে। এপানচিন পরিবারের বিশ্রী মেজাজের অন্যতম কারণ, যদিও মা তখন বলেছিলেন, উনি এত খুশী হয়েছেন যে 'উনি এক সঙ্গে দু হাতে বুকে ক্রুশ আঁকতে পারেন।' জেনারেল এর বিরোধী ছিলেন, জানতেন যে তারই দোষ, তবুও অনেকদিন দুঃখিত হয়ে ছিলেন। আফানাসিকে হারানোয় তিনি দুঃখিত —এত সম্পত্তি আর এত বুদ্ধি। অল্প দিন পরে জেনারেল জানতে পারলেন যে, সমাজের সবচেয়ে উঁচুতলার এক ফরাসী মহিলাকে দেখে টটস্কি মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁরা বিয়ে করবেন। আফানাসি প্যারিতে, তারপর ব্রিটানিতে যাবেন। জেনারেল ভাবলেন, 'যাক, ঐ ফরাসী মহিলার সঙ্গে টটস্কিও বিদায় নিলেন।' এপানচিনরা গরমের আগেই বেরিয়ে পড়ার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটায় তাদের সব পরিকল্পনা বদলে গেল, আবার বেরোনো স্থগিত রইল এবং তাতে জেনারেল ও তাঁর স্ত্রী খুব খুশী হলেন। এক প্রিন্স এস. মস্কো থেকে পিটার্সবার্গে এসেছেন, তিনি তাঁর অপূর্ব গুণের জন্য সুপরিচিত। তিনি আধুনিক সংস্কারকদের অন্যতমরূপে সৎ, বিনয়ী, জনকল্যাণের জন্য যথার্থ আগ্রহী, সদা পরিশ্রমী, এবং সর্বদা কাজ করার মত বিরল, সুন্দর স্বভাব তাঁর। তিনি আত্মপ্রচার চান না, দলাদলির তিক্ততা ও হৈ-চৈ এড়িয়ে চলেন, অথচ সমসাময়িক আন্দোলনগুলির খুঁটিনাটি জানেন, যদিও নিজেকে নেতা বলে ভাবেন না। তিনি সরকারী

চাকরি করতেন, পরে জেম্‌স্‌ৎভো-র সক্রিয় সদস্য হয়েছিলেন। তাছাড়া, অনেক-গুলি শিক্ষিত সমিতির সংবাদদাতা ছিলেন। একজন অতিশ্রদ্ধেয় বিশেষজ্ঞের সহযোগিতায় তিনি যে সব তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা করেছিলেন, তার ফলে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নতুন রেললাইনের প্রকল্পে উন্নতি ঘটেছে। তার বয়স পঁয়ত্রিশের মত। তিনি 'সমাজের একেবারে উঁচুতলা'র লোক। জেনারেল এপানচিনের ভাষায় 'যথেষ্ট সম্পদের' অধিকারী। জেনারেলের সঙ্গে প্রিন্সের খুব জরুরী কিছু কাজ ছিল এবং জেনারেলের বিভাগীয় প্রধান এক কাউন্টের বাড়ীতে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। প্রিন্স এস-এর রুশ বাস্তববাদী মানুষ দর' বিষয়ে আগ্রহ ছিল, কখনো ওদের সঙ্গ এড়িয়ে চলতেন না। শেষে ঘটনাক্রমে প্রিন্সের সঙ্গে জেনারেল পরিবারের আলাপ হল। দ্বিতীয় মেয়ে আদেলেদা প্রিন্সের মনে বেশ রেখাপাত করল। শীত শেষ হওয়ার আগেই তিনি বিয়ের প্রস্তাব করলেন। আদেলেদার তাকে খুব ভাল লেগেছিল; লিজাভেটারও ভাল লেগেছে। জেনারেল আনন্দিত হলেন। বিদেশ ভ্রমণ বাতিল হল। বসন্তকালে বিয়ে ঠিক হল।

গরমের মাঝামাঝিও ভ্রমণটা হতে পারত, মাত্র ত্রএক মাসের জন্য, মা ও বাকী দুই মেয়েকে আদেলেদার অভাব ভোলাতে। কিন্তু নতুন কিছু ঘটল। বসন্তের শেষের দিকে (আদেলেদার বিয়ে গরমের মাঝামাঝি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে), প্রিন্স এস. এপানচিনদের সঙ্গে নিজের পরিবারের একজনের আলাপ করিয়ে দিলেন। সে প্রিন্সের দূর সম্পর্কের আত্মীয় হলেও তাকে তিনি ভালভাবেই জানেন। সে হল ইয়েভগেনি পাভলোভিচ রাদোমস্কি। আটাশ বছরের যুবক, রাজার এ. ডি. সি, অত্যন্ত সুদর্শন এবং ভাল বংশের ছেলে। ছেলেটি বুদ্ধিমান, মেধাবী, 'আধুনিক.' 'অতিশিক্ষিত' এবং বলতে গেলে, অকল্পনীয় রকমের ধনী। এ বিষয়ে জেনারেল সর্বদা খুব সতর্ক। তিনি খোঁজ নিয়েছেন: 'মনে হয়, কিছু ব্যাপার আছে, জেনে নেওয়া উচিত।' এই তরুণ, সম্ভাবনাময় এ. ডি. সিকে মস্কো থেকে বৃদ্ধা রাজকুমারী খুব প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তার সম্বন্ধে একটা গুজব বেশ বিরক্তিকর: 'হৃদয়জয়' এবং ভগ্ন হৃদয়ের গল্প শোনা যায়। আগলেয়াকে দেখে সে এপানচিনদের বাড়ীতে খুব আসতে লাগল। এখনো কিছু বলা বা ইঙ্গিত করা হয়নি, তবু বাবা-মার মনে হল, এই গ্রীষ্মে বিদেশে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আগলেয়ার নিজের মত অবশ্য আলাদা।

এ সব ঘটনা, আমাদের গল্পের নায়কের দ্বিতীয় প্রবেশের আগেকার। ততদিনে বাহ্যত বেচারা প্রিন্স মিশকিনকে পিটার্সবার্গে একেবারে ভুলে গেছে। এখন যদি সে হঠাৎ তার পরিচিতদের মধ্যে হাজির হয় তাহলে মনে হবে, সে স্বর্গ থেকে পড়েছে বুঝি। আর একটা কথা বলে আমাদের ভূমিকা শেষ করব।

মিশকিন চলে যাওয়ার পরে, কোলিয়া প্রথমে আগের মতই দিন কাটাচ্ছিল। অর্থাৎ, স্কুলে যেত, বন্ধু ইপ্পোলিয়েতের সঙ্গে দেখা করত, নিজের বাবাকে দেখাশোনা করত, ভারিয়াকে সাহায্য করত আর তার ফরমাশ খাটত। কিন্তু অল্প দিন পরে ভাড়াটেরা চলে গেল। নাস্তাসিয়ার পার্টির তিনদিন পরে ফার্দিশ্চেঙ্কো চলে গেল, একেবারে হারিয়ে গেল, কাজেই তার সম্বন্ধে আর কিছু জানা গেল না; শোনা গেল, অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে নয়, যে, সে মদ খাচ্ছে। মিশকিন মস্কোতে চলে গেলে আর কোন ভাড়াটে রইল না। পরে ভারিয়ার বিয়ে হয়ে গেলে নিনা আর গানিয়া তার

সঙ্গে পিটার্সবার্গের অন্য প্রান্তে তিৎসিনের বাড়ীতে চলে গেল। জেনারেল ইভোলজিনের হঠাৎ একেবারে অভাবিত এক ঘটনা ঘটল : তিনি ঋণের দায়ে জেলে গেলেন। তিনি ক্যাপ্টেনের বিধবাকে দু হাজার রুবল দিয়েছিলেন। এটা তাঁর সেই বন্ধুর কাজ। ঘটনাটা তার কাছে একেবারে আকস্মিক। বেচারা জেনারেল 'নিঃসন্দেহে মানব হৃদয়ের উদারতায় অটল বিশ্বাসের' শাস্তি পেয়েছেন। টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে সই দেওয়ার অভ্যাস রপ্ত করে তিনি একবারো ভাবেননি যে, এ থেকে কিছু ঘটতে পারে, সর্বদা ভেবেছেন, তিনি ঠিকই করছেন। দেখা গেল, করেননি। এক বোতল মদ নিয়ে জেলখানায় নতুন বন্ধুদের কার্স অবরোধ আর মৃত্যুর পর বেঁচে ওঠা সৈনিকের ঘটনা বলতে বলতে দুঃখের সঙ্গে বলতেন, 'এর পরে কি করে মানুষকে বিশ্বাস করা যায়? কি করে লোক উদারতা আর বিশ্বাস দেখাবে?' অবশ্য, তিনি ভালই ছিলেন। তিৎসিন আর ভারিয়া বলত, জেলখানাই তার জায়গা, গানিয়া তাদের কথায় সম্পূর্ণ সায় দিত। শুধু অসহায় নিনা গোপনে চোখের জল ফেলতেন (তাতে বাড়ীর সবাই খুব অবাক হত) এবং অসুস্থ শরীরেও কোন মতে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন।

কিন্তু, কোলিয়ার ভাষায় 'জেনারেলের দুর্ঘটনা'-র পর, বলতে গেলে, তার বোনের বিয়ের সময় থেকে, কোলিয়াকে আর বাগ মানানো যাচ্ছিল না, শেষে এমন হল যে সে কচিৎ বাড়ীতে শোয়। তারা শুনেছিল, কোলিয়ার অনেক বন্ধু হয়েছে, এখন ওকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসাও করে না। যে ভারিয়া আগে তার সঙ্গে এত কড়া ব্যবহার করত, সে এখন তার কাছে একটা কথাও জানতে চায় না। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হল, গানিয়া, তার গভীর বিষণ্ণতা সত্ত্বেও তার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করে। এটা একেবারে নতুন ব্যাপার, কারণ সাতাশ বছরের গানিয়া স্বভাবতঃই কখনো পনের বছরের ভাইয়ের বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখায়নি। সে ভাইয়ের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করত, চাইত যে পরিবারের সকলেই তাই করুক, সবসময়ে তার কান টানবে বলে ভয় দেখাত, যা কোলিয়ার 'সহ্যের শেষ সীমা ছাড়িয়ে যেত।' লোকে হয়ত ভাববে, কোলিয়া গানিয়ার কাছে খুব অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। গানিয়ার টাকা ফেরত দেওয়ার ঘটনায় কোলিয়া কিছুটা অভিভূত হয়েছিল; সেই কারণে সে গানিয়াকে অনেক পরিমাণে ক্ষমা করতে তৈরী ছিল।

মিশকিন যাওয়ার তিনমাস পরে, ইভোলজিন পরিবার শুনল যে কোলিয়ার সঙ্গে হঠাৎ এপানচিনদের আলাপ হয়েছে এবং মেয়েরা তাকে খুব আপ্যায়ন করছে। ভারিয়াও খবরটা শুনল। অবশ্য তার সাহায্যে কোলিয়ার সঙ্গে এপানচিনদের আলাপ হয়নি, আলাপ করেছে সে স্বেচ্ছায়। ক্রমশঃ এপানচিনদের তাকে ভাল লাগতে শুরু করল। প্রথমে লিজাভেটার তাকে ভাল লাগেনি, কিন্তু পরে 'ওর খোলামনের জন্য এবং ও তোষামোদ করে না বলে' তিনি প্রশংসা করতে লাগলেন। কোলিয়া যে তোষামোদ করে না, সেটা একেবারে ঠিক। মাঝে মাঝে মাদামকে বই এবং কাগজ পড়ে শোনালেও সে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং তাদের সমান মর্যাদা দিয়ে থাকে; তবে সর্বদাই সে উপকার করার জন্য তৈরী। অবশ্য দু-একবার লিজাভেটার সঙ্গে খুব ঝগড়া করে বলেছে যে, উনি স্বেচ্ছাচারী এবং আর সে এ বাড়ীতে আসবে না। প্রথমবার ঝগড়া হয়েছিল 'মেয়েদের বিষয়ে' আর দ্বিতীয়বারে গ্রীনফিঞ্চ পাখি ধরার উপযুক্ত সময় কোন্‌টা, তাই নিয়ে

মতভেদ হয়েছিল। অদ্ভুত শোনালেও, ঝগড়ার দুদিন পরে মাদাম একজন লোকের হাতে চিঠি পাঠিয়ে তাকে আসার অনুরোধ জানালেন। কোলিয়া অভিমান করে থাকল না, তখনি গেল। শুধু আগলেয়া কোন কারণে তাকে পছন্দ করত না এবং এড়িয়ে চলত। তবুও তার ভাগ্যে আগলেয়াকেই অবাক করার যোগ দেখা দিল। ইস্টারের সময়ে তারা শুধু দুজনে রয়েছে এমন সুযোগে কোলিয়া তাকে একটা চিঠি দিয়ে এইটুকু বলল যে, চিঠিটা তাকে দিতে বলা হয়েছে। আগলেয়া এই দাম্ভিক, ছোট ভুঁইফোঁড়টি'র দিকে কড়াচাহনি দিল, কিন্তু কোলিয়া অপেক্ষা না করে চলে গেল। আগলেয়া চিঠি খুলে পড়ল :

'একসময়ে তুমি আমায় বিশ্বাস করে সম্মান দেখিয়েছিলে। হয়ত এখন আমায় একেবারে ভুলে গেছ। তাহলে হঠাৎ তোমায় চিঠি লিখছি কেন? তা জানি না; কিন্তু আমার অস্তিত্বের কথা তোমায়, শুধু তোমায় মনে করিয়ে দেওয়ার একটা অদম্য ইচ্ছে হল। কতবার তোমাদের তিনজনকে দেখতে চেয়েছি · কিন্তু দেখেছি শুধু তোমায়। তোমাকে আমার দরকার—খুব দরকার। নিজের কথা তোমায় লেখার বা বলার কিছু নেই। সে আমি করতে চাই না; তুমি সুখী হও, এ আমার একান্ত ইচ্ছা। তুমি কি সুখী হয়েছ? এটাই শুধু বলতে চেয়েছিলাম।

তোমার ভাই
লেভ. মিশকিন।'

সংক্ষিপ্ত, এলোমেলো চিঠিটা পড়ে আগলেয়া খুব লজ্জিতভাবে চিন্তা করতে লাগল। সে কি ভাবছিল, বলা কঠিন। সে নিজেকে প্রশ্ন করছিল, চিঠিটা কাউকে দেখানো উচিত কি না। কোন কারণে তার লজ্জা করছিল। শেষে একটা অদ্ভুত, ব্যঙ্গাত্মক হাসি হেসে সে চিঠিটা দেরাজে ফেলে রাখল। কিন্তু পরের দিন চিঠিটা আবার বার করে একটা মোটা, শক্ত বাঁধানো বইয়ের মধ্যে রাখল (কাগজপত্র যাতে দরকার হলেই পাওয়া যায়, সেজন্যে এগুলো সে এইভাবে রাখত)। এবং এক সপ্তাহ পরে সে লক্ষ্য করল, সেটা কি বই। সেটা হল ডন কুইক্সোট দ্য লা মাঞ্চা। আগলেয়া কোন অজ্ঞাতকারণে হাসিতে ফেটে পড়ল। চিঠিটা সে বোনদের দেখিয়েছিল কি না, জানা যায়নি।

কিন্তু চিঠিটা পড়তে পড়তে সে ভাবত, প্রিন্স কি ঐ উদ্ধত, দাম্ভিক ছোকরাটাকে দূত হিসেবে পাঠাতে পারে? অত্যন্ত ঔদাসীন্যের সঙ্গে সে কোলিয়াকে জেরা করতে শুরু করল। যদিও ছেলেটা সহজেই ক্ষুব্ধ হয়, তবু এবারে সে কিছুই মনে করল না। খুব সহজে, অনেকটা শুকনো ভাষায় বলল যে, পিটার্স'বার্গ ছেড়ে মিশকিনের যাওয়ার সময়ে সে যদিও মিশকিনকে তার স্থায়ী ঠিকানা দিয়ে বলেছিল সে সাধ্যমত প্রিন্সের জন্য করবে, তবুও এই মিশকিনের প্রথম কাজ এবং প্রথম চিঠি; নিজের কথার সমর্থনে সে মিশকিনের লেখা একটা চিঠি দেখাল। আগলেয়া বিনা দ্বিধায় সেটা পড়ল। চিঠিটা এই রকম :

'প্রিয় কোলিয়া, সঙ্গের খামে বন্ধ করা চিঠিটা কি কষ্ট করে আগলেয়াকে দেবে? আশা করি, তোমরা সবাই ভাল আছ।

তোমার প্রিয়,
লেভ, মিশকিন।'

কোলিয়াকে চিঠি ফিরিয়ে দিয়ে আগলেয়া বলল, 'তোমার মত ছেলেকে

বিশ্বাস করার কোন মানে নেই।' সে রেগে চলে গেল।

কোলিয়া এখানে আসার জন্য গানিয়াকে কারণ না জানিয়া তার নতুন সবুজ স্কার্ফ'টা চেয়েছিল, কাজেই এ ঘটনায় তার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। সে খুব অপমানিত বোধ করল।

॥ দুই ॥

এখন জুনের আরম্ভ। পিটার্স'বার্গে এক সপ্তাহ ধরে চমৎকার আবহাওয়া চলেছে। এপানচিনদের পাভলোভস্ক অঞ্চলে নিজস্ব একটা বিলাসবহুল গ্রীষ্মকালীন বাড়ী আছে। লিজাভেটা হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং দু'দিনেরও কম সময়ের মধ্যে সেখানে চলে গেলেন।

তাঁরা চলে যাওয়ার দু-তিন দিন পরে প্রিন্স মিশকিন সকালের ট্রেনে মস্কো থেকে এসে পৌঁছল। স্টেশনে তার কারোর সঙ্গে দেখা হয়নি, কিন্তু গাড়ী থেকে বেরোতেই সে হঠাৎ যেন দেখল, ট্রেনের ভীড়ে অদ্ভুত, জ্বলন্ত দুটো দৃষ্টি তার দিকে চেয়ে আছে। ভাল করে তাকিয়ে সে কিছু দেখতে পেল না। হয়ত চোখের ভুল, কিন্তু তার অস্বস্তি গেল না। এ ছাড়া, মিশকিন যেন বিষণ্ণ, চিন্তিত, কি ভাবছে।

গাড়ী লিটেনির কাছে একটা হোটেলে থামল। হোটেলটা মোটেই ভাল নয়। মিশকিন সেখানে দুটো ছোট, অন্ধকার, প্রায় আসবাববিহীন ঘর নিল। হাত-মুখ ধুয়ে, পোষাক বদলে কিছু না খেয়েই সে দ্রুত বেরিয়ে গেল, যেন তার দেরী হয়ে যাওয়ার বা কারোর সঙ্গে দেখা না হওয়ার ভয় রয়েছে।

ছ মাস আগে পিটার্সবার্গে প্রথম আসার পর তাকে চিনত, এমন কেউ তাকে এখন দেখলে ভাববে, তার চেহারা অনেক ভাল হয়েছে। তবু, কথাটা ঠিক নয়। শুধু তার পোষাকটাই একেবারে বদলে গেছে; সব নতুন জামাকাপড, মস্কোর ভাল দর্জির হাতে তৈরী। কিন্তু পোষাকেও ত্রুটি আছে: পোষাকগুলো অতি সৌখীন, (খুব খুঁতখুঁতে, অথচ সাধারণ দর্জির হাতে তৈরী পোষাক যেমন হয়) অথচ মানুষটি এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন; কাজেই সহজে হেসে ফেলে, এরকম কেউ তার চেহারা দেখে মৃদু হাসতে পারে। কিন্তু লোকে সবকিছুতেই হাসে।

মিশকিন গাড়ী করে পেস্কিতে গেল। সেখানে একটা রাস্তায় কাঠের একটা ছোট বাড়ী খুঁজে পেতে তার কোন অসুবিধা হল না। অবাক হয়ে সে দেখল, বাড়ীটা সুন্দর, ছোট্ট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; সামনে ফুলে-ভরা বাগান। রাস্তার দিকের জানালাগুলো খোলা, সেখান থেকে একটানা একটা রুক্ষ কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, যেন কেউ চেঁচিয়ে কিছু পডছে বা বক্তৃতা করছে; মাঝে মাঝে অনেক হাসির আওয়াজে বাধা পডছে। মিশকিন উঠোনে গিয়ে সিঁড়ি পেরিয়ে লেবেদিয়েভের খোঁজ করল। রাঁধুনি কনুই পর্যন্ত জামার হাতা গুটিয়ে দরজা খুলেছিল, সে বলল, 'উনি ওখানে আছেন।' সে 'বসার ঘরের' দিকে দেখাল।

বসার ঘরের দেয়াল গাঢ় নীল কাগজে ঢাকা, ঘরের পরিচ্ছন্ন আসবাবপত্র ছিমছামভাবে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে—অর্থাৎ, ঘরে একটা সোফা, একটা গোল টেবল, কাঁচের কেসে ব্রোঞ্জের ঘড়ি, দেয়ালে সরু আয়না, ছাদ থেকে ব্রোঞ্জের চেনে ছোট, সেকেলে ঝাড়বাতি ঝুলছে। ঘরের মাঝখানে, দরজার দিকে পিছন ফিরে লেবেদিয়েভ দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে ওয়েস্টকোট, কিন্তু আবহাওয়ার জন্য কোটটা পরেনি; বুক ঠুকে ঠুকে সে কোন বিষয়ে তীব্র ঘোষণা

করছে। তার শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে পনের বছরের একটি হাসিখুশী, বুদ্ধিমান ছেলে, তার হাতে একটা বই ; বছর কুড়ি বয়সের এক তরুণী, গায়ে শোকের পোষাক, কোলে একটি শিশু ; আরেকটি তের বছরের মেয়ে, তার গায়েও শোকের পোষাক, সে মুখ হাঁ করে খুব হাসছে ; আরেকটি খুব অদ্ভুত মূর্তি সোফায় শুয়ে আছে, বেশ সুদর্শন, কুড়ি বছরের কৃষ্ণবর্ণ যুবক, মাথায় ঘন লম্বা চুল, বড় বড় কালো চোখ, মুখে সবে গোঁফদাড়ির রেখা। মনে হল সে যেন অনবরত তর্ক করে লেবেদিয়েভকে বাধা দিচ্ছে ; নিশ্চয়ই এই কারণেই অন্যরা হাসছে।

'লুকিয়ান তিমোফেয়িচ ! লুকিয়ান তিমোফেয়িচ ! এদিকে তাকান ! ...যাক, নিকুচি করেছে !'

হাত নেড়ে রাগে লাল হয়ে রাঁধুনী চলে গেল।

লেবেদিয়েভ ফিরে মিশকিনকে দেখে কিছুক্ষণ যেন বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আপ্যায়নের হাসি হেসে তার দিকে ছুটে গেল, কিন্তু পৌঁছনোর আগেই আবার দাঁড়িয়ে পড়ে বিড়বিড় করে বলল, 'বি-বি-বিখ্যাত প্রিন্স !'

তারপর অকস্মাৎ যেন হতবুদ্ধি হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রথমে সেই শিশু কোলে শোকের পোষাক-পরা তরুণীর দিকে ছুটে গেল ; সে চমকে পিছিয়ে গেল। কিন্তু তক্ষুণি তাকে ছেড়ে লেবেদিয়েভ ছুটে গেল অন্য মেয়েটির দিকে ; সে পাশের ঘরে যাওয়ার দরজায় দাঁড়িয়েছিল, তার মুখে, ঠোঁটে তখনো হাসির রেখা। সে লেবেদিয়েভের চীৎকারে ভয় পেয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। লেবেদিয়েভ পা ঠুকে তাকে আরো ভয় পাইয়ে দিল, কিন্তু মিশকিনের অপ্রতিভ চোখে চোখ পড়তেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সম্মান—দেখাবার জন্য। হে-হে-হে !'

মিশকিন শুরু করেছিল, 'এ সবের দরকার ছিল না—'

'এক মিনিট—এক মিনিট—ঝড়ের মত !'

লেবেদিয়েভ দ্রুত ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। মিশকিন অবাক হয়ে তরুণী, ছেলেটি আর সোফায় শায়িত লোকটির দিকে তাকাল ; তারা সবাই হাসছে। মিশকিনও হাসল।

ছেলেটা বলল, 'ও কোট পরতে গেছে।'

মিশকিন বলল, 'কী বিরক্তিকর ! আমি ভেবেছিলাম—বল তো, ওকি—'

সোফা থেকে একটা কণ্ঠস্বর চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাবছেন, ও মাতাল ? আদৌ নয়। তিন চার গ্লাস, বড় জোর পাঁচ গ্লাস। কিন্তু তাতে কি ? এ তো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।'

মিশকিন সোফার দিকে ফিরল, কিন্তু মেয়েটি তার সুন্দর, সরল মুখে কথা বলতে শুরু করেছে ; সে বলল ; 'ও কখনো সকালে বেশী মদ খায় না। যদি কাজে দেখা করতে এসে থাকেন, তাহলে এখনই কথা বলা ভাল ; এই হল সবচেয়ে ভাল সময়। সন্ধ্যায় যখন ফেরে, মাঝে মাঝে মাতাল হয়ে আসে। এখন সন্ধ্যেবেলা প্রায়ই কাঁদে আর আমাদের বাইবেল শোনায়, কারণ মাত্র পাঁচ সপ্তাহ হল ওর মা মারা গেছেন।'

সোফার যুবকটি বলে উঠল, 'ও পালিয়েছে, কেননা আপনাকে জবাব দেওয়া কঠিন হত। যে কোন বাজী ধরতে পারি যে, ও এখনি আপনাকে ঠকাচ্ছে, এবং কোন মতলব আঁটছে।'

লেবেদিয়েভ কোট গায়ে ফিরে এসে চোখ পিটপিট করে পকেট থেকে রুমাল বার করল চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, 'মাত্র পাঁচ সপ্তাহ! মাত্র পাঁচ সপ্তাহ! আমাদের পৃথিবীতে কেউ রইল না!'

মেয়েটি বলল, 'কিন্তু ছেঁড়া জামাকাপড় পরে এলে কেন? তোমার নতুন কোট তো দরজার পেছনে ঝুলছে। দেখনি?'

লেবেদিয়েভ চেঁচিয়ে উঠল, 'মুখ বন্ধ কর! ওঃ!' সে পা ঠুকল।

কিন্তু মেয়েটি শুধু হাসল।

'আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ কেন? আমি তানিয়া নই। পালিয়ে যাব না। তুমি লুবোচকাকে জাগিয়ে তুলে ভয় পাওয়াবে···চেঁচানোর দরকার কি?'

লেবেদিয়েভ দারুণ ভয় পেয়ে মেয়েটির কোলে ঘুমন্ত বাচ্চাটার দিকে ছুটে গিয়ে বহুবার ভীত মুখে তার গায়ে ক্রসচিহ্ন আঁকল; বলল, 'ভগবানের দোহাই! ওরকম কথা বোলো না! ভগবান ওকে রক্ষা করুন!' মিশকিনকে বলল, 'ও আমার বাচ্চামেয়ে লুবোভ, আমার সদ্য মৃতা স্ত্রী, যে বাচ্চার জন্মের সময়ে মারা গেছে, তার সঙ্গে একেবারে আইনসঙ্গত বিয়ের ফলে ও জন্মেছে। এই আমার মেয়ে ভেরা। আর ও ও-ও হল···'

যুবকটি চেঁচিয়ে উঠল, 'কি! বলতে পারছ না? বলে যাও, লজ্জা কোরো না!'

লেবেদিয়েভ উত্তেজনায় চেঁচিয়ে বলল, 'হুজুর, কাগজে জেমারিন পরিবারের খুনের ঘটনা পড়েছেন?'

মিশকিন কিছুটা অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'এই হল জেমারিনদের আসল খুনী; ওই যে!'

মিশকিন বলল, 'কি বলছেন?'

'ঘুরিয়ে বলতে গেলে, ভবিষ্যতে জেমারিন পরিবার যদি থাকে, তার ভাবী দ্বিতীয় খুনী। ও তার জন্য তৈরি হচ্ছে···'

সকলে হাসল। মিশকিনের মনে হল, সে কি প্রশ্ন করবে তা বুঝতে পেরে লেবেদিয়েভ হয়ত ইয়ার্কি করছে, কি জবাব দেবে বুঝতে না পেরে সময় নেওয়ার চেষ্টা করছে।

লেবেদিয়েভ যেন অসংযত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ও বিদ্রোহী! ও ষড়যন্ত্র করছে! বলুন, এরকম একটা জঘন্য, চরিত্রহীন রাক্ষসের মত লোককে আমার নিজের ভাগ্নে বলে, আমার মৃতা বোন আনিসিয়ার একমাত্র ছেলে বলে স্বীকার করার অধিকার আছে?'

'চুপ কর, মাতাল! প্রিন্স বিশ্বাস করবেন, ও এখন উকিল হতে চলেছে— কোর্টে ওকালতি করছে। এত বড় বক্তা হয়েছে যে বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের কাছে বড় বড় কথায় বক্তৃতা দেয়। পাঁচদিন আগে জাস্টিস অব পিসের সামনে বক্তৃতা দিয়েছে। কাকে সমর্থন করেছে মনে হয়? একজন গরীব স্ত্রীলোক ওর কাছে অনুনয় বিনয় করেছে, এক শয়তান সুদখোর তার একমাত্র সম্বল পাঁচশো রুবল মেরে দিয়েছে, তাকে সমর্থন করেনি, করেছে ঐ সুদখোরটাকেই, জেডলার নামে এক ইহুদীকে, শুধু সে পঞ্চাশ রুবল দেবে বলেছে বলে—'

লেবেদিয়েভ হঠাৎ একেবারে অন্য গলায় কথা বলল, যেন কিছুই হয়নি, 'মামলা জিততে পঞ্চাশ রুবল পাব, হারলে পাঁচ রুবল লোকসান হবে।'

'ও নিজেকে খুব হাস্যস্পদ করেছে। এখন সব বদলে গেছে, তারা ওকে দেখে হাসে। কিন্তু ও নিজে খুব খুশী। ও বলে, "হে বিচারকবৃন্দ, যাঁরা কাউকে পক্ষপাত দেখান না, তাঁরা শুনুন যে সৎ পরিশ্রমে উপার্জনরত এক দুঃখী, শয্যাশায়ী বৃদ্ধের শেষ খাদ্যটুকু চলে যাচ্ছে। আইন রচয়িতার মূল্যবান কথাগুলি মনে করুন: 'আদালতে দয়া বিরাজ করুক।'" বিশ্বাস করবেন, ঐ একই বক্তৃতা আজ সকালে ও আমাদের কাছে দিচ্ছিল, হুবহু প্রতিটি কথা। আপনি যখন ঢুকলেন, তখন ও ওটা পঞ্চমবার বলছিল, এত ভাল লেগেছে। জিভ দিয়ে জল পড়ছিল। এখন আর কারুর হয়ে মামলা লড়তে চায়। আপনি বোধ হয় প্রিন্স মিশকিন? কোলিয়া আমায় বলেছে, আপনার চেয়ে বুদ্ধিমান লোক ও পৃথিবীতে আর দেখেনি।'

লেবেদিয়েভ তখনি বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওঁর চেয়ে বুদ্ধিমান পৃথিবীতে নেই।'

'ও মিথ্যে কথা বলছে। কোলিয়া আপনাকে ভালবাসে, কিন্তু এ লোকটা তোষামোদ করতে চাইছে। তবে, বিশ্বাস করুন, আমার আপনাকে তোষামোদ করার ইচ্ছে নেই। আপনার কিছুটা বুদ্ধি আছে; ওকে আর আমাকে বিচার করে দেখুন।' মামাকে যুবকটি বলল, 'প্রিন্স আমাদের বিচার করবেন কি? সত্যি প্রিন্স, আপনি আসায় খুশী হয়েছি।'

প্রিন্স দৃঢ়স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ।' নিজের অজ্ঞাতে সে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে দেখল, তারা চারদিকে জড়ো হচ্ছে।

মিশকিন একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি ব্যাপার?'

ওর মাথা ব্যথা করছিল এবং ওর দৃঢ় ধারণা হল যে, লেবেদিয়েভ ওকে ঠকিয়ে সময় নিচ্ছে।

'এই হল ব্যাপার। আমি ওর ভাগ্নে। ও সর্বদা মিথ্যে কথা বললেও এটা মিথ্যে নয়। আমার পড়াশোনা শেষ হয়নি, কিন্তু আমি শেষ করতে চাই, করবও, কারণ আমার দৃঢ়তা আছে। ইতিমধ্যে রেলওয়েতে মাসিক পঁচিশ রুবল মাইনের একটা কাজ নিয়েছি। আরো স্বীকার করছি যে, ও আমায় দু-তিনবার সাহায্য করেছে। আমার কুড়ি রুবল নষ্ট হয়েছে। বিশ্বাস করবেন আমি এত হীন হয়ে গিয়েছিলাম যে, টাকাটা জুয়ায় উড়িয়েছি?'

লেবেদিয়েভ চেঁচিয়ে উঠল, 'একটা হতভাগার কাছে, যাকে টাকা দেওয়া উচিত ছিল না।'

'হ্যাঁ, একটা হতচ্ছাড়াকে, কিন্তু তাকে দেওয়া উচিত ছিল। লোকটা যে পাজী তার প্রমাণ দেব, তবে আমায় মেরেছে বলে ওকে পাজী বলছি না। ও অফিসার, ওকে সৈন্যবাহিনী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—ও হল পদচ্যুত লেফটেন্যান্ট, রোগোজিনের অন্যতম সঙ্গী, ও বক্সিং শেখায়। রোগোজিন ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পর ওরা ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ হল যে, আমি জানতাম ও একটা পাজী, বদমাস, চোর, তবুও ওর সঙ্গে খেলতে বসেছিলাম। যখন শেষ কপর্দকও হারালাম, তখন ভাবলাম, "যদি হারি, তাহলে মামার কাছে গিয়ে মাথা নীচু করব, উনি আমায় ফিরিয়ে দেবেন না।" কাজটা হীন—হ্যাঁ, সত্যিই হীন কাজ! ইচ্ছাকৃত নীচতা!'

লেবেদিয়েভ বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ইচ্ছাকৃত হীনতা।'

'চেঁচিও না; একটু অপেক্ষা কর। ও খুব খুশী প্রিন্স, আমি ওর কাছে

এখানে এলাম। সম্মানসূচক ব্যবহার করলাম। নিজেকে বাঁচাইনি। ওর সামনে নিজেকে সবরকমে নিন্দা করলাম—সবাই এখানে সাক্ষী আছে। রেলের ঐ কাজটার জন্য আমার কিছু পোষাকের দরকার ছিল, কারণ আমার জামাকাপড় একেবারে ছিঁড়ে গেছে। আমার জুতো একবার দেখুন! এভাবে যেতে পারি না; আর ঠিক সময়ে যেতে না পারলে অন্য কেউ কাজটা পাবে এবং তখন আমি আবার অসহায় হয়ে পড়ব; আর কখন সুযোগ পাব? এখন শুধু পনের রুবল চাইছি; কথা দিচ্ছি, আর কখনো ওর কাছে কিছু চাইব না; উপরন্তু, প্রথম তিন মাসের আগেই পাই পয়সা ফিরিয়ে দেব। আমি কথা রাখব। আমি রুটি খেয়ে মাসের পর মাস থাকতে পারি, কারণ আমার প্রচুর ইচ্ছাশক্তি আছে। তিনমাসে পঁচাত্তর রুবল পাব। আগে যা ধার করেছিলাম তা নিয়ে মোট পঁয়ত্রিশ রুবল হয়, কাজেই ওকে দিতে পারব। যেরকম খুশী ও সুদ নিক। ও কি আমায় চেনে না? ওকে জিজ্ঞাসা করুন প্রিন্স, আগে যখন আমায় টাকা দিয়েছে, তখন কি ফেরত দিইনি? এখন কেন সাহায্য করবে না? ও রেগে গেছে, কারণ আমি লেফটেন্যান্টকে টাকা দিয়েছি; আর কোন কারণ নেই। দেখুন, লোকটা কিরকম—একটা কুকুর!'

লেবেদিয়েভ চেঁচিয়ে উঠল, 'ও যাবে না! ওখানে শুয়ে থাকবে. যাবে না।'

'আমি তোমায় তাই বলেছিলাম। টাকা না দিলে যাব না। আপনি হাসছেন প্রিন্স। বোধ হয় ভাবছেন, আমি অন্যায় করছি?'

মিশকিন অনিচ্ছুকভাবে উত্তর দিল, 'হাসছি না; তবে আমার মতে, তুমি বেশ অন্যায় করেছ।'

'সোজা বলুন যে পুরো অন্যায় করেছি, এড়িয়ে যাবেন না। "বেশ" বলতে কি বোঝাতে চান?'

'তাহলে বলি, সম্পূর্ণ অন্যায় করেছ।'

'তাহলে! ওটা অবাস্তর। আপনি কি ভাবছেন, আমি নিজে জানি না, এটা অনিশ্চিত পথ; টাকাটা ওর, ও ঠিক করবে। আমি হিংস্র ব্যবহার করছি? কিন্তু আপনি জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না. প্রিন্স। ওর মত লোককে শিক্ষা না দিয়ে ছাড়া উচিত নয়। ওদের শিক্ষার দরকার। আমার বিবেক পরিষ্কার। আমার বিবেক অনুযায়ী, এতে ওর কোন ক্ষতি হবে না; আমি ওকে সুদ শুদ্ধ ফেরত দেব। ওর এতে মানসিক তৃপ্তিও হবে। ও আমার অপমান দেখেছে। আর ও কি চায়? যদি লোককে সাহায্য না করে, তাহলে ওর কি দরকার? ও নিজে কি করে দেখুন! অন্যদের সঙ্গে ও কি ব্যবহার করে ওকে প্রশ্ন করুন! কি করে ও এই বাড়ী কিনল? আমি বাজী ধরতে পারি, ও আপনাকে আগে ঠকিয়েছে, আবার ঠকাবার মতলব আঁটছে। আপনি হাসছেন। বিশ্বাস করছেন না?'

মিশকিন বলল. 'আমার মনে হয়, তোমার ব্যাপারের সঙ্গে এ সবের বিশেষ সম্পর্ক নেই।'

তার কথা না শুনে যুবকটি চেঁচিয়ে উঠল, 'গত তিনদিন ধরে এখানে শুয়ে সব দেখছি! বিশ্বাস করবেন, ও ঐ পরীর মত মাতৃহারা মেয়েটি, আমার বোন, ওকে মেয়েকে সন্দেহ করে; প্রতি রাতে ওর ঘর খুঁজে দেখে কোন প্রেমিক আছে

কিনা। লুকিয়ে এখানে এসে আমার সোফার নীচেও উঁকি দেয়। সন্দেহে ও পাগল ; সব জায়গায় চোর দেখতে পায়। রাতে অনবরত লাফিয়ে উঠে দেখে জানালাগুলো ঠিকমত বন্ধ হয়েছে কিনা, দরজাগুলো দেখে, উনুনে উঁকি মারে ; রাতে বার ছয়েক এরকম করে। আদালতে ডাকাতদের ওকালতি করে, কিন্তু রাতে তিনবার করে উঠে এখানে, বসার ঘরে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করে এবং একটানা আধঘণ্টা করে মেঝেতে মাথা ঠোকে। মাতাল হয়ে সকলের জন্য কী প্রার্থনা, আর বিলাপ। কাউন্টেস দ্য ব্যারির আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করে। নিজে কানে শুনেছি, কোলিয়াও শুনেছে। একেবারে পাগল।'

লেবেদিয়েভ সত্যিই রাগে লাল হয়ে বলল, 'প্রিন্স, দেখছেন, শুনছেন, কিভাবে অপমান করছে ? ও জানে না যে, আমি মাতাল, নীচ, জোচ্চোর হতে পারি, কিন্তু আমার একটা ভাল কাজ হল, ও যখন ছোট, তখন ঐ দেঁতো শয়তানটাকে জামা পরিয়েছি, স্নান করিয়েছি, রাতের পর রাত জেগে কাটিয়েছি বিধবা বোন আনিসিয়ার সঙ্গে, যখন সে আমার মত কপর্দকশূন্য, গরীব ছিল, অসুখ করলে সেবা করেছি, নীচের কুলির কাছ থেকে কাঠ চুরি করেছি, খালি পেটে গান গেয়ে, আঙুল মটকে ওকে আনন্দ দিয়েছি—আমার যত্নের এই ফল! এখানে ও শুয়ে এখন আমায় টিটকিরি দিচ্ছে। যদি সত্যিই একবার কাউন্টেস দ্য ব্যারির আত্মার জন্য ক্রসচিহ্ন এঁকে থাকি, তাতে তোমার কি ? তিনদিন আগে প্রথম অভিধানে তাঁর জীবনী পড়লাম। জানেন দ্য ব্যারি কে ছিলেন ? বলুন, জানেন, না জানেন না ?'

যুবকটি বিদ্রূপের ভঙ্গীতে অনিচ্ছুকভাবে বলল, 'ওঃ, তুমি ছাড়া কেউ জানে না।'

'সেই কাউন্টেস দুর্দশা থেকে রাণীর মত অবস্থায় উঠেছিলেন তাঁকে এক বিরাট সম্রাজ্ঞী নিজে চিঠি দিয়েছিলেন। একজন যাজক, পোপের প্রতিনিধি এক লেভি দ্য রোয়া-তে (লেভি দ্য রোয়া কাকে বলে জানেন ?) নিজে তাঁর পায়ে সিল্কের মোজা পরাতে চেয়েছিলেন, সেটা তাঁর মর্যাদা বলেই ভেবেছিলেন—ঐ রকম বড় একজন মহাপুরুষ। সে কথা জান ? তোমার মুখ দেখে বুঝছি, জান না। বেশ, তিনি কিভাবে মারা গেলেন ? যদি জান তো, জবাব দাও।'

'বেরিয়ে যাও। আমায় জ্বালিও না।'

'এত সম্মানের পর স্যাম্পসন নামে একজন জল্লাদ সেই মহান নির্দোষ মহিলাকে টেনে নিয়ে গেল গিলোটিনে। তিনি এত ভয় পেয়েছিলেন যে, কি হচ্ছে তা বুঝতেই পারেননি। দেখলেন, জল্লাদ ছুরির তলায় মাথাটা নীচু করে তাঁকে লাথি মারছে। আর তাই দেখে লোকে হাসছে। তিনি তখন চেঁচাতে লাগলেন, 'এক মিনিট শুধু অপেক্ষা করুন।' বোধ হয় ঐ প্রার্থনার জন্য ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করবেন ; কারণ, মানবাত্মার পক্ষে এর চেয়ে বড় দুর্দশার কথা কল্পনা করা যায় না। "দুর্দশা"-র মানে জান ? হ্যাঁ, এটাও হল দুর্দশা। যখন সেই কাউন্টেসের "শুধু এক মিনিট অপেক্ষা করুন" চীৎকারের কথা পড়লাম, তখন মনে হল আমার হৃৎপিণ্ড যেন সাঁড়াশিতে চেপে ধরেছে। যদি শুতে যাওয়ার সময়ে সেই পাপীয়সীর নাম প্রার্থনায় উচ্চারণ করার কথা ভেবে থাকি, তাতে তোমার মত কীটের কি আসে যায় ? তাঁর নাম উচ্চারণের কারণ হয়ত এই যে, সৃষ্টির শুরু থেকে বোধ

হয় কেউ তাঁর জন্য প্রার্থনা করেনি বা করার কথা ভাবেনি। পরলোকে গিয়ে তাঁর ভাল লাগতে পারে যে তাঁর মত একজন পাপী পৃথিবীতে আছে, যে অন্ততঃ একবারও তাঁর জন্য প্রার্থনা করেছে। হাসছ কেন? নাস্তিক, বিশ্বাস কর না? কি করে জানলে? যদি প্রার্থনা শুনে থাক, তাহলে মিথ্যে বলেছ। আমি শুধু কাউন্টেসের জন্যই প্রার্থনা করিনি; আমার প্রার্থনা ছিল: "প্রভু, মহাপাপী কাউন্টেস ও তাঁর মত ব্যক্তিদের আত্মাকে শান্তি দাও।" ওটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার, কারণ এরকম অনেক পাপীয়সী আছে, ভাগ্যের চঞ্চলতার তারা উদাহরণ। তারা অনেক কষ্ট পেয়েছে, ভাগ্যের ঝড়ে কেঁদেছে। তখন তুমি এবং তোমার মত উদ্ধত লোকদের জন্য ও প্রার্থনা করেছি—যেহেতু কষ্ট করে আমার প্রার্থনা শুনেছ—'

'ব্যস, চুপ কর। যার জন্য খুশী প্রার্থনা কর, শুধু চীৎকার থামাও।' ভাগ্নে বিরক্ত হয়ে বাধা দিল। 'দেখেছেন, ও যথেষ্ট পড়েছে।' সে অদ্ভুত হাসি হেসে বলল, 'আপনি জানতেন না, জানতেন কি? ও সব সময় ঐ জাতীয় বই আর স্মৃতি-কথা পড়ে।'

মিশকিন নিস্পৃহভাবে বলল, 'যাই হোক, তোমার মামা—হৃদয়হীন লোক নয়।'

তার যুবকটিকে ভাল লাগছে না।

'ওভাবে প্রশংসা করলে ও ফুলে যাবে। দেখুন, এখনি বুকে হাত দিয়ে মুখ বন্ধ করে ঠোঁট চাটছে! ও হয়ত হৃদয়হীন নয়, কিন্তু বদমাস; সেটাই মুস্কিল; তাছাড়া মাতাল। ওর শরীরে কিছু নেই, অনেক বছর মদ খেলে যা হয়; সেইজন্য ওর কোন কাজ ঠিক মত হয় না। স্বীকার করছি, ও ছেলেমেয়েদের ভালবাসে; আমার স্বর্গতা মামীকেও শ্রদ্ধা করত; আমাকেও ভালবাসে, উইলে আমাকেও ভাগ দিয়েছে।'

লেবেদিয়েভ ক্রুদ্ধভাবে চেঁচিয়ে উঠল 'তোমায় কিচ্ছু দেব না!'

মিশকিন যুবকটির দিক থেকে ফিরে দৃঢ় গলায় বলল, 'শোন, লেবেদিয়েভ, আমি অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, দরকার হলে তুমি দরকারী কথা বলতে পার··· এখন আমার সময় খুব কম, তুমি যদি মাফ কর, তোমার নাম কি? ভুলে গেছি।'

'তি—তি—তিমোফে।'

'আর?'

'লুকিয়ানোভিচ।'

ঘরে সকলে আবার হেসে উঠল।

ভাগ্নে চেঁচিয়ে উঠল, 'মিথ্যে কথা। ওতেও মিথ্যে বলছে। প্রিন্স, ওর নাম তিমোফে লুকিয়ানোভিচ নয়, লুকিয়ান তিমোফেয়েভিচ। বল, কেন মিথ্যে বললে? লুকিয়ান আর তিমোফে দুটোই কি তোমার কাছে এক নয়? এতে প্রিন্সের কি যায় আসে? ও শুধু অভ্যাসে মিথ্যে কথা বলে।'

মিশকিন অসহিষ্ণুভাবে বলল, 'এ কি সত্যি?'

লেবেদিয়েভ ঘাবড়ে গিয়ে বিনীত ভঙ্গীতে চোখ নামিয়ে বুকে হাত রেখে বলল, 'সত্যি লুকিয়ান তিমোফেয়েভিচ।'

'কিন্তু ওটা বললে কেন?'

লেবেদিয়েভ মাথা আরো নামিয়ে বলল, 'নিজেকে বিনীত করার জন্য।'

'কী অবান্তর কথা! এখন কোলিয়াকে কোথায় পাওয়া যাবে, যদি জানতাম,' মিশকিন যাবার জন্য ফিরে দাঁড়াল।

'কোলিয়া কোথায় আছে, আমি আপনাকে বলছি।' যুবকটি এগিয়ে এল।

'না, না, না!' লেবেদিয়েভ প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'কোলিয়া এখানে শুয়েছিল। সকালে বাবাকে দেখতে গেছে—যাকে আপনি জেল থেকে মুক্ত করেছেন—ঈশ্বর জানেন কেন! জেনারেল গতকাল এখানে শুতে আসবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু আসেননি। খুব সম্ভবতঃ উনি কাছেই পেয়ার অব স্কেল্‌স হোটেলে ছিলেন। কোলিয়া বোধ হয় ওখানে আছে, কিংবা পাভলোভস্কে এপানচিনদের বাড়ীতে। তার কাছে টাকা ছিল, সে গতকালই যেতে চেয়েছিল, কাজেই সে হয়ত স্কেলস্‌ বা পাভলোভস্কে আছে।'

'সে পাভলোভস্কে আছে। এদিকে চলুন—বাগানে, একটু কফি খাওয়া যাক।'

লেবেদিয়েভ মিশকিনকে হাত ধরে নিয়ে গেল। তারা বেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে একটা গেট দিয়ে বাইরে এল। এখানে একটা খুব ছোট, সুন্দর বাগান আছে, ভাল আবহাওয়ায় সব গাছে পাতা ধরেছে। লেবেদিয়েভ মাটিতে আটকানো একটা সবুজ টেবলের পাশে সবুজ কাঠের আসনে মিশকিনকে বসাল, নিজে তার সামনে বসল। এক মিনিট পরে কফি এল। মিশকিন তাতে আপত্তি করল না। এখনো লেবেদিয়েভ সাগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

মিশকিন যেন অন্য কি ভাবতে ভাবতে বলল, 'জানতাম না, তোমার এরকম বাড়ী আছে।'

লেবেদিয়েভ গদগদভাবে 'আমরা অনাথ' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল।

মিশকিন অন্যমনস্কভাবে সামনে তাকিয়েছিল, তার মন্তব্য শোনেনি। এক মিনিট কাটল, লেবেদিয়েভ তাকে লক্ষ্য করে অপেক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে মিশকিন বলল, 'এঁ্যা? ও, হ্যাঁ! তুমি নিজেই জান, আমাদের কাজ কি। আমি তোমার চিঠি পেয়ে এসেছি। বল।'

লেবেদিয়েভ ঘাবড়ে গিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করে শুধু তোতলাতে লাগল; কোন কথা বেরোল না। মিশকিন অপেক্ষা করে বিষণ্ণ হাসল।

'মনে হয়, তোমায় ঠিক বুঝেছি। তুমি বোধ হয় আমাকে আশা করনি, ভেবেছিলে তোমার প্রথম চিঠি পেয়েই আসতে পারব না; তুমি বিবেকের দংশন থামাতে চিঠি লিখেছিলে। এই দেখ, এসেছি। এবার বল, আমায় ঠকিও না! দু নৌকোয় পা দিও না। রোগোজিন তিন সপ্তাহ হল এখানে এসেছে। আমি সব জানি। গতবারের মত এবারো কি তাকে রোগোজিনের কাছে বেচতে পেরেছ? আমায় সত্যি কথা বল।'

'শয়তানটা নিজেই তাকে খুঁজে বার করেছে।'

'রোগোজিনকে দোষ দিও না। ও অবশ্য তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে—'

লেবেদিয়েভ খুব উত্তেজিতভাবে বাধা দিল, 'ও আমায় মেরেছিল, প্রায় খুন করে ফেলেছিল! মস্কোতে আমার পেছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। কুকুরটা

পুরো রাস্তা আমাকে তাড়া করেছিল—শিকারী কুকুর, ভয়ঙ্কর জন্তু!'

'লেবেদিয়েভ, তুমি আমাকে বাচ্চা ভেবেছ। ঠিক করে বল, ও কি এখন তাকে ছেড়ে মস্কোতে গেছে?'

'ঠিক, ঠিক, আবার বিয়ের দিনই তাকে ফেলে পালিয়েছে। রোগোজিন যখন মুহূর্ত গুণছিল, ততক্ষণে ও এখানে পিটার্সবার্গে সোজা আমার কাছে চলে এসেছে। বলেছে "আমাকে বাঁচাও লুকিয়ান, প্রিন্সকে বোলো না।" ··ও আপনাকে বেশী ভয় পায় প্রিন্স, ব্যাপারটা রহস্যজনক!'

লেবেদিয়েভ ধূর্ত ভঙ্গীতে আঙ্গুলটা কপালে ঠেকাল।

'এখন তাদের আবার একত্র করেছ?'

'প্রিন্স, কি করে · কি করে বাধা দেব?'

'ঠিক আছে, যথেষ্ট হয়েছে; আমি নিজেই খুঁজে বার করব। শুধু বল, সে এখন কোথায়? রোগোজিনের কাছে?'

'না, না, আদৌ নয়! সে একাই আছে। সে বলে, "আমি স্বাধীন।" ও বিষয়ে তার খুব জেদ। সে বলে "আমি এখনো একেবারে স্বাধীন।" আপনাকে লিখেছিলাম, ও আমার বৌদির বাড়ীতে আছে।'

'এখন ওখানে আছে?'

'হ্যাঁ, যদি না আবহাওয়া ভাল বলে পাভলোভস্কে দারিয়া আলেক্সিয়েভনার বাড়িতে গিয়ে থাকে। সে বলে, "আমি এখনো একেবারে স্বাধীন।" গতকালই স্বাধীন বলে সে কোলিয়ার কাছে গল্প করছিল। খারাপ লক্ষণ।'

লেবেদিয়েভ হাসল।

'কোলিয়া কি প্রায়ই তার কাছে যায়?'

'সে অবাধ্য, অদ্ভুত ছোকরা, কোন কথা চেপে রাখতে পারে না।'

'তুমি কি অনেকদিন আগে ওখানে গিয়েছিলে?'

'প্রতিদিন—প্রতিদিন।'

'তাহলে গতকাল গিয়েছিলে?'

'না, তিনদিন আগে।'

'বড় দুঃখের কথা লেবেদিয়েভ, তুমি মদ খাও। নাহলে কিছু প্রশ্ন করতাম।'

লেবেদিয়েভ কান খাড়া করল, 'না, না, না, একটুও না!'

'বল তো, তাকে কিরকম দেখেছ?'

'অনুসন্ধানী।'

'অনুসন্ধানী?'

যেন সব সময়ে কি খুঁজছে, যেন কিছু হারিয়েছে। বিয়ের নামে তার বিতৃষ্ণা, বিয়েকে সে অপমান মনে করে। সে রোগোজিনকে অপদার্থ ছাড়া আর কিছু ভাবে না। হ্যাঁ, তবুও তাকে ভয় পায়; রোগোজিনের নাম শুনতে চায় না, তারা দেখা করে না · রোগোজিন সেটা খুব ভাল বোঝে। কিন্তু কোন উপায় নেই। সে ছটফটে, ঠাট্টা করে, দু-মুখো, হিংস্র—'

'দু-মুখো, হিংস্র?'

'হ্যাঁ, হিংস্র; কারণ গতবার একটা আলোচনার সময়ে সে আমার চুল প্রায় উপড়ে দিয়েছিল। তাকে বাইবেল শুনিয়ে বদলাবার চেষ্টা করছিলাম।'

মিশকিন ভুল শুনেছে ভেবে বলল, 'কি বলছ ?'

'বাইবেল পড়ে। তার মতি চঞ্চল। হে-হে! আমিও লক্ষ্য করেছি যে, তার চিন্তামূলক বিষয় ভাল লাগে, তা সে যত কঠিনই হোক না কেন। সে এসব কথা ভালবাসে, এটাকে বিশেষ সম্মান বলে মনে করে। হ্যাঁ, আমি বাইবেল খুব ভাল বোঝাতে পারি ; গত পনের বছর ধরে বোঝাচ্ছি। সে আমার সঙ্গে একমত হল যে, আমরা তৃতীয়, কালো ঘোড়ার যুগে বাস করছি এবং চালক দেখছে যে বর্তমান যুগে সব কিছু তুলা দণ্ডে ও চুক্তিতে মাপা হয় এবং লোকে অধিকার ছাড়া আর কিছু চায় না—"এক পয়সার বদলে গম এবং যব"—তবুও তারা স্বাধীনতা, পবিত্রতা, স্বাস্থ্য এবং ঈশ্বরের সব আশীর্বাদ চায়। শুধু অধিকার দিয়ে তারা বাঁচবে না, পরে ফ্যাকাশে ঘোড়াকে অনুসরণ করবে, যার নাম মৃত্যু, যার সঙ্গে থাকে নরক · দেখা হলে আমরা এ সব বিষয়ে কথা বলি—এ সব তাকে খুব প্রভাবিত করে।'

মিশকিন অদ্ভুত চাহনিতে তাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'তুমি নিজে এটা বিশ্বাস কর ?'

'বিশ্বাস করি বলেই এটা ব্যাখ্যা করে বোঝাই। আমি নগ্ন ভিক্ষুক, মানব-স্রোতে একটা পরমাণুমাত্র। কেউ লেবেদিয়েভকে শ্রদ্ধা করে না ; সে সকলের বুদ্ধির লক্ষ্য সবাই তাকে লাথি মারতে প্রস্তুত। কিন্তু বাইবেল বোঝাতে গিয়ে আমি দেশের অগ্রগণ্যদের সমান হয়ে যাই, কারণ তাতে আমার বুদ্ধি আছে। একজন ভদ্রলোকও তার আরাম কেদারায় বসে এ সব শুনতে শুনতে আমার সামনে কাঁপে। নিল আলেক্সিয়েভিচ গত বছরের আগের বছরে আমায় ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন, ঠিক ইস্টারের আগে ; তখন আমি তার বিভাগে কাজ করি, ইচ্ছে করে পিয়োতোর জাহারিচকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে অফিস থেকে তার পড়ার ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যখন কেউ নেই তখন আমায় প্রশ্ন করলেন, " সত্যিই কি তুমি খ্রীষ্ট বিরোধী প্রচার কর ?" আমি গোপন করলাম না। বললাম, "হ্যাঁ করি।" আমি বুঝিয়ে বললাম, ভয় কমাবার বদলে ইচ্ছে করে বাড়ালাম, রূপক ব্যাখ্যা করে তার তারিখগুলো বললাম। তিনি হাসলেন, কিন্তু তারিখ ইত্যাদি দেখে কাঁপতে লাগলেন এবং আমাকে বললেন বই বন্ধ করে চলে যেতে। ইস্টারে তিনি আমায় পুরস্কার দিনেল, কিন্তু এক সপ্তাহ পরে ঈশ্বরের হাতে নিজের আত্মাকে তুলে দিলেন।'

'কি রকম ?'

'হ্যাঁ। খাওয়ার পরে গাড়ী থেকে পড়ে গিয়েছিলেন—একটা খুঁটিতে মাথা ঠুকে ছোট বাচ্চার মত তখনি মারা গেলেন। তিয়াত্তর বছর বয়স হয়েছিল। তার মুখটা ছিল লাল, চুল রূপোলী, সারা গায়ে সেন্টের গন্ধ, সর্বদা হাসি মুখ—শিশুর মত। তখন পিয়োতোর জাহারিচের মনে পড়ল ; বললেন, 'তুমি আগেই বলেছিলে।'

মিশকিন উঠে দাঁড়াতে গেল। লেবেদিয়েভ তাকে দেখে খুব অবাক হয়ে গেল।

সে বলেই ফেলল, 'আপনি যেন নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছেন। হে-হে!'

মিশকিন বিরক্তভাবে বলল, 'আমার সত্যিই ভাল লাগছে না ; বোধ হয় ট্রেনে

এসে মাথা ভার হয়েছে।'

লেবেদিয়েভ ভীত ভাবে বলল, 'আপনার শহরের বাইরে থাকা উচিত।'

মিশকিন দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

'তিন দিনের মধ্যেই আমি সপরিবারে শহরের বাইরে চলে যাচ্ছি, আমার ছোট বাচ্চার জন্য আর এই বাড়ীটা ঠিক করার জন্য। আমরাও পাভলোভস্কে যাচ্ছি।'

মিশকিন হঠাৎ বলল, 'তোমরাও পাভলোভস্কে যাচ্ছ? সবাই পাভলোভস্কে যাচ্ছে কেন? বলছ ওখানে তোমার নিজের বাড়ী আছে?'

'সবাই যাচ্ছে না। তিৎসিন তার সস্তায় কেনা বাড়ীর একটায় আমাকে থাকতে দিয়েছে। বাড়ীটা চমৎকার, ভাল, গাছপালায় ভরা, সস্তা—তাই সবাই পাভলোভস্কে যাচ্ছে। আমি অবশ্য একটা ছোট বাড়ীতে থাকব, বাড়ীটাই—'

'ভাড়া?'

'না—পুরো নয়।'

মিশকিন হঠাৎ বলল, 'ওটা আমায় ভাড়া দাও।'

মনে হয় এটাই লেবেদিয়েভ চাইছিল। তিন মিনিট আগে মতলবটা তার মাথায় এসেছে। অথচ তার ভাড়াটের দরকার ছিল না, কারণ ইতিমধ্যেই এক জন তাকে বলেছিল বাড়ীটা হয়ত সে নিতে পারে। লেবেদিয়েভ জানে যে সে নিশ্চয়ই বাড়ীটা নেবে। কিন্তু এখন তার মনে হল, এই বুদ্ধিটা লাভজনক হতে পারে, আগের ভাড়াটে নিশ্চিত করে কিছু বলেনি বলে সেই সুযোগে সে মিশকিনকে বাড়ীটা ভাড়া দিতে পারে। হঠাৎ তার মনে হল, 'একেবারে যোগাযোগ ঘটে গেল, সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার।' সে সোৎসাহে মিশকিনের প্রস্তাব গ্রহণ করল, শর্ত সম্বন্ধে মিশকিনের সরাসরি প্রশ্নের উত্তরে শুধু হাত নাড়ল।

'আপনার যা খুশী। আমি খোঁজ নেব, আপনার ক্ষতি হবে না।'

দুজনে বাগান থেকে বেরিয়ে আসছে।

লেবেদিয়েভ প্রিন্সের পাশে গদ গদ হয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'যদি শুনতে চান, এ বিষয়ে আপনাকে একটা খুব মজার কথা বলতে পারি।'

মিশকিন দাঁড়িয়ে পড়ল।

'দারিয়ারও পাভলোভস্কে একটা বাড়ী আছে।'

'তারপর?'

'তার এক বন্ধু ওখানে একটা কারণে প্রায়ই যায়।'

'এ্যাঁ?'

'আগলেয়া ইভানোভনা—'

'আঃ, যথেষ্ট হয়েছে, লেবেদিয়েভ!' মিশকিন বিরক্তির সঙ্গে বাধা দিল, যেন তার মনের কোন কোমল জায়গায় হাত পড়েছে। 'সব—ভুল। বরং কবে যাচ্ছ বল। তাড়াতাড়ি গেলেই ভাল, কারণ আমি হোটেলে—'

কথা বলতে বলতে তারা বাগান থেকে বেরিয়ে বাড়ীতে না গিয়ে উঠোন পেরিয়ে গেটের কাছে পৌঁছল।

লেবেদিয়েভ শেষে বলল, 'এর চেয়ে আর ভাল কি হতে পারে? আজ হোটেল থেকে সোজা এখানে চলে আসুন, পরশু সবাই একসঙ্গে পাভলোভস্কে যাব।'

মিশকিন চিন্তিতভাবে 'দেখি' বলে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

লেবেদিয়েভ তাকিয়ে রইল। মিশকিনের আকস্মিক অন্যমনস্কতায় সে অবাক হল। যাওয়ার সময়ে মিশকিন বিদায় জানাতে পর্যন্ত ভুলে গেছে; মাথাও একটু নোয়াল না। লেবেদিয়েভ মিশকিনকে যেরকম ভদ্র বলে জানে তার সঙ্গে এটা মেলে না।

॥ তিন ॥

এগারটা বেজে গেছে। মিশকিন জানে, এপানচিনদের বাড়ীতে জেনারেল ছাড়া আর কাউকে পাবে না, উনি হয়ত নিজের কাজে শহরে আছেন, অথচ বাড়ীতে নেই। সে ভাবল, জেনারেল হয়ত তাকে এখনি পাভলোভস্কে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তার আগেই সে একবার দেখা করতে চায়। এপানচিনকে না পাওয়া এবং পরের দিন পর্যন্ত পাভলোভস্কে যাওয়া পিছিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে মিশকিন ভাবল, যে বাড়ীতে সে যেতে চায়, সেটা সে খুঁজে বার করবে।

অবশ্য, এই যাওয়াটাতেও একদিক দিয়ে ঝুঁকি আছে। সে হতবুদ্ধি হয়ে দ্বিধা করতে লাগল। সে জানে যে, বাড়ীটা সে গোরোহোভি স্ট্রিটে, স্যাডোভি স্ট্রিটের কাছেই খুঁজে পাবে। ঠিক করল ওখানে যাবে এই আশা নিয়ে যে, পথে মন স্থির করতে পারবে।

দুটো রাস্তা যেখানে মিশেছে, সেখানে পৌঁছে নিজের অস্বাভাবিক ভাব-প্রবণতায় সে নিজেই অবাক হল। সে ভাবতে পারেনি যে তার এত যন্ত্রণাদায়ক হৃদস্পন্দন হবে। দূরে একটা বাড়ী তার চোখে পড়ল নিঃসন্দেহে বাড়ীটার অদ্ভুত চেহারার জন্য। মিশকিন নিজের মনে বলল, 'ওটাই নিশ্চয় সেই বাড়ী।' গভীর কৌতূহলে সে নিজের অনুমান যাচাই করতে এগিয়ে গেল, মনে হল, কোন কারণে অনুমানটা ঠিক না হলে সে খুশী হয়। বাড়ীটা বড় অন্ধকার, তিনতলা, গায়ে নোংরা সবুজ রং, কোন ছিরিছাঁদ নেই। গত শতাব্দীর শেষে তৈরী এই ধরনের কিছু বাড়ী এখনো এই চেহারায় পিটার্সবার্গের কয়েকটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে (যে শহরে সবকিছু এত দ্রুত বদলে যায়)। বাড়ীগুলো পুরু দেয়াল আর অল্প জানালা দিয়ে মজবুত করে তৈরী, একতলার জানালায় প্রায়ই গরাদ দেওয়া। সাধারণতঃ নীচে সুদখোরের গদী থাকে, গদীর মালিক স্কোপ্‌ৎস্কি সম্প্রদায়ের লোক; দোকানে কাজ করে এবং ওপরে থাকে। বাড়ীর ভেতর-বার যেন কিরকম নির্মম, কঠিন; যেন অন্ধকার, রহস্যের সঙ্গে মিল আছে। বাড়ীর চেহারা দেখলে কেন এরকম মনে হয়, বোঝানো কঠিন। অবশ্য, বাড়ীর গঠন রীতির নিজস্ব রহস্য আছে। এই বাড়ীগুলোতে শুধু ব্যবসাদাররা থাকে।

গেটের কাছে গিয়ে মিশকিন পড়ল: 'মাননীয় নাগরিক রোগোজিনের বংশানুক্রমিক গৃহ।' আর দ্বিধা না করে সে কাঁচের দরজা খুলল, দরজাটা পেছনে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল, সে বড় সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠল। সিঁড়িটা এবড়ো-খেবড়ো পাথরের তৈরী, অন্ধকার, দেয়ালে লাল রং করা। সে জানে এই খটখটে বাড়ীটার পুরো দোতলা রোগোজিন তার মা ভাইকে নিয়ে দখল করে আছে। যে চাকর দরজা খুলল, সে নাম না জেনেই মিশকিনকে একটা লম্বা পথ দিয়ে নিয়ে গেল। তারা একটা বড় বৈঠকখানা পেরিয়ে গেল, তার দেয়াল মার্বেল পাথরের মত রং করা, ওক কাটের মেঝে, ১৮২০ সালের ভারী মোটা ধরনের আসবাবপত্রে

ঘর ভর্তি। তারা কয়েকটা ছোট ঘর পেরিয়ে, এঁকে-বেঁকে দু-তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে—নেমে শেষে একটা দরজায় টোকা দিল। পার্ফিয়োন নিজে দরজা খুলল। মিশকিনকে দেখে সে এত ফ্যাকাশে আর ভীত হয়ে গেল যে, মূর্তির মত দাঁড়িয়ে স্থির, ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। অদ্ভুত হাসিতে তার মুখ বিকৃত হয়ে গেল ; যেন প্রিন্সের আবির্ভাব তার কাছে অবিশ্বাস্য, প্রায় অলৌকিক। মিশকিন এ জাতীয় কিছু আশা করলেও অবাক হল।

শেষে অপ্রতিভভাবে বলল, 'পার্ফিয়োন, আমি বোধহয় ভুল সময়ে এসেছি ? আমি চলে যেতে পারি।'

পার্ফিয়োন ধাতস্থ হয়ে বলল, 'না—না ! স্বাগতম, ভেতরে এস।'

তারা পরস্পরকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত সম্ভাষণ করল। মস্কোতে তারা প্রায়ই এক সঙ্গে বহু সময় কাটিয়েছে, দেখা করেছে, যে মুহূর্তগুলির স্মৃতির রেশ এখনো তাদের মনে। তিন মাসের বেশী তাদের দেখা হয়নি।

রোগোজিনের মুখের বিবর্ণতা কাটেনি, এখনো মৃদু বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা করলেও তার অস্বাভাবিক হতবুদ্ধিভাব এখনো রয়েছে। মিশকিনকে নিয়ে গিয়ে একটা আরাম কেদারায় বসাতে সে ফিরে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল, রোগোজিনের অদ্ভুত ভারী চাহনিতে অভিভূত হয়ে। কিছু যেন মিশকিনকে সম্মোহিত করে রেখেছে, সেই সঙ্গে তার সাম্প্রতিক কিছু বেদনাদায়ক বিষণ্ণ স্মৃতি মনে জাগল। না বসে, স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ রোগোজিনের চোখের দিকে সে সোজা চেয়ে রইল। প্রথমে মনে হল, চোখগুলো যেন আরো জ্বলজ্বল করছে। শেষে রোগোজিন হাসল, যদিও এখনো তার হতবুদ্ধি ভাব রয়েছে।

মৃদুস্বরে বলল, 'ওভাবে তাকিয়ে আছ কেন ? বস।'

মিশকিন বসল।

সে বলল, 'পার্ফিয়োন আমায় সোজা বল তো, তুমি কি জানতে, আজ আমি পিটার্সবার্গে আসব ?'

রোগোজিন ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'ভেবেছিলাম তুমি আসবে ; দেখছ, আমার ভুল হয়নি। কিন্তু আজ আসবে কিনা কি করে জানব ?'

মিশকিন তার প্রশ্নের রূঢ় আকস্মিকতা ও অপরিচিত বিরক্তিতে অবাক হল।

মিশকিন ঘাবড়ে গিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'আজ আসব জানলেও তাতে এত রাগ করার কি হল ?'

'কেন প্রশ্নটা করলে ?'

'আজ সকালে ট্রেন থেকে নেমে দেখলাম দুটো চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে, ঠিক যেমন এখন তুমি পেছন থেকে তাকিয়ে ছিলে।'

রোগোজিন সন্দিগ্ধস্বরে বলল, 'ও কথা বোলো না। ওটা কার চোখ ?'

মিশকিনের মনে হল, ও শিউরে উঠল।

'জানি না; মনে হয়, ওটা আমার কল্পনা ! আমি আজকাল কল্পনা বেশী করছি। জান, পার্ফিয়োন, পাঁচ বছর আগে ফিটের অসুখের সময় যেমন লাগত এখন সেরকম লাগছে।

পার্ফিয়োন বলল, 'হয়ত সেটা তোমার কল্পনা ; জানি না।'

এই মুহূর্তে তার মুখের বন্ধুত্বের হাসি খুব রহস্যময় হয়ে উঠল ; তাতে যেন

অদ্ভুত কিছু বিচ্ছিন্নভাব, বহু চেষ্টাতেও যা সে সংযত করতে পারছে না।

হঠাৎ বলল, 'আবার কি বাইরে যাচ্ছ? মনে আছে, গত শরতে আমরা স্কোভ থেকে একই গাড়িতে এসেছিলাম। আমি এখানে আসছিলাম। মনে পড়ছে, তোমার পরনে ছিল ক্লোক আর মোজা?'

রোগোজিন হঠাৎ প্রকাশ্যে ঈর্ষ্যার হাসি হাসল, 'যেন ঈর্ষ্যা প্রকাশ করতে পেরে সে স্বস্তি পেল।

'এখানে কি পাকাপাকিভাবে রইলে?'

'হ্যাঁ, দেশে থাকব। আর কোথায় যাব?'

'অনেকদিন বাদে আমাদের দেখা হল। তোমার সম্বন্ধে এমন কথা শুনেছি, যা তোমাকে মানায় না।'

রোগাজিন শুকনো গলায় বলল, 'লোকে সবই বলে।'

'তুমি সব সঙ্গীদের তাড়িয়ে দিয়ে পুরনো বাড়াতে শান্তিতে রয়েছ। সে তো ভালই। এটা কি তোমার নিজের বাড়ী না তোমাদের সকলের?'

'বাড়ীটা আমার মার। বারান্দা পেরিয়ে ওটা তার ঘরে যাওয়ার পথ।

'তোমার ভাই কোথায়?'

'আমার ভাই সেমিয়োন লজে থাকে।

'সে কি বিবাহিত?'

'সে বিপত্নীক। কি জানতে চাও?'

মিশকিন তাকাল, জবাব দিল না, হঠাৎ সে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল, যেন প্রশ্নটা শুনতে পায়নি। রোগোজিন অপেক্ষা করতে লাগল, পীড়াপীড়ি করল না। কিছুক্ষণ ওরা চুপ করে রইল।

মিশকিন বলল, 'আসার সময়ে এক শো পা দূর থেকে বুঝেছিলাম, এটা তোমার বাড়ী।'

'কি করে?'

'জানি না। তোমার বাড়ীটায় তোমার পুরো পরিবার আর রোগোজিন ধরনের জীবন যাত্রার ছাপ আছে, কিন্তু যদি বল, কি করে জানলাম, তাহলে বোঝাতে পারব না। মনে হয়, একটা খাপছাড়া চিন্তা। এটা যে আমায় এত ভাবাচ্ছে, তাতে আমার অস্বস্তি লাগছে। আগে আমার ধারণা ছিল, তুমি এ রকম একটা বাড়ীতে থাক, কিন্তু দেখা মাত্র মনে হল, "ঠিক এরকম বাড়ীতে তার থাকা উচিত।"'

মিশকিনের ধোঁয়াটে চিন্তা পুরো বুঝতে না পেরে অস্পষ্টভাবে হাসল, 'তাই নাকি। আমার ঠাকুরদাদা বাড়ীটা করেছিলেন। এখানে স্কোপৎসিরা ভাড়া থাকত, এখনো ওরা আমাদের ভাড়াটে।'

মিশকিন চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'এত অন্ধকার? তোমরা অন্ধকারে থাক?'

ঘরটা বড়, উঁচু, অন্ধকার, সবরকম আসবাবপত্রে ঠাসা; তার বেশীরভাগ বড় অফিস-টেবল, ব্যুরো, আলমারী, তাতে ব্যবসার কাগজপত্র রাখা। লাল মরক্কো চামড়ায় ঢাকা বড় সোফায় নিশ্চয়ই রোগোজিন বিছানার কাজ চালায়। মিশকিন লক্ষ্য করল টেবলে দু-তিনটে বই পড়ে; তার একটা বই, সোলোভিয়েভের 'ইতিহাস।' বইটা খোলা, তাতে একটা চিহ্ন দেওয়া; দেয়ালে সোনালী

ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা অয়েলপেন্টিং। ছবিগুলো কালো, বিষণ্ণ, তার বিষয়বস্তু বোঝা কঠিন। একটা পূর্ণাবয়ব ছবি মিশকিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ছবিটায় একজন ভদ্রলোককে দেখা যাচ্ছে, পঞ্চাশ বছর বয়স, গায়ে খুব লম্বা ইউরোপীয় ঢঙের ফ্রক কোট, গলায় দুটো মেডেল ঝোলানো। ভদ্রলোকের মুখে খুব সামান্য ছোট, রূপোলী দাড়ি ; হলদে, কোঁচকোনো মুখ, চোখ দুটো সন্দিগ্ধ, রহস্যময়, বিষণ্ণ।

মিশকিন বলল, 'উনি কি তোমার বাবা ?'

'হ্যাঁ।' রোগোজিন এমনভাবে উত্তর দিল যেন এখনি মৃত পিতার সম্বন্ধে কোন রূঢ় রসিকতা আশা করছিল।

'উনি কি পৌত্তলিক ছিলেন ?'

'না, উনি গীর্জায় যেতেন ; তবে বলতেন যে, পুরনো বিশ্বাসই বেশী যথার্থ। ওঁর স্কোপৎস্কির প্রতিও খুব শ্রদ্ধা ছিল। এটা ওঁর পড়ার ঘর ছিল। কেন বললে যে, উনি পৌত্তলিক ছিলেন কি না ?'

'তোমার বিয়ে কি এখানে হবে ?

'হ্যাঁ—এ্যাঁ,' রোগোজিন এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে চমকে গেল।

'বিয়েটা কি তাড়াতাড়ি হবে ?'

'তুমি নিজেই জান, ওটা আমার ওপরে নির্ভর করছে না।'

'পার্ফিয়েন, আমি তোমার শত্রু নই, তোমার ব্যাপারে কোনরকম হস্তক্ষেপের ইচ্ছা আমার নেই। তোমাকে আগেও একবার একথা বলেছিলাম, প্রায় এইরকম একটা ঘটনায়। মস্কোতে যখন তোমার বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল, তুমি জান, তোমায় বাধা দিইনি। প্রথমবারেও নিজেই আমার কাছে ছুটে গিয়েছিল প্রায় বিয়ের দিন ; তোমার হাত থেকে ওকে "বাঁচাবার" অনুরোধ করেছিল। ওর নিজের মুখের কথাই তোমায় বলছি। তারপর আমার কাছ থেকেও ও পালিয়ে গেল। তুমি আবার ওকে খুঁজে পেয়ে বিয়ে করতে যাচ্ছিলে, এখন শুনছি, ও এখান থেকেও আবার পালিয়েছে। কথাটা কি ঠিক ? লেবেদিয়েভ আমায় তাই বলল, সেইজন্য আমি এলাম। কিন্তু তোমরা যে আবার একসঙ্গে এসেছ, এ কথা সবে গতকাল জানলাম তোমার আগের বন্ধু জালিয়োজেভের কাছে ট্রেনে। আমি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। আমি ওকে স্বাস্থ্যের জন্য বিদেশে যেতে রাজী করাতে চেয়েছিলাম। ও শারীরিক বা মানসিক, বিশেষতঃ বুদ্ধির দিক থেকে সুস্থ নয় ; আমার মনে হয় ওর খুব যত্নের দরকার। আমি নিজে ওকে বাইরে নিয়ে যেতে চাইনি : আমার ইচ্ছে ছিল, ও একাই যাক। তোমায় সম্পূর্ণ সত্যকথা বলছি। যদি সত্যিই তোমাদের আবার মিটমাট হয়ে থাকে, তাহলে ওকে দেখা দেব না, তোমার সঙ্গেও কখনো দেখা করতে আসব না। জানই তো, তোমায় ঠকাচ্ছি না, কারণ তোমার সঙ্গে সর্বদা খোলাখুলি কথা বলেছি। এ বিষয়ে আমার মতামত তোমার কাছে কখনো গোপন করিনি এবং বরাবর বলে এসেছি যে, তোমায় বিয়ে করলে ও ধ্বংস হবে। তুমিও ধ্বংস হবে…ওর চেয়েও বেশী। তোমাদের যদি আবার ছাড়াছাড়ি হয়, আমি খুব খুশী হব ; কিন্তু আমি তোমাদের বিরক্ত করতে বা ছাড়াছাড়ি করাতে চাই না। চিন্তা কোরো না, আমায় সন্দেহ কোরো না। তুমি নিজে জান, সত্যিই আমি কখনো তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম কিনা, এমনকি যখন ও পালাল, তখনো। এখন তুমি হাসছ। জানি, কেন হাসছ। হ্যাঁ, আমরা আলাদা

শহরে থাকতাম। আগে তোমায় বলেছি, ওকে আমি ভালবাসি না, ওর প্রতি আমার দয়া হয়। মনে হয়, ঠিক বোঝাতে পেরেছি। তখন বলেছিলে, আমার কথা বুঝেছ। সেটা কি ঠিক? বুঝেছিলে? এখন তুমি ঘৃণায় আমার দিকে চেয়ে আছ। আমি তোমায় আশ্বস্ত করতে এসেছি, কারণ তুমি আমার কাছেও প্রিয়। আমি তোমায় খুব ভালবাসি, পার্ফিয়োন। এখন যাচ্ছি, আর কখনো আসব না।[১] চলি।'

মিশকিন উঠে দাঁড়াল।

পার্ফিয়োন ডান হাতে মাথা রেখে এসে মৃদুস্বরে বলল, 'একটু বস। অনেকদিন পরে তোমায় দেখলাম।'

মিশকিন বসল। দুজনে আবার চুপচাপ।

'লেভ নিকোলায়েভিচ, তুমি যখন আমার সামনে থাক না, তখন আমার তোমার ওপরে রাগ হয়। গত তিন মাসে তোমায় যতদিন দেখিনি, তার প্রতি মুহূর্ত তোমার ওপরে রাগ করেছি। মনে হয়েছে, তোমায় বিষ খাওয়াতে পারি! এখন তোমায় বলছি, তুমি পঁয়তাল্লিশ মিনিটও আমার কাছে বসনি, এর মধ্যে আমার সব রাগ চলে গেছে. আগের মতই তোমায় ভাল লাগছে। একটু বস.'

মিশকিন বন্ধুত্বের হাসি দিয়ে আবেগ লুকোবার চেষ্টা করে বলল, 'যখন তোমার কাছে থাকি, তুমি আমায় বিশ্বাস কর, কিন্তু যখন থাকি না, তখনি আমায় সন্দেহ করতে থাক। তুমি তোমার বাবার মত।'

'তোমার সঙ্গে থাকলে তোমার কথা বিশ্বাস করি। অবশ্য বুঝি. আমরা, তুমি আমি এক নই—'

মিশকিন অবাক হয়ে বলল, 'এ কথাটা বললে কেন? আবার তুমি চটে গেছ।'

রোগোজিন বলল, 'এ বিষয়ে আমাদের মতামত চাওয়া হয়নি। আমাদের না বলেই সব ঠিক করা হয়েছে। দেখেছ, আমাদের ভালবাসার ধরনও আলাদা।' একটু থেমে সে বলল, 'সবকিছুই আলাদা। তুমি বলছ, তার প্রতি তোমার দয়ার ভাব। তার জন্য আমার মনে কোন দয়া নেই। সে আমায় দারুণ ঘৃণা করে। এখন প্রতি রাতে তাকে স্বপ্ন দেখি, দেখি অন্য লোকের সঙ্গে সে আমায় ঠাট্টা করছে। সেটাই সে করছে। সে আমার সঙ্গে গীর্জায় যাবে; অথচ আমার কথা একবারো ভাবে না, যেন জুতো বদলাচ্ছে। বিশ্বাস কর, তাকে পাঁচদিন দেখিনি, কারণ আমার সাহস নেই। সে বলবে, "কেন এসেছ?" সে আমায় লজ্জায় ডুবিয়ে দিয়েছে।'

'লজ্জা? কিরকম!'

'যেন তুমি জান না! সে তো বিয়ের দিন তোমার কাছে পালিয়ে গিয়েছিল— তুমি এক্ষুণি নিজে বলেছ।'

'তুমি নিজে বিশ্বাস করনি যে—'

'সে কি সেই জেম ট্র্যুজনিকোভ নামে অফিসারের বিষয়ে লজ্জায় ফেলেনি? জানি সে লজ্জায় ফেলেছিল, এমনকি বিয়ের দিন ঠিক হওয়ার পরেও।'

মিশকিন চেঁচিয়ে উঠল, 'অসম্ভব!'

রোগোজিন দৃঢ়ভাবে বলল, 'আমি জানি। তুমি বলছ, সে এরকম স্ত্রীলোক

নয় ? সে এরকম মেয়ে নয়, একথা আমায় বলে লাভ নেই ভাই। ওটা অর্থহীন। তোমার ক্ষেত্রে সে এরকম নয়, বরং নিজেই ভয় পাবে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রেও ঠিক ঐরকম। এটা সত্য কথা। সে আমাকে হীনতম বলে মনে করে। আমি জানি শুধু আমায় হাস্যাস্পদ করার জন্য সে সেই কুস্তিগীর অফিসার কেলারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করল···তুমি অবশ্য জান না, সে মস্কোয় আমার সঙ্গে কী চালাকি করেছে, আর কী টাকা আমি নষ্ট করেছি !'

মিশকিন ভীতভাবে বলল, 'অথচ তাকে বিয়ে করছ ? পরে কি করবে ?'

রোগোজিন চোখ নীচু করে ভয়ঙ্করভাবে মিশকিনের দিকে তাকাল, কোন জবাব দিল না।

এক মিনিট নীরবতার পর সে বলল, 'পাঁচদিন আগে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমার ভয়, সে আমায় তাড়িয়ে দেবে। সে বলে, "এখনো নিজের বাড়ীতে আমি কর্ত্রী। ইচ্ছে করলে তোমায় তাড়িয়ে দিয়ে বিদেশে চলে যাব।" (ইতিমধ্যেই সে বলেছে, বিদেশে যাবে।) অদ্ভুতভাবে মিশকিনের দিকে তাকাল, 'অবশ্য মাঝে মাঝে সে এটা করে শুধু আমায় ভয় দেখাতে। সে সর্বদা আমায় ঠাট্টা করে। কিন্তু কখনো কখনো সত্যি ঘৃণা প্রকাশ করে, বিরক্ত হয়, কথা বলে না। ওটা আমি ভয় পাই। সদিন ভেবেছিলাম, তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেই কিছু নিয়ে যাব। এতে সে আমায় ঠাট্টা করেছে, পরে অবশ্য সত্যিই রেগে গিয়েছিল। তাকে একটা শাল দিয়েছিলাম, সেটা সে তার দাসী কাতিয়াকে উপহার দিল। ওরকম শাল হয়ত সে আগে দেখেনি, যদিও সে বিলাসিতায় থেকেছে। কখন বিয়ে হবে, সে কথা উচ্চারণ করতে সাহস পাই না। আমি এত অদ্ভুত পাত্র যে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে ভয় পাই ! কাজেই এখানে বসে আছি, অথচ আর সহ্য করতে পারছি না। লুকিয়ে তার বাড়ী পেরিয়ে যাই বা রাস্তার কোণে লুকিয়ে পড়ি সেদিন প্রায় ভোর পর্যন্ত তার গেটে দাঁড়িয়ে থেকেছি। আমার মনে হয়েছিল, কিছু একটা ওখানে ঘটছে। সে নিশ্চয়ই জানালা থেকে আমায় দেখেছে। সে বলে, "যদি দেখতে আমি তোমায় ঠকিয়েছি, তাহলে কি করতে ?" আমি সহ্য করতে পারিনি, বলেছি, 'তুমি নিজেই জান।" '

'সে কি জানে ?'

রোগোজিন ক্রুদ্ধভাবে হেসে উঠল, 'আমি কি করে বলব ? মস্কোতে সর্বদা চেষ্টা করেও তাকে কারোর সঙ্গে ধরতে পারিনি তখন তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে একবার বলেছিলাম, "তুমি আমাকে বিয়ে করবে কথা দিয়েছিলে। তুমি একটা ভদ্র পরিবারে ঢুকতে চলেছ, এখন তোমার অবস্থা কি তা জান ?" তাকে বললাম, সে আসলে কি।'

'তাকে বললে ?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর ?'

'সে বলল, "তোমার বৌ হওয়া তো দূরের কথা, তোমায় এখন বোধ হয় একটা চাকরও ভাবি না।" আমি বললাম, "সে কথায় আমি যাব না, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।" সে বলল, "তাহলে কেলারকে ডেকে বলব, তোমায় গলা ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।" আমি দৌড়ে গিয়ে ওকে প্রচণ্ড মারলাম।'

মিশকিন চেঁচিয়ে উঠল, 'অসম্ভব।'

রোগোজিন শান্ত গলায় অথচ জ্বলন্ত চাহনি দিয়ে বলল, 'তাই হয়েছিল। ছত্রিশ ঘণ্টা আমি শুতে, খেতে পারিনি—তার ঘরে ছেড়ে যাইনি, তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলাম। বললাম, 'যদি মৃত্যু হয়, তবুও নড়ব না, যদি তুমি ক্ষমা না কর, যদি ওদের বল আমাকে ছুঁড়ে ফেলতে, তাহলে জলে ডুবব; তোমাকে না পেলে এখন কি করব?'' সে সেদিন পাগলের মত হয়ে গেল, কাঁদতে লাগল, ছুরি দিয়ে আমায় খুন করতে গিয়েছিল; তারপর গালাগালি দিতে লাগল। জালিয়োজেভ কেলার জেমট্যুজনিকোভ সবাইকে ডেকে আমায় দেখিয়ে লজ্জা দিতে লাগল। 'চলুন আমরা সবাই মিলে আজ রাতে থিয়েটার দেখতে চাই। ও যদি না যায় এখানে থাকুক, ওর জন্যে আমি থাকব। আমি চলে গেলে, পাফিয়োন, তোমায় চা দিয়ে যাবে, এতক্ষণে তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।'' সে থিয়েটার থেকে একা ফিরল। বলল, ''ওরা ভীতু, তোমায় ভয় পায়, আমাকে ভয় দেখায়। বলে, 'ও ওভাবে যাবে না। ও হয়ত তোমার গলা কেটে ফেলবে।' কিন্তু আমি শোবার ঘরে ঢুকে দরজাও বন্ধ করব না, এই আমার তোমাকে ভয় পাওয়া। যাতে তুমি দেখে বুঝতে পার, তাই। চা খেয়েছ?' বললাম, 'না, আর খাবও না। আমি আমার কর্তব্য করেছি, তোমার এ ব্যবহার করা উচিত নয়। সে যা বলেছিল, তাই করল, দরজায় খিল দিল না। সকালে বেরিয়ে এসে হাসল। বলল তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? তুমি না খেয়ে মরবে যে।' আমি বললাম, আমায় মাপ কর।'' আমি তোমায় ক্ষমা করতে চাই না। তুমি কি সারারাত ঐ চেয়ারে বসেছিলে? ঘুমোওনি?' আমি বললাম, 'না। আমি ঘুমাইনি।' কী বোকা। তুমি বোধ হয় সকালে বা দুপুরেও খাবে না?'' 'বলেছি তো খাব না। আমায় ক্ষমা কর।'' এটা যে তোমায় একটুও মানাচ্ছে না, যদি জানতে। এ যেন গরুর পিঠে ঘোড়ার জিন। তুমি কি ভাবছ, এভাবে আমায় ভয় দেখাবে? তোমার খিদে পেলে আমার কি আসে যায়? এতে যেন আমি ভয় পাব।'' সে রেগে গিয়েছিল, কিন্তু বেশীক্ষণ রাগ রইল না, সে আবার আমায় ঠাট্টা করতে লাগল। আমি ভাবলাম তার রাগ হচ্ছে না কেন? কারণ সে অন্য লোকের ওপরে অনেকক্ষণ রেগে থাকে। তারপর আমার মনে হল, সে আমায় এত ছোট মনে করে যে, আমার ওপরে তার তেমন রাগও হয় না। সেটা সত্য। সে বলল, 'রোমের পোপকে জান?' বললাম 'শুনেছি।'' 'পাফিয়োন, তুমি কখনো পৃথিবীর ইতিহাস পড়নি।'' বললাম আমি কিছুই শিখিনি।' সে বলল, 'তাহলে একটা গল্প তোমায় পড়তে দেব। একজন পোপ ছিলেন তিনি একজন সম্রাটের ওপরে রেগে গিয়েছিলেন, পোপ ক্ষমা না করা পর্যন্ত সেই সম্রাট খালি পায়ে তিনদিন তাঁর প্রাসাদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন। সম্রাট ওখানে বসে কি ভাবছিলেন কি প্রতিজ্ঞা করছিলেন বলে মনে হয়? দাঁড়াও, পড়ে শোনাব।'' সে লাফিয়ে উঠে গিয়ে বইটা নিয়ে এল। 'এটা কবিতা,'' সে পড়ে শোনাতে লাগল, কিভাবে সম্রাট তিনদিন ধরে পোপের ওপরে প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নিয়েছিলেন। 'তোমার ভাল লাগছে না, পাফিয়োন?'' বললাম, ''যা বলেছ, সবই ঠিক।'' ''আহা। তুমি নিজেই বলছ এটা ঠিক। তাহলে তুমিও বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করছ, 'ও যখন আমায় বিয়ে করবে, তখন ওকে সব মনে করিয়ে

দেব! ওকে প্রাণ ভরে অপমান করব!' " আমি বললাম, "জানি না, হয়ত তাই ভাবছি।" "জান না, বলছ কেন?" "জানি না, ওরকম কিছু এখন মাথায় নেই।" "এখন কি ভাবছ?" "ভাবছি, তুমি উঠে আমার পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে, আমি তোমায় দেখব। তোমার পোষাকের শব্দে আমার মন হতাশ হয়ে পড়ে; তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে তোমার প্রতিটি কথা, গলার স্বর, যা বলেছ সব মনে পড়ে। গত রাতে কিছু ভাবিনি, সমানে শুনছিলাম, কিভাবে তুমি ঘুমের মধ্যে নিশ্বাস নিচ্ছ। দুবার তুমি নড়লে।" "কীভাবে আমায় মেরেছ, সেটা মনে পড়েনি?" "বোধ হয় মনে পড়েছে, জানি না।" "যদি তোমায় ক্ষমা না করি এবং বিয়ে না করি?" "বলেছি তো, জলে ঝাঁপ দেব।" "হয়ত আমাকে আগে খুন করবে—" সে যেন ভাবতে লাগল। তারপর রেগে বেরিয়ে গেল। এক ঘণ্টা পরে গোমড়া মুখে এসে ঢুকল। "তোমায় বিয়ে করব, পার্ফিয়োন, ভয় পেয়েছি বলে নয়; ধ্বংস ছাড়া আর উপায় নেই। আর কি ভাল হতে পারে? বসে পড়, ওরা এখানেই খাবার নিয়ে আসবে। তোমায় বিয়ে করলে, তোমার প্রতি অনুগত হয়ে থাকব; সে বিষয়ে সন্দেহ করে অস্বস্তি বোধ কোরো না।" তারপর সে চুপ করে থেকে বলল, 'যাই হোক, তুমি বোকা নও; ভাবতাম তুমি খুব বোকা।" তখন সে বিয়ের দিন ঠিক করল এবং এক সপ্তাহ পরে আমার কাছ থেকে পালিয়ে এল এখানে লেবেদিয়েভের কাছে। আমি আসাতে সে বলল, "তোমাকে একেবারে ত্যাগ করিনি; শুধু যতদিন খুশী অপেক্ষা করতে চাই, কারণ এখনো আমি নিজের অভিভাবক। ইচ্ছে করলে তুমিও অপেক্ষা করতে পার।" এই এখন আমাদের অবস্থা—তোমার কি মনে হয়, লেভ নিকোলায়েভিচ?'

মিশকিন দুঃখিত ভাবে রোগোজিনের দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তোমার নিজের কি মনে হয়?'

রোগোজিন বলল, 'আমি কিছু ভাবি বলে তোমার মনে হয়?'

সে হয়ত কিছু বলত, কিন্তু হতাশায় থেমে গেল।

মিশকিন উঠে দাঁড়াল, হয়ত আবার বিদায় নেবে।

মৃদু গলায় প্রায় স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায় যেন কে জবাব দিচ্ছে, এইভাবে বলল, 'তোমায় বাধা দেব না।'

হঠাৎ রোগোজিন উৎসাহদীপ্ত চোখে বলল, 'কি হল! এভাবে আমার কাছে হার মানলে কেন? ওকে কি আর ভালবাস না? তুমি তো কষ্ট পাও; আমি দেখেছি। না হলে এখানে এত ব্যস্ত হয়ে এলে কেন? দয়া দেখাতে?' তার মুখে বিদ্রূপ। 'হা-হা!'

মিশকিন বলল, 'তুমি ভাবছ, তোমায় এখন ঠকাচ্ছি?'

'না, তোমায় আমি বিশ্বাস করি; কিন্তু এটা বুঝতে পারছি না। যে কেউ ভাববে, তোমার ভালবাসার চেয়ে দয়া বড়।'

তার মুখে বিদ্বেষ প্রকাশের তীব্র ইচ্ছা ফুটে উঠল।

মিশকিন হেসে বলল, 'তোমার ভালবাসা আর ঘৃণায় কোন তফাৎ নেই। ও ভালবাসা যখন চলে যাবে তখন হয়ত আরো বিপদ হবে। তোমায় বলে দিচ্ছি, পার্ফিয়োন—'

'যে, তাকে খুন করব?'

মিশকিন চমকে উঠল।

'এখন এই ভালবাসা, এই কষ্টের জন্য তুমি ত কে ঘৃণা করবে। সবচেয়ে যা আমার কাছে অদ্ভুত তা হল, সে আবার তোমায় বিয়ে করতে চাইতে পারে। গতকাল এটা শুনে বিশ্বাস করতে পারিনি, খুব খারাপ লেগেছিল। সে দুবার তোমায় ছেড়ে বিয়ের দিন পালিয়েছিল ; কাজেই তার কোন ভয় আছে। এখন সে তোমার মধ্যে কি দেখল ? তোমার টাকা নয় নিশ্চয়ই ? ওটা অসম্ভব। নিঃসন্দেহে এতদিনে অনেক টাকা নষ্ট করেছ। সে কি শুধু স্বামী পাওয়ার জন্য ? সে তো অনেক স্বামী পেতে পারত। যে কোন লোক তোমার চেয়ে ভাল হত, কারণ তুমি ওকে খুন করতে পার ; সে হয়ত এখন সে কথা ভাল করেই বোঝে। সে কি তুমি ওকে খুব ভালবাস বলে ? তা হতে পারে। আমি শুনেছি, অনেক মেয়ে ওরকম ভালবাসা চায়—শুধু—' মিশকিন থেমে গিয়ে চিন্তায় ডুবে গেল।

রোগোজিন মিশকিনের মুখের প্রতিটি পরিবর্তন গভীর আগ্রহে লক্ষ্য করতে করতে বলল, 'তুমি আমার বাবার ছবি দেখে আবার হাসলে কেন ?'

'কেন হাসলাম ? আমার খেয়াল হল যে, যদি তোমার ওপরে এই ভালবাসার বোঝা না থাকত, তাহলে খুব সম্ভবতঃ তুমি ঠিক তোমার বাবার মত হয়ে যেতে—খুব অল্প সময়ের মধ্যেই। এই বাড়ীতে অনুগত, বাধ্য স্ত্রী নিয়ে শান্তভাবে কাটাতে। তখন কঠিন হতে, কম কথা বলতে, কাউকে বিশ্বাস করতে না বা করতে চাইতে না ; শুধু শুকনো নীরবতায় টাকা জমাতে। বড জোর মাঝে মাঝে পুরনো বইগুলোর প্রশংসা করতে, পুরনো ধর্মের ধরনে নিজের গায়ে ক্রুশ আঁকতে আগ্রহী হতে, শুধু বুড়ো বয়সে—'

'হেসে নাও ; কিন্তু জান, সেও অল্পদিন আগে এই একই কথা বলেছে, ঐ ছবিটা দেখতে দেখতে ! কি করে দুজনে একই কথা বলছ, এটা আশ্চর্যের বিষয় !'

মিশকিন সাগ্রহে বলল, 'সে কি তোমার বাড়ীতে এসেছে ?'

'হ্যাঁ। ছবিটা অনেকক্ষণ দেখে সে আমার বাবার সম্বন্ধে প্রশ্ন করল। পরে হেসে বলল, "তুমিও ঠিক ঐরকম হবে। তোমার গভীর আবেগ রয়েছে, যদি বুদ্ধিমান না হতে তাহলে তোমায় সোজা সাইবেরিয়ায় নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু তোমার যথেষ্ট বুদ্ধি আছে।" (সে ঠিক এই কথা বলেছিল। বিশ্বাস করবে ? এই প্রথম তাকে এরকম বলতে শুনলাম)। সে বলল, "তুমি তাহলে এসব বোকামি ছেড়ে দিতে এবং সম্পূর্ণ অশিক্ষিত বলে টাকা জমাতে শুরু করে তোমার বাবার মত এই বাড়ীতে স্কোপৎসির সঙ্গে থাকতে ! হয়ত শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে এবং টাকা তোমার এত প্রিয় হত যে, তুমি হয়ত এককোটি রুবল জমিয়ে ফেলে টাকার থলির ওপরেই ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যেতে ! কারণ তুমি সবকিছুতেই আবেগপ্রবণ ; সবকিছু আবেগের পর্যায়ে নিয়ে যাও।" এইভাবে ; প্রায় এই কথা ব্যবহার করে সে কথা বলছিল। আগে কখনো ওভাবে আমার সঙ্গে সে কথা বলেনি। তুমি জান, সে সর্বদা আমার সঙ্গে আজেবাজে কথা বলে বা আমায় ঠাট্টা করে। এবারেও সে হাসতে শুরু করল ; কিন্তু তারপর এত হতাশ হয়ে পড়ল যে, সারা বাড়ীতে ঘুরে সব দেখে যেন ভীত হয়ে পড়ল ! "আমি এসব বদলে ফেলে সাজাব, নাহলে বিয়ের আগে অন্য বাড়ী কিনব।" হঠাৎ বলল, "না, না, এখানে কিছু বদলানো চলবে না ; আমরা এরকমই থাকব। আমি বিয়ের পর

তোমার মার সঙ্গে থাকতে চাই।" আমি তাকে মার কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি তার সঙ্গে মেয়ের মত ব্যবহার করলেন। গত দু বছর মার মন সুস্থ নেই (উনি অসুস্থ) এবং বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে উনি শিশুর মত হয়ে পড়েছেন। কথা বলতে পারেন না, হাঁটতে পারেন না, শুধু লোক দেখলে নমস্কার করেন। আমরা না খাইয়ে দিলে বোধহয় তিনদিনেও খেয়াল হত না। আমি মার ডান হাতের আঙুলগুলো ভাঁজ করে দিলাম। বললাম, "মা, ওকে আশীর্বাদ কর, ও আমায় বিয়ে করবে।" তখন সে আবেগে মার হাত চুম্বন করল। বলল, "তোমার মাকে নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।" সে এই বইটা এখানে দেখেছিল। 'তুমি রুশ ইতিহাস পড়তে শুরু করেছ? (সে একবার আমাকে মস্কোতে বলেছিল, 'তোমার লেখাপড়া করা উচিত। অন্তত সোলোভিয়েভের রুশ ইতিহাস পড়তে পার। তুমি কিছুই জান না।") ঠিক আছে, পড়ে যাও। যে বইগুলো প্রথমে পড়া উচিত, তার একটা লিষ্ট লিখে দেব কি?" ওভাবে সে কখনো কথা বলেনি, তাই আমি খুব অবাক হলাম। প্রথম আমি জীবিত মানুষের মত নিঃশ্বাস নিলাম।'

মিশকিন আন্তরিক সুরে বলল, আমি খুব খুশী হলাম, পার্ফিয়োন, খুব খুশী। কে বলতে পারে, হয়ত ভগবান তোমাদের মিলিয়ে দেবেন।'

রোগোজিন উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল, 'তা কখনো হবে না।'

'শোন পার্ফিয়োন, তুমি যখন তাকে এত ভালবাস, তখন নিশ্চয়ই তার কাছে সম্মান পেতে চাও? যদি তাই চাও, তাহলে তোমার আশা থাকতেই হবে। এখুনি বলেছি, সে কেন তোমায় বিয়ে করছে, বুঝতে পারছি না। কিন্তু বুঝতে না পারলেও, আমার সন্দেহ নেই যে, এতে কোন সঙ্গত কারণ আছে। সে তোমার ভালবাসা সম্বন্ধে নিশ্চিত, কিন্তু তোমার কিছু সদগুণেও তার বিশ্বাস থাকা চাই। না হলে হতে পারে না। তুমি এখনি যা বললে, তাতে তাই প্রমাণ হয়। তুমি নিজে বলেছ যে, সে আগে যে ব্যবহার করেছে এবং যেভাবে কথা বলেছে, তার থেকে অন্যভাবে কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তুমি সন্দিগ্ধ ঈর্ষ্যাপ্রবণ, তাই বেগতিক কিছু দেখলেই সেটা মনে মনে বাড়িয়ে তোল। তুমি যেরকম বলছ, সে তোমাকে নিশ্চয়ই সেরকম খারাপ ভাবে না। যদি ভাবত, তাহলে তোমায় বিয়ে করার অর্থ হত ইচ্ছে করে জলে ডোবা বা খুন হওয়া। সেটা কি সম্ভব? কে ইচ্ছে করে জলে ডোবে বা খুন হয়?'

পার্ফিয়োন মিশকিনের সোৎসাহে বলা কথাগুলো তিক্ত হাসি নিয়ে শুনছিল। মনে হল, তার ধারণা বদলাবার নয়।

মিশকিন ভয় পেয়ে বলল, 'কী ভয়ঙ্করভাবে তুমি আমার দিকে চেয়ে আছ, পার্ফিয়োন।'

রোগোজিন শেষে বলল, 'জলে ডোবা বা খুন হওয়া। হা! ঠিক ঐ জন্যেই সে আমায় বিয়ে করছে, কারণ সে খুন হতে চায়! তুমি কি বলতে চাও প্রিন্স যে, এ সবের মূল কারণ কি তা তুমি বুঝতেই পারছ না?'

'আমি বুঝতে পারছি না।'

'হয়ত সত্যিই বুঝতে পারছ না! হে-হে! লোকে বলে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ নও। শোন, সে আরেক জনকে ভালবাসে! ঠিক যেমন আমি এখন তাকে

ভালবাসি, সে-ও তেমনি আরেক জনকে ভালবাসে। জান, সেই আরেক জন কে? সে তুমি। কি—জানতে না?'

'আমি?'

'তুমি। সেই দিন—তার জন্মদিনের দিন থেকে সে তোমায় ভালবাসে। তবে ভাবে যে, তোমায় বিয়ে করার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ তার ধারণা সে তোমার অমর্যাদা ঘটাবে এবং তোমার সমগ্র জীবন নষ্ট করবে। সে বলে, "প্রত্যেকে জানে আমি কি।" সে এখনো ঐ এক কথা বলে। এসব সে সোজা আমাকে বলেছে। সে তোমাকে নষ্ট করার ও অপমান করার ভয়ে ভীত, কিন্তু আমার জন্য কিছু যায় আসে না, আমাকে সে বিয়ে করতে পারে। আমার সম্বন্ধে সে এটাই ভাবে। লক্ষ্য কোরো।'

'কিন্তু সে কেন তোমার কাছ থেকে আমার কাছে এবং আমার কাছ থেকে পালাল?'

'তোমার কাছ থেকে আমার কাছে। তার মাথায় নানারকম বুদ্ধি খেলে। সে এখন সর্বদাই উত্তেজিত। একদিন চেঁচাবে, "আমি তোমায় বিয়ে করব। চটপট বিয়েটা হয়ে যাক।" নিজেই ব্যস্ত হয়ে দিন ঠিক করে। যখন সময় এগিয়ে আসে, তখন ভয় পেয়ে যায় বা অন্য কথা ভাবে। ঈশ্বর জানেন। তুমি তো দেখেছ, সে কাঁদে, হাসে, উত্তেজনায় কাঁপে। তোমার কাছ থেকে পালানোয় বিস্ময়ের কি আছে? তখন পালিয়েছিল কারণ বুঝেছিল তোমায় কত ভালবাসে। তোমার সঙ্গে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তুমি এখনি বললে যে, তাকে মস্কোতে খুঁজে বার করেছি। সেটা ঠিক নয়, সে তোমার কাছ থেকে সোজা নিজেই আমার কাছে চলে এসে বলল, 'দিন ঠিক কর, আমি তৈরী! আমায় শ্যাম্পেন দাও! চল, বেদেদের কাছে যাই' সে অনেক আগে জলে ঝাঁপ দিত, যদি আমি না থাকতাম। এটাই আসল কথা। সে জলে ডোবেনি কারণ, আমি বোধহয় জলের চেয়ে ভয়ানক। সে আমায় ঘৃণায় বিয়ে করছে। যদি আমায় বিয়ে করে, জেনো সেটা শুধু ঘৃণায়

'কিন্তু তুমি কি করে কি করে।' মিশকিন মাঝপথে থেমে গেল। সে ভীত দৃষ্টিতে রোগোজিনের দিকে তাকাল।

রোগোজিন দেঁতো হাসি হেসে বলল, 'কথা শেষ করলে না কেন? তুমি এই মুহূর্তে কি ভাবছ সেটা আমি বলব? এর পরে সে কি করে আমার স্ত্রী হবে? কি করে আমি এটা মেনে নেব? জানি তুমি ভাবছ যে '

'আমি তা ভেবে এখানে আসিনি পার্ফিয়োন, সত্যিই ওকথা ভাবিনি '

'হতে পারে, তুমি ওরকম ভেবে আসনি কিন্তু এখন নিশ্চয়ই ঐ কথা ভাবছ। হা-হা। যাক, এত মুষড়ে পড়লে কেন? তুমি কি সত্যিই জানতে না? অবাক করলে!

মিশকিন প্রচণ্ড উত্তেজনায় বলে উঠল, 'সব ঈর্ষ্যা, পার্ফিয়োন, সব অস্বাভাবিক। তুমি ভীষণ অতিরঞ্জিত করেছ। কি করছ?'

'সে কথা ছেড়ে দাও' বলে পার্ফিয়োন তাড়াতাড়ি মিশকিনের হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নিল, সেটা মিশকিন টেবল থেকে তুলে নিয়েছিল, সে আবার সেটা বইয়ের পাশে রেখে দিল।

মিশকিন বলল, 'মনে হচ্ছে, আমি যেন জানতাম, কখন পিটার্সবার্গে আসব। এখানে আসতে চাইনি; এখানকার সব কিছু ভুলতে, মন থেকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলাম। আচ্ছা, চলি।...কিন্তু ও কি করছ?'

কথা বলতে বলতে মিশকিন অন্যমনস্কভাবে আবার সে ছুরিটা টেবল থেকে নিয়েছিল, আবার রোগোজিন ওটা কেড়ে নিয়ে টেবলে ছুঁড়ে ফেলল। ছুরিটা সাধারণ শিঙের বাঁট লাগানো সাত ইঞ্চি লম্বা।

ছুরিটা দুবার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, ওটা মিশকিন বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছে দেখে রোগোজিন ক্রুদ্ধ বিরক্তিতে ছুরিটা বইয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে সেটা অন্য টেবিলে ছুঁড়ে ফেলল।

মিশকিন গভীর চিন্তা করতে করতে যান্ত্রিকভাবে বলল, 'ওটা দিয়ে কি বইয়ের পাতা কাট?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওটা গাছ কাটা ছুরি।'

'হ্যাঁ। গাছ কাটা ছুরি দিয়ে কি বইয়ের পাতা কাটা যায় না?'

'কিন্তু ওটা...একেবারে নতুন।'

'তাতে কি হয়েছে? আমি কি নতুন ছুরি কিনতে পারি না?' রোগোজিন ভীষণ অসহিষ্ণু হয়ে প্রচণ্ড ক্রোধে চেঁচিয়ে উঠল।

মিশকিন চমকে তীব্রদৃষ্টিতে তাকাল।

হঠাৎ হেসে সচেতন হয়ে বলল, 'ওঃ আমরা পাগল! মাফ কর ভাই, যখন মাথাটা ভার লাগে, এখন যেমন লাগছে, আর আমার অসুখটা ··আমি একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে যাই। তোমায় অন্য প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম···এখন ভুলে গেছি। চলি ..'

রোগোজিন বলল, ' দিক দিয়ে নয়।'

'ভুলে গেছি।'

'এদিক দিয়ে। এসো, দেখিয়ে দিচ্ছি '

॥ চার ॥

যে ঘরগুলো দিয়ে মিশকিন এসেছিল, সেখান দিয়েই ওরা গেল; রোগোজিন একটু আগে হাঁটছে, মিশকিন পেছনে। ওরা একটা বড় ঘরে ঢুকল। ঘরের দেয়ালে অনেক ছবি, সবগুলোই পাদ্রীদের ছবি বা প্রাকৃতিক দৃশ্য, তাতে অসাধারণত্ব কিছু নেই। পাশের ঘরে যাওয়ার দরজার উপরে একটা অদ্ভুত ছবি ঝুলছে, ছবিটা দু গজের মত চওড়া, এক ফুটের মত লম্বা। ছবিটা খ্রীষ্টের, তাঁকে সবে ক্রুশ থেকে মুক্ত করা হয়েছে। মিশকিন এমনভাবে ছবিটার দিকে তাকাল, যেন কিছু মনে পড়েছে। কিন্তু না থেমে সে দরজাটা পেরিয়ে যাচ্ছিল। তার খুব বিষন্ন লাগছে বলে সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বাড়ী থেকে বেরোতে চায়। কিন্তু রোগোজিন হঠাৎ ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সে বলল, 'এই সব ছবি আমার বাবা নীলামে দু-এক রুবলে কিনেছিলেন! উনি ছবি ভালবাসতেন। ছবি বোঝে, এমন একজন এগুলো দেখে বলেছিল, এগুলো বাজে, তবে ঐ দরজার ওপরের ছবিটা, ওটাও দু রুবলে কেনা, দামী ছবি। আমার বাবা বেঁচে থাকতে একজন এই ছবিটার জন্য তিনশো পঞ্চাশ রুবল দিতে

চেয়েছিল ; কিন্তু স্যাভেলিয়েভ নামে এক ব্যবসাদার খুব ছবি ভালবাসে, সে চারশো পর্যন্ত উঠেছিল এবং গত সপ্তাহে আমার ভাইকে পাঁচশো দিতে চেয়েছে। আমি এটা নিজের জন্য রেখেছি।'

মিশকিন এতক্ষণে ছবিটা ভাল করে দেখে নিয়েছে, 'এটা তো এটা তো হল বেনের নকল। যদিও ছবি সম্বন্ধে বিশেষ জানি না, তবু মনে হয়, নকলটা খুব ভাল। বিদেশে ছবিটা দেখেছি, ভুলতে পারিনি। কিন্তু কি কি হল ?'

রোগোজিন হঠাৎ ছবি থেকে ফিরে চলতে শুরু করল। নিশ্চয়ই তার অন্যমনস্কতা আর হঠাৎ যে অদ্ভুত উত্তেজনার ভাব তার মধ্যে দেখা দিয়েছে, সেটাই এই আকস্মিক ব্যবহারের কারণ। তবু মিশকিন বিস্মিত হল এই ভেবে যে, সে কথা বলতে না বলতেই রোগোজিন জবাব না দিয়ে সেটা এমন অকস্মাৎ থামিয়ে দেবে।

'ভাল কথা, লেভ, অনেকদিন ভেবেছি জিজ্ঞেস করব, তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর ?'

মিশকিন না বলে পারল না, 'কী অদ্ভুতভাবে তুমি প্রশ্ন করছ, আর আমার দিকে তাকিয়ে আছ।'

রোগোজিন একটু বাদে বলল, 'ঐ ছবিটা দেখতে আমার ভাল লাগে।' যেন আগের প্রশ্নটা সে ভুলে গেছে।

মিশকিন হঠাৎ সচেতন হয়ে বলল, 'ঐ ছবিটা। ঐ ছবিটা। এটা দেখলে অনেকের বিশ্বাস চলে যেতে পারে।'

রোগোজিন অপ্রত্যাশিতভাবে বলল, 'তাইতো হচ্ছে।'

তারা সদর দরজায় পৌঁছেছে।

মিশকিন থমকে দাঁড়াল, কি ? কি বলছ ? আমি ঠাট্টা করছিলাম, আর তুমি এত গভীরভাবে বলছ। কেন জানতে চাইলে, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি কি না ?'

'ও কিছু না। আগেও ও প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম। এখন অনেকে বিশ্বাস করে না। তুমি তো বিদেশে গেছ—একজন মাতাল অবস্থায় আমাকে বলেছিল, রাশিয়াতে ঈশ্বরে অবিশ্বাসীর সংখ্যা সব দেশের চেয়ে বেশী, এটা কি সত্যি ? সে বলেছিল, "আমাদের পক্ষে অবিশ্বাস করা সহজ কারণ আমরা তাদের চেয়ে বেশী এগিয়ে গেছি।"

রোগোজিন তিক্ত হাসল। প্রশ্নটা করেই সে দরজা খুলল এবং হাতল ধরে মিশকিনের বেরোনোর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। মিশকিন অবাক হলেও বেরিয়ে গেল। রোগোজিন দরজা ভেজিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে গেল। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াল, যেন তারা জানে না কোথায় আছে বা কি করবে।

মিশকিন হাত বাড়িয়ে বলল, 'তাহলে চলি।'

রোগোজিন মিশকিনের প্রসারিত হাতটা দৃঢ় অথচ যান্ত্রিকভাবে ধরে বলল, 'চলি।'

মিশকিন এক ধাপ নেমে ফিরে দাঁড়াল।

হেসে (সে রোগোজিনের কথার জবাব না দিয়ে যেতে চাইছিল না) হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় উৎসাহিত হয়ে বলল, 'বিশ্বাস সম্বন্ধে গত সপ্তাহে দুদিনে চার জায়গায় আলাদাভাবে আলোচনা করেছি। সকালে নতুন রেলপথে বাড়ী আসার সময়ে ট্রেনে একজনের সঙ্গে চার ঘণ্টা কথা বলেছি ; আমাদের ট্রেনেই বন্ধুত্ব

হয়ে গিয়েছিল! আগে তার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছিলাম, শুনেছিলাম সে নাস্তিক। সত্যিই লোকটি খুব পণ্ডিত। তাছাড়া আশ্চর্যরকম মার্জিত, এমনভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছিল যেন, চিন্তাভাবনায় আমি তার সমান। সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। শুধু একটা জিনিষ আমার অদ্ভুত লাগল, সমস্ত সময়ের মধ্যে সে একবারো ঐ বিষয়ে কিছু বলল না। এটা অদ্ভুত লাগল. কারণ, আগে যখনি নাস্তিকদের দেখেছি, বা তাদের বই পড়েছি সর্বদা মনে হয়েছে, বাহ্যতঃ এ বিষয়ে লিখলে বা বললেও, আসলে তারা যেন অন্য কিছু বলছে। সে বিষয়ে তাকে এই কথা বললাম। কিন্তু বোধ হয় স্পষ্ট করে বলতে পারিনি, বা বোঝাতে পারিনি, কারণ সে বুঝতে পারেনি। সন্ধ্যায় একটা ছোট হোটেলে ছিলাম, সেখানে আগের রাতে একটা খুন হয়েছিল, তাই আমি যখন পৌঁছলাম, তখন সকলে ঐ আলোচনা করছিল। দুজন মাঝারী বয়সী চাষী, তারা পরস্পর দীর্ঘকালের বন্ধু, চা খেয়ে একই ঘরে শুতে যাচ্ছিল। কিন্তু আগের দুদিন ধরে একজন লক্ষ্য করেছে যে, অন্যজন হলদে পুঁতি লাগানো চেনে একটা রূপোর ঘড়ি পরে আছে, যেটা সে বোধহয় আগে দেখেনি। লোকটা চোর নয়, সৎ, চাষী হিসেবে দরিদ্রও নয়। কিন্তু সে ঘড়িটা দেখে এত আকৃষ্ট হয়ে পড়ল যে, শেষে নিজেকে সংযত করতে পারল না। একটা ছুরি নিল, বন্ধু যখন পেছন ফিরেছে, তখন সতর্কভাবে এগিয়ে তাক করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বুকে ক্রুশ এঁকে আন্তরিক প্রার্থনা জানাল, "খ্রীষ্টের দোহাই, ঈশ্বর আমায় ক্ষমা কর।" ভেড়ার গলা কাটার মত এককোপে বন্ধুর গলা কেটে ঘড়িটা নিয়ে নিল।'

রোগোজিন হাসিতে ফেটে পড়ল, পাগলের মত হাসতে লাগল। আগের গোমড়া মেজাজের পর এত হাসি খুব অদ্ভুত।

হাসতে হাসতে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমিও তাই করি। হ্যাঁ, সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার। কেউ আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, আবার অন্যরা এত বিশ্বাস করে যে, খুন করার সময়ে প্রার্থনা জানায়। এ তুমি ভাবতে পারতে না ভাই। হা হা-হা। অদ্ভুত ঘটনা।'

রোগোজিন থামতেই মিশকিন বলতে লাগল, এখনো অবশ্য রোগোজিনের ঠোঁট হাসির দমকে বিকৃত, 'পরের দিন সকালে শহরে বেড়াতে গেলাম। দেখি একটা মাতাল সৈনিক এলোমেলো অবস্থায় টলতে টলতে কাঠের ফুটপাত দিয়ে চলেছে। লোকটা আমার কাছে এল। বলল, "একটা রূপোর ক্রুশ কিনবেন, মশাই? আপনাকে কুড়ি কোপেকে দিয়ে দেবে। জিনিষটা রূপোর।" দেখলাম তার হাতে একটা ক্রুশ—নিশ্চয়ই চুরি করেছে—একটা খুব নোংরা নীল ফিতেয় বাঁধা; কিন্তু দেখলেই বোঝা যায়, ওটা টিন। ক্রুসটা বড় আট কোণা, বাইজান-টাইন ধাঁচের। কুড়ি কোপেক তাকে দিয়ে, তক্ষুণি ক্রুসটা গলায় ঝোলালাম; তার মুখ দেখে বুঝলাম, এক মূর্খ ভদ্রলোককে ঠকাতে পেরে সে কত খুশী হয়েছে। তখনি পয়সাটা নিয়ে নিশ্চয়ই সে মদ খেতে গেল। তাই তখন রাশিয়া সম্বন্ধে নানা ধারণায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। আগে রাশিয়াকে কিছুই বুঝতে পারিনি। অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে বড় হয়েছি, বিদেশে পাঁচ বছর ধরে দেশ সম্বন্ধে আমার স্মৃতি ছিল অনেকটা কল্পনায় ভরা। ভাবতে ভাবতে চললাম, 'হ্যাঁ, সে তার খ্রীষ্টকে বেচে দিল; তাকে বিচার করব না। ঐ দুর্বল, মত্ত হৃদয়ে কি লুকানো আছে,

ঈশ্বরই জানেন।' এক ঘণ্টা পরে যখন হোটেলে ফিরছি, তখন ছোট্ট বাচ্চা কোলে এক চাষী বৌকে দেখলাম। বৌটি একেবারে তরুণী, বাচ্চাটার বয়স মাস দেড়েক হবে। বাচ্চাটা প্রথম তার দিকে তাকিয়ে হাসল। দেখলাম মেয়েটা গভীর ভঙ্গিতে নিজের গায়ে ক্রুশ আঁকল। "কি করছ তুমি?" (তখন আমি সর্বদা প্রশ্ন করতাম) 'যখনি ঈশ্বর স্বর্গ থেকে দেখেন যে একজন পাপী আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করছে, বা একজন মা সন্তানের মুখে প্রথম হাসি দেখে প্রার্থনা করে, তখন তিনি এত খুশী হন।" প্রায় এই ভাষায় স্ত্রীলোকটি আমায় এই গভীর, সূক্ষ্ম, প্রকৃত ধর্মের সত্য বলল—যে সত্যে খ্রীষ্টধর্মের সার কথা প্রকাশ পেয়েছে, মানে পিতারূপে ঈশ্বরকে ভাবা, মানুষে তার ভালবাসা সন্তানের প্রতি পিতার ভালবাসার মত—খ্রীষ্টের মূল ভাবনা। একটা সাধারণ চাষী বৌ। অবশ্য সে মা কে বলতে পারে হয়ত ঐ সৈনিকের বৌ সে। শোন পার্ফিয়েন, এখনি আমায় প্রশ্ন করেছিলে—এই আমার উত্তর। আধ্যাত্মিক অনুভূতির নির্যাস কোন যুক্তি বা নাস্তিকতায় ধরা যায় না এবং এর সঙ্গে কোন অপরাধ বা অন্যায়ের সম্পর্ক নেই। এ একটা অন্য কিছু সবদা নাই—যাকে নাস্তিকরা অবজ্ঞা করে, সব সময়ে অন্য কথা বলে। কিন্তু আসল হল যে, এটা যে কোন জায়গার চেয়ে রুশ হৃদয়ে বেশী স্পষ্ট ও দ্রুত দেখতে পাবে। এই আমার ধারণা। আমাদের রাশিয়ার কাছে এই এক বড় বিশ্বাস পেয়েছি। পার্ফিয়েন কাজ রয়েছে। বিশ্বাস কর, আমাদের রুশ পৃথিবীতে কাজ আছে। মনে কর, কিভাবে আমরা মস্কোতে দেখা করে কথা বলতাম এখন এখানে ফিরে আসতে চাইনি, এভাবে তোমার সঙ্গে আদৌ দেখা করতে চাইনি। যাক আপাততঃ চলি। ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুন।'

সে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

পার্ফিয়েন ওপর থেকে চেঁচাল, 'লেভ সেই সৈনিকটা তোমায় যে ক্রসটা দিয়েছিল, সেটা সঙ্গে আছে?'

'হ্যাঁ।' মিশকিন আবার দাঁড়াল।

'আমায় দেখাও।'

আবার অদ্ভুত ব্যাপার! এক মুহূর্ত চিন্তা করে আবার ওপরে এসে মিশকিন সেটা গলা থেকে না খুলেই বার করে দেখাল।

রোগোজিন বলল, 'এটা আমায় দাও।'

'কেন? তুমি কি ' মিশকিন ক্রশটা দিতে চাইছে না।

'আমি এটা পরব আর তোমায় আমারটা পড়তে দেব।'

'তুমি ক্রশ বদল করতে চাও? নিশ্চয় পার্ফিয়েন, আমি খুশী। আমরা পরস্পরের ভাই হব।'

মিশকিন তার টিনের ক্রস খুলল, পার্ফিয়েন তার সোনার ক্রস খুলে বদল করে নিল। পার্ফিয়েন কথা বলল না। বেদনাহত বিস্ময়ে মিশকিন লক্ষ্য করল, তার পাতানো ভায়ের মুখে সেই অবিশ্বাস, সেই তিক্ত, শ্লেষাত্মক হাসি লেগে আছে, তাকালেই তা চোখে পড়ে। রোগোজিন মিশকিনের হাতটা নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, যেন মনস্থির করতে পারছে না। শেষে তাকে কাছে টেনে প্রায় অস্ফুত গলায় বলল, 'এসো।' ওরা দোতলা পেরিয়ে সামনের দরজায় বেল টিপল।

চটপট দরজা খুলে গেল। এক কুঁজো, বৃদ্ধা কালো হাতে-বোনা রুমাল পরে কথা না বলে রোগোজিনকে অভিবাদন করল। রোগোজিন তাকে প্রশ্ন করল এবং উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে মিশকিনকে ভেতরে নিয়ে গেল। আবার তারা অতিশীতল, পরিচ্ছন্ন, অন্ধকার ঘরের ভেতর দিয়ে গেল, পরিষ্কার সাদা কাপড়ে ঢাকা সেকেলে আসবাবে নিরুত্তাপ ভয়ঙ্করতায় সজ্জিত ঘরগুলো। নাম না জানিয়ে রোগোজিন বৈঠকখানার মত ছোট ঘরের মধ্যে মিশকিনকে নিয়ে গেল; ঘরটা দুভাগে ভাগ করা মেহগনির পালিশ করা পার্টিশন দিয়ে, তার দু প্রান্তে দু'টো দরজা, হয়ত শোবার ঘরে যাওয়ার দরজা। বৈঠকখানার কোণে স্টোভের পাশে একজন বৃদ্ধা একটা আরাম-চেয়ারে বসে। তাঁকে দেখে খুব বৃদ্ধ মনে হয় না, তাঁর মুখ চমৎকার স্বাস্থ্য-পূর্ণ, হাসিখুশী, গোলগাল, কিন্তু চুল একেবারে রূপালী, প্রথম নজরেই চোখে পড়ে বৃদ্ধা সম্পূর্ণ শিশুর মত হয়ে গেছে। তাঁর পরণে কালো পশমের পোষাক, কাঁধের ওপরে একটা বড় কালো রুমাল মাথায় কালো ফিতে লাগানো পরিষ্কার সাদা টুপি, পা দু'টো একটা জলচৌকির ওপরে রাখা। আরেকটি পরিচ্ছন্ন, ছোটখাট বৃদ্ধা, একটু বয়স বেশী, ওখানে বসে আছেন। তারও পরণে শোকের পোষাক, মাথায় সাদা টুপি; তিনি নীরবে মোজা বুনছেন, বোধ হয় তাঁর সঙ্গী। মনে হয়, দুজনেই চুপচাপ থাকেন। প্রথম বৃদ্ধা রোগোজিন আর মিশকিনকে দেখে হেসে খুশীর ভঙ্গীতে কয়েকবার মাথা নাড়ালেন।

রোগোজিন তাঁর হাত চুম্বন করে বলল 'মা, এ আমার খুব বন্ধু, প্রিন্স লেভ নিকোলায়েভিচ মিশকিন। ওর সঙ্গে ক্রস বিনিময় করেছি। এক সময়ে মস্কোতে এ আমার ভায়ের মত ছিল, আমার জন্য অনেক করেছে। তোমার নিজের ছেলের মত ওকে আশীর্বাদ কর। না, মা, এইভাবে। তোমার আঙুলগুলো ঠিক করে দিই।'

কিন্তু পার্ফিয়োন চেষ্টার আগেই বৃদ্ধা ডান হাত তুলে দুটো আঙুল আর বুড়ো আঙুল দিয়ে তিনবার আন্তরিকভাবে মিশকিনের দেহের ওপরে ক্রস চিহ্ন আঁকলেন। তারপর স্নেহের সঙ্গে আবার মাথা নোয়ালেন।

পার্ফিয়োন বলল 'লেভ, এসো। শুধু এইজন্য তোমায় এনেছিলাম।'

সিঁড়িতে আবার বেরিয়ে এসে সে বলল, 'জান, ওকে যা বলা হয় উনি কিছুই বোঝেন না, আমি যা বললাম কিছু বোঝেননি, তবু তোমায় আশীর্বাদ করলেন। মানে ওটা নিজেই করতে চেয়েছিলেন। আচ্ছা, চলি; তোমার যাওয়ার সময় হল, আমারো তাই।'

সে দরজা খুলল।

মিশকিন কোমল ভৎ'সনায় বলল, 'অন্তত যাওয়ার সময়ে তোমায় জড়িয়ে ধরতে দাও। অদ্ভুত লোক তো,' সে জড়িয়ে ধরতে গেল।

কিন্তু পার্ফিয়োন হাত তুলতে না তুলতেই নামিয়ে নিল। সে পারবে না। মিশকিনের দিকে তাকাবে না বলে ফিরে দাঁড়াল, সে মিশকিনকে জড়াতে চায় না।

হঠাৎ অদ্ভুত হেসে অস্পষ্ট উচ্চারণে বলল, ভয় পেয়ো না। তোমার ক্রশ নিলেও ঘড়ির জন্য তোমায় খুন করব না।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার পুরো মুখটা বদলে ভীষণ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, ঠোঁট কাঁপছে, চোখ জ্বলছে। হাত তুলে আবেগে মিশকিনকে জড়িয়ে ধরে দম বন্ধ করে

বলল, 'যখন ভাগ্যে এই আছে, তখন ওকে নিয়ে নাও! ও তোমার! আমি হার মানছি·· রোগোজিনকে মনে রেখো।'

মিশকিনের দিকে না তাকিয়ে দ্রুত ভেতরে ঢুকে সে দরজা বন্ধ করে দিল।

॥ পাঁচ ॥

এতক্ষণে দেরী হয়ে গেছে, প্রায় আড়াইটে বাজে, মিশকিন জেনারেল এপানচিনকে বাড়ীতে পেল না। একটা কার্ড রেখে দিয়ে সে ভাবল হোটেল স্কেলসে গিয়ে কোলিয়ার খোঁজ করবে, কোলিয়া না থাকলে একটা চিঠি রেখে আসবে। স্কেলসে ওকে বলল যে, নিকোলাই আর্দালিয়োনোভিচ সকালে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু বলে গেছে যে, কেউ খোঁজ করলে ওরা যেন বলে যে, তিনটেয় ফিরতে পারে। আর যদি সাড়ে তিনটের মধ্যে না ফেরে, তাহলে বোঝা যাবে যে, সে পাভলোভস্কের ট্রেন ধরে মাদাম এপানচিনের বাড়ীতে গেছে, ওখানেই খাবে। মিশকিন তার জন্য বসল, এবং খাবার দিতে বলল।

কোলিয়া সাড়ে তিনটেয় এল না, চারটেতেও নয়। মিশকিন বেরিয়ে বিষন্ন মনে হাঁটতে লাগল। পিটার্সবার্গে গ্রীষ্মের শুরুতে দিনগুলো চমৎকার—উজ্জ্বল, শান্ত, উষ্ণ। সৌভাগ্যবশতঃ আজ ঐ রকম একটা বিরল দিন। কিছুক্ষণ মিশকিন এলোমেলো ঘুরল। সে শহরটা খুব অল্পই চেনে। কিছুক্ষণ চকে, ব্রিজের ওপরে বা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে রইল, একবার বিশ্রাম নিতে একটা মিষ্টির দোকানে ঢুকল। মাঝে মাঝে গভীর কৌতূহলে পথচারীদের দেখতে লাগল; কিন্তু আসলে রাস্তার লোককে বা তারা কোথায় চলেছে, সে সবও তেমন দেখছে না। সে খুব বিমর্ষ, অস্থির, আবার নির্জনতার জন্য ছটফট করছে। সে একা থাকতে চায়, না এড়িয়ে এই বেদনাদায়ক অনুভূতির হাতে নিজেকে সঁপে দিতে চায়। তার হৃদয়ে মনে যে প্রশ্নগুলো জড়ো হয়েছে, সেগুলোর মুখোমুখি হতে তার বিতৃষ্ণা। নিজের মনে প্রায় অজ্ঞাতসারে বলল, 'এর জন্য কি আমি দায়ী?'

ছটা নাগাদ দেখল যে, সে জারস্কো সেলো রেলপথের স্টেশনে পৌঁছে গেছে। নির্জনতা অসহ্য হয়ে উঠেছে। তার মনে দেখা দিল এক নতুন উজ্জ আবেগ তার আত্মা যে অন্ধকারে মগ্ন এক মুহূর্তের জন্য তা উজ্জ্বল শিখায় দীপ্ত হয়ে উঠল। পাভলোভস্কের টিকিট কিনে সেখানে যাওয়ার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে উঠল, কিন্তু তার মনে নিশ্চয়ই কোন চিন্তা বয়ে চলেছে, সে চিন্তা বাস্তবিক, কাল্পনিক নয়, যা সে ভাবতে চায়। প্রায় ট্রেনে বসে পড়ে, হঠাৎ সদ্য-কেনা টিকিটটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে, চিন্তিত, হতবুদ্ধি অবস্থায় স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ পরে রাস্তায় তার যেন কি মনে পড়ল, হঠাৎ মনে হল, সে একটা ভারী নতুন কিছু বুঝতে পেরেছে, যেটা দীর্ঘদিন তাকে পীড়িত করছিল। সে বুঝল যে, সে যা করছে, তা অনেকদিন ধরেই করে আসছে, যদিও ঐ মুহূর্ত পর্যন্ত সেটা সে জানত না। কয়েক ঘণ্টা আগে হোটেলে বা তারও আগে সে মাঝে মাঝে কিছু খুঁজছিল। অনেকক্ষণ, একটানা আধ ঘণ্টা ভুলে থেকে আবার অস্বস্তির সঙ্গে খুঁজেছে।

কিন্তু এই বিষন্ন, এখনো অজানা অনুভূতি লক্ষ্য করা মাত্রই তার আরেকটা স্মৃতি মনে এল, যা তাকে খুব আগ্রহী করে তুলল। তার মনে পড়ল, কিছু যে সে খুঁজেছে, সেটা সম্বন্ধে সে যখন সচেতন হল তখন সে একটা দোকানের জানালার সামনে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ভেতরের জিনিষ সাগ্রহে দেখছে। মনে হল, এক্ষুণি,

মিনিট পাঁচেক আগে সে সত্যিই ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল কিনা। তাকে জানতেই হবে। সে কি স্বপ্ন দেখেছে? সে কি ভুল ভেবেছে? সত্যিই কি ঐ সব জিনিষপত্র আর শো কেস শুদ্ধ দোকানটা আছে? তার খুব অসুস্থ লাগছে, অতীতে পুরনো অসুখের আক্রমণ হওয়ার সময়ে প্রায় যেমন লাগত। সে জানে যে, এরকম সময়ে সে খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত, জিনিষ আর মানুষে গুলিয়ে ফেলত, যদি বিশেষ নজর দিয়ে না তাকাত। কিন্তু সত্যিই ঐ দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল কিনা, তা জানতে চাওয়ার আরেকটা বিশেষ কারণ আছে। ঐ দোকানের জানালাগুলোর মধ্যে সে একটা জিনিষ দেখছিল; মনে মনে সেটার ষাট কোপেক দামও ভেবে ফেলেছিল। অন্যমনস্কতা ও উত্তেজনা সত্ত্বেও এটা তার মনে পড়ল। তাহলে, দোকানটা যদি থাকে এবং ঐ জিনিষটাও শো কেসে থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই শুধু ওটা দেখবার জন্যই দাঁড়িয়েছে। নিশ্চয়ই জিনিষটা তার এত ভাল লেগেছে, রেল স্টেশন থেকে বেরোনোর পরে অত দুঃখ চিন্তার মধ্যেও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সে প্রায় উদ্বিগ্ন হয়ে হাঁটছে ডানদিকে তাকিয়ে, অস্বস্তিকর অসহিষ্ণুতায় তার বুক কাঁপছে। এই যে দোকানটা; শেষ পযন্ত এটা খুঁজে পেয়েছে। পাঁচশো পা দূর থেকে তার মনে হল, ফিরে যায়। ষাট কোপেক দামের জিনিষটা রয়েছে। 'নিশ্চয়ই ওটার দাম ষাট কোপেক হবে, তার বেশী দামের জিনিষ নয়,' মনে মনে বলে সে হাসল। কিন্তু তার হাসি অস্বাভাবিক, বিশ্রী লাগছে। এখন মনে পড়ল, এই জানালার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ সে পিছন ফিরেছিল, ঠিক যেমন সেদিন সকালে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে রোগোজিনের স্থির চাহনি দেখেছিল। তার ভুল হয়নি, এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সে দোকান ছেড়ে দ্রুত চলে গেল। তাকে আবার পুরোটা ভাবতে হবে। এখন বোঝা যাচ্ছে স্টেশনের ঘটনাটা তার কল্পনা নয়, কিছু একটা সত্যিই ঘটছিল এবং তার সঙ্গে তার পূর্বের সব অস্বস্তির সম্বন্ধ আছে। কিন্তু সে আবার এক অসহ্য বিতৃষ্ণায় অভিভূত হয়ে পড়ল। সে কিছু ভাবতে চায়নি, ভাবেনি, একেবারে অন্য বিষয়ে ভাবতে শুরু করল।

তার মনে পড়ল যে, মৃগীর আক্রমণের ঠিক একমিনিট আগে (যদি সে তখন জেগে থাকে) হঠাৎ বিষণ্নতা, আত্মিক হতাশা ও অবসাদের মধ্যে মাঝে মাঝে মাথায় একটা আলোর ঝলক খেলে যায়; তার সমগ্র জীবনীশক্তি হঠাৎ সর্বাধিক উত্তেজনায় অস্বাভাবিক উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে থাকে। এই আলোর ঝলকানির মুহূর্তে জীবনের অর্থ, আত্মিক চেতনা দশগুণ বেড়ে যায়। হৃদয় মন আশ্চর্য আলোয় প্লাবিত হয়ে যায়, তার সব অস্বস্তি, সন্দেহ, উদ্বেগ তখনি চলে যায়, দেখা দেয়, গভীর শান্তি, স্নিগ্ধ, ছন্দোময় আনন্দ ও আশা। কিন্তু এই মুহূর্তগুলি, এই ঝলকগুলি, অসুখ শুরু হওয়ার চরম মুহূর্তের (এক সেকেণ্ডের বেশী নয়) ভূমিকামাত্র। অবশ্য সেই এক সেকেণ্ড অসহনীয়। সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর সে কথা ভেবে সে অনেকবার নিজের মনে বলেছে, জীবনানুভূতি ও আত্মচেতনার এই উজ্জ্বলতা ও ঝলক অসুখ বা স্বাভাবিক অবস্থার বিকৃতি ছাড়া কিছু নয়। যদি তাই হয়, তাহলে এটা আদৌ জীবনের শ্রেষ্ঠরূপ নয়, বরং নিম্নতম অবস্থা। তবুও সে এক অতি বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছল। শেষে ভাবল, 'রোগ হলে কি হয়েছে? এটা অস্বাভাবিক তীব্রতা হলে কি আসে যায়, যদি তার ফল, ঐ অনুভূতির মুহূর্তটি সুস্থ অবস্থায় মনে করে ও বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, যে ওই মুহূর্ত শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্যের চরম এবং তাতে যদি

পূর্ণতা, সামঞ্জস্য, সৃষ্টি ও জীবনের চূড়ান্ত বিশ্লেষণে অতীন্দ্রিয় ভক্তির অনুভূতি পাওয়া যায়।' এই অস্পষ্ট চিন্তাগুলি খুব দুর্বল হলেও তার কাছে বেশ বোধগম্য মনে হল। তার সন্দেহ রইল না যে, সত্যি এ অনুভূতি 'সৌন্দর্য ও পূজা,' সত্যি 'জীবনের চরম সমন্বয়,' এবং সন্দেহের লেশও তার মনে এল না। হাশিশ, আফিং বা মদে বুদ্ধি নষ্ট করে, মনকে বিকৃত করে যেমন অস্বাভাবিক, অসত্য বস্তু দেখায়, এটা তেমন নয়। অসুস্থতা চলে গেলে তার সম্পূর্ণ বিচার ক্ষমতা থাকে। এই মুহূর্তগুলিতে শুধু আত্মচেতনা অতিক্রান্ত হয়—যদি এককথায় অবস্থাটা বলতে হয়—এবং সেই সঙ্গে তীব্রতম মাত্রায় অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ অনুভূতি জাগে। যেহেতু ঐ মুহূর্তে—অর্থাৎ অজ্ঞান হওয়ার আগে শেষ সচেতন মুহূর্তে সে স্পষ্ট, সচেতনভাবে মনে মনে বলতে পারে, 'হ্যাঁ, এই মুহূর্তে লোকে নিজের জীবন দিয়ে দিতে পারে!' সুতরাং নিঃসন্দেহে সেই মুহূর্ত সত্যি সমগ্র জীবনের যোগ্য। অবশ্য তার মত সম্বন্ধে সে তর্ক করতে চায় না। এইসব 'সুন্দর মুহূর্তগুলির' ফলস্বরূপ অদ্ভুতভাবে দেখা দেয় জড়তা, মানসিক অন্ধকার, নির্বুদ্ধিভাব, সেটা সে অস্বীকার করতে পারে না। তার সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই ভুল আছে—অর্থাৎ ঐ মুহূর্ত সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে ভুল আছে—কিন্তু অনুভূতির সত্যতা তাকে কিছুটা হতবুদ্ধি করে ফেলে। ঐ সত্যতাকে সে কি ভাববে? কারণ সত্যিই এরকম ঘটে; সেই মুহূর্তে সে নিজের মনে সচিত বলে, যে অনন্ত সুখের অনুভূতি তার হয়েছে, তাতে ওই মুহূর্তটি যথার্থ সমগ্র জীবনের যোগ্য। মস্কোতে একদিন সে রোগোজিনকে বলেছিল, 'সেই মুহূর্তে মনে হয়, আর সময় পাওয়া যাবে না; এই অদ্ভুত কথার মানে যেন বুঝতে পারি।' হেসে বলল, 'হয়ত এই মুহূর্তটিই মহম্মদের পাত্র থেকে জল পড়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, যদিও ওই মৃগীরোগী মহাপুরুষ আল্লার সব কিছু দেখার সময় পেয়েছিলেন।'

হ্যাঁ, মস্কোতে রোগোজিনের সঙ্গে তার প্রায়ই দেখা হত, এবং শুধু এই আলোচনাই হত না। মিশকিন ভাবল, 'রোগোজিন এইমাত্র বলল, আমি তার ভাই; এ কথা ও আজ প্রথম বলল।'

বসন্তোদ্যানের একটা গাছের নীচে বসে এই কথা সে ভাবল। এখন প্রায় সাতটা বাজে। বাগান ফাঁকা, অস্তগামী সূর্যের ওপর দিয়ে এক মুহূর্তের জন্য একটা ছায়া চলে গেল। গুমোটভাব, হাওয়ায় দূরে ঝড়ের আভাস। তার বর্তমান চিন্তিতভাবের একটা মোহ রয়েছে। তার মন আর স্মৃতি যেন বাইরের প্রতিটি বস্তুকে আঁকড়ে ধরছে, তাতে তার আনন্দ হচ্ছে। সে সমানে বর্তমানকে, বিষণ্ণতাকে ভুলতে চাইছে; কিন্তু প্রথম নজরেই নিজের বিষণ্ণ চিন্তা সম্বন্ধে সচেতন হল, যে চিন্তা থেকে সে দূরে যেতে চাইছে। মনে পড়ল যে, রেস্তোরাঁয় খাবার সময়ে বেয়ারার সঙ্গে এক অদ্ভুত খুনের কথা হয়েছিল, যাতে বেশ আলোচনা আর চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এটা মনে পড়া মাত্রই এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।

হঠাৎ এক অস্বাভাবিক অদম্য ইচ্ছা, লোভ তার মনকে অবশ করে ফেলল। সে উঠে সোজা বাগান থেকে বেরিয়ে পিটার্সবার্গ সাইডের দিকে গেল। একটু আগে নেভা নদীর তীরে একজন পথচারীর কাছে সে পিটার্সবার্গ সাইড কোথায় জেনে নিয়েছে। জানলেও তখন ওখানে যায়নি। আজ ওখানে যাওয়া নিরর্থক

হবে সে জানত। ঠিকানাটা অনেকদিন তার কাছে আছে; সহজেই সে লেবেদিয়েভের আত্মীয়ের বাড়ী খুঁজে পেত, কিন্তু জানত, নিশ্চয় তাকে বাড়ীতে পাবে না। 'ও নিশ্চয়ই পাভলোভ্স্কে গেছে, নাহলে কোলিয়া স্কেলসে বলে যেত।' কাজেই এখন সে নিশ্চয়ই তাকে দেখার জন্য ওখানে যাচ্ছে না। অন্যরকম এক বিষণ্ণ, অসত্য কৌতূহল তাকে অবশ করেছে। হঠাৎ একটা নতুন বুদ্ধি মাথায় এসেছে।

সে যে বেরিয়েছে এবং কোথায় যাচ্ছে, জানে, এটাই তার পক্ষে যথেষ্ট, যদিও এক মুহূর্ত পরে নিজের পারিপার্শ্বিক প্রায় ভুলে গিয়ে সে হাঁটতে লাগল। এই মুহূর্তে 'আকস্মিক চিন্তার' কথা খুব বিশ্রী লাগছে, প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছে। যা চোখে পড়ছে সবকিছু সে কষ্টে মন দিয়ে দেখছে, দেখছে আকাশ, নেভা নদী। একটা ছোট ছেলের সঙ্গে কথা বলল। বোধহয় তার মৃগী বেগ তীব্রতর হচ্ছে। ঝড় ধীরে হলেও জমা হচ্ছে। দূরে বাজ পড়তে শুরু করেছে। হাওয়া খুব ভারী হয়ে উঠেছে

কোন কারণে, যেমন লোক মাঝে মাঝে কোন বিরক্তিকর, একঘেয়ে কথা ভুলতে পারে না, সেও তেমনি লেভেদিয়েভের ভাগ্নের চেহারা ভুলতে পারছে না, যাকে সে আজ সকালেই দেখেছে। অদ্ভুত হল যে, মিশকিনের সঙ্গে আলাপ করানোর সময়ে আজ সকালে লেবেদিয়েভ যে খুনীর কথা বলেছিল সে ছেলেটাকে সেইরকমই যেন দেখছে। হাঁ, অল্প আগেই ঐ খুনের কথা সে পড়েছে; রাশিয়ায় আসার পর এ ধরনের ঘটনা অনেক পড়েছে, শুনেছে, বুঝতে পেরেছে। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ঐ একই খুন নিয়ে ওয়েটারের সঙ্গে আলোচনায় সে খুব আগ্রহী হয়েছিল—জেমারিনদের হত্যাকাণ্ড। তার মনে পড়েছে, ওয়েটার তার সঙ্গে একমত হয়েছিল। ওয়েটারকেও তার মনে পড়েছে। লোকটা বুদ্ধিমান, ভদ্র, সতর্ক, অবশ্য 'ভগবান জানে, সে আসলে কি রকম, নতুন দেশে নতুন লোককে চেনা কঠিন।' তবুও তার রুশ মনের প্রতি গভীর বিশ্বাস দেখা দিচ্ছে। ঐ ছ মাসে তার অনেক কিছু ঘটেছে—যা তার কাছে একেবারে নতুন, অননুমিত, অজানা, অপ্রত্যাশিত। কিন্তু আরেক জনের মন অজানা, রুশ মন আজানা—অনেকদিন ধরে তার রোগোজিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব, তারা অন্তরঙ্গ ভাইয়ের মত। কিন্তু সে কি রোগোজিনকে চিনত? মাঝে মাঝে এর মধ্যেও কত অশান্তি দেখা দেয়! কী বিশৃঙ্খলা, কী বীভৎসতা। আর লেবেদিয়েভের ঐ ভাগ্নে কী বিরক্তিকর, আত্মসন্তুষ্ট ছোকরা। মিশকিন ভাবতে লাগল, 'আমি, আমি কী বলছি? সে কি ঐ ছ জন লোককে খুন করেছে? বোধহয় গুলিয়ে ফেলছি কী অদ্ভুত। আমার মাথা ঘুরছে · লেভেদিয়েভের বড় মেয়ের মুখটা কী চমৎকার, মিষ্টি—যে বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কী সরল, শিশুর মত মুখের ভাব! শিশুর মত হাসি।' আশ্চর্য যে ঐ মুখটা সে প্রায় ভুলে গেছে, এখন আর কিছু ভাবতে পারছে না। যে লেবেদিয়েভ তাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পা ঠুকছিল, সে হয়ত তাদের সবাইকে ভালবাসে। দুই দুয়ে চারের মত এটাও নিশ্চিত যে লেবেদিয়েভ তার ভাগ্নেকেও ভালবাসে।

কিন্তু সবে ঐদিন এসেই সে কি করে তাদের এত সমালোচনা করার সাহস পেল? কি করে এ রকম রায় সে দিচ্ছে? সেদিন লেভেদিয়েভ তার কাছে

একটা ধাঁধা হয়ে দেখা দিয়েছে। সে কি লেভেদিয়েভকে ওরকম দেখবে ভেবেছিল ? সে কি জানত যে লোকটা ওরকম ? লেবেদিয়েভ আর দ্যব্যরি—ভগবান! যদি রোগোজিন খুন করত, তাহলে খুনটা এ রকম নির্বোধের মত হত না। এ রকম বিশৃঙ্খলা ঘটত না। বিশেষ ধরনের তৈরী অস্ত্র এবং সম্পূর্ণ বিকারের ছ জনকে হত্যা করা হয়েছে···রোগোজিনের কি কোন বিশেষ অস্ত্র আছে? সে কি ..কিন্তু··· রোগোজিন কি সত্যিই খুন করত? মিশকিন হঠাৎ চমকে উঠল। 'প্রকাশ্যে এ রকম ভাবা কি আমার পক্ষে অপরাধ নয়? হীনতা নয়?' সে চেঁচিয়ে উঠল, লজ্জার আভা তার মুখে ছড়িয়ে গেল। সে স্তম্ভিত হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইল, যেন রাস্তায় বোবা হয়ে গেছে। অমনি আজ বিকেলের পাভলোভস্ক স্টেশন এবং সকালে যে স্টেশনে পৌঁছেছিল, তার কথা, চোখ সম্বন্ধে রোগোজিনের প্রশ্ন, তার যে ক্রশ এখনও পরে আছে, তার মার আশীর্বাদ, সিঁড়িতে রোগোজিনের শেষ উন্মত্ত আলিঙ্গন—তারপরে কিছু একটা সমানে খুঁজে চলা, ঐ দোকান, ঐ জিনিষ সব মনে পড়ল! কী নীচতা। এখন সে একটা 'বিশেষ উদ্দেশ্য' নিয়ে, 'বিশেষ আকস্মিক চিন্তা' নিয়ে চলেছে! সারা মন হতাশার কষ্টে সে অভিভূত। মিশকিন এখনি হোটেলে ফিরে যেতে চাইল। ফিরে সেদিকে হাঁটতেও শুরু করল, কিন্তু এক মিনিট পরে স্থির হয়ে ভেবে আবার যেদিকে যাচ্ছিল, সেইদিকে ফিরে গেল।

হ্যাঁ, সে পিটার্সবার্গে, বাড়ীটার কাছে এসে পড়েছে। এখন আর একই উদ্দেশ্য নিয়ে, সেই বিশেষ চিন্তা নিয়ে সেখানে যাচ্ছে না। তা কি করে হবে? হ্যাঁ, তার অসুখ ফিরে আসছে, কোন সন্দেহ নেই, হয়ত আজই সে অজ্ঞান হতে পারে। এই জন্যই এরকম অন্ধকার; 'চিন্তাটা'ও এই জন্য। এখন অন্ধকার কেটে গেছে, রাক্ষস পালিয়েছে; সন্দেহ নেই, হৃদয়ে আনন্দ। আর··এতদিন আগে তাকে দেখেছে যে আবার দেখতে চায়·· হ্যাঁ, এখন রোগোজিনের সঙ্গে দেখা করতে চায়। তার হাত ধরে দুজনে একসঙ্গে যেত। তার মন পবিত্র; সে রোগোজিনের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়! পরের দিন নিজে গিয়ে রোগোজিনকে বলবে যে তাকে দেখেছে। রোগোজিনের কথা মত সে শুধু তাকে দেখতে এখানে চলে এসেছে! হয়ত তাকে খুঁজে পাবে। সে পাভলোভস্কে আছে কিনা ঠিক নেই।

হ্যাঁ, এখন সব ঠিক করে নিতে হবে, যাতে সবাই সকলের মন স্পষ্ট বুঝতে পারে; সেদিন রোগোজিনের যেমন হয়েছিল, তেমন বিষণ্ণ আবেগ না থাকে; সবটাই স্বাধীনভাবে হওয়া চাই নিশ্চয়ই রোগোজিনও স্পষ্ট হতে পারে। সে বলেছে যে, তাকে সে সেভাবে ভালবাসে না, তার জন্য তার কোন সমবেদনা, 'কোনরকম করুণা' নেই। অবশ্য পরে বলেছে যে, 'হয়ত আমার ভালবাসার চেয়ে তোমার করুণা বেশী।' কিন্তু সে নিজের প্রতি অন্যায় করেছে। হুঁ! রোগোজিন পড়ছে ···ওটা কি 'করুণা' নয়? 'করুণা'-র সূচনা? ঐ বইয়ের অস্তিত্ব কি প্রমাণ করে না যে, তার বিষয়ে মনোভাব সম্বন্ধে সে পুরো সচেতন? আর আজ সকালে মিশকিনকে যা বলল? হ্যাঁ, সেটা আবেগের চেয়ে গভীর। তার মুখ কি আবেগের চেয়ে বেশী কিছু জাগায় না? এখন কি সে মুখ সত্যি আবেগ জাগাতে পারে? সে মুখ দুঃখ জাগায়, সমগ্র মনকে চেপে ধরে, ··একটা স্পষ্ট, যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি হঠাৎ মিশকিনের হৃদয়ে ভেসে উঠল।

হ্যাঁ, যন্ত্রণাদায়ক। তার মনে পড়ল, তার মধ্যে পাগলামির প্রথম লক্ষণ

দেখে অল্পদিন আগে তার কিরকম কষ্ট হয়েছিল। সে প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিল। সে যখন রোগোজিনের কাছে পালাল, তখন রোগোজিন কী করে তাকে ফেলতে পারল? খবরের জন্য অপেক্ষা না করে তার তাকে অনুসরণ করা উচিত ছিল। কিন্তু…একি সম্ভব যে রোগোজিন এখনো তার মধ্যে পাগলামি লক্ষ্য করেনি? হুঁ! রোগোজিন সবকিছুর অন্য কারণ দেখে—আবেগ! কি উন্মত্ত ঈর্ষ্যা! সেদিন সকালে সে অনুমান দিয়ে কি বোঝাতে চেয়েছিল? (মিশকিনের মুখ হঠাৎ লাল হয়ে সে শিউরে উঠল)।

কিন্তু সে কথা ভেবে কি লাভ? দু পক্ষই পাগল। মিশকিনের পক্ষে ওই মেয়েকে আবেগ দিয়ে ভালবাসা অভাবনীয়, প্রায় নিষ্ঠুরতা, অমানুষিকতা হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ। না, রোগোজিন নিজের প্রতি অন্যায় করেছে; তার মহৎ হৃদয় কষ্ট সহ্য করে সমব্যথী হতে পারে। যখন সে সত্য জানবে, বুঝবে ওই নিপীড়িতা, উন্মাদ মেয়েটি কী অসহায়, তখন কি সে তার সব অতীত, সব কষ্ট ক্ষমা করবে না? সে কি তখন তার দাস, ভাই, বন্ধু, বিধাতা হবে না? সমবেদনা রোগোজিনের মনকে শিখিয়ে জাগিয়ে তুলবে। সম্ভবতঃ সহানুভূতিই মানুষের অস্তিত্বের প্রধান, একমাত্র নিয়ম। সে কত অক্ষমণীয় ও অসম্মানজনকভাবে রোগোজিনের সঙ্গে ব্যবহার করেছে! না, 'রুশ মন দুর্জ্ঞেয় নয়,' তার নিজের মনেই অন্ধকার, কারণ সে এরকম ভয়ের কথা ভাবতে পেরেছে! মস্কোতে কিছু উষ্ণ আন্তরিক কথা বলার কালে রোগোজিন তাকে ভাই বলে ডেকেছে; অথচ সে…কিন্তু সে সব অসুখের বিকার। সে সব প্রকাশ পাবে।…আজ সকালে রোগোজিন কত দুঃখের সঙ্গে বলল যে তার 'বিশ্বাস চলে যাচ্ছে।' সে বলল যে, 'ঐ ছবিটা দেখতে তার ভাল লাগে,' আসলে ওটা তার ভাল লাগে না. সে ছবিটার প্রতি আকৃষ্ট হয়। রোগোজিন শুধু আবেগপ্রবণ নয়; সে সংগ্রামীও বটে: হারানো বিশ্বাস সে শক্তি দিয়ে ফিরে পেতে চায়। এখন ওই তার খুব দরকার। হ্যাঁ. কিছুতে বিশ্বাস করা দরকার! কাউকে বিশ্বাস করা দরকার। হল বেনের ছবিটা কী অদ্ভুত।. আচ্ছা, এই তো রাস্তা! এখানেই সে বাড়ীটি হবে। হ্যাঁ, এই তো ১৬ নম্বর, 'মাদাম ফিলিসোভের বাড়ী।' এই যে। মিশকিন বেল বাজিয়ে নাস্তাসিয়ার খোঁজ করল।

বাড়ীর গৃহিনী তাকে নিজে বললেন যে, আজ সকালে নাস্তাসিয়া দারিয়ার কাছে পাভলোভস্কে গেছে, 'হয়ত কয়েকদিন এখানে থাকতে পারে।' মাদাম ফিলিসোভ ছোটখাট, ধারালো চোখ-মুখওয়ালা বছর চল্লিশ বয়সের মহিলা, মুখের ভাব ধূর্ত, সন্দিগ্ধ। তিনি তাকে নাম জিজ্ঞাসা করলেন, প্রশ্নে ইচ্ছাকৃত রহস্যের ভাব। মিশকিনের প্রথম উত্তর দেওয়ার ইচ্ছে হল না, কিন্তু পর মুহূর্তেই বলল তার নামটা নাস্তাসিয়াকে বলতে। মাদাম ফিলিসোভ এই অনুরোধ খুব মন দিয়ে, অস্বাভাবিক রহস্যের ভঙ্গীতে শুনলেন; যেন বোঝাতে চাইলেন, 'নিশ্চিন্ত থাক; আমি বুঝেছি।' মিশকিনের নাম শুনে তিনি খুবই প্রভাবিত হলেন! মিশকিন অন্যমনস্কভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে হোটেলের দিকে রওনা হল। কিন্তু এখন তাকে একেবারে অন্য রকম দেখাচ্ছে! আবার এক অদ্ভুত পরিবর্তন তার মধ্যে এসেছে এই মুহূর্তে। আবার সে ফ্যাকাশে, দুর্বল, ব্যথিত, উদ্বিগ্ন হয়ে হাঁটতে লাগল; তার হাঁটু কাঁপছে, একটা অস্পষ্ট ঘোলাটে হাসি নীল ঠোঁটে খেলা

করছে। 'তার আকস্মিক চিন্তা' 'আবার দৃঢ় ও যথার্থ হয়ে দেখা দিয়েছে, আবার সে সেই শয়তানে বিশ্বাস করছে।

কিন্তু সত্যিই কি ওটা ঠিক? ওটা কি যথার্থ? আবার তার মনে সেই কম্পন, সেই ঠাণ্ডা ঘাম, অন্ধকার আর শীতলতা কেন? আবার সে সেই চোখ দেখেছে বলে কি? কিন্তু ঐ চোখ দেখবে বলেই তো সে বসন্তোদ্যান থেকে বেরিয়েছিল! সেইটাই ছিল তার 'আকস্মিক চিন্তা।' সে ঐ চোখ দুটো আবার খুব দেখতে চাইছিল এইজন্য যাতে সে তা ঐ বাড়ীতে দেখতে পায়। তার তীব্র ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সত্যিই সেগুলো দেখেছে বলে এখন সে এত হতাশ আর অভিভূত হয়ে পড়ল কেন? যেন ওটা সে আশা করেনি। হ্যাঁ, সেই চোখ (ওটা যে সেই চোখ, তাতে সন্দেহ নেই) যেটা সকালে তার দিকে তাকিয়ে জ্বলছিল, যখন সে ট্রেন থেকে ভীড়ের মধ্যে নামল; সেই চোখ (একেবারে সেই চোখ), বিকেলে সে যখন রোগোজিনের বাড়ীতে বসেছিল, তখন ঐ চোখ দুটোকে পেছনে দেখতে পেয়েছিল। রোগোজিন তখন সেটা স্বীকার করেনি, সে ঠাণ্ডা হাসি হেসে বলেছিল, 'ও কার চোখ?' অল্প আগে, মিশকিন যখন আগলেয়াকে দেখতে যাওয়ার জন্য পাভলোভস্কের ট্রেনে উঠছিল তখন তৃতীয়বার হঠাৎ ঐ চোখ দেখল, তখন তার খুব ইচ্ছে হল রোগোজিনকে গিয়ে বলে, ওটা কার চোখ। কিন্তু সে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল কিছু খেয়াল না করে; শেষে দেখল, এক ছুরিকাঁটার দোকানে হরিণের শিং-এর হাতলওয়ালা একটা জিনিষের দাম হাঁকছে, ষাট কোপেক। এক অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর শয়তান তার ঘাড়ে ভর করেছে, সে তাকে ছাড়বে না। সে বসন্তোদ্যানে একটা লেবুগাছের নীচে বসে যখন ভাবছিল, তখন এই শয়তান তাকে চুপিচুপি বলল যে, যদি আজ রোগোজিন তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়, তাহলে মিশকিন পাভলোভস্কে যায়নি দেখে (সেটা রোগোজিনের পক্ষে ভয়ঙ্কর সত্য) সে নিশ্চয়ই ফিলিসোভের বাড়ীতে যাবে এবং তার ওপরে নজর রাখবে। মিশকিন আজ সকালেই তাকে কথা দিয়েছে নাস্তাসিয়ার সঙ্গে দেখা করবে না, সেজন্য সে পিটার্সবার্গে আসেনি। অথচ এখন সে উত্তেজিতভাবে ঐ বাড়ীতে ছুটে যাচ্ছিল। যদি ওখানে সত্যি রোগোজিনের সঙ্গে দেখা হত? সে দেখেছে এক অসুখী মানুষকে, যার মন বিষণ্ণ কিন্তু সহজে বোঝা যায়। ঐ অসুখী মানুষ নিজেকে লুকিয়েও রাখেনি। হ্যাঁ, আজ সকালে রোগোজিন কোন কারণে এটা অস্বীকার করে মিথ্যে কথা বলেছে, কিন্তু স্টেশনে সে প্রকাশ্যে দাঁড়িয়েছিল। বরং মিশকিনই নিজেকে গোপন করেছিল, রোগোজিন নয়। এখন সে উল্টোদিকের ফুটপাথে পঞ্চাশ পা দূরে রাস্তার ওপাশে হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে তাকে খুব অদ্ভুত লাগছে এবং সে যেন ইচ্ছে করেই অদ্ভুত হতে চায়। সে অভিযোগকারীর মত, বিচারকের মত দাঁড়িয়ে আছে ··আর কিসের মতই বা নয়?

মিশকিন তার কাছে এখন গেল না কেন? চোখোচোখি হতেও যেন দেখতে পায়নি এভাবে সে চলে এল কেন? (হ্যাঁ, তাদের চোখোচোখি হয়েছে, তারা পরস্পরকে দেখেছে)। অথচ সে নিজেই রোগোজিনকে হাত ধরে ওখানে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। সে পরের দিন গিয়ে তাকে বলতে চেয়েছিল যে, নাস্তাসিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ওখানে যাওয়ার অর্ধেক পথে যখন হঠাৎ আনন্দে

তার মন প্লাবিত হয়ে গেল, তখন সে আর শয়তানকে মানতে চাইল না। সত্যিই কি আজ রোগোজিনের মধ্যে. তার সমগ্র সত্তায়, কথায়, চলাফেরায়, আচরণে, চাহনিতে সব মিলিয়ে এমন কিছু ছিল—যাতে মিশকিনের অদ্ভুত ভ্রান্তি আর মনের উদ্ভট নির্দেশ সত্যি বলে প্রমাণ হয়? এমন কিছু, যা দেখা যায়, কিন্তু বিশ্লেষণ বা বর্ণনা করা কঠিন; যা প্রমাণ করা অসম্ভব। তবু, সব অসুবিধা আর অসম্ভাব্যতা সত্ত্বেও এমন এক সম্পূর্ণ, প্রবল প্রভাব বিস্তার করে যা স্বভাবতঃ দৃঢ় ধারণায় পরিণত হয়?

ধারণা—কিসের? (ওঃ, এই বিশ্বাসের, 'এই নীচ সম্ভাবনা'-র কুশ্রীতা, আর 'হীনতা' মিশকিনকে কত পীড়িত করেছে, সে নিজেকে কত ভর্ৎসনা করেছে!) সে নিজেকে অনবরত ভর্ৎসনা করে কৈফিয়ৎ চেয়েছে, 'যদি সাহস থাকে তো বল, কি ভাবছ? দ্বিধা না করে স্পষ্ট, নিখুঁত করে তা বল! ওঃ, আমি ঘৃণ্য!' সে মুখে বিরক্তি আর লজ্জা নিয়ে এ কথা বার বার বলেছে। 'কি করে বাকী জীবন ঐ লোকটার দিকে তাকাব! এইদিন কী রকম! হে ভগবান, কী দুঃস্বপ্ন!'

পিটার্সবার্গ সাইড থেকে ফেরার পথে সেই দীর্ঘ, দুঃসহ হাঁটার শেষে একবার মিশকিনের অদম্য ইচ্ছে হল সোজা রোগোজিনের কাছে গিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করে, তাকে জড়িয়ে ধরে, কেঁদে সব বলে এসব মিটিয়ে ফেলে। কিন্তু এতক্ষণে সে হোটেলে ফিরে এসেছে। সেই সকালের হোটেলটা, তার বারান্দা, পুরো বাড়ীটা, তার ঘর—সব তার খারাপ লেগেছিল প্রথম নজরেই। দিনের মধ্যে অনেকবার বিরক্তির সঙ্গে সে ভেবেছে ওখানে ফিরতে হবে···সে দরজায় দাঁড়িয়ে বিরক্তির সঙ্গে ভাবল, 'অসুস্থ স্ত্রীলোকের মত, আমি আজ সব অলক্ষণে বিশ্বাস করছি!' হঠাৎ আর একটা ঘটনা তার মনে পড়ল; তবে 'ঠাণ্ডা মাথায়' 'সম্পূর্ণ সংযত-ভাবে 'বিনা আতঙ্কে' সে সেকথা ভাবল। হঠাৎ আজ সকালে রোগোজিনের টেবলে দেখা ছুরিটার কথা মনে পড়ল। সে নিজেই খুব অবাক হয়ে ভাবল, 'কিন্তু রোগোজিন যতগুলো খুশী ছুরি তার টেবলে রাখে না কেন?' এবং স্তম্ভিত হয়ে তার মনে পড়ল, কিভাবে ছুরিকাঁটার দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল। শেষে চেঁচিয়ে উঠল, 'কিন্তু এর সঙ্গে কি সম্পর্ক থাকতে পারে?' হঠাৎ থেমে গেল। লজ্জা আর, হতাশার এক আকস্মিক নতুন ধাক্কা তাকে ঠিক গেটের বাইরে আটকে রাখল। এক মিনিট সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লোক মাঝে মাঝে এভাবে আকস্মিক অসহ্য স্মৃতিতে স্তব্ধ হয়ে যায়, বিশেষতঃ যখন তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে লজ্জা। সে বিষণ্ণভাবে বলল, 'হ্যাঁ, আমি হৃদয়হীন, ভীরু।' হঠাৎ চলতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

সর্বদা অন্ধকার দরজা এখন আরো অন্ধকার; আকাশে ঝড়ের মেঘ ছড়িয়ে পড়ে সন্ধ্যালোক ঢেকে দিয়েছে। ঠিক যখন মিশকিন বাড়ীটায় পৌঁছল, তখন ঝড় উঠে বৃষ্টি শুরু হল। সাময়িক বিরতির পর হঠাৎ যখন এগোতে গেল, তখন সে ঠিক দরজার মুখে দাঁড়িয়ে। দরজার নীচে, সিঁড়ির নীচে আধো অন্ধকারে সে হঠাৎ একজন লোককে দেখতে পেল। লোকটা যেন কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে, কিন্তু তখনি সে মিলিয়ে গেল। মিশকিন মাত্র একঝলক দেখল, স্পষ্ট দেখতে পায়নি, কাজেই ঠিক বলতে পারল না লোকটা কে। তাছাড়া, এখান দিয়ে বহু লোক যেতে পারে; এটা হোটেল, অনবরত লোক যাচ্ছে, আসছে। কিন্তু

হঠাৎ তার এক প্রচণ্ড বিশ্বাস হল যে, লোকটাকে সে চিনতে পেরেছে, নিশ্চয়ই সে রোগোজিন। এক মিনিট পরে মিশকিন তার পেছনে পেছনে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে গেল। তার মন দমে গেছে। সে অদ্ভুত বিশ্বাসে মনে মনে বার বার বলতে লাগল, 'এবারে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

যে সিঁড়ি দিয়ে মিশকিন দৌড়ল, সেটা দরজা থেকে দোতলা ও তিনতলার বারান্দা পর্যন্ত চলে গেছে ; ঐ দুটো তলায় হোটেলের ঘরগুলো। সব পুরনো বাড়ীর মত, এই সিঁড়িটা পাথরের তৈরী, অন্ধকার, সরু এবং একটা মোটা পাথরের থামকে ঘিরে রয়েছে। প্রথম চাতালে থামে একটা গর্ত আছে ; এক গজের বেশী চওড়া নয়, ন'ইঞ্চি গভীর। তবু ওখানে একটা লোক দাঁড়াবার মত জায়গা আছে। ওটা অন্ধকার হলেও মিশকিন চাতালে পৌঁছেই বুঝল যে একটা লোক ওখানে লুকিয়ে আছে। হঠাৎ ডানদিকে না তাকিয়ে সে চলে যেতে চাইল। এক পা এগিয়েও সে পেছনে না তাকিয়ে পারল না।

দুটো চোখ সেই বিশেষ চোখ দু'টার সঙ্গে চোখাচোখি হল। গর্তে লুকোনো লোকটা ইতিমধ্যে এক পা সরে গেছে। এক সেকেণ্ড তার মুখোমুখি প্রায় পরস্পরকে ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ মিশকিন কাঁধ ধরে তাকে সিঁড়ির দিকে আলোর কাছাকাছি ফিরিয়ে দিল, তার মুখটা আরো ভাল করে দেখতে চায়।

রোগোজিনের চোখ জ্বলে উঠল এবং ক্রুদ্ধ হাসিতে তার মুখ বিকৃত হয়ে গেল। ডান হাতটা তুলতে কি যেন চকচক করে উঠল ; মিশকিন সেটা পরীক্ষা করার কথা ভাবেনি। শুধু মনে আছে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'পার্ফিয়োন, আমি বিশ্বাস করি না। তারপর হঠাৎ কি যেন তার চোখের সামনে সরে গেল, তার আত্মা তীব্র অন্তরালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে বোধ হয় আধ সেকেণ্ড সময় তবু স্পষ্ট, সজ্ঞানে তার শুরুটা মনে আছে ; তার বুক থেকে আর্ত চীৎকারের প্রথম শব্দ বেরোল, সেটা সে কোন ভাবে থামাতে পারল না। তারপর হঠাৎ তার চেতনা বিলুপ্ত হয়ে ঘন অন্ধকার নেমে এল।

মৃগী রোগের মূর্চ্ছা, দীর্ঘ কাল বাদে এই প্রথম। এটা সুপরিচিত যে, মৃগীর মূর্চ্ছা হঠাৎ ঘটে। তখন মুখ ভয়ানক, বিশেষতঃ চোখ, ভয়ানক বিকৃত হয়ে যায়। সারা শরীর এবং মুখ দুমড়ে মুচড়ে যায়। রোগীর গলা থেকে বেরিয়ে আসে এক ভয়ঙ্কর, অবর্ণনীয় চীৎকার, যার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা চলে না। সে চীৎকারে মানবিক সবকিছু মুছে যায়, দর্শকের পক্ষে বোঝা এবং স্বীকার করা শক্ত বা অসম্ভব যে, ঐ লোকটাই চেঁচাচ্ছে। মনে হয় যে, তার ভেতর থেকে যেন অন্য কেউ চেঁচাচ্ছে। অন্তত এইভাবে বহু লোক তাদের অনুভূতি বর্ণনা করেছে। মৃগী মূর্চ্ছার দৃশ্য দেখে অনেকে গভীর ও অসহ্য ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে, তাতে একটু গা-ছমছমানি ভাব থাকে। মনে করা যেতে পারে যে, এরকম কোন আকস্মিক ভয়ের অনুভূতি, তার সঙ্গে তাৎক্ষণিক প্রচণ্ড অনুভূতি হঠাৎ রোগোজিনকে অসাড় করে দিল ; এইভাবে, যে ছুরি দিয়ে মিশকিনকে সে মারত, তার থেকে মিশকিন বেঁচে গেল। তারপর ওটা মূর্চ্ছা বলে বুঝবার আগে, মিশকিন টলমল করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে পড়ে পাথরের সিঁড়িতে মাথায় খুব চোট পেয়েছে দেখে, রোগোজিন সোজা দেহটা এড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল এবং কি করছে না বুঝে, হোটেল থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

প্রচণ্ড হাত-পা ছুঁড়ে অসুস্থ লোকটি প্রায় পনেরোটা সিঁড়ি গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল। খুব চটপট, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তার দিকে নজর পড়তে ভীড় জমা হল। তার মাথা থেকে গড়িয়ে পড়া রক্তের স্রোতে সন্দেহ হল, লোকটা নিজেই নিজেকে জখম করেছে না কোন অপরাধ ঘটেছে। অবশ্য শীঘ্রই বোঝা গেল, এটা মৃগী; হোটেলের একজন চিনতে পারল যে, মিশকিন আজ সকালে এসেছে। একটা সৌভাগ্যজনক ঘটনায় দৈবাৎ সমস্যার সমাধান হল।

কোলিয়া হোটেলে চারটেয় ফিরবে কথা দিয়েও পাভলোভস্কে চলে গিয়েছিল; সে হঠাৎ খেয়ালে মাদাম এপানচিনের কাছে খেতে চাইল না, পিটার্স'বার্গে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি স্কেলসে ফিরল প্রায় সাতটায়। মিশকিনের রেখে যাওয়া চিঠি থেকে সে শহরে এসেছে জানতে পেরে সে তাড়াতাড়ি চিঠিতে লেখা ঠিকানায় তাকে খুঁজতে বেরোল। হোটেলে মিশকিন বেরিয়ে গেছে জানতে পেরে, সে নীচে রেস্তোরাঁয় এসে চা খেতে খেতে এবং অর্গান শুনতে শুনতে অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ কানে এল কেউ অজ্ঞান হয়েছে, সে মনে মনে ভীত হয়ে দৌড়ে গিয়ে মিশকিনকে চিনতে পারল। সাথে সাথে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হল। মিশকিনকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। জ্ঞান এলেও সে অনেকক্ষণ পুরো সচেতন হল না। একজন ডাক্তার এসে তার মাথার জখম দেখে বললেন, কোন ভয় নেই; তিনি একটা লোশন আনতে বললেন। একঘন্টা পরে মিশকিন যখন বুঝতে পারল, কি ঘটছে, তখন কোলিয়া তাকে হোটেল থেকে একটা ঢাকা গাড়ীতে লেবেদিয়েভের বাড়ীতে নিয়ে গেল; লেবেদিয়েভ রোগীকে নমস্কার ও অস্বাভাবিক আতিথ্য সৎকারে গ্রহণ করল। তার জন্য সে তাড়াতাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা করল এবং তিনদিন পরে সবাই পাভলোভস্কে পৌঁছল।

॥ ছয় ॥

লেবেদিয়েভের বাড়ী বড় নয়, কিন্তু আরামদায়ক ও সুন্দর। যে অংশটা ভাড়া দেওয়া হবে, সে দিকটা নতুন সাজানো হয়েছে। রাস্তা থেকে যে বড় বারান্দা দিয়ে বাড়ীতে ঢুকতে হয়, সেখানে বড় বড় সবুজ কাঠের টবে কমলালেবু, আর যুঁই গাছ বসানো আছে, যা লেবেদিয়েভের মতে জায়গাটাকে খুবই আকর্ষণীয় করেছে। বাড়ীর সঙ্গে সে ওই গাছও কয়েকটা কিনেছিল এবং বারান্দায় সেগুলোর সৌন্দর্যে এত মুগ্ধ হয়েছিল যে ঠিক করেছিল, নীলামে ওই জাতীয় গাছ আরো কিছু কিনবে। যখন সব গাছগুলো কিনে লাগানো হল, তখন দিনে অনেকবার লেবেদিয়েভ সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিল, রাস্তা থেকে দৃশ্যটা উপভোগ করতে এবং প্রতিবারই ভবিষ্যতের ভাড়ার অঙ্কটা মনে মনে বাড়িয়ে তুলছিল।

ক্লান্ত, হতাশ, অবসন্ন মিশকিন বাড়ীটা দেখে আনন্দিত হল। কিন্তু পাভলোভস্কে পৌঁছবার দিন—অর্থাৎ অজ্ঞান হওয়ার তিনদিন পরে—মিশকিনকে আবার প্রায় সুস্থ দেখাচ্ছে, যদিও ভেতরে এখনো তার অসুস্থতা রয়েছে। এই তিনদিন যারা তার চারদিকে ছিল, তাদের সকলকে দেখে সে খুশী হল; কোলিয়া তাকে ছেড়ে একবারো যায়নি, তাকে দেখে সে খুশী হল, লেবেদিয়েভ পরিবারকে দেখে খুশী হল (তার ভাগ্নে কোথায় চলে গেছে); লেবেদিয়েভকে দেখে খুশী হল; এমনকি জেনারেল ইভোলজিনকেও আপ্যায়ন করল, পিটার্স'বার্গ ছেড়ে যাওয়ার আগে তিনি তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। যেদিন সন্ধ্যায় পাভলোভস্কে ওরা পৌঁছল,

সেদিন বারান্দায় তার পাশে অনেকে জড়ো হল। প্রথম এল গানিয়া, তাকে মিশকিন প্রায় চিনতে পারেনি; সে গত ছ'মাসে খুব বদলে গেছে, রোগা হয়ে গেছে। তারপর এল ভারিয়া আর তিৎসিন, তিৎসিনেরও পাভলোভস্কে একটা বাড়ী আছে। জেনারেল প্রায় সর্বদা লেবেদিয়েভের বাড়ীতে থাকেন, তিনিও এসে ঢুকলেন। লেবেদিয়েভ চেষ্টা করছিল, তিনি যেন মিশকিনের দিকে না যান। সে জেনারেলের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করল, যেন তারা পরস্পরকে অনেকদিন চেনে। এই তিনদিনে মিশকিন লক্ষ্য করেছে, ওরা প্রায়ই অনেকক্ষণ কথা বলেছে, ওরা চেঁচিয়েছে, এমনকি গুরুগম্ভীর বিষয়েও তর্ক করেছে। তাতে লেবেদিয়েভ খুব খুশী হয়েছে। লোকে ভাবতে পারে যে, জেনারেলকে তার দরকার। যেদিন থেকে তারা পাভলোভস্কে গেছে, সেদিন থেকে জেনারেলের বিষয়ে ও নিজের পরিবার সম্বন্ধে লেবেদিয়েভ খুব সাবধান হয়ে রয়েছে। মিশকিনকে বিরক্ত না করার ছুতোয় কাউকে তার সঙ্গে দেখা করতে দেয় না। সে পা ঠোকে, মেয়েদের দিকে ছুটে তাদের তাড়া ক'রে যায়, এমনকি শিশু কোলে ভেরাকেও তাড়া করে, যদি একটুও সন্দেহ হয় যে, ওরা বারান্দায় যাচ্ছে, যদিও মিশকিন একান্ত অনুনয় করেছে, কাউকে না তাড়াতে।

মিশকিনের সরাসরি প্রশ্নের উত্তরে শেষে সে বলল, 'ওরা যা চায়, তাই যদি করতে দেন, তাহলে প্রথমতঃ কোন সম্মান থাকবে না; দ্বিতীয়তঃ এটাই ওদের পক্ষে ঠিক।'

মিশকিন প্রতিবাদ করল, 'কিন্তু কেন? সত্যি এত বেশী নজর দিয়ে তুমি আমায় চিন্তায় ফেলছ। তোমায় অনেকবার বলেছি, একা থাকা আমার পক্ষে একঘেয়ে; যেভাবে তুমি সব সময়ে হাত নাড়ছ আর পা টিপে হাঁটছ, তাতে আমায় আরো অবসন্ন করে দিচ্ছ।'

মিশকিন ইঙ্গিত করল যে, রোগীর জন্য শান্তি দরকার, এই ছুতোয় লেবেদিয়েভ বাড়ীর লোকদের তাড়ালেও, সে নিজে মুহূর্তে মুহূর্তে এসে আগে দরজা খুলে মাথা গলিয়ে ঘরটা দেখছে, যেন দেখে নিচ্ছে মিশকিন পালিয়েছে কিনা, তারপর আস্তে পা টিপে আরাম কেদারার কাছে আসছে, ফলে মাঝে মাঝে রোগী চমকে উঠছে। অনবরত প্রশ্ন করছে, তার কিছু চাই কিনা। যখন মিশকিন একা থাকতে চাইছে, তখন একটা কথাও না বলে অনুগতের মত পেছন ফিরে, প্রতি পদক্ষেপে হাত দোলাতে দোলাতে দরজা পর্যন্ত পা টিপেটিপে যাচ্ছে, যেন বলতে চায়, সে শুধু দেখতে এসেছিল, কথা বলতে নয় এবং আর আসবে না; তবু দশ মিনিট বা বড় জোর পনের মিনিটের মধ্যেই আবার আসছে। কোলিয়া যে ইচ্ছে মত মিশকিনের কাছে যেতে পারে, এটা লেবেদিয়েভের পক্ষে গভীর দুঃখ, এমনকি বিরক্তির বিষয়। কোলিয়া দেখেছে, সে আর মিশকিন কি বলছে তা শোনার জন্য লেবেদিয়েভ আধ ঘণ্টা সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে মিশকিনকে কথাটা জানিয়েছে।

মিশকিন প্রতিবাদ করল, 'তুমি আমায় তালাবন্ধ করে রাখ, যেন আমায় দখল করেছ। এখানে অন্তত আমি অন্যভাবে থাকতে চাই। তোমায় বলে দিচ্ছি, যার সঙ্গে খুশী দেখা করব, যেখানে খুশী যাব।'

লেবেদিয়েভ হাত নেড়ে বলল, 'বিলক্ষণ।'

মিশকিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক দেখল।

'তোমার বিছানার মাথার কাছে যে আলমারীটা ঝুলছিল, সেটা এখানে এনেছ ?'

'না, আনিনি।'

'ওখানে রেখে এসেছ ?'

'ওটা আনা যেত না—দেয়াল থেকে উপড়ে আনতে হত মজবুত করে দেয়ালে লাগানো ছিল।'

'কিন্তু এখানে যদি ওরকম একটা থাকে ?'

'আরো ভালো। ভিলাটা কেনার সময়েই ছিল।'

'আ হা। কাকে একঘন্টা আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে দাওনি ?'

উনি উনি জেনারেল। সত্যি ওকে ঢুকতে দিই নি, তাঁর আসা উচিত হত না। তাঁর প্রতি আমার খুব শ্রদ্ধা রয়েছে প্রিন্স উনি উনি মহৎ লোক। আমায় বিশ্বাস করছেন না ? বেশ দেখবেন কিন্তু এখনো তাঁর সঙ্গে দেখা না করে ভালোই হয়েছে।

কিন্তু কেন জানতে পারি ? কেন তুমি এখন পা টিপে দাঁড়িয়ে রয়েছ ? কেন তুমি সব সময় এমনভাবে আস যেন কোন গোপন কথা বলবে ?'

লেবেদিয়েভ আবেগের সঙ্গে হঠাৎ বুক চাপড়ে বলল আমি নীচ, বুঝতে পারি। জেনারেল কি আপনাকে খুব যত্ন করবেন না ?'

'খুব যত্ন ?

'হ্যাঁ যত্ন। প্রথমতঃ উনি আমার সঙ্গে থাকতে চান। তা করতে পারেন, কিন্তু উনি সর্বদা চরমে পৌঁছে যান। উনি এখন আত্মীয় হতে চাইছেন। ইতিমধ্যে অনেকবার আত্মীয়তার প্রশ্ন উঠেছে, মনে হয় বিবাহসূত্রে আমাদের সম্বন্ধ আছে। আপনিও তাঁর দূর সম্পর্কের ভাই মায়ের দিকে, সবে গতকাল এটা আমায় বলেছেন। আপনি ভাই ল আমি আর আপনিও আত্মীয়। তাতে কিছু যায় আসে না, সে তুচ্ছ দুর্বলতা, কিন্তু উনি এইমাত্র বললেন যে সারা জীবন সামরিক অফিসার হয়ে থেকে গত বছরের জুন পর্যন্ত উনি কখনো দুশো জনের কম লোক নিয়ে খেতে বসেননি। শেষে বললে, তারা কখনো টেবল থেকে উঠত না, তাই ত্রিশ বছর ধরে একটানা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পনেরো ঘন্টা চলত তাদের জল খাবার, মধ্যাহ্নভোজ, সান্ধ্যভোজ, টেবল ক্লথ বদলানোর সময় হত না। একজন গেলেই আর একজন আসত। ছুটির দিনে তিনশো লোক হত এবং রাশিয়ার সহস্রতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে উনি সাতশো লোক গুনে ছিলেন। এটা তাঁর নেশা, এসব খুব খারাপ লক্ষণ। বাড়ীতে এরকম লোক থাকলে লোক ভয় পায়। আমি ভাবছি, 'আমার এবং আপনার পক্ষে এরকম লোক কি খুব অতিথিপরায়ণ নয় ?'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তো ভাল ?'

'আমরা ভায়ের মত, ঠাট্টা করছিলাম একটু। কাজের কথা বলি। ওতে কি আসে যায় ? এটা আমার পক্ষে সম্মান। খাবার ঘরের দুশো লোক আর রাশিয়ার সহস্রতম বার্ষিকীর মধ্যেও উনি অসাধারণ। সত্যি বলছি। আপনি এখনি গোপন কথার সম্বন্ধে বললেন—মানে, যখনি আপনার কাছে আসি, মনে হয় যেন আমার কোন গোপন কথা আছে—সত্যিই তাই। আপনার পরিচিত একজন খবর পাঠিয়েছে যে, সে গোপনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে খুব ইচ্ছুক।'

'গোপনে কেন? কক্ষনো না। যদি চাও, আজ আমি নিজে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করব।'

লেবেদিয়েভ হাত নেড়ে প্রতিবাদ করল, 'না, না! যা ভাবছেন, ও সেজন্যে ভীত নয়। ভাল কথা, বর্বরটা প্রতিদিন আপনার শরীরের খোঁজ নিতে আসে। জানতেন এ কথা?'

'তুমি সত্যি ওকে এতবার 'বর্বর" বল যে, আমার সন্দেহ হয়।'

লেবেদিয়েভ তাড়াতাড়ি কথাটা থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার সন্দেহের কিছু নেই—সন্দেহের কোন ব্যাপার নয়। আমি শুধু বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, একজন তাকে এজন্য ভয় পায় না, ভয় পায় একেবারে অন্য বিষয়ে।'

মিশকিন লেবেদিয়েভের রহস্যময় অঙ্গ ভঙ্গী দেখে অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করল, 'কিসে ভয় পায়? তাড়াতাড়ি বল।'

লেবেদিয়েভ হাসল, 'সেটাই তো গোপন কথা।'

'কার গোপন কথা?'

'আপনার। আপনি নিজেই আমাকে এ কথা আপনার সামনে বলতে বারণ করেছেন, প্রিন্স।' শ্রোতার কৌতূহল যন্ত্রণাদায়ক অসহিষ্ণুতায় পৌঁছনোকে বেশ উপভোগ করে লেবেদিয়েভ মৃদুস্বরে হঠাৎ বলল, 'সে আগলেয়া ইভানোভনাকে ভয় পায়।'

মিশকিন ভুরু কুঁচকে মিনিটখানেক চুপ করে রইল।

হঠাৎ বলল, 'লেবেদিয়েভ, তোমার বাড়ী ছেড়ে দেব। তিৎসিন গ্যাব্রিল ওরা কোথায়? ওদেরো তুমি তাড়িয়েছ।'

'ওরা আসছে—ওরা আসছে। জেনারেল ইভোলজিনও পেছনে আসছেন। সব দরজা খুলে দিয়ে আমার মেয়েদেরো ডাকব—প্রত্যেককে, এখনি।' লেবেদিয়েভ হাত ছড়িয়ে এক দরজা থেকে আর এক দরজায় ছুটোছুটি করতে লাগল।

এই সময়ে কোলিয়া রাস্তা থেকে বারান্দায় এসে বলল, 'মাদাম এপানচিন আর তাঁর তিন মেয়ে দেখা করতে আসছেন।'

লেবেদিয়েভ এই খবরের উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে বলল, 'তিৎসিন আর গ্যাব্রিলদের কি ঢুকতে দেব? জেনারেলকে কি ঢুকতে দেব?'

'কেন নয়? যে খুশী আসুক। তোমায় বলছি, লেবেদিয়েভ, প্রথম থেকে আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা ভুল, তুমি আগাগোড়া ভুল করে যাচ্ছ। নিজেকে কারোর কাছে লুকিয়ে রাখার আমার কোন কারণ নেই।' মিশকিন হাসল।

ওকে দেখে লেবেদিয়েভ ভাবল, তারো হাসা উচিত। গভীর উত্তেজনা সত্ত্বেও তাকে খুব খুশী মনে হচ্ছে।

কোলিয়ার আনা খবরটা ঠিক। সে এপানচিনদের থেকে সামান্য এগিয়ে এসেছে তাদের আসার খবর দিতে, সুতরাং অতিথিরা এখনি বারান্দার দুদিক থেকে উঠে এল—রাস্তা থেকে এপানচিনরা এবং ভেতর থেকে তিৎসিন, গানিয়া আর জেনারেল ইভোলজিন।

এপানচিনরা সবে কোলিয়ার কাছে শুনেছে যে মিশকিন অসুস্থ এবং পাভলোভস্কে আছে। তার আগে পর্যন্ত মাদাম এপানচিন বেশ দ্বিধার মধ্যে ছিলেন। দুদিন আগে জেনারেল মিশকিনের কার্ডটা পরিবারে দিয়েছিলেন। সে

কার্ড দেখে লিজাভেটার দৃঢ় ধারণা হল যে, মিশকিন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে পাভলোভস্কে আসবে। বৃথাই তাঁর মেয়েরা বোঝাল যে, যে লোক ছ'মাস চিঠি লেখেনি, সে এত ব্যস্ত হতে পারে না, তাছাড়া পিটার্সবার্গে তার অনেক কাজ থাকতে পারে। সে কি করছে, তারা কি করে জানবে? এ সব মন্তব্যে মাদাম বেশ রেগে গেলেন। তিনি প্রায় বাজী ধরতে গিয়েছিলেন যে, মিশকিন পরের দিনই আসবে, যদিও সেটা বেশ দেরী হবে। পরের দিন সারা সকাল তিনি তার অপেক্ষায় ছিলেন; সন্ধ্যায় খাবার সময়ে অপেক্ষা করেছেন, এবং যখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেল তখন লিজাভেটা সব কিছুতে রাগ করতে শুরু করলেন, সকলের সঙ্গে ঝগড়া করতে লাগলেন, অবশ্য ঝগড়ার কারণ স্বরূপ মিশকিনের উল্লেখ করলেন না। তৃতীয় দিনেও তার সম্বন্ধে কিছু বললেন না। খাবার সময়ে আগলেয়া যখন বলল যে প্রিন্স না আসায় মা রেগে গেছেন এবং তার বাবা বললেন, সেটা প্রিন্সের দোষ নয়, তখন লিজাভেটা উঠে রেগে চলে গেলেন। শেষে সন্ধ্যার দিকে, কোলিয়া এসে ওদের মিশকিনের ঘটনা যতটা জানা ছিল, বলল। লিজাভেট জিতলেন, তবুও কোলিয়া বেশ বকুনি খেল। 'সে এখানে রোজ ঘুরছে, তার হাত থেকে রেহাই নেই; যদি নিজে না আসতে চায়, আমাদের অন্তত জানাতে পারত।' 'রেহাই নেই' কথাটায় কোলিয়া প্রায় রেগে উঠেছিল, কিন্তু তখনকার মত সেটা চেপে রাখল। মিশকিনের অসুস্থতার খবরে লিজাভেটার উত্তেজনা-উদ্বেগে সে এত খুশী হয়েছিল যে, কথাটা যথেষ্ঠ অপমানজনক না হলে সে সেটা ভুলেই যেত। মাদাম অনেকদিন ধরে বলছিলেন, পিটার্সবার্গে কোন বিশেষ লোক পাঠিয়ে একজন নামকরা ডাক্তারকে প্রথম ট্রেনে নিয়ে আসতে। কিন্তু তাঁর মেয়েরা বাধা দিল। তিনি যখন রোগীকে দেখতে যাওয়ার জন্য তৈরী হলেন, তখন অবশ্য তারা বাড়ীতে থাকতে চাইল না।

লিজাভেটা বললেন, 'ও মৃত্যুশয্যায় আর আমরা ঘটা করে দেখতে যাচ্ছি। ও কি আমাদের পরিবারের বন্ধু নয়?'

আগলেয়া বলল, 'কিন্তু অবস্থাটা কি রকম না জেনে আমাদের যাওয়া উচিত নয়।'

'খুব ভাল, তাহলে এসো না। সত্যি ভালই হবে; যদি ইয়েভগেনি আসে, তাহলে বাড়ীতে কেউ থাকবে না।'

এ কথা শুনেই আগলেয়া অন্যদের সঙ্গে রওনা হয়ে পড়ল; যদিও তার আরো আগেই যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। প্রিন্স এস. আদেলেদার কাছে ছিলেন, তার অনুরোধে উনি তক্ষুনি তাদের সঙ্গে যেতে রাজী হলেন। তাদের সঙ্গে পরিচয়ের শুরুতে মিশকিনের কথা শুনে তাঁর খুব আগ্রহ হয়েছিল। দেখা গেল, তিনি তাকে চেনেন; কোথাও তাঁদের দেখা হয়েছিল এবং কোন ছোট শহরে তিনমাস আগে তাঁরা একত্রে পনের দিন কাটিয়েছেন। প্রিন্স এস. তাদের কাছে মিশকিনের বিষয়ে অনেক কথা বললেন, খুব বন্ধুত্বের সুরে; কাজেই খুশী মনেই তিনি দেখা করতে চললেন। আজ জেনারেল এপানচিন বাড়ীতে নেই। ইয়েভগেনিও এখনো আসেনি।

লেবেদিয়েভের বাড়ী তিনশো পা মাত্র দূরে। লিজাভেটা প্রথমেই হতাশ হলেন মিশকিনের কাছে একদল অতিথি দেখে, বিশেষতঃ তাদের দু-তিনজনের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ আছে। দ্বিতীয়তঃ হতাশ হলেন সম্পূর্ণ সুস্থ ও সৌখীন পোষাক

পরিচিত এক যুবককে দেখে ; সে তাঁদের দেখে হেসে এগিয়ে এল, অথচ তাকে তিনি মৃত্যুশয্যায় দেখবেন ভেবেছিলেন। তিনি বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াতে কোলিয়া বেশ খুশী হল, তাঁকে বেরোবার আগে সে খুব ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারত যে, কেউ মারা যাচ্ছে না, এটা মৃত্যুর মত ব্যাপার নয়। কিন্তু সে বলেনি ; সে বুঝেছিল যে, যে মিশকিনকে মাদাম সত্যিই স্নেহ করেন, তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখে মাদাম নিশ্চয়ই খুব রেগে যাবেন। কোলিয়া বোকার মত অনুমানটা প্রকাশ্যে বলে ফেলে লিজাভেটার বিরক্তিকে চরমে নিয়ে গেল। কোলিয়া ও লিজাভেটা পরস্পরকে ভালবাসলেও তাদের সর্বদা ঝগড়া হয়, কখনো কখনো বেশ বিশ্রীভাবে।

মিশকিনের এগিয়ে দেওয়া আরামকেদারায় বসে লিজাভেটা বললেন, 'একটু অপেক্ষা কর ভাই, ব্যস্ত হয়ো না। তোমার আনন্দ নষ্ট কোরো না।'

লেবেদিয়েভ, তিৎসিন আর ইভোলজিন মেয়েদের জন্য চেয়ার আনতে ছুটে গেল। ইভোলজিন আদেলেদাকে একটা চেয়ার দিলেন। লেবেদিয়েভ প্রিন্স এস. কে চেয়ার দি'য় নতভঙ্গীতে গভীর শ্রদ্ধা জানাল। ভারিয়া যথারীতি আনন্দের মৃদুস্বরে মেয়েদের অভিবাদন করল।

'সত্যি প্রিন্স, তোমায় বিছানায় দেখব ভেবেছিলাম। ভয়ে এরকম ভেবেছিলাম, মিথ্যে বলছি না। এখন তোমার খুশী মুখ দেখে বেশ অবাক হয়ে গেছি ; তবে সে শুধু এক মিনিটের জন্য চিন্তা করার সময় পাইনি বলে। ভাববার সময় পেলে আমি সর্বদা বুদ্ধির সঙ্গে কাজ করি, কথা বলি। মনে হয়, তোমারো তাই। অথচ তোমার অসুখ সারায় যত আনন্দ পেয়েছি, এতটা বোধহয় নিজের ছেলে হলেও হত না। যদি আমার কথা বিশ্বাস না কর, তাহলে সে লজ্জা তোমার, আমার নয়। এর চেয়েও জঘন্য ঠাট্টা এই পাজী ছেলেটা আমার সঙ্গে করে। মনে হয়, সে তোমাদের প্রশ্রয় পায়, কাজেই সাবধান করে দিচ্ছি, যে কোন দিন তার সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ করে দেব।

কোলিয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি কি করেছি ? যতই আপনাকে বলি না, প্রিন্স আবার ভাল হয়ে গেছেন, আপনি তা বিশ্বাস করতেন না। কারণ তাঁকে মৃত্যুশয্যায় কল্পনা করাটা আরো আকর্ষণীয়।'

লিজাভেটা বললেন, 'তুমি কি অনেকদিনের জন্য এসেছ ?'

'পুরো গ্রীষ্মকালটা, তার বেশীও হতে পারে।'

'তুমি তো একা, তাই না ? বিয়ে করনি তো ?'

'না, বিয়ে করিনি।' মিশকিন বিদ্রূপের প্রত্যক্ষতায় হাসল।

'হাসার কিছু নেই, এরকম হয়। এই বাড়ীটার কথা ভাবছিলাম। তুমি আমাদের ওখানে যাওনি কেন ? আমাদের বাড়ীর একটা পুরো দিক খালি রয়েছে। তবে, যেমন খুশী কর। এটা কি ভাড়া নিয়েছ ? ঐ লোকটার কাছে ?' লেবেদিয়েফের দিকে ইঙ্গিত করে মৃদু গলায় বললেন, 'ও ওরকম অঙ্গভঙ্গী করছে কেন ?'

এই সময়ে ভেরা বাড়ী থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল, যথারীতি শিশুটিকে কোলে নিয়ে। চেয়ারে বসে লেবেদিয়েভ অঙ্গভঙ্গী করছিল, সে হতবুদ্ধি ও উদ্বিগ্ন হয়ে তখনি ভেরার দিকে ছুটে গেল। ভেরাকে তাড়া দিয়ে মনের ভুলে পা ঠুকল।

মাদাম হঠাৎ বললেন, 'লোকটা কি পাগল ?'

'না, ও—'

'মাতাল বোধহয় ?' অন্যদের দিকে তাকিয়ে মাদাম বললেন, 'তোমার অতিথিরা আকর্ষণীয় নয়। তবু, মেয়েটা কী সুন্দর! ও কে ?'

'ও ভেরা লুকিয়ানোভনা, লেবেদিয়েভের মেয়ে।'

'ও! ভারি মিষ্টি। ওর সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

মাদামের কথা শুনে লেবেদিয়েভ ইতিমধ্যেই মেয়েকে সামনে টেনে আনতে শুরু করেছে।

সামনে এসে সে ডুকরে উঠল, 'আমার মা-হারা ছেলেমেয়েরা! এই কোলের শিশুটি মা-মরা, আমার মেয়ে লুবোভ—আমার মৃতা স্ত্রীর সন্তান; সে ছ মাস আগে প্রসবের সময়ে মারা গেছে ঈশ্বরের ইচ্ছায়...হ্যাঁ ও শিশুটির মায়ের জায়গা নিয়েছে, যদিও আসলে ও বোন · আর কিছু নয়, আর কিছু নয়...'

লিজাভেটা চূড়ান্ত বিরক্তিতে বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে বলি, আপনিও মূর্খ ছাড়া আর কিছু নন, আপনি নিজেও বোধহয় তা জানেন।'

লেবেদিয়েভ নীচু হয়ে সসম্মানে প্রণাম জানিয়ে বলল, 'খাঁটি কথা।'

আগলেয়া বলল, 'শুনুন মিঃ লেবেদিয়েভ, লোকে যে বলে, আপনি বাইবল ব্যাখ্যা করেন, সে কি সত্যি ?'

'খাঁটি কথা—পনের বছর ধরে।'

'আপনার কথা শুনেছি। মনে হচ্ছে খবরের কাগজে আপনার সম্বন্ধে কিছু বেরিয়েছিল ?'

আনন্দে আত্মহারা হয়ে লেবেদিয়েভ বলল, 'না, সে আরেকজনের কথা; সে মারা গেছে। আমি তার পরে।'

'আমরা যখন প্রতিবেশী তখন চটপট ওটা একদিন আমায় বুঝিয়ে দেবেন। আমি অ্যাপোক্যালিপ্স-এর কিছুই বুঝি না।'

জেনারেল ইভোলজিন বলে উঠলেন, 'তোমায় সতর্ক করে দিচ্ছি আগলেয়া, ওর এসব ভণ্ডামি।' তিনি আগলেয়ার পাশে বসে সবক্ষণ কথায় যোগ দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন। 'অবশ্য ছুটির কিছু সুবিধে এবং কিছু আনন্দ থাকে।' জেনারেল বলে চললেন, 'অ্যাপোক্যালিপ্স বোঝানোর মত অসাধারণ ব্যাপারও অন্য অবসরবিনোদনের থেকে কিছুটা বিচ্যুতি। এসবে সময় কাটানো খুব বুদ্ধির কাজ, কিন্তু আমি—তুমি যেন অবাক হয়ে তাকাচ্ছ? আমি জেনারেল ইভোলজিন। আমি নিজেই আলাপ করছি। আমি তোমায় কোলে নিয়ে ঘুরতাম, আগলেয়া।'

আগলেয়া হাসি চাপবার প্রবল চেষ্টা করতে করতে বলল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব খুশী হলাম। আমি ভারভারা আর নিনা আলেকজান্দ্রোভনাকে চিনি।'

লিজাভেটা লাল হয়ে উঠলেন। অনেকক্ষণ ধরে তাঁর মনে যে বিরক্তি জমা হচ্ছিল, সেটা হঠাৎ বেরিয়ে আসতে চাইল। বহুদিন আগে যে জেনারেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাকে তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

তিনি বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'আপনি আবার মিথ্যে কথা বলছেন। কখনো

ওকে আপনি কোলে নেননি।'

আগলেয়া হঠাৎ বলল, 'তুমি ভুলে গেছ মা; তারে উনি সত্যিই আমায় কোলে করতেন। তখন আমরা ওখানে ছিলাম। মনে আছে, আমার তখন ছ' বছর বয়স। উনি আমায় একটা তীর ধনুক বানিয়ে দিয়ে ছুঁড়তে শিখিয়েছিলেন। আমি একটা পায়রা মেরেছিলাম। মনে আছে, আমরা একসঙ্গে পায়রা মেরেছিলাম ?'

আদেলেদা বলল, 'আপনি আমায় একটা কার্ডবোর্ডের টুপি আর কাঠের তলোয়ার দিয়েছিলেন। আমারো মনে আছে।'

আলেকজান্দ্রা বলল, 'আমারো মনে আছে। তোমরা যখন পায়রাটা নিয়ে ঝগড়া করছিলে তখন তোমাদের দু কোণে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। আদেলেদা টুপি পরে তরোয়াল নিয়ে কোণে দাঁড়িয়েছিল।'

ইভোলজিন যখন আগলেয়াকে বললেন যে, ওকে কোলে নিয়ে ঘুরতেন, তখন শুধু কথা শুরু করার জন্য না ভেবেই বলেছিলেন; আলাপ করতে হলে উনি অল্প বয়সীদের সঙ্গে এ ভাবেই কথা বলেন। কিন্তু এবারে উনি ভুলে গেলেও, সত্যি কথাই বলেছেন। কাজেই আগলেয়া যখন বলল যে, ওরা দুজনে পায়রা মেরেছিল তখন তাঁর অতীতের কথা মনে পড়ল, প্রতিটি খুঁটিনাটি পযন্ত, অনেক সময়ে বৃদ্ধ লোকদের যেমন অনেক অতীতের কথা মনে পড়ে, তেমনি। এই স্মৃতিতে এত গভীর প্রভাব কি আছে বলা কঠিন, কিন্তু জেনারেল, অল্প মাতাল অবস্থায় অভিভূত হয়ে পড়লেন।

তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মনে পড়েছে, সব মনে পড়েছে। তখন আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম। তুমি খুব সুন্দর ছোট্ট শিশু নিনা গানিয়া · আমি তোমাদের বাড়ীতে যেতাম '

মাদাম বললেন, 'দেখুন, এখন আপনার কী অবস্থা হয়েছে। এ ঘটনা আপনাকে এত নাড়া দিয়েছে যে, মদ খেয়েও আপনার সব ভাল অনুভূতি নষ্ট হয়নি। অথচ স্ত্রীকে দুশ্চিন্তায় মেরে ফেলছেন। ছেলেমেয়েদের না দেখে দেনদারের জেলে বসে থাকেন। চলে যান; দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁদুন। অতীতের সারল্যের কথা ভাবুন, ভগবান আপনাকে হয়ত ক্ষমা করবেন। যান, যান, সত্যি বলছি। অতীতের জন্য অনুতাপের মত এমনভাবে আর কিছুই মানুষকে বদলে দেয় না।

কিন্তু তিনি যে ঠাট্টা করছেন না সেকথা বলার দরকার ছিল না। সব মাতালদের মত জেনারেল ইভোলজিনও খুব আবেগ প্রবণ। যে সব মাতালদের অনেক অধঃপতন হয়েছে, তাদের মত তিনিও অতীতের সুখ স্মৃতিতে অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি উঠে বাধ্য ভাবে দরজার দিকে গেলেন, এতে লিজাভেটার খুব দুঃখ হল।

'আর্দালিয়োন, এক মিনিট অপেক্ষা করুন; আমরা সবাই পাপী। যখন বুঝবেন আপনার বিবেক অনেকটা স্বস্তি পেয়েছে, তখন আমার কাছে আসবেন; আমরা বসে অতীতের গল্প করব। আমি নিজে পঞ্চাশ গুণ বেশী পাপী। কিন্তু এখন চলি। যান, এখানে থেকে আপনার কোন লাভ নেই।'

কোলিয়া বাবার পেছনে দৌড়তে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে মিশকিন বলল,

'এখন কিছুক্ষণ ওঁর কাছে না যাওয়াই ভাল ; তাহলে উনি খুব চটে যাবেন, সব আবহাওয়াটাই নষ্ট হয়ে যাবে।'

লিজাভেটা বললেন, 'তা ঠিক ; ওঁকে বিরক্ত কোরো না ; আধঘণ্টা যেতে দাও।'

লেবেদিয়েভ সাহস করে বলে ফেলল, 'জীবনে একবার সত্যি বলে ওঁর কি হল দেখে', উনি কেঁদে ফেললেন।'

লিজাভেটা অমনি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি যা শুনেছি, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে আপনিও আরেকজন।'

মিশকিনের চারপাশের অতিথিদের পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে। মিশকিন অবশ্য তার প্রতি মাদাম ও তাঁর মেয়েদের সহানুভূতি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছে। সে তাঁদের বলল, তাঁরা আসার আগে অসুস্থতা এবং দেরী হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে দেখা করতে যাবে ভেবেছিল। লিজাভেটা অতিথিদের দেখে বুঝলেন যে, তার ইচ্ছে পূর্ণ হওয়া এখনো সম্ভব। অতি ভদ্র ও চতুর তিৎসিন তখনি লেবেদিয়েভের ঘরে ঢুকে পড়ল এবং লেবেদিয়েভকেও নিয়ে যাওয়ার খুব চেষ্টা করল। লেবেদিয়েভ বলল, সে দ্রুত যাবে। ইতিমধ্যে ভারিয়া মেয়েদের সঙ্গে গল্প শুরু করেছে, জেনারেল চলে যাওয়ায় সে এবং গানিয়া খুব স্বস্তি বোধ করছে। গানিয়া নিজেও তিৎসিনের সঙ্গে চলে গেল। যেটুকু সময় সে এপানচিনদের সঙ্গে বারান্দায় ছিল ততক্ষণ বেশ ভদ্র, মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করেছে ; মাদাম দুবার তাকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখাতেও সে এতটুকু বিচলিত হয়নি। তাকে চেনে, এরকম যে কেউ ভাববে, তার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। আগলেয়া এটা দেখে বেশ খুশী হল।

মাঝে মাঝে সে হঠাৎ জোরে প্রশ্ন করে কথায় বাধা দিতে ভালবাসে, সেই ভাবে বলল 'গ্যাব্রিল কি চলে গেল?'

মিশকিন বলল, 'হ্যাঁ।'

'ওকে চিনতেই পারিনি। ও অনেক বদলে গেছে ভালর দিকে।'

মিশকিন বলল, 'আমি খুব খুশী হয়েছি।'

ভারিয়া সন্তুষ্ট ভঙ্গীতে বলল, 'ওর খুব অসুখ হয়েছিল।'

লিজাভেটা ক্রুদ্ধ ও দুঃখিতভাবে বললেন, সে ভাল হয়েছে কি রকম? কী বুদ্ধি। কিচ্ছু ভাল হয়নি। কি পরিবর্তন দেখলে?'

মাদামের চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কোলিয়া হঠাৎ বলল, 'বেচারা বীর—এর চেয়ে ভাল কিছু নেই।'

প্রিন্স এস. হেসে বললেন 'আমারো ঠিক তাই মনে হয়।'

আদেলেদা গম্ভীরভাবে বলল, 'আমারো একই মত।'

সকলের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে মাদাম বললেন, ' "বেচারা বীর" কে? আগলেয়া রেগে উঠেছে দেখে, ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই আজেবাজে কেউ! কে এই "বেচারা বীর"?'

আগলেয়া ক্রুদ্ধ বিরক্তিতে বলল, 'তোমার প্রিয় ওই ছোকরার অন্য লোকের কথাকে বিকৃত করা এই প্রথম নয়!'

আগলেয়ার গাম্ভীর্য সত্ত্বেও রাগের প্রতিটি প্রকাশে (সে প্রায়ই রেগে যায়)

শিশু বা বালিকার ভাব ফুটে ওঠে, সেটা দেখলে না হেসে থাকা অসম্ভব ; যদিও তাতে আগলেয়া খুব রেগে যায় ; সে বুঝতে পারে না, লোকে কেন হাসছে এবং 'কি করে তারা হাসতে পারছে, এবং তাদের হাসার সাহস হচ্ছে!' এখন তার বোনেরা এবং প্রিন্স এস. হেসে উঠল, মিশকিনও হাসল ; অবশ্য কি কারণে যেন সে লজ্জাও পেল। কোলিয়া বিজয়ীর মত অট্টহাসি করল। আগলেয়া এত রেগে গেল যে তাকে দ্বিগুণ সুন্দর দেখাতে লাগল। তার হতবুদ্ধি ভাব, বিরক্তি শুধু তাকেই মানায়।

সে বলল, 'ও তোমার অনেক কথাও বিকৃত করে।'

কোলিয়া বলল, 'আমি তোমার মন্তব্যে নির্ভর করে কথাটা বলেছি। তুমি একমাস আগে ডন কুইক্সোট দেখতে দেখতে এই কথাগুলোই বলেছিলে যে, "বেচারা বীর।" এর চেয়ে ভাল কেউ নেই। কার কথা বলছিলে জানি না, ডন কুইক্সোট না ইয়েভগেনি না আর কেউ ; কিন্তু কারো সম্বন্ধে বলছিলে অনেকক্ষণ ধরে।'

লিজাভেটা বিরক্তিতে বাধা দিলেন, 'দেখছি, ছোকরা, তোমার অনুমান বড্ড দূর যাচ্ছে।'

কোলিয়া বলল, 'কিন্তু আমি কি একাই ? প্রত্যেকেই তাই বলেছে, এখনো বলছে। কেন, প্রিন্স এস আদেলেদা সকলে এখনি বলল যে তারা "বেচারা বীর"কে সমর্থন করে। তাহলে নিশ্চয়ই ওরকম কেউ আছে। সত্যিই আছে। আমার ধারণা, আদেলেদা না থাকলে আমরা অনেক আগেই জানতে পারতাম, সে কে।'

আদেলেদা হেসে উঠল, 'আমি কি করলাম ?'

'তুমি তার বর্ণনা দেবে না! আগলেয়া তখন তোমায় অনুরোধ করেছিল ওই "বেচারা বীর"-এর ছবি আঁকতে, ছবির সমস্ত বিষয় বস্তুও বলে দিয়েছিল। সে নিজেই বিষয় তৈরী করেছিল। তুমি আঁকলে না।'

'কিন্তু কি করে আঁকব ? কবিতার ভাষায়, ওই "বেচারা বীর"

কারো সামনে

মুখের আবরণ সরায় না।

তাহলে কি করে তার মুখ আঁকব ? তাহলে কি আঁকব—আবরণটা—অচেনা বীরকে ?'

ওই ছদ্মনামে কাকে বোঝানো হচ্ছে, সেটা খুব স্পষ্ট বুঝেও মাদাম ক্রুদ্ধভাবে বললেন, 'আবরণ বলতে কি বোঝাচ্ছ বুঝতে পারছি না।' কিন্তু উনি এত বেশী রেগে গেছেন যে, প্রিন্সও দশ বছরের ছেলের মত অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হয়েছে।

'আচ্ছা, এই বোকামি তোমরা থামাবে কি ? এই নামটা কি আমায় বুঝিয়ে দেবে ? এটা কি এতই গোপন যে, কেউ জানতে পারে না ?'

ওরা হেসেই চলল।

শেষে কথাটার মোড় ঘোরানোর জন্য প্রিন্স এস. বললেন, 'আসলে এক অসহায় বীরের সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত রুশ কবিতা রয়েছে, টুকরো কবিতা, আগা গোড়া কিছু নেই। প্রায় একমাস আগে খাবার আগে আমরা সবাই হাসছিলাম আর আদেলেদার পরের ছবির বিষয় খুঁজছিলাম। জানেন তো, সারা পরিবার তার ছবির বিষয় খোঁজে। তখন এটা আমাদের মাথায় এল। কার মাথায় প্রথম এল, মনে নেই।'

কোলিয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'আগলেয়া ইভানোভনার মাথায়।'

প্রিন্স এস. বলতে লাগলেন, 'হতে পারে, তবে আমার মনে নেই। আমাদের মধ্যে কেউ হাসল, বাকীরা বলল যে, এর চেয়ে ভাল কিছু হতে পারে না, কিন্তু ছবিটা আঁকতে গেলে একটা ওরকম মুখ চাই। সব বন্ধুদের মুখ আমরা ভাবলাম। একটাও উপযুক্ত হল না, ওখানেই ব্যাপারটা চাপা পডল। কেন নিকে'লায়ের ওটা আবার মনে পডল, কেন ও ওই প্রসঙ্গ তুলল, জানি না। তখন যা মজার এবং উপযুক্ত ছিল, এখন তার কোন আকর্ষণ নেই।'

লিজাভেটা বললেন, 'এখন চাই নতুন মূর্খতা, যা বিরক্তিকর, অপমানজনক।'

আগলেয়া হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে গম্ভীর, আন্তরিক স্বরে বলল, 'এতে কোন মূর্খতা নেই, আছে শুধু গভীর শ্রদ্ধা।'

এতক্ষণে হতবুদ্ধিভাব সে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছে। উপরন্তু, তাকে দেখলে কয়েকটা লক্ষণ থেকে মনে হতে পারে যে, ঠাট্টাটা এতদূর গডানোয় সে খুব খুশী। যখন থেকে মিশকিনের ক্রমবর্ধমান, প্রবল অস্বস্তি স্পষ্ট করে সকলের চোখে পডেছে, সেই মুহূর্ত থেকে তার এই অনুভূতির পরিবর্তন ঘটেছে।

'কখনো হাসছে, কখনো গভীর শ্রদ্ধার কথা বলছে, পাগল সব। শ্রদ্ধা কিসেব? এক্ষুনি বল, যে শ্রদ্ধা কোথাও নেই, তা তোমরা পেলে কোথায়?'

মায়ের বিদ্বেষপূর্ণ প্রশ্নেব উত্তরে সেইরকম গম্ভীব আন্তরিকতার সুরেই আগলেয়া বলল, 'গভীর শ্রদ্ধা, কারণ এ কবিতায় যার কথা বলা হয়েছে, তার শুধু আদর্শই আছে, উপরন্তু সে আদর্শে তার বিশ্বাস আছে এবং সেইজন্য সে নির্দ্বিধায় জীবন বিসর্জন দেয়। আমাদের যুগে এ ঘটনা সবদা ঘটে না। কবিতায় আমাদের সঠিকভাবে বলা হয়নি, কি তার আদর্শ; কিন্তু বোঝা যায়, এ একটা স্বপ্ন, "পবিত্র সৌন্দর্যের মূর্তি এবং সেই বীর তার প্রেমপূর্ণ ভক্তিতে গলায় ঝুলিয়েছে ক্রুশ। অবশ্য কিছু বেয়াড়া ব্যাপার আমাদের খুলে বলা হয়নি, তার ঢালে এ এন-বি অক্ষরগুলো লেখা আছে—'

কোলিয়া শুধরে দিল, 'এ-এন-ডি।

আগলেয়া বিরক্ত হয়ে বলল, 'কিন্তু আমি বলতে চাই এ এন-বি। যাই হোক, বোঝা যাচ্ছে, ঐ বীর কে তার দেবী বা তিনি কি করেছেন, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। সে যে তাঁকে বেছে নিয়ে ঐ "পবিত্র সৌন্দর্য'-য় বিশ্বাস রেখে চিরকাল তাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে, এ তার পক্ষে যথেষ্ট। এটাই তার গুণ যে, দেবী পরে চোর প্রতিপন্ন হলেও সে তাকে বিশ্বাস করবে, সেই পবিত্র সৌন্দর্যের জন্য নিজের বর্শা ভেঙে ফেলতে তৈরী থাকবে। কবি যেন এক পবিত্র, মহান বীরের চোখ দিয়ে একটি আশ্চর্য মানুষের মধ্যে মধ্যযুগীয় বীরত্বের প্লেটোনিক প্রেমের মহান ধারণা ফুটিয়ে তুলেছেন। অবশ্য এসব চিন্তামাত্র। ওই "অসহায় বীর' এর মধ্যে ওই অনুভূতি সন্ন্যাসের শেষ সীমায় পৌঁছেছে। স্বীকার করতে হবে, এরকম অনুভূতি থাকা সহজ নয়। এ অনুভূতির ফলে দেখা দেয় গভীর প্রভাব, একদিক থেকে এটা খুব প্রশংসনীয়, যেমন ডন কুইক্সোটের ক্ষেত্রে। "অসহায় বীর" ওই ডন কুইক্সোটই, শুধু হাস্যরসাত্মক না হয়ে গম্ভীর। প্রথমে তাকে বুঝতে পারিনি বলে হেসেছি, কিন্তু এখন তাকে ভালবাসি, উপরন্তু শ্রদ্ধা করি।'

এইভাবে আগলেয়া কথা শেষ করল। তাকে দেখলে বলা কঠিন, সে সত্যি

বলল না ঠাট্টা করল।

তার মা মন্তব্য করলেন, 'সে নিশ্চয়ই বোকা। আর তুমিও বাজা বাজে বকছ। আমার মতে, এটা তোমার পক্ষে শোভন নয়। যাই হোক, এটা ভদ্র ব্যবহার নয়। কি কবিতা? ওটা পড। নিশ্চয়ই ওটা জান! আমায় ওটা শুনতেই হবে। কবিতা আমার বরাবর খারাপ লাগে; জানি তার দ্বারা কোন উপকার হয় না। দোহাই প্রিন্স, এটা একটু সহ্য কর। আমাদের দুজনকে সব সহ্য করতে হবে।'

তিনি খুব বিরক্ত হয়েছেন। মিশকিন কিছু বলার চেষ্টা করল, কিন্তু সে এত অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে যে, কথা বলতে পারল না। কিন্তু আগলেয়া প্রকাশ্যে এত কথা বলে অপ্রতিভ হল না, বরং মনে হল সে সত্যি খুশী হয়েছে। সে উঠে পড়ল, আগের মত গম্ভীর মুখে; দেখে মনে হল. যেন নিজেকে প্রস্তুত করে প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করছে। বারান্দার মাঝে গিয়ে মিশকিনের মুখোমুখি দাঁড়াল। মিশকিন এখনো আরামকেদারায় বসে। প্রত্যেকে আগলেয়ার দিকে অবাক হয়ে তাকাল— প্রিন্স এস., তার বোনরা এবং মা—এই নতুন কাণ্ড দেখে সবাই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বাড়াবাড়ি হয়েছে। কিন্তু প্রমাণ হল যে, পড়া শুরু করাটা আগলেয়ার ভান, যার জন্য সে এত আনন্দিত। তার মা তাকে চেয়ারে ফেরত পাঠাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে আগলেয়া সুপরিচিত কবিতাটি পড়তে শুরু করল। এই সময় রাস্তা থেকে জোরে গল্প করতে করতে আরো দুজন অতিথি বারান্দায় ঢুকল। এরা হল, জেনারেল এপানচিন এবং তাঁর পেছনে এক তরুণ! এতে সবাই একটু নড়েচড়ে বসল।

॥ সাত ॥

জেনারেলের সঙ্গী তরুণের বয়স আটাশ বছর। দীর্ঘ, সুগঠিত দেহ, সুদর্শন, বুদ্ধিমান মুখ, বড, উজ্জ্বল, কালো চোখে একটা পরিহাসের ছাপ। আগলেয়া তার দিকে ফিরেও তাকাল না। সে শুধু মিশকিনের দিকে তাকিয়ে তার উদ্দেশ্যে কবিতা আবৃত্তি করে চলল। মিশকিন বুঝল, আগলেয়া কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করছে। কিন্তু নবাগতরা অন্তত তার অদ্ভুত অবস্থা কিছুটা লাঘব করল। তাদের দেখে সে উঠে দাঁড়িয়ে দূর থেকে জেনারেলকে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্ভাষণ জানিয়ে কবিতায় বাধা না দেওয়ার ইঙ্গিত করে আবার আরামকেদারায় বসে পড়ল। তারপর পিছনে হেলান দিয়ে আগের চেয়ে কিছুটা স্বস্তিজনক ও কম 'বিশ্রী' অবস্থায় কবিতা শুনতে লাগল। লিজাভেটা দুবার অতিথিদের স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ইঙ্গিত করলেন। মিশকিন জেনারেলের সঙ্গী ওই নতুন অতিথিকে দেখে আকৃষ্ট হল। সে বুঝল, এ নিশ্চয়ই ইয়েভগেনি পাভলোভিচ র‍্যাডোমস্কি, যার সম্বন্ধে সে আগেই অনেক শুনেছে, যার সম্বন্ধে আগে একাধিকবার ভেবেছে। সে শুধু যুবকটির অসামরিক পোষাক দেখে অবাক হল। সে শুনেছিল, ইয়েভগেনি সামরিক লোক। যতক্ষণ কবিতা আবৃত্তি হল, ততক্ষণ যুবকটির ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি খেলা করতে লাগল। যেন সে-ও 'অসহায় বীর'-এর কথা কিছু শুনেছে।

মিশকিন ভাবল, 'হয়ত এটা ওর ধারণা।'

কিন্তু আগলেয়ার ব্যাপার আলাদা। যে ভান আর আড়ম্বর নিয়ে সে আবৃত্তি শুরু করেছিল তার বদলে তার মুখে মনের এবং কবিতার অর্থের আন্তরিকতা

ও গভীর চেতনা ফুটে উঠল। সে এত উদাত্ত সরলতায় কবিতা আবৃত্তি করল যে, আবৃত্তির শেষে শুধু সকলের মনোযোগই আকর্ষণ করল না, উপরন্তু কবিতার মহান অর্থের ব্যাখ্যায় সে যে আড়ম্বরপূর্ণ গাম্ভীর্য নিয়ে বারান্দার মাঝে উঠে এসেছিল, তার কিছুটা যেন যৌক্তিকতা পাওয়া গেল। ওই গাম্ভীর্যের অর্থ এখন, যে কবিতা সে বোঝাতে গিয়েছিল তার প্রতি শ্রদ্ধার গভীরতা বা সারল্যও বটে। তার চোখ জ্বলে উঠল এবং দুবার তার সুন্দর মুখের ওপর দিয়ে একটা মৃদু, প্রায় অবোধ্য প্রেরণার আভাস ও আনন্দ খেলে গেল। সে আবৃত্তি করল:

এক ছিল বীর, দরিদ্র ও সরল,
তার বিবর্ণ মুখে দৃঢ় চাহনি,
মুখে কথা কম, কিন্তু মনে গর্ব,
কোন ভয়ে সে নত নয়।
সে দেখল এক আশ্চর্য স্বপ্ন:
মানুষের দুর্বল শিল্প কখনো পারবে না
তার গভীর, রহস্যময় অর্থ উদ্ধার করতে,
সে স্বপ্ন তার হৃদয়ের গভীরে রইল।
তখন থেকে তার হৃদয় কম্পিত
এক জ্বলন্ত প্রেরণায়,
কখনো সে তাকায়নি রমণীদের দিকে,
চায়নি তাদের সঙ্গে বলতে কথা।
কিন্তু তখন থেকে সে ফেলে দিল তার উত্তরীয়,
পরল অন্য আবরণ,
কারো সামনে মুখ থেকে সরায় না তার আবরণ।
পবিত্রতম প্রেম ও উদ্দীপনায় পূর্ণ সে,
তার মধুর স্বপ্নে রয়েছে বিশ্বাস,
রক্ত দিয়ে সে লেখে অক্ষরগুলি।
যখন পালাদিনরা দেবীর নামকে যথার্থ
প্রেমের চিহ্ন বলে জানাল,
ঝাঁপিয়ে পড়ল যুদ্ধে প্যালেস্টাইনের প্রান্তরে,
তখন সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেঁচিয়ে উঠল,
তার প্রচণ্ডতায় মুসলমানদের অগ্রগতি বাধা পেল।
তারপর বহুদূর গ্রামে দুর্গে ফিরে
নীরব, বিষণ্ণ, আবেগাকুল বীর
মৃত্যু বরণ করল নির্জনতায়।

পরে ওই মুহূর্তের কথা ভেবে, মিশকিন অনেকদিন খুব বিমূঢ় হয়ে গেছে; উত্তর বিহীন প্রশ্ন তাকে জর্জরিত করেছে। কি করে এমন সৎ ও মহৎ অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এমন অভ্রান্ত ঈর্ষ্যা ও বিদ্রূপ? বিদ্রূপ সম্বন্ধে তার সন্দেহ নেই; সেটা সে স্পষ্ট বোঝে, তার যুক্তিও আছে। আবৃত্তির সময়ে আগলেয়া স্বেচ্ছায় এ. এন. ডি.-কে বদলে এন. এন. বি. করেছে। তার সন্দেহ নেই যে, এটা সে ভুল বুঝেছে বা ভুল শুনেছে (পরে সে প্রমাণ পেয়েছে)। অবশ্য আগলেয়ার আবৃত্তির

রসিকতা পূর্ব পরিকল্পিত, যদিও বড় নির্দয় ও অনুভূতিবিহীন। গত মাসে সবাই 'অসহায় বীরকে' নিয়ে গল্প করেছে ('হেসেছে')। অথচ পরে মিশকিনের মনে পড়ল, আগলেয়া ওই অক্ষরগুলো ঠাট্টা করেই উচ্চারণ করেছে, কথাগুলোর গোপন তাৎপর্য বোঝাবার কোন বিশেষ চেষ্টা করেনি। বরং সে এমন অপরিবর্তিত গাম্ভীর্য, সারল্য নিয়ে ঐ অক্ষরগুলো উচ্চারণ করেছে যে, যে কেউ ভাবতে পারে যে, কবিতায় ওই অক্ষর ছিল এবং বইতেও ছাপা ছিল। মিশকিন অস্বস্তি আর অবসাদ অনুভব করতে লাগল।

অবশ্য, লিজাভেটা এই অক্ষরের পরিবর্তন কিংবা তার তাৎপর্য লক্ষ্য করেননি, বুঝতেও পারেননি। একটা কবিতা আবৃত্তি হচ্ছে, এর বেশী জেনারেল এপানচিনও বুঝতে পারেননি। শ্রোতাদের অনেকে বুঝতে পেরে আবৃত্তির সাহসিকতায় এবং তার গোপন উদ্দেশ্য দেখে অবাক হল, কিন্তু তারা নীরব থেকে এটা গোপন করার চেষ্টা করল। তবে মিশকিন বাজী ধরতে রাজী আছে যে, ইয়েভগেনি বুঝেছে তো বটেই, উপরন্তু দেখাবার চেষ্টা করছে যে, সে বুঝেছে: সে খুব একটা ব্যঙ্গের হাসি হাসল। আবৃত্তি শেষ হতেই খুব উৎসাহে মাদাম চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী চমৎকার। এটা কার কবিতা?'

আদেলেদা বলল, 'পুশকিনের। মা, আমাদের লজ্জায় ফেলো না।'

লিজাভেটা বিরক্তভাবে বললেন, তোমাদের মত মেয়ে নিয়ে যে আমি আরো বোকা হইনি, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এ এক অপমান। বাড়ী ফিরলেই আমাকে পুশকিনের ওই কবিতাটা দিও।'

'কিন্তু আমাদের পুশকিন আছে বলে মনে হয় না।

আলেকজান্দ্রা বলল, 'যতদূর মনে পড়ছে, দুটো নোংরা বই আছে।

আমাদের প্রথম ট্রেনেই ফিয়োদোর বা আলেক্সি কাউকে শহরে পাঠাতে হবে একটা বই কিনতে—আলেক্সিই সব চেয়ে ভাল হবে। আগলেয়া, এখানে এসো! আমায় চুমু দাও।' মাদাম ফিসফিসিয়ে বললেন, 'তুমি চমৎকার আবৃত্তি করেছ, কিন্তু ওটা যদি আন্তরিকভাবে করে থাক, তবে তোমার জন্য আমি লজ্জিত, আর যদি তার সঙ্গে মজা করার জন্য করে থাক তাহলে তোমার অনুভূতিকে দোষ দিতে পারি না, তবে এটা আবৃত্তি না করলেই ভাল হত। বুঝেছ? তোমায় এখন কিছু বলব, আমরা বড় বেশী সময় থেকেছি।'

ইতিমধ্যে মিশকিন জেনারেলকে অভিবাদন করল, জেনারেল র‍্যাডোমস্কিকে আলাপ করিয়ে দিলেন।

আমি এখানে আসার পথে ওকে তুলে এনেছি। ও স্টেশন থেকে আসছিল। ও শুনল যে আমি এখানে আসছি, বাকী সবাই এখানে আছে—'

ইয়েভগেনি বাধা দিল, 'শুনলাম যে আপনিও এখানে আছেন। অনেকদিন ধরে, শুধু আলাপ নয়, আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করারও ইচ্ছে ছিল; তাই সময় নষ্ট করলাম না। আপনি অসুস্থ? সবে শুনলাম '

মিশকিন হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমি একেবারে সুস্থ এবং আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব খুশী। আপনার সম্বন্ধে অনেক শুনেছি, প্রিন্স এস কে আপনার কথা বলেওছি।'

ভদ্রতা বিনিময়ের পর তারা পরস্পরের হাতে চাপ দিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল।

তখনি সাধারণ কথাবার্তা শুরু হল। মিশকিন লক্ষ্য করল (এখন সে দ্রুত সাগ্রহে সব লক্ষ্য করছে, হয়ত যা নেই তাও লক্ষ্য করছে) যে, ইয়েভগেনির সাধারণ পোষাক দেখে সকলেই এত বিস্মিত যে, কিছুক্ষণ অন্য সব কথা মুছে গেল। অনুমান করা যেতে পারে যে, এটা পরিবর্তনের গভীর ফল। আদেলেদা আর আলেকজান্দ্রা ইয়েভগেনিকে হতবুদ্ধি হয়ে প্রশ্ন করতে লাগল; প্রিন্স এস. আরো অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন এবং জেনারেল প্রায় আবেগের সঙ্গেই কথা বলতে লাগলেন। আগলেয়াই শুধু কৌতূহল সত্ত্বেও একেবারে সংযত হয়ে এক মুহূর্ত ইয়েভগেনিকে দেখল, যেন ভাবছে ওকে সামরিক না অসামরিক পোষাক, কোনটা ভাল মানায়; কিন্তু এক মুহূর্ত পরে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আর তাকাল না। লিজাভেটাও কোন প্রশ্ন করতে চাইলেন না। অবশ্য উনিও খুব অস্বস্তি বোধ করছেন। মিশকিনের মনে হল, ইয়েভগেনিকে মাদামের ভাল লাগেনি।

জেনারেল সব প্রশ্নের উত্তরে বারবার বলতে লাগলেন, 'ও আমায় অবাক করেছে। একটু আগে যখন পিটার্সবার্গে ওকে দেখলাম, তখন ওকে বিশ্বাস করিনি। এত তাড়াতাড়ি কেন, সেটাই ধাঁধাঁ। ও নিজেই সমানে বলছে যে, পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই।'

কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল যে, ইয়েভগেনি অনেকদিন আগে তার কাজ ছাড়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে, কিন্তু সে বিষয়ে হাল্কাভাবে কথা বলেছে, ফলে তার কথায় গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয়নি। সে সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এমন ঠাট্টার সুরে কথা বলে যে, সে নিজেকে ধরা দিতে না চাইলে ধরা শক্ত।

'কয়েক মাসের জন্য—বড়জোর এক বছরের মধ্যেই আমার নাম অবসর প্রাপ্তদের তালিকায় উঠবে।' র‍্যাডোমস্কি হাসল।

জেনারেল এপানচিন উত্তেজিতভাবে অনুরোধ করলেন, 'অন্তত তোমার অবস্থা যেটুকু বুঝেছি, তাতে এসবের আদৌ দরকার নেই।'

'কিন্তু আমার সম্পত্তি দেখা? আপনি নিজেই বলেছেন। তাছাড়া, আমি বিদেশে যেতে চাই—'

কথার বিষয়বস্তু দ্রুত বদলে গেল। এখনো মিশকিনের অতিরিক্ত অস্বস্তি হলেও দেখতে দেখতে তার মনে হল, এর কোন বিশেষ কারণ আছে।

ইয়েভগেনি আগলেয়ার দিকে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, 'তাহলে "অসহায় বীর"-এর আবার আবির্ভাব হয়েছে।'

মিশকিন অবাক হয়ে দেখল, আগলেয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল; যেন তাকে বোঝাতে চায় যে, এ বিষয়ে আগলেয়া তার সঙ্গে আলোচনা করতে চায় না, আর প্রশ্নটাও সে বোঝেনি!

কোলিয়া লিজাভেটাকে বলল, 'এখন পুশকিনের বইয়ের জন্য শহরে পাঠানোর পক্ষে অনেক দেরী হয়ে গেছে। আপনাকে তিন হাজারবার বলেছি দেরী হয়ে গেছে।'

ইয়েভগেনি তাড়াতাড়ি আগলেয়াকে ছেড়ে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'সত্যিই এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমার মনে হয় পিটার্সবার্গে দোকান বন্ধ হয়ে গেছে; এখন আটটা বেজে গেছে।' সে ঘড়ির দিকে তাকাল।

আদেলেদা বলল, 'এতদিন যখন তোমার ওটা ছাড়াই চলেছে, তখন কাল

পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে।'

কোলিয়া বলল, 'উঁচু সমাজের লোকের সাহিত্যে বেশী আগ্রহী হওয়া উচিত নয়। ইয়েভগেনিকে জিজ্ঞেস করুন। তারচেয়ে লাল চাকাওয়ালা একটা হলদে গাড়ীর দিকে নজর দেওয়া অনেক যুক্তিযুক্ত।'

আদেলেদা বলল, 'কোলিয়া, আবার বইয়ের ভাষায় কথা বলছ।'

ইয়েভগেনি বলল, 'ও বইয়ের ভাষা ছাড়া কথা বলে না। ও বইয়ের সমালোচনার পুরোটা তুলে কথা বলে। আমার অনেকদিন নিকোলাইয়ের কথা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে, কিন্তু এবারে ও বইয়ের ভাষায় কথা বলেনি। ও এমনি লাল চাকাওয়ালা হলদে গাড়ীর কথা বলেছে। কিন্তু আমি ওটা বদলে দিয়েছি; তুমি পুরনো দিনের কথা বলছ।'

মিশকিন র‍্যাডোমস্কির কথা শুনছিল। সে ভাবল যে, ছেলেটির ব্যবহার চমৎকার, বিনয়ী, জীবন্ত, বিশেষতঃ কোলিয়ার কথার উত্তর সে একেবারে সমান বন্ধুর মত দিচ্ছিল বলে, মিশকিন খুব খুশী হল।

লেবেদিয়েভের মেয়ে ভেরা লিজাভেটার সামনে বেশ বড়, প্রায় নতুন, সুন্দর বাঁধানো একটা বই হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল। লিজাভেটা বললেন, 'এটা কি?'

ভেরা বলল, 'পুশকিন, আমাদেরটা। বাবা আপনাকে দিতে বললেন।'

লিজাভেটা বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সে কি? কি করে হল?'

লেবেদিয়েভ মেয়ের পেছন থেকে সামনে এগিয়ে এল, 'উপহার নয়, উপহার নয়। সে অধিকার আমার নেই। নগদ দামে। এ আমাদের পরিবারের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া পুশকিন। এ্যানেনকোভের সংস্করণ, এ এখন নগদ দামে পাওয়া যায় না। আমি বেচবার জন্য দিচ্ছি, আপনার অতি সম্মানযোগ্য সাহিত্যানুভূতির সম্মানযোগ্য অসহিষ্ণুতা বন্ধ করতে চাই।'

'বেশ, যদি বেচতে চান, তাহলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নিশ্চিন্ত থাকবেন, আপনার লোকসান হবে না। শুধু দোহাই, বোকার মত আচরণ করবেন না। শুনেছি, আপনি অনেক পড়েছেন। একদিন আমরা আলোচন করব। আপনি কি এগুলো আনবেন?'

মেয়ের কাছ থেকে বইগুলো নিয়ে অতি সন্তোষের হাসিতে মুখ বিকৃত করে লেবেদিয়েভ বলল, 'শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে।'

'বেশ, হারাবেন না যেন। শ্রদ্ধা ছাড়াও এগুলো নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু একটা শর্তে,' ভালভাবে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাকে শুধু আমার দরজা পর্যন্ত আসতে দেব। আর আজ আপনি যাবেন না। আপনার মেয়ে ভেরাকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিতে পারেন; তাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।

ভেরা অসহিষ্ণুভাবে বাবাকে বলল, 'এ লোকগুলোর কথা ওঁকে বলছ না কেন? তুমি না বললে, ওরা নিজেরাই আসবে; ওরা চেঁচামেচি শুরু করেছে।' মিশকিন তার টুপি নিতেই ভেরা বলল, 'লেভ নিকোলায়েভিচ, চারজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। তারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে, রাগারাগি করছে, কিন্তু বাবা তাদের ঢুকতে দিচ্ছেন না।'

মিশকিন বলল, 'কে তারা?'

'বলছে, কাজে এসেছে; কিন্তু এখন তাদের ঢুকতে না দিলে, তারা নিশ্চয়ই

আপনার অসুবিধা করবে। বরং দেখা করুন, তাহলে তাদের হাত থেকে ছাড়া পাবেন। গ্যাভ্রিল আর ভিৎসিন তাদের সঙ্গে কথা বলছেন, কিন্তু তারা শুনতে চায় না।...'

লেবেদিয়েভ হাত নেড়ে বলল, 'পাভলিশ্চেভের ছেলে। তারা এর যোগ্য নয়। তাদের কথা শোনার মত নয়; তাদের জন্য আপনাকে বিরক্ত করা উচিত নয়, তারা এর উপযুক্তও নয়—'

মিশকিন খুব অবাক হয়ে বলল, 'পাভলিশ্চেভের ছেলে! হা ভগবান! আমি জানি, কিন্তু ..আমি...আমি গ্যাভ্রিলকে ওদিকটা দেখতে বলেছিলাম। গ্যাভ্রিল এখনি বলল...'

গ্যাভ্রিল ইতিমধ্যে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। ভিৎসিন সঙ্গে এল। পাশের ঘরে জেনারেল ইভোলজিনের চীৎকার শোনা যাচ্ছে; তিনি বোধহয় চেঁচিয়ে অন্যদের হারাতে চেষ্টা করছেন। কোলিয়া সাথে সাথে ভেতরে দৌড়ে গেল।

ইয়েভগেনি বলল, 'খুব মজার ব্যাপার!'

মিশকিন ভাবল, 'তাহলে ও সব জানে!'

জেনারেল এপানচিন অবাক হয়ে বললেন, 'পাভলিশ্চেভের কোন্ ছেলে?... কোন্ ছেলে হতে পারে?' তিনি কৌতূহলী হয়ে সকলের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে দেখলেন, এই নতুন ঘটনা তিনি ছাড়া সবাই জানে।

সকলের মনেই উত্তেজনা ও প্রত্যাশা দেখা দিল মিশকিন খুব অবাক হল যে, এরকম একটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে সকলের এত আগ্রহ হতে পারে।

'আগলেয়া মিশকিনের কাছে গিয়ে খুব আন্তরিকভাবে বলল, এক্ষুনি যদি ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলেন, তাহলে খুব ভাল হয়, আমরা সবাই দেখি। প্রিন্স, তারা আপনার গায়ে কাদা ছোঁড়ার চেষ্টা করছে। নিজেকে আপনার বাঁচাতেই হবে, আপনার জন্য আমি খু' আনন্দিত।'

মাদাম বললেন, 'আমি চাই, এই বিরক্তিকর ব্যাপার বন্ধ হোক। প্রিন্স, ওদের ভাল করে শিক্ষা দাও, ছেড়ো না! এই এক কথা শুনে আমার কান পচে গেল। তোমার জন্য আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, ওদের দেখতে পাওয়াটা মজার ব্যাপার। ওদের ডাক, আমরা থাকব। আগলেয়ার বুদ্ধিটা ভাল। প্রিন্স, এ বিষয়ে তুমি কিছু শুনেছ?' এই শেষ কথাটা তিনি প্রিন্স এসের উদ্দেশ্যে বললেন।

'নিশ্চয়ই শুনেছি, আপনার বাড়ীতে। কিন্তু এদের একবার দেখার জন্য আমি খুব ব্যস্ত।'

'এদেরই তো নিহিলিস্ট বলে, তাই না?'

লেবেদিয়েভ এগিয়ে এসে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'না, এরা নিহিলিস্ট নয়। এরা আলাদা, বিশেষ ধরনের। আমার ভাগ্নে বলে, এরা নিহিলিস্টদের অনেকদূর ছাড়িয়ে গেছে। যদি ভেবে থাকেন, আপনাকে দেখে তারা লজ্জা পাবে, তাহলে ভুল ভেবেছেন; তারা লজ্জা পাবে না। নিহিলিস্টরা কখনো কখনো ওয়াকিবহাল হয়, শিক্ষিতও হয়, কিন্তু এরা তাদের ছাড়িয়ে গেছে, কারণ এরা ব্যবসাদার। এ একরকম নিহিলিজমেরই শাখা, সরাসরি নয়, অপ্রত্যক্ষ-ভাবে, আর এরা খবরের কাগজে প্রবন্ধ না লিখে কাজের মধ্যে নিজেদের মত প্রকাশ

করে। এটা পুশকিনের বুদ্ধির অভাব বা রাশিয়াকে বিভক্ত করার প্রয়োজনের কথা নয়। এখন এরা দাবী করছে য যদি কেউ কিছু খুব বেশী চায়, তাহলে তাকে বাধা দেওয়া চলবে না। তবু প্রিন্স, আপনাকে বলব না—'

কিন্তু মিশকিন তৎক্ষণে অতিথিদের জন্য দরজা খুলতে গেছে।

সে হেসে বলল 'লেবেদিয়েভ তুমি তাদের অপমান করছ। তোমার ভাগ্যে তোমায় খুব আঘাত দিয়েছে। তাকে বিশ্বাস করবেন না, মাদাম। আমি বলছি, গোর্স্কি আর দানিলোভরা ব্যতিক্রম, এদের সম্বন্ধে ভুল ভাবা হয়েছে। কিন্তু আমি ওদের সঙ্গে এখানে দেখা করতে চাই না। আমায় মাফ করবেন, ওরা আসবে আপনাকে দেখিয়ে ওদেরকে নিয়ে যাব। আসুন।

আরেকটি বেদনাদায়ক চিন্তায় সে বেশী উদ্বিগ্ন ছিল। সে ভাবছিল, কেউ আগে থেকে এ সময়ে ঐসব ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাকে লজ্জা দেবার জন্য এই ব্যবস্থা করেছে কিনা। তবে নিজের 'বিশ্রী কুটিল সন্দিগ্ধ'-র চিন্তায় তার মন খারাপ হয়ে গেল। মনে হল, তার মাথায় এরকম চিন্তা এসেছে, এটা কেউ জানলেও বোধহয় মরে যেত। যখন অতিথিরা এসে ঢুকল তখন স তাই তার ধারণা হল যে, হীনতম ব্যক্তির চেয়েও তার নীতিবোধ হীনতর। পাঁচজন ঢুকল, চারজন নতুন লোক, তাদের পেছনে জেনারেল ইভোলজিন অতি উত্তেজিতভাবে ঢুকলেন। মিশকিন মৃদু হেসে ভাবল 'নিশ্চয়ই উনি আমায় সমর্থন করবেন।' কোলিয়া তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ল, সে উৎসাহভাবে অন্যতম অতিথি ইপ্পোলিতের সঙ্গে কথা বলছে। ইপ্পোলিৎ হাসিমুখে শুনছে।

মিশকিন অতিথিদের বসতে বলল। তারা এত তরুণ প্রায় নাবালক যে, তাদের আবির্ভাব ও তাদের প্রতি আতিথেয়তা অদ্ভুত লাগছে। যেমন, আইভান ফিয়োদোরোভিচ এই নতুন ঘটনা'-র কথা জানেন না, বুঝতে পারছেন না। তিনি এদের তারুণ্য দেখে খুব বিরক্ত হলেন, নিশ্চয়ই কোন প্রতিবাদ করতেন, যদি না মিশকিনের ব্যক্তিগত বিষয়ে তাঁর স্ত্রীর অদ্ভুত আগ্রহের জন্য বাধা পেতেন। অবশ্য কিছুটা কৌতূহলবশতঃ কিছুটা সহৃদয়তাবশতঃ উনি থেকে গেলেন, ওঁর আশা হল, নিজের পদমর্যাদার সাহায্যে সাহায্য করতে বা অন্তত কাজে লাগতে পারবেন। কিন্তু দূর থেকে জেনারেল ইভোলজিনের নমস্কার করা দেখে উনি আবার বিরক্ত হয়ে উঠলেন, ভুরু কুঁচকে ভাবলেন একেবারে চুপ করে থাকবেন।

যে চারজন তরুণ এসেছে, তাদের একজনের বয়স অবশ্য ত্রিশ বছর, অবসর-প্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট সে রোগোজিনের সঙ্গীদের অন্যতম সেই কুস্তিগীর, 'যে নিজের সুদিনে এক-একটা ভিখিরীকে পনেরো রুবল দিত। মনে করা যেতে পারে যে, সে অন্যদের বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে এসেছে, প্রয়োজন হলে, তাদের সমর্থন করবে। যুবকদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট সেইজন, যাকে 'পাভলিশ্চেভের ছেলে' বলা হয়েছে, যদিও সে নিজেকে আন্তিপ বুর্দোভস্কি বলে। তরুণটি দরিদ্রের মত, এলোমেলো পোষাক পরে আছে। তার কোটের হাতাগুলো আয়নার মত চকচক করছে, তেলতেলে ওয়েস্টকোটের গলা পর্যন্ত বন্ধ, অবিশ্বাস্যরকম নোংরা কালো সিল্কের স্কার্ফ দড়ির মত পাকানো। তার হাত নোংরা, গায়ের রং ফর্সা, ব্রণভরা মুখে সরল ঔদ্ধত্য। বয়স বাইশের মত, রোগা, লম্বা। মুখে বিদ্রূপের কোন চিহ্ন নেই, শুধু রয়েছে আত্ম অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধ বিশ্বাস, সেইসঙ্গে, অপমানিত হওয়ার এক

অদ্ভুত, অবিরাম ইচ্ছা। ছেলেটি উত্তেজিতভাবে দ্রুত, প্রায় উচ্চারণ না করে হুড়মুড়িয়ে কথা বলছে, যেন কথা বলতে কোন অসুবিধে আছে, বা বিদেশাগত; অবশ্য আসলে জন্মগতভাবে সে রুশ। প্রথমে তার সঙ্গে ছিল পাঠকের পরিচিত লেবেদিয়েভের ভাগ্নে, তারপরে ছিল ইপ্পোলিৎ। ইপ্পোলিৎ খুব তরুণ, সতেরো বা আঠারো বছর বয়স, মুখের ভাব বুদ্ধিমান, কিন্তু সর্বদা বিরক্ত আর মুখে অসুখের প্রবল চিহ্ন। কঙ্কালের মত শীর্ণ, বিবর্ণ, হলদে; চোখ দুটো জ্বলছে, গালে দুটো জ্বলজ্বলে দাগ। সমানে ছেলেটি কাশছে; প্রতিটি কথায়, প্রায় প্রতি নিঃশ্বাসে হাঁপাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, যক্ষ্মার শেষ অবস্থা। দেখে মনে হচ্ছে, বড়জোর বোধহয় আরো দু তিন সপ্তাহ বাঁচবে। ছেলেটি খুব ক্লান্ত, সকলের আগে ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। অন্যান্য অতিথিরা আড়ষ্ট বা কিছুটা অপ্রতিভ হয়েছিল ঢোকার সময়ে; ভাবটা যেন ওরা বিশেষ আতিথ্য এবং মর্যাদা কমে যাওয়ার ভয়ে আড়ষ্ট। সব পার্থিব তুচ্ছতা, নিয়মকানুন এবং স্বার্থ ছাড়া সব কিছুকে ঘৃণা করার তাদের যে খ্যাতি তার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে এটা মেলে না।

'পাভলিশেচভের ছেলে' তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আন্তিপ বুর্দোভস্কি।'

'ভলাদিমির ডোকতোরেঙ্কো।' লেবেদিয়েভের ভাগ্নে স্পষ্ট ভাষায় পরিচয় দিল, যেন নিজের নামে সে গর্বিত।

অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট বলল, 'কেলার।'

দলের শেষ ব্যক্তি অদ্ভুত তীব্র গলায় বলল, 'ইপ্পোলিৎ তেরেন্তিয়েভ।'

সবাই মিশকিনের মুখোমুখি চেয়ারে বসে; সবাই নিজের পরিচয় দিয়ে ভুরু কুঁচকে এক হাত থেকে আর এক হাতে টুপি নিয়ে মুখের ভাব বজায় রাখল। মনে হল, যেন সবাই কথা বলবে, কিন্তু নীরবে উদ্ধতভাবে অপেক্ষা করতে লাগল; যেন বলছে, 'না, বন্ধু, ভুল করেছ, আমাদের তুমি ডাকবে না।' মনে হল, একটা কথা বললেই যেন তারা চমকে যাবে, তারা পরস্পরকে ডিঙিয়ে কথা বলতে শুরু করবে।

॥ আট ॥

মিশকিন বলতে শুরু করল, 'মশায়রা, আপনাদের কাউকে আশা করিনি। আজ আমি অসুস্থ, আপনাদের ব্যাপারে গ্যাব্রিলকে দেখতে বলেছিলাম।'—সে আন্তিপের দিকে ফিরল—'আপনাদের তখন বলেছিলাম, একমাস আগে। অবশ্য, ব্যক্তিগতভাবে এটা বোঝাতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, এরকম সময়ে···আমি বলি, আপনারা আমার সঙ্গে অন্য ঘরে চলুন, যদি আপনাদের দেরী না হয়···আমার বন্ধুরা এখন এখানে আছেন এবং বিশ্বাস করুন—'

লেবেদিয়েভের ভাগ্নে বাধা দিল, 'যত খুশী বন্ধু থাকুন; কিন্তু,' গলা না তুলে বেশ তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলল, 'আমাদের সঙ্গে আর একটু ভদ্রতা করতে পারতেন, দু ঘন্টা চাকরের ঘরে বসিয়ে না রেখে—'

আন্তিপ অত্যধিক উত্তেজনায় তোৎলামি করে কাঁপা ঠোঁটে, ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই···আমিও···এইতো প্রিন্সের মত ব্যবহার···আর···আপনি বোধহয় জেনারেল! কিন্তু আমি আপনার চাকর নই! আমি···আমি···' সে যেন হঠাৎ ফেটে পড়ল, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কথা বলছে যে কেউ বুঝতে পারছে না।

ইপ্পোলিৎ তীক্ষ্ণ. ভাঙ্গা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'প্রিন্সের মত ব্যবহার।'

কুস্তিগীর ব্যক্তিটি বলল, 'যদি আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করা হত, মানে, এটা যদি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার হত, আমি যদি বুর্দোভস্কির জায়গায় থাকতাম ...আমি—'

মিশকিন আবার বলল, 'মশাইরা, এইমাত্র শুনলাম যে, আপনারা এসেছেন।'

লেবেদিয়েভের ভাগ্নে আবার বলল, 'আপনার বন্ধুদের আমরা ভয় পাই না; প্রিন্স, তারা যেই হোক না কেন, আমরা অন্যায় করিনি।'

ইপ্পোলিৎ খুব উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করল, 'কিন্তু আপনি কোন অধিকারে বুর্দোভস্কির ব্যাপারটা আপনার বন্ধুদের হাতে ছেড়ে দিলেন? আপনার বন্ধুরা কি বলবেন, তা যে কেউ বুঝতে পারবে!'

মিশকিন এরকম কথায় ঘাবড়ে গিয়ে শেষে বলল, 'কিন্তু মিঃ বুর্দোভস্কি, আপনি যদি এখানে কথা বলতে না চান, তাহলে চলুন এক্ষুনি অন্য ঘরে যাই; আবার বলছি, এইমাত্র শুনলাম, আপনারা এসেছেন—'

'কিন্তু আপনার কোন অধিকার কোন অধিকার নেই। আপনার বন্ধুরা ঐ যে ওখানে।' বুর্দোভস্কি পাগলের মত চারদিকে তাকাতে লাগল; যতই সে লজ্জা করছে ও সন্দিগ্ধ হচ্ছে, ততই উত্তেজিত হয়ে উঠছে। 'আপনার কোন অধিকার নেই।'

এই কথাগুলো বলে হঠাৎ যেন এক দমকে থেমে গেল, অতি উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ চোখ দিয়ে নীরব অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে মিশকিনকে দেখতে লাগল, তার সারা শরীর সামনে ঝুঁকে পড়ল। এবারে বিস্ময়ে মিশকিন স্তব্ধ হয়ে বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল, একটা কথাও বলতে পারল না।

লিজাভেটা হঠাৎ ওকে ডাকলেন, 'লেভ নিকোলায়েভিচ এক্ষুনি এটা পড়, এই মুহূর্তে; এর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে।'

উনি তাড়াতাড়ি একটা সাপ্তাহিক কৌতুক পত্রিকা বাড়িয়ে ধরে আঙুল দিয়ে একটা প্রবন্ধ দেখালেন। অতিথিরা আসা মাত্র লেবেদিয়েভ লিজাভেটার কাছে গিয়ে কৃতার্থ হওয়ার চেষ্টায়, নীরবে এই পত্রিকাটি পকেট থেকে বার করে একটা দাগ দেওয়া অংশ তাঁর চোখের সামনে ধরল। লিজাভেটা যেটুকু পড়লেন তাতে খুব বিচলিত ও উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।

মিশকিন খুব অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'কিন্তু ওটা জোরে না পড়াই কি ভাল নয়; আমি ওটা একা পড়তে পারি ··পরে।'

মিশকিন সেটা ছোঁয়ার আগেই অসহিষ্ণুভাবে ছিনিয়ে নিয়ে কোলিয়ার উদ্দেশ্যে বললেন, 'তাহলে তুমি বরং পড়, এক্ষুনি, জোরে! জোরে পড়, যাতে সবাই শুনতে পায়।'

লিজাভেটা সহজে উত্তেজিত ও আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন, ফলে মাঝে মাঝে অকস্মাৎ না ভেবেচিন্তে আবহাওয়ার কথা খেয়াল না করেই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আইভান অস্বস্তিতে নড়ে বসলেন। সবাই যখন বাধ্য হয়ে চুপ করে বিমূঢ় অবস্থায় অপেক্ষা করছে, তখন কোলিয়া কাগজ খুলে লেবেদিয়েভের দেখানো অনুচ্ছেদটা চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করল, '· সর্বহারা ও মহান তরুণরা, প্রাত্যহিক রাহাজানির ঘটনা! প্রগতি! সংস্কার! বিচার।

'…আমাদের তথাকথিত পবিত্র রাশিয়ায় সংস্কার ও যৌথ উদ্যোগের যুগে, জাতীয় আন্দোলন এবং প্রতি বছরে বিদেশে কোটি কোটি রুবল পাঠানোর যুগে, উদ্যমী ব্যবসা এবং শিল্পে অসাড়তার যুগে. সব ঠিক মত বলা যায় না, অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। এ আমাদের ক্ষীয়মাণ অভিজাতদের এক তরুণের অদ্ভুত কাহিনী—যার পিতামহদের জুয়াখেলায় সর্বনাশ হয়েছিল, যার পিতাকে সৈন্যবাহিনীতে লেফটেন্যান্টের ও পতাকাবাহকের কাজ করে জনগণের অর্থের নিরীহ অপব্যবহারের দায়ে মরতে হয়েছে। আমাদের কাহিনীর নায়কের মত তরুণরা হয় নির্বোধ হয়ে বড় হয়ে উঠছে, অথবা অপরাধের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছে—অবশ্য শেষে জুরিরা তাদের সংশোধন হবে এই আশা নিয়ে মুক্তি দিচ্ছেন কিংবা তারা এমন শয়তান হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে জনগণ বিস্মিত হচ্ছে এবং আমাদের এখনি অবনত যুগের আরো অবনতি ঘটছে। আমাদের নায়ক বিদেশীদের মত মোজা এবং চামড়াবিহীন ক্লোক পরে কাঁপতে কাঁপতে প্রায় ছ মাস আগে সুইটজারল্যাণ্ড থেকে রাশিয়ায় এসেছে, সেখানে সে নির্বুদ্ধিতার চিকিৎসা করাচ্ছিল। স্বীকার করতে হবে লোকটা ভাগ্যবান—এক অদ্ভুত রোগের সে সুইটজারল্যাণ্ডে চিকিৎসা করাচ্ছিল (একবার ভাবুন, নির্বুদ্ধিতার কি চিকিৎসা হতে পারে।) —অতএব একে সেই রুশ প্রবাদের উদাহরণ বলা যেতে পারে যে, মাত্র কয়েকশ্রেণীর লোকই ভাগ্যবান। শুধু ভাবুন। বাবার মৃত্যুর সময়ে সে শিশু ছিল—লোকে বলে তার বাবা লেফটেন্যান্ট ছিলেন, হঠাৎ কোম্পানীর সব টাকা তাসে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য অথবা কোন অধীনস্থ কর্মচারীকে লাঠি দিয়ে মারার জন্য (ভদ্রমহোদয়গণ, পুরনো দিনগুলো কেমন ছিল, মনে করুন) বিচারাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তখন আমাদের জমিদারকে এক খুব ধনী রুশ ভূস্বামী নিয়ে গিয়ে মানুষ করেন। এই রুশ ভূস্বামী—আমরা এঁকে পি. বলব—পুরনো প্রাচুর্যের দিনে চার হাজার দাসের মালিক ছিলেন। (চার হাজার দাসের মালিক! এর অর্থ বুঝেছেন? আমি বুঝতে পারছি না। অভিধান দেখতে হবে! 'গল্পটা নতুন হলেও বিশ্বাস করা কঠিন!') এই তরুণ সেইসব তামসদের অন্যতম, যারা অলস জীবন বিদেশে কাটায়—গরমে জলের মধ্যে, শীতে ফরাসী শাতু-দ্য-ফ্লুরে, যেখানে জীবনে তারা অবিশ্বাস্য পরিমাণ টাকা খরচ করে। নিশ্চিত বলা যায়, আগেকার দিনে দাসদের উপঢৌকনের অন্তত এক তৃতীয়াংশ প্যারির শাতু-দ্য-ফ্লুরের মালিকের পকেটে যেত (লোকটা ভাগ্যবান)। সে যাই হোক, হাসিখুশী পি. অভিজাত অনাথটিকে প্রিন্সের মত মানুষ করলেন, তারজন্য শিক্ষক ও গভর্নেস (নিঃসন্দেহে সুন্দরী) রাখলেন, তাদের তিনি নিজে প্যারি থেকে নিয়ে আসতেন। কিন্তু অভিজাত পরিবারের শেষ বংশধরটি নির্বোধ। শাতু দ্য ফ্লুরের গভর্নেসদের দিয়ে কোন কাজ হল না, কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত আমাদের নায়ককে কোন ভাষা বলতে শেখানো গেল না, এমন কি মাতৃভাষা রুশও নয়; অবশ্য, শেষের ব্যাপারটা ক্ষমনীয়। শেষে ক্রীতদাস মালিক রুশ পি.-র খেয়াল হল যে, ওই নির্বোধকে সুইটজারল্যাণ্ডে কিছু শেখানো যেতে পারে। খেয়ালটা অবশ্য যুক্তিসঙ্গত, খাঁটি পুঁজিবাদী ভাবে যে, টাকা দিয়ে বুদ্ধিও কেনা যায়, বিশেষতঃ সুইটজারল্যাণ্ডে। পাঁচ বছর সুইটজারল্যাণ্ডে কেটে গেল, এক বিখ্যাত ডাক্তারের কাছে, তাতে হাজার হাজার রুবল খরচ হল। অবশ্য নির্বোধের বুদ্ধি হল না, তবুও লোকে

বলে, সে মানুষের মত হয়েছে—তবে বড় রকম কিছু নয়। হঠাৎ পি. মারা গেলেন, কোন উইল না করেই। তাঁর বিষয় সম্পত্তির অবস্থা যথারীতি এলোমেলো। অনেক লোভী উত্তরাধিকারী ছিল, বংশানুক্রমিক নির্বুদ্ধিতা সারাতে অন্যের অনুগ্রহে সুইটজারল্যাণ্ডে থাকা বড় পরিবারের শেষ বংশধর সম্বন্ধে তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। সে বংশধর নির্বোধ হলেও ডাক্তারকে ঠকানোর চেষ্টা করে দু বছর বিনা পয়সায় চিকিৎসা করাল ; যা আমরা শুনেছি, ডাক্তারের কাছে পি-র মৃত্যুর কথা গোপন রাখল। কিন্তু ডাক্তারও বেশ শয়তান। নগদ টাকার অভাবে এবং পঁচিশ বছরের নির্বোধের চাহিদায় আতঙ্কিত হয়ে সে তাকে নিজের পুরনো মোজা আর ব্যবহৃত ক্লোক দিয়ে রাশিয়া পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া দিয়ে পাঠাল তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে। ভাগ্য যেন আমাদের নায়কের প্রতি প্রসন্ন হল। সামান্য নয়, যে রকম সম্পদ দেশের পর দেশ দুর্ভিক্ষে উজাড় করে দেয়, সেই পরিমাণ সম্পদ তার সব দান এই অভিজাতটির ওপরে বর্ষণ করল. যেমন ক্রিলোভের গল্পের সেই মেঘ সমুদ্রে বৃষ্টি দেওয়ার জন্য জলা খেতের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল। পিটার্সবার্গে পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, তার মায়ের এক আত্মীয় (সে এক ব্যবসায়ী পরিবারের লোক) মস্কোতে মারা গেলেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান, বৃদ্ধ, অবিবাহিত—সেই সেকেলে ব্যবসায়ী রোমান ক্যাথলিক। তিনি নগদ অনেক লক্ষ রুবল রেখে গেলেন (পাঠক, যদি আপনারা ও আমরা এটা পেতাম!), আর সেই টাকাটা নির্বিবাদে পেলেন ওই বংশধর, আমাদের জমিদার, সুইটজারল্যাণ্ডে যাঁর নির্বুদ্ধিতা সেরেছে! তখন অবস্থা বদলে গেল। একদল বন্ধু-বান্ধব আমাদের জমিদারকে ঘিরে ধরল ; তিনি তখন নীতিহীন এক কুখ্যাত সুন্দরীর পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁর আত্মীয়ও দেখা দিল এবং আইনসঙ্গত বিয়ের জন্য অস্থির তরুণীদের ভিড় তাঁর পেছনে ঘুরতে লাগল। সত্যি, এর চেয়ে ভাল কি হতে পারে? অভিজাত, লক্ষপতি, নির্বোধ—সবগুণ একাধারে, ডায়োজেনেসের প্রদীপ নিয়ে খুঁজলেও এরকম স্বামী আর পাবেন না—'

আইভান বিরক্তির চরমে পৌঁছে চেঁচিয়ে উঠল, 'এটা···এটা আমার ধারণার বাইরে!'

মিশকিন বলল, 'কোলিয়া, থাম!'

চারদিক থেকে বিস্ময় ধ্বনি শোনা গেল।

লিজাভেটা নিজেকে সংযত করার প্রাণপণ চেষ্টা করে বললেন, 'পড়! পড়, যা খুশী হোক গে! প্রিন্স! ওকে পড়তে না দিলে ঝগড়া করব।'

কিছু করার নেই। উত্তেজিত, আরক্ত কোলিয়া জড়িত গলায় পড়তে লাগল।

'কিন্তু যখন আমাদের হঠাৎ-নবাব স্বর্গে বিহার করছেন, তখন একটা নতুন ঘটনা দেখা দিল। একদিন সকালে একজন গম্ভীর চেহারার অতিথি এল, পরণে সাধারণ ভদ্র পোষাক, ধরনধারণ প্রগতিশীল। ভদ্র, মর্যাদাপূর্ণ, যুক্তিসঙ্গত ভাষায় তিনি সংক্ষেপে তাঁর আসার কারণ বুঝিয়ে বললেন। ভদ্রলোক সুপরিচিত একজন উকিল। তাঁর মক্কেল এক তরুণ। এই তরুণ মৃত পি. র ছেলে, যদিও নাম আলাদা। উচ্ছৃঙ্খল পি. যৌবনে এক সৎ তরুণী পরিচারিকাকে ভোগ করেছিলেন। মেয়েটি ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত (নিঃসন্দেহে উনি তার দাসত্বের সুযোগ নিয়েছিলেন), ঘটনার আসন্ন এবং অনিবার্য ফল বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি ব্যবসায়ী এবং চাকুরিরত

এক চরিত্রবান লোকের সঙ্গে তার বিয়ের চেষ্টা করলেন—সে দীর্ঘদিন মেয়েটিকে ভালবাসত। প্রথমে তিনি তরুণ দম্পতিকে সাহায্য করতেন, কিন্তু স্বামীটির চরিত্রগুণের জন্য অল্পদিন পরেই সে সাহায্য ফিরিয়ে দেওয়া হল। কিছুদিন চলে যেতে পি. ধীরে ধীরে মেয়েটির কথা এবং তার ছেলের কথা ভুলে গেলেন, পরে ছেলের জন্য কোন ব্যবস্থা না করেই মারা গেলেন। ইতিমধ্যে আইনসঙ্গত বিয়ের পর জাত এবং অন্য নামযুক্ত ছেলেটি তার মায়ের স্বামীর চরিত্রগুণ পেয়েছিল, তিনিও কালক্রমে মারা যাওয়ায় একেবারে অসহায় হয়ে পড়ল, সঙ্গে ছিল রাশিয়ার এক সুদূরপ্রদেশে তার অসুস্থ শয্যাশায়ী, দুঃখী মা। ছেলেটি ব্যবসায়ী পরিবারে পড়িয়ে অর্থ উপার্জন করত এবং এইভাবে প্রথমে স্কুলে ও পরে, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় কিছু মূল্যবান বক্তৃতা শুনত, কিন্তু এক ঘন্টায় সামান্য পয়সা দিয়ে, ঘরে অসুস্থ, শয্যাশায়ী মাকে রেখে পড়াশোনা শেখা যায় না, যদিও শেষে দূরপ্রদেশে মায়ের মৃত্যুতে তার বিশেষ কোন সুবিধা হল না। এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, আমাদের অভিজাত বংশধরের পক্ষে কোন সিদ্ধান্তট সঠিক হত? পাঠক, আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন যে, সে বলুক: "আমি সারাজীবন পি-র সব দাক্ষিণ্য ভোগ করেছি, হাজার হাজার রুবল খরচ হয়েছে সুইটজারল্যাণ্ডে আমার শিক্ষা, গভর্ণেস আর রোগের চিকিৎসায়, এখন আমি লক্ষপতি আর পি-র ছেলে পড়িয়ে তার ক্ষমতা নষ্ট করছে, যদিও তার বাবার তাকে ভুলে যাওয়ার জন্য সে দায়ী নয়। যা কিছু আমার জন্যে খরচ হয়েছে, সেটা তার জন্যে খরচ হওয়া উচিত ছিল। যে বিশাল টাকা আমার পেছনে খরচ হয়েছে, তা আসলে আমার নয়। এ শুধু ভাগ্যের অন্ধভ্রান্তি, এটা পি-র ছেলের পাওয়া উচিত তার কাজে লাগা উচিত, আমার নয়—যেটা ঘটেছে চঞ্চল, আত্মবিস্মরণশীল পি-র চন্দ্রও খেয়ালের ফলে। যদি আমি অভিজাত হয়ে থাকি, তাহলে তার ছেলেকে অর্ধেক সম্পত্তি দেওয়া উচিত, কিন্তু যেহেতু আমি সাবধানী লোক এবং জানি যে তার কোন ন্যায্য দাবী নেই, অতএব তাকে অর্ধেক সম্পত্তি দেব না। কিন্তু আমার পক্ষে কাজটা খুব হীন নির্লজ্জ হবে—বংশধর ভুলে গেলেন [illegible], কাজটায় সংকতাও থাকবে না—'যদি আমার রোগের জন্য পি. যে টাকা খরচ করেছেন, তা এখন তাকে ফিরিয়ে না দিই। সেটাই একমাত্র ন্যায্য কাজ [illegible] যদি পি. আমাকে নিজের ছেলের বদলে মানুষ না করতেন, তাহলে আমার কি হত?'

'কিন্তু না। এ ভদ্রলোকদের দৃষ্টিভঙ্গী নয় যুবকটির উকিল, যে শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে এই মামলা নিয়েছে প্রায় ইচ্ছের বিরুদ্ধে, একরকম জোর করে তাকে দেখেও—সততা, সম্মান ন্যায়, এমন কি সাধারণ সংকোচের কথা তার কাছে শুনেও —সুইস রোগী অনড় হয়ে রইল। তারপর কি মনে হয়? কিছুতেই কিছু যেত আসত না, কিন্তু এবার যা ঘটল, তা অক্ষমনীয়; কোন অসুখের কারণেও ক্ষমার যোগ্য নয় সে অসুখ যতই অদ্ভুত হোক। সবে অধ্যাপকের দেওয়া পোষাক থেকে মুক্ত এই লক্ষপতি বুঝতেও পারল না যে এই যে মহান ছেলেটি পড়িয়ে নিজেকে ক্ষয় করছে, দান চাইছে না, সাহায্য চাইছে না, চাইছে নিজের অধিকার ও প্রাপ্য, যদিও তার কোন আইনসঙ্গত দাবী নেই, আবার সে নিজেও চায়নি, চাইছে তার হয়ে তার বন্ধুরা। রাজকীয় ভাব দেখিয়ে, মানুষকে ধ্বংস করার কাজে টাকাকে লাগানোর ক্ষমতায় আনন্দিত আমাদের এই বংশধর একটা পঞ্চাশ রুবলের নোট সেই তরুণকে

পাঠাল অপমানকর দানস্বরূপ। আপনারা বিশ্বাস করছেন না, বিরক্ত হচ্ছেন, কষ্ট পাচ্ছেন, ক্রোধ প্রকাশ করছেন ; কিন্তু তাই ঘটল। টাকাটা অবশ্য তখনি ফিরে এল, একরকম বলা চলে তার মুখে ছুঁড়ে দেওয়া হল! আমাদের আর কি উপায় রইল ? কোন আইনসঙ্গত দাবী নেই, প্রচার ছাড়া উপায় নেই। আমরা বিশ্বস্ততার প্রমাণসহ গল্পটা জনসাধারণকে জানালাম। আমাদের এক সুপরিচিত কৌতুক রচনালেখক এ বিষয়ে সুন্দর একটা ছড়া লিখেছেন। সে ছড়া শুধু রুশজীবনের গ্রাম্য বর্ণনায় নয়, রাজধানীতেও স্থান পাওয়ার যোগ্য ঃ

> ছোট্ট প্রিয় লেভ পাঁচ বছরে
>   স্নিডারের জামা গায়ে,
> শিশুর মত কাটাত দিন
>   সহজ রসিকতায়।
> তারপরে সে বাড়ী এল,
>   পেয়েছে অনেক টাকা,
> তখন ঠকায় ছাত্রদের,
>   সেই লক্ষপতি বোকা!'

কোলিয়ার পড়া শেষ হতে সে কাগজটা মিশকিনকে দিয়ে একটাও কথা না বলে এককোণে গিয়ে হাতের মধ্যে মুখ লুকোল। তার দারুণ লজ্জা করছে, এরকম নোংরামিতে অনভ্যস্ত তার কিশোর অনুভূতি খুব আহত হয়েছে। তার মনে হচ্ছে যেন, অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে, সব কিছু বিচূর্ণ হয়েছে আর কাগজটা জোরে পড়েছে বলে সে-ই যেন এর কারণ।

তবে সকলেরই অনুভূতি যেন একরকম।

মেয়েদের খুব অপ্রতিভ আর লজ্জিত অবস্থা। লিজাভেটা প্রচণ্ড রাগ চাপবার চেষ্টা করছেন। তিনিও বোধহয় খুব অনুতপ্ত যে তিনি গোলমালটা ঘটিয়েছেন। এখন তিনি চুপচাপ। এরকম ক্ষেত্রে অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ লোকের যা হয়, মিশকিনেরও তাই হয়েছে ; সে অন্যদের ব্যবহারে, তার অতিথিদের ব্যবহারে এত লজ্জিত যে, প্রথমে তাদের দিকে তাকাতে তার লজ্জা করছিল। তিৎসিন, ভারিয়া, গানিয়া, এমনকি লেবেদিয়েভেরও অপ্রস্তুত অবস্থা। সবচেয়ে অদ্ভুত হল যে, ইপ্পোলিৎ এবং 'পাভলীশেচভের ছেলে' যেন অবাক হয়েছে! লেবেদিয়েভের ভাগ্নেও স্পষ্টতঃ অসন্তুষ্ট হয়েছে। একমাত্র কুস্তিগীর লোকটি সম্পূর্ণ শান্ত, গম্ভীরভাবে বসে চোখ নীচু করে গোঁফ পাকাচ্ছে, অস্বস্তিতে নয়, গর্ব ও জয়ের মনোভাব নিয়ে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, লেখাটা শুনে সে খুশী হয়েছে।

জেনারেল এপানচিন মৃদু গলায় বললেন, 'এটা একেবারে সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে, যেন পঞ্চাশটা পাগল একজোট হয়ে এটা লিখেছে।'

ইপ্পোলিৎ কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি জানতে চাই, এরকম অপমানজনক অনুমানের সাহস আপনার কি করে হল মশাই ?'

কুস্তিগীরও হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে গোঁফ পাকিয়ে অঙ্গ ভঙ্গী করে বলল, 'এটা—এটা—এটা একজন মাননীয় লোকের পক্ষে ··জেনারেল, আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে মান্য ব্যক্তির পক্ষে এটা অপমানজনক।'

আইভান কড়া গলায় বললেন, 'প্রথমতঃ, আমি আপনাদের 'মশাই' নই,

দ্বিতীয়তঃ, কৈফিয়ৎ দেবার কোন ইচ্ছে আমার নেই।' উনি খুবই বিরক্ত হয়েছেন, আসন থেকে উঠে একটিও কথা না বলে বারান্দার মুখে সিঁড়ির প্রথম ধাপে গিয়ে সকলের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালেন। স্ত্রীর প্রতি তাঁর প্রবল বিরক্তি; স্ত্রী কিন্তু এখনো চলে যেতে চান না।

মিশকিন দুঃখে, উত্তেজনায় বলল, 'বন্ধুগণ, আমি কথা বলার অনুমতি চাইছি, যাতে আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারি। আমি লেখাটার বিষয়ে কিছু বলতে চাই না, ও কথা থাক, শুধু একটা কথা, লেখাটায় যা বলা হয়েছে, সব মিথ্যে। একথা কেন বলছি, সেটা আপনারা নিজেরাই জানেন। লেখাটা লজ্জাকর, যদি আপনাদের মধ্যে কেউ এটা লিখে থাকেন, তাহলে খুব অবাক হব।'

ইপ্পোলিৎ বলল, 'একমুহূর্ত আগে পর্যন্ত ওই লেখার বিষয়ে আমি কিছু জানতাম না। ও লেখা আমি সমর্থন করি না।

লেবেদিয়েভের ভাগ্নে বলল, 'ওটা লেখা হয়েছে, জানতাম কিন্তু আমি · আমিও চাইনি ওটা ছাপা হোক, কারণ ওটা যথাযথ নয়।'

পাভলিশ্চেভের ছেলে বলল, 'আমি জানতাম, কিন্তু আমার অধিকার আছে আমি।'

মিশকিন সাগ্রহে বুর্দোভস্কির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি! আপনারাই এ সব করেছেন? কিন্তু সে তো অসম্ভব!'

লেবেদিয়েভের ভাগ্নে বলল, আপনার এরকম প্রশ্ন করার অধিকার আমরা অস্বীকার করতে পারি।'

'আমি শুধু ভাবছিলাম যে মিঃ বুর্দোভস্কি নিজেই কিন্তু বলতে চাই, আপনি যখন ঘটনাটা বাইরে প্রকাশ করেছেন, তখন আমার বন্ধুদের সামনে এ বিষয়ে কথা বলায় এত ক্ষুব্ধ হলেন কেন?

লিজাভেটা বিরক্তিতে বললেন, 'শেষ পর্যন্ত।

লেবেদিয়েভ নিজেকে সংযত করতে না পেরে চেয়ারগুলোর ফাঁক দিয়ে উত্তেজিতভাবে এগিয়ে এল—প্রিন্স, আপনি ভুলে যেতে চান যে, শুধু দয়া করে, অসীম সততায় আপনি ওদের কথা শুনেছেন। ওদের কোন কিছু দাবী করার অধিকার নেই, বিশেষত আপনি ব্যাপারটার দায়িত্ব আগেই গ্যাভ্রিলের হাতে দিয়েছেন, আর সেটাও ঘটেছে আপনার দয়ায়। এখন আপনি আপনার বাছাই বন্ধুদের এই ভদ্রলোকদের জন্য ত্যাগ করতে পারেন না, এবং ইচ্ছে করলে এদের এখনি রাস্তায় বার করে দিতে পারেন আর আমি, এই বাড়ীর মালিক, সানন্দে—'

হঠাৎ ঘরের পেছন থেকে ইভোলজিন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ঠিক বলেছ।'

মিশকিন বলতে শুরু করল, 'যথেষ্ট হয়েছে, লেবেদিয়েভ, যথেষ্ট হয়েছে,' কিন্তু ক্রোধের প্রবল বিস্ফোরণে তার কথা হারিয়ে গেল।

লেবেদিয়েভের ভাগ্নে প্রচণ্ড চেঁচিয়ে বলল, 'মাফ করবেন প্রিন্স, এখনো যথেষ্ট হয়নি। এখন ঘটনাটাকে একটা দৃঢ়, স্পষ্ট ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে কারণ ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়নি। এতে কিছু আইনঘটিত ব্যাপার আছে এবং সেইজন্য ওরা আমাদের পথে বার করার ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু সত্যিই কি আপনি আমাদের এত বোকা ভাবেন যে বুঝতে পারছেন না, আমাদের কোন আইনসঙ্গত দাবীই নেই এবং আইনের দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে এক পয়সাও আমাদের

চাইবার অধিকার নেই? কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে, আইনের দাবী না থাকলেও একটা স্বাভাবিক মানবিক দাবী রয়েছে, সাধারণ বুদ্ধি ও বিবেকের দাবী। সে দাবী কোন ঘুণ ধরা মানবিক আইনের ভাষায় লেখা না থাকলেও অলিখিত আইনের ভাষায় একজন উদার ও সৎলোক—অর্থাৎ, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন একজন লোক উদার ও সৎ থাকতে বাধ্য। তাই রাস্তায় বহিষ্কৃত হওয়ার ভয় না করেই আমরা এখানে এসেছি—কারণ আমরা ভিক্ষে চাইছি না, দাবী করছি, এবং এত দেরীতে অভদ্রের মত দেখা করতে এসেছি (অবশ্য আমরা দেরীতে আসিনি, আপনি আমাদের চাকরদের ঘরে বসিয়ে রেখেছিলেন)। নির্ভয়ে বলছি আমরা এসেছি, কারণ ভেবেছিলাম আপনার সাধারণ বুদ্ধি আছে—অর্থাৎ সম্মান এবং বিবেক আছে। হ্যাঁ, আমরা অবশ্য বিনীতভাবে ভিখিরির মত আসিনি এসেছি মাথা উঁচু করে স্বাধীন লোকের মত, কোন আবেদন নিয়ে আসিনি, এসেছি স্বাধীন, গর্বিত অনুরোধ নিয়ে (মনে রাখবেন, আবেদন নয়, অনুরোধ)। আপনাকে সরাসরি মর্যাদার সঙ্গে প্রশ্ন করছি: বুর্দোভস্কির ঘটনায় আপনি নিজেকে অপরাধী না নিরপরাধ মনে করেন? আপনি কি স্বীকার করেন যে পাভলিশ্চেভের কাছে আপনি উপকৃত, এমন কি সে আপনাকে মৃত্যু থেকেও বাঁচিয়েছে? যদি স্বীকার করেন (এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে) তাহলে লক্ষ লক্ষ রুবল পাওয়ার পর, পাভলিশ্চেভের ছেলেকে দারিদ্র্য সাহায্য করা কি উচিত অথবা ন্যায্য মনে করেন, যদিও ওর পদবী বুর্দোভস্কি। হ্যাঁ না না? যদি হ্যাঁ হয়—অর্থাৎ আপনার ভাষায় যাকে বলে সম্মান, বিবেক তা যদি আপনার থাকে এবং যাকে আমরা আরো সঠিকভাবে সাধারণ বুদ্ধি বলি,—তাহলে আমাদের সন্তুষ্ট করে ব্যাপারটা চুকে যাক। আমাদের অনুনয় বা কৃতজ্ঞতা ছাড়াই খুশী করুন। ও সব আমাদের কাছে আশা করবেন না, কারণ এটা আমাদের জন্য করছেন না করছেন ন্যায়ের খাতিরে। যদি আমাদের খুশী করতে না চান—অর্থাৎ যদি না বলেন—তাহলে আমরা এক্ষুণি চলে যাচ্ছি, তাতে ব্যাপার মিটে যাবে এবং আপনার সব সাক্ষীদের সামনে আপনাকে মুখের ওপরেই বলছি যে, আপনার বুদ্ধি স্থূল, অনুন্নত, বলছি যে, ভবিষ্যতে নিজের সম্মান ও বিবেক আছে একথা বলবেন না বলার কোন অধিকার নেই, আপনি খুব সস্তায় সে অধিকার কিনতে চাইছেন আমার কথা শেষ হয়ে গেছে। আমি প্রশ্ন করেছি, এখন সাহস থাকলে আমাদের রাস্তায় বার করে দিন। ক্ষমতা থাকলে করুন। শুধু মনে রাখবেন যে আমরা দাবী করছি, ভিক্ষে চাইছি না। আমরা দাবী করছি ভিক্ষে চাইছি না!'

লেবেদিয়েভের ভাগ্নে খুব উত্তেজিতভাবে থেমে গেল।

বুর্দোভস্কি টকটকে লাল মুখ করে বলল 'আমরা দাবী করছি ভিক্ষে চাইছি না।'

লেবেদিয়েভের ভাগ্নের বক্তৃতার পরে সকলের মধ্যে চঞ্চলতা ও প্রতিবাদের গুঞ্জন শোনা গেল, যদিও উপস্থিত সকলে গোলযোগ এড়াতে চায়, বিশেষতঃ লেবেদিয়েভ; সে যেন দারুণ উত্তেজিত। (অদ্ভুত ব্যাপার হল, লেবেদিয়েভ স্পষ্টতঃ মিশকিনকে সমর্থন করলেও ভাগ্নের বক্তৃতায় যেন তার পারিবারিক গর্ব দেখা দিল, সে বিশেষ তৃপ্তির ভঙ্গীতে উপস্থিত সকলের দিকে তাকাল।)

মিশকিন নীচু গলায় বলতে লাগল, 'আমার মতে, মি. দোক্তোরেঙ্কো,

'আমি কিছুই অস্বীকার করছি না, তবে আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে, আপনার প্রবন্ধ…'

'বলতে চান, সাংঘাতিক? কিন্তু জানেন তো, ওটা লোকের উপকারের জন্য; তাছাড়া, এরকম একটা মুখরোচক ঘটনা কি উপেক্ষা করা যায়? দোষীর পক্ষে যতই সেটা খারাপ হোক, সর্বাগ্রে জনগণের উপকার। একটু অসত্যভাষণ—যাকে বলে অতিরঞ্জন আছে, কিন্তু আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে, উদ্দেশ্যটাই আসল; লক্ষ্যটাই প্রথম। উপকারের প্রবণতাটা মুখ্য, ব্যক্তিগত বিষয় গৌণ। তাছাড়া, লেখার ধরণ, রসমূল্য রয়েছে—বস্তুতঃ আপনি নিজেই জানেন, সবাই ঐভাবে লেখে। হা, হা!'

'কিন্তু আপনারা একেবারে ভুল পথে গেছেন। আপনারা এই ভেবে লেখাটা ছেপেছেন যে, আমি মোটেই মিঃ বুর্দোভস্কি'ক খুশী করব না, তাই ভয় দেখাবার ও প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কি করে জানলেন—আমি তো বুর্দোভস্কির দাবী মেটাবার কথাও ভেবে থাকতে পারি। এখানে সকলের সামনে স্পষ্ট করে বলছি যে আমি—'

কুস্তিগীর বলল, 'এই তো জ্ঞানী, উদার লোকের উদার বক্তব্য!'

লিজাভেটা বললেন, 'ভগবান!'

জেনারেল বললেন, 'এ অসহ্য।'

মিশকিন অনুরোধ জানাল, 'আমায় বলতে দিন, বন্ধুগণ, আমি বুঝিয়ে বলছি। মিঃ বুর্দোভস্কি, আপনার প্রতিনিধি চেবারোভ পাঁচ সপ্তাহ আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।' মিশকিন কুস্তিগীরের উদ্দেশ্যে হঠাৎ হেসে উঠে বলল, 'মিঃ কেলার, আপনি ওঁর যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটা খুবই অতিরঞ্জিত। আমার ওঁকে ভালই লাগেনি। প্রথম থেকে বুঝেছিলাম, উনি এর ভেতরে আছেন এবং মিঃ বুর্দোভস্কি, আপনাকে দিয়ে দাবী তোলানোর জন্য উনি আপনার সরলতার সুযোগ নিয়েছেন।'

বুর্দোভস্কি উত্তেজনায় তুতলে উঠল, 'আপনার কোন অধিকার নেই…আমি…সরল নই…এটা ..'

লেবেদিয়েভের ভাগ্নে বলল, 'এরকম অনুমান করার আপনার কোন অধিকার নেই।'

ইপ্পোলিৎ বলল, 'এ দারুণ অপমান। এ অনুমান অপমানজনক, মিথ্যে, অসংলগ্ন!'

মিশকিন তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি দুঃখিত, আমি দুঃখিত। আমাকে মাফ করুন। ভেবেছিলাম আমাদের খোলাখুলি কথা বলাই ভাল। তবে আপনারা যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন! আমি চেবারোভকে বলেছিলাম, আমি পিটার্সবার্গে থাকছি না, তাই এক বন্ধুর ওপরে এই কাজের দায়িত্ব দেব এবং মিঃ বুর্দোভস্কিকে জানাব। আমি আপনাদের স্পষ্ট বলছি, ব্যাপারটা আমার একেবারে জুয়াচুরি বলে মনে হয়েছিল, কারণ এতে চেবারোভ জড়িত। আপনারা অপরাধ নেবেন না; দোহাই, অপরাধ নেবেন না।' বুর্দোভস্কি ও তার বন্ধুদের মধ্যে রাগ, উত্তেজনা, প্রতিবাদের ভাব দেখে মিশকিন চেঁচিয়ে উঠল। 'এটা জুয়াচুরি হলে আপনারা তাতে জড়িত হতেন না। তখন আপনাদের কাউকে ব্যক্তিগতভাবে

চিনতাম না, নাম পর্যন্ত জানতাম না; আমি শুধু চেবারোভকে দেখে বিচার করেছিলাম। সাধারণভাবে বলছি, কারণ...সম্পত্তি পাওয়ার পর আমার কি ভয়ঙ্কর অবস্থা, তা যদি আপনারা জানতেন!'

লেবেদিয়েভের ভাগ্নে ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'প্রিন্স, আপনি অদ্ভুত রকম সরল।'

ইপ্পোলিৎ বলল, 'তাছাড়া, আপনি প্রিন্স, লক্ষপতি। আপনি হয়ত দয়ালু সরল হতে পারেন, তবু সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারেন না।'

মিশকিন তাড়াতাড়ি বলল, 'সম্ভব, খুব সম্ভব, যদিও আপনারা কোন্ সাধারণ নিয়মের কথা বলছেন, জানি না। যাক, আমায় বলতে দিন, বিনা কারণে অপরাধ নেবেন না; আমি শপথ করছি, আপনাদের অপমান করার এতটুকুও ইচ্ছে আমার নেই। আপনাদের ক্ষুব্ধ না করে কোন কথা আন্তরিকভাবে বলা চলে না! তবে প্রথমতঃ, পাভলিশেচেভের ছেলে আছে জেনে খুব বিস্মিত হয়েছিলাম, বিশেষতঃ সে যেরকম ভয়ঙ্কর অবস্থায় আছে বলে চেবারোভ বলেছিল। পাভলিশেচেভ আমার উপকারী এবং আমার বাবার বন্ধু। মিঃ কেলার, আপনার লেখায় আমার বাবার বিষয়ে এরকম মিথ্যে কথা কেন লিখেছেন? তিনি কখনো কোম্পানির টাকা তছরূপ করেননি, অধীনদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করেননি; সে ব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিত। এরকম মিথ্যে কথা লিখতে কি করে হাত উঠল আপনার? আর পাভলিশেচেভ সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা সব সহ্যের অতীত। আপনি ঐ মহৎ লোকটিকে বলেছেন উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত, এমন সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যেন সত্যি কথা বলছেন; অথচ পৃথিবীর সবচেয়ে সৎ লোকদের উনি একজন! উনি অসাধারণ শিক্ষিত ছিলেন; বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের চিঠি লিখতেন এবং বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য প্রচুর টাকা খরচ করেছেন। তাঁর হৃদয় এবং মহত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি ঠিকই বলেছেন। সে সময়ে আমি প্রায় নির্বোধ ছিলাম, কিছুই বুঝতাম না (অবশ্য রুশ ভাষা বলতে এবং বুঝতে পারতাম), কিন্তু এখন যা কিছু মনে পড়ে, তার প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারি--'

ইপ্পোলিৎ বলল, 'এটা কি খুব ভাবপ্রবণতা হয়ে যাচ্ছে না? আমরা শিশু নই; আপনার সরাসরি বক্তব্য শুরু করার কথা ছিল। দশটা বাজতে চলেছে, সেটা মনে রাখবেন।'

মিশকিন সাথে সাথে সম্মতি জানাল, 'খুব ভাল কথা। প্রথম অবিশ্বাসের পর ভাবলাম হয়ত ভুল করেছি, পাভলিশেচেভের সত্যিই হয়ত ছেলে আছে। কিন্তু খুব অবাক হলাম যে, সেই ছেলে এত চটপট—মানে, এত প্রকাশ্যে—তার জন্মের গোপন কথা প্রকাশ করে মায়ের নামকে কলঙ্কিত করছে। কারণ তখনো চেবারোভ আমাকে প্রচারের ভয় দেখিয়েছিলেন—'

লেবেদিয়েভের ভাগ্নে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী জঘন্য!'

বুর্দোভস্কি বলল, 'আপনার কোন অধিকার...কোন অধিকার নেই।'

ইপ্পোলিৎ উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবার অনৈতিক আচরণের জন্য ছেলে দায়ী নয়, মারও দোষ নেই।

মিশকিন শান্তস্বরে বলল, 'আমার ভাবা উচিত ছিল, মাকে বাদ দেবার এটাই যথেষ্ট কারণ।'

লেবেদিয়েভের ভাগ্নে ঘৃণার ভঙ্গিতে বলল, 'প্রিন্স, আপনি শুধু সরল নন,

বোধ হয়, তারো বেশী।'

ইপ্পোলিৎ অস্বাভাবিক গলায় বলল, 'আপনার কী অধিকার আছে!'

মিশকিন তাড়াতাড়ি বলল, 'কিছু না, কিছু না। স্বীকার করছি, আপনারা ঠিক বলেছেন, কিন্তু আমি না বলে পারলাম না। সেই সঙ্গে মনে মনে এ কথাও ভেবেছি যে, আমার ব্যক্তিগত অনুভূতিকে এখানে আনা উচিত নয়, কারণ পাভলিশেচভের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে যদি নিজেকে বুর্দোভস্কির দাবী মেটাতে বাধ্য মনে করি, তাহলে তাদের সন্তুষ্ট করাই আমার কর্তব্য—এক্ষেত্রে মিঃ বুর্দোভস্কিকে আমি শ্রদ্ধা করি কিংবা না করি তাতে কিছু যায় আসে না। এ কথা বললাম কারণ ছেলের পক্ষে এত প্রকাশ্যে মার গোপন কথা বলা আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল; বস্তুতঃ, এ কারণেই ভেবেছিলাম, চেবারোভ একটা শয়তান, তিনি এই জোচ্চরিতে মিঃ বুর্দোভস্কিকে উস্কেছেন।'

অতিথিরা চেঁচিয়ে উঠল, 'এ অসহ্য!' কয়েকজন লাফিয়ে উঠল।

'মশাইরা, ঐ জন্যই ভেবেছিলাম, গরীব মিঃ বুর্দোভস্কি নিশ্চয়ই সরল, অসহায় ব্যক্তি; সহজে জোচ্চররা তাঁকে দুর্বল করে ফেলতে পারে, অতএব পাভলিশেচভের ছেলে হিসেবে তাঁকে সাহায্য করতে আমি আরো বাধ্য—প্রথমতঃ, মিঃ চেবারোভের বিরোধিতা করে, দ্বিতীয়তঃ আমার সহৃদয় সাহায্য দিয়ে, আর তৃতীয়তঃ, ভেবেছিলাম তাঁকে দশ হাজার রুবল দেব—অর্থাৎ, আমার হিসেব মত পাভলিশেভ যে টাকাটা আমার জন্য খরচ করেছেন।'

ইপ্পোলিৎ চেঁচিয়ে উঠল, "কি, মাত্র দশ হাজার।"

লেবেদিয়েভের ভাগ্নে বলল, 'প্রিন্স, আপনি বোকামির ভান করলেও হয় আদৌ অঙ্কে ভাল নন, অথবা খুব বেশী ভাল।'

বুর্দোভস্কি বলল, 'আমি দশ হাজার নিতে রাজী নই।'

কুলিগীর ইপ্পোলিতের চেয়ারের পেছন দিয়ে ঝুঁকে পড়ে স্পষ্ট ও দ্রুত ফিসফিসিয়ে বলল, 'আন্তিপ, নিয়ে নাও! নিয়ে নাও, পরে দেখা যাবে।'

ইপ্পোলিৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'শুনুন মিঃ মিশকিন, মনে রাখবেন আমরা বোকা নই। সম্ভবতঃ আপনার অতিথিরা আমাদের সম্বন্ধে তাই ভাবছেন। এই মহিলারা বিরক্তিতে নাক কুঁচকোচ্ছেন, বিশেষতঃ ঐ দারুণ ভদ্রলোকটি—' সে ইয়েভগেনির দিকে হাত দেখাল, 'ওঁর পরিচয় জানার সৌভাগ্য অবশ্য এখনো হয় নি, তবে মনে হয়, ওঁর সম্বন্ধে কিছু শুনেছি।'

মিশকিন উত্তেজিত হয়ে বলল, 'মশাইরা, আমাকে আপনারা আবার ভুল বুঝছেন! প্রথমতঃ, মিঃ কেলার, আপনি আপনার লেখায় আমার টাকার বিষয়ে খুব ভুল খবর দিয়েছেন; আমি আদৌ লক্ষ লক্ষ রুবল পাইনি। আপনার যা ধারণা, আমার কাছে বোধ হয় তার আটের এক ভাগ বা দশের এক ভাগ আছে; তারপরে, সুইটজারল্যাণ্ডে আমার জন্য হাজার হাজার রুবল খরচ হয়নি। স্নিভারকে বছরে ছশো রুবল দেওয়া হয়েছিল, মাত্র প্রথম তিন বছর। তাছাড়া পাভলিশেভ কখনো সুন্দরী গভর্নেস খুঁজতে প্যারিতে যাননি; ওটাও মিথ্যে কথা। আমার মতে, আপনার প্রাপ্য দশ হাজার রুবলের অনেক কম। আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে, মিঃ বুর্দোভস্কির যা প্রাপ্য তার চেয়ে বেশী দিতে পারি না, এমন কি তাকে খুব ভালবাসলেও পারতাম না। সেটা শুধু ভদ্রতার ব্যাপার নয়, যা প্রাপ্য তাই

দেওয়া উচিত, উপহার দিলে হবে না। এটা আপনারা কেন বুঝতে পারছেন না, জানি না; তবু পরে সহৃদয়তা ও সহানুভূতিতে বলেছি যে, অসুখী মিঃ বুর্দোভস্কির ক্ষতিপূরণ করব। তিনি স্পষ্টতঃ বঞ্চিত হয়েছেন, কারণ তা না হলে তিনি এরকম হীন কাজ করতে রাজী হতেন না। যেমন মায়ের সম্বন্ধে মিঃ কেলারের লেখায় এরকম কেলেঙ্কারি ছাপানো· কিন্তু আপনারা আবার রেগে যাচ্ছেন কেন? আমাদের মধ্যে তাহলে ভুল বোঝাবুঝি হবে। যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে। যা দেখছি, তাতে আমার বিশ্বাস যে, আমার অনুমান ঠিক।' 'মিশকিন তাদের উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে লক্ষ্য করল না যে, উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে তুলছে।

তারা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'এখন কি বিশ্বাস হয়েছে?'

প্রথমতঃ বুর্দোভস্কি কেমন লোক, তা স্পষ্ট বোঝাবার সুযোগ পেলাম। উনি সরল লোক, সহজে সবাই ওঁকে প্রভাবিত করে। অসহায় লোক তাই ওঁকে আমার বাদ দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ গ্যাব্রিল, তার ওপরে এই বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং অনেক দিন তার খবর পাইনি। কারণ আমি বেড়াচ্ছিলাম, পরে তিন দিন পিটার্সবার্গে অসুস্থ হয়ে ছিলাম। সে এক ঘণ্টা আগে প্রথম সাক্ষাতের সময়ে আমাকে বলল যে সে চেবারোভের মতলব বুঝতে পেরেছে। তার কাছে প্রমাণ আছে এবং চেবারোভকে যা ভেবেছিলাম, সে ঠিক তাই। আমি জানি যে বহু লোক আমায় নির্বোধ ভাবে, আমি নির্বিবাদে টাকা খরচ করি বলে চেবারোভ ভেবেছিলেন যে সহজে আমায় বোকা বানাতে পারবেন পাভলিশ্চেভের প্রতি আমার শ্রদ্ধাকে কাজে লাগিয়ে। কিন্তু আসল ব্যাপার হল শুনুন।—এখন দেখা যাচ্ছে মিঃ বুর্দোভস্কি আদৌ পাভলিশ্চেভের ছেলে নন। গ্যাব্রিল এইমাত্র আমায় নিশ্চিত করে বলেছে যে, তার কাছে এর স্পষ্ট প্রমাণ আছে। আপনারা কি বলেন। যে কথা হল তারপর এটা কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। শুনুন, নির্দিষ্ট প্রমাণ আছে। আমি এখনো নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না এখনো আমার সন্দেহ রয়েছে, কারণ গ্যাব্রিল এখনো আমাকে সব খুঁটিনাটি জানাবার সুযোগ পায়নি, কিন্তু চেবারোভ যে একটা শয়তান সে বিষয়ে এখন আর সন্দেহ নেই। উনি মিঃ বুর্দোভস্কিকে এবং আপনারা যাঁরা এত মহত্ত্বের সঙ্গে বন্ধুকে সমর্থন করতে এসেছেন আপনাদের সবাইকে প্রভাবিত করতে এসেছেন (কারণ, বুঝতে পারছি, তাঁর সমর্থনের খুব দরকার।) উনি সবাইকে একটা জোচ্চুরিতে জড়িয়েছেন। আপনারা জানেন, এটা আসলে জোচ্চুরি, লোক ঠকানো।'

চারদিক থেকে শোনা গেল, 'জোচ্চুরি কিরকম?—পাভলিশ্চেভের ছেলে নয়? সে কি করে সম্ভব?'

বুর্দোভস্কির দলবল অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এটা জোচ্চুরি। কারণ, যদি দেখা যায়, মিঃ বুর্দোভস্কি পাভলিশ্চেভের ছেলে নয়, তাহলে তার দাবী একেবারে মিথ্যে (অবশ্য সত্য ঘটনা যদি তার জানা থাকে)। আসলে ওঁকে ঠকানো হয়েছে, সেইজন্য ওঁর চরিত্রকে স্পষ্ট করার বিষয়ে আমি জোর দিচ্ছি, সেইজন্য বলছি যে, উনি সরলতার জন্য করুণার পাত্র, ওঁকে অসহায় করে দেওয়া যায় না। তা যদি না হত, তাহলে উনিও শয়তান হতেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, উনি বুঝতে পারেননি! সুইটজারল্যাণ্ড

যাওয়ার আগে আমারো ঐ অবস্থা ছিল; আমিও অসংলগ্ন কথা বলতাম—নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম, পারতাম না। আমি খুব সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়েছি, কারণ আমারো প্রায় ঐ অবস্থা, কাজেই ঐ বিষয়ে কিছু বলতে পারি। তবুও—"পাভলিশ্চেভের কোন ছেলে" না থাকলেও, ব্যাপারটা বুজরুকি হলেও—আমি মত বদলাইনি, পাভলিশ্চেভের স্মৃতিতে দশ হাজার রুবল দিতে প্রস্তুত। মিঃ বুর্দোভস্কি আসার আগে, আমি পাভলিশ্চেভের স্মৃতিতে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য দশ হাজার রুবল দেব ভেবেছিলাম; কিন্তু এখন স্কুল বা মিঃ বুর্দোভস্কি, যার জন্যেই হোক, কিছু আসে যায় না, কারণ মিঃ বুর্দোভস্কি পাভলিশ্চেভের ছেলে না হলেও প্রায় ছেলের মত, কেননা ওঁকে এত বিশ্রীভাবে ঠকানো হয়েছে। উনি সত্যিই নিজেকে পাভলিশ্চেভের ছেলে বলে বিশ্বাস করেছিলেন। বন্ধুগণ, গ্যাভ্রিলের কথা শুনুন। আসুন সব মিটিয়ে ফেলি; রাগ করবেন না, উত্তেজিত হবেন না, বসে পড়ুন। গ্যাভ্রিল এখনি আমাদের সব বুঝিয়ে দেবে, সব শুনলে আমি নিজেও খুব খুশী হব। ও বলছে, মিঃ বুর্দোভস্কি আপনার মার সঙ্গে দেখা করতে ও স্কোভেও গিয়েছিল। তিনি মারা যাননি, সে কথা ওরা আপনাকে দিয়ে বলিয়েছে ঐ লেখাটাতে বসুন, মশাইরা, বসুন।

মিশকিন বসে বুর্দোভস্কি ও তার বন্ধুদের বসাল, ওরা লাফিয়ে উঠেছিল, আবার বসে পড়ল। গত দশ বিশ মিনিট ধরে মিশকিন আগ্রহের সঙ্গে জোরে, দ্রুত, আবেগের সঙ্গে কথা বলে গেছে, মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়া কিছু কথার জন্য সে পরে খুব দুঃখিত হয়েছে। সে নিজে যদি অত অসংযত না হয়ে পড়ত তাহলে এত দ্রুত, এত নগ্নভাবে এতসব অবান্তর কথা খোলাখুলি বলত না। বসামাত্র একটা জ্বলন্ত দুঃখে তার হৃদয় দগ্ধ হতে লাগল। সে নিজে সুইটজারল্যাণ্ডে যে অসুখের চিকিৎসা করাচ্ছিল সেই অসুখে বুর্দোভস্কি ভুগছে, একথা এত প্রকাশ্যে বলে তাকে অপমানিত করা ছাড়াও স্কুলের জন্য নির্দিষ্ট দশ হাজার রুবল তাকে দেওয়ার কথা সবার সামনে এত স্থূল ও অসতর্কভাবে বলেছে যেন ওই টাকাটা দান। মিশকিন ভাবল আমার উচিত ছিল, অপেক্ষা করে কাল টাকাটা ওকে আলাদা দেওয়া। এখন বোধহয় আর কিছু করা যাবে না' হাঁ আমি নির্বোধ, যথার্থ নির্বোধ।' লজ্জা ও গভীর দুঃখে তার এই ধারণা হল।

ইতিমধ্যে, এতক্ষণ একদিকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর গ্যাভ্রিল মিশকিনের আমন্ত্রণে সামনে এগিয়ে এল, তার পাশে দাঁড়িয়ে শান্ত স্পষ্ট স্বরে প্রিন্সের নির্দেশিত ঘটনা সম্বন্ধে বলতে শুরু করল। সাথে সাথে সব কথা থেমে গেল। প্রত্যেকে গভীর আগ্রহে শুনতে লাগল, বিশেষতঃ বুর্দোভস্কিরা।

॥ নয় ॥

গ্যাভ্রিল সরাসরি বুর্দোভস্কির উদ্দেশে বলতে শুরু করল, বুর্দোভস্কি গভীর কৌতূহল ও উত্তেজনায়, বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে শুনতে লাগল, 'আপনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না, অস্বীকার করতে চেষ্টা করবেন না বা চাইবেন না যে আপনার শ্রদ্ধেয়া মায়ের যথাযথভাবে আপনার বাবা মিঃ বুর্দোভস্কির সঙ্গে বিয়ে হওয়ার ঠিক দু বছর পরে, আপনি জন্মেছিলেন। আপনার জন্ম তারিখ সহজে প্রমাণ করা যাবে, সুতরাং এই সত্যের বিকৃতির—যা আপনার এবং আপনার মার পক্ষে এত অপমানজনক—কারণ হল শুধু মিঃ কেলারের কল্পনার খেয়াল। তিনি

নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন এই কথা বলে আপনার দাবীকে আরো জোরদার করছেন এবং আপনার উপকার করছেন। মিঃ কেলার বলছেন যে উনি লেখার কিছুটা অংশ আপনাকে আগে শুনিয়েছিলেন, কিন্তু পুরোটা নয়...নিশ্চয়ই উনি ঐ অংশ পর্যন্ত পড়েননি—'

কুন্তিগীর বাধা দিল, 'না, সত্যি পড়িনি, কিন্তু একজন যোগ্য লোক আমাকে সব তথ্য দিয়েছিল। আমি—'

গ্যাব্রিল বাধা দিল, 'মাফ করবেন মিঃ কেলার, আমাকে কথা বলতে দিন। আপনার লেখার কথা পরে হবে, এখন আপনি কৈফিয়ৎ দেবেন; কিন্তু এখন আমরা বরং আসল ব্যাপারটাকে খুঁটিয়ে দেখি। হঠাৎ আমার বোন ভারভারা আর্দালিয়োনোভনা তিৎসিনের সাহায্যে আমি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, গ্রামে সম্পত্তির মালিক, বিধবা মাদাম জুবকোভের একটা চিঠি পেলাম; চিঠিটা চব্বিশ বছর আগে পাভলিশ্চেভ বিদেশ থেকে মাদামকে লিখেছিলেন। মাদামের সঙ্গে আলাপ করে তাঁর পরামর্শমত আমি এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়কে অনুরোধ করলাম। তিনি তাঁর আমলে পাভলিশ্চেভের বন্ধু ছিলেন; তিনি হলেন অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল ব্যাজোভকিন। আমি তাঁর কাছ থেকে পাভলিশ্চেভের লেখা আরো দুটো চিঠি পেলাম, সেগুলোও বিদেশ থেকে লেখা। এই তিনটে চিঠির ঘটনা ও তারিখ থেকে নিঃসন্দেহে একথা নিশ্চিত প্রমাণ করা যায় যে, আপনার জন্মের দেড় বছর আগে উনি বিদেশে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিন বছর ছিলেন। আপনি জানেন যে, আপনার মা কখনো রাশিয়ার বাইরে যাননি। আপাততঃ আমি এই চিঠিগুলো পড়ব না। এখন দেরী হয়ে গেছে, শুধু সত্য ঘটনাটা জানালাম। যদি আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য একটা সময় ঠিক করেন, যদি কাল সকালে চান, তাহলে আপনার সাক্ষীদেরও আনতে পারেন—যতজনকে খুশী—আর বিশেষতঃ আনতে পারেন হাতের লেখা পরীক্ষার জন্য; আমি নিশ্চিত যে আপনাকে যা বললাম, তার সত্যতা সম্বন্ধে আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে। এবং তাতে, পুরো ঘটনাটাই মিথ্যে হয়ে যাবে।'

আবার সকলের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিল। বুর্দোভস্কি উঠে দাঁড়াল।

'যদি তাই হয়, তাহলে আমায় ঠকানো হয়েছে; চেবারোভ নয়, সে অনেক, অনেক আগে। আমার বিশেষজ্ঞের দরকার নেই, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই না, আপনার কথা বিশ্বাস করে আমার দাবী ফিরিয়ে নিচ্ছি।—আমি দশ হাজার রুবলে রাজী নই—বিদায়!'

সে টুপি তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেয়ারটা ঠেলে সরাল।

গ্যাব্রিল মৃদু, মিষ্টি স্বরে বাধা দিল, 'যদি পারেন, মিঃ বুর্দোভস্কি, আর পাঁচ মিনিট থাকুন। আর কিছু অতি জরুরী তথ্য জানা গেছে; অন্তত আপনার পক্ষে সেগুলো খুব কৌতূহলজনক। আমার মতে আপনার এগুলো জানা উচিত এবং সব স্পষ্ট জানলে হয়ত আপনার পক্ষে ভালই হবে। ..'

বুর্দোভস্কি কথা না বলে মাথা নীচু করে বসল, যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। লেবেদিয়েভের ভাগ্নে তার সঙ্গে যাবে বলে উঠেছিল, সেও বসে পড়ল; তার আত্ম-নির্ভরতা ও সাহস যদিও কমেনি, তবুও তাকে খুব হতবুদ্ধি দেখাচ্ছে। ইপ্পোলিৎ খুব হতাশ ও বিস্মিত হয়েছে। ঠিক এই সময়ে তার খুব কাশি হয়ে রুমালে রক্তের দাগ লাগল। কুস্তিগীর দুঃখিত হয়েছে।

সে তীব্র চীৎকার করল, 'আস্তিপ! তখনি তোমায় বলেছিলাম—পরশুদিন যে, তুমি বোধ হয় পাভলিশ্চেভের ছেলে নও!'

চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল, দু-তিনজন বেশী জোরে হাসল।

গ্যাব্রিল তাকে চেপে ধরল, 'মিঃ কেলার, আপনি এখনি যা বললেন, সেটা খুব মূল্যবান। তবুও অত্যন্ত নিখুঁত প্রমাণের সাহায্যে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, মিঃ বুর্দোভস্কি নিজের জন্ম তারিখ জানলেও বিদেশে পাভলিশ্চেভের থাকার কথা কিছুই জানতেন না। পাভলিশ্চেভের জীবনের বেশীর ভাগ সময় বিদেশেই কেটেছে, মাঝে মাঝে অল্প দিনের জন্য দেশে ফিরতেন। তাছাড়া, এখন তাঁর বিদেশে যাওয়ার ঘটনা এমন কিছু স্মরণীয় ছিল না যে, কুড়ি বছর পরেও মনে থাকবে। বুর্দোভস্কির কথা দূরে থাক তাঁর তো তখন জন্মই হয়নি, যাঁরা পাভলিশ্চেভকে খুব ভালভাবে চিনতেন, তাঁদেরও মনে থাকার কথা নয়। অবশ্য এ সত্য প্রমাণ করা অসম্ভব নয়; তবে স্বীকার করতে হবে যে, আমি তথ্যগুলো পেয়েছি দৈবাৎ, না-ও পেতে পারতাম। অতএব এ প্রমাণ মিঃ বুর্দোভস্কি বা চেবারোভ পাবেন ভাবলেও, তাদের পক্ষে পাওয়া সত্যিই অসম্ভব ছিল। তবে তাঁরা হয়ত সে কথা ভাবেননি —'

ইপ্পোলিৎ হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বাধা দিল, 'মিঃ ইভোলজিন, এ সবের অর্থ কি, জানতে পারি? ঘটনা পরিষ্কার হয়ে গেছে, আমরা অত্যন্ত জরুরী তথ্য স্বীকার করতে রাজী। তাহলে আর এ নিয়ে ক্লান্তিকর, অপমানজনক কথা চলেছে কেন? হয়ত আপনি তদন্তের বিষয়ে আপনার বুদ্ধির বড়াই করতে চান, আমাদের এবং প্রিন্সের সামনে দেখাতে চান আপনি কত ভাল ডিটেকটিভ? নাকি, না জেনে বুর্দোভস্কি এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছেন—এটা প্রমাণ করে মিঃ বুর্দোভস্কিকে ক্ষমা করতে চান? কিন্তু সে তো অপমান, মশাই। আপনার ক্ষমায় বুর্দোভস্কির কোন প্রয়োজন নেই বলে দিলাম। এটা তার পক্ষে বেদনাদায়ক, তার পক্ষে কঠিন; যাই হোক, তার অবস্থা অস্বস্তিকর; সেটা আপনার দেখে বোঝা উচিত।'

গ্যাব্রিল বাধা দেওয়ার সুযোগ পেল, 'যথেষ্ট হয়েছে মিঃ তেরেন্তিয়েভ, যথেষ্ট হয়েছে। উত্তেজিত হবেন না। আমার ভয় হচ্ছে, আপনি সুস্থ নন। আপনার প্রতি আমার সহানুভূতি রয়েছে।' সকলের মধ্যে অসহিষ্ণুতা ভাব দেখে সে বলল, 'যদি চান, আর কিছু বলব না কিংবা যে কথাগুলো খুঁটিয়ে জানা দরকার সেগুলো সংক্ষেপে বলতে আমি বাধ্য। যারা আগ্রহী তাদের প্রমাণসহ জানাতে চাই যে, মিঃ বুর্দোভস্কি, মিঃ পাভলিশ্চেভ আপনার মাকে এত দয়া দেখিয়েছেন শুধু এই কারণে যে যৌবনে যে ক্রীতদাসীকে তিনি ভালবাসতেন, উনি তার বোন, এবং ঐ দাসী হঠাৎ মারা না গেলে পাভলিশ্চেভ তাকে বিয়ে পর্যন্ত করতেন। আমার কাছে প্রমাণ আছে যে এই নিখুঁত, নিশ্চিত সত্য প্রায় অজানা কিংবা বিস্মৃত। তাছাড়া আপনাকে জানাতে পারি, দশবছর বয়সী আপনার মাকে পাভলিশ্চেভ নিয়ে এসে আত্মীয়ের মত মানুষ করেছিলেন, তাঁর জন্য মোটা যৌতুকের টাকা রেখেছিলেন এবং তাঁর মনোযোগের ফলে তাঁর অনেক আত্মীয়ের মধ্যে খুব বেশী গুজব শোনা গিয়েছিল। এমনো তারা ভেবেছিল যে পাভলিশ্চেভ তাঁকে বিয়ে করবেন। কিন্তু শেষে আপনার মা কুড়ি বছর বয়সে নিজের পছন্দমত বিয়ে করলেন (সেটা আমি স্পষ্ট প্রমাণ করতে পারি) কেরাণী বুর্দোভস্কিকে। আমি অত্যন্ত

নির্ভরযোগ্য কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি, যাতে প্রমাণ হয় যে, আপনার বাবা, মিঃ বুর্দোভস্কি আদৌ ব্যবসায়ী ছিলেন না, আপনার মার কাছে পনেরো হাজার রুবল যৌতুক পেয়ে ফাটকাবাজীতে ঢুকে ঠকে টাকা হারালেন। দুঃখ ভুলতে মদ খাওয়া ধরলেন ফলে অসুস্থ হয়ে অকালে, বিয়ের আট বছর পরে মারা গেলেন। তারপর আপনার মার কথানুযায়ী, তিনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়লেন। খুব কষ্টে পড়তেন, যদি না মিঃ পাভলিশ্চেভের অবিরাম উদার সাহায্য না পেতেন। তিনি তাঁকে বছরে ছশো রুবল দিতেন। আরো অনেক প্রমাণ আছে যে উনি আপনাকে ছোটবেলায় খুব ভালবাসতেন। এই প্রমাণ এবং আপনার মা যা বলেছেন, তাতে মনে হয়, পাভলিশ্চেভের আপনাকে ভালবাসার প্রধান কারণ হল, আপনাকে দেখে হতভাগ্য দুঃখী পঙ্গু মনে হত, আপনি সহজে কথা বলতে পারতেন না। ভাল প্রমাণ থেকে জেনেছি যে পাভলিশ্চেভের সারা জীবন দুঃখী দুর্ভাগাদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি ছিল বিশেষতঃ শিশুদের প্রতি— আমার মতে এই ঘটনায় এটা খুব জরুরী। সব শেষে বলি, সবচেয়ে জরুরী তথ্য আবিষ্কারের জন্য আমি গর্ব করতে পারি অর্থাৎ, আপনার প্রতি পাভলিশ্চেভের অতিরিক্ত ভালবাসা। (তাঁর চেষ্টাতে আপনি জিমনাসিয়ামে ভর্তি হয়েছিলেন বিশেষ তত্ত্বাবধানে লেখা পড়া শিখছিলেন) থেকে ক্রমে তার আত্মীয় এবং বাড়ীর লোকেদের ধারণা হল যে, আপনি তাঁর ছেলে এবং আপনার বাবাকে তাঁর স্ত্রী ঠকিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে, এই ধারণা পাভলিশ্চেভের পরবর্তী জীবনে সাধারণ বিশ্বাসে পরিণত হল যখন সব আত্মীয়রা তাঁর উইল সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আসল ঘটনা ভুলে যাওয়ায় সে সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। মিঃ বুর্দোভস্কি, নিশ্চয়ই সে কথা আপনার কানে এসে আপনাকে পুরো প্রভাবিত করে ফেলেছে। আপনার মা, যার সঙ্গে আমার আলাপের সৌভাগ্য হয়েছে, তিনি এই সব গুজবের কথা জানতেন, কিন্তু তিনি এখনো জানেন না যে (আমিও গোপন রেখেছি) আপনিও এই ধারণায় বিশ্বাসী। মিঃ বুর্দোভস্কি, স্কোভে গিয়ে আপনার শ্রদ্ধেয় মাকে দেখলাম অসুস্থ, অত্যন্ত দরিদ্র। পাভলিশ্চেভের মৃত্যুর পর থেকে তাঁর এই অবস্থা। তিনি কৃতজ্ঞতায় অশ্রুপূর্ণ চোখে আমায় বললেন যে শুধু আপনার সাহায্যে তিনি বেঁচে আছেন। ভবিষ্যতে তিনি আপনার সম্বন্ধে অনেক আশা রাখেন, আপনার ভবিষ্যৎ সাফল্যে আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী—'

লেবেদেভের ভাগ্নে অসহিষ্ণুভাবে বলল, এ সত্যি অসহ্য। এসব ভাবালুতার উদ্দেশ্য কি?

ইপ্পোলিৎ অকস্মাৎ বলল, বিরক্তিকর, অসহ্য।

কিন্তু বুর্দোভস্কি কিছুই লক্ষ্য করলেন না, নড়লেন না।

গ্যাব্রিলা ইভলগিন বিস্ময়ের সঙ্গে স্থির শান্ত মনোভাবে কাহিনীর উপসংহার টানার জন্য বলল, এর উদ্দেশ্য কি? এসব কেন? প্রথমতঃ, মিঃ বুর্দোভস্কি হয়ত এতক্ষণে পুরোপুরি বুঝেছেন যে, মিঃ পাভলিশ্চেভ ঔদার্যহেতু ওঁকে ভালবাসতেন ছেলে বলে নয়। শুধু এইটাই ওঁর জানা দরকার, কারণ লেখাটা যখন পড়া হচ্ছিল, তখন উনি মিঃ কেলারকে সমর্থন করেছিলেন। একথা বলছি, কারণ আপনাকে আমি একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি বলে দেখি। দ্বিতীয়তঃ, দেখা যাচ্ছে যে, এ ক্ষেত্রে, এমন কি চেবারোভেরও এতটুকু জুয়াচুরির ইচ্ছা ছিল না। সেটা আমার পক্ষেও জরুরী, কারণ প্রিন্স এখনি উত্তেজিতভাবে বলেছেন যে, এই

ঘটনার অসৎ, জুয়াচুরির দিক সম্বন্ধে আমি ওর মতই পোষণ করি। কিন্তু, এ বিষয়ে সকলের পুরো বিশ্বাস ছিল, আর চেবারোভ বদমাশ হলেও এক্ষেত্রে তিনি একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মতলববাজ অ্যাটর্নি ছাড়া আর কিছু নন। তিনি ভেবেছিলেন উকিল হয়ে এতে অনেক কিছু লাভ করবেন। তাঁর ধারণা শুধু নিখুঁতই ছিল না, একেবারে নিরাপদও বটে, এর মূলে ছিল প্রিন্সের টাকা দেওয়ার তৎপরতা, পাভলিশেচেন্দর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা, উপরন্তু, সম্মান ও বিবেকের দায় সম্বন্ধে প্রিন্সের অতি পরিচিত বীরত্বপূর্ণ মনোভাব। আর মিঃ বুর্দোভস্কি নিজের কিছু ধারণার কল্যাণে চেবারোভ ও অন্যান্য বন্ধুদের দ্বারা এত প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, ব্যাপারটাতে আদৌ স্বার্থ-সাধনের জন্য রাজী হননি, এটাকে প্রায় সত্য, প্রগতি ও মানবতার সেবা বলে ভেবেছিলেন। এখন, আপনাদের সব কথা বলার পরে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে সব ঘটনার পরেও মিঃ বুর্দোভস্কি নির্দোষ আর প্রিন্স আগের চেয়েও তৎপরতা ও উৎসাহের সঙ্গে তাঁকে সহৃদয়ভাবে প্রকৃত সাহায্য করবেন। স্কুল ও পাভলিশেচভ সম্বন্ধে বলার সময়ে এখনি তিনি সে কথা বললেন।'

মিশকিন সত্যি দুঃখিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'থাম গ্যাভ্রিল, থাম।' কিন্তু এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

বুর্দোভস্কি বিরক্তির সঙ্গে বলল, আমি আগেই তিনবার বলেছি তো যে, আমার টাকা চাই না, আমি টাকা নেব না চাই না আমি যাচ্ছি।'

সে প্রায় দৌড়ে বারান্দা থেকে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু লেবেদিয়েভের ভাগ্নে তার হাত ধরে কানে কানে কি বলল। বুর্দোভস্কি দ্রুত ফিরে দাঁড়িয়ে একটা বড় মুখ খোলা খাম পকেট থেকে বের করে মিশকিনের কাছে টেবলের ওপরে ছুঁড়ে ফেলল।

'এই যে টাকা। কী সাহস আপনার। এই যে টাকা!'

দোক্তোরেঙ্কো বুঝিয়ে বলল 'যে আড়াই শো রুবল চেবারোভের হাত দিয়ে ওকে দান হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, সেটা।'

আগলেয়া বলল, 'লেখাতে রয়েছে, পঞ্চাশ ডলার।'

মিশকিন বুর্দোভস্কির কাছে গিয়ে বলল, 'দোষ আমার। আমি আপনার প্রতি অন্যায় করেছি, কিন্তু বিশ্বাস করুন, ওটা আমি দান বলে পাঠাইনি। এখনও আমার দোষ আগেও আমারই দোষ হয়েছে।' মিশকিন খুব দুঃখিত, তাকে দুর্বল আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে, তার কথাগুলো অসংলগ্ন। 'আমি জোচ্চুরির কথা বলেছি, কিন্তু আপনাকে বলতে চাইনি, ভুল হয়েছিল। বলছিলাম যে আপনিও আমার মত দুঃখী। কিন্তু আপনি আমার মত নন, আপনি পড়ান, আপনার মাকে দেখেন। বলছিলাম আপনি মার নামকে কলঙ্কিত করেছেন, কিন্তু আপনি তাকে ভালবাসেন, তিনি নিজে সে কথা বলেছেন আমি জানতাম না, গ্যাভ্রিল আমায় সব কথা বলেনি। দোষ আমার। আপনাকে দশ হাজার রুবল দেওয়ার সাহস হয়েছিল আমার, কিন্তু আমার দোষ, ওটা অন্যভাবে করা উচিত ছিল এখন···এটা করা যাবে না কারণ আপনি আমায় ঘৃণা করেন—'

লিজাভেটা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ তো পাগলাগারদ!'

আগলেয়া না বলে পারল না, 'নিশ্চয়ই, পাগলাগারদ!'

কিন্তু সকলের হৈ-চৈ-তে তার কথা ডুবে গেল। সবাই জোরে কথা বলছে,

তর্ক করছে, বাকীরা হাসছে। আইভানের বিরক্তি চরম পর্যায়ে, অপমানিত ভাব নিয়ে তিনি লিজাভেটার জন্য অপেক্ষা করছেন। লেবেদিয়েভের ভাগ্নে শেষ কথা বলল, 'হ্যাঁ, প্রিন্স, আপনার প্রতি সুবিচার করতেই হবে; আপনি জানেন, আপনার ·অসুখকে·· কি করে কাজে লাগাতে হয় (ভদ্র ভাষায় বলতে গেলে); আপনার বন্ধুত্ব আর টাকাকে এমন ভঙ্গীতে দিতে চেয়েছেন যে, কোন মর্যাদাবান লোকের পক্ষে যে কোন পরিস্থিতিতে এটা গ্রহণ করা অসম্ভব। ব্যাপারটা হয় খুব সাদাসিধে, নয় খুব ধূর্ত · আপনিই ভাল জানেন, কোনটা ঠিক।'

গ্যাব্রিল ইতিমধ্যে খাম খুলে ফেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'মশাইরা, আমায় মাফ করবেন। এখানে আড়াই শো রুবল নেই, মাত্র এক শো রয়েছে। প্রিন্স, এ কথা বলছি যাতে কোন ভুল বোঝাবুঝি না হয়।'

মিশকিন গ্যাব্রেলের দিকে হাত নেড়ে বলল, 'থাক, থাক!'

'না, থাক নয়।' লেবেদিয়েভের ভাগ্নে তখনি বাধা দিল। 'আপনার "থাক" কথাটা আমাদের প্রতি অপমান, প্রিন্স। আমরা নিজেদের গোপন করি না, প্রকাশ্যে কথা বলি। হ্যাঁ ওখানে মাত্র একশো রুবল আছে আড়াইশোর বদলে কিন্তু সেটা কি একই নয়—'

গ্যাব্রিল হতবুদ্ধি ভাব নিয়ে বাধা দিল, 'না-না, এটা এক নয়।'

লেবেদিয়েভের ভাগ্নে তাচ্ছিল্য ও বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'আমায় বাধা দেবেন না, উকিল মশাই, আমাদের যত বোকা ভাবছেন আমরা তা নই। একশো রুবল নিশ্চয়ই আড়াইশো নয়। এটা এক নয়, কিন্তু আসল হল নীতিটা। উদ্যমটা বিরাট জিনিস, দেড়শো রুবল কম কথাটা সামান্য ব্যাপার। আসল হল যে, বুর্দোভস্কি আপনাদের দান নিচ্ছে না, এটা মুখের ওপরে ছুঁড়ে দিচ্ছে; সেক্ষেত্রে একশো আর আড়াইশোতে তফাৎ নেই। দেখতে পাচ্ছেন, বুর্দোভস্কি দশ হাজার রুবল গ্রহণ করেনি, অসৎ হলে এ একশো রুবল ফিরিয়ে আনত না। চেবারোভকে প্রিন্সের কাছে পাঠাতে দেড়শো রুবল খরচ হয়েছে। আমাদের অবস্থা, আমাদের অনভিজ্ঞতা দেখে হাসতে পারেন, আমাদের অপদস্থ করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আমাদের অসৎ বলার স্পর্ধা করবেন না। প্রিন্সকে এই দেড়শো রুবল ফেরৎ দেওয়ার জন্য আমরা একত্রে চেষ্টা করব. একবারে এক রুবল করে হলেও ওটা আমরা ফিরিয়ে দেব সুদসহ। বুর্দোভস্কি গরীব, লক্ষপতি নয়; এখানে আসার পর চেবারোভ ওকে হিসব পাঠিয়েছে আমরা জিতব ভেবেছিলাম। ঐ জায়গায় থাকলে কে না এরকম করত?

প্রিন্স এস. বলল, 'কে না করত?'

মাদাম চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এখানে থাকলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

ইয়েভগেনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল, সে হেসে বলল, 'আমার মনে পড়ছে, সম্প্রতি এক উকিল মামলা লড়ার সময়ে মক্কেলের দারিদ্র্যকে তার একত্রে ছ জন লোকের ওপরে ডাকাতি ও তাদের হত্যার কারণ বলে ব্যাখ্যা করে শেষে এরকম কথা বলেছিলেন: "আমার মক্কেলের দারিদ্র্যের মধ্যে ছ জন লোককে খুন করার কথা স্বভাবতঃই তার মনে হত; এ অবস্থায় কারই বা না মনে হত?" এটাও এই ধরনেরই মজার কথা।'

লিজাভেটা রাগে কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ বললেন, 'ব্যস। এইসব অবান্তর

জিনিষ থামাবার সময় হয়েছে।'

তাঁর অবস্থা ভয়ঙ্কর; পেছনে মাথা হেলিয়ে জ্বলন্ত চোখে প্রবল অসহিষ্ণুতা নিয়ে তিনি সকলকে খুঁটিয়ে দেখছেন, বন্ধু আর শত্রুতে প্রভেদ বুঝতে পারছেন না। তিনি দীর্ঘদমিত ক্রোধের এমন এক চরম পর্যায়ে পৌঁছেছেন যখন কিনা কাউকে আক্রমণের ইচ্ছে প্রবল হয়ে ওঠে। যারা তাঁকে চেনে, তারা বুঝল যে তাঁর অস্বাভাবিক কিছু হয়েছে। পরের দিন আইভান প্রিন্স এস. কে বলেছেন, 'ওর মাঝে মাঝে এরকম হয়, কিন্তু গতকালের অবস্থাটা ওর পক্ষেও অস্বাভাবিক. তিন বছরে একবার ওর এরকম হয়, তার বেশী নয়।'

লিজাভেটা বললেন 'যথেষ্ট হয়েছে আইভান। আমায় ছেড়ে দাও। কেন আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছ? আগে আমায় নিয়ে যাওয়ার বুদ্ধি হয়নি। তুমি স্বামী পরিবারের কর্তা আমি যদি বোকার মত তোমার কথা শুনে না যাই তাহলে আমাকে তোমার কান ধরে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তোমার মেয়েদের কথাও তো ভাবতে পারতে। এখন আমরা তোমাকে ছাড়াই যেতে পারি। এ লজ্জা আমার এক বছরেও ঘুচবে না। এক মিনিট দাঁড়াও, প্রিন্সকে ধন্যবাদ দিতেই হবে। প্রিন্স আনন্দ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। এদের কথা শোনার জন্য বসেছিলাম —অপমানজনক, লজ্জাকর। এ কলঙ্ক দুঃস্বপ্নের চেয়েও খারাপ। এদের মত কি আরো অনেক আছে?—আগলেয়া চুপ কর। আলেকজান্দ্রা, চুপ কর। এটা তোমাদের ব্যাপার নয়। ইয়েভগেনি, আমার এখানে চেঁচামেচি কোরো না, তুমি বড় জ্বালাচ্ছ।—তাহলে তুমি এদের কাছে ক্ষমা চাইছ?' এটা মিশকিনের উদ্দেশ্যে বললেন। 'ও বলছে, "তোমাদের টাকা দিতে চাওয়া আমার অন্যায় হয়েছে।"—হঠাৎ তিনি লেবেদিয়েভের ভাগ্নের ওপারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, 'কি দেখে তুমি মনের আনন্দে ঠাট্টা করছ? ও বলছে, 'আমরা টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছি, আমরা দাবী করি প্রার্থনা করি না।' যেন ও জানে না যে, এই নির্বোধটা কাল আবার এদের বন্ধুত্ব ও টাকা দেওয়ার জন্য পেছনে দৌড়বে তাই করবে না? করবে? না করবে না?'

মিশকিন মৃদু, বিনীত সুরে বলল, 'করব।'

আবার তিনি দোক্তোরেঙ্কোর দিকে ফিরলেন, 'শুনছ! তাহলে এই তোমাদের মতলব। টাকা বলতে গেলে তোমাদের পকেটেই আছে, তাই তোমরা দম্ভ করে আমাদের বোকা বানাতে চাও—না তো, অন্য কেউ বোকা হতে পারে আমি তোমাদের মতলব বুঝতে পেরেছি—তোমাদের কায়দা সব বুঝেছি।'

মিশকিন চেঁচিয়ে উঠল 'লিজাভেটা প্রোকোফিয়েভনা।'

প্রিন্স এস যথাসম্ভব শান্ত হাসি হেসে বললেন, 'চলে আসুন লিজাভেটা আমাদের যাওয়ার সময় হয়েছে, প্রিন্সকেও সঙ্গে নিয়ে যাই।'

মেয়েরা বেশ আতঙ্কিত হয়ে একদিকে দাঁড়িয়ে আছে; জেনারেল খুব আশঙ্কিত, সকলেই বিস্মিত। একেবারে দূরে দাঁড়ানো কয়েকজন ফিসফিসিয়ে কথা বলছে আর লুকিয়ে হাসছে; লেবেদিয়েভের মুখে বেশ খুশীর ভাব।

লেবেদিয়েভের ভাগ্নে যথেষ্ট অপ্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও বলল, 'মাদাম, সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা আর অপমান চোখে পড়ে।'

লিজাভেটা উন্মত্ত প্রতিহিংসায় জবাব দিলেন, 'কিন্তু এত খারাপ নয়!

তোমাদের মত খারাপ নয়।' যারা তাঁকে বোঝাতে গেল তাদের চেঁচিয়ে বললেন, আমায় ছেড়ে দাও! ইয়েভগেনি, তুমি নিজে এখনি বললে যে, আদালতে একজন উকিলও বলেছে যে, গরীব হলে মানুষের পক্ষে ছ'জনকে খুন করাও অস্বাভাবিক নয়। তাহলে সব তো মিটে যায়। আমি কখনো এরকম কথা শুনিনি, এখন সব স্পষ্ট হয়ে গেল! এই তোতলা লোকটা কি কাউকে খুন করবে না?' তিনি বুর্দোভস্কির দিকে দেখালেন, সে অত্যন্ত বিমূঢ়ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। 'আমি বাজী ধরতে পারি যে, ও কাউকে খুন করবে। হয়ত তোমার দশ হাজার রুবল নেবে না, হয়ত বিবেকের জন্যই নেবে না, কিন্তু রাতে এসে তোমায় খুন করে বাক্স থেকে টাকা নিয়ে যাবে, বিবেকের খাতিরে! কাজটা ওর পক্ষে অন্যায় নয়। এ শুধু 'মহান ক্রোধের' একটা প্রকাশ একটা 'প্রতিবাদ", ভগবান জানেন কি- ফুঃ। সব উল্টোপাল্টা এলোমেলো। একটা মেয়ে বাড়ীতে বড় হয়ে হঠাৎ একদিন পথের মাঝে গাড়ীর মধ্যে লাফিয়ে উঠে বলল: 'মা, সেদিন আমি এক কার্লিচ কি ইভ্লিচকে বিয়ে করেছি। চলি!' [illegible] তোমার কি মনে হয়, এরকম ব্যবহার করা উচিত? এটা কি স্বাভাবিক, সম্মানের যোগ্য? [illegible] 'উনি কোলিয়াকে দেখালেন [illegible] মেয়েদের ব্যাপার" [illegible] ব্যবহার [illegible] আমরা [illegible]। আমাদের সব অধিকার দাও [illegible] আমাদের সামনে একটা কথা [illegible]। আমাদের সব সম্মান দেখাও, যেরকম সম্মান কেউ পায় না আর আমরা তোমাদের সঙ্গে হীনতম ব্যবহার করব।" ওরা [illegible] চেঁচাচ্ছে, নিজেদের অধিকার; অথচ [illegible] অপমান করছে। 'আমরা দাবী করি, অনুরোধ করি না, তোমরা আমাদের কাছ থেকে কোন কৃতজ্ঞতা পাবে না, কারণ, তোমরা নিজেদের বিবেককে খুশী করবার জন্য কাজ করছ।" অদ্ভুত যুক্তি। যদি ও তোমাদের কোন কৃতজ্ঞতা না পায়, তাহলে ও জবাব দিতে পারে যে, পাভলিশ্চেভের প্রতিও ওর কোন কৃতজ্ঞতা নেই, কারণ পাভলিশ্চেভও বিবেকের দায়ে কাজ করেছেন, অথচ তোমরা পাভলিশ্চেভের প্রতি ওর কৃতজ্ঞতার ওপরেই নির্ভর করে আছ। ও তোমাদের কাছে টাকা ধার নেয়নি, তোমাদের কাছে ওর কোন ঋণ নেই, তাহলে ওর কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিসের ওপরে তোমাদের ভরসা? কি করে সেটা তোমরা অস্বীকার করবে? পাগল! ওরা ভাবে সমাজ বন্য, অমানবিক; কারণ সমাজ ঐ ব্যভিচারী মেয়েটিকে ধিক্কার দেয়। কিন্তু সমাজকে যদি তোমরা অমানবিক ভাব, তাহলে ভাবতে হবে যে, মেয়েটা সমাজের কঠোরতায় কষ্ট পাচ্ছে। তাই যদি হয়, তাহলে সংবাদপত্রে ওর কথা সব লিখে কি করে আশা কর যে, ও কষ্ট পাবে না? পাগল! দাম্ভিক! ওরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে না! তোমাদের এত দম্ভ যে, শেষে তোমরা পরস্পরকে খুন করবে, এই আমি বলে দিচ্ছি। এটা কি বিশৃঙ্খলা নয়? অপমান নয়? এর পরেও এই অপমানিত লোকটাকে গিয়ে ওদের কাছে ক্ষমাও চাইতে হবে। তোমাদের

* এখানে চের্নিশেভস্কির বিখ্যাত উপন্যাস 'হোয়াট জ টু বি ডান'-এর একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।

মত কি আরো অনেক আছে? কি দেখে হাসছ? তোমাদের সঙ্গে আমিও অপমানিত হচ্ছি বলে? আমি নিজেকে ছোট করে ফেলেছি, আর উপায় নেই।' তিনি ইপ্পোলিৎকে খিঁচিয়ে উঠলেন, 'বোকার মত হেসো না! মরতে বসেছে, তবু অন্যদের সর্বনাশ করছে। তুমি এই বোকা ছেলেটাকে নষ্ট করেছ—'তিনি কোলিয়াকে দেখালেন। 'ও তোমাকে নিয়েই ব্যস্ত। তুমি ওকে নাস্তিকতা শেখাচ্ছ, ঈশ্বরে বিশ্বাস কর না। তোমার এখনো মার খাওয়ার বয়স যায়নি হে। ছি, ছি।—তাহলে, প্রিন্স কাল ওদের কাছে যাবে? তিনি প্রায় রুদ্ধশ্বাসে প্রিন্সকে প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ।

তাহলে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। তিনি চলে যাওয়ার জন্য দ্রুত পেছন ফিরে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। এই নাস্তিকের কাছেও যাবে? ইপ্পোলিৎকে দেখালেন। কী সাহস যে আমায় দেখে হাসছে।' অস্বাভাবিক চীৎকার করে, তার ব্যঙ্গাত্মক হাসি আর সইতে না পেরে উনি তেড়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে শোনা গেল 'লিজাভেটা! লিজাভেটা!

আগলায়া চেঁচিয়ে উঠল মা এ লজ্জার ব্যাপার।

ইপ্পোলিৎ শান্ত গলায় বলল 'আপনি ব্যস্ত হবেন না। লিজাভেটা ছুটে গিয়ে কোন অজ্ঞাত কারণে তার হাতটা শক্ত করে ধরলেন। তার মুখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। চিন্তা করবেন না আপনার মা দেখতে পাবেন যে একজন মুমূর্ষুকে টানা যায় না—কেন হেসেছি তা বুঝিয়ে বলতে পারি বলার অনুমতি পেলে খুব খুশী হব।

এবারে তার প্রচণ্ড কাশি এল পুরো এক মিনিট সে কাশতে লাগল।

লিজাভেটা তার হাত ছেড়ে দিয়ে ঠোঁট থেকে মুছে ফেলা রক্তের দিকে ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ও মরতে চলেছে তবু ভাঙবে না। তোমার কথা বলার অবস্থা নেই। এখনি গিয়ে শুয়ে পড়া উচিত।

ইপ্পোলিৎ মৃদু ধরা গলায়, প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'তাই যাব। আজ বাড়ী ফিরেই শুয়ে পড়ব। আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মরব। বি—নিজে এ কথা আমায় এক সপ্তাহ আগে বলেছে। কাজেই আপনি অনুমতি দিলে, যাওয়ার সময়ে আপনাকে দুটো কথা বলতে চাই।'

তুমি কি পাগল? তোমার যত্ন করা দরকার এখন কথা বলার সময় নয়। যাও শুয়ে পড়! লিজাভেটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন।

ইপ্পোলিৎ মৃদু হেসে বলল যদি শুতে যাই, তাহলে মরার আগে আর উঠব না। গতকাল ভাবছিলাম শুয়ে পড়ব, আর উঠব না কিন্তু ঠিক করলাম, পরশু পর্যন্ত ওটা মুলতুবি থাক কারণ এখনো দাঁড়াতে পারছি তাহলে আজ ওদের সঙ্গে এখানে আসতে পারব তবে আমি খুব ক্লান্ত '

'বসো, বসো, দাঁড়িয়ে আছ কেন! এই যে চেয়ার। লিজাভেটা দৌড়ে গিয়ে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন।

ইপ্পোলিৎ মৃদুস্বরে বলল ধন্যবাদ আপনি উল্টোদিকে বসুন, আমরা কথা বলি। কথা বলতেই হবে আমি এখন জোর করছি।' ও আবার হাসল। 'ভেবে দেখুন, এই শেষ বারের মত আমি মানুষের সঙ্গে বাইরে থাকতে পারছি, দুদিন বাদেই মাটির নীচে চলে যাব। কাজেই এ যেন মানুষ আর প্রকৃতির কাছে বিদায়

নেওয়া। আমি অবশ্য খুব আবেগপ্রবণ নেই, তবু বিশ্বাস করুন, পাভলোভস্কে এই সব ঘটনা ঘটায় আমি খুব খুশী হয়েছি, অন্তত গাছের পাতা দেখা যাচ্ছে।'

লিজাভেটা আরো ভয় পেয়ে বললেন, 'এখন কথা বোলো না। এখন তোমার খুব অসুখ, নিশ্বাসও নিতে পারছ না, হাঁপাচ্ছ।'

'এক মিনিটের মধ্যেই ভাল হয়ে যাব। আমার শেষ ইচ্ছেটা মেটাতে চাইছেন না কেন? জানেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে আপনার সঙ্গে আলাপ করার স্বপ্ন দেখেছি? আপনার কথা অনেক শুনেছি কোলিয়ার কাছে; ও-ই শুধু আমায় ত্যাগ করেনি। আপনি অসাধারণ খামখেয়ালী মহিলা সে এখন আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি জানেন, আমি আপনাকে ভালবাসি?'

'হে ভগবান, একে আমি মারতে গিয়েছিলাম!'

'আগলেয়া ইভানোভনা আপনাকে বাধা দিয়েছেন; ঠিক বলেছি তো? ইনিই তো আপনার মেয়ে, আগলেয়া? ইনি এত সুন্দরী যে, আগে একে কখনো না দেখলেও প্রথম দেখেই অনুমান করেছি। জীবনে শেষ বারের মত অন্তত একজন সুন্দরী মেয়েকে দেখে নিই।' সে এক অদ্ভুত হাসি হাসল 'এই যে এখানে প্রিন্স আপনার স্বামী, আর সবাই রয়েছেন। আমার শেষ ইচ্ছেটা শুনতে চান না কেন?'

লিজাভেটা চেচিয়ে উঠলেন, 'চেয়ার!' তারপর নিজেই একটা চেয়ার নিয়ে ইপ্পোলিতের উল্টো দিকে বসলেন। হুকুম করলেন কোলিয়া, তুমি ওর সঙ্গে যাবে, আর কাল নিশ্চয়ই আমি নিজে যাব—'

যদি অনুমতি দেন, প্রিন্সের কাছে এক কাপ চা চাইব— আমি খুব ক্লান্ত। জানেন, লিজাভেটা, আমার মনে হয় আপনি প্রিন্সকে চা খাওয়ার জন্য সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন; তার বদলে, এখানে থাকুন, আমরা একসঙ্গে সময় কাটাই; এবং আমি নিশ্চিত জানি প্রিন্স আমাদের সকলকে চা দেবেন। আমায় এর জন্য মাফ করুন—কিন্তু আমি আপনাকে চিনি, আপনি ভাল লোক, প্রিন্সও ভাল লোক—আমরা সবাই খুব ভাল লোক।'

মিশকিন চায়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। লেবেদিয়েভ সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, ভেরাও পেছনে দৌড়ল।

মাদাম হঠাৎ বললেন, সেটা ঠিক, কথা বল, কিন্তু আস্তে, উত্তেজিত হয়ো না। তুমি আমার মন নরম করে দিয়েছ—প্রিন্স। তোমার সঙ্গে আমার চা খাওয়া উচিত নয়, তবু তাই হোক। আমি এখানে থাকব, তবে কারোর কাছে ক্ষমা চাইব না। কারোর কাছে নয়! সেটা অবান্তর! তবু, তোমায় যদি বকে থাকি, আমায় ক্ষমা কোরো। কিন্তু আমি কাউকে আটকে রাখতে চাই না।' তিনি অস্বাভাবিক ক্রোধ নিয়ে স্বামী ও মেয়েদের দিকে তাকালেন, যেন ওরা তাকে অপমান করেছে। 'আমি একা বাড়ী যেতে পারব।'

কিন্তু তারা তার কথা শেষ হতে দিল না। সবাই সঙ্গে সঙ্গে তার চারদিকে জড়ো হল। মিশকিন সকলকে চা খেয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করে, আগে চায়ের কথা মনে না হওয়ার জন্য ক্ষমা চাইতে লাগল। এমন কি জেনারেল এপানচিনও মৃদু স্বরে লিজাভেটাকে বিনীতভাবে প্রশ্ন করলেন বারান্দায় খুব ঠাণ্ডা কিনা? তিনি ইপ্পোলিৎকে প্রায় প্রশ্ন করে ফেলেছিলেন যে, সে কতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে

লিজাভেটা মেঝেতে পা ঠুকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কথা বলছেন না কেন?'

মিশকিন লেবেদিয়েভকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'এখন বুঝতে পারছি যে, ও-ই করেছে।'

লিজাভেটা দ্রুত লেবেদিয়েভের দিকে ফিরলেন, 'কথাটা সত্য?'

লেবেদিয়েভ বুকে হাত দিয়ে দৃঢ় গলায়, নির্দ্বিধায় বলল, 'একেবারে সত্য দেবী।'

লিজাভেটা চেয়ার থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন, 'উনি যেন এর জন্য গর্বিত।

লেবেদিয়েভ বলল, আমি সামান্য লোক।' তার মাথা ক্রমশঃ নীচু হয়ে বুকের ওপরে ঝুলে পড়ল।

'আপনি সামান্য লোক হলে আমার কি? উনি ভাবছেন নিজেকে সামান্য লোক বলে পার পাবেন। প্রিন্স, তোমায় আবার বলছি, এ সব জঘন্য লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে তোমার লজ্জা করে না? তোমায় কখনো ক্ষমা করব না।'

লেবেদিয়েভ আবেগের সঙ্গে অথচ দৃঢ় সুরে বলল, 'প্রিন্স আমায় ক্ষমা করবেন।'

হঠাৎ কেলার ছুটে এসে সরাসরি লিজাভেটার উদ্দেশ্যে জোরালো, গমগমে গলায় বলে উঠল, 'মাদাম, প্রিন্স ক্ষমা করবেন শুধু ভাল মনে এবং বন্ধুকে যাতে না হারাতে হয়, সেজন্য। আজ সন্ধ্যায় এই সংশোধনের কথা কিছু বলিনি, যদিও উনি আমাদের লাথি মেরে নীচে ফেলে দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন—সে তো আপনি নিজেই শুনেছেন। সত্য কথা বলতে গেলে আমি স্বীকার করছি যে, যথার্থই ওঁর পক্ষে যোগাযোগ করেছিলাম, উনি যোগ্য বলে। ওকে ছ'রুবল দিতে চেয়েছিলাম লেখার ধরণ বদলানোর জন্য নয়, শুধু তথ্য জোগানোর জন্য, যে সব তথ্যের বেশিটাই আমার অজানা। মজার কথা, সুইস অধ্যাপক, আড়াইশোর বদলে পঞ্চাশ রুবলের কথা সব ওঁর কাছে পেয়েছি। উনি ওগুলো ছ'রুবলের বিনিময়ে বেচেছেন, কিন্তু লেখার ভঙ্গী বদলাননি।'

লেবেদিয়েভ উত্তেজিত অধীরতায় কাঁপা গলায় বলল, ওদিকে হাসির শব্দ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, আমি শুধু লেখার প্রথম অর্ধেক সংশোধন করেছিলাম, কিন্তু মাঝামাঝি জায়গায় একটা বিষয় নিয়ে আমাদের ঝগড়া হয়েছিল বলে বাকী অর্ধেক সংশোধন করিনি, তাই ওই অংশের যত ব্যাকরণের ভুল আমার ঘাড়ে চাপানো চলবে না।'

লিজাভেটা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই নিয়ে উনি মাথা ঘামাচ্ছেন।'

ইয়েভগেনি কেলারকে বলল, 'লেখাটাকে কখন সংশোধন করা হয়েছে?

কেলার বলল, 'গতকাল সকালে দেখা করে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, দু পক্ষই ব্যাপারটা গোপন রাখব।'

'যখন উনি নতজানু হয়ে তোমায় শ্রদ্ধা জানাচ্ছিল তখন! চমৎকার লোক! আপনার পুশকিন চাই না, আপনার মেয়েকেও আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে না।'

লিজাভেটা উঠতে গিয়ে হঠাৎ সহাস্য ইপ্পোলিতের দিকে বিরক্ত হয়ে ফিরে দাঁড়ালেন, 'ছোকরা, তুমি কি আমায় সং ভেবেছ?'

ইপ্পোলিৎ তিক্ত হাসিতে বলল, 'ভগবান না করুন, কিন্তু আমার মনে সবচেয়ে

বেশী নাড়া দিয়েছে আপনার খামখেয়ালিপনা। স্বীকার করছি, ইচ্ছে করেই লেবেদিয়েভের প্রসঙ্গ তুলেছিলাম; আপনার ওপরে এর কি প্রতিক্রিয়া হবে জানতাম। কারণ প্রিন্স নিশ্চয়ই ওকে ক্ষমা করবেন, হয়ত আগেই ক্ষমা করেছেন—খুব সম্ভব, উনি মনে মনে তার স্বপক্ষে কোনো যুক্তি খুঁজে পেয়েছেন। কি, তাই না প্রিন্স?'

ইপ্পোলিৎ হাঁপাচ্ছে; প্রতিটি কথায় তার উত্তেজনা বেড়ে চলেছে।

লিজাভেটা তার বলার ভঙ্গীতে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'তারপর?'

'আমি এরকম কথা আপনার সম্বন্ধে অনেক শুনেছি···সানন্দে, আপনাকে গভীর শ্রদ্ধা করতে শিখেছি।'

মনে হচ্ছে যেন, সে যা বলছে, আসলে তার চেয়ে একেবারে অন্য কিছু বলতে চায়। সে একটু ব্যঙ্গের সুরে বলছে; অথচ, অদ্ভুত রকম উত্তেজিত। অপ্রতিভ হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। মনে হচ্ছে খুব ঘাবড়ে গেছে, সব কথার খেই হারিয়ে ফেলছে। তার রোগগ্রস্ত চেহারা, অদ্ভুত, জ্বলজ্বলে, প্রায় উন্মত্ত দৃষ্টি আর এই সব কিছু মিলে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে।

'পৃথিবী সম্বন্ধে কিছু না জানলেও (সে বিষয়ে আমি সচেতন) আমাদের সঙ্গে আপনার থাকা—অবশ্য আমরা আপনার উপযুক্ত সঙ্গী নই—উপরন্তু··· এই মহিলাদের এই সব কেচ্ছা শুনতে দেওয়ায় আমার অবাক হওয়া উচিত ছিল; তবে ওঁরা আগেই উপন্যাসে এ ধরনের ঘটনা পড়েছেন। অবশ্য আমি জানি না, হয়ত—আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে; যাই হোক, একটা ছেলের অনুরোধে তার সঙ্গে সারা সন্ধ্যে কাটানো এবং—সব কিছুতেই যোগ দেওয়ার জন্য আপনি ছাড়া আর কে থাকত? তবে আপনি জানেন যে, পরের দিন আপনি লজ্জিত হবেন···আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না। এ সব কিছুকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি, তবে আপনার স্বামীর মুখ দেখে বোঝা যায়, এসব তাঁর কাছে খুব অন্যায় মনে হচ্ছে।' হতবুদ্ধি হয়েও 'হে-হে!' করে হেসে হঠাৎ এত কাশতে শুরু করল যে, দু মিনিট আর কথা বলতে পারল না।

লিজাভেটা কঠোর কৌতূহলের দৃষ্টিতে ইপ্পোলিৎকে দেখতে দেখতে ঠাণ্ডা, তীব্র স্বরে বললেন, 'দম আটকে যাচ্ছে। যাক, তোমার কথা অনেক শুনেছি। এবারে আমাদের যেতেই হবে।'

আইভান বিরক্তিতে ধৈর্য হারিয়ে বললেন, 'আমি বলতে চাই যে, আমার স্ত্রী এখানে আমাদের বন্ধু ও প্রতিবেশী প্রিন্সকে দেখতে এসেছেন, অতএব, আপনি কোন কারণেই তাঁর কাজের সমালোচনা করতে পারেন না, বা প্রকাশ্যে আমার সামনে আমার মুখের ভাবের উল্লেখ করতে পারেন না। না, মশাই। আমার স্ত্রী এখানে আছেন, কারণ, 'তাঁর বিরক্তি বেড়ে চলেছে, 'আজকালকার অদ্ভুত ছোকরাদের দেখার যে বিস্ময় ও আগ্রহ, শুধু সে জন্যই। আমি রয়েছি, রাস্তায় যেমন দাঁড়িয়ে যাই কোন···কিছু···কিছু।'

ইয়েভগেনি কথা জুগিয়ে দিল 'আগ্রহের বস্তু দেখলে।'

'চমৎকার, ঠিক।' তিনি হারিয়ে যাওয়া তুলনা খুঁজে পেয়ে খুশি হলেন। 'ঠিক, আগ্রহের বস্তু। কিন্তু সবচেয়ে যা আশ্চর্য ও দুঃখজনক তা হল এই যে আপনি বুঝতেও পারছেন না যে, আপনি অসুস্থ বলে লিজাভেটা আপনার কাছে রয়েছেন—সত্যিই

যদি আপনি মারা যান—সেই সহানুভূতিতে, আপনার করুণ আবেদনের খাতিরে এখানে রয়েছেন, তাঁর নাম, চরিত্র বা ব্যবহার নিয়ে কোন কারণেই কোন ব্যঙ্গ করা চলে না…লিজাভেটা!' জেনারেল লাল মুখে কথা শেষ করলেন, 'যদি যেতে চাও, তাহলে প্রিন্সের কাছে আমরা বিদায় নিই—'

ইপ্পোলিৎ হঠাৎ চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আন্তরিক স্বরে বাধা দিয়ে বলল, 'জেনারেল, উপদেশের জন্য ধন্যবাদ।'

আগলেয়া ক্রুদ্ধ ও অধীর হয়ে চেয়ার থেকে উঠে বলল, 'মা, চল যাই। এ আর কতক্ষণ চলবে!'

লিজাভেটা মর্যাদাব্যঞ্জক ভঙ্গীতে স্বামীর দিকে ফিরে বললেন, 'আইভান, যদি আর দু মিনিট সময় দাও। আমার মনে হয়, ও অসুস্থ, ভুল বকছে; ওর চোখ দেখে নিশ্চিত বুঝতে পারছি; ওকে এভাবে ফেলে যাওয়া চলে না। লেভ, ও কি রাতটা তোমার কাছে থাকতে পারে, যাতে আজ রাতে ওকে পিটার্সবার্গে যেতে না হয়? প্রিন্স, আশা করি, তোমার একঘেয়ে লাগছে না,' এটা হঠাৎ উনি কোন কারণে প্রিন্স এস.-কে বললেন, 'এখানে এসো; আলেকজান্দ্রা, তোমার চুলটা ঠিক কর বাছা।'

তিনি আলেকজান্দ্রার চুল কিছুটা ঠিক করে দিলেন, সেটা একেবারে ঠিকই ছিল। তাকে চুম্বন করলেন; ঐ জন্যই কাছে ডেকেছেন।

ইপ্পোলিৎ হঠাৎ আচ্ছন্নতা ভেঙে বলে উঠল, 'আমি ভেবেছিলাম, আপনি বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, ঐটাই বলতে চেয়েছিলাম।' হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ায় সে খুশি হল। 'বুর্দোভস্কি সত্যিই ওর মাকে দেখতে চায়, তাই না? দেখা যাচ্ছে, ও মাকে অপমান করেছে। প্রিন্স বুর্দোভস্কিকে সাহায্য করতে চান, আন্তরিকভাবে ওকে বন্ধুত্ব, অর্থ দিতে চাইছেন, এবং সম্ভবতঃ আমাদের মধ্যে উনিই একমাত্র ওর প্রতি বিতৃষ্ণা অনুভব করছেন না, অথচ ওরা যথার্থ শত্রুর মত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। হা হা হা! আপনারা সবাই বুর্দোভস্কিকে ঘৃণা করছেন, কারণ আপনাদের মতে, ও ওর মার সঙ্গে কদর্য, অন্যায় ব্যবহার করেছে; তাই না? তাই না? আপনারা সবাই বাইরের সৌন্দর্য ও ন্যায়কে ভালবাসেন, শুধু এটাকেই গণ্য করেন; কথাটা সত্য নয়? আমার সন্দেহ হয়েছে যে এটাই আপনারা গণ্য করেন অনেকদিন ধরে। এবার আপনাদের বলি যে, খুব সম্ভবতঃ বুর্দোভস্কির মত আপনারা কেউই আপনাদের মাকে ভালবাসেননি! আমি জানি প্রিন্স যে, আপনি গোপনে গানিয়াকে দিয়ে বুর্দোভস্কির মায়ের কাছে টাকা পাঠিয়েছেন; আমি বাজী ধরতে পারি—হে হে-হে!' সে উন্মত্তের মত হেসে উঠল, 'আমি বাজী ধরতে পারি যে, এখন বুর্দোভস্কি আপনাকে তার মায়ের প্রতি অসম্মানের জন্য দায়ী করবে। জোর দিয়ে বলছি, তাই হবে। হা-হ -হা!'

এবারে সে কাশতে লাগল।

লিজাভেটা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে অধীরভাবে বাধা দিলেন, 'ব্যস, হয়েছে? সব বলেছ? এবার শুতে যাও; তুমি অসুস্থ। হায় ভগবান, আবার কথা বলছে!'

'আমার ধারণা, আপনি হাসছেন। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন কেন? লক্ষ্য করছি, অনবরত আপনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন,' হঠাৎ ইপ্পোলিৎ

অস্বস্তিকর বিরক্তিতে ইয়েভগেনিকে বলল।

ইয়েভগেনি সত্যিই হাসছিল। 'আমি, মিঃ ইপ্পোলিৎ, আপনাকে প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম মাফ করবেন আপনার নাম ভুলে গিয়েছি।'

মিশকিন বলল, মিঃ তেরেন্তিয়েভ।'

'হ্যাঁ, তেরেন্তিয়েভ। ধন্যবাদ প্রিন্স। আগে নামটা শুনেছিলাম কিন্তু ভুলে গেলাম। আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম, মিঃ তেরেন্তিয়েভ আমি যা শুনলাম, তা কি সত্যি যে, আপনি মনে করেন, আপনি জানলা দিয়ে মিনিট পনেরো চাষীদের সঙ্গে কথা বললেই ওরা আপনাকে অনুসরণ করবে?'

ইপ্পোলিৎ যেন কি ভাবতে ভাবতে বলল, 'এরকম বলা আমার পক্ষে খুবই সম্ভব।' হঠাৎ খুব উৎসুক হয়ে হয়েভগেনিকে বলল, 'নিশ্চয়ই বলেছি। তাতে কি?'

'কিচ্ছু না; শুধু উপসংহার হিসেবে জানতে চেয়েছিলাম।'

ইয়েভগেনি চুপ করে গেল কিন্তু ইপ্পোলিৎ এখনো অধীর প্রত্যাশায় তাকিয়ে আছে।

লিজাভেটা ইয়েভগেনিকে বললেন, 'শেষ হয়েছে? তাড়াতাড়ি কর, ওর শুতে যাওয়া উচিত। ন কি কি করে শেষ করবে, জান না?'

উনি খুব চটেছেন।

ইয়েভগেনি হেসে বলল, 'আমি না বলে পারছি না মিঃ তেরেন্তিয়েভ যে আপনার সঙ্গীদের কাছে যা শুনলাম এবং আপনি এখন নির্ভুলভাবে যা বললেন তা আমার মতে হল সবাগ্রে অধিকারের জয়। এমন কি অধিকার কোথায় তা ন বুঝেই। যে দ হয়, আমি ভুল বলছি।'

'নিশ্চয়ই আপনি ভুল বলছেন; আপনার কথা বুঝতেই পারছি না। আর কিছু?'

ঘরের কোণেও একটা গুঞ্জন শোনা গেল। লেবেদিয়েভের ভাগ্নে নীচু গলায় কি বলছে।

হয়েভগেনি বলল 'আর তেমন কিছু নয়, শুধু বলতে চাই যে, এর থেকেই জোর যার মুল্লুক তার এই নিয়মে পৌছনো যায়—অর্থাৎ, ব্যক্তিগত শক্তির অধিকার. যা পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকবার ঘটেছে। প্রুধোঁ এই অধিকার ব্যবহার করেছিলেন। মার্কিন গৃহযুদ্ধে বহু প্রগতিশীল উদারপন্থীরা কৃষকদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন এই যুক্তিতে যে নিগ্রোরা হল নিগ্রো, শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে নীচু, তাই অধিকার শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে '

'তারপর?'

তাহলে আপনি অস্বীকার করছেন না যে, জোর যার অধিকার তার?'

আর কিছু?

'বলতে হবে আপনি খুব যুক্তিযুক্ত। শুধু বলতে চেয়েছিলাম এই অধিকার থেকে বাঘ আর কুমীরের অধিকার, এমন কি দানিলোভ আর গোর্স্কির অধিকার দূরে নয়।'

'জানি না। আর কিছু?'

ইয়েভগেনির কথা না শুনে ইপ্পোলিৎ অভ্যাস মত 'তারপর' এবং 'আর কিছু' বলে যাচ্ছে, এ অভ্যাস তার তর্ক করার।

'আর কিছু না।'

ইপ্পোলিৎ অকস্মাৎ বলল, 'অবশ্য আপনার ওপরে রাগ করিনি,' কি করছে তা না বুঝে সে হেসে হাত বাড়িয়ে দিল।

ইয়েভগেনি প্রথমে অবাক হল, তারপর যেন ক্ষমাকে গ্রহণ করার ভঙ্গীতে গম্ভীর মুখে হাতটা ছুঁল।

একই রকম গম্ভীর স্বরে বলল, 'মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, কারণ অনেকবার দেখেছি, আমাদের উদারপন্থীরা অন্যের মত শুনলেই তাকে গালাগালি দেয় বা আরো খারাপ কিছু করে।'

জেনারেল এপানচিন বললেন, 'ঠিক বলেছ,' তারপর পেছনে হাত মুড়ে বারান্দার সিঁড়িতে নেমে ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে হাই তুললেন।

লিজাভেটা হঠাৎ ইয়েভগেনিকে বললেন, 'থাক, যথেষ্ট হয়েছে। আমার বিরক্তি লাগছে।'

'দেরী হয়ে গেছে!' ইপ্পোলিৎ হঠাৎ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন মুখে উঠে পড়ে হতবুদ্ধি হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। 'আমি আপনাকে আটকে রেখেছি··· আপনাকে সব বলতে চেয়েছিলাম. ভেবেছিলাম শেষবারের মত প্রত্যেকে···ওটা কল্পনা··'

সে মাঝে মাঝে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য বিকার থেকে হঠাৎ সুস্থ হয়ে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে কথা বলছে। প্রধানতঃ অসংলগ্ন টুকরো কথা, যেগুলো সে হয়ত বিছানায় দীর্ঘ, ক্লান্তিকর রোগশয্যায় একা অনিদ্রায় শুয়ে ভেবেছে আর মুখস্থ করেছে।

অকস্মাৎ সে বলল, 'আচ্ছা, বিদায়। আপনারা কি ভাবেন, আমার পক্ষে বিদায় নেওয়া সহজ? হা হা।' এই অদ্ভুত প্রশ্নে সে ক্রুদ্ধ হাসি হাসল, যা বলতে চায়, কিছুতেই তা বলতে পারছে না দেখে যেন ক্ষিপ্ত হতে হতে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে জোরে বলে উঠল, 'প্রিন্স, আমার শব যাত্রায় আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যদি আপনি আমাকে এই সম্মান লাভের যোগ্য মনে করেন·· আর আমন্ত্রণ করছি জেনারেল সব সহ মহিলাদের ও ভদ্রমহোদয়দের!'

সে আবার হাসল, কিন্তু সে পাগলের হাসি। লিজাভেটা ভয়ে এগিয়ে তার হাত ধরলেন। সে সেই হাসি তীব্র দৃষ্টিতে লিজাভেটার দিকে তাকাল, যেন সে হাসি তার মুখে নিশ্চল হয়ে লেগে আছে।

সে পার্কের গাছগুলোকে দেখিয়ে বলল, 'জানেন, এই গাছগুলো দেখতে এখানে এসেছিলাম? এই যে, এই গাছগুলো—এটা খারাপ নয়, তাই না? এতে তো কিছু খারাপ নেই।' সে গম্ভীর মুখে প্রশ্নটা করে হঠাৎ চিন্তায় ডুবে গেল; এক মিনিট পরে মাথা তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে লাগল। সে ইয়েভগেনিকে খুঁজছে, ইয়েভগেনি আগের মত ডান দিকে তার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে কিন্তু সেকথা ভুলে গিয়ে সে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে। শেষে দেখতে পেয়ে বলল, 'ও, আপনি চলে যাননি! আমি পনেরো মিনিট ধরে জানলা দিয়ে কথা বলতে চেয়েছি বলে আপনি হাসছিলেন···কিন্তু জানেন, আমার আঠারো বছর বয়স হয় নি? আমি এত বেশীদিন বিছানায় শুয়ে ঐ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে এত ভেবেছি—প্রত্যেকের কথা—যে—মৃতলোকের বয়স নেই, জানেন তো—গত সপ্তাহে

যখন রাতে জেগে উঠেছিলাম, তখন সে কথা ভেবেছি—জানেন, সব চেয়ে কোনটাকে আপনি বেশী ভয় পান? সব চেয়ে ভয় পান আমাদের আন্তরিকতাকে, যদিও আমাদের আপনি ঘৃণা করেন! সেই রাতে শুয়ে আমিও তাই ভেবেছি—লিজাভেটা, ভাবছেন, আপনাকে বিদ্রূপ করতে চেয়েছিলাম? না, তা নয়, শুধু আপনার প্রশংসা করতে চেয়েছিলাম। কোলিয়ার কাছে শুনেছি যে প্রিন্স বলেছেন, আপনি শিশুর মত—সে ভাল কথা'—হ্যাঁ, কি বলছিলাম?—আরো কিছু বলতে চাইছিলাম,' হাত দিয়ে সে মুখ ঢেকে ভাবতে লাগল। 'ও, হ্যাঁ, আপনি যখন বলছিলেন "চলি", তখন হঠাৎ আমার মনে হল, এখানে এই লোকগুলো আর কোন দিন থাকবে না, কোন দিন না। গাছগুলোও—মেয়ারের বাড়ীর ইঁটের লাল দেয়াল ছাড়া আর কিছু থাকবে না—আমার জানলার উল্টো দিকে—ওদের একথা বলবেন—বলার চেষ্টা করবেন; এ এক সৌন্দর্য—আপনি বেঁচে নেই। নিজেকে মৃত লোক বলে পরিচয় দেবেন, ওদের বলবেন যে মৃতরা সবাকিছু বলতে পারে, তাতে রাজকুমারী মারিয়া সমালোচনা করতে পারবে না। হা-হা! হাসছেন না?—'সে সবাইকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখল। 'জানেন শুয়ে থাকতে থাকতে অনেক কথা আমার মাথায় এসেছে—জানেন, আমার ধারণা যে, প্রকৃতি খুব বিদ্রূপ করে এখনি বলেছেন যে, আমি নাস্তিক, কিন্তু জানেন, এ-ই প্রকৃতি—আবার হাসছেন কেন? আপনারা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর।' সকলের দিকে তাকিয়ে সে বিষণ্ণ ক্রোধে এই মন্তব্য করল। তার পর যেন আবার কিছু মনে পড়েছে এইভাবে আন্তরিক ও দৃঢ় সুরে বলল, 'আমি কোলিয়াকে নষ্ট করিনি।'

লিজাভেটা দুঃখিত হয়ে বললেন, 'কেউ এখানে তোমাকে ঠাট্টা করছে না। চিন্তা কোরো না, কাল একজন নতুন ডাক্তার আসবে, আগের জন ভুল করেছিল বসো, তুমি দাঁড়াতে পারছ না। ভুল বকছে—এখন ওকে নিয়ে কি করি?' তাকে একটা আরামকেদারায় বসিয়ে তিনি উদ্বেগে কথাটা বললেন।

তাঁর গালে এক ফোঁটা জল চকচক করছে। ইপ্পোলিৎ বিস্ময়ে নীরব হয়ে গেল। সে শান্তভাবে হাত বাড়িয়ে জলের ফোঁটাটি ছুঁল। শিশুর মত হাসল।

আনন্দে বলে উঠল, 'আমি—আপনি, জানেন না আমি কি রকম—ও সব সময়ে এত উৎসাহে আমাকে আপনার কথা বলেছে, ঐ যে ও।' সে কোলিয়াকে দেখাল। 'ওর উৎসাহ আমার ভালো লাগে। ওকে আমি কখনো নষ্ট করিনি। একমাত্র এই বন্ধুকে আমি ফেলে যাচ্ছি—সব বন্ধুদের ছেড়ে যেতে চাওয়া উচিত ছিল—কিন্তু কোন বন্ধু নেই—এত কিছু করতে চেয়েছি। আমার অধিকার ছিল—ওঃ কিভাবে চেয়েছিলাম! এখন কিছু চাই না। কিছু চাইতে চাই না, কথা দিচ্ছি, কিছু চাই না; ওরা আমাকে ছাড়াই সত্য সন্ধান করুক! হ্যাঁ, প্রকৃতি পরিহাস করে।' সে উত্তেজিত হয়ে বলল, 'প্রকৃতি যদি পরে পরিহাস করবে তাহলে শ্রেষ্ঠ প্রাণীদের সৃষ্টি করে কেন? তার জন্যই একজন মাত্র পৃথিবীতে সত্য অর্জন করে—তাকে দেখিয়ে, তাকে দিয়ে সে এমন কথা বলিয়েছে, যাতে এত রক্ত ঝরেছে। একবার এত রক্ত ঝরে থাকলে মানুষ নিশ্চয়ই তাতে ডুবেছে—আমি যে মরছি, এ ভালই হয়েছে! হয়ত আমিও প্রচণ্ড মিথ্যে বলতাম; প্রকৃতি আমায় দিয়ে বলাত—আমি কাউকে নষ্ট করিনি—আমি সব মানুষের সুখের জন্য, সত্যকে আবিষ্কার ও ঘোষণা করার জন্য বাঁচতে চেয়েছিলাম—জানলা দিয়ে মেয়ারের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে

ভেবেছিলাম পনেরো মিনিট কথা বলে সবাইকে বুঝিয়ে দেব। জীবনে একবার দেখলাম—আপনাকে, অন্যদের দেখা পাইনি; দেখুন কি হল? কিছু না। এই হল যে, আপনি আমায় ঘৃণা করছেন! তাহলে আমি মূর্খ, আমাকে দরকার নেই, এখন আমার যাবার সময় হয়েছে। পেছনে আমার স্মৃতি ফেলে যেতে পারিনি একটা শব্দ নয়, চিহ্ন নয়, কোন কাজ নয়; আমি একটা সত্যও প্রচার করিনি!—এই মূর্খ লোকটাকে দেখে হাসবেন না! ভুলে যান! সব ভুলে যান, দোহাই, এত নিষ্ঠুর হবেন না! জানেন, এই রোগ না হলে আমি আত্মহত্যা করতাম?'

সে যেন আরো অনেক কিছু বলতে চায় কিন্তু বলছে না; সে চেয়ারে বসে দু হাতে মুখ ঢেকে ছোট শিশুর মত কাঁদতে লাগল।

লিজাভেটা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এখন, একে নিয়ে কী করব!' তিনি ছুটে গিয়ে তার মাথাটা বুকে চেপে ধরলেন। সে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। 'থাক, থাক! কেঁদো না। বাস, হয়েছে। তুমি ভাল ছেলে। তোমার অজ্ঞতার জন্য ঈশ্বর তোমায় ক্ষমা করবেন। থাক, হয়েছে, মানুষের মত হও। তাছাড়া, তোমার লজ্জা করবে।'

হপ্পোলিৎ মাথা তোলার চেষ্টা করে বলল, 'ওখানে আমার একটা ভাই আছে, বোনরা আছে, ছোট শিশু, গরীব, সরল—ও তাদের নষ্ট করে ফেলবে! আপনি সাধু আপনি—শিশুর মত,—ওদের বাঁচান! ঐ মেয়েছেলেটার কাছ থেকে ওদের সরিয়ে আনুন—ও—একটা কলঙ্ক ওদের বাঁচান। ঈশ্বর আপনাকে এর শতগুণ ফিরিয়ে দেবেন। ঈশ্বরের দোহাই, খ্রীষ্টের দোহাই।'

লিজাভেটা উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আইভান, আমায় বল, এখন কি করব। দয়া করে তোমার রাজকীয় নীরবতা ভাঙ্গ। যদি কিছু ঠিক না কর, তাহলে জেনে রেখো, এখানে আমি রাতে থাকব, আমার ওপরে যথেষ্ট অত্যাচার করেছ।'

লিজাভেটা উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে কথা বলে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে, অনেক লোক যদি উপস্থিত থাকে, তাহলে তারা নীরবে উদাসীনভাবে সাধারণতঃ প্রশ্নগুলো গ্রহণ করে, কোন দায়িত্ব নিতে চায় না, শুধু অনেক পরে মতপ্রকাশ করে। এক্ষেত্রে কয়েকজন আছে, যারা একটিও কথা না বলে সকাল পর্যন্ত বসে থাকতে পারে। যেমন, ভারভারা সারা সন্ধ্যা একটু দূরে বসে নীরবে গভীর আগ্রহে সব শুনে যাচ্ছে, হয়ত তার বিশেষ কারণ আছে।

শেষে জেনারেল বললেন, 'আমার মত হল আমাদের উদ্বেগের চেয়ে একজন নার্সের অনেক বেশী দরকার, হয়ত রাতের জন্য একজন নির্ভরযোগ্য ভদ্রলোকের দরকার। অবশ্য প্রিন্সকে বলতে হবে আর—রোগীকে এখনি বিশ্রাম নিতে হবে। কাল আমরা আবার ওর বিষয়ে আগ্রহ দেখাব।'

দোক্তোরেঙ্কো উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ হয়ে মিশকিনকে বলল, 'এখন বারোটা। আমরা যাচ্ছি। ও কি আমাদের সঙ্গে যাবে, না আপনাদের সঙ্গে থাকবে?'

মিশকিন বলল, 'ইচ্ছে করলে আপনি ওর সঙ্গে থাকতে পারেন। ঘর আছে।'

'হুজুর!' মিঃ কেলার হঠাৎ সোৎসাহে জেনারেলের দিকে ছুটে গেল। 'যদি রাতের জন্য ভাল লোকের দরকার হয়, তাহলে আমি বন্ধু হিসেবে কষ্ট করতে

প্রস্তুত—ও এত ভাল লোক। হুজুর, অনেকদিন ধরে ওকে মহৎ লোক বলে ভেবেছি। আমার লেখাপড়া অবশ্য ঠিকমত হয়নি, তবে ওর সমালোচনা—রত্ন, হুজুর।'

জেনারেল হতাশ হয়ে ফিরে দাঁড়ালেন।

মিশকিন লিজাভেটার বিরক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলল 'উনি থাকলে আমি খুব খুশি হব, ইপ্পোলিতের পক্ষে যাওয়া কঠিন।

'তুমি কি ঘুমিয়ে পড়ছ? যদি ওকে না চাও, তাহলে আমি ওকে নিয়ে যাব। হায় ভগবান, ও যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। তুমি কি অসুস্থ?'

সন্ধ্যাবেলা লিজাভেটা মিশকিনকে মুমূর্ষু অবস্থায় না দেখে তার শক্তি সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা গড়ে তুলেছিলেন কিন্তু তার সাম্প্রতিক অসুস্থতা, সেই সঙ্গে বেদনাদায়ক স্মৃতি, এই কষ্টকর সন্ধ্যার ক্লান্তি, 'পাভলিশেভের ছেলের ঘটনা, ইপ্পোলিতের ঘটনা সব মিলিয়ে মিশকিনের বিষণ্ণ অনুভূতিকে উত্তেজিত করে অসুস্থতার পর্যায়ে নিয়ে গেছে। তার চোখে আরেকটা উদ্বেগ ভয় দেখা যাচ্ছে, সে আতঙ্কিত হয়ে ইপ্পোলিতের দিকে তাকাচ্ছে যেন তার কাছে আরো কিছু প্রত্যাশা করে।

হঠাৎ ইপ্পোলিৎ উঠে দাঁড়াল, তার মুখ ভয়ঙ্কর বিবর্ণ বিকৃত মুখে প্রচণ্ড হতাশা আর লজ্জা। তার চোখেই এটা প্রকাশ পাচ্ছে। সে সকলের দিকে ভয় ও ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে আছে, তার কাঁপা ঠোঁটে অর্থহীন বিকৃত, হীন হাসি। এখনি চোখ নামিয়ে সেই একই হাসি মুখে নিয়ে টলতে টলতে সে বুর্দোভস্কি ও দোক্তোরেঙ্কোর দিকে এগিয়ে গেল। ওরা এখন বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, ইপ্পোলিৎ ওদের সঙ্গে চলে যাচ্ছে।

মিশকিন চেঁচিয়ে উঠল ও; ঐটাই ভয় পেয়েছিলাম। এটা ঘটতই!'

ইপ্পোলিৎ প্রবল ক্রোধে দ্রুত ফিরে দাঁড়াল, তার মুখের প্রতিটি রেখা যেন কাঁপছে।

'ও আপনি এটাই ভয় পেয়েছিলেন না কি? বলছেন, এটা ঘটতই? তাহলে বলি, যদি এখানে কাউকে ঘৃণা করি' সে তীব্রকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল— তাহলে আপনাদের সবাইকে ঘৃণা করি, প্রত্যেককে।—আপনি নির্বোধ, পরোপকারী লক্ষপতি, আপনাকে পৃথিবীতে সবচেয়ে ঘৃণা করি। অনেকদিন আগে যখন প্রথম আপনার কথা শুনেছিলাম, তখনই আপনাকে চিনতে পেরে ঘৃণা করতাম, মনের সব ঘৃণা দিয়ে আপনাকে ঘৃণা করি এসব আপনার কারসাজি। আপনি আমায় মরার পথে ঠেলে দিয়েছেন। আপনি একজন মৃতপ্রায় লোককে লজ্জায় ফেলেছেন! আমার হীন ভীরুতার জন্য আপনি, আপনি দায়ী। বেঁচে থাকলে আপনাকে খুন করতাম। আপনার উপকার চাই না, কিছু চাই না—শুনেছেন?—কারোর কাছে চাই না। আমি ভুল বকছিলাম। আপনি খুশি হতে চাইবেন না। আপনাদের সবাইকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি!'

এখানে তার স্বর একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল।

লেবেদিয়েভ ফিসফিসিয়ে লিজাভেটাকে বলল, ও কেঁদেছে বলে লজ্জিত। এটা হতই। বাহবা, প্রিন্স। ও ওকে ঠিক চিনেছে।'

কিন্তু লিজাভেটা তার দিকে তাকালেন না। তিনি গর্বের সঙ্গে সোজা দাঁড়িয়ে

মাথা পেছনে হেলিয়ে বিদ্বেষপূর্ণ কৌতূহলে 'এই জঘন্য লোকগুলোকে' দেখছেন। ইপ্পোলিতের কথা শেষ হতে জেনারেল কাঁধ ঝাঁকালেন ; তাঁর স্ত্রী ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে আপাদমস্তক দেখে নিলেন, যেন তাঁর ব্যবহারের কৈফিয়ৎ চান। সাথে সাথে তিনি মিশকিনের দিকে ফিরলেন।

'আমাদের পরিবারের খামখেয়ালী বন্ধু, প্রিন্স, তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের একটা সুন্দর সন্ধ্যা কাটল বলে। মনে হয়, তোমার মূর্খ…'র মধ্যে আমাদের টেনে আনতে পেরেছ বলে তুমি খুশি—যথেষ্ট হয়েছে, ভাই। তুমি যে আসলে কি তা আমাদের স্পষ্ট বুঝতে দিয়েছ বলে তোমায় ধন্যবাদ।'

'সেই লোকগুলোর' চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে করতে তিনি ক্রুদ্ধভাবে পোষাক ঠিক করতে লাগলেন। ওদের নিয়ে যেতে একটা গাড়ী এল। দোক্তোরেঙ্কো লেবেদিয়েভের স্কুলে পড়া ছেলেটাকে গাড়ী আনতে পনেরো মিনিট আগে পাঠিয়েছিল। স্ত্রী কথা বলার পরেই জেনারেলও কথা বললেন।

'হাঁ। সত্যি প্রিন্স, এটা কখনো ভাবতে পারিনি—আমাদের বন্ধুর মত সম্পর্কের পরে—তারপর লিজাভেটা —'

আদেলেদা চেঁচিয়ে উঠল, 'কি করে বলতে পারলে!' সে দ্রুত গিয়ে মিশকিনের হাত ধরল।

মিশকিন হতবুদ্ধির মত ওকে দেখে হাসল। হঠাৎ একটা দ্রুত, উত্তেজিত ফিসফিসানি কথা যেন তার কান ঝলসে দিল।

আগলেয়া ফিসফিসিয়ে বলল, 'এক্ষুণি যদি এই জঘন্য লোকগুলোকে বিদায় না করেন, তাহলে আপনাকে সারাজীবন ঘৃণা করব।'

সে যেন উন্মত্ত, কিন্তু মিশকিন তাকাবার আগেই সে ফিরে দাঁড়াল। তবে, এখন তাদের আর কাউকে বিদায় করার দরকার নেই ; এতক্ষণে তারা কোনমতে রোগীকে গাড়ীতে তুলে চলে গেছে।

'আচ্ছা, আইভান, এ আর কতক্ষণ চলবে? তুমি কি বল? কতক্ষণ এই জঘন্য ছেলেদের সহ্য করতে হবে?'

'আচ্ছা আমি তৈরী—আর—প্রিন্স—'

আইভান মিশকিনের দিকে হাত বাড়ালেন, কিন্তু করমর্দনের জন্য অপেক্ষা না করে, লিজাভেটার পেছনে দৌড়লেন। লিজাভেটা ক্রুদ্ধ হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেছেন।

আলেকজান্দ্রা, আদেলেদা আর আদেলেদার ভাবী স্বামী যথার্থ ভালবাসা সহকারে মিশকিনের কাছে বিদায় নিল। ইয়েভগেনিও তাই করল ; তারই শুধু মেজাজটা ভাল আছে।

সে সুন্দর হাসি হেসে ফিসফিসিয়ে বলল, 'যা ভেবেছিলাম, তাই হল। শুধু আমি দুঃখিত যে—বেচারা আপনার এমন দুরবস্থা হল।'

আগলেয়া বিদায় না জানিয়ে চলে গেল।

কিন্তু আজ সন্ধ্যার ঘটনা তখনো শেষ হয়নি। লিজাভেটাকে এখনো এক অপ্রত্যাশিত ব্যক্তির মুখোমুখি হতে হল।

তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে পার্কের পাশের রাস্তায় পৌঁছনোর আগে দুটো সাদা ঘোড়ায় টানা একটা চমৎকার গাড়ী মিশকিনের বাড়ীর পাশ দিয়ে ছুটে গেল।

গাড়ীতে দুজন জমকালো পোষাক পরা মহিলা বসে আছেন। কিন্তু হঠাৎ গাড়ীটা বাড়ী পেরিয়ে দশ পা না যেতেই থেমে গেল। একজন মহিলা চটপট ফিরে তাকালেন, যেন এমন একজন বন্ধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, যার সঙ্গে কথা বলতেই হবে।

একটি সুন্দর, সুরেলা গলা চেঁচিয়ে উঠল, 'ইয়েভগেনি নাকি?' মিশকিন এবং আরো কেউ হয়ত চমকে উঠল। 'তোমাকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। শহরে তোমার কাছে দুজন লোক পাঠিয়েছিলাম, তারা সারাদিন তোমায় খুঁজছে।'

ইয়েভগেনি বজ্রাহতের মত বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। লিজাভেটাও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তবে উনি ইয়েভগেনির মত ভীত চকিত হয়ে পড়েননি, তিনি উদ্ধত মেয়েটির দিকে সেই গর্ব আর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে তাকালেন যেভাবে পাঁচ মিনিট আগে 'এই জঘন্য লোকগুলোর' দিকে তাকিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে স্থির চাহনি ফেরালেন ইয়েভগেনির দিকে।

সুরেলা কণ্ঠস্বর বলে যেতে লাগল, 'আমার কাছে খবর আছে। কুফারের বিষয়ে চিন্তা কোরো না। রোগোজিন ওগুলো কিনে নিয়েছে, আমি ওকে রাজী করিয়েছি। আরো তিনমাস নিশ্চিন্ত থাক আমরা বন্ধুদের দিয়ে বিস্কপ আর ঐ হতভাগাগুলোকে বোঝাব। বুঝতে পারছ সব ঠিক আছে। মাথা ঠিক রাখ। কাল দেখা হবে।'

গাড়ীটা দ্রুত চলে গেল।

ক্রুদ্ধ ইয়েভগেনি হতবুদ্ধির মত চারদিকে তাকিয়ে বলল 'পাগল। কি বলছিল বুঝতেই পারিনি। কি ব্যাপার? ও কে?'

লিজাভেটা আরো দু সেকেণ্ড তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। শেষে হঠাৎ হনহনিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলেন বাকী সবাই তাঁকে অনুসরণ করল। এক মিনিট পরে ইয়েভগেনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে মিশকিনের কাছে ফিরে এল।

'প্রিন্স, সত্য কথা বলুন। এ সবের মানে কি জানেন?'

মিশকিন নিজেও এখন খুব উত্তেজিত সে বলল; 'আমি এ সব কিছুই জানি না।'

'জানেন না?'

'না।'

'আমিও জানি না।' ইয়েভগেনি হঠাৎ হাসল।

'সত্যি বলছি, এর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন! কিন্তু কি হল? আপনি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন?'

'না, না, সত্যি বলছি না—'

॥ এগার ॥

আরো তিন দিন পরে এপানচিনরা স্বাভাবিক হল। মিশকিন যথারীতি নিজেকে দোষী মনে করে শাস্তির জন্য অপেক্ষা করছিল, তবু প্রথমে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, লিজাভেটা সত্যি তার ওপরে রাগতে পারেন না, আসলে উনি নিজের ওপরেই বেশি রেগেছেন। সুতরাং এত দীর্ঘ সময়ের ক্রোধের ফলে তৃতীয় দিনে সে খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। এর পেছনে অন্যান্য কারণও ছিল, বিশেষতঃ একটা কারণ। ঐ তিন দিনে সেটা মিশকিনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল (সম্প্রতি সে নিজেকে

দুটো চরম অবস্থার জন্য দায়ী করছিল। একটা হল, মানুষকে বিশ্বাস করার জন্য তার অত্যাধিক 'নির্বোধের মত' তৎপরতা আর সেই সঙ্গে সন্দেহ প্রবণতা)। মোট কথা তৃতীয় দিনের শেষে, ঐ ছিট গ্রস্ত মহিলার ঘটনাটা তার মনে বড ভয়ানক ও রহস্য-জনক হয়ে উঠল। অন্য দিক ব্যতীত সমস্যাটার মূল মিশকিনের কাছে এই ভয়ানক প্রশ্নের আকারে দেখা দিল: এই নতুন 'অন্যায়ের' জন্য কি ও দায়ী? —কিন্তু আর কে হতে পারে তাও সে বলল না। 'এন. এফ. বি.' এই অক্ষরগুলিতে সে সাধারণ দুষ্টুমি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না—ছেলেমানুষের মত লজ্জাকর দুষ্টুমি, আবাব একদিক দিয়ে বেশ অপমানকর।

যে দিনের বিশ্রী ঘটনাগুলোর সে ছিল প্রধান 'কারণ,' সেই দিনের পর এক দিন সকালে প্রিন্স এস এবং আদেলেদা মিশকিনের সঙ্গে দেখা করতে এল। 'তারা প্রধানতঃ তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজ নিতে এসেছে।' তারা এক সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে। আদেলেদা এক্ষুনি পার্কে একটা চমৎকার ডালপালাওয়ালা বুড়ো গাছ দেখেছে; তার ডালগুলো লম্বা, আঁকাবাঁকা, গাছের গায়ে একটা বড গর্ত আর গাছটা কচি, সবুজ পাতায় ঢাকা। তাকে ওটা আঁকতেই হবে! সুতরাং যে 'আধঘণ্টা' তারা রইল, শুধু ঐ কথাই হল। প্রিন্স এসের ব্যবহার যথারীতি অমায়িক ও সহৃদয়; তিনি মিশকিনের অতীত জীবনের কথা জানতে চাইলেন, তাঁদের প্রথম পরিচয়ের কথা তুললেন, যাতে গতকালের কোন কথা না ওঠে।

শেষে আদেলেদা হেসে স্বীকার করল যে, তারা লুকিয়ে এসেছে। কিন্তু কথাটা এখানেই থেমে গেল, যদিও বোঝা গেল যে, মিশকিনকে তার বাবা-মা, বিশেষতঃ তার মার পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু আদেলেদা বা প্রিন্স এস তার মা, আগলেয়া বা জেনারেল সম্বন্ধে একটা কথাও বলল না। যাবার সময়ে মিশকিনকে সঙ্গে যেতেও বলল না, বাড়ীতে যাওয়ারও কোন আমন্ত্রণ জানাল না। শুধু একটা খুব ইঙ্গিতপূর্ণ কথা আদেলেদা বলে ফেলেছে। তার একটা আঁকার রঙের কথা বলতে বলতে সে মিশকিনকে রংটা দেখাতে চাইল। শেষে বলল, 'সেটা শিগগির হবে কি করে? দাঁড়ান! হয় আজ ওটা কোলিয়কে দিয়ে পাঠিয়ে দেব, যদি সে আসে, আর না হলে কাল যখন বেড়াতে বেরোব, তখন নিয়ে আসব।' সে খুশি হল, যে এত সহজে বুদ্ধি করে ঝামেলা মেটাতে পেরেছে।

শেষে চলে যাওয়ার সময়ে প্রিন্স এসের যেন হঠাৎ মনে পড়ল, 'ও, হ্যাঁ, আপনি হয়ত জানেন, কাল গাড়ী থেকে কে কথা বলছিল?

মিশকিন বলল, 'ও নাস্তাসিয়া, এখনো বুঝতে পারেননি? তবে ওর সঙ্গে কে ছিল, জানি না।'

'আমি জানি, শুনেছি।' প্রিন্স বাধা দিলেন, 'কিন্তু চেঁচানোর মানে কি? স্বীকার করছি, ওটা আমি—এবং অন্য সকলে বুঝতে পারিনি।'

প্রিন্স খুব চিন্তিত হয়ে কথা বললেন।

মিশকিন সহজ সুরে বলল, 'সে ইয়েভগেনির কয়েকটা বিলের কথা বলছিল। বিলগুলো তার অনুরোধে কোন মহাজনের কাছ থেকে রোগোজিনের হাতে এসেছে রোগোজিন অপেক্ষা করবে।'

'প্রিন্স, আমি শুনেছি, কিন্তু আপনি জানেন, তা হতে পারে না! ইয়েভগেনির অত সম্পত্তি থাকতে সে এরকম টাকা নিতে পারে না—অবশ্য,

অতীতে সে বেহিসেবী ছিল বটে; তখন তাকে আমি বাঁচিয়েছি।'— কিন্তু তার যা সম্পত্তি, তাতে মহাজনের কাছে টাকা নেওয়া এবং তা নিয়ে চিন্তা করা অসম্ভব। আর নাস্তাসিয়ার সঙ্গে তার এত বন্ধুত্ব থাকতে পারে না; এটাই সবচেয়ে রহস্যময়। সে বলছে, এ বিষয়ে সে কিছুই জানে না। আমিও তার কথা বিশ্বাস করি। আসলে প্রিন্স, জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনি কিছু জানেন কিনা। মানে, কোন গুজব আপনার কানে এসেছে কি না?'

'না, সে সব কিছু জানি না, সত্যিই এর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না।"

'ওঃ। প্রিন্স, আপনি কি অদ্ভুত। সত্যি, আজও আপনাকে চিনলাম না। আমি কি ভেবেছি যে, ওরকম একটা ব্যাপারে আপনি জড়িত! যাক, আজ আপনি অসুস্থ।' তিনি প্রিন্সকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলেন।

'ও 'রকম' বিষয়ে জড়িত? সে রকম ব্যাপার বলে আমার তো মনে হয় না।'

প্রিন্স এস. শুকনো গলায় বললেন, 'নিশ্চয়ই ওই মেয়েটা উপস্থিত সকলের সামনে ইয়েভগেনিকে ছোট করতে চেয়েছিল মিথ্যে কথা বলে।'

মিশকিন ধাঁধায় পড়ে গেল, তবুও সে স্থির, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রিন্সের দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু প্রিন্স চুপ করে রইলেন।

মিশকিন শেষে একরকম অধৈর্য হয়ে বলে ফেলল, 'ওগুলো কি টাকা নেওয়ার দলিল নয়? গতকাল মেয়েটা যা বলল, সেটা কি ঠিক নয়?

'কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি—নিজে ভেবে দেখুন—ইয়েভগেনি—ঐ মেয়েটা আর রোগোজিনের মধ্যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আবার বলছি, আমি জানি, ইয়েভগেনির প্রচুর টাকা এবং কাকার কাছ থেকে আরো সম্পত্তি পাবে। নাস্তাসিয়া শুধু—'

হঠাৎ প্রিন্স থেমে গেলেন, তিনি মিশকিনের কাছে নাস্তাসিয়ার কথা বলতে চান না।

এক মিনিট নীরবতার পর মিশকিন অকস্মাৎ বলল, 'তাহলে ইয়েভগেনি ওকে চেনেন?'

'আমার তাই বিশ্বাস; তবে সেও বহু আগে—মনে, দু-তিন বছর আগে। সে টটস্কিকে চিনত। কিন্তু তেমন কিছু নয়; তাদের কখনো ঘনিষ্ঠতা ছিল না! আপনি নিজেই জানেন, নাস্তাসিয়া এখানে আসেনি; সে কোথাও থাকে না। সে যে আবার এসেছে, একথা এখনো অনেকে জানে না। গত তিনদিন ধরে গাড়ীটা লক্ষ্য করেছি, তার বেশী নয়।'

আদেলেদা বলল, 'চমৎকার গাড়ী!'

'হ্যাঁ, গাড়ীটা চমৎকার।'

তারা অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে প্রিন্সের কাছে বিদায় নিল।

কিন্তু এই ঘটনায় আমাদের নায়কের পক্ষে খুব জরুরী কিছু ছিল। গতকাল সন্ধ্যে (বা আরো আগে থেকে) থেকে সে সত্যি কিছু সন্দেহ করছিল, কিন্তু এরা না আসা পর্যন্ত সে নিজের আশঙ্কাকে পুরো যাচাই করতে পারেনি। এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। প্রিন্স এসের অবশ্য ঘটনাটা সম্বন্ধে ভুল ধারণা হয়েছিল, কিন্তু তাহলেও সেটা খুব ভুল নয়। তিনি কোনভাবে বুঝতে পেরেছেন যে, এতে একটা চালাকি আছে। (মিশকিন ভাবল, 'হয়ত উনি সঠিক বুঝলেও বলতে

চান না, তাই ইচ্ছে করে অন্য কথা বলছেন।') সবচেয়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এখন ওরা এসেছিল (প্রিন্স তো বটেই) কিছু জানার উদ্দেশ্যে নিয়ে। তাহলে ওরা ভাবছে, মিশকিনও এতে জড়িত। তাছাড়া, ব্যাপারটা যদি তাই হয় এবং খুব জরুরী হয়, তাহলে নাস্তাসিয়ার নিশ্চয়ই কোন ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য ছিল। কি উদ্দেশ্য? সাংঘাতিক! 'কি করে ওকে বাধা দেওয়া যায়? ও কোন বিষয়ে বদ্ধপরিকর হলে ওকে থামানোর কোন সম্ভাবনা নেই।' এটা মিশকিন অভিজ্ঞতা থেকে জানে। 'ও পাগল! পাগল!'

কিন্তু আজ সকালে অনেক দুর্বোধ্য ঘটনা, একসঙ্গে জড়ো হয়ে সমাধানের দাবী জানাচ্ছিল, তাই মিশকিন খুব বিষণ্ণ বোধ করছে। ভেরা তার মনকে একটা বিক্ষিপ্ত করল, সে লুবোচকার সঙ্গে তাকে দেখতে এসে হাসি মুখে একটা লম্বা গল্প শোনাল। তার সঙ্গে তার মুখ হাঁ করে থাকা বোনটা ছিল। সঙ্গে ছিল লেবেদিয়েভের ছেলে। সে বলল, 'ওয়ার্মউড নামে যে তারাটা' বাইবেলের গল্পে 'ফোয়ারার ওপরে পড়েছিল', সেটা তার বাবার মতে আসলে, ইউরোপে ছড়িয়ে থাকা রেলপথের জাল। লেবেদিয়েভও কথা বলেছে বলে মিশকিনের বিশ্বাস হল না, মনে মনে ভাবল প্রথম সুযোগেই লেবেদিয়েভকে একথা জিজ্ঞাসা করবে।

ভেরার কাছে সে শুনল যে, গতদিন কেলার ওদের সঙ্গে ছিল, তারভাবে মনে হয় আরো অনেকদিন থাকবে, কারণ জেনারেল ইভোলজিনের সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেছে। অবশ্য সে বলেছে যে, শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য সে ওখানে থাকবে। সব মিলিয়ে মিশকিনের প্রতিদিন লেবেদিয়েভের ছেলেমেয়েদের ক্রমশঃ ভাল লাগতে লাগল। কোলিয়া সারাদিন ছিল না—সে ভোরবেলায় পিটার্সবার্গে গেছে। লেবেদিয়েভও সকাল হতেই নিজের কোন কাজে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু মিশকিন অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিল গ্যাভ্রিলের জন্য, তার আজ অবশ্যই আসার কথা।

ও এল সন্ধ্যে ছ টায় খাওয়া দাওয়ার পর। প্রথম নজরেই মিশকিনের মনে হল, লোকটি নিশ্চয়ই ব্যাপারটার সব খুঁটনাটি জানে। ভারভারা আর তার স্বামীর মত লোকের সাহায্য পেলে জানবে নাই বা কেন? কিন্তু মিশকিনের সঙ্গে গানিয়ার সম্বন্ধ কিছুটা অদ্ভুত। যেমন, মিশকিন বুদোভস্কির ব্যাপারটার দায়ীত্ব ওকে দিয়ে বিশেষ করে বলেছিল ওটা দেখতে। কিন্তু এ ব্যাপারে ভরসা করা এবং আগের কিছু ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও কয়েকটি ক্ষেত্রে আলোচনা না করার একটা রফা যেন ওদের মধ্যে হয়েছিল। মিশকিন মাঝে মাঝে ভেবেছে যে, গানিয়া হয়ত খুব সহৃদয়তা চাইবে। যেমন, এখন গানিয়া ঢুকতেই মিশকিনের মনে হল যে, ধারণা, দুজনের মধ্যে নীরবতা ভাঙবার এই সময় হয়েছে। অবশ্য গ্যাভ্রিলেরই গরজ। ওর বোন লেবেদিয়েভের সঙ্গে ওর জন্য অপেক্ষা করছে; কোন একটা ব্যাপারে দুজনেই ব্যস্ত।

কিন্তু গানিয়া যদি অধীর প্রশ্ন, আবেগ, সহৃদয় উচ্ছ্বাস আশা করে থাকে, তাহলে সে খুব ভুল করেছে। যে কুড়ি মিনিট সময় ছিল, ততক্ষণ মিশকিন খুব স্বপ্নাচ্ছন্ন ও অন্যমনস্ক হয়েছিল। প্রত্যাশিত প্রশ্নের কোন সম্ভাবনা—বা গানিয়া যে আসল প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করছিল, তার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তখন গানিয়া ঠিক করল, সেও খুব অল্প কথা বলবে। ও কুড়ি মিনিট ধরে অবিরাম কথা বলে গেল, হাসল, হাল্কা, সুন্দর ভঙ্গীতে বক্‌বক্ করল, কিন্তু আসল কথা তুলল না।

গানিয়া তাকে বলল, চারদিন হল নাস্তাসিয়া পাভলোভস্কে এসেছে, এর মধ্যেই সে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সে মাত্রোস্কি স্ট্রীটে দারিয়ার একটা ঘুপচি বাড়ীতে রয়েছে, কিন্তু তার গাড়াটা বোধ হয় পাভলোভস্কের সবচেয়ে সুন্দর গাড়ী। ইতিমধ্যেই বৃদ্ধ ও তরুণদের একটা বড় ভীড় তার আশেপাশে জড়ো হয়েছে। মাঝে মাঝে ভদ্রলোকরা ঘোড়ায় চড়ে তার গাড়ীর সঙ্গে পাহারা দিয়ে চলেন। নাস্তাসিয়া যথারীতি বন্ধু নির্বাচনের বিষয়ে খুব খামখেয়ালী এবং যাদের ভাল লাগছে শুধু তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে। তা সত্ত্বেও তার চারদিকে একটা বাহিনী জুটে গেছে, দরকার হলে সে অনেক সমর্থক পাবে। একটা গ্রীষ্মকালীন ভিলার বাসিন্দা এক ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই তার জন্য নিজের বাগদত্তার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, আর এক বৃদ্ধ জেনারেল তার জন্য নিজের ছেলেকে প্রায় শাপ দিয়ে বসেছেন। সে প্রায়ই সঙ্গে একটা সুন্দর ছোট মেয়েকে নিয়ে বেড়ায়; মেয়েটি দারিয়ার দূর সম্পর্কের আত্মীয়, ষোল বছর মাত্র বয়স। মেয়েটি বেশ ভাল গান গায়, তাই রোজ সন্ধ্যায় তাদের ছাট্ট বাড়ীতে ভীড় হয়। নাস্তাসিয়া অবশ্য খুব ভাল ব্যবহার করে আর রুচিপূর্ণ পোষাক পরে এবং সব মহিলারা তার 'রুচি সৌন্দর্য আর গাড়ীকে হিংসে করে।'

গানিয়া বলে ফেলল, 'গতকালের অদ্ভুত ঘটনাটা অবশ্যই পূর্বপরিকল্পিত, ওটাতে গুরুত্ব দিতে হবে না। নাস্তাসিয়াকে দোষ দিতে হলে, তা খুঁজে বার করতে হবে বা আবিষ্কার করতে হবে, তা করতে অবশ্য কেউ দেরী করবে না।' গানিয়া আশা করছিল যে, মিশকিন নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে, কেন ও গতকালকের ঘটনাকে 'পূর্বপরিকল্পিত' বলল আর কেন লোক দেরী করবে না।

কিন্তু মিশকিন কিছুই জানতে চাইল না।

গানিয়া বিনা প্রশ্নে মন খুলে ইয়েভগেনির সম্বন্ধে বলছিল, ব্যাপারটা অদ্ভুত, কারণ সে নিজেই প্রসঙ্গটা তুলেছে। গ্যাভ্রিলের মতে ইয়েভগেনি নাস্তাসিয়াকে চিনত না, এখনো প্রায় অচেনা, কারণ মাত্র চারদিন আগে বেড়াতে বেরিয়ে আলাপ হয়েছে এবং একবারো বোধ হয় তার বাড়ীতে যায়নি। টাকা ধারের কথাটাও হয়তো ঠিক হতে পারে। গানিয়া সেটা ভাল করে জানে। ইয়েভগেনির সত্যিই বিশাল সম্পত্তি আছে, কিন্তু তার কিছু ব্যবসায় বেশ গোলমাল হয়েছে। এই আকর্ষণীয় জায়গায় গানিয়া হঠাৎ থেমে গেল। এই কথা ছাড়া, গত সন্ধ্যায় নাস্তাসিয়ার খামখেয়ালিপনার কথা সে কিছু বলল না।

শেষে ভারভারা গানিয়াকে খুঁজতে এল। সে এক মিনিট থেকে নিজেই বলল যে আজ ইয়েভগেনি পিটার্সবার্গে গেছে, কালও হয়ত ওখানে থাকবে; তার স্বামী ইভল্গিনও পিটার্সবার্গে গেছে—বোধ হয় ইয়েভগেনির কাজে; কিছু একটা ওখানে ঘটেছে। যেতে যেতে সে বলল, আজ লিজাভেটা প্রচণ্ড রেগে আছেন; কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত হল যে আগলেয়া সকলের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, বাবা, মা, দুই বোনের সঙ্গে; 'এটা মোটেই ভালো লক্ষণ নয়।' এই শেষ খবরটা দিয়ে (এটা মিশকিনের কাছে খুব জরুরী) ভাই-বোন চলে গেল। গানিয়া কিছুটা ভদ্রতাবশতঃ, কিছুটা 'প্রিন্সের মনে আঘাত না দেবার জন্য' 'পাভলিশেভের ছেলে'-র বিষয়ে একটা কথাও বলেনি। গানিয়ার সতর্কতার জন্য মিশকিন আবার তাকে ধন্যবাদ দিল।

শেষে একা থাকতে পেরে মিশকিন খুব খুশি হল। সে বারান্দা আর রাস্তা পেরিয়ে পার্কে গিয়ে ঢুকল। সে সবটা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে চায়। অথচ সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাবা যায় না, এ সিদ্ধান্ত আপনা হতেই ঘটে। তার প্রবল ইচ্ছে হল সব ফেলে দিয়ে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরে যায়, কোন দূর জায়গায় চলে যায় কাউকে বিদায় পর্যন্ত না জানিয়ে। তার আশঙ্কা হল, আর কয়েকদিন এখানে থাকলেই এই জগতে চিরকালের মত তার জীবন বাঁধা পড়ে যাবে। কিন্তু এ কথাটা সে দশ মিনিটও ভাবল না, তার মনে হল, পালানো 'অসম্ভব'। সেটা ভীরুতা, তার সামনে এখন এত সমস্যা যে, সেগুলোর সমাধান বা সমাধানের প্রাণপণ চেষ্টা করাই এখন কর্তব্য। এ রকম চিন্তায় ডুবে গিয়ে সে পনেরো মিনিটের আগে বাড়ী ফিরে এল। এই মুহূর্তে সে খুবই অসুখী।

লেবেদেভ এখনো ফেরেনি সুতরাং সন্ধ্যে নাগাদ কেলার এসে গোপন কথা বলতে লাগল, যদিও সে এখন মাতাল নয়। সে প্রকাশ্যে জানাল, সে মিশকিনকে সব জীবনের গল্প বলতে এসেছে এবং এজন্যই সে পাভলোভস্কে রয়েছে। তাড়িয়ে দেবার কোন সম্ভাবনা নেই; সে কোনমতেই যাবে না, সে অনেকক্ষণ ধরে এলোমেলো একটা বলে তৈরী হয়ে এসেছে। কিন্তু হঠাৎ প্রথমেই উপসংহার টেনে দিয়ে বলল যে, সে এত প্রচণ্ড রকম 'নীতিবোধহীন' হয়ে পড়েছে (ঈশ্বরে বিশ্বাস না করার ফলে) যে একটা চোর হয়ে গেছে।

'এ কথা ভাবতে পারেন।'

'শোন কেলার, তোমার জায়গায় থাকলে বিশেষ কারণ ছাড়া আমি একথা বলতাম না। তুমি হয়ত ইচ্ছে করে নিজের বিরুদ্ধে বলছ।'

'শুধু আপনাকেই বলছি নিজের উন্নতির জন্য। আর কাউকে বলিনি। আমি এই কথা গোপন রেখেই মরব। কিন্তু প্রিন্স, আপনি যদি জানতেন, আজকাল টাকা পাওয়া কত কঠিন! কি করে টাকা পাওয়া যায়, বলুন তো? এর একটাই উত্তর: "সোনা বা হীরে আন, আমরা তার বদলে কিছু দেব।" ঐটিই আমার নেই। একথা বুঝতে পারছেন? অপেক্ষা করে করে শেষে ধৈর্য হারিয়ে ফেললাম। বললাম 'পান্নার বদলে আমায় কিছু দেবে?" ও বলল, 'হ্যাঁ পান্নার বদলেও দেব।" আমি বললাম, 'ঠিক আছে" টুপি পরে বেরিয়ে গেলাম। "তোমরা সব শয়তানের দল, জাহান্নামে যাও।' "

'তখন তোমার কাছে পান্না ছিল?'

'ও সব গল্প। ওঃ প্রিন্স, জীবন সম্বন্ধে আপনার কী মিষ্টি সুন্দর ধারণা।'

শেষে মিশকিনের তার জন্য ঠিক দুঃখ নয়, একটা অস্বস্তি হতে লাগল। সে ভাবতে লাগল, সৎ প্রভাবে লোকটাকে বদলানো যায় কিনা। নানা কারণে নিজের প্রভাবকে তার অনুপযুক্ত মনে হল, এর কারণ, নিজের সম্বন্ধে হীনমন্যতা নয়, বরং একটা অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গী। ধীরে ধীরে তারা কথা বলতে লাগল, শেষে এমন হল যে, কেউ বিদায় নিতে চায় না। কেলার অস্বাভাবিক তৎপরতার সঙ্গে যেসব ঘটনা বলতে লাগল, তা কেউ বলবার কথা ভাবতেও পারে না। প্রতিটি নতুন গল্প সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল যে সে অনুতপ্ত, অথচ এমনভাবে বলল যেন ঐ কাজের জন্য সে গর্বিত। মাঝে মাঝে এমন অদ্ভুতভঙ্গীতে বলল যে, সে আর মিশকিন দুজনেই পাগলের মত হাসতে লাগল।

মিশকিন শেষে বলল, 'তোমার যে শিশুর মত বিশ্বাস আর সততা রয়েছে, সেটাই আসল। জান, শুধু এই জন্য তোমার বহু অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়?'

কেলার খুব অভিভূত হয়ে বলল, 'উদার, আশ্চর্যরকম উদার। কিন্তু জানেন প্রিন্স, এ সবই স্বপ্ন; এ কখনো বাস্তবে ঘটে না। কেন? আমি বুঝতে পারি না।

'হতাশ হয়ো না। এখন নিশ্চিত বলা যায় যে, তুমি আমায় সব কথা বলেছ। আমার মনে হয়, আর কিছু বলা অসম্ভব, তাই না?'

কেলার সহানুভূতিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'অসম্ভব? প্রিন্স, আপনি মানুষকে কী সরল মনে দেখেন!'

মিশকিন মৃদু বিস্ময়ে বলল, 'সত্যিই আর কিছু বলার আছে? তা হলে বল, আমার কাছে কি চেয়েছিলে, কেনই বা আমায় সব বলতে এসেছ?'

'আপনার কাছে? কি চেয়েছি? প্রথমতঃ, আপনার সারল্য দেখলে ভাল লাগে, আপনার কাছে বসে কথা বলা আনন্দের। বুঝতে পারি যে আমার সামনে একজন সৎলোক বসে আছে, আর দ্বিতীয়তঃ—দ্বিতীয়তঃ' তার কথা হারিয়ে গেল।

মিশকিন খুব গম্ভীরমুখে, অথচ সরল, ল জুকভঙ্গীতে বলল, হয়ত তুমি টাক ধার করতে চেয়েছিলে?

কেলার চমকে উঠল। ক্রুদ্ধ বিস্মিত চোখে মিশকিনের দিকে সোজা তাকিয়ে প্রচণ্ডভাবে টেবিলে ঘুষি মারল

'এইভাবে আপনি মানুষকে একেবারে ধরাশায়ী করেন। সত্যি বলছি প্রিন্স স্বর্ণযুগেও এরকম সারল্য কখনো দেখা যায়নি —অথচ এরকম মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা দিয়ে তীরের মত মানুষকে বিদ্ধ করেন। যাক আমায় বলতে দিন। এটা বোঝানো দরকার, কারণ আমি—হতভম্ব হয়ে গেছি। শেষ পর্যন্ত আমার উদ্দেশ্য ছিল টাকা ধার করা, কিন্তু আপনি এভাবে প্রশ্ন করলেন যেন এতে অন্যায় কিছু নেই, যেন এরকমই হওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ, তোমার ক্ষেত্রে এরকমই হওয়া উচিত।

'আপনি রাগ করেননি?'

'না; কেন?'

'শুনুন, প্রিন্স। গতরাত থেকে আমি এখানে রয়েছি: প্রথমতঃ ফরাসী আর্চবিশপ বুর্দালুর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবশতঃ (আমরা লেবেদিয়েভের ঘরে রাত তিনটে পর্যন্ত মদ খেয়েছি), দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ (শপথ করে সত্য বলছি!) আমার থাকার কারণ হল, নিজের উন্নতির জন্য আপনার কাছে সব স্বীকার করতে চেয়েছি। এই কথা ভেবে চারটে নাগাদ কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছি। আপনি কি বিশ্বাস করবেন যে, অন্তরে ও বাইরে কান্না নিয়ে (মনে পড়ছে আমি প্রকৃতই ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম) শোওয়া মাত্রই একটা নারকীয় চিন্তা আমার মনে এল: "সব স্বীকার করার পর ওঁর কাছে টাকা ধার করব না কেন?" অতএব কান্নার সাহায্যে স্বীকারোক্তি করার কথা ভাবলাম যাতে আপনি নরম হয়ে দেড়শো রুবল দিয়ে দেন। কাজটা হীন বলে মনে হচ্ছে না?'

'কিন্তু খুব সম্ভবতঃ এটা সত্য নয়; আসলে দুটো একসঙ্গে ঘটেছে। দুটো চিন্তা একত্রে ঘটেছে, এরকম প্রায়ই হয়। আমার সবসময়ে তাই হয়। অবশ্য

এটা আমার ভাল বলে মনে হয় না। জান কেলার, এর জন্য নিজেকে সবচেয়ে বেশী তিরস্কার করি। তুমি যখন আমাকে তোমার কথা বলছিলে, আমি মাঝে মাঝে ভেবেছি,' মিশকিন সাগ্রহে আন্তরিকভাবে বলতে লাগল, সব লোকই এরকম। এরকম দ্বৈত চিন্তার বিরুদ্ধে লড়াই করা খুব কঠিন বলে আমি নিজেকে প্রশ্রয় দিতেও শুরু করেছিলাম। আমি চেষ্টা করেছি। ভগবান জানেন কেন এরকম চিন্তা দেখা দেয় এবং মনে আসে। কিন্তু তুমি এটাকে হীনতা বলছ। এখন ঐসব চিন্তাকে আবার আমার ভয় হচ্ছে। যাক, আমি তোমার বিচারক নই। তবু আমার মতে, এটাকে হীনতা বলা যায় না। তুমি কি বল? তুমি কান্না দিয়ে ঠকিয়ে আমার টাকা নিতে চেয়েছিলে, কিন্তু নিজেই বলছ যে, তোমার স্বীকারোক্তির আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল; অর্থঘটিত উদ্দেশ্য ছাড়াও একটা মর্যাদাপূর্ণ লক্ষ্য ছিল। আর টাকা তো তুমি উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য চাওনি, তাই না? এরকম স্বীকারোক্তির পর সেটা দুর্বলতাও বটে! তবু, একবারে উচ্ছৃঙ্খলতা কি করে ত্যাগ করবে? আমি জানি সেটা অসম্ভব। কি করা যাবে? তোমার বিবেকের ওপরে এটা ছেড়ে দেওয়া উচিত বলে মনে কর কি?'

মিশকিন খুব আগ্রহ নিয়ে কেলারের দিকে তাকাল। নিশ্চয়ই কিছুদিন ধরে এই দ্বৈতচিন্তার সমস্যাটা তার মন জুড়ে রয়েছে।

কেলার চেঁচিয়ে উঠল 'এর পরেও ওরা আপনাকে নির্বোধ বলে কেন বুঝতে পারি না।'

মিশকিন লজ্জায় বেশ লাল হয়ে গেল।

'ধর্মপ্রচারক বুদালুও কাউকে রেহাই দেন না; কিন্তু আপনি রেহাই দিয়েছেন, আমাকে সহানুভূতি দিয়ে বিচার করেছেন। নিজেকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এবং আমি অভিভূত হয়েছি, এটা দেখাবার জন্য আমি দেড়শো রুবল নেব না; আমাকে পঁচিশ দিন, তাহলেই যথেষ্ট হবে। অন্তত পনেরো দিনের জন্য এটুকু চাই। এর মধ্যে আর টাকার জন্য আসব না। আমি আগাশকার চিকিৎসা করাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে এর যোগ্য নয়। প্রিন্স, ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন।'

লেবেদিয়েভ শহর থেকে ফিরেই চলে এল। কেলারের হাতে পঁচিশ রুবলের নোটটা দেখে সে ভুরু কুঁচকোল। কিন্তু কেলার টাকা পাওয়া মাত্র যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে দ্রুত বিদায় নিল। লেবেদিয়েভ সঙ্গে সঙ্গে কেলারের নিন্দে করতে শুরু করল।

শেষে মিশকিন বলল, 'তুমি অন্যায় বলছ; ও সত্যিই অনুতপ্ত।'

'ওর অনুতাপের মূল্য কি? আমি যেমন গতকাল বলছিলাম, আমি নীচ আমি নীচ। জানেন তো, ও শুধু কথার কথা।'

'ও, ওটা শুধু কথার কথা? আমি ভেবেছিলাম—'

'আপনাকেই শুধু সত্যি কথা বলছি, কারণ, আপনি মানুষের ভেতরটা বুঝতে পারেন। আমার মধ্যে কথা-কাজ, সত্য-মিথ্যা সব মিশে গেছে, অথচ তার সবই আন্তরিক। কথা আর কাজে সত্যি যথার্থ অনুতাপ মিশে থাকে, সে আপনি বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন; কথা দিয়ে যথার্থ কিছু করতে, অনুতাপের অশ্রু জলের মধ্যে কিছু পাবার প্রবল বাসনা হয়। ঈশ্বরের নামে বলছি! আর কাউকে বলব

না—তারা হাসবে বা গালাগালি দেবে। কিন্তু আপনি, প্রিন্স, সহানুভূতির সঙ্গে দেখবেন।'

মিশকিন বলল, 'ও-ও এইমাত্র ঠিক এই কথাই বলল। তোমরা দুজনেই যেন এর জন্য গর্বিত। তোমরা আমায় খুব অবাক করেছ; তবে ও তোমার চেয়ে বেশী আন্তরিক। তুমি এটা ব্যবসার পর্যায়ে নিয়ে এসেছ। যাক, যথেষ্ট হয়েছে। তুমি মুখ কুঁচকে ফেলো না, বুকে হাত রেখো না। আমাকে কি তোমার কিছু বলার নেই? তুমি শুধু শুধু আসনি ···'

লেবেদিয়েভ দাঁত বার করে শরীরে একটা মোচড় দিল।

'সারাদিন ধরে তোমাকে একটা প্রশ্ন করার জন্য অপেক্ষা করছি। জীবনে একবার সরাসরি সত্যি কথা বল। গতকাল যে গাড়ীটা এখানে থেমেছিল, তার সঙ্গে তোমার কোন যোগ ছিল কি?'

লেবেদিয়েভ আবার দাঁত বার করে হাতে হাত ঘষতে লাগল, শেষে হেঁচেও ফেলল, তবু কথা বলতে পারল না।

'বুঝেছি, তোমার যোগ ছিল।'

'কিন্তু সরাসরি নয়। আপনাকে সত্যি কথা বলছি। আমি শুধু এইটুকু করেছি যে, সময়মত একজনকে জানিয়েছি, আমার বাড়ীতে এইসব লোক রয়েছে এবং এখন কয়েকজন উপস্থিত আছে।'

মিশকিন অধীর হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি জানি, সেখানে তোমার ছেলেকে পাঠিয়েছিলে, সে কথা ও এক্ষুণি আমায় বলল। কিন্তু এ কিরকম চালাকি?'

লেবেদিয়েভ প্রতিবাদ করল, 'এ চালাকি আমার নয়। এতে অন্যরা রয়েছে; বলতে গেলে, এটা চালাকি নয়, বরং মজা।'

'কিন্তু এর অর্থ কি? দোহাই, বুঝিয়ে বল। এতে যে আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তা তুমি বোঝ না. এটা কি হতে পারে? এতে ইয়েভগেনির চরিত্র কলঙ্কিত হচ্ছে।'

লেবেদিয়েভ আবার শরীর মোচড়াতে লাগল, 'প্রিন্স! মহানুভব প্রিন্স! আপনি আমায় সব কথা বলতে দিচ্ছেন না; আমি একাধিকবার বলার চেষ্টা করেছি। আপনি বলতে দেবেন না—'

মিশকিন চুপ করে একটু ভাবল।

অনেক চেষ্টার পর হতাশ হয়ে বলল, 'বেশ, বল।'

লেবেদিয়েভ সঙ্গে সঙ্গে শুরু করল, 'আগলেয়া ইভানোভনা—

'চুপ কর, চুপ কর!' মিশকিন রাগ, হয়ত লজ্জাতেও লাল হয়ে প্রচণ্ড চেঁচিয়ে উঠল, 'এ অসম্ভব, সব বাজে কথা। ও তুমি নিজে বা তোমার মত কোন পাগলের বানানো। তোমার কাছে আর যেন এ কথা না শুনি।'

রাত দশটার পরে কোলিয়া প্রচুর খবর নিয়ে এসে পৌঁছল। তার খবর দু ধরনের: পিটাসবার্গের আর পাভলোভস্কের। সে তাড়াতাড়ি পিটাসবার্গের প্রধান খবরগুলো বলল (প্রধানতঃ ইপ্পোলিৎ আর আগের দিনের ঘটনা সম্বন্ধে), তারপর চটপট চলে এল পাভলোভস্ক প্রসঙ্গে, যাতে পরে আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরতে পারে। সে তিন ঘণ্টা আগে পিটাসবার্গ থেকে ফিরে মিশকিনের কাছে আসার আগে সোজা এপানচিনদের বাড়ী গিয়েছিল। 'ওখানে দারুণ উত্তেজনা।'

অবশ্য গাড়ীর ঘটনাটাই প্রধান. কিন্তু আরো কিছু নিশ্চয়ই ঘটেছে—যেটা সে আর মিশকিন জানে না।

'আমি গোয়েন্দাগিরি করিনি, কাউকে প্রশ্নও করিনি। ওরা আমার সঙ্গে সত্যি আশাতীত ভাল ব্যবহার করেছে; কিন্তু প্রিন্স, আপনার বিষয়ে একটি কথাও বলেনি!'

সবচেয়ে জরুরী ও মজার খবর হল আগলেয়া গানিয়ার জন্য বাড়ীর সকলের সঙ্গে ঝগড়া করছে। কোলিয়া ঝগড়ার খুঁটিনাটি জানে না, শুধু জানে ঝগড়াটা গানিয়াকে নিয়ে (ভাবা যায়!) আর সে এক প্রচণ্ড ঝগড়া, কাজেই বেশ গুরুত্বপূর্ণ। জেনারেল দেরীতে বাড়ী ঢুকলেন গোমড়ামুখে; সঙ্গে ইয়েভগেনি, সে খুব অভ্যর্থনা পেল, ফলে খুব হাসিখুশী। সবচেয়ে অদ্ভুত খবর হল যে, লিজাভেটা হৈ-চৈ না করে ভারভারাকে ডেকে পাঠালেন। সে মেয়েদের সঙ্গে বসেছিল, তাকে খুব ভদ্রভাবে বাড়ী থেকে বার করে দিলেন। 'আমি ভারিয়ার কাছেই শুনেছি।' কিন্তু ভারিয়া যখন মাদাম এপানচিনের ঘর থেকে বেরিয়ে মেয়েদের বিদায় জানাল, তখন তারা জানত না যে, তার এ বাড়ীতে ঢোকা বরাবরের মত নিষেধ হয়ে গেছে এবং সে শেষবারের মত বিদায় নিচ্ছে।

মিশকিন অবাক হয়ে বলল, 'কিন্তু ভারভারা সাতটার সময়ে এখানে ছিল।'

'ওকে আটটা নাগাদ বার করে দেওয়া হয়েছে। আমি ভারিয়ার জন্যে খুব দুঃখিত। গানিয়ার জন্যেও দুঃখিত—নিশ্চয়ই ওদের মনে সর্বদা মতলব থাকে; ওছাড়া ওরা থাকতে পারে না। ওরা কি ভাবছে কখনো বুঝতে পারি না, বুঝতে চাই না। কিন্তু আপনাকে সত্যি বলছি, গানিয়ার হৃদয় আছে। বহু ব্যাপারে ওর অবনতি ঘটেছে, কিন্তু অন্যদিকে ওর গুণ আছে এবং আগে এটা বুঝতে না পারার জন্য আমি নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারব না—। এখন ভারিয়ার সঙ্গে গোলমালের পর সম্পর্ক আর রাখব কিনা, বুঝতে পারছি না। অবশ্য প্রথমে আমি নিজে আলাদাভাবে আলাপ করছিলাম; তবু এটা নিয়ে ভাবতে হবে।'

মিশকিন বলল, 'তোমার ভায়ের জন্য তোমার দুঃখিত হওয়ার দরকার নেই। যদি তাই হয়, তাহলে গ্যাভ্রিল মাদামের কাছে নিশ্চয়ই বিপজ্জনক অর্থাৎ ওর আশা রয়েছে।'

কোলিয়া অবাক হয়ে বলল, 'কি রকম?—কি আশা? নিশ্চয়ই আপনি আগলেয়ার কথা বলছেন না—সে অসম্ভব!'

মিশকিন কথা বলল না।

কোলিয়া দু মিনিট পরে বলল, 'প্রিন্স, আপনি বড় সন্দেহপ্রবণ। কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি, আপনি খুব সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছেন, কিছুতেই বিশ্বাস নেই, নানা-রকম কল্পনা করছেন—এক্ষেত্রে "সন্দিগ্ধ" কথাটা কি ঠিক ব্যবহার করেছি?'

'মনে হয় ঠিক ব্যবহার করেছ, যদিও আমি নিজে সঠিক জানি না।'

'কিন্তু আমি নিজেই কথাটা বাদ দিচ্ছি—আরেকটা কথা পেয়েছি। আপনি সন্দিগ্ধ নন, হিংসুটে! একজন দাম্ভিক তরুণীর বিষয়ে গানিয়ার ওপরে আপনার খুব ঈর্ষা!'

এই বলে কোলিয়া লাফিয়ে উঠে হাসতে লাগল, এরকম বোধহয় সে আগে কখনো হাসেনি। মিশকিন বেশ লজ্জা পেয়েছে দেখে কোলিয়া আরো হাসতে

লাগল। মিশকিন যে আগলেয়ার বিষয়ে ঈর্ষান্বিত, এটা ভেবে সে খুব খুশী হল, কিন্তু প্রিন্স সত্যি আহত হয়েছে দেখে থেমে গেল। তারপর তারা প্রায় এক। দেড়ঘণ্টা আন্তরিকতা ও উদ্বেগের সঙ্গে কথা বলল।

পরের দিন জরুরী কাজে মিশকিনকে সারা সকাল পিটাসবার্গে কাটাতে হল। পাভলোভস্কে ফেরার পথে রেলস্টেশনে বিকেল চারটের পরে জেনারেল এপানচিনের সঙ্গে তার দেখা হল। জেনারেল চটপট তার হাত ধরে যেন শঙ্কিত হয়ে চারদিকে তাকিয়ে নিলেন, তারপর মিশকিনকে একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় নিয়ে গেলেন, যাতে এক সঙ্গে যেতে পারেন। কোন জরুরী কথা আলোচনার জন্য উনি অধৈর্যে ছটফট করছিলেন।

'প্রিন্স, আমার ওপরে রাগ কোরো না; যদি আমার কোন দোষ হয়ে থাকে, সেটা ভুলে যাও। গতকাল নিজে তোমায় দেখতে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু লিজাভেটা ওটা কিভাবে নেবে বুঝতে পারিনি—আমার বাড়ীর অবস্থা অসহ্য—সেখানে এক অদ্ভুত সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না। আমার মতে আমাদের সকলের চেয়ে তোমার দোষ কম: অবশ্য, তোমার মাধ্যমে অনেক কিছু ঘটেছে। দেখ প্রিন্স, পরোপকারী হওয়া ভাল, কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় হওয়া ভাল নয়। হয়ত তুমি এর মধ্যেই সেটা বুঝতে পেরেছ। আমি অবশ্য সহৃদয়তা পছন্দ করি এবং লিজাভেটাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু—'

জেনারেল এইভাবে অনেকক্ষণ বলে গেলেন, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা অত্যন্ত অসংলগ্ন। বোঝা গেল, তিনি অবোধ্য কোন ঘটনায় খুব হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন।

শেষে একটু স্পষ্ট করে বলল, 'আমি নিশ্চয়ই জানি এর সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু বন্ধু হিসেবে অনুরোধ করছি, আবহাওয়ার একটু বদল না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ওখানে এসো না।' তিনি খুব উত্তেজিতভাবে বললেন, 'আর ইয়েভগেনির ব্যাপারটা, অনর্থক দুর্নাম—জঘন্যতম অপমান। সবকিছু নষ্ট করে আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধাবার এটা মতলব বা চেষ্টা। আমি তোমায় চুপিচুপি বলছি, এখনো আমাদের সঙ্গে ইয়েভগেনির একটাও কথা হয়নি। বুঝছ? আমাদের কোন দায় নেই। কিন্তু সে কথাটা বলা হতে পারে, হয়ত খুব শীঘ্রই। অতএব, এটা হল সব কিছু নষ্ট করার চেষ্টা। কিন্তু এর উদ্দেশ্য কি বুঝতে পারছি না। মেয়েটা অদ্ভুত, খামখেয়ালী। ওকে আমার এত ভয় যে, রাতে শুতে পারি না। আর গাড়ীটাই বা কি রকম। সাদা ঘোড়া—দারুণ জিনিষ। হ্যাঁ, ফরাসী ভাষায় একেই দারুণ বলে। কে ওটা দিয়েছে? আমি ভুল করেছি। গতপরশু দিন আমার মন ইয়েভগেনির ওপরে বিরূপ ছিল। কিন্তু দেখা গেল, তা হতে পারে না। যদি তা না হয়, তাহলে মেয়েটার উদ্দেশ্য কি? সেটাই ধাঁধা, সেটাই রহস্য! ইয়েভগেনিকে নিজের হাতে রাখা? কিন্তু তোমায় আবার শপথ করে বলছি, ইয়েভগেনি ওকে চেনে না, ঐ টাকা ধারের ব্যাপারটা বানানো। কি উদ্ধতের মত মেয়েটা ওকে রাস্তার মধ্যে "ওগো" বলে ডাকল। এটা সম্পূর্ণ বানানো। বোঝা যাচ্ছে, এটাকে তুচ্ছ করে ইয়েভগেনিকে আমাদের দ্বিগুণ সম্মান করা উচিত। লিজাভেটাকে সেকথাই বলেছি। এখন তোমাকে আমার নিজে মত জানাব। আমার দৃঢ় ধারণা যে, অতীতের ঘটনার শোধ নিতে মেয়েটা এরকম করছে—তোমার মনে আছে—অবশ্য আমি ওর কোন ক্ষতি করিনি। সেকথা

ভাবতেও আমার লজ্জা হয়। এখন ও আবার হাজির হয়েছে; ভেবেছিলাম বরাবরের মত বিদেয় হয়েছে। রোগোজিনটা কোথায় লুকিয়ে আছে? ইচ্ছে হলে আমায় বল! ভেবেছিলাম অনেকদিন আগেই ও রোগোজিনকে বিয়ে করেছে।

আসলে ভদ্রলোকের মাথা একেবারে গুলিয়ে গেছে। প্রায় একঘন্টা ধরে পুরো রাস্তা উনি একাই কথা বললেন, প্রশ্ন করলেন, নিজেই জবাব দিলেন, প্রিন্সের হাতে চাপ দিয়ে বোঝালেন যে তাকে সন্দেহ করার কথা উনি স্বপ্নেও ভাবেননি।

এটাই মিশকিনের পক্ষে জরুরী। শেষে বললেন ইয়েভগেনির কাকার কথা, তিনি পিটার্সবার্গে কোন বিভাগের অধ্যক্ষ। 'এক অদ্ভুত অবস্থায় থাকেন, সত্তর বছর বয়স হয়েছে, পেটুক—বাতিকগ্রস্ত বুড়ো ভদ্রলোক—হা-হা! জানি উনি নাস্তাসিয়ার কথা শুনেছেন। বলতে কি তার পেছনে ঘুরতেন। অল্প দিন আগে ওঁকে দেখতে গিয়েছিলাম; উনি দেখা করেননি। উনি অসুস্থ; কিন্তু ধনী, খুবই ধনী, মান্যগণ্য লোক—ভগবান যেন ওঁর আরো শ্রীবৃদ্ধি করেন; তবে ইয়েভগেনিই শেষে ওঁর টাকা পাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ—তবুও আমি ভয় পাচ্ছি; কেন জানি না, কিন্তু ভয় পাচ্ছি। যেন কি একটা বিপদের আভাস হাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার ভয় হচ্ছে—!'

এরপর ঠিক তৃতীয় দিনেই এপানচিনদের সঙ্গে মিশকিনের মিটমাট হয়ে গেল।

॥ বার ॥

এখন সন্ধ্যে সাতটা, মিশকিন পার্কে যাবে বলে তৈরী হচ্ছে। হঠাৎ লিজাভেটা তার বারান্দায় এসে হাজির।

বললেন, 'ভেবোনা যেন তোমার কাছে মাফ চাইতে এসেছি। একেবারে বাজে কথা! সব দোষ তোমার।'

মিশকিন জবাব দিল '।

'বল, তোমারই দোষ কিনা?'

'যতটা আমার ততটা আপনাদের, যদিও আমাদের কেউই ইচ্ছে করে কিছু করিনি। পরশুদিন ভেবেছিলাম আমি দোষী, কিন্তু এখন বুঝেছি, তা নয়।

'তাহলে এই তোমার বক্তব্য! খুব ভাল; বসে শোন, কারণ আমি দাঁড়াতে চাই না।'

দুজনে বসল। 'দ্বিতীয়তঃ, শয়তান ছোকরাগুলো সম্বন্ধে কোন কথা নয়। আমি তোমার সঙ্গে দশ মিনিট কথা বলব; একটা খবর জানতে এসেছি (তুমি বোধ হয় অনেক কিছু ভাবছ?)। যদি ঐ উদ্ধত ছোকরাগুলোর বিষয়ে একটা কথাও বল, তাহলে উঠে চলে যাব, আর কোন সম্পর্ক থাকবে না।'

মিশকিন বলল, 'খুব ভাল কথা।'

'তোমায় প্রশ্ন করছি তুমি দু-আড়াই মাস আগে ইস্টার নাগাদ, আগলেয়াকে একটা চিঠি দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, লিখেছিলাম।'

'কেন? চিঠিতে কি ছিল? আমায় চিঠিটা দেখাও।'

লিজাভেটার চোখ জ্বলে উঠল; তিনি অধৈর্যে প্রায় কাঁপছেন।

মিশকিন বিস্ময়ে, ক্ষোভে বলল, 'আমার কাছে চিঠিটা নেই। থাকলে

আগলেয়ার কাছে আছে।'

'এদিকে যেয়ো না। কি লিখেছিলে ?'

'আমি কোন কিছুকে ভয় করি না। না লেখার কারণ কি, বুঝতে পারছি না—'

'চুপ কর! পরে কথা বোলো। চিঠিতে কি ছিল ? লজ্জা পাচ্ছ কেন ?'

মিশকিন একটু ভাবল।

'আপনি কি ভাবছেন, জানি না। শুধু বুঝতে পারছি, চিঠির ব্যাপারটা আপনার ভাল লাগছে না। এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে এ প্রশ্নের উত্তর আমি নাও দিতে পারি; কিন্তু চিঠির বিষয়ে আমার কোন দ্বিধা নেই এবং ওটা লেখার জন্য আমি দুঃখিত নই; আর আমি যে এই কারণে একটুও লজ্জিত নই' মিশকিন দ্বিগুণ লাল হয়ে উঠল লজ্জায়—'সেটা দেখাবার জন্য চিঠির বক্তব্য আপনাকে শোনাব; কারণ আমার ধারণা, ওটা আমার মুখস্থ আছে।'

এই বলে মিশকিন চিঠিটার প্রায় প্রতিটি অক্ষর মুখস্থ বলে গেল।

লিজাভেটা খুব মন দিয়ে শুনে কড়াসুরে বললেন 'যত সব আজেবাজে কথা! এ সব বাজে কথার মানে কি ?'

'আমি নিজেও সব বলতে পারব না। জানি যে, আমি আন্তরিকভাবে লিখেছিলাম। তখন আমার ছিল তীব্র জীবনীশক্তি ও অদম্য আশা।'

'কি আশা ?'

'বোঝানো কঠিন, কিন্তু বোধ হয় আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। আশা—এক কথায় ভবিষ্যতের জন্য এই আশা ও আনন্দ যে, এখানে আমি হয়ত অচেনা নই, বিদেশী নই। হঠাৎ নিজের দেশকে খুব ভাল লেগেছিল। এক ঝকঝকে সকালে কলম নিয়ে ওকে চিঠি লিখলাম; ওকে কেন লিখলাম, জানি না। জানেন তো, মাঝে মাঝে মানুষ পাশে কোন বন্ধুকে চায়; মনে হয়, আমি কোন বন্ধুকে খুঁজছিলাম—' মিশকিন একটু চুপ করে থেকে কথাটা বলল।

'তুমি কি প্রেমে পড়েছ ?'

'ন্‌-না। আমি—ওকে বোনের মত ভেবে লিখেছিলাম; সত্যই নীচে ভাই লিখেছিলাম।'

'হুম! ইচ্ছাকৃত; বুঝেছি।'

'এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে খুব অপ্রীতিকর।'

'জানি অপ্রীতিকর, কিন্তু তাতে আমায় কিছু যায় আসে না। শোন, যেন ঈশ্বরের সামনে বলছ, এই ভাবে সত্যি কথা বল। তুমি কি আমায় মিথ্যে বলছ ?'

'বলছি না।'

'তুমি প্রেমে পড়নি, এ কথা কি সত্য ?

'আমার মনে হয়, সত্য।'

'মনে হয়! ঐ ছোকরা কি চিঠিটা দিয়েছিল ?'

'আমি নিকোলাইকে বলেছিলাম—'

'ছোকরা! ছোকরা!' লিজাভেটা প্রবল বাধা দিল। 'আমি কোন নিকোলায়ের কথা জানি না! ছোকরা!'

'নিকোলাই—'

'বলছি, ছোকরাটা !'

'না, ছোকরা নয়, নিকোলাই আর্দালিয়োনোভিচ।' মিশকিন মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল।

'ওঃ, খুব ভাল! এটা আমার মনে থাকবে।' এক মুহূর্তে উনি আবেগ সংযত করে শান্ত হলেন।

'অসহায় বীর'-এর অর্থ কি ?'

'আদৌ জানি না ; তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কোন ঠাট্টা হবে।'

'এসব শুনে খুব ভাল লাগল। আগলেয়ার কি তোমায় ভাল লাগতে পারে ? সে বলেছে, তুমি ছিটগ্রস্ত, নির্বোধ।'

মিশকিন প্রায় ফিসফিসিয়ে ধমকে উঠল, 'সেটা আমাকে বলার দরকার নেই।'

'রাগ কোরো না। মেয়েটা জেদী, পাগল, উচ্ছন্নে যাওয়া ; তার যদি কাউকে ভাল লাগে, তাহলে প্রকাশ্যে মুখের ওপরে গালাগালি করবে ; আমিও ঠিক এরকম ছিলাম। তবে গর্বিত হয়ো না যেন ; সে তোমার নয়। সে আমি বিশ্বাস করব না, তা কখনো হবেও না!' তুমি যাতে এখন প্রস্তুত হতে পারো, তাই বলছি। শোন, ঠিক করে বল, তুমি ঐ মেয়েটাকে বিয়ে করনি ?'

'আপনি কি বলছেন ?' মিশকিন বিস্ময়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল।

'কিন্তু ওকে প্রায় বিয়ে করতে যাওনি ?'

'প্রায় করছিলাম।' ফিসফিসিয়ে কথাটা বলে মিশকিন মাথা নীচু করল।

'তাহলে কি ওকে ভালবাস ? এখানে কি ওর জন্যে এসেছ ?'

মিশকিন বলল, 'আমি বিয়ে করতে আসিনি।'

'পৃথিবীতে কোন বস্তুকে পবিত্র মনে কর ?'

'হ্যাঁ।'

'শপথ কর যে, ওকে বিয়ে করতে আসনি।'

'যা বলবেন তার নামে শপথ করব !'

'তোমায় আমি বিশ্বাস করি। আমায় আদর কর। যাক, শেষে সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারছি ; তবে তোমায় বলে দিই, আগলেয়া তোমায় ভালবাসে না, সে বিষয়ে সাবধান থেকো, আর আমি বেঁচে থাকতে সে তোমায় বিয়ে করবে না। শুনেছ ?'

"শুনেছি।' মিশকিন লজ্জায় লিজাভেটা'র দিকে তাকাতে পারল না।

'কথাটা মনে রেখো। আমি তোমায় ভরসা করি (তুমি তার যোগ্য নও!)। রাতে চোখের জলে বালিশ ভেজাচ্ছি তোমার জন্য নয় বাছা। সঙ্কোচ কোরো না। আমার নিজের দুঃখ রয়েছে—সেটা একেবারে অন্য ব্যাপার, চিরকাল একই রকম চলেছে। সেই জন্য এত অসহিষ্ণুতা নিয়ে তোমায় খুঁজছি। এখনো আমার বিশ্বাস যে, ঈশ্বর তোমাকে আমার কাছে বন্ধু এবং ভাই হিসেবে পাঠিয়েছেন। বৃদ্ধা রাজকুমারী বিয়েলোকোনস্কি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, উনিও চলে গেছেন ; তাছাড়া বয়স হওয়াতে উনি ভেড়ার মত নির্বোধ হয়ে গেছেন। এখন আমায় সোজা জবাব দাও ; হ্যাঁ, না না। গতকাল সে কেন গাড়ী থেকে চেঁচিয়েছিল, জান ?'

'বিশ্বাস করুন, এর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি কিছুই জানি না!'

'ব্যস ; আমি তোমায় বিশ্বাস করি। ও বিষয়ে আমার অন্য ধারণা। তবে

গতকাল সকালে আমি ইয়েভগেনিকে সব দোষ দিয়েছি—পরশু সারাদিন এবং গতকাল সকালে। এখন এদের কথা না মেনে পারছি না। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কোন কারণে, কোন উদ্দেশ্যে ওকে বোকা বানানো হয়েছে। যাই হোক, সেটা সন্দেহজনক। দৃষ্টিকটুও বটে। কিন্তু তোমায় বলতে পারি, আগলেয়া ওকে বিয়ে করবে না। ও ভাল লোক হতে পারে, তবুও এইরকমই ঘটবে। আগে দ্বিধা করছিলাম, কিন্তু এখন মন স্থির করেছি। "তুমি আমায় কফিনে শুইয়ে কবর দিয়ে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে পার।" এই কথা আজ সোজা আইভানকে বলেছি। দেখছ, তোমায় ভরসা করি। দেখেছ?'

'দেখেছি এবং বুঝেছি।'

লিজাভেটা তীব্র দৃষ্টিতে মিশকিনের দিকে তাকালেন। ইয়েভগেনির এই খবরটায় ওর প্রতিক্রিয়া কি হয়েছে, তাই বোধ হয় উনি বুঝতে চাইছেন।

'গ্যাভ্রিলের বিষয়ে কিছু জান না?'

'মানে অনেক কিছু জানি।'

'ও আগলেয়াকে চিঠি লিখত, সেটা জান, না জান না?'

মিশকিন বিস্মিত, চমকিত হয়ে বলল, 'একটুও জানতাম না। সে কি! আপনি বলছেন, গ্যাভ্রিল আগলেয়াকে চিঠি লিখত? অসম্ভব।'

'খুব সম্প্রতি। ওর বোন সারা শীতকাল ধরে এখানে বসে ওর জন্য জমি তৈরী করছে। মেয়েটা খুব চেষ্টা করছে।'

মিশকিন একটু চিন্তা ও দ্বিধার পরে দৃঢ় গলায় বলল, 'বিশ্বাস করি না। সেরকম হলে আমি নিশ্চয়ই জানতে পারতাম।'

'ও বোধ হয় নিজে এসে তোমায় জড়িয়ে ধরে কেঁদে সব স্বীকার করত। তুমি বোকা, তুমি বোকা। প্রত্যেকেই তোমায় ঠকায় ওকে বিশ্বাস করতে তোমার লজ্জা হয় না? ও যে সর্বত্র তোমায় ঠকাচ্ছে, সেটা তোমায় বুঝতে হবে।'

মিশকিন নীচু গলায় অনিচ্ছুক সুরে বলল, 'ও যে মাঝে মাঝে আমায় ঠকায় সেটা আমি জানি আর আমি যে এটা জানি, সেটা ও জানে ' সে থেমে গেল।

'জেনেও ওকে বিশ্বাস করছ? এই শেষ উপায়। অবশ্য এটা তোমারই উপযুক্ত, এতে আমার অবাক হওয়ার কোন কারণ নেই। হায় ভগবান! এ রকমও মানুষ হয়। হুঁ। তুমি কি জান এই গানিয়া বা ভারিয়া ওকে দিয়ে নাস্তাসিয়াকে চিঠি লিখিয়েছে?

'কাকে দিয়ে?'

'আগলেয়াকে।'

'বিশ্বাস করি না। অসম্ভব। কি উদ্দেশ্যে? মিশকিন চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল।

'আমিও বিশ্বাস করি না, যদিও তার প্রমাণ আছে। আগলেয়া জেদী, খামখেয়ালী, পাগল। ও দুষ্টু, দুষ্টু মেয়ে। চিরকাল একথা আমি বলে যাব যে—ও শয়তান। এখন ওরা সকলেই ঐরকম, এমন কি শান্ত আলেকজান্দ্রাও; কিন্তু ও সকলকে ছাড়িয়ে যায়। তবুও আমি বিশ্বাস করি না।' তারপর স্বগতোক্তির মত বললেন, 'হয়ত বিশ্বাস করতে চাই না।' আবার অসহিষ্ণু হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'গত তিনদিন তুমি আসনি কেন?'

মিশকিন কারণ বলতে যেতেই তিনি আবার বাধা দিলেন।

'ওরা সবাই তোমায় বোকা ভেবে ঠকায়! গতকাল তুমি শহরে গিয়েছিলে; আমি বাজী রেখে বলতে পারি, তুমি হাঁটু গেড়ে ঐ শয়তানটাকে দশ হাজার রুবল নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছ!'

'মোটেই না; এ কথা ভাবিইনি। ওর সঙ্গে দেখা করিনি, তা'ছাড়া ও শয়তান নয়। ওর একটা চিঠি পেয়েছি।'

'আমায় চিঠিটা দেখাও!'

মিশকিন পোর্টফোলিও থেকে একটা চিঠি বার করে লিজাভেটাকে দিল। চিঠিটা এইরকম:

প্রিয় মহাশয়,

অন্য লোকের দৃষ্টি অনুযায়ী কোন গর্ব করার আমার এতটুকুও অধিকার নেই। লোকের মতে, সে তুলনায় আমি খুবই তুচ্ছ। কিন্তু সেটা অন্য লোকের মত, আপনার নয়। আমি ভালভাবে বুঝেছি যে, আপনি সম্ভবতঃ অন্যান্য লোকদের চেয়ে ভাল। দোক্তোরেঙ্কোর কথা আমি মানি না, আমার ধারণা অন্যরকম। আমি আপনার কাছে কখনো এক কপর্দকও নেব না, কিন্তু আপনি আমার মাকে সাহায্য করেছেন। সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ থাকতে বাধ্য, যদিও সেটা আমার দুর্বলতা। যাই হোক, আপনাকে আমি অন্যভাবে দেখি এবং সে কথা আপনাকে জানানো উচিত মনে করি। অতঃপর মনে হয় আমাদের মধ্যে আর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। আন্তিপ বুর্দোভস্কি

পুঃ হারানো দুশো রুবল যথাসময়ে ঠিকমত আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

লিজাভেটা চিঠিটা ছুঁড়ে দিয়ে মন্তব্য করলেন, 'যতসব বাজে কথা! পড়ার যোগ্য নয়। তুমি হাসছ কেন?'

'কিন্তু স্বীকার করুন যে এটা পড়ে খুশীও হয়েছেন।'

'কি! অবান্তর কথা, দম্ভে ভরা! বুঝতে পারছ না ওরা গর্বে উন্মাদ!'

'হ্যাঁ, কিন্তু ও ভুল স্বীকার করেছে, দোক্তোরেঙ্কোর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে, যতই ও গর্ব করবে, ততই তো ওর ক্ষতি হবে। ওঃ আপনি কী সরল!'

'তুমি কি চাও, শেষে তোমায় চড় মারি?'

'না, মোটেই না। কিন্তু চিঠিটা পড়ে আপনি খুশী হয়েছেন এবং সেটা গোপন করছেন। এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন? সব সময়েই আপনি এইরকম।'

লিজাভেটা ক্রোধে বিবর্ণমুখে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'কখনো আমার সঙ্গে দেখা করতে যেও না। আর যেন তোমার মুখ না দেখি!'

'তিনদিনের মধ্যেই স্বেচ্ছায় এসে আমায় যেতে বলবেন...কি, লজ্জা পাননি? এইতো আপনার শ্রেষ্ঠ অনুভূতি; তারজন্য লজ্জা পাচ্ছেন কেন? নিজেকে শুধু কষ্ট দিচ্ছেন।'

'মরে গেলেও তোমায় কখনো যেতে বলব না! তোমার নাম ভুলে যাব। এখনি ভুলে গেছি!'

তিনি দৌড়ে চলে গেলেন।

মিশকিন চেঁচিয়ে বলল, 'আপনি না বললেও, আগেই আমায় আসতে বারণ করা হয়েছে!'

'কি—ই ? কে বারণ করেছে।' তিনি এমন চমকে ফিরে দাঁড়ালেন, যেন গায়ে কে ছুঁচ ফুটিয়েছে। মিশকিন উত্তর দিতে দ্বিধা করতে লাগল ; সে বুঝল যে, একটা বড ভুল করেছে।

লিজাভেটা প্রচণ্ড চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কে বারণ করেছে ?'

'আগলেয়া বারণ করেছে—'

'কখন ? জবাব দাও !!!'

'ও আজ সকালে বলে পাঠিয়েছে যে, কখনো যেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে না যাই।'

লিজাভেটা বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু তিনি ভাবতে লাগলেন।

'ও কি পাঠিয়েছে ? কাকে পাঠিয়েছে ? ছোকরাটাকে ? মুখে খবর পাঠিয়েছে ?'

মিশকিন বলল, 'একটা চিঠি পেয়েছি।'

'কই ? দাও। এক্ষুনি।'

মিশকিন একমিনিট ভেবে নিয়ে ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একটা মোচড়ানো চিরকুট বার করল, তাতে লেখা :

প্রিন্স লেভ নিকোলায়েভিচ ! যা ঘটেছে, তারপর যদি আমাদের বাড়ীতে এসে আমায় অবাক করতে চান, তাহলে বলে দিই, যারা আপনাকে দেখে খুশী হবে, তাদের মধ্যে আমায় দেখতে পাবেন না। আগলেয়া এপানচিন

লিজাভেটা একমিনিট ভেবে ছুটে গিয়ে হাত ধরে মিশকিনকে টেনে আনলেন।

'চলে এস। এক্ষুনি। এই মুহূর্তে।' তিনি প্রবল উত্তেজনা ও অসহিষ্ণুতায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

'কিন্তু আপনি আমাকে—'

'কি ? তুমি সরল, শিশু। পুরুষের মত নও। বেশ, এবার আমি নিজের চোখে দেখব।'

'কিন্তু আমাকে অন্তত আমার টুপিটা নিতে দিন '

'এই যে তোমার জঘন্য টুপিটা। চলে এস। জামাকাপড়ও ভাল পরতে পারে না। ··ও লিখেছে যে · হুম্।' লিজাভেটা মিশকিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বিড়বিড় করে বলছেন, 'যা ঘটেছে · উত্তেজনায়,' একবারো হাত ছাড়ছেন না। 'এখনি তোমায় সমর্থন করেছি—বলেছি তোমার না আসাটা বোকামি। তা না হলে ও এরকম একটা অর্থহীন চিঠি লিখত না। অন্যায় চিঠি। একটা সুশিক্ষিত, চালাক মেয়ের পক্ষে অন্যায় চিঠি! হুম্।' উনি বলতে লাগলেন, 'কিম্বা · হয়ত ··হয়ত তুমি না যাওয়ায় ও বিরক্ত হয়েছে ; কিন্তু ও বোঝেনি যে, একটা বোকা লোককে ওভাবে লিখলে চলবে না, কারণ ও সেটা আক্ষরিক অর্থে ধরবে, যা মিশকিন ধরেছে।' হঠাৎ অনেক কথা বলেছেন বুঝতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তুমি শুনছ কেন ? ও ব্যঙ্গ করার জন্য তোমার মত কাউকে চায়। এরকম লোক ও অনেকদিন দেখেনি, তাই তোমায় না যেতে বলেছে। আমি খুশী, খুব খুশী যে ও এখন তোমায় নিয়ে মজা করবে ; এটাই তোমার প্রাপ্য। কি করে তা করতে হয়, ও জানে। ও জানে! · '

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

নির্বোধ

তৃতীয় খণ্ড

আমরা সর্বদা অভিযোগ শুনছি যে, রাশিয়ায় কোন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন লোক নেই; প্রচুর রাজনীতিক, প্রচুর সেনানায়ক, প্রচুর ব্যবসায়ী যে কোন মুহূর্তে পাওয়া যায়, কিন্তু বাস্তব কোন লোক নেই—অন্তত, প্রত্যেকে এ বিষয়ে অভাবের অভিযোগ করছে। এমন কি, আমরা শুনছি, কয়েকটি রেলপথে যোগ্য কর্মচারীও নেই; একটা জাহাজ কোম্পানীর ভদ্রভাবে তদারকী করাও সম্ভব হচ্ছে না। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন যে, নতুন চালু রেললাইনে ট্রেনের চাপে দুর্ঘটনা ঘটছে বা ব্রিজ ভেঙে পড়ছে। অথবা শুনছেন যে, বরফে ট্রেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; মাত্র কয়েক ঘণ্টা ভ্রমণ বাকী থাকতে পাঁচদিন ধরে ট্রেন বরফে জমে থাকছে। শোনা যাচ্ছে, শত শত টন মাল পাঠাবার আগে একটানা দু-তিন মাস পড়ে পচছে। আমি শুনেছি (যদিও কথাটা প্রায় অবিশ্বাস্য) যে, একজন ব্যবসায়ীর কেরানী মাল পাঠানোর বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ায় সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে কানমলা খেয়েছে। তাঁর মতে এত বেশী কর্মদক্ষতা কেরানীর ধৈর্যের অভাব সূচিত করে। এত বেশী সরকারী অফিস রয়েছে যে, ভাবতে গেলে মাথা গুলিয়ে যায়। প্রত্যেকে চাকরী করছে, চাকরি পেয়েছে বা পেতে চায়—সুতরাং লোকে অবাক হয়ে যাচ্ছে যে এত লোক থাকতে কেন ট্রেন বা জাহাজ চালানোর ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না।

এ প্রশ্নের প্রায়শঃ খুব সহজ উত্তর পাওয়া যায়—এত সহজ যে, বস্তুতঃ তা বিশ্বাস্য মনে হয় না। আমরা শুনেছি, সত্যিই রাশিয়ায় প্রত্যেকে সরকারী চাকরি করছে এবং এই ব্যবস্থা অতি পরিচিত জার্মান ধাঁচে দুশো বছর ধরে ঠাকুর্দা থেকে নাতি পর্যন্ত চলে আসছে—কিন্তু অফিসাররা একেবারে বাস্তববুদ্ধিহীন আর অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, এমন কি অফিসার মহলেও সম্পূর্ণ তাত্ত্বিকতা ও বাস্তববুদ্ধির অভাবকে একরকম সর্বোচ্চ গুণ বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু অফিসারদের কথা আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই, আমরা বাস্তব লোকদের কথা বলতে বসেছি। নিঃসন্দেহে উদ্যমের সম্পূর্ণ অভাবকে চিরকাল বাস্তবতার প্রধান চিহ্ন মনে করা হয়েছে, এখনো করা হয়। কিন্তু নিজেদের শুধু দোষ দিচ্ছি কেন, যদি এই মতটাকেই দোষাবহ মনে হয়? বরাবর সারা পৃথিবীতে নিজস্বতার অভাবকে উদ্যমী, কেজো, বাস্তব মানুষের প্রধান লক্ষণ বলে মনে করা হয়েছে, অর্থাৎ শতকরা নিরানব্বই ভাগ লোক—এটাও কম বললাম—সর্বদা এই মত পোষণ করে এসেছে এবং বড়জোর মাত্র একভাগের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যরকম।

আবিষ্কারক ও প্রতিভাবানদের জীবনের প্রথমে বরাবর মূর্খ বলেই মনে করা হয়েছে, জীবনের শেষেও অনেক সময়ে তাই; এই হল অতি বস্তাপচা দৃষ্টিভঙ্গী, যা সকলের পরিচিত। ধরুন, বহু বছর ধরে সকলে একটা ব্যাঙ্কে টাকা রাখছে, শতকরা চার টাকা হার সুদে। এখানে লক্ষ লক্ষ টাকা রাখা হল, তারপর ব্যাঙ্কটা উঠে গেল, লোকে নিরুপায় হয়ে পড়ল, তখন ঐ টাকার বেশীটাই

নির্ঘাত আজেবাজে ফাটকাবাজীতে বা জোচ্চোরের হাতে নষ্ট হবে—নিয়মনীতি অনুযায়ী এরকম হবার কথা। হ্যাঁ, নিয়ম, যদি নিজস্বতার অভাবকে পৃথিবীময় বাস্তবলোক ও ভদ্রলোকের অতি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়, তাহলে আকস্মিক পরিবর্তন অত্যন্ত অভদ্র, অশোভন হয়ে দাঁড়াবে। ছেলে বা মেয়ে বাঁধাপথ থেকে একচুল সরলে কোন্ স্নেহময়ী মা না দুঃখিত, আতঙ্কিত হবেন। শিশুকে দোল দিতে দিতে প্রত্যেক মা ভাবেন, 'না, ওর নিজস্বতা না থাকুক, ও বরং সুখী হোক, আরামে থাকুক।' আমাদের ধাত্রীরা চিরকাল শিশুকে দোলাতে দোলাতে গান গেয়েছে: 'ও সোনার জামা পরবে, সেনাপতির বর্ম পরবে।' এইভাবে, তারাও সেনানায়কের পদকে রুশ সুখের চূড়ান্ত বলে মনে করেছে, তাই এই পদ শান্তিপূর্ণ সন্তোষপূর্ণ আনন্দের জনপ্রিয়তম জাতীয় আদর্শ হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ, সাধারণভাবে পরীক্ষা পাশ করে, পঁয়ত্রিশ বছর চাকরি করে শেষে কে না জেনারেল হয়ে মোটা টাকা ব্যাঙ্কে রাখতে পারে? সুতরাং এতটুকু চেষ্টা ছাড়াই একজন রুশ বা বাস্তবমুখী কাজের লোক হয়ে ওঠে। আমাদের মধ্যে শুধু সে-ই জেনারেলের পদে পৌঁছতে পারে না, যার নিজস্বতা আছে—অর্থাৎ, যে সন্তুষ্ট নয়। হয়ত এতে কোন ভুল আছে, কিন্তু সাধারণভাবে কথাটা সত্য এবং বাস্তব, মানুষের সংজ্ঞাদানের ক্ষেত্রে আমাদের সমাজ সম্পূর্ণ সঠিক।

তবে এর অনেক কথা অবান্তর, আমি শুধু আমাদের বন্ধু এপানচিনদের বিষয়ে দু চার কথা বলতে চেয়েছিলাম। ঐ পরিবার কিংবা পরিবারের বেশী চিন্তাশীল সদস্যদের সকলের একটা সাধারণ পারিবারিক বৈশিষ্ট্য আছে—যে সব গুণের কথা আমরা ওপরে আলোচনা করলাম, ঠিক তার বিপরীত। ওরা নিজেরা এটা ঠিকভাবে না বুঝলেও (কারণ এটা বোঝা কঠিন) তবু ওদের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছে যে ওদের পরিবারের সবকিছু অন্য পরিবারের একেবারে উল্টে। অন্যান্য পরিবারে সবকিছু স্বচ্ছন্দভাবে চলে—তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু ওঠাপড়া, অন্যান্য লোকরা যেন একটা নিয়ম মেনে চলে—আর ওরা যেন সর্বদা অদ্ভুত কিছু করছে। অন্যরা সর্বদা শান্ত, কিন্তু ওরা তা নয়। বস্তুতঃ লিজাভেটার ভয় পাওয়ার কথা; কিন্তু ওরা নিয়মমাফিক শান্তির জন্য আগ্রহী নয়। হয়ত লিজাভেটাই শুধু এ নিয়ে চিন্তিত, মেয়েরা চিন্তাশীল হলেও বা পরিহাস করলেও খুব ছেলেমানুষ। জেনারেল চিন্তা করলেও (অবশ্য চেষ্টা করে) গোলমেলে পরিস্থিতিতে 'হুম্' এর বেশী কখনো কিছু বলেন না এবং স্ত্রীর ওপরে ভরসা করে থাকেন। সুতরাং দায়িত্ব স্ত্রীর। এ পরিবারের যে বিশেষ কোন উদ্যম আছে বা অসাধারণ কোন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তারা সচেতন, তা নয়; তাহলে প্রথা একেবারে ভেঙে যেত, না, না। সেরকম কিছু নয়—অর্থাৎ, এখানে কোন সচেতন উদ্দেশ্য নেই—তবু, এপানচিন পরিবার অত্যন্ত সম্মানিত হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য সম্মানিত পরিবারের মত পুরোপুরি নয়। সম্প্রতি লিজাভেটা এইসব ঘটনা, যাতে ওঁর কষ্ট বেড়েছে, তার জন্য নিজেকেই গোপনে দোষ দিতে শুরু করেছেন। তিনি অনবরত নিজেকে তিরস্কার করছেন যে, তিনি 'বোকা, খামখেয়ালী বুড়ি, কি করে চলতে হয় জানেন না।' কাল্পনিক বিপদের চিন্তার তিনি চিন্তিত, অনবরত উদ্বিগ্ন। অতি সাধারণ অবস্থায় কিভাবে কাজ করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না, সর্বদা প্রতিটি দুর্ভাগ্যকে বড় করে দেখছেন।

গল্পের শুরুতে আমরা বলেছি যে, এপানচিন পরিবার সকলের আন্তরিক প্রশংসা পেয়ে থাকে। এমন কি জেনারেল এপানচিনের বংশপরিচয় অস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে সকলে সম্মান করে। বস্তুতঃ তিনি সম্মান পাওয়ার যোগ্য—প্রথমতঃ ধনী ও পদস্থব্যক্তি বলে এবং দ্বিতীয়তঃ অত্যন্ত ভদ্রলোক বলে; অবশ্য উনি আদৌ দারুণ শিক্ষিত কিছু নন। কিন্তু মনের একটা ভোঁতাভাব যেন একটা দরকারী গুণ, অন্তত বিখ্যাত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে না হোক, যারা সত্যিই অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত তাদের ক্ষেত্রে। সবশেষে, জেনারেল এপানচিনের ব্যবহার ভাল, বিনীত, চুপ করে থাকতে জানেন, অথচ নিজেকে অবহেলিত হতে দেন না, সেটা শুধু জেনারেল বলে নয়, উনি সৎ ও সম্ভ্রান্ত বলেও বটে। আমরা আগেই বলেছি, ওঁর স্ত্রী ভাল পরিবারের মেয়ে, অবশ্য আমাদের কাছে সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয়, যদি না তার সঙ্গে শক্তিশালী বন্ধুরা থাকে। তবে ওঁর এরকম বন্ধুগোষ্ঠী রয়েছে, এমন সব লোক তাঁকে সম্মান করে ও ভালবাসে, সে স্বভাবতঃই সকলে সেই উদাহরণ অনুসরণ করবে। পরিবার সম্বন্ধে ওঁর দুশ্চিন্তা যে ভিত্তিহীন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; ঐসব চিন্তার কারণ তেমন নেই এবং কারণগুলি অতিবিকৃতভাবে অতিরঞ্জিত। কিন্তু আপনার যদি কপালে বা নাকে একটা আব থাকে, তাহলে আপনার সর্বদা মনে হবে যে, ঐ আব দেখে মজা করা ছাড়া কারোর আর কোন কাজ নেই, এমনকি আপনি আমেরিকা আবিষ্কার করলেও তারা ঐ কারণে আপনাকে ঘৃণা করবে। লিজাভেটাকে নিশ্চয়ই সবাই ভাবে 'ছিটগ্রস্ত', তবুও তাঁর প্রশংসা পাওয়ার বিষয়ে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না, কিন্তু শেষে উনি ঐ প্রশংসায় বিশ্বাস হারালেন, এটাই সব গোলযোগের মূল, মেয়েদের দিকে তাকিয়ে ওঁর সন্দেহ হল যে, উনি ওদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিচ্ছেন, উনি অপদার্থ, ক্ষমার অযোগ্য। কি করে চলতে হয় জানেন না, সেজন্য অবশ্য উনি সবদা মেয়েদের আর স্বামীকে দায়ী করছেন সারাদিন তাদের সঙ্গে ঝগড়া করছেন, অথচ তাদের উনি আত্মহারা, তীব্রস্নেহে ভালবাসেন।

এই সন্দেহই ওঁকে সবচেয়ে পীড়িত করছে যে, মেয়েরাও ওরই মত খামখেয়ালী হয়ে উঠছে, সমাজে অন্যান্য মেয়েরা ওরকম নয়, ওরকম হওয়া উচিতও নয়। প্রতিমুহূর্তে মনে মনে বলছেন, 'ওরা নিহিলিস্ট হয়ে উঠছে।' গত বছর, বিশেষতঃ এখন এই বিষণ্ণ ধারণা ওঁর মনে ক্রমশঃ দৃঢ় হচ্ছে। উনি নিজেকে প্রশ্ন করছেন: 'প্রথমতঃ ওরা বিয়ে করছে না কেন? মাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য—এটাই ওদের জীবনের উদ্দেশ্য, এই সবের মূলে রয়েছে ঐ সব নতুন চিন্তা ঐ জঘন্য স্ত্রী অধিকার। ছ'মাস আগে নিজের চমৎকার চুল কেটে ফেলার চিন্তা কি আগলেয়ার মাথায় ঢোকেনি? (ভগবান, আমি যখন তরুণী ছিলাম তখন আমার ওরকম চুল ছিল না।) ওর হাতে কাঁচি ছিল, আমাকে ওর কাছে হাঁটু গেড়ে অনুরোধ করতে হয়েছিল!··· এটা ও করেছিল মাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য, কোন সন্দেহ নেই, কারণ ও রাগী, জেদী, বয়ে যাওয়া মেয়ে, সবচেয়ে বেশী রাগী! কিন্তু মোটাসোটা আলেকজান্দ্রাও কি ওকে দেখে নিজের চুল কাটতে চেষ্টা করেনি? সেটা রাগে বা স্বেচ্ছায় নয়, সরল মনে, বোকার মত করতে গিয়েছিল; কারণ আগলেয়া ওকে বুঝিয়েছিল যে চুল কাটলে ও ভাল ঘুমোবে এবং মাথা ধরবে না। গত পাঁচ বছরে ওদের জন্য কত পাত্র এসেছে। তাদের মধ্যে যথার্থ সুন্দর,

প্রথম শ্রেণীর ছেলে ছিল! ওরা কেন অপেক্ষা করছে? বিয়ে করছে না কেন? শুধু মাকে রাগাবার জন্য; আর কোন কারণই নেই!'

শেষে তাঁর মাতৃহৃদয়ে যেন আলোর আভাস দেখা দিতে লাগল; অন্তত একটা মেয়ে আদেলেদার বিয়ে হবে। ঘটনাটা সম্বন্ধে যখন প্রকাশ্যে উল্লেখ করার সুযোগ হত, তখন মাদাম বলতেন, 'একটা দায় মুক্তি হল,' (অবশ্য মনে মনে উনি আরো স্নেহের সঙ্গে কথা বলতেন।) কি সুন্দরভাবে সমস্ত ঘটনাটা ঘটল! সমাজেও এটা নিয়ে সম্মানের সঙ্গে আলোচনা হয়। পাত্র একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রিন্স, ধনী, চমৎকার মানুষ, উপরন্তু এ বিবাহ ইচ্ছাকৃত। আর কি ভাল হতে পারে? কিন্তু ওঁর বরাবরই অন্য দুজন সম্বন্ধে চিন্তা আদেলেদা সম্পর্কে উদ্বেগের চেয়ে বেশী, যদিও আদেলেদার শিল্প প্রবণতা মাঝে মাঝে ওঁর স্নেহশঙ্কিত হৃদয়কে খুব পীড়িত করেছে। কিন্তু উনি নিজেকে সান্ত্বনা দেন, 'তবে ও হাসিখুশী স্বভাবের, খুব বুদ্ধিও আছে—ও মেয়ে সব সময়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে।' সবচেয়ে ভয় ওঁর আগলেয়াকে নিয়ে। বড় মেয়ে আলেকজান্দ্রা সম্বন্ধে তার মা ভয় পাবেন কি না বুঝতে পারেন না। মাঝে মাঝে ভাবেন, মেয়েটা 'একেবারে অপদার্থ। ওর বয়স হল পঁচিশ। বয়স হয়ে যাচ্ছে, অথচ যা চেহারা।' লিজাভেটা ওর কথা ভেবে রাতে চোখের জল ফেলেন, ওদিকে আলেকজান্দ্রা শান্তিতে ঘুমোয়। 'ওকে দিয়ে কি হবে? ও নিহিলিস্ট না শুধুই বোকা?' ও যে বোকা নয়, সে সম্বন্ধে লিজাভেটার কোন সন্দেহ নেই; আলেকজান্দ্রার বিচারবুদ্ধি সম্বন্ধে ওঁর খুব শ্রদ্ধা, ওর কাছে উপদেশ নিতে ভালবাসেন। কিন্তু উনি নিঃসন্দেহ যে ও 'অপদার্থ; এত শান্ত যে ওকে বোঝাই যায় না। অবশ্য অপদার্থ মুর্গীরা শান্ত নয়। ওঃ। আমার মাথা ওদের জন্য গুলিয়ে গেছে।'

লিজাভেটার আলেকজান্দ্রার জন্য এক অদ্ভুত সহানুভূতিবোধ রয়েছে—বস্তুতঃ আগলেয়ার জন্য যতটা, তার চেয়ে বেশী, যে আগলেয়াকে উনি ভালবাসেন। কিন্তু ওঁর তিক্ত মন্তব্য (যাতে ওঁর মাতৃসুলভ বিজ্ঞতা ও সহানুভূতি প্রকাশ পায়), ব্যঙ্গ, গালাগালি, যেমন 'অপদার্থ,' আলেকজান্দ্রাকে মজা দেয়। অবস্থা এমন হল যে, মাঝে মাঝে অতি সামান্য বিষয়ে মাদাম ভয়ঙ্কর রেগে একেবারে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। যেমন, আলেকজান্দ্রা বেশিক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোতে ভালবাসে এবং অনেক স্বপ্ন দেখে; কিন্তু ওর স্বপ্নগুলো সর্বদা অদ্ভুত সরলতায় ভরা; সে সব স্বপ্ন একটা সাত বছরের শিশুর দেখার কথা। ওর স্বপ্নের সরলতাই ওর মায়ের বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছে। একবার আলেকজান্দ্রা নটা মুর্গীর স্বপ্ন দেখেছিল, সেটা তার ও মায়ের নিয়মিত ঝগড়ার একটা কারণ হয়ে উঠেছিল— কেন, তা বলা কঠিন। শুধু একবারই আলেকজান্দ্রা নতুন ধরনের স্বপ্ন দেখতে পেরেছিল। সে এক সন্ন্যাসীর স্বপ্ন দেখেছিল, সন্ন্যাসী একটা অন্ধকার ঘরে একেবারে একা, সেই ঘরে যেতে তার ভয় করছিল। তখনি তার দুই পরিহাসরতা বোন গর্বের সঙ্গে স্বপ্নের কথা মাকে জানাল; কিন্তু মা আবার রেগে গিয়ে তিনজনকেই মূর্খ বললেন।

'হুম্! ও বোকা, অপদার্থের মত শান্ত; কিছুতেই ওর চেতনা না হয়; অথচ মাঝে মাঝে ওকে খুব বিষণ্ণ দেখায়! কিসের ওর দুঃখ? সেটা কি?' মাঝে মাঝে উনি স্বামীকে এই প্রশ্ন করেন এবং যথারীতি, তখনি উত্তর আশা করে ধমক দিয়ে প্রশ্নটা করেন। আইভান বলেন, 'হুম্,' ভুরু কুঁচকে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে হতাশ-

ভঙ্গীতে মন্তব্য করেন, 'ওর স্বামী দরকার।'

শেষে লিজাভেটা বোমার মত ফেটে পড়েন, 'শুধু ভগবান যেন ওকে তোমার মত স্বামী না দেন। তার চিন্তা ও বিচারশক্তি যেন তোমার মত না হয়। তোমার মত ভণ্ড···'

আইভান তখনি পালিয়ে যান এবং লিজাভেটা 'বিস্ফোরণে'-র পর শান্ত হয়ে যান। বিশেষতঃ সেই সন্ধ্যেতেই উনি স্বামীর প্রতি মনোযোগী, শান্ত, স্নেহপ্রবণ হয়ে ওঠেন—সহৃদয়, প্রিয়, শ্রদ্ধেয় আইভানের প্রতি, কারণ স্বামীকে উনি ভালবাসেন এবং সারাজীবন ভালবেসে এসেছেন—সেটা আইভানও ভালভাবে জানেন, তাই স্ত্রীর প্রতি ওঁর অসীমশ্রদ্ধা।

কিন্তু লিজাভেটার প্রধান উদ্বেগ আগলেয়াকে নিয়ে।

উনি নিজের মনে বলেন, 'ও ঠিক আমার মত, সবক্ষেত্রে আমার প্রতিচ্ছবি। জেদী, ভয়ঙ্কর, ক্ষুদে শয়তান। নিহিলিস্ট, খামখেয়ালী, পাগল, রাগী, রাগী, রাগী! হায় ভগবান, ও খুব অসুখী হবে।'

কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, এক মুহূর্তের জন্য এক ঝলক আশার আলো সবকিছু আলোকিত করে তুলেছিল। প্রায় একমাস ধরে লিজাভেটা উদ্বেগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়েছেন। আগলেয়ার বিবাহ আসন্ন হওয়ায় সমাজে সবাই আগলেয়ার কথাও বলছে; কারণ আগলেয়ার ব্যবহার এত ভাল, সংযত, বুদ্ধিপূর্ণ, চমৎকার; কিছুটা উদ্ধত, কিন্তু সেটা ওকে খুব মানিয়ে যায়! সারা মাস ধরে ও এত সুন্দর হয়েছিল! ('সত্যিই ইয়েভগেনিকে বুঝতে হলে তার সম্বন্ধে খুব সাবধান হওয়া দরকার এবং আগলেয়া ওকে অন্যদের চেয়ে বেশী প্রশ্রয় দেয় বলে মনে হয় না।') যাক, হঠাৎ আগলেয়া খুব হাসিখুশী হয়ে উঠেছে। উঃ কী সুন্দর! দিনে দিনে আরো সুন্দর হয়ে উঠছে। এই অবস্থায়···

এই অবস্থায় হতভাগা প্রিন্স, এই নির্বোধ হাজির হতেই আবার গোলযোগ দেখা দিল, বাড়ীতে সব ওলট-পালোট হয়ে গেল।

কি হল?

নিশ্চয়ই অন্য লোক হলে কিছু যেত আসত না। লিজাভেটার এটাই বৈশিষ্ট্য যে, অতি সাধারণ বস্তুতেও তিনি অতি উদ্বেগের ফলে এমন কিছু দেখেন, যাতে আতঙ্ক হওয়ার চোটে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেই ভয় এত অতিরঞ্জিত ও অবর্ণনীয় যে, তা সহ্য করা কঠিন হয়। হঠাৎ যখন অবাস্তব, ভিত্তিহীন উদ্বেগের মধ্যে এমন কিছু দেখা দিল যা সত্যিই জরুরী তখন তাঁর মনের অবস্থা হল ঠিক সেরকম—যে অবস্থায় উদ্বেগ, দ্বিধা আর সন্দেহ দেখা দেয়!

লিজাভেটা মিশকিনকে টেনে নিয়ে বাড়ী যেতে যেতে ভাবছিলেন, পরে বাড়ীতে গোল টেবিল বৈঠকে সকলের উপস্থিতিতে তাকে যখন হাজির করলেন, তখনো ভাবছিলেন যে, ঐ অপদার্থটা সম্বন্ধে জঘন্য বেনামী চিঠি আমাকে লেখার মত স্পর্ধা কি করে ওদের হল! এর এক অক্ষরও বিশ্বাস করলে আমি লজ্জায় মরে যেতাম, কিংবা আগলেয়াকে যদি ঐ চিঠি দেখাতাম। এতে আমাদের মুখে চুনকালি পড়ছে! এটা আইভানের দোষ; এ সব তোমার দোষ, আইভান। কেন আমরা ইয়েলাজিন দ্বীপে গরমটা কাটালাম না? আমি বলেছিলাম, আমাদের ওখানে যাওয়া উচিত। হয়ত ঐ ভয়ঙ্কর

ভারিয়াই চিঠিটা লিখেছে, কিংবা · সব আইভানের দোষ, সব তার দোষ। তার উপকারের জন্যই ওই মেয়েটা ওদের পূর্ব সম্পর্কের স্মৃতি হিসেবে এই কাণ্ড করেছে, যাতে আইভানকে বোকা দেখায়, ঠিক যেমন আগেও ওকে বোকা বানিয়েছে, এবং সেই মুক্তোর ঘটনায় ওকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে·· মোট কথা আমরা সবাই এতে জড়িয়ে পড়েছি ; তোমার মেয়েরা এতে জড়িয়ে পড়েছে আইভান—সেরা সমাজে বিবাহযোগ্য তরুণী মহিলা তারা ; তারা ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সব শুনেছে এবং ঐ জঘন্য ছেলেগুলোর সঙ্গে তারাও এতে জড়িয়ে পড়েছে। তারাও যে ওখানে ছিল এবং সব শুনেছে, এর জন্য নিজেকে অভিনন্দিত কর। আমি ক্ষমা করব না, করব না, করব না এই হতচ্ছাড়া প্রিন্সকে। গত তিনদিন ধরে আগলেয়া ক্ষেপে গেছে কেন ? কেন সে বোনদের সঙ্গে ঝগড়া করছে, এমন কি আলেকজান্দ্রার সঙ্গেও, যার প্রতি তার এত শ্রদ্ধা যে মায়ের মত তার হাত চুম্বন করে ? গত তিনদিন ধরে সে সকলের সঙ্গে এত অদ্ভুত ব্যবহার করছে কেন ? এর সঙ্গে গ্যাভ্রিলের কি সম্পর্ক ? কেন সে গতকাল এবং আজ গ্যাভ্রিলের প্রশংসা করে কেঁদে ফেলল ? কেন ঐ হতভাগা "অসহায় বীর"-এর কথা ঐ বেনামী চিঠিতে রয়েছে ? কেন সে প্রিন্সের চিঠি বোনদেরো দেখায়নি ? কেন কেন প্রিন্সের কাছে উন্মত্ত মার্জারের মত ছুটে গিয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। এ কাজ করবার সময়ে নিশ্চয়ই আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একটি তরুণকে আমার মেয়ের গোপন কথা বলেছি যার সঙ্গে সে জড়িত। ও যে নির্বোধ, এ একটা সৌভাগ্য আর ও আমাদের পারিবারিক বন্ধু। কিন্তু এরকম লোককে দেখে আগলেয়া মুগ্ধ হয় এও সম্ভব। ভগবান, আমি কি বকছি। ছুঃ! আমরা অন্যরকম। ওদের উচিত আমাদের সবাইকে কাঁচের বাক্সে রাখা—বিশেষতঃ মাকে—মাথাপিছু দু কোপেক করে নিয়ে লোককে দেখানো উচিত। এর জন্য তোমায় কখনো ক্ষমা করব না আইভান, কখনো না। কেন এখন আগলেয়া ওকে ঠাট্টা করে না ? সে বলেছিল ঠাট্টা করবে, এখন করছে না। ঐ যে সে প্রিন্সকে এক মনে দেখছে, সে কথা বলছে না, চলে যাচ্ছে না ওখানে দাঁড়িয়ে আছে অথচ সেই প্রিন্সকে আসতে বারণ করেছিল। ছেলেটা খুব বিবর্ণ হয়ে গেছে। ঐ বাচাল ইয়েভগেনি একাই কথা বলে। কি বকবক করে। কাউকে একটা কথা বলতে দেয় না। ঐ বিষয়ে কথা তুলতে পারলে আমি তখনি সব জেনে নিতাম '

মিশকিন সত্যই প্রায় ফ্যাকাশে হয়ে টেবলের পাশে বসল, মনে হচ্ছে তার যেন এক সঙ্গে প্রবল অস্বস্তি আর আনন্দে মন ভরে যাচ্ছে যেটা সে নিজে বুঝতে পারছে না। কোণ থেকে যে দুটো কালো চোখ তীব্রভাবে তাকে লক্ষ্য করছে, সেদিকে তাকাতে তার খুব ভয়, অথচ সে যে আবার ওদের মধ্যে এসে বসেছে, আগলেয়ার সেই চিঠি সত্ত্বেও তার পরিচিত গলা আবার শুনতে পাবে, সেজন্য আনন্দে তার বুক কাঁপছে। এখন সে কি বলবে। এখনো সে একটাও কথা বলেনি, কষ্টে মন দিয়ে ইয়েভগেনির 'বক্তৃতা' শুনছে , সে কদাচিৎ এমন খুশি আর উত্তেজিত হয়। মিশকিন তার কথা শুনছে, কিন্তু অনেকক্ষণ একটা কথাও তার বোধগম্য হয়নি। আইভান এখনো পিটার্সবার্গ থেকে ফেরেননি, তিনি ছাড়া পরিবারের সবাই রয়েছে। প্রিন্স এস. ও আছেন। ওরা সম্ভবতঃ একটু পরে গিয়ে চা খাওয়ার আগে বাজনা শুনবে। মিশকিন আসার আগে কথাবার্তা শুরু হয়েছে। একটু পরে

কোলিয়া বারান্দায় এল। মিশকিন ভাবল, 'ও তাহলে আগের মত এখানে আসছে।'

এপানচিনদের ভিলা বিলাসবহুল, সুইস ঢঙে তৈরী, ফুলে ভরা লতায় ছবির মত ঢাকা। চারদিকে একটা ছোট, সুন্দর ফুলের বাগান। সবাই মিশকিনের বাড়ীর মত বারান্দায় বসে তবে বারান্দাটা আরো বড় ও বিলাসবহুল।

মনে হল আলোচনাটা কয়েকজনের রুচি সম্বন্ধে। উত্তপ্ত তর্কের ফলে কথাটা উঠেছে, বিষয় পরিবর্তন হলে সবাই খুশী হত। কিন্তু ইয়েভগেনি যেন আরো একগুঁয়ের মত ঐ বিষয়ে কথা বলছে, তাতে কে কি ভাবছে তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। মিশকিন আসায় সে যেন আরো আগ্রহী হয়ে উঠল। লিজাভেটা না বুঝলেও ভুরু কুঁচকোলেন। আগলেয়া এক পাশে, প্রায় এক কোণে বসে একগুঁয়ের মত চুপ করে কথা শুনছে।

ইয়েভগেনি উত্তেজিতভাবে বলল, 'আমি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কিছু বলছি না। স্বাধীনতা পাপ নয় সেটা সমগ্রের একটি প্রয়োজনীয় অংশ, যা না থাকলে সেই সমগ্র চূর্ণ বা ধ্বংস হয়ে যেত; অতি ন্যায্য রক্ষণশীলতা থাকার যতটা অধিকার, স্বাধীনতার অধিকারও ততটা। কিন্তু আমি রুশ স্বাধীনতাকে আক্রমণ করছি; আবার বলছি, একে আক্রমণ করার কারণ হল, রুশ স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন নয়, সে অরুশ। আমাকে একজন রুশ স্বাধীন দেখান, সকলের সামনে তাকে চুম্বন করব।'

আলেকজান্দ্রা অত্যধিক উত্তেজিত হয়েছে, তার দুই গাল লাল হয়ে উঠেছে। সে বলল, 'মানে, সে যদি আমাকে চুম্বন করতে চায়।'

লিজাভেটা ভাবলেন, 'ও শুধু ঘুমোয় আর খায়। ওর কোন উদ্যম দেখা যায় না। তারপর হঠাৎ বছরে একদিন জেগে উঠে এমন ভাবে কথা বলতে থাকে যে লোকে হাঁ হয়ে যায়।'

মিশকিন মুহূর্তের জন্য লক্ষ্য করল যে ইয়েভগেনির অতি হাল্কা ভঙ্গীর কথাবার্তা আলেকজান্দ্রার বিশেষ অ-পছন্দ; ইয়েভগেনি একটা গভীর বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে যেন উত্তেজিত, আবার তা নিয়ে যেন ঠাট্টাও করছে।

ইয়েভগেনি বলে চলেছে, 'আমি এক্ষুনি আপনি আসার আগে বলছিলাম যে, স্বাধীনপন্থীরা এতদিন পর্যন্ত সমাজের দুটো শ্রেণী থেকে এসেছে—পুরনো ভূস্বামীদের শ্রেণী থেকে, যা এখন অতীতের বস্তু আর এসেছে কেরাণী পরিবার থেকে। ঐ দুটো শ্রেণী নিয়মিত দুটো জাতের মত হয়ে উঠেছে, জাতির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ক্রমশঃ তা বেড়ে চলেছে; কাজেই ওরা যা করেছে এবং করছে, সব বিজাতীয়।'

প্রিন্স এস. প্রতিবাদ করলেন, 'কি? যা কিছু করা হয়েছে সব অরুশ?'

'বিজাতীয়; রুশ হলেও জাতীয় নয়। আমাদের উদারপন্থীরা রুশ নয়, ওদের যে কেউ···জমিদার বা ধর্মতত্ত্বের ছাত্ররা আজ বা কাল যা-ই করুক তার কিছুই জাতি গ্রহণ করবে না—'

'ওটা বাড়াবাড়ি! এরকম পরস্পরবিরোধী কথা কি করে বলছেন—মানে, যদি সত্যিই বলে থাকেন। রুশ জমিদার সম্বন্ধে এরকম প্রলাপের বিরুদ্ধে আমায় প্রতিবাদ করতে হবে; আপনি নিজেই একজন রুশ জমিদার।' প্রিন্স এস. উত্তেজিতভাবে প্রতিবাদ করলেন।

'আপনি যে অর্থে ভাবছেন, আমি সেভাবে রুশ জমিদারদের কথা বলিনি।

এটা অত্যন্ত সম্মানিত শ্রেণী, কারণ আমি এই শ্রেণীর লোক ; বিশেষতঃ এখন এটা আর একটা সম্প্রদায় নয় বলে—'

আলেকজান্দ্রা বাধা দিল, 'আপনি কি বলতে চান, সাহিত্যে জাতীয় কিছু নেই ?'

'আমি সাহিত্য বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু আমার মতে রুশ সাহিত্যও আদৌ সাহিত্য নয়, যদি লোমোনোসেভ, পুশকিন এবং গোগোল জাতীয় না হন।'

আদেলেদা হেসে বলল, 'আরম্ভ হিসেবে এটা খারাপ নয় ; তাছাড়া ওঁদের একজন কৃষক, আর দুজন জমিদার।'

'ঠিক তাই, কিন্তু গর্ব করবেন না। যেহেতু সব রুশ লেখকের মধ্যে এই তিনজনই শুধু নিজস্ব কিছু বলেছেন, ধার করা কথা বলেননি, সেইজন্য ওঁরা জাতীয় ব্যক্তি। যে কোন রুশ, যে নিজস্ব কিছু বলে, লেখে বা করে—যাতে নিজস্বতা আছে, যা ধার করা নয়—সে অবশ্যই জাতীয়, যদি সে রুশ ভালো করে বলতে না পারে, তবুও। এটা আমি স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করি। কিন্তু প্রথমে আমরা সাহিত্যের কথা বলছিলাম না, শুরুতে সমাজতান্ত্রিকদের কথা বলছিলাম। আমি বলছি, আমাদের একজনও রুশ সমাজতান্ত্রিক নেই। নেই, কখনো ছিল না, কারণ আমাদের সব সমাজতান্ত্রিকরা জমিদার বা ধর্মতত্ত্বের ছাত্র। আমাদের সব কুখ্যাত, পরিচিত সমাজতান্ত্রিক, স্বদেশে ও বিদেশে, আসলে দাসযুগের জমিদার শ্রেণীর উদারপন্থী ছাড়া আর কিছু নয়। হাসছেন কেন? তাদের বই, তত্ত্ব, স্মৃতিকথা আমায় দেখান ; আমি সাহিত্য সমালোচক না হলেও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সমালোচনা লিখতে পারি, যাতে আমি দিনের আলোর মত দেখিয়ে দেব যে, ওদের বই, পুস্তিকা আর স্মৃতিকথার প্রতিটি পাতা প্রাচীন রুশ জমিদারদের লেখা। ওদের রাগ, বিরক্তি, বুদ্ধি সব ঐ শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য ; ফামুসোভের আগের যুগেও তাই ছিল। ওদের আনন্দ, কান্না হয়ত খাঁটি, কিন্তু তা জমিদারদের কান্না—জমিদার বা ধর্মতত্ত্বের ছাত্রদের ·আপনি আবার হাসছেন—প্রিন্স, আপনিও হাসছেন? তাহলে আপনারা এটা জানেন না ?'

সত্যিই ওরা হাসছিল, মিশকিনও মৃদু হাসল।

মিশকিন হঠাৎ হাসি থামিয়ে ধরা পড়ে যাওয়া স্কুলের ছেলের মত ভাব নিয়ে বলল, 'এক্ষুনি বলতে পারছি না, আমি ওটা জানি কি না। কিন্তু খুশির সঙ্গেই আপনার কথা শুনছি…'

এই কথাটা সে দমবন্ধ করে উচ্চারণ করল, তার কপালে ঠাণ্ডা ঘাম ফুটে উঠল। এখানে বসার পর এই প্রথম সে কথা বলল। তার ইচ্ছে হল সকলকে দেখে, কিন্তু সাহস হল না ; ইয়েভগেনি তার ভাবভঙ্গী দেখে হাসল।

আগের মতই সে বলে চলল, 'আপনাদের একটা কথা বলব,' আগের মত উৎসাহ উত্তেজনা নিয়ে বলতে লাগল, যদিও মাঝে মাঝে যেন নিজের কথাতেই সে হাসছে—'এই সত্যের পর্যবেক্ষণ ও আবিষ্কার আমার নিজেরই শুধু ; অবশ্য এ সম্বন্ধে কিছু বলা বা লেখা হয়নি। এ সত্যে রুশ উদারমতবাদের সমগ্র তাৎপর্য প্রকাশ পেয়েছে, যে বিষয়ে আমি বলছি। প্রথমতঃ সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ ছাড়া আর কি (ন্যায় না অন্যায়, সে অন্য প্রশ্ন)? এ আক্রমণ রুশ রাজত্বের বিরুদ্ধে নয়, রাশিয়ারই বিরুদ্ধে।

আমাদের উদারপন্থী রাশিয়াকেই এ অস্বীকার করে—অর্থাৎ, সে নিজের মাকে ঘৃণা করে ও মারে। রাশিয়ার প্রতিটি দুঃখজনক, বিপর্যয়কর ঘটনা তার হাসি ও আনন্দের খোরাক হয়। সে জাতীয় অভ্যাস, রুশ ইতিহাস—সব কিছুকে ঘৃণা করে। যদি তার মধ্যে কোন ন্যায় থাকে, সেটা হল এই যে, সে কি করছে তা জানে না এবং রাশিয়ার প্রতি ঘৃণাকে অতি ফলবান উদারপন্থা বলে মনে করে। (আপনারা প্রায়ই এদের দেখতে পান। এদের বাকীরা প্রশংসা করে, সম্ভবতঃ এরা সবচেয়ে অবাস্তব, নির্বোধ এবং বিপজ্জনক রক্ষণশীল—এরা নিজেরা তা জানে না)। রাশিয়ার প্রতি এই ঘৃণাকে সম্প্রতি কিছু উদারপন্থী দেশের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা বলে মনে করে। তারা গর্ব করে যে, ঐ ভালবাসা কিভাবে প্রকাশ করা উচিত সেটা তারা অন্যদের চেয়ে ভাল জানে। কিন্তু এখন তারা আরো খোলাখুলি হয়ে উঠেছে এবং স্বদেশকে "ভালবাসার" চিন্তাতেই লজ্জা পায়; ঐ ধারণাটাই তারা তুচ্ছ বলে খারিজ করে দেয়। এটা সত্য, আমি জোর দিয়ে বলছি··· এবং সত্য আজ অথবা কাল পুরোপুরি সহজে ও প্রকাশ্যে বলতে হবে। কিন্তু পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে এরকম কথা কখনো শোনা যায়নি বা অন্য লোকের মনে ছিল না, সুতরাং এটা আকস্মিক। স্বীকার করছি, এটা স্থায়ী না ও হতে পারে। আর কোথাও কোন উদারপন্থী থাকতে পারে না যে নিজের দেশকে ঘৃণা করে। এটা আমরা নিজেদেরকে কি করে বোঝাব?' তার ঐ একই কথা যে এ পর্যন্ত রুশ উদারপন্থীরা রুশ নয়। আমার মতে, আর কিছু দিয়ে এটাকে বোঝানো যায় না।'

প্রিন্স এস. উত্তর দিলেন, 'আপনি যা বললেন, তার সবটাই ঠাট্টা হিসেবে ধরে নিলাম।'

আলেকজান্দ্রা বলল, 'আমি প্রতিটি উদারপন্থীকে দেখিনি, তাই বিচার করতে পারব না। কিন্তু বিরাগের সঙ্গে আপনার ধারণাগুলো শুনলাম, আপনি একটা ব্যক্তিগত ঘটনাকে সকলের বলে ভাবছেন, কাজেই অন্যায় করছেন।'

'ব্যক্তিগত ঘটনা?' ইয়েভগেনি বাধা দিল, 'কথাটা উঠল যখন, প্রিন্স, আপনি কি বলেন? আমি কি ব্যক্তিগত উদাহরণ দিয়েছি?'

মিশকিন বলল, 'আমারো বলা উচিত যে, আমি ওদের খুব কম দেখেছি এবং ওদের সঙ্গে খুব কম মিশেছি; কিন্তু আমার মনে হয়, আপনার কথা হয়ত কিছুটা ঠিক। যে ধরনের রুশ উদারপন্থীর কথা বলছেন, তাতে সত্যি, শুধু রাশিয়ার প্রতিষ্ঠান নয়, রাশিয়াকেও ঘৃণা করা সম্ভব। অবশ্য, এটা কিছুটা সত্য···তবে সর্বদা সত্য হতে পারে না।'

সে থতমত খেয়ে থেমে গেল। উত্তেজিত হওয়া সত্ত্বেও, এই আলোচনায় তার খুব আগ্রহ ছিল। মিশকিনের অন্যতম লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল যে, যাতে আগ্রহ হয়, সেটা সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শোনে এবং কেউ প্রশ্ন করলে খুব মন দিয়ে উত্তর দেয়। তার মুখ, বা ব্যবহারে ঠাট্টা রসিকতার সন্দেহবর্জিত এই সরল বিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়। যদিও ইয়েভগেনি অনেকদিন ধরে তার সঙ্গে একটু পরিহাসের ভঙ্গীতে কথা বলছে, তবু এখন, তার উত্তর শুনে খুব গম্ভীর মুখে তাকাল, যেন এরকম উত্তর সে আশা করেনি।

বলল, 'তাহলে···কী আশ্চর্য! প্রিন্স, আপনি কি সত্যি বলছেন?'

মিশকিন অবাক হয়ে বলল, 'কেন, আপনি কি সত্যি প্রশ্ন করেননি ?'

প্রত্যেকে হেসে উঠল।

আদেলেদা বলল, 'ওকে বিশ্বাস করুন, ইয়েভগেনি সবসময়ে সবাইকে নিয়ে মজা করেন। মাঝে মাঝে খুব গম্ভীর হয়ে কিরকম গল্প বলে, যদি জানতেন।'

আলেকজান্দ্রা হঠাৎ বলল, 'এ আলোচনা একঘেয়ে, এটা শুরু করার কোন দরকার ছিল না। আমরা বেড়াতে যেতে চেয়েছিলাম।'

ইয়েভগেনি চেঁচিয়ে উঠল, 'চলুন যাই। আজকের সন্ধ্যেটা চমৎকার। কিন্তু এবারে যে ঠাট্টা করছি সেটা আপনাদের এবং বিশেষ করে প্রিন্সকে দেখাবার জন্য (প্রিন্স, আপনি আমায় খুব আকৃষ্ট করেছেন এবং আমি বোকা হলেও—আপনি যতটা ভাবছেন, ততটা নই।) ভদ্রমহিলা ও মহোদয়রা অনুমতি দিলে, আমি নিজের কৌতূহল মেটাতে প্রিন্সকে শেষ একটা প্রশ্ন করেই চুপ করব। ঘণ্টা দুয়েক আগে ঠিক সময়মত এই প্রশ্নটা আমার মনে হল। দেখবেন প্রিন্স, আমি মাঝে মাঝে গভীর বিষয়ও চিন্তা করি। আমি এটার জবাব পেয়েছি, কিন্তু প্রিন্স কি বলেন, দেখা যাক। উনি এক্ষুনি 'ব্যক্তিগত ঘটনা"-র কথা বলেছেন। এই কথাটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ, কথাটা প্রায়ই শোনা যায়। প্রত্যেকে এখন সেই ছ'জন লোকের ভয়ঙ্কর খুনের ঘটনা নিয়ে বলছে এবং লিখছে খুন করেছে যে, সেই তরুণ এবং বাদীপক্ষের উকিলের সেই অদ্ভুত বক্তৃতা যাতে বলা হয়েছে যে, অপরাধীর দারিদ্র্য বিবেচনা করলে ঐ ছ'জন লোককে খুন করার কথা ভাবা তার পক্ষে স্বাভাবিক। ঠিক এই কথাগুলো বলা হয়নি, কিন্তু আমার মনে হয়, অর্থটা অনেকটা এইরকম। আমার ব্যক্তিগত মত হল এয, যে উকিল এই অদ্ভুত কথা বলেছে, তার ধারণা ছিল যে, সে আমাদের যুগের সবচেয়ে উদার, মানবিক ও প্রগতিশীল মনোভাব ব্যক্ত করছে। আপনার কি মনে হয় ? এটা কি বিশ্বাসের অবনতি ? এরকম বিকৃত, অস্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গীর সম্ভাবনা কি "ব্যক্তিগত ঘটনা" না সার্বিক উদাহরণ ?'

সবাই আবার হেসে উঠল।

আলেকজান্দ্রা ও আদেলেদা হেসে বলল 'ব্যক্তিগত, ব্যক্তিগত।'

প্রিন্স এস. বললেন, 'আপনাকে আবার একটু তাতিয়ে দিই ইয়েভগেনি, আপনার রসিকতা খুব বস্তাপচা হয়ে যাচ্ছে।'

ইয়েভগেনি কথাটা না শুনে মিশকিনের আন্তরিক ও আগ্রহী দৃষ্টি নিজের দিকে নিবদ্ধ দেখে বলল, 'প্রিন্স কি বলেন ? এটা কি ব্যক্তিগত ঘটনা মনে হয় ? আপনার জন্যেই প্রশ্নটা ভেবেছিলাম।'

মিশকিন শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলল, 'না, ব্যক্তিগত নয়।'

প্রিন্স এস. কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'লেভ নিকোলায়েভিচ বুঝতে পারছেন না উনি আপনাকে মুস্কিলে ফেলার চেষ্টা করছেন ? উনি মজা করতে চান আপনাকে নিয়ে।'

মিশকিন আরক্ত মুখে চোখ নামিয়ে বলল, 'ভেবেছিলাম, উনি সত্যি বলছেন।'

প্রিন্স এস. বললেন, 'প্রিন্স, তিনমাস আগে আমরা কি নিয়ে কথা বলছিলাম, মনে করে দেখুন। আপনি বলেছিলেন, আমাদের নতুন তৈরী আদালতগুলোতে অসংখ্য অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন উকিল রয়েছে আর জুরীরা অতি অসাধারণ রায়

দিচ্ছেন! আপনি এতে কত খুশী হয়েছিলেন! তখন আপনার আনন্দ দেখে আমিও কত খুশী হয়েছিলাম। বলেছিলাম আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত · এই দুর্বল তর্ক, এই অদ্ভুত যুক্তি অবশ্যই একটা আকস্মিক ঘটনা, হাজারে একটা।'

মিশকিন এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর দৃঢ় বিশ্বাসের ভঙ্গীতে মৃদু, শান্ত গলায় বলল, 'আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, ভাবনা-চিন্তার বিকৃতি—যেকথা ইয়েভগেনি বলেছিলেন—প্রায়ই দেখা যায়, দুঃখের বিষয় অনেক বেশী সাধারণ ভাবে। যদি এই বিকৃতি এত সাধারণ না হত, তাহলে হয়ত এত অদ্ভুত অপরাধ ঘটত না—'

অদ্ভুত অপরাধ। কিন্তু আপনাকে বলে দিচ্ছি যে, ঠিক এই রকম এবং হয়ত আরো অদ্ভুত অপরাধ অতীতে চিরকালই ঘটেছে, শুধু আমাদের মধ্যে নয়, সর্বত্র, এবং আমার মতে বহুকাল ধরে বারবার ঘটবে। তফাৎ হল যে, আগে রাশিয়াতে এর প্রচার ছিল অনেক কম, আর এখন লোকে এসব ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে এবং লিখতে শুরু করেছে; তাতে মনে হচ্ছে, এসব অপরাধ সাম্প্রতিক ঘটনা। এতেই আপনার ভুল ধারণা হয়েছে—অতি সাধারণ ভুল।' প্রিন্স এস. ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন।

'আমি জানি যে অতীতেও এরকম বিশ্রী অপরাধ অসংখ্য ঘটেছে। আমি সম্প্রতি জেলে ছিলাম, সেখানে কয়েকজন অপরাধী আর আসামীর সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়েছিল। এর চেয়েও ভয়ঙ্কর অপরাধ ঘটেছে। অনেক লোক আছে যারা এক ডজন খুন করেও এতটুকু দুঃখিত নয়। কিন্তু যা লক্ষ্য করেছি, বলেছি। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হল সেই অনুতাপহীন অপরাধীও জানে যে সে "অপরাধী"—অর্থাৎ তার বিবেক সচেতন যে সে ভুল কাজ করেছে, সে যদি অনুতপ্ত না হয় তবুও। ওরা প্রত্যেকে ঐ রকম, আর যাদের কথা ইয়েভগেনি বলছেন, তারা নিজেদের অপরাধীও ভাবতে চায় না, মনে করে তারা ঠিকই করেছে এমন কি ভালই করেছে—ব্যাপারটা এই রকম। আমার মতে, এখানেই প্রচণ্ড তফাৎ। দেখুন, ওরা সবাই তরুণ—অর্থাৎ, ওদের এমন বয়স যখন ওরা খুব সহজে এবং অসহায়ভাবে বিকৃত চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়।'

প্রিন্স এস. হাসি থামিয়ে অবাক হয়ে মিশকিনের কথা শুনছেন। আলেকজান্দ্রা কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে গেল, যেন কোন বিশেষ চিন্তা তাকে থামিয়ে দিল। ইয়েভগেনি সত্যি অবাক হয়ে মিশকিনকে দেখছিল, তাতে ঠাট্টার কোন লেশ নেই।

লিজাভেটা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'তুমি এত অবাক হচ্ছ কেন হে? তুমি কেন ভাবলে যে ও তোমার মত চালাক নয় এবং তোমার মত তর্ক করতে পারে না?'

ইয়েভগেনি বলল, 'না, আমি তা বলতে চাইনি। তবে প্রিন্স—মাফ করবেন—যদি এটা আপনি এত স্পষ্টই বোঝেন, তাহলে (আবার মাফ চাইছি) ঐ অদ্ভুত ঘটনায় একই রকম বিকৃতি ও নৈতিক অপরাধ লক্ষ্য করেননি কেন—সেদিন—বুর্দোভস্কির ঘটনায়? ওটা একেবারে একরকম। তখন ভেবেছিলাম যে, আপনি ওটা আদৌ বোঝেননি।'

লিজাভেটা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমাকে বলতে দাও, আমরা সবাই সেটা লক্ষ্য করেছি। আমরা এখানে নিজেদের ওর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান মনে করছি। কিন্তু আজ তাদের একজনের লেখা একটা চিঠি ও পেয়েছে, যে সবচেয়ে

জঘন্য, বিরক্তিকর—মনে পড়েছে, আলেকজান্দ্রা? সে চিঠিতে সে ক্ষমা চেয়েছে—অবশ্য নিজস্ব ভঙ্গীতে। বলেছে, সেদিন যে বন্ধু তাকে প্ররোচিত করেছিল, তার সঙ্গে সে সম্পর্কে ছিন্ন করেছে—মনে পড়েছে, আলেকজান্দ্রা? বলেছে, প্রিন্সের ওপরে তার বেশী বিশ্বাস। কিন্তু আমরা এরকম চিঠি পাইনি, যদিও তাকে তুচ্ছ করতে আমরা শিখে গেছি।'

কোলিয়া চেঁচিয়ে বলল, 'ইপ্পোলিৎও সবে আমাদের বাড়ীতে এসেছে।'

মিশকিন অবাক হয়ে বলল, 'কি? সে এসে গেছে?'

'আপনি লিজাভেটার সঙ্গে চলে আসার পরেই সে এসেছে। আমি নিয়ে এসেছি।'

লিজাভেটা যে এখনি মিশকিনের প্রশংসা করছিলেন, সেকথা ভুলে গিয়ে ক্ষেপে উঠলেন, 'আমি বাজী ধরতে পারি যে প্রিন্স গতরাতে তার খুপরিতে দেখা করতে গিয়ে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চেয়ে এসেছে, যাতে ঐ জঘন্য শয়তানটা তার বাড়ীতে আসে। কাল গিয়েছিলে? নিজেই স্বীকার করেছ। সেটা কি ঠিক? ক্ষমা চেয়েছিলে?'

কোলিয়া বলল, 'উনি এরকম কিছু করেননি। বরং ঠিক উল্টোটা ঘটেছে। ইপ্পোলিৎ গতকাল প্রিন্সের হাত ধরে দুবার চুম্বন করেছে। আমি নিজে দেখেছি। এইভাবে ওদের সাক্ষাৎ হয়েছে, শুধু প্রিন্স তাকে সোজাসুজি বলেছেন যে সে ভিলায় আরো আরামে থাকবে এবং সে বলেছে, শরীর ভাল হলেই সে আসছে।'

মিশকিন উঠে দাঁড়িয়ে টুপি নিয়ে বলল, 'কোন দরকার ছিল না, কোলিয়া একথা বলছ কেন? আমি—'

লিজাভেটা বাধা দিয়ে বললেন, 'কোথায় যাচ্ছ?'

কোলিয়া উত্তেজিত হয়ে বলল, 'প্রিন্স বিরক্ত করবেন না। ওকে গিয়ে বিরক্ত করবেন না, ও বিশ্রাম করছে। ও যথেষ্ট আনন্দে আছে; আমার মনে হয়, যদি আজ দেখা না করে কাল করেন, অনেক ভাল হয়, নাহলে ও আবার অস্বস্তিবোধ করবে। ও আজ সকালে বলেছে, গত ছ'মাস ধরে ওর এত সুস্থ লাগেনি, কাশি অনেক কমে গেছে।'

মিশকিন লক্ষ্য করল, আগলেয়া হঠাৎ তার জায়গা ছেড়ে টেবলের কাছে এল। তার তাকাতে সাহস হল না, কিন্তু মনে হল আগলেয়া এখন তার দিকে চেয়ে আছে সম্ভবতঃ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে। তার কালো চোখে নিশ্চয়ই ক্রোধ এবং মুখও আরক্ত।

ইয়েভগেনি বলল, 'কিন্তু নিকোলাই, আমার মনে হয়, ওকে এখানে এনে ভুল করেছ, অবশ্য যে যক্ষ্মা রোগী ছেলেটা তখন কেঁদে আমাদের তার সৎকারে আমন্ত্রণ করেছিল, যদি তার কথাই বল। সে উল্টো দিকের বাড়ীর পাঁচিল সম্বন্ধে এত চমৎকার বলেছিল যে, নিশ্চয়ই ঐ পাঁচিলটার জন্য তার মন কেমন করবে। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থেকো।'

'ঠিক; সে তোমার সাথে ঝগড়া করে চলে যাবে—শেষে এটাই হবে।'

লিজাভেটা, সবাই যে বেড়াতে যাওয়ার জন্য তৈরী, একথা ভুলে সেলাইয়ের বাক্সটা গম্ভীর ভাবে কাছে টেনে নিলেন।

ইয়েভগেনি আবার বলল, 'আমার মনে আছে, সে ঐ পাঁচিল সম্বন্ধে অনেক

কথা বলেছিল। ওটা ছাড়া সে সুন্দর ভাবে মরতে পারবে না এবং আড়ম্বরপূর্ণ মৃত্যু দৃশ্যের জন্য সে খুবই উদ্বিগ্ন।'

মিশকিন বলল, 'তাতে কি? আপনারা যদি ওকে ক্ষমা না করেন, তবে ও ক্ষমা ছাড়াই মারা যাবে ...এখন ও এখানে এসেছে গাছগুলোর জন্য।'

'আমি তার সব কিছু ক্ষমা করলাম, তাকে সে কথা বলতে পারেন।'

'ওভাবে নেওয়া যাবে না' মিশকিন মৃদু স্বরে উত্তর দিল এবং যেন অনিচ্ছার সঙ্গে মেঝের একটা অংশে তাকিয়ে রইল, চোখ তুলল না।

'আপনাকে তার ক্ষমা পাওয়ার জন্যও তৈরী থাকতে হবে।'

'আমি কেন? আমি কি দোষ করেছি?'

'যদি না বোঝেন, তাহলে—কিন্তু আপনি বুঝেছেন, সে চেয়েছিল—আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করতে এবং সকলের আশীর্বাদ পেতে বাস্।'

প্রিন্স এস. কয়েকজনের দিকে তাকিয়ে নিয়ে যেন ভীত হয়ে তাড়াতাড়ি বাধা দিলেন, 'প্রিন্স পৃথিবীতে স্বর্গলাভ সহজ নয়, কিন্তু আপনি তাই চান, স্বর্গ পাওয়া কঠিন প্রিন্স। আপনার সংহৃদয়ে যা মনে হচ্ছে তার চেয়ে অনেক কঠিন। আমরা বরং আলোচনাটি বন্ধ রাখি, নাহলে হয়ত সকলের অস্বস্তি হবে এবং তখন ...'

লিজাভেটা ক্রুদ্ধভাবে উঁচু কড়া গলায় বললেন, চল, আমরা বাজনা শুনতে যাই।'

অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করল।

॥ দুই ॥

এখনি মিশকিন ইয়েভগেনির কাছে গেল।

তার হাত ধরে অদ্ভুত উত্তেজনায় বলল, 'ইয়েভগেনি পাভলোভিচ বিশ্বাস করুন, সব ঘটনা সত্ত্বেও আমি আপনাকে শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে মাননীয় বলে মনে করি। বিশ্বাস করুন '

ইয়েভগেনি বিস্ময়ে এক পা পেছিয়ে গেল। এক মুহূর্ত সে হাসির প্রচণ্ড ইচ্ছাকে দমন করার চেষ্টা করল কিন্তু ভাল করে তাকিয়ে দেখল, মিশকিন নিজেতে নেই, কিম্বা একটা অদ্ভুত অবস্থায় রয়েছে।

সে বলল, 'প্রিন্স, আমার বাজি ধরতে আপত্তি নেই যে, ও কথা আপনি বলতে চাননি। কিন্তু আপনার কি হয়েছে? অসুস্থ লাগছে?'

'হতে পারে, খুবই হতে পারে। আপনার খুব বুদ্ধি; আপনি লক্ষ্য করেছেন যে, আপনাকে বলতে চাইনি।'

কথাটা সে অদ্ভুত, অবাস্তব হাসির সঙ্গে বলল, কিন্তু হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'তিনদিন আগে কি করেছিলাম, মনে করিয়ে দেবেন না। গত তিনদিন ধরে খুব লজ্জায় আছি জানি দোষ আমারই.'

'কিন্তু এত সাংঘাতিক কি করেছেন?'

'দেখছি আপনিই আমাকে সবচেয়ে লজ্জা পান। লাল হয়ে যাচ্ছেন, এটা সততার চিহ্ন। এখনি চলে যাচ্ছি, নিশ্চিন্ত থাকুন।'

লিজাভেটা ভীত হয়ে কোলিয়াকে বললেন, 'ওর কি হয়েছে? ওর অসুখ কি এইভাবেই শুরু হয়?'

'আপনি অস্বস্তিবোধ করবেন না। আমার অসুখ করেনি, আমি এখন চলে

যাচ্ছি। আমি জানি আমি···পীড়িত। চব্বিশ বছর ধরে, জন্ম থেকে চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি অসুস্থ। এখন আমি যা বলছি, সব আপনাকে অসুস্থ লোকের কথা বলে ধরতে হবে। এক্ষুনি চলে যাচ্ছি—এক্ষুনি। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি লজ্জা পাইনি; কারণ লজ্জা পাওয়াটা অদ্ভুত হত, তাই না? তবে আমি সমাজের বাইরে···আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় একথা বলছি না··· এই তিনদিন ধরে ভেবে ঠিক করেছি যে, প্রথম সুযোগেই আপনাকে সব কথা আন্তরিকভাবে খুলে বলা উচিত। আমার মাথায় অনেক মহৎ চিন্তা রয়েছে, সেগুলো বলতে শুরু করা উচিত নয়, কারণ নিশ্চয়ই সকলে হাসবে। প্রিন্স এস. সে বিষয়ে এখনি আমায় সাবধান করে দিয়েছেন. আমার ভাবভঙ্গী ঠিক নয়। আমার কাণ্ডজ্ঞান নেই। আমার কথা অসংলগ্ন, এলোমেলো, তাতে ও সব চিন্তার অপমান হয়। সুতরাং আমার কোন অধিকার নেই—তাছাড়া, আমি খুব অনুভূতিপ্রবণ—অবশ্য জানি এ বাড়ীতে কেউ আমার মনে আঘাত দেবে না, এখানে আমি প্রাপ্যের চেয়ে বেশী ভালবাসা পাই। কিন্তু জানি (ঠিক জানি) যে কুড়ি বছরের রোগের চিহ্ন থাকবেই। সুতরাং আমার কথায় না হেসে থাকা অসম্ভব—কখনো কখনো—তাই না?'

সে যেন উত্তরের প্রত্যাশায় আশেপাশে তাকাল।

এই অপ্রত্যাশিত, বিষণ্ণ, আপাতঅর্থহীন উচ্ছ্বাসে বেদনাহত বিস্ময় নিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এর ফলে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

হঠাৎ আগলেয়া বলল. 'কিন্তু এসব কথা এখানে বলছেন কেন? ওদের বলছেন কেন? ওদের!'

সে যেন বিরক্তির চরমে পৌঁছেছে। তার চোখ আগুনের মত জ্বলছে। মিশকিন নির্বাক হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

আগলেয়া ফেটে পড়ল, 'এখানে একজনও এসব কথার যোগ্য নয়। কেউ আপনার কড়ে আঙ্গুল, আপনার হৃদয়-মনের যোগ্য নয়! আপনি এদের সকলের চেয়ে সম্মানিত, মহৎ, সহৃদয়, বুদ্ধিমান,—সকলের চেয়ে। এখনি যে রুমালটা ফেললেন, এখানে কেউ কেউ সেটা কুড়িয়ে নেওয়ারও যোগ্য নয়। নিজেকে এদের কাছে নীচু করছেন কেন? নিজের সবকিছু বিকৃত করছেন কেন? কেন আপনার গর্ব নেই?'

লিজাভেটা ওপরে হাত তুলে বললেন, 'হায় ভগবান। এরকম কে ভেবেছিল?'

কোলিয়া অভিভূত হয়ে বলল, ' "অসহায় বীর।" হুররে!'

'চুপ কর।—কি করে তোমার বাড়ীতে আমাকে অপমান করার সাহস হয় এদের!' আগলেয়া মায়ের দিকে হঠাৎ ছুটে গেল। এখন তার এমন উন্মত্ত অবস্থা যে, এর কোন সীমা টানা যায় না। 'কেন তোমরা সবাই আমার ওপরে অত্যাচার কর? প্রিন্স, কেন আপনার জন্য এরা তিনদিন ধরে আমায় জ্বালাতন করছে? কিছুতেই আমি আপনাকে বিয়ে করব না। বলে দিচ্ছি, কিছুতেই করব না। সেটা মনে রাখবেন। আপনার মত অদ্ভুত লোককে বিয়ে করা যায়! আয়নায় নিজেকে দেখুন; ওখানে দাঁড়িয়ে আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে সেটা আপনার জানা উচিত। আপনিও এদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে আছেন!'

আদেলেদা শঙ্কিত হয়ে বলল, 'এ বিষয়ে তোমায় কেউ বিরক্ত করেনি।'

আলেকজান্দ্রা বলল, 'কেউ একবারও এ কথা ভাবেনি। এ বিষয়ে একটা কথাও বলেনি!'

লিজাভেটা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'কে ওকে বিরক্ত করেছে? কখন করেছে? কে এরকম কথা বলতে পারে? ও কি পাগল?'

'গত তিনদিন ধরে প্রত্যেকে এই কথা বলছে, প্রত্যেকে! আমি কখনো ওকে বিয়ে করব না!'

এই কথা বলেই আগলেয়া কান্নায় ভেঙে পড়ে একটা চেয়ারে বসে রুমালে মুখ লুকোল।

'কিন্তু সে তো—'

হঠাৎ মিশকিন বলল, আগলেয়া, 'আমি তোমায় একথা বলিনি।'

লিজাভেটা ক্রোধে, বিস্ময়ে আর ভয়ে বলে উঠলেন, 'কি? কি রকম?'

উনি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

মিশকিন আমতা আমতা করে বলল, 'বলছিলাম⋯বলছিলাম, আমি শুধু ওকে বোঝাতে চেয়েছিলাম⋯স্পষ্ট করে যে, আমার কোন ইচ্ছা ছিল না⋯ওকে বিয়ের প্রস্তাব করার⋯কোনদিন। এটা আমার দোষ নয়—সত্যি আমার দোষ নয়, আগলেয়া। আমি এটা কখনো চাইনি; এটা কোনদিন আমার মনেই আসেনি। তুমি নিজে দেখো, কোনদিন চাইব না। নিশ্চিত থেকো। কোন হিংসুটে লোক নিশ্চয়ই আমার নামে তোমাকে বলেছে। সে নিয়ে চিন্তা কোরো না!'

কথাটা বলে সে আগলেয়ার কাছে গেল।

আগলেয়া মুখ থেকে রুমাল সরিয়ে দ্রুত মিশকিনের সন্ত্রস্ত চেহারাটা আড়-চোখে দেখে নিয়ে তার মুখের ওপরে অকস্মাৎ হেসে উঠল। সে হাসি এমন খুশীর উদ্দাম, ব্যঙ্গভরা যে আদেলেদা হাসি চাপতে পারল না, বিশেষতঃ মিশকিনকে দেখে। বোনের কাছে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে ছোট মেয়ের মত আনন্দের হাসিতে ভেঙে পড়ল। ওদের দেখে মিশকিন মৃদু হাসল, তারপর হাসি মুখে বলল 'ঠিক আছে! ঠিক আছে।'

এবার আলেকজান্দ্রা প্রাণ খুলে হেসে উঠল। মনে হল তিন বোনের হাসি বুঝি থামবে না।

লিজাভেটা বললেন, 'যত সব পাগল। প্রথমে একজনকে ভয় দেখায়, তারপর—'

কিন্তু প্রিন্স এস.ও হাসছেন, ইয়েভগোনিও তাই। কোলিয়া হেসে যাচ্ছে, মিশকিনও সবাইকে দেখে হাসছে।

আদেলেদা বলল, 'চলুন বেড়াতে যাই—বেড়াতে যাই! সবাই, প্রিন্সকেও যেতে হবে। আপনার চলে যাওয়ার কোন দরকার নেই, আপনি আমাদের প্রিয়জন। তাই না আগলেয়া? মা, তাই না? তাছাড়া আমি ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু দেব—উনি এখনি আগলেয়াকে যা বললেন, তার জন্য। লক্ষ্মীটি মা, একে চুমু দিতে দেবে? আগলেয়া, তোমার প্রিন্সকে চুমু দিচ্ছি।' দুষ্টু মেয়েটা ছুটে গিয়ে সত্যিই প্রিন্সের কপালে চুমু দিল।

প্রিন্স তার হাত টেনে নিয়ে এতজোরে চাপ দিল যে আদেলেদার প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা হল। প্রিন্স খুব খুশী হয়ে তার দিকে তাকাল, তার হাতটা দ্রুত

ঠোঁটের কাছে এনে তিনবার চুমু দিল।

আগলেয়া বলল, 'আসুন। প্রিন্স, আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন। মা, আমাকে প্রত্যাখ্যান করার পর উনি কি যেতে পারেন? প্রিন্স আপনি আমায় বরাবরের মত বাতিল করেছেন, তাই না? কোন মহিলার হাত ওভাবে ধরে না। কি করে ধরতে হয় জানেন না? হ্যাঁ, ঠিক আছে। আসুন, আমরা আগে যাব। আপনি কথা বলতে বলতে এগিয়ে যেতে চান তো?'

আগলেয়া হাসতে হাসতে অবিরাম কথা বলছে।

লিজাভেটা বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।' অবশ্য তিনি যে কেন খুশী হয়েছেন, তা নিজেই জানেন না।

ওদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত বোধ হয় একশোবার প্রিন্স এস. ভাবলেন।

'অতি অদ্ভুত সব লোক!' কিন্তু—উনি এই অদ্ভুত লোকগুলোকে ভালবাসেন। মিশকিন তাঁর প্রতি তেমন আকৃষ্ট নয়। তারা চলে যেতে প্রিন্স এস. বিষণ্ণ ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

মনে হল, ইয়েভগেনির মেজাজ খুব ভাল। স্টেশনে যাওয়ার পুরো পথটা সে আদেলাইদা আর আলেকজান্দ্রার সঙ্গে ঠাট্টা করছিল; তারা সঙ্গে সঙ্গে এমন হাসছিল যে তার সন্দেহ হচ্ছিল, তারা হয়ত তার কথা শুনছেই না। এই কথা ভেবে সে হঠাৎ বিনা কারণে প্রবল হাসিতে ভেঙে পড়ল। এই হাসিখুশী স্বভাবই তার বৈশিষ্ট্য। দুই বোন বেশ খুশীতে থাকলেও সামনে আগলেয়া আর মিশকিনের দিকে নজর রাখছে। বোঝা যাচ্ছে, ছোট বোনের ব্যবহার ওদের কাছে খুব রহস্যময়। প্রিন্স এস. বোধ হয় লিজাভেটাকে অন্যমনস্ক করার জন্য অন্যান্য বিষয়ে কথা বলছেন, কিন্তু লিজাভেটার দারুণ একঘেয়ে লাগছে। তিনি যেন আচ্ছন্নের মত এলোমেলো উত্তর দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে কোন জব বই দিচ্ছেন না। কিন্তু আগলেয়ার পাগলামি এখানেই থামল না। শেষ ঘটনাটা শুধু মিশকিনের ক্ষেত্রেই ঘটল। বাড়ী থেকে একশো পা যাওয়ার পর আগলেয়া দ্রুত ফিসফিসিয়ে তার অদ্ভুত রকম চুপচাপ সঙ্গীটিকে বলল, 'ডানদিকে দেখুন।'

মিশকিন তাকাল।

'আরো ভাল করে তাকান। পার্কে ঐ বসার জায়গাটা দেখছেন, যার ওপরে বড় গাছগুলো রয়েছে—সবুজ বেঞ্চিটা?'

মিশকিন বলল, সে দেখতে পাচ্ছে।

'জায়গাটা ভাল লাগছে? সকাল সাতটায় যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে তখন মাঝে মাঝে ওখানে এসে বসে থাকি।'

মিশকিন বলল, 'জায়গাটা সুন্দর।'

'এখন আপনি যেতে পারেন। আর আপনার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে চাই না। কিংবা হাঁটতে পারি, কিন্তু কথা বলবেন না—একটা কথাও নয়। নিজের মনে ভাবতে চাই।'

অবশ্য এভাবে সতর্ক করার প্রয়োজন ছিল না। মিশকিন এমনিও কোন কথা বলত না। আগলেয়া পার্কের বেঞ্চির কথা বলতেই তার অপ্রচণ্ড বুক কাঁপতে লাগল। এক মিনিট ভাবার পরে লজ্জায় এই বোকার মত ভাবনা সে ত্যাগ করল।

একথা সকলেরই ভালভাবে জানা আছে যে, পাভলোভস্ক ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের আশে পাশে রবিবার ও ছুটির দিনে শহর থেকে 'সব রকম লোক' এসে জড়ো হয় এবং অন্য দিনে অনেক 'বাছাই' লোক আসে। মহিলারা ছুটির দিনের সাজ না করলেও শোভন। ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের কাছে জড়ো হওয়াই ভাল। এখানকার অর্কেস্ট্রা খুব ভাল এবং প্রায়ই নতুন সুর বাজায়। বাগানে খোলামেলা আন্তরিকতার ভাব থাকলেও অনেক রকম আচার আচরণের নিয়ম আছে। গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণকারীরা সেখানে পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করতে যায়। অনেকে এতে যথেষ্ট আনন্দ পায় এবং শুধু এই কারণেই বাগানে আসে। অপ্রীতিকর দৃশ্য খুব কম চোখে পড়ে, অবশ্য অন্যান্য দিনে মাঝে মাঝে তা ঘটে। তবে সে তো অপরিহার্য।

আজকের সন্ধ্যাটি অপূর্ব; বাগানে প্রচুর লোক এসেছে। অর্কেস্ট্রার আশে পাশে সব জায়গা ভরে গেছে। আমাদের দলটি একটু দূরে, স্টেশন থেকে বেরোনোর বাঁদিকের দরজার কাছে চেয়ারে বসল। ভীড় ও বাজনায় লিজাভেটার কিছুটা ভাল লাগল, মেয়েরা অন্যমনস্ক হল। ইতিমধ্যেই তারা কয়েকজনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে অনেক পরিচিতদের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়েছে, পোশাকগুলো খুঁটিয়ে দেখেছে, কিছু পাগলামি আবিষ্কার করে তা নিয়ে ব্যঙ্গের হাসি সহযোগে আলোচনা করেছে। ইয়েভগেনিও ঘন ঘন পরিচিতদের নমস্কার করল। আগলেয়া ও মিশকিন ইতিমধ্যে কয়েকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। শীঘ্র অনেকগুলি তরুণ মেয়েদের ও তাদের মায়ের কাছে এল; দু-তিনজন কথা বলার জন্য থেকে গেল। তারা সবাই ইয়েভগেনির বন্ধু। তাদের মধ্যে একটি অতি সুদর্শন, প্রসন্ন, বাচাল, তরুণ অফিসার রয়েছে। সে তাড়াতাড়ি আগলেয়ার সঙ্গে কথা বলে তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। আগলেয়া তার সঙ্গে বিশেষভাবে সুন্দর, প্রাণবন্ত ব্যবহার করল। ইয়েভগেনি মিশকিনকে বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করাতে চাইল। মিশকিন কথাটা ঠিক বুঝল না, তবু আলাপ হল, দুজনে নমস্কার ও করমর্দন করল। ইয়েভগেনির বন্ধুটি একটা প্রশ্ন করল, কিন্তু মিশকিন হয় জবাব দিল না অথবা আপন মনে এমন অদ্ভুত কিছু বলল যে, অফিসারটি হাঁ করে তাকিয়ে ইয়েভগেনিকে আড়চোখে দেখল, কেন আলাপ করানো হয়েছে না বুঝে মৃদু হেসে আবার আগলেয়ার দিকে ফিরল। শুধু ইয়েভগেনি লক্ষ্য করল যে, আগলেয়া এতে হঠাৎ লাল হয়ে উঠল।

মিশকিন লক্ষ্যও করেনি যে, অন্য লোকেরা আগলেয়ার সঙ্গে কথা বলছে এবং তাকে লক্ষ্য করছে। সে বোধহয় কিছুক্ষণ বুঝতেই পারেনি যে, সে আগলেয়ার পাশে বসে আছে। মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে হচ্ছিল এখান থেকে একেবারে চলে যায়। কোন অন্ধকার, ফাঁকা জায়গায় যেতে পারলে খুব খুশী হত, যাতে সে একা চিন্তা করতে পারে, এবং কেউ জানবে না যে সে কোথায় আছে। অন্তত বাড়ীর বারান্দায় যদি যেতে পারত, তাহলেও ভাল হত। আর কেউ সেখানে থাকবে না, লেবেদিয়েভ বা তার ছেলেমেয়েরা নয়; নিজেকে সোফায় ছুঁড়ে ফেলে, বালিশে মাথা ডুবিয়ে একদিন, একরাত পড়ে থাকবে। মাঝে মাঝে সে পাহাড়ের স্বপ্ন দেখে, বিশেষ একটা জায়গার কথা ভাবতে ভালবাসে, সেখানে যেতে ভাল লাগে; সেখান থেকে নীচে গ্রাম, সাদা সুতোর মত চকচকে জলপ্রপাত, সাদা মেঘ আর পুরনো ভাঙা প্রাসাদ দেখবে। এখন সেখানে যেতে, একটা কথা চিন্তা করতে খুব ইচ্ছে

হচ্ছে—জীবনে আর কিছু চাই না, হাজার বছর সময় কাটালেও দীর্ঘ মনে হবে না! এখানে সবাই তাকে একেবারে ভুলে যাক। তবেই হবে! ওরা যদি তাকে একটুও না চিনত, সব যদি স্বপ্ন হত, তাহলে সত্যি ভাল হত। স্বপ্ন আর সত্য কি এক নয়? মাঝে মাঝে সে আগলেয়াকে দেখতে লাগল, পাঁচ মিনিট ধরে চোখ সরাল না। কিন্তু তার চাহনি বড্ড অদ্ভুত। যেন সে এক মাইল দূরের কোন জিনিষ দেখছে, বা আগলেয়াকে নয়, আগলেয়ার কোন ছবি দেখছে।

আগলেয়া সকলের সঙ্গে উচ্ছল হাসি ও কথা থামিয়ে হঠাৎ বলল, 'প্রিন্স, ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন? আপনাকে ভয় হচ্ছে; মনে হচ্ছে যেন হাত বাড়িয়ে আমার মুখটা আঙ্গুলে ছুঁয়ে দেখতে চান। তাই মনে হচ্ছে না, ইয়েভগেনি?'

মিশকিন, তার সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে দেখে অবাক হল, যদিও ঠিক বুঝতে পারছে না, এবং জবাবও দিল না। আগলেয়া এবং অন্যরা হাসছে দেখে মুখ খুলে সেও হাসতে লাগল। হাসি বাড়তে লাগল। হাসিখুশী অফিসারটি হাসির দমকে কাঁপছে। আগলেয়া হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'নির্বোধ।'

তার মা বললেন, 'হে ভগবান। নিশ্চয়ই ও—ওরকম একটা লোক—ও কি পুরো পাগল?'

'ওটা ঠাট্টা। যেমন "অসহায় বীর"এর ঠাট্টা, সেইরকম, আর কিছু নয়', আলেকজান্দ্রা তাঁর কানে কানে বলল। 'ও যেমন সবসময়ে ঠাট্টা করে, সেইরকম আবার করছে। কিন্তু ঠাট্টাটা বড় বেশী হয়ে গেছে। মা, এটা আমাদের বন্ধ করতেই হবে। ও অভিনেত্রীর মত অকারণে আমাদের ভয় দেখিয়েছে।'

মা ফিসফিসিয়ে বললেন, 'ওরকম একটা বোকাকে পেয়ে ওর ভালই হয়েছে।'

কিন্তু মেয়ের মন্তব্যে তিনি স্বস্তিবোধ করলেন।

মিশকিন ওদের 'নির্বোধ' মন্তব্যটা শুনে চমকে উঠল, তবে সেটা ঐ মন্তব্যের জন্য নয়। কথাটা সে সাথে সাথে ভুলে গেল। কিন্তু যে ভীড়ের মধ্যে সে বসে আছে, তার কাছেই—ঠিক জায়গাটা বলতে পারবে না—একটা মুখ একঝলক দেখতে পেল—একটা ফ্যাকাশে মুখ কোঁকড়ানো কালো চুল, পরিচিত, অতিপরিচিত হাসি ও মুখের ভাব; একনজর দেখার পরেই মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেল। খুব সম্ভবতঃ ওটা তার কল্পনা। তার মনে রইল শুধু একটা তিক্ত হাসি, চোখ আর হালকা সবুজ নেকটাই। মিশকিন বুঝতে পারল না মূর্তিটা ভীড়ে মিলিয়ে গেল না স্টেশনে চলে গেল।

কিন্তু এক মিনিট পরেই সে দ্রুত অস্বস্তির সঙ্গে আশেপাশে তাকাতে লাগল; এই প্রথম মূর্তির পরে হয়ত দ্বিতীয় কোন মূর্তি রয়েছে। নিশ্চয়ই তাই। বাগানে ঢোকার সময়ে এই সম্ভাবনার কথা কি সে ভুলে যেতে পারে? অবশ্য বাগানে আসার সময়ে সে জানত না কোথায় যাচ্ছে—তার মনের অবস্থা এতই উত্তেজিত ছিল।

যদি সে আরো লক্ষ্য করত, তাহলে দেখত যে গত পনেরো মিনিট ধরে আগলেয়াও মাঝে মাঝে অস্বস্তির সঙ্গে চারদিকে দেখছে; সে-ও যেন কাউকে খুঁজছে। এখন মিশকিনের অস্বস্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আগলেয়ার উত্তেজনা

ও অস্বস্তিও বেড়ে উঠল, মিশকিন চারদিকে তাকানো মাত্র সে-ও তাকাতে লাগল। তাদের অস্বস্তির কারণ শীঘ্রই বোঝা গেল।

যেখানে মিশকিন, এপানচিনরা ও তাদের বন্ধুরা বসে আছে, তার কাছের গেট দিয়ে বেশ কিছু লোক, অন্তত একডজন লোক হঠাৎ হাজির হল। দলের প্রথমেই রয়েছে তিনটি মেয়ে, তাদের দুজন অত্যন্ত সুন্দরী। এতজন স্তাবক যে ওদের অনুসরণ করছে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই মেয়ে ও পুরুষদের মধ্যে কি যেন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, বাজনা শুনতে আসা অন্যান্য শ্রোতাদের সঙ্গে তাদের কোন মিল নেই। এমনি সবাই তাদের লক্ষ্য করল, কিন্তু অধিকাংশ লোক ভাব দেখাল যেন তাদের দেখতেই পায়নি, শুধু কয়েকজন তরুণ তাদেরকে দেখে মৃদু হেসে নিজেদের মধ্যে কানাকানি করতে লাগল। তাদের না দেখে থাকা অসম্ভব। তারা জোরে কথা বলে হেসে অদ্ভুতভাবে নিজেদের তুলে ধরছে। তাদের অনেকে মাতাল, এ কথা মনে হওয়া সম্ভব, যদিও কয়েকজন সঙ্গতিভাবে সৌখীন পোষাক পরে এসেছে। তবুও তাদের কয়েকজনের চেহারা অদ্ভুত পোষাক নতুন রকম, মুখ অদ্ভুত লাল। তাদের মধ্যে কয়েকজন অফিসার রয়েছে, কয়েকজন তরুণ নয়, কয়েকজন ভাল কাট-ছাঁটের আরামদায়ক, মানানসই জামাকাপড়, পাথর বসানো আংটি, চমৎকার কালো পরচুলো পরেছে, জুলপি রেখেছে বিশেষতঃ মুখে গাম্ভীর্যপূর্ণ মর্যাদার ভাব, তবুও সমাজে তাদের প্লেগের মত ঘৃণিত হওয়ার কথা। আমাদের মফঃস্বল অঞ্চলগুলিতে কিছু জায়গা অবশ্যই তাদের বিস্ময়কর সম্মানের জন্য বিশিষ্ট ও বিখ্যাত। তবু অতি সতর্ক লোকও প্রতিবেশীর ছাদের টালি ভেঙে পড়ে আঘাত পেতে পারে। বাজনা শোনার জন্য জড়ো হওয়া জনতার ওপরে এখন যেন ঐরকম একটা টালি ভেঙে পড়ল বলে।

স্টেশন থেকে ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে যাওয়ার পথে তিনটে সিঁড়ির ধাপ আছে। দলটা একেবারে ওপরের ধাপটাতে থামল, তারা নীচে নামতে দ্বিধা করছে, কিন্তু একটা মেয়ে এগিয়ে এল, তাকে অনুসরণ করল মাত্র দুজন। একজন বিনীত চেহারার একটি প্রৌঢ় লোক। তাকে সবদিকে দেখতে ভদ্র, অথচ মুখে এমন একটা হতাশভাব যে তাকে যেন কেউ চেনে না, সেও কাউকে চেনে না। অন্যজন অদ্ভুত চেহারার লোক। আর কেউ সেই খামখেয়ালী মহিলার সঙ্গে এল না। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নেমে সেও ফিরে তাকাল না, যেন কে এল না এল, তাতে তার কিছু যায় আসে না। সে আগের মতই হেসে জোরে কথা বলতে লাগল। তার গায়ে সুশোভন, দামী পোষাক, কিন্তু বেশী আড়ম্বরপূর্ণ। সে ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের অন্যপ্রান্তের দিকে ফিরল, সেখানে একটা গাড়ী কারোর জন্য অপেক্ষা করছে।

মিশকিন তাকে তিনমাসের বেশী দেখেনি। পিটার্সবার্গে আসার পর থেকে তার সঙ্গে দেখা করার তার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বোধহয় একটা গোপন আশঙ্কা তাকে বাধা দিচ্ছিল। তার সঙ্গে দেখা হলে সে কি মনে করবে, তা মিশকিন বুঝতে পারেনি, ভীতমনে প্রায়ই তা কল্পনা করার চেষ্টা করেছে। একটা কথা সে স্পষ্ট বুঝেছে যে, এই সাক্ষাৎকার বেদনাদায়ক হয়ে উঠবে। প্রথমে সেই মেয়েটির ছবি দেখে তার যা মনে হয়েছিল, তা এই ছ'মাসে সে অনেকবার ভেবেছে, গ্রামের সেই দিনগুলোতে যখন তার সঙ্গে তার প্রায় রোজই দেখা হত, তখন মিশকিনের মনে একটা ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ; তাই মাঝে মাঝে সে এ স্মৃতি মন থেকে

মোছার চেষ্টা করেছে। সর্বদা এই মেয়েটির সামনে কি যেন তাকে পীড়িত করেছে। রোগোজিনের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তার প্রতি এই অসীম করুণার মনোভাবকে মিশকিন চেপে রেখেছে, সেটা প্রকৃত সত্য। ছবিতেও সেই মুখ দেখে তার মনে গভীর বেদনা দেখা দিয়েছিল, এই স্ত্রীলোকটির প্রতি সমবেদনা ও কষ্টের অনুভূতি কখনো তার মন থেকে যায়নি, এখনো রয়েছে। না, আগের চেয়ে আরো বেড়েছে। কিন্তু রোগোজিনকে সে যা বলেছে তাতে সে সন্তুষ্ট নয়; এখন মেয়েটিকে দেখেই হয়ত সে তাৎক্ষণিক অনুভূতিতে তা বুঝতে পেরেছে তার কথায় কিসের অভাব ছিল। যে কথায় ভয় প্রকাশ পেত, তা বলা হয়নি—হ্যাঁ, ভয়। এখন সেটা সে সম্পূর্ণ বুঝতে পারল। এই স্ত্রীলোকটি যে অপ্রকৃতিস্থ সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কারণে তার দৃঢ় ধারণা হয়েছে। যদি পৃথিবীতে কোন মেয়েকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসার পর কিংবা এইভাবে ভালবাসার সম্ভাবনা দেখতে পাওয়ার পর কেউ হঠাৎ তাকে জেলখানায় বন্দী দেখত, তাহলে তার মনের অবস্থা অনেকটা সেই মুহূর্তে মিশকিনের মতই হত।

আগলেয়া তার দিকে তাকিয়ে তার হাত টেনে বলল, 'আপনার কি হয়েছে?'

মিশকিন মুখ ফিরিয়ে তার কালো জ্বলন্ত চোখে সেই মুহূর্তে যে আলো দেখল, তার অর্থ বুঝল না, হাসার চেষ্টা করল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন ভুলে গিয়ে ডানদিকে তাকিয়ে আবার সেই আশ্চর্য মূর্তিকে দেখতে লাগল।

নাস্তাসিয়া তরুণীদের চেয়ারের কাছাকাছি হাঁটছে। ইয়েভগেনি আলেকজান্দ্রাকে সাগ্রহে নিশ্চয়ই মজার কিছু বলছে। মিশকিনের মনে পড়ল, আগলেয়া ফিসফিসিয়ে বলেছিল: 'কি ' অস্পষ্ট, অসমাপ্ত কথা।

সাথে সাথে আগলেয়া নিজেকে সামলে নিয়েছে, আর কিছু বলেনি, কিন্তু ঐটুকুই যথেষ্ট।

মনে হচ্ছে নাস্তাসিয়া বিশেষভাবে কাউকে লক্ষ্য করেনি, সে হঠাৎ এখন ফিরে যেন শুধু ইয়েভগেনিকে দেখল।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'আরে! ও যে দেখছি এখানে রয়েছে। লোক পাঠিয়ে ওকে খুঁজে পাওয়া যায় না, আর যেখানে কেউ ভাবতে পারে না, সেখানে ও বসে আছে। ভেবেছিলাম, তুমি কাকার বাড়ীতে আছ।'

ইয়েভগেনির মুখ লাল হয়ে উঠল, সে ক্রুদ্ধ হয়ে নাস্তাসিয়ার দিকে তাকিয়েই দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নিল।

'কি! জান না? সত্যিই ও এখনো জানে না! উনি গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন। আজ সকালে। আজ সকাল দুটোয় শুনেছি, এতক্ষণে অর্ধেক শহর জেনে গেছে। লোকে বলছে, সরকারের তিনশো পঞ্চাশ হাজার রুবল নিখোঁজ, অনেকে বলছে পাঁচশো। আমি বরাবর ভেবে এসেছি উনি তোমায় সম্পত্তি দিয়ে যাবেন। কিন্তু এখন দেখছি সব উড়িয়ে দিয়েছেন। আচ্ছা, চলি। ওখানে কি সত্যিই যাচ্ছ না? তুমি ঠিক সময়ে কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছ, খুব চালাক। যত্তো সব! আগেই জানত। খুব সম্ভবতঃ কালই জেনেছে।'

যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নেই, এরকম একজন পরিচিত সম্বন্ধে প্রকাশ্যে এই উদ্ধত ঘোষণার পেছনে অবশ্যই উদ্দেশ্য আছে, সে বিষয়ে এখন কোন সন্দেহ নেই; তবু ইয়েভগেনি প্রথমে পালাবার কথা ভাবল। কিন্তু নাস্তাসিয়ার কথাগুলো যেন তার

ওপরে বাজের মত এসে পড়ল। কাকার মৃত্যুর খবর শুনে সে কাগজের মত ফ্যাকাশে হয়ে সংবাদদাতার দিকে ফিরে তাকাল। সেই মুহূর্তে লিজাভেটা উঠে সকলকে নিয়ে প্রায় দৌড়ে চলে গেলেন। শুধু মিশকিন দ্বিধান্বিত মনে দাঁড়িয়ে রইল এবং ইয়েভগেনি এখনো হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এপানচিনরা বিশ পা যেতে না যেতেই এক অতি জঘন্য ঘটনা ঘটল।

ইয়েভগেনির খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু যে অফিসারটি আগলেয়ার সঙ্গে কথা বলছিল, সে ভয়ানক ক্ষেপে গেল। প্রায় প্রকাশ্যেই বলল, চাবুক লাগাতে হয় এরকম নির্লজ্জ মেয়েছেলেকে, আর কিছু করার নেই (অতীতে সে ইয়েভগেনির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল)।'

নাস্তাসিয়া সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে তাকাল। তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক তরুণ কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে আছে, তার কাছে ছুটে গিয়ে তার হাত থেকে একটা পাতলা ঘোড়ায়-চড়া চাবুক ছিনিয়ে নিয়ে দেহের সব শক্তি দিয়ে অফিসারটির মুখে মারল। ঘটনাটা এক মুহূর্তে ঘটল অফিসারটি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তার দিকে ছুটে গেল। নাস্তাসিয়ার সঙ্গীরাও আর সংযত রইল না। ভদ্র প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি পালিয়ে গেলেন, হাসিখুশী লোকটি একদিকে দাঁড়িয়ে খুব হাসতে লাগল। এখনি পুলিশ আসবে এবং অপ্রত্যাশিত সাহায্য না পেলে নাস্তাসিয়ার অবস্থা খুব খারাপ হবে। মিশকিন দুপা দূরে দাঁড়িয়ে পেছন থেকে অফিসারটিকে চেপে ধরল। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অফিসার তার বুকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিল। মিশকিন তিন পা দূরে ছিটকে গিয়ে একটা চেয়ারে পড়ল। কিন্তু অন্য দুজন নাস্তাসিয়াকে বাঁচাতে এগিয়ে এল। আক্রমণকারী অফিসারটির সামনে দাঁড়িয়ে সেই কুস্তিগীর, যে পাঠকের পরিচিত সেই প্রবন্ধের লেখক এবং রোগোজিনের অন্যতম প্রাক্তন সঙ্গী।

সে জোর করে আত্মপরিচয় দিল, ভূতপূর্ব লেফটেন্যান্ট কেলার। আপনি যদি লড়তে চান, তাহলে অবলা মেয়েদের বদলে আমি আছি। আমি বিলিতী কুস্তির প্যাঁচ শিখেছি। ধাক্কা দেবেন না, ক্যাপ্টেন। আপনার প্রচণ্ড অপমান আমি অনুভব করেছি, কিন্তু প্রকাশ্যে একজন স্ত্রীলোকের ওপরে আপনাকে ঘুষি চালাতে দেব না। যদি ভদ্রলোকের মত অন্য কোন উপায় বেছে নেন,—বুঝতে পারছেন কি বলছি।'

কিন্তু ক্যাপ্টেন নিজেকে সামলে নিয়েছে, সে কিছু শুনছে না। এমন সময় ভীড়ের মধ্যে রোগোজিন দেখা দিল, নাস্তাসিয়ার হাত ধরে সে তাকে নিয়ে গেল। রোগোজিনও যেন বেশ ঘাবড়ে গেছে, তার মুখ সাদা, সে কাঁপছে। নাস্তাসিয়াকে নিয়ে যেতে যেতে সে অফিসারটির উদ্দেশ্যে বিদ্বেষের হাসি হাসার সুযোগ পেল; বিশ্রী গর্বের ভঙ্গীতে বলল, 'হুঁ। ওর হয়ে গেছে! ওর বারোটা বেজে গেছে!'

নিজেকে সামলে নিয়ে কার সঙ্গে কথা বলতে হবে বুঝতে পেরে অফিসারটি (এখনো অবশ্য রুমালে তার মুখ ঢাকা) ভদ্রভাবে মিশকিনের দিকে ফিরল, সে এতক্ষণে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'প্রিন্স মিশকিন, আমার এইমাত্র কার সঙ্গে আলাপ হওয়ার সৌভাগ্য হল?'

মিশকিন কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'ও পাগল! উন্মাদ! বিশ্বাস করুন!' অজ্ঞাত কারণে তার কাঁপা হাত দুটো বাড়িয়ে দিল।

'আমি অবশ্য এ বিষয়ে অত জ্ঞানের গর্ব প্রকাশ করতে পারি না। তবে

আমাকে আপনার নাম জানতে হয়েছিল।'

সে নমস্কার করে চলে গেল। শেষ লোকটি চলে যাওয়ার পাঁচ সেকেণ্ড পরে পুলিশ এল। কিন্তু ঘটনাটা ঘটতে দু মিনিটের বেশী লাগেনি। কিছু শ্রোতা চেয়ার থেকে উঠে চলে গিয়েছে, কয়েকজন শুধু জায়গা বদল করেছে; কয়েকজন ঘটনাটা দেখে খুশী হয়েছে, বাকীরা ও বিষয়ে সাগ্রহে খোঁজখবর নিচ্ছে। ঘটনাটা প্রকৃতপক্ষে যথানিয়মেই ঘটেছে। আবার বাজনা বাজতে লাগল। মিশকিন এপানচিনদের অনুসরণ করল। সে যদি ভাবত, অথবা ধাক্কা খাওয়ার পর বসে পড়ে যদি বাঁ দিকে তাকাত, তাহলে দেখত বিশ পা দূরে আগলেয়া সকলের আহ্বান উপেক্ষা করে ঐ বিশ্রী ঘটনা দেখার জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রিন্স এস. তার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে চলে যেতে বাধ্য করলেন। তার মার মনে পড়ল যে, আগলেয়া এত উত্তেজিত হয়ে ফিরেছে যে তাদের ডাক বোধহয় শোনেইনি। কিন্তু ৩ মিনিট পরে পার্কে ফিরে যেতে যেতে আগলেয়া যথারীতি নির্বিকার ভঙ্গীতে বলল, 'দেখতে চেয়েছিলাম, কিভাবে ঘটনাটার শেষ হয়।'

॥ তিন ॥

বাগানের ঘটনায় মা ও মেয়েরা ভয় পেয়ে গেছে। উত্তেজিত, ভীত লিজাভেটা মেয়েদের নিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ পথটা দৌড়ে বাড়ী ফিরলেন। তাঁর ধারণানুযায়ী, এত কিছু ঘটেছে এবং তার ফলে এত কথা জানা গেছে যে তাঁর ভয় ও বিভ্রান্তি সত্ত্বেও কয়েকটি ধারণা মাথায় দানা বেঁধেছে। তবে সকলেই বুঝেছে, অদ্ভুত কিছু ঘটেছে এবং হয়ত সৌভাগ্যবশতঃ কোন অস্বাভাবিক গোপন ব্যাপার প্রকাশের মুখে এসেছে। প্রিন্স এস-এর আগের আশ্বাসের পরেও, ইয়েভগেনির স্বরূপ 'প্রকাশিত হল' এবং 'প্রকাশ্যে ঐ মেয়েটির সঙ্গে তার সম্পর্ক ধরা পড়ল।' মা এবং তাঁর বড় দুই মেয়ের তাই মনে হল। এই সিদ্ধান্তের ফলে রহস্য তীব্র হয়ে উঠল। মেয়েরা মার অতিরিক্ত ভয় এবং অদ্ভুতভাবে পালানোর জন্য গোপনে কিছুটা চটলেও ঘটনার প্রথম আঘাতে তাঁকে প্রশ্ন করে বিরক্ত করতে সাহস পেল না। তাছাড়া, কোন কারণে তাদের ধারণা হয়েছে যে, মার চেয়ে আগলেয়া এই বিষয়ে বেশী জানে, তাই সবাই জড়ো হয়েছে তার পাশে। প্রিন্স এস. বেশ বিষণ্ণ, তিনিও যেন চিন্তায় ডুবে গেছেন। লিজাভেটা বাড়ী যাওয়ার পথে সারা রাস্তা তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি, আর তিনিও যেন সেটা খেয়াল করেননি। আদেলেদা তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, 'এখনি কোন্ কাকার কথা বলা হল? পিটাসবার্গে কি ঘটেছে?' কিন্তু তিনি বেশ গোমড়া মুখে বেশ অস্পষ্টভাবে বললেন খোঁজ নেবেন; ও সবই বাজে কথা।

আদেলেদা সম্মতি জানাল, 'সে বিষয়ে সন্দেহই নেই।' সে আর কোন প্রশ্ন করল না।

আগলেয়া খুবই নীরব হয়ে গেছে, শুধু পথে বলল যে, ওরা বড় তাড়াতাড়ি হাঁটছে। একবার সে ফিরে মিশকিনকে দেখল, মিশকিন পেছনে দ্রুত আসছে। তাদের চেয়ে মিশকিনের এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় সে ব্যঙ্গের হাসি হেসে তার দিকে আর তাকাল না।

শেষে, বাড়ীর প্রায় কাছে এসে তারা আইভানকে দেখল, তিনি এক্ষুনি পিটাসবার্গ থেকে এসেই ওদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। প্রথমেই তিনি ইয়েভগেনির খোঁজ নিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী কোন জবাব না দিয়ে বা তার দিকে না

তাকিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে পাশে পাশে হাঁটছেন। মেয়েদের ও প্রিন্স এস.-এর মুখ দেখে আইভান বুঝলেন যে, একটা ঝড় উঠবে। এ ছাড়াও তাঁর মুখে একটা অদ্ভুত অস্বস্তির ভাব। তিনি প্রিন্স এস. কে হাত ধরে গেটের কাছে থামিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে কয়েকটা কথা বললেন। তারা যখন বারান্দা দিয়ে ড্রিজাভেটার ঘরে গেলেন, তখন তাদের চিন্তিতভাব দেখে মনে করা চলে যে, তারা কোন অস্বাভাবিক খবর শুনেছেন। ক্রমশঃ সবাই ওপরতলায় লিজাভেটার ঘরে জড়ো হল, বারান্দায় মিশকিন ছাড়া আর কেউ রইল না। তার থাকার যদিও কোন স্পষ্ট উদ্দেশ্য নেই, তবুও সে যেন কিসের আশায় এককোণে বসে রইল। তার খেয়াল হল না যে, ওরা যখন এত চিন্তিত হয়ে পড়েছে, তখন তার চলে যাওয়াই ভাল। যেন জগৎ ভুলে আরো দু বছর এখানে বসে থাকার জন্য তৈরী সে। মাঝে মাঝে ওপর থেকে তার কানে উদ্বেগপূর্ণ কথার শব্দ আসছে। কতক্ষণ সে বসে আছে, বলতে পারবে না। হঠাৎ আগলেয়া যখন বারান্দায় বেরিয়ে এল তখন বেশ রাত এবং অন্ধকার হয়ে গেছে। তাকে বিবর্ণ অথচ শান্ত দেখাচ্ছে। মিশকিনকে সে কোণে বসে থাকতে দেখবে ভাবেনি, তাই তাকে দেখে যেন হতবুদ্ধি হয়ে মৃদু হাসল।

কাছে গিয়ে বলল, 'আপনি এখানে কি করছেন?'

মিশকিন বিড়বিড় করে কি বলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু আগলেয়া পাশে বসতেই সে-ও বসে পড়ল। হঠাৎ আগলেয়া মন দিয়ে মিশকিনকে দেখে নিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে জানলার বাইরে তাকাল, এবং আবার তাকে দেখল।

মিশকিন ভাবল, 'ও বোধহয় ঠাট্টা করতে চায় না, তাহলে নিশ্চয়ই করত।'

একটু নীরবতার পর আগলেয়া বলল, 'আপনি চা খাবেন তো? চা দিতে বলছি।'

'না—না। জানি না…'

'জানি না মানে? ও, ভাল কথা, শুনুন। যদি কেউ আপনাকে ডুয়েল লড়তে বলে, তাহলে কি করবেন? আগেই প্রশ্নটা করার ইচ্ছে ছিল।'

'কেন…কে…কেউ আমাকে ডুয়েল লড়তে বলবে না।'

'কিন্তু যদি বলত? তাহলে কি ভয় পেতেন?'

'মনে হয়… ভয় পেতাম।'

'সত্যি বলছেন? তাহলে আপনি ভীতু?'

'না—না। বোধহয় নয়। ভীতু লোক ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। যে ভয়ে পালায় না, সে ভীতু নয়।' মিশকিন একটু চিন্তা করে মৃদু হেসে জবাব দিল।

'আপনি পালাবেন না?'

'বোধহয় পালাব না।' আগলেয়ার প্রশ্নে সে হাসল। আগলেয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, 'আমি মেয়ে হলেও কিছুতেই পালাব না। কিন্তু আপনি হেসে যথারীতি নিজেকে আকর্ষণীয় করার ভাণ করছেন। বলুন তো, ওরা যদি বারো পা বা দশ পা দূরে থেকে গুলি করে, তাহলে ওরা মরবে বা জখম হবে কি না?

'মনে হয়, ডুয়েলে সাধারণতঃ লোক মরে না।'

'সাধারণতঃ? পুশকিন মারা গিয়েছিলেন।'

'সেটা দুর্ঘটনা হতে পারে।'

'দুর্ঘটনা নয়, ডুয়েল। তিনি তাতে মারা গিয়েছিলেন।'

'গুলিটা এত নীচে লেগেছিল যে, নিশ্চয়ই দাস্তে আরো উঁচুতে, মাথা বা বুকে তাক করেছিলেন। কেউ ওভাবে তাক করে না, কাজেই সম্ভবতঃ গুলিটা হঠাৎ পুশকিনকে আঘাত করেছিল। যারা জানে, তারা আমায় এরকমই বলেছে। তবে একজন সৈন্যের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম, সে বলেছিল, ওদের মাঝপথে গুলি করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল ; এটাই ওদের কথা—"মাঝামাঝি।" সুতরাং ওদের বুকে বা মাথায় গুলি করার আদেশ দেওয়া হয়নি ; বলা হয়েছিল "মাঝ পথে।" পরে একজন অফিসারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে বলল, এটা একেবারে সত্যি।'

'কারণ বোধ হয় এই যে ওরা দূর থেকে গুলি করে।'

'কিন্তু আপনি কি গুলি করতে পারেন ?'

'আমি কখনো গুলি করিনি।'

'পিস্তলে গুলি ভরতেও জানেন না ?'

'না। মানে, কি করে করা হয় জানি, কিন্তু নিজে কখনো করিনি।'

'অর্থাৎ আপনি জানেন না, কারণ এতে অভ্যাসের প্রয়োজন আছে। শুনে মনে রাখুন, প্রথমে আপনাকে কিছু ভাল বারুদ কিনতে হবে। ভিজে নয় (লোকে বলে এটা ভিজে হলে চলবে না, খুব শুকনো হতে হবে) খুব মিহি বারুদ, এরকম খুঁজতে হবে যেটা কামানে ব্যবহৃত হয় না। আমি শুনেছি গুলিটা লোকে কোন মতে তৈরী করে নেয়। আপনার পিস্তল আছে ?'

মিশকিন হাসল, 'না, আমি ওসব চাই না।'

'ওঃ, কা বাজে কথা। একটা ভাল ফরাসী বা ইংরেজ পিস্তল কিনতে হবে। শুনেছি, ওগুলোই সবচেয়ে ভাল। তারপর এক-২ টিপ বারুদ নিয়ে ওতে ছড়িয়ে দিন। বরং কিছুটা বেশী দিন। ফেল্টের টুকরো দিয়ে ভেতরে ঢোকান (লোকে বলে কোন কারণে ফেল্ট দরকারী), ওটা কোন গদী থেকে নেবেন বা অনেক সময়ে দরজাও ফেল্ট দিয়ে ঢাকা থাকে। তারপর গুলিটা ঢুকিয়ে দিন— শুনেছেন, প্রথমে বারুদ, তারপর গুলি, না হলে গুলি হবে না। হাসছেন কেন ? আমি চাই আপনি রোজ গুলি করা অভ্যাস করুন এবং একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে মারতে শিখুন। কি, করবেন তো ?'

মিশকিন হাসল। আগলেয়া ক্রুদ্ধ হয়ে পা ঠুকল। সে এত আন্তরিকভাবে কথা বলছে যে, মিশকিন একটু অবাক হল। তার মনে হল, তাকে কি যেন জানতেই হবে ; পিস্তলে গুলি ভরার চেয়ে সেটা আরো দরকারী কথা। আগলেয়া তার পাশে বসে আছে, সে তাকে দেখছে ; এ ছাড়া আর সব সে ভুলে গেছে। আগলেয়া কোন্ বিষয়ে কথা বলছে, তাতে তার কিছু আসে যায় না।

শেষে আইভান নীচে নেমে বারান্দায় এলেন। তিনি বিরক্ত, উদ্বিগ্ন ও দৃঢ় মুখভাব নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

বললেন, 'ও, লেভ নিকোলায়েভিচ, তুমি ··কোথায় যাচ্ছ ?' যদিও তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু মিশকিন মোটেই নড়াচড়া করল না। 'চল, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

'বিদায়' বলে আগলেয়া মিশকিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

এতক্ষণে বারান্দায় বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। মিশকিন স্পষ্ট করে তার

মুখ দেখতে পেল না। এক মিনিট পরে যখন সে জেনারেলের সঙ্গে চলে গেল, তখন হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে শক্ত করে ডানহাতটা চেপে ধরল।

দেখা গেল, আইভানকেও একই পথে যেতে হবে। রাত হলেও তিনি কার সঙ্গে কি একটা আলোচনার জন্য চলেছেন। ইতিমধ্যে পথে, দ্রুত উত্তেজনায় অসংলগ্নভাবে মিশকিনের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন; প্রায়ই লিজাভেটার নাম উল্লেখ করছেন। যদি মিশকিন আরো ভাল করে লক্ষ্য করত, তাহলে হয়ত বুঝত যে জেনারেল তার কাছ থেকে কিছু কথা বার করতে চান, কিংবা সরাসরি কোন প্রশ্ন করতে চান, কিন্তু আসল প্রসঙ্গ তুলতে পারছেন না। মিশকিন এত অন্যমনস্ক রয়েছে যে, প্রথমে কিছুই শোনেনি, পরে যখন জেনারেল উত্তেজিতভাবে তাকে কিছু প্রশ্ন করলেন, তখন লজ্জার সঙ্গে সে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, একটা কথাও সে বোঝেনি।

জেনারেল কাঁধ ঝাঁকালেন।

আবার বলে চললেন, 'তোমরা সবাই বড় অদ্ভুত লোক। লিজাভেটার ধারণা আর ভয়ের কারণ আমি বুঝতে পারছি না। সে পাগলের মত কাঁদছে আর বলছে যে, আমরা অপমানিত হয়েছি। কে? কিভাবে? কার দ্বারা? কখন? কেন? স্বীকার করছি দোষ আমার (সে আমি জানি)। আমার খুব দোষ হয়েছে, কিন্তু এই ঝঞ্ঝাটে মেয়েটার অত্যাচারকে একমাত্র পুলিশ সামলাতে পারে, আমি চাই আজই কেউ ব্যবস্থা নিক। সবকিছু শান্ত, ভদ্রভাবে, এতটুকু কেলেঙ্কারি না ঘটিয়ে হতে পারে। স্বীকার করছি, ভবিষ্যতে অনেক কিছু ঘটতে পারে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে এর মধ্যে একটা গোলমাল আছে। ওরা যদি এ বিষয়ে কিছু না জানে, তাহলে কিছু বোঝাতে পারবে না। যদি আমি, তুমি, ওরা কেউ কিছু না শুনে থাকি, তাহলে কে শুনেছে জানতে পারি? এর অর্ধেকটাই কল্পনা, অবাস্তব; দৃষ্টিবিভ্রম ছাড়া একে আর কি বলা যায়?'

মিশকিন সেই বেদনাদায়ক দৃশ্য মনে করে বলল, 'ও পাগল।'

'যদি ওর কথা বলে থাক, তাহলে আমিও ঠিক তাই বলব। আমারও এই কথা মনে হওয়ায় আমি শান্তিতে ঘুমিয়েছি। তবে এখন দেখছি ওদের মতটাই ঠিক, আমি আর পাগলামিতে বিশ্বাস করি না। ও একটা নির্বোধ স্ত্রীলোক বটে, তবে কুশলী—পাগল তো নয়ই। আজ কাপিতোন আলেক্সেয়িচ সম্বন্ধে ওর পাগলামিতে সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল। এটা একরকম জোচ্চুরি, অন্তত ওর স্বার্থসাধনের জন্য ব্যবসাদারী মনোভাব।'

'কোন্ কাপিতোন আলেক্সেয়িচ?'

'হায় ভগবান, লেভ নিকোলায়েভিচ, তুমি শুনো না। তোমায় কাপিতোনের কথা বলে ফেলেছি; এত মাথা গুলিয়ে গেছে যে এখনো আমি কাঁপছি। এই জন্যই আজ শহরে এতক্ষণ ছিলাম। কাপিতোন আলেক্সেয়িচ র‍্যাডোমস্কি, ইয়েভগেনির কাকা—'

মিশকিন চেঁচিয়ে উঠল, 'ও!'

'আজ সকাল সাতটায় গুলিতে আত্মহত্যা করেছেন। অতি সম্মানিত, সত্তর বছরের বৃদ্ধ; মদ খেতেন না। ঠিক ও যা বলেছে তাই—প্রচুর সরকারী টাকা নিখোঁজ।'

'কিভাবে ও…'

'শুনল ? হা-হা। এখানে পৌঁছনো মাত্র ওর দলবল জুটে গেছে। জান তো এখন কি ধরনের লোক ওর সঙ্গে আলাপ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে চায়। হয়ত শহর থেকে আসা কারোর কাছে ও খবরটা আজ সকালে শুনেছে; কারণ এতক্ষণে সারা পিটার্সবার্গ খবরটা জেনে গেছে এবং পাভলোভস্কের অর্ধেক বা সব লোক জেনেছে। কিন্তু ইয়েভগেনির সময় মত কাগজপত্র পাঠানো নিয়ে ও কিরকম চতুর মন্তব্য করেছিল! কী শয়তানী! না, এটা পাগলামি নয়। আমি অবশ্য বিশ্বাস করি না যে, ইয়েভগেনি এ ঘটনার কথা আগে জানত—মানে কোন দিন সকাল সাতটায় ঘটবে। কিন্তু সে আগে আভাস পেয়ে থাকতে পারে। আমি, আমরা, প্রিন্স এস—সবাই ভেবেছিলাম, ওর কাকা ওকে সম্পত্তি দিয়ে যাবেন। এ অসহ্য, অসহ্য! কিন্তু দেখ, আমি ইয়েভগেনির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করছি না এবং সেটা আমি স্পষ্ট করেই বলতে চাই, তবু ব্যাপারটা সন্দেহজনক। প্রিন্স এস. এতে খুব আঘাত পেয়েছেন। ঘটনাটা এত অদ্ভুতভাবে ঘটল!

'কিন্তু ইয়েভগেনির ব্যবহারে সন্দেহজনক কোন্‌টা ?'

'কিছুই না। সে যথেষ্ঠ ভাল ব্যবহার করেছে। আমি সেরকম কোন ইঙ্গিত দিইনি। আমার ধারণা, তার নিজের সম্পত্তি অক্ষত রয়েছে। লিজাভেটা অবশ্য কিছুই শুনবে না। তবে সবচেয়ে বিশ্রী হল যে, এই সব ঝামেলা—সত্যি কি যে বলব জানিনা…তুমি সত্যিই আমাদের পরিবারের বন্ধু। জান, সঠিক না জানা গেলেও এখন মনে হচ্ছে, ইয়েভগেনি একমাস আগে আগলেয়ার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল এবং আগলেয়া সে প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে।'

মিশকিন উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল, 'অসম্ভব!'

'কেন, তুমি এ বিষয়ে কিছু জান ?' জেনারেল বিস্ময়ে চমকে থেমে গেলেন, 'তোমার সঙ্গে অতিরিক্ত কথা বলে থাকতে পারি। তার কারণ তুমি…তুমি.. ভারী অদ্ভুত লোক। তুমি বোধ হয় কিছু জান ?'

মিশকিন বলল, 'আমি ইয়েভগেনি সম্বন্ধে ..কিছু জানি না।'

'আমিও জানি না। ওরা নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু চায়। ওরা ভাবছে না একটা মানুষের পক্ষে এটা কত কঠিন! আমি এটা সহ্য করতে পারছি না। সবে একটা বিশ্রী ঘটনা দেখে এলাম! তোমাকে নিজের ছেলের মত বলছি। সবচেয়ে খারাপ হল যে, আগলেয়া যেন তার মাকে ঠাট্টা করছে। তার বোনেরা মাকে বলেছে যে সে ইয়েভগেনিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং একমাস আগে সেটা ভদ্রভাবে বলে দিয়েছে। কিন্তু মেয়েটা এত জেদী আর খামখেয়ালী যে তা ভাষায় বলা যায় না। তার উদারতা এবং সব ভাল গুণই রয়েছে, কিন্তু খামখেয়ালী, বিদ্রূপ করে—এক কথায় একটি ক্ষুদে শয়তান, মাথায় নানা কল্পনা। এখনি মার মুখের ওপরে হাসল, বোনেদের আর প্রিন্স. এসের প্রতিও তাচ্ছিল্য দেখাল। আমার কথা অবশ্য ওঠে না, কারণ আমাকে ব্যঙ্গ করা ছাড়া সে কিছুই করে না। তবু জান, তাকে আমি ভালবাসি; তার বিদ্রূপও ভালবাসি এবং আমার বিশ্বাস, ঐ ক্ষুদে শয়তানটা আমাকে সেইজন্যই বিশেষ ভালবাসে, অর্থাৎ সকলের চেয়ে বেশী। বাজী ধরতে পারি, সে তোমাকে নিয়েও মজা করছে। ওপরতলার ঝড়ের পর এখনি দেখলাম যে সে তোমার সঙ্গে কথা বলছে। সে এমনভাবে তোমার সঙ্গে বসেছিল যেন

কিছুই ঘটেনি।'

মিশকিন লজ্জায় লাল হয়ে ডান হাতে চাপ দিল, কিন্তু কিছু বলল না।

জেনারেল উত্তেজনা ও সহৃদয়তার সুরে আবার বললেন, 'ভাই লেভ নিকোলায়েভিচ, আমি এবং লিজাভেটাও (যদিও সে তোমাকে এবং তোমার জন্য আমাকে আবার গালাগালি দিতে শুরু করেছে, এবং কেন তা আমি জানি না), তোমায় ভালবাসি, সব ঘটনা সত্ত্বেও—মানে, সব কিছুর পরেও তোমাকে আমরা যথার্থ ভালবাসি ও সম্মান করি। কিন্তু তুমি নিজেই স্বীকার করবে যে, ঐ নির্বিকার ক্ষুদে বিচ্ছুটি (আমাদের সব প্রশ্নের উত্তরে তীব্র ঘৃণা নিয়ে সে তার মার সামনে, বিশেষতঃ আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল ; কারণ আমি বোকার মত, আমিই যে পরিবারের কর্তা এটা দেখাবার জন্য, খুব কঠোর হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম) হঠাৎ হেসে বলে উঠল ঐ "পাগলাটা" (ঠিক এই ভাষা সে ব্যবহার করেছে। তার সঙ্গে তোমার মতের এই মিল আমার অদ্ভুত লাগছে ! সে বলেছে, 'কেন তোমরা এখনও এটা বুঝতে পারছ না ?') যে কোন উপায়ে আমার সঙ্গে প্রিন্সের বিয়ে ঘটাতে এবং সেই ছুতোয় ইয়েভগেনিকে এ বাড়ী থেকে তাড়াতে চায়"···শুধু এইটুকু বলেই সে হাসতে লাগল আর আমরা হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। একটু পরে সে সশব্দে দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল। তারপর ওরা আমায় বলল, আজ বিকেলে তোমার ও আগলেয়ার মধ্যে কি কাণ্ড হয়েছে। আর···আর শোন, ভাই প্রিন্স, তুমি বুদ্ধিমান, তোমার অভিমান নেই। আমি এটা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু··রাগ কোরো না : আমি জানি, ও তোমায় নিয়ে মজা করছে। ও শিশুর মত হাসে, কাজেই ওর ওপরে রাগ কোরো না ; ও নিয়ে ভেবো না। ও শুধু দুষ্টুমি করে তোমার এবং আমাদের সকলের সঙ্গে মজা করছে। আচ্ছা, চলি। তুমি তোমার প্রতি আমাদের মনের ভাব জানো, তাই না ? তার কোন বদল হবে না ··আমায় এখন এদিক দিয়ে যেতে হবে। চলি। খুব কমই এরকম মুস্কিলে পড়েছি···গরমের ছুটি চমৎকার কাটছে !'

রাস্তার মোড়ে একা দাঁড়িয়ে মিশকিন চারদিকে তাকাল, তারপর দ্রুত রাস্তা পার হয়ে একটা বাড়ীর আলো-জ্বলা জানলার কাছে গিয়ে এতক্ষণ ডানহাতে শক্ত করে ধরে থাকা কাগজের ছোট টুকরোটা খুলল, মৃদু আলোয় সেটা পড়ল : কাল সকাল সাতটায় আমি পার্কের সবুজ বেঞ্চে আপনার জন্য অপেক্ষা করব। আপনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে এমন একটা অত্যন্ত জরুরী বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলব ভেবেছি।

পুঃ. আশা করি, কাউকে চিঠিটা দেখাবেন না। যদিও আপনাকে এভাবে সাবধান করতে আমার লজ্জা হচ্ছে, তবু এটা করা বোধ হয় দরকার এবং আপনার অদ্ভুত স্বভাবের কথা ভেবে লজ্জায় এই কথাটা লিখছি।

পুঃ পুঃ, আজ সকালে যে সবুজ বেঞ্চটা আপনাকে দেখিয়েছি সেটা। এটাও লিখতে হল বলে আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত।

খুব সম্ভব আগলেয়া বারান্দায় আসার আগেই চিঠিটা দ্রুত লিখে কোনমতে ভাঁজ করা হয়েছে। অবর্ণনীয় উত্তেজনা ও আশঙ্কায় মিশকিন সন্ত্রস্ত চোরের মত ডানহাতে কাগজটা শক্ত করে ধরে জানলার আলো থেকে পালিয়ে এল ; কিন্তু পালাতে গিয়ে পেছনে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোকের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল।

ভদ্রলোক বলল, 'আপনার পেছনে যাচ্ছিলাম, প্রিন্স।'

মিশকিন অবাক হল, 'কেলার নাকি ?'

'আপনাকে খুঁজছিলাম। এপানচিনদের বাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে আপনাকে লক্ষ্য করছিলাম। ভেতরে তো যেতে পারতাম না। আপনি যখন জেনারেলের সঙ্গে যাচ্ছিলেন, তখন পেছনে যাচ্ছিলাম। আমি আপনার অনুগত প্রিন্স, আমায় আপনি তাড়িয়েও দিতে পারেন। প্রয়োজন হলে যে কোন ত্যাগে আমি প্রস্তুত, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত।'

'কেন ?'

'মারামারি একটা হবেই। সেই লেফ্‌টন্যান্ট, তাকে ব্যক্তিগতভাবে না হলেও আমি চিনি—সে মুখোমুখি হবে না। রোগোজিন ও আমার মত লোককে সে জঘন্য মনে করে। হয়ত ঠিকই ভাবে, সুতরাং রইলেন শুধু আপনি। আপনাকে খরচ জোগাতে হবে। শুনছি, সে আপনার খোঁজ করছে। নিশ্চয়ই তার কোন বন্ধু কাল দেখা করতে আসবে, কিংবা সে হয়ত এখন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। যদি আমাকে আপনার সহকারী হওয়ার সুযোগ দেন তবে আপনার জন্য এ অসম্মানে আমি রাজী। সেজন্যই আপনাকে খুঁজছি।'

কেলারকে বেশ অবাক করে মিশকিন হেসে উঠল, 'তাহলে তুমিও ডুয়েলের কথা বলছ।

সে প্রাণ খুলে হাসল। কেলার মিশকিনের সহযোগিতা করার প্রস্তাব না করা পর্যন্ত অস্বস্তিবোধ করছিল, এখন মিশকিনের হাল্কা আনন্দ দেখে ক্ষুব্ধ হল।

'কিন্তু প্রিন্স, আজ বিকেলে আপনি তার হাত চেপে ধরেছিলেন। কোন ভদ্রলোকের পক্ষে প্রকাশ্যে এটা সহ্য করা কঠিন।'

মিশকিন হেসে বলল, 'আর সে আমার বুকে ধাক্কা দিয়েছে। মারামারি করার মত কিছু নয়। আমি তার কাছে ক্ষমা চাইব, ব্যস। তবে লড়তে যদি হয়, লড়ব। সে গুলি করুক, আমার ভালই লাগবে। হা—হা। এখন কি করে গুলি ভরতে হয় জানি। জান, গুলি ভরতে শিখছি ? তুমি পিস্তলে গুলি ভরতে পার, কেলার ? প্রথমে বারুদ কিনতে হবে—পিস্তলের বারুদ, ভিজে নয় কামানের বারুদের মত মোটাদানারও নয়। তারপর গুলি ভরতে হবে। আগে গুলি ভরো না, তাহলে গুলি ছুটবে না। শুনছ, কেলার ? তাহলে গুলি ছুটবে না হা—হা। এটা খুব চমৎকার কারণ নয় ? জান কেলার এখনি তোমায় জড়িয়ে চুমু দেব। হা—হ—হা! আজ বিকেলে এত তাড়াতাড়ি এলে কি করে ? শীগগির আরেকদিন এসে দেখা করে একটু শ্যাম্পেন খেয়ো। আমরা সবাই মাতাল হব। জান, লেবেদিয়েভের বাড়ীতে আমার বারো বোতল শ্যাম্পেন আছে ? ওগুলো যেন কিভাবে ওর হাতে এসেছে, ও পরশুদিন আমায় সব বেচেছে। বাড়ীতে আসার পরদিনই সব কিনেছি। সবাই জড়ো হব। তুমি কি আজ রাতে ঘুমোবে ?'

'যেমন প্রতিরাতে ঘুমোই, প্রিন্স, তেমনি ঘুমোব।'

'বেশ, তারপর মধুর স্বপ্ন। হা—হা।'

মিশকিন রাস্তা পেরিয়ে পার্কে চলে গেল, কেলার বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল। সে মিশকিনকে কখনো এরকম অদ্ভুত মেজাজে দেখেনি, এরকম কল্পনাও করেনি।

'বোধহয় অসুখ করেছে। ও ভীতুলোক, তাই এসবে ঘাবড়ে গেছে ; তবুও ও ভয় পাবে না। আমি জানি, এরকম লোকরা ভীতু হয় না।' কেলার নিজের মনে ভাবল। 'হুম! শ্যাম্পেন!...মজার ব্যাপার। বারো বোতল, এক ডজন ; চমৎকার ব্যবস্থা। বাজী রাখতে পারি, লেবেদিয়েভের কাছে ওগুলো কেউ বাঁধা রেখেছিল। হুম! এই প্রিন্সটি বেশ ভাল, আমি এদের পছন্দ করি ; নষ্ট করার মত সময় নেই আর .এই হল শ্যাম্পেন খাবার সময়...'

মিশকিন যে অসুস্থ, এ ধারণা ঠিক।

সে অনেকক্ষণ অন্ধকার পার্কে ঘুরল, শেষে দেখল একটা বীথিকা দিয়ে হাঁটছে। তার মনে হল, একশো পা দূরে একটা লম্বা, অদ্ভুত চেহারার বুড়ো গাছ পর্যন্ত সে এ পথ দিয়ে অন্তত চল্লিশ পঞ্চাশ বার যাওয়া-আসা করেছে। সে যদি চেষ্টাও করে তবু মনে পড়বে না, প্রায় একঘন্টা ধরে কি ভেবেছে সে। তবে তার মনে পড়ল, একটা কথা ভেবে সে হাসিতে ভেঙে পড়েছিল : হাসির কারণ না থাকলেও তার হাসতে ইচ্ছে হচ্ছিল। তার মনে হল, ডুয়েল লড়ার প্রস্তাব হয়ত শুধু কেলারেরই মনে হয়নি, আরও কারও হয়েছে, সুতরাং পিস্তলে গুলি ভরার বিষয়ে আলোচনাটাও মোটেই উদ্দেশ্যহীন নয়।

হঠাৎ সে থমকে গেল। 'আরে!' আরেকটা চিন্তা মাথায় এসেছে। 'আমি যখন বারান্দার কোণে বসেছিলাম তখন সে ওখানে এসে আমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছিল—হাসছিল—চায়ের কথা বলল ; এবং সর্বক্ষণ তার হাতে এই চিঠিটা ছিল। তাহলে সে নিশ্চয়ই জানত, আমি বারান্দায় রয়েছি। তবে সে অবাক হল কেন? হা-হা!'

চিঠিটা পকেট থেকে বার করে মিশকিন সেটা চুম্বন করল, কিন্তু সাথে সাথে থেমে গিয়ে আবার ভাবতে লাগল।

একমিনিট পরে একটু বিষণ্ণভাবে বলল, 'কী অদ্ভুত! কী অদ্ভুত!' তীব্র আনন্দের মুহূর্তে সে সর্বদা বিষণ্ণ হয়ে যায়, কেন তা নিজেই জানে না। চারদিকে মন দিয়ে দেখে সে অবাক হল এখানে এসেছে বলে। সে খুব ক্লান্ত ; বেঞ্চে গিয়ে বসে পড়ল। চারপাশে অস্বাভাবিক নিঃস্তব্ধতা। বাগানের বাজনা থেমে গেছে ; বোধহয় পার্কে কেউ নেই। এখন অন্তত সাড়ে এগারোটা বেজেছে। আজকের রাত পরিষ্কার, নরম, উত্তপ্ত—জুনের প্রথমে পিটার্সবার্গের রাত যেমন হয়। কিন্তু যে গাঢ় ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় সে বসে আছে, সেখানটা গভীর অন্ধকার।

যদি এখন কেউ তাকে বলে যে, সে প্রেমে পড়েছে, দারুণভাবে প্রেমে পড়েছে তাহলে সে বিস্ময় ও বিরক্তিতে কথাটা নাকচ করে দেবে। আর যদি কেউ বলে যে, আগলেয়ার চিঠিটা প্রেমপত্র, তাহলে সে কথায় লজ্জা পেয়ে সে হয়ত তাকে ডুয়েল লড়তে বলবে। এটা সত্যি, মেয়েটির তাকে ভালবাসা, কিংবা তার পক্ষে মেয়েটিকে ভালবাসার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তার মনে একবারও সন্দেহ বা 'দ্বিতীয়' চিন্তার উদয় হয়নি। 'সে যেরকম লোক' তার পক্ষে ভালবাসার সম্ভাবনাকে তার নিজেরই ভয়ঙ্কর বলে মনে হল। সে মনে করে, এর যদি সত্যিই কোন অর্থ থাকে, তবে তা হল আগলেয়ার দুষ্টুবুদ্ধি। কিন্তু সে নিয়ে সে আদৌ মাথা ঘামায়নি, এটাকে সে স্বাভাবিক বলেই ভাবে। এক সম্পূর্ণ অন্য চিন্তায় সে মগ্ন। উত্তেজিত জেনারেল যে হঠাৎ বলে ফেলেছেন, আগলেয়া সবাইকে নিয়ে ঠাট্টা করে, বিশেষতঃ

মিশকিনকে নিয়ে, সেটা সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। এতে তার এতটুকুও অপমান মনে হয়নি। তার মতে, যা হওয়া উচিত, তাই হয়েছে। তার কাছে আসল হল যে, কাল ভোরে সে তাকে আবার দেখতে পাবে, তার পাশে সবুজ বেঞ্চে বসবে, কি করে গুলি ভরতে হয় শিখবে; আর কিছু সে চায় না। দু-একবার সে ভেবেছে, আগলেয়া তাকে কি যেন বলতে চায়। কোন একটা জরুরী ব্যাপারে সে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তাছাড়া, যে 'জরুরী কাজে' তাকে ডাকা হয়েছে, তার যথার্থ অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার কখনো সন্দেহ হয়নি। কিন্তু এখন সে মোটেই সেই 'জরুরী বিষয়' নিয়ে ভাবছে না। সত্যি, ও কথা ভাবতে তার এতটুকুও ইচ্ছে হচ্ছে না।

বালিতে ধীর পায়ের শব্দে সে মাথা তুলল। একটা লোক এসে তার পাশে বসল; অন্ধকারে তার মুখ চেনা শক্ত। মিশকিন দ্রুত ফিরতে গিয়ে তার গায়ে প্রায় ধাক্কা লাগল, সে রোগোজিনের ফ্যাকাশে মুখটা চিনতে পারল।

রোগোজিন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আমি জানতাম, তুমি এখানেই কোথাও ঘুরছ। তোমায় খুঁজে পেতে দেরী হয়নি।'

হোটেলের বারান্দায় দেখা হওয়ার পর এই প্রথম ওদের আবার দেখা হল। রোগোজিনের আকস্মিক আবির্ভাবে বিস্মিত মিশকিন কিছুক্ষণ নিজের চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে নিতে পারল না, একটা উদ্বেগজনক অনুভূতি তার মনে আবার সঞ্চারিত হল। রোগোজিন বুঝতে পারল, সে আসায় কি হয়েছে, কিন্তু প্রথমে অবাক হওয়ার পরে চেষ্টাকৃত ভঙ্গীতে কথা বললেও মিশকিনের মনে হল, রোগোজিন সহজও নয়, আবার অপ্রতিভও নয়। তার কথায় এবং হাবভাবে যদি অস্বাভাবিক কিছু থাকে, সে শুধু ওপরে ওপরে। ভেতরে তার পরিবর্তন হতে পারে না।

কিছু বলতে হবে বলে মিশকিন বলল, 'কি করে...আমায় এখানে বার করলে?'

'কেলারের কাছে শুনলাম। তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম; ও বলল, "উনি পার্কে গেছেন।" যাক, যা ভাবলাম, তাহলে তাই হয়েছে।'

'কি হয়েছে?' মিশকিন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

রোগোজিন হাসল, কিছু বলল না।

'লেভ নিকোলায়েভিচ, তোমার চিঠি পেয়েছি। ওটার কোন দরকার নেই· তোমায় দেখে অবাক হচ্ছি। কিন্তু এখন আমি নাস্তাসিয়ার কাছ থেকে এসেছি। সে আমায় বলেছে, তোমায় অবশ্যই নিয়ে যেতে। তোমায় কিছু বলার জন্য সে খুব ব্যস্ত। আজই দেখা করতে চেয়েছে।

'কাল যাব। এখন বাড়ী যাচ্ছি। তুমি কি...আমার সঙ্গে যাবে?'

'কেন যাব? যা বলার ছিল বলেছি। চলি।'

মিশকিন শান্তভাবে বলল, 'তুমি আসবে না?'

'তুমি অদ্ভুত লোক, লেভ নিকোলায়েভিচ। তোমায় দেখে অবাক না হয়ে উপায় নেই।'

রোগোজিন বিদ্বেষের হাসি হাসল।

মিশকিন বিষণ্ণ আন্তরিকতায় বলল, 'কেন? কেন আমার ওপরে তোমার এত রাগ? তুমি নিজেই জান, তোমার সব চিন্তা মিথ্যে। তবু মনে হয়, তুমি

এখনো আমার ওপরে রেগে আছ। কেন জান? কারণ তুমি আমায় মারতে গিয়েছিলে। আমি বলছি, যে পার্ফিয়োন রোগোজিনের সঙ্গে সেদিন ক্রস-বিনিময় করেছিলাম, শুধু তাকেই আমি মনে রেখেছি। গতরাতে তোমায় লিখেছিলাম ঐ পাগলামি ভুলে যেতে, ওকথা আর না তুলতে। কেন মুখ ফেরাচ্ছ? হাত পাকাচ্ছ কেন? যা কিছু ঘটেছিল তাকে আমি পাগলামি ছাড়া আর কিছু ভাবি না। সেদিন তোমার যা মনে হয়েছিল, সে আমি নিজের অনুভূতির মত স্পষ্ট বুঝতে পারছি। তুমি যা ভেবেছিলে তা হয়নি, হতে পারবে না। আমাদের মধ্যে রাগারাগি হবে কেন?'

'এমন বলছ যেন তুমি রাগতে জান!' রোগোজিন মিশকিনের আকস্মিক উত্তেজনায় হেসে উঠল।

সে দু পা পিছিয়ে গিয়ে সত্যিই মুখ ঘুরিয়ে, হাত পেছনে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'তুমি এখনো আমায় এত ঘৃণা কর?'

'আমি তোমায় পছন্দ করি না, কাজেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে কেন আসব? প্রিন্স, তুমি শিশুর মত। তুমি যদি একটা খেলনা চাও, তবে সেটা তখনি তোমার চাই। তুমি কিছুই বোঝ না। যা চিঠিতে লিখেছ, তাই বলছ। ভাবছ তোমায় বিশ্বাস করি না? প্রতিটি কথা বিশ্বাস করি। তুমি কখনো আমায় ঠকাওনি, ভবিষ্যতেও ঠকাবে না। তবু তোমায় আমার ভাল লাগে না। তুমি লিখেছিলে তুমি সব ভুলে গেছ, যে রোগোজিনের সঙ্গে ক্রস বিনিময় করেছিলে, তাকেই শুধু মনে রেখেছ, যে তোমার দিকে ছুরি তুলেছিল, তাকে তোমার মনে নেই। কিন্তু আমার মনের কথা কি করে বুঝবে?' সে আবার হাসল। 'তুমি যখন আমাকে ভায়ের মত ক্ষমা করেছ, তখনো হয়ত আমি একটুও অনুতপ্ত হইনি। হয়ত সেই সন্ধ্যায় আমি অন্য কিছু ভাবছিলাম, কিন্তু ও বিষয়ে—'

মিশকিন বাধা দিল, 'তুমি ভাবতে ভুলে গেছ। আমার তাই মনে হয়। বাজী ধরতে পারি যে, তখন সোজা ট্রেনে এখানে এসে ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে গেছ ভীড়ের মধ্যে তার ওপরে নজর রাখতে, যেমন আজ করেছিলে। তাতে আমি অবাক হচ্ছি না। তখন যদি তোমার এরকম অবস্থা না হত যে, তুমি আর কিছু ভাবতে পারছ না, তাহলে হয়ত তুমি আমায় ছুরি নিয়ে আক্রমণ করতে না। প্রথম থেকেই তোমায় দেখে আমার একটা আশঙ্কা হচ্ছিল। তখন তোমার অবস্থা কেমন ছিল জান? যখন ক্রসবিনিময় করেছিলাম, তখনি এ ধারণা আমার মনের মধ্যে ছিল। তাহলে তখন আমাকে তোমার মার কাছে নিয়ে গেলে কেন? ঐ ভাবে কি নিজেকে সামলাবে ভেবেছিলে? না, তা ভাবতে পার না; কিন্তু আমি যা ভেবেছিলাম, তোমারও তাই মনে হয়েছিল; আমাদের অনুভূতি ছিল একেবারে এক। যদি তখন মারতে না যেতে (ভগবান বাধা দিয়েছিলেন) তাহলে তখন আমি কি করতাম? আমার সন্দেহ হয়েছিল, বস্তুতঃ আমাদের দুজনের অপরাধই এক। (হ্যাঁ, ভুরু কুঁচকো না। হাসছ কেন?) তুমি অনুতপ্ত নও। হয়ত অনুতাপ করতে চাইলে তুমি দুঃখিত হতে না, কারণ তুমি আমায় পছন্দ কর না। যদি আমি তোমার কাছে সরল দেবদূত হতাম, তাহলেও যতক্ষণ তোমার মনে হত যে, ও আমায় ভালবাসে, তোমাকে নয়, ততক্ষণ আমাকে তুমি ঘৃণাই করতে। এটা

নিশ্চয়ই ঈর্ষা। তবে এ সপ্তাহে এই নিয়ে কিছুটা ভেবেছি, তোমায় বলব। তুমি কি জান যে, সে এখন তোমায় সবচেয়ে ভালবাসে, এবং সে ভালবাসা এমন যে, যতই সে তোমায় কষ্ট দেয়, ততই আরও বেশী ভালবাসে? সে তোমায় কিছু বলবে না, কিন্তু তোমায় তা জানতে হবে। না হলে সব ঘটনার পরেও সে তোমায় বিয়ে করতে যাচ্ছে কেন? কোন দিন সে নিজেই এ কথা বলবে। কিছু স্ত্রীলোক এভাবে ভালবাসা পেতে চায়, এবং এটাই তার স্বভাব। তোমার ভালবাসা ও চরিত্র নিশ্চয়ই তার ভাল লেগেছে। জান, একজন মেয়ে বিবেকের এতটুকু যন্ত্রণা অনুভব না করেও কোন লোককে নিষ্ঠুর বিদ্রূপে পীড়িত করতে পারে। কারণ তোমার দিকে তাকালেই সে ভাবে: 'এখন ওকে প্রায় মাবার দাখিল করেছি কিন্তু পরে ভালবেসে পুষিয়ে দেব।'

রোগোজিন মিশকিনের কথা শুনতে শুনতে হাসল।

'কিন্তু প্রিন্স, তুমিও কি একই ব্যবহার পেতে এসেছ? আমিও ওরকম কিছু তোমার সম্বন্ধে শুনেছি যদি কথাটি যদি সত্য হয়।'

মিশকিন চমকে থেমে গেল, 'কি কি শুনেছ?'

রোগোজিন হাসতে লাগল। মিশকিনের সানন্দ আবেগ তাকে খুব উৎসাহিত করেছে, সে কৌতূহল, এবং আনন্দের সঙ্গে তার কথা শুনছে।

বলল শুধু শুনিনি, এখন দেখছি কথাটা সত্য। এভাবে আগে কবে কথা বলেছ? আগে কখনো তোমায় এরকম কথা বলতে শুনিনি। যদি সেরকম কিছু তোমার নামে না শুনতাম, তাহলে মাঝরাতে এখানে, এই পার্কে আসতাম না।

'আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'সে অনেকদিন আগে এ কথা আমায় বলেছিল কিন্তু আজ বিকেলে আমি প্রথম, তুমি যখন ঐ মহিলার সঙ্গে বসে বাজনা শুনছিলে, তখন গিয়ে দেখলাম। সে আজ এবং গতকাল আমার কাছে শপথ করেছে যে তুমি আগলেয়া এপানচিনের প্রেমে হাবডুবু খাচ্ছ। তাতে আমার কিছু যায় আসে না, ওটা আমার বাপেরও নয়। যদি তুমি তাকে আর ভাল না বাস তবুও সে তোমায় ভালবাসবে। জান, সে চায় আগলেয়ার সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক। সে প্রতিজ্ঞা করেছে, তাই আমায় বলেছে, "ওদের বিয়ে না হলে, এটা না হলে তোমায় বিয়ে করব না। ওরা গীর্জায় গেলে তবেই আমরা গীর্জায় যাব।" এর অর্থ বুঝি না, কখনো বুঝতে পারিনি। হয় সে তোমায় অপরিসীম ভালবাসে অথবা যদি তোমায় ভালবাসে, তাহলে কেন চায় যে, তুমি অন্য কাউকে বিয়ে কর? সে বলল, "ওকে আমি সুখী দেখতে চাই।" তাহলে নিশ্চয়ই সে তোমায় ভালবাসে।'

মিশকিন দুঃখিত মনে রোগোজিনের কথা শুনছিল, এবার বলল, 'তোমায় আগে বলেছি এবং লিখেছি যে তার মাথার ঠিক নেই।'

'ভগবান জানেন। তোমার ভুল হতে পারে—কিন্তু আজ যখন তাকে বাগান থেকে বাড়ীতে নিয়ে এলাম, তখন সে বিয়ের দিন ঠিক করল। বলল, তিন সপ্তাহের মধ্যে বা আরো আগেই আমাদের নিশ্চয়ই বিয়ে হবে। সে যিশুর ছবি ছুঁয়ে শপথ করেছে। মনে হচ্ছে, এখন সব তোমার ওপরে নির্ভর করছে। হা-হা হা!'

'এ সব পাগলামি। তুমি আমার সম্বন্ধে যা বললে, তা কখনো ঘটবে না।' কাল তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

রোগোজিন বলল, 'তাকে কি করে পাগল বলছ? কেন সবাই তাকে স্বাভাবিক ভাবে, আর তুমিই শুধু পাগল ভাব? কি করে সে আগলেয়াকে চিঠি লেখে? যদি সে পাগল হত, তাহলে তার চিঠিতে সবাই সেটা লক্ষ্য করত।'

মিশকিন শঙ্কিত হয়ে বলল, 'কোন্ চিঠি?'

কেন, সেই অল্পবয়স্কা মহিলাটিকে লেখা চিঠি। সে সেগুলো পড়েছে। তুমি জান না? বেশ, নিজেই দেখতে পাবে। সে নিজেই নিশ্চয়ই দেখাবে।'

মিশকিন চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি বিশ্বাস করি না।'

'আঃ। লেভ নিকোলায়েভিচ! তুমি দেখছি ও পথে অল্প এগিয়েছ। সবে শুরু করেছ। একটু অপেক্ষা কর। তোমার চাকরেরা এবং তুমি নিজেও দিনরাত নজর রাখবে; তখন তার প্রতিটি পদক্ষেপ জানতে পারবে, শুধু যদি—'

'থাম, আর কখনো সে কথা বোলো না।' মিশকিন চেঁচিয়ে উঠল। 'শোন পার্ফিয়োন, তুমি আসার আগে আমি এখানে এসে হঠাৎ হাসতে শুরু করেছিলাম—সেটা কেন তা জানি না। একমাত্র কারণ যা মনে পড়ছে, তা হল, আগামীকাল আমার জন্মদিন। এটা যেন ইচ্ছে করেই ঘটছে। এখন বারোটা বাজে। এসো, নতুন দিনকে স্বাগত জানাই। আমার কাছে কিছু মদ আছে এসো একটু খাই। নিজের জন্য কি চাইব জানি না; তুমি আমার হয়ে প্রার্থনা কোরো। তুমি প্রার্থনা কোরো আর আমি তোমার সুখ চাইব। যদি না কর, তাহলে ক্রস ফিরিয়ে দাও। তুমি পরের দিন আমায় ক্রসটা ফেরৎ পাঠাওনি। এখনও এটা পরে আছ তো?

রোগোজিন বলল, হ্যাঁ।

'বেশ, তাহলে চল। তোমাকে বাদ দিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে চাই না কেননা আমার নতুন জীবন শুরু হয়েছে। তুমি জান না পার্ফিয়োন যে, আজ আমার নতুন জীবন শুরু হল।'

'এখন তাই দেখছি। জানি যে শুরু হয়েছে, ওকে তাই বলব। তুমি আর একটুও আগের মত নেই লেভ নিকোলায়েভিচ।'

॥ চার ॥

বাড়ীর কাছে এসে মিশকিন খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, তার বারান্দায় উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, সেখানে ভীড় এবং হৈ চৈ। সকলে খুশীতে হাসছে চেঁচাচ্ছে —যেন তার সবরে তর্ক করছে। প্রথম নজরে বোঝা গেল যে, তারা বেশ আনন্দেই রয়েছে। বারান্দায় উঠে সে দেখল, বস্তুতঃ সবাই শ্যাম্পেন খাচ্ছে। বোঝা গেল বেশ কিছুক্ষণ ধরে খাচ্ছে, কারণ অনেকে বেশ উচ্ছল হয়ে উঠেছে। তাদের সকলকে সে চেনে, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হল, সবাই এক সঙ্গে যেন নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে, যদিও মিশকিন তাদেরকে আসতে বলেনি। হঠাৎ তার মনে পড়ল, আজ তার জন্মদিন।

মিশকিনের সঙ্গে বারান্দায় এসে রোগোজিন বলল 'তুমি নিশ্চয়ই কাউকে বলেছিলে শ্যাম্পেন খাওয়াবে, তাই সবাই ছুটে এসেছে। আমরা ওদের স্বভাব জানি। ওদের শুধু "তু" করলেই হল 'রোগোজিন সাম্প্রতিক অতীতের কথা ভেবে রেগে উঠল।

সবাই চেঁচিয়ে মিশকিনকে শুভেচ্ছা জানাল, তাকে ঘিরে ধরল। কয়েকজন খুব চেঁচাচ্ছে, বাকীরা বেশ শান্ত; কিন্তু আজ তার জন্মদিন শুনে সবাই তাকে

অভিনন্দন জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মিশকিন কয়েকজনের উপস্থিতিতে ঘাবড়ে গেল—যেমন, বুর্দোভস্কি—কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর হল, ইয়েভগেনিও তাদের মধ্যে রয়েছে। মিশকিন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, তাকে দেখে বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

লেবেদিয়েভ আনন্দে অস্থির হয়ে দৌড়াদৌড়ি করে কৈফিয়ৎ দিতে লাগল। ইতিমধ্যে অনেক কিছু সে বলেও ফেলেছে। তার বকবকানি থেকে বোঝা গেল যে, সবাই নিজে থেকেই এসেছে। সবার আগে সন্ধ্যা নাগাদ ইপ্পোলিৎ এসে পৌঁছেছে। তার শরীর অনেকটা সুস্থ লাগায় বারান্দায় মিশকিনের জন্য অপেক্ষা করতে চেয়েছে। সে সোফায় বসেছে, তারপর লেবেদিয়েভ এবং সমস্ত বাড়ীর লোক তার কাছে জড়ো হয়েছে—মানে, লেবেদিয়েভের মেয়েরা আর ইভোলজিন। বুর্দোভস্কি সঙ্গে করে তাকে নিয়ে এসেছে। মনে হয় গানিয়া আর তিৎসিন পরে এসেছে। বাগানের এই ঘটনার সময়ে তারা এখান দিয়ে যাচ্ছিল। তারপর কেলার এসে বলেছে আজ মিশকিনের জন্মদিন, সে শ্যাম্পেন চেয়েছে। ইয়েভগেনি এসেছে মাত্র আধঘণ্টা আগে। কোলিয়াও শ্যাম্পেন এনে আনন্দ উদযাপনের জন্য অনুরোধ করেছে। তারপরই লেবেদিয়েভ মদ এনেছে।

সে মিশকিনকে বলল, 'কিন্তু নিজের খরচে। আপনার জন্মদিন উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানাবার জন্য নিজের খরচে করেছি। একটু হাল্কা খাওয়া দাওয়া হবে। আমার মেয়ে ওটার ব্যবস্থা করছে। কিন্তু প্রিন্স, ওরা কি আলোচনা করছিল, যদি জানতেন। হ্যামলেটের সেই 'টু বি আর নট টু বি'' মনে আছে? এটা আজকের দিনেরই উপযুক্ত বিষয়। প্রশ্ন ও উত্তর…এবং মিঃ তেরেন্তিয়েভই সবচেয়ে উত্তেজিত—সে শুতে যাবে না। শুধু এক চুমুক শ্যাম্পেন খেয়েছে। ওতে ওর কোন ক্ষতি হবে না—আসুন, প্রিন্স, তর্কের সমাধান করুন। ওরা সবাই আপনার জন্য, আপনার সুন্দর যুক্তি শোনার জন্য অপেক্ষা করছে—'

মিশকিনের সঙ্গে ভেরা লেভেদিয়েভের মিষ্টি মধুর সহৃদয় দৃষ্টি বিনিময় হল। চোখে পড়ল, সেও ভীড় পেরিয়ে তার কাছে আসার চেষ্টা করছে। অন্যদের এড়িয়ে মিশকিন ভেরার দিকে প্রথমে হাত বাড়িয়ে দিল। ভেরা আনন্দে লাল হয়ে 'আগামী সুখী দিনের' শুভেচ্ছা জানাল। তারপর দৌড়ে গেল রান্নাঘরে; সেখানে সে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করছে। কিন্তু মিশকিন আসার আগেই—কাজের ফাঁকে এক মিনিট সময় পেলেই সে দৌড়ে বারান্দায় এসে মন দিয়ে উচ্ছল অতিথিদের মধ্যে অবিরাম উত্তেজিত আলোচনা শুনেছে, যে আলোচনার বিষয়বস্তু তার কাছে খুবই অস্পষ্ট, রহস্যময় লেগেছে। তার মুখ হাঁ করা ছোট বোন পাশের ঘরে একটা দোলনায় ঘুমিয়ে আছে, আর লেবেদিয়েভের ছেলেটি কোলিয়া ও ইপ্পোলিতের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার সাগ্রহ মুখের ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, সে এখানে একটানা দশ ঘণ্টাও দাঁড়িয়ে কথা উপভোগ করতে প্রস্তুত।

ভেরার পরে মিশকিন ইপ্পোলিতের করমর্দন করতে যেতে সে বলল, 'আপনার সঙ্গেই দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছি; আপনাকে এত ভাল মেজাজে দেখে খুব খুশী হয়েছি।'

'কি করে জানলে আমার মেজাজ ভাল?'

'আপনার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাড়াতাড়ি

এখানে এসে বসুন। আপনার সঙ্গে দেখা করব বলেই বসে আছি।' সে যে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে সেটার ওপরেই যেন জোর দিতে চাইছে। এত দেরী পর্যন্ত বসে থাকলেও তার ক্ষতি হবে কি না, মিশকিনের এই প্রশ্নের জবাবে সে বলল, তিনদিন আগে সে মরতে বসেছিল, অথচ আজ সন্ধ্যার পর কেন যে নিজেকে এত সুস্থ লাগছে তা ভেবে সে অবাক না হয়ে পারছে না।

বুর্দোভস্কি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বলল, 'শুধু ইপ্পোলিৎকেই আমি নিয়ে এসেছি।' এতে সে আনন্দিত। সে চিঠিতে 'বাজে কথা লিখেছিল,' কিন্তু এখন 'আনন্দিত—' কথা শেষ না করে সে মিশকিনের হাতে চাপ দিয়ে চেয়ারে বসল।

শেষে মিশকিন ইয়েভগেনির কাছে গেল; ইয়েভগেনি সাথে সাথে তার হাত চেপে ধরে। ফিসফিসিয়ে বলল, 'আপনাকে কিছু কথা বলার আছে. খুব জরুরী বিষয়ে। চলুন, একটু এক ধারে যাই।'

আরেকটা কণ্ঠস্বর মিশকিনের কানে কানে বলল, 'দুটো কথা।' তার হাত তাকে অন্যদিকে টানল।

মিশকিন অবাক হয়ে দেখল, একটা ভয়ঙ্কর মূর্তি, লাল, হাসি মুখ। সঙ্গে সঙ্গে সে ফার্দিশ্চেঙ্কোকে চিনতে পারল। সে যে কোথা থেকে এসেছে তা ঈশ্বর জানেন

সে মিশকিনকে বলল, 'ফার্দিশ্চেঙ্কোকে মনে পড়ছে?'

মিশকিন চেঁচিয়ে উঠল, 'কোথা থেকে এলে?'

কেলার দৌড়ে এসে বলল, 'ও দুঃখিত। লুকিয়ে ছিল, বেরোতে চাইছিল না। ঐ কোণে লুকিয়ে ছিল। ও দুঃখিত, প্রিন্স; ও নিজেকে দোষী মনে করছে।'

'কিন্তু কেন? কেন?'

'আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, প্রিন্স। এখনি দেখা হতে ওকে নিয়ে এলাম ও আমার দুর্লভ বন্ধুদের একজন। ও দুঃখিত।'

মিশকিন শেষে দ্রুত ইয়েভগেনির দিকে যেতে যেতে বলল, 'আমি আনন্দিত. ভদ্রমহোদয়গণ; সকলে একত্রে বসুন। আমি এখনি আসছি।'

ইয়েভগেনি বলল, 'এখানটা মজার জায়গা। আপনার জন্য আধঘন্টা সময় অপেক্ষা করতে ভাল লেগেছে। দেখুন লেভ নিকোলায়েভিচ, আমি কুর্মিশোভের সঙ্গে সব ঠিক করে আপনাকে শান্ত করতে এসেছি। আপনার অপ্রতিভ হওয়ার কোন দরকার নেই। আমার মতে সে খুব যুক্তির সঙ্গে ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে. দোষটা তারই বেশী।'

'কোন কুর্মিশোভ?'

'আজ বিকেলে যার হাত ধরেছিলেন। সে এত ক্ষেপে গিয়েছিল যে, কাল কৈফিয়ৎ চাইতে আসবে ভেবেছিল।'

'সত্যি বলছেন! যতো সব আজগুবি!'

'আজগুবি তো বটেই, আজগুবিতেই শেষ; কিন্তু এরা—'

'আপনি কি আর কোন দরকারে এসেছেন?'

হেসে ইয়েভগিনি বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কাল ভোরে পিটার্সবার্গ রওনা হচ্ছি. আমার কাকার সেই বিশ্রী ব্যাপারে। জানেন, সব সত্যি; আমি ছাড়া ওটা সবাই জানত। আমি এত অভিভূত হয়ে পড়েছি যে, ওদের (এপানচিনদের) কাছে যেতে পারিনি। কালও যেতে পারব না, কারণ পিটার্সবার্গে যাব। বুঝেছেন?

হয়ত দিন তিনেক এখানে থাকব না। মোট কথা, আমার অবস্থা ঘোরালো। যদিও ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী, তবু ভেবেছি আপনার সঙ্গে কিছুটা খোলাখুলি কথা বলব, এখনই—মানে যাওয়ার আগে। যদি চান, সবাই না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব, তাছাড়া, আমার আর কোন যাওয়ার জায়গাও নেই। এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছি যে, শুতে পারিনি। তাছাড়া, যদিও এ ব্যাপারে আপনার কিছুই করার নেই, তবু সোজাসুজি বলছি, আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এসেছি। আপনি অদ্ভুত লোক—মানে, প্রতি মুহূর্তে মিথ্যে বলেন না, সম্ভবতঃ আদৌ বলেনই না। এ ব্যাপারে আমার একজন বন্ধু ও উপদেষ্টার দরকার; কারণ, নিঃসন্দেহে এখন আমি হতভাগ্য লোক...'

সে আবার হাসল।

মিশকিন একটু ভেবে বলল, 'মুস্কিল হল, ওরা যাওয়া পযন্ত আপনি অপেক্ষা করতে চান, কিন্তু সেটা কখন হবে ঈশ্বরই জানেন। এখন একটু পার্কে গেলে ভাল হয় না কি? ওরা নিশ্চয়ই আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আমি ওদের কাছে মাফ চেয়ে নেব।'

'না, না! আমরা যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আলাদা বেড়াতে যাব না, সেটা ওদের বুঝতে দিতে চাই। অনেকে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে খুব কৌতূহলী। সেটা কি আপনি জানেন না, প্রিন্স? কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নেই, বরং আমাদের খুব বন্ধুত্ব, সেটা ওরা দেখলে অনেক ভাল হয়। বুঝেছেন? ওরা আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই চলে যাবে; তাই আমায় বিশ মিনিট বা আধঘণ্টা সময় দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।'

'আপনাকে সবদাই স্বাগত জানাচ্ছি। অকারণেই আপনার সঙ্গে দেখা হলে আমি আনন্দিত। আমাদের বন্ধুত্ব সম্বন্ধে মিষ্টি কথার জন্য ধন্যবাদ। আজ অমনোযোগী হওয়ার জন্য আমায় ক্ষমা করুন, এই মুহূর্তে কোন কারণে মন দিতে পারছি না।'

ইয়েভগেনি মৃদু হেসে বলল, 'বুঝেছি, বুঝেছি।'

আজ সন্ধ্যায় সে সব ব্যাপারে হাসতে প্রস্তুত।

মিশকিন চমকে উঠল, 'কি বুঝেছেন?'

ইয়েভগেনি এখনো হাসতে হাসতে সোজা জবাব না দিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনার সন্দেহ হয়নি যে, আমি শুধু আপনার কাছে কিছু কথা জানতে এসেছি?'

মিশকিনও হেসে বলল, 'আপনি যে কিছু জানতে এসেছেন, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই; হয়ত আমাকে একটু ঠকাবার কথাও ভেবেছেন। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? আপনাকে আমি ভয় পাই না। তাছাড়া, কোন কারণে আমার এখন ওতে আগ্রহ নেই। বিশ্বাস করবেন? আর...আর যেহেতু আমার দৃঢ় ধারণা যে, আপনি চমৎকার লোক, অতএব শেষে হয়ত সত্যিই আমাদের বন্ধুত্ব হবে। আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে। আমার মতে, আপনি...একজন খাঁটি ভদ্রলোক।'

ইয়েভগেনি শেষে বলল, 'যাক. যে কোন বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনাই খুব আনন্দদায়ক। আসুন, আপনার মঙ্গল কামনায় এক গ্লাস মদ খাই। আপনার কাছে এসেছি বলে আমি খুব খুশী। বাঃ!' হঠাৎ সে থেমে গেল। 'ঐ মিঃ

ইপ্পোলিৎ আপনার কাছে থাকতে এসেছেন, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'উনি বোধ হয় এখনি মারা যাচ্ছেন না ?'

'এ কথা কেন বলছেন ?'

'না, কিছু না ! ওর সঙ্গে এখানে আধঘণ্ট কাটালাম '

মিশকিন আর ইয়েভগেনি যখন আলাদা কথা বলছে, তখন ইপ্পোলিৎ অপেক্ষা করতে করতে ইয়েভগেনিকে লক্ষ্য করল। ওরা টেবলের কাছে আসতে সে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার মনে অস্বস্তি আর উত্তেজনা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তার জ্বলজ্বলে চোখে একটা আবছা অধীরতা আর অবিরাম অস্বস্তি। চোখ দুটো সব জিনিষ সবার মুখের ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকলের হৈ-চৈ-তে অংশ নিলেও তার উত্তেজনাটা মূলতঃ অসুস্থতার জন্যই, সে নিজে কথাবার্তায় খুব কমই কান দিচ্ছে। তার যুক্তি অসংলগ্ন, ব্যঙ্গাত্মক আর পরস্পরবিরোধী। কথার মাঝে থেমে যাচ্ছে, উত্তেজনায় যা বলছে, তা আর শেষ করছে না। বিস্ময় ও ...ব সঙ্গে মিশকিন জানল, আজ সন্ধ্যায় ইপ্পোলিৎকে বিনা বাধায় দু গ্লাস শ্যাম্পেন খেতে দেওয়া হয়েছে এবং তার সামনের খালি গ্লাসটা হচ্ছে তৃতীয়। সে এখনই জানল; আগে সে এমন খেয়াল করেনি।

ইপ্পোলিৎ বলল, আজ আপনার জন্মদিন বলে আমি খুব খুশী, জানেন ?'

'কেন ?'

'দেখবেন, তাড়াতাড়ি বসুন। প্রথমতঃ আপনার লোকজন সবাই আজ এখানে এসেছে। আমিও ভেবেছিলাম অনেকেই আসবে। জীবনে এই প্রথম আমার ধারণা ঠিক হল। বড় দুঃখের কথা যে জানতাম না আজ আপনার জন্মদিন। তা হলে একটা উপহার আনতাম ... ! তবে উপহার একটা বোধহয় এনেছি। দিনের আলো ফুটতে কি দেরী আছে ?'

ভিৎসিন ঘড়ি দেখে বলল, সূর্য উঠবার আর দু ঘণ্টাও নেই।'

কে একজন বলল, 'দিনের আলোর কি দরকার, এমনিই তো বাইরে পড়া যাচ্ছে।'

'আমি সূর্যোদয় দেখতে চাই প্রিন্স, সূর্যের নামে কি আমরা স্বাস্থ্য পান করতে পারি ? আপনার কি মনে হয় ?'

ইপ্পোলিৎ হঠাৎ এমনভাবে কথা বলল, যেন হুকুম দিচ্ছে। কিন্তু আসলে তার নিজের কোন বোধশক্তিই নেই।

যদি চাও, করতে পার। তবে তোমার আরো চুপচাপ থাকা উচিত নয় কি ?'

'আপনি সবদা ঘুমের জন্য ব্যস্ত। আপনি আমার নার্স হতে পারেন, প্রিন্স। যেই সূর্য ওঠার "প্রতিধ্বনি" আকাশে বাজবে। ('সূর্য আকাশে প্রতিধ্বনিত হল' কবিতাটা কে লিখেছিল ? কথাটা অর্থহীন, কিন্তু সুন্দর।) তখনই আমরা শুতে যাব। লেবেদিয়েভ, সূর্যই জীবনের উৎস, তাই না ? বাইবেলে "জীবনের উৎস"-র অর্থ কি ? প্রিন্স, 'ওয়ার্মউড" নামে নক্ষত্রের কথা শুনেছেন ?

'আমি শুনেছি ইউরোপে ছড়ানো জালের মত রেলপথের সঙ্গে লেবেদিয়েভ 'ওয়ার্মউড নক্ষত্রের ' তুলনা করেছে।'

না, মাফ করুন, ওটা চলবে না।' লেবেদিয়েভ লাফিয়ে উঠে হাত নাড়ল,

যেন সকলের হাসি থামাবার চেষ্টা করছে সে। 'মাফ করুন। এই সব ভদ্রলোকরা এই সব ভদ্রলোকরা'—সে হঠাৎ মিশকিনের দিকে ফিরে বলল, 'কয়েকটা দিক থেকে ব্যাপারটা হল এই—'

সে দুবার টেবল চাপড়ালো, তাতে সকলে আরো হাসতে লাগল।

লেবেদিয়েভ প্রাত্যহিক 'সান্ধ্য' অবস্থাতে থাকলেও এখন দীর্ঘ গম্ভীর আলোচনার ফলে বেশী উত্তেজিত ও বিরক্ত, এরকম ক্ষেত্রে সে খোলাখুলিভাবে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে।

'এটা ঠিক নয়। প্রিন্স, আধঘণ্টা আগে আমরা ঠিক করেছিলাম, কেউ যখন কথা বলবে, তখন বাধা দেওয়া বা হাসা হবে না, তাঁকে কথা বলার স্বাধীনতা দেওয়া হবে, তারপর নাস্তিকরা ইচ্ছে করলে তার জবাব দিক। আমরা জেনারেলকে সভাপতি ঠিক করেছিলাম। না হলে, যে কোন লোকের মহান, গভীর ধারণাকে খারিজ করা যায়—'

'বলুন, বলুন, কেউ আপনাকে থামাচ্ছে না।' সবাই চেঁচিয়ে উঠল।

'বলুন, কিন্তু বাজে কথা নয়।'

কে একজন বলল, 'ওয়র্মউড নক্ষত্রটা কি?'

জেনারেল ইভোলজিন সভাপতিরূপে বেশ গম্ভীর মুখে আগের জায়গায় ফিরে এসে বললেন, 'আমার এতটুকুও ধারণা নেই।'

ইতিমধ্যে কেলার নিজের চেয়ারে অসহিষ্ণুতা ও উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে বলল, 'প্রিন্স, এই সব তর্কাতর্কি আমার খুব ভাল লাগে—অবশ্য গভীর বিষয় হলে তবেই।' তারপর হঠাৎ ইয়েভগেনির উদ্দেশ্যে বলল, 'গভীর এবং রাজনৈতিক বিষয়বস্তু।' ইয়েভগেনি প্রায় তার পাশেই বসে আছে। জানেন, খবরের কাগজে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের খবর পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। ওরা যা আলোচনা করে, সেটার কথা বলছি না (জানেনই তো, আমি রাজনীতিবিদ নই) বলছি ওদের কথাবার্তা, রাজনৈতিক আচরণ ইত্যাদি ভাল লাগে। যেমন, ''উল্টোদিকে বসা মাননীয় ভাইকাউন্ট,'' ''যে মাননীয় আর্ল আমার মত সমর্থন করেন,'' ''আমার মাননীয় প্রতিপক্ষ তাঁর প্রস্তাবে ইউরোপকে চমৎকৃত করেছেন''— এই সব কথাবার্তা। স্বাধীন জনগণের এই সব সাংবাদিকতা আমাদের মত লোকের খুবই ভাল লাগে। প্রিন্স, আমি মুগ্ধ। মনের গভীরে আমি সর্বদা শিল্পী, সত্যি বলছি ইয়েভগেনি পাভলোভিচ।'

আরেক কোণ থেকে গানিয়া উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি যা বলছ তাতে মনে হয়, রেলপথ অভিশাপ, এটা মানবজাতিকে ধ্বংস করেছে, ''জীবনের উৎস''কে দূষিত করার জন্য পৃথিবীতে যমদূতের মত নেমে এসেছে।'

আজ সন্ধ্যায় গাভ্রিলা বিশেষ উত্তেজনা ও আনন্দ বোধ করছে বলে মিশকিনের মনে হল। অবশ্য সে ঠাট্টা করে লেবেদিয়েভকে তাতিয়ে তুলছে; তবে একটু পরেই আবার নিজেকে সামলে নিল।

লেবেদিয়েভ একই সঙ্গে ক্রোধ ও আনন্দ মিশিয়ে জবাব দিল, 'না, রেলপথ নয়। শুধু রেলপথই ''জীবনের উৎস''কে দূষিত করছে না, সবকিছুই অভিশপ্ত, সাধারণভাবে গত কয়েক শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব প্রবণতাই বোধহয় অভিশপ্ত।

ইয়েভগেনি প্রশ্ন করল, 'অবশ্যই অভিশপ্ত না, সম্ভবতঃ? এটা জানা দরকার।'

লেবেদিয়েভ উত্তেজিতভাবেই বলল, 'অভিশপ্ত, অভিশপ্ত, অবশ্যই অভিশপ্ত।'

তিৎসিন মৃদু হেসে বলল, 'তাড়াহুড়ো কোরো না, লেবেদিয়েভ ; তুমি আজ অনেক মিইয়ে আছ।'

লেবেদিয়েভ উত্তেজিত হয়ে তার দিকে ফিরে বলল, 'কিন্তু সন্ধে বেলায় আমি আরো জোরদার! আরো খুশী, আরো খোলামেলা, সৎ এবং মর্যাদাপূর্ণ। আমি যদিও আমার দুর্বলতা প্রকাশ করছি, তবু কিছু যায় আসে না। এখন আপনাদের সকলকে চ্যালেঞ্জ করছি। বিজ্ঞান, শিল্প সহযোগিতা, শ্রমিক-মজুরি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রের লোকেরা কি দিয়ে পৃথিবীকে বাঁচাবেন, কোথায় পৃথিবীর প্রগতির স্বাভাবিক পথ খুঁজে পাবেন? কি দিয়ে? কৃতিত্ব দিয়ে? কোন্ কৃতিত্ব? কৃতিত্ব আপনাদের কোথায় নিয়ে যাবে?'

ইয়েভগেনি বলল, 'আঃ। তুমি কৌতূহলী।'

'আমার মত হল, এসব বিষয়ে যাদের কৌতূহল নেই, তারা ফুলবাবু।'

তিৎসিন বলল, 'কিন্তু তাতে তো অন্তত দৃঢ়তা এবং আগ্রহের সামঞ্জস্য দেখা যায়।'

'ব্যস! ব্যস! ব্যক্তিগত অহঙ্কার আর বাস্তব প্রয়োজনের তৃপ্তি ছাড়া কোন নৈতিক ভিত্তি নেই! প্রয়োজন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বশান্তি, বিশ্বসুখ। আপনার কথা যে ঠিক বুঝেছি, সেটা কি বলতে পারি?'

গানিয়া খুব উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কিন্তু বেঁচে থাকা, খাওয়ার সর্বজনীন প্রয়োজন এবং স্বার্থের দৃঢ়তা ছাড়া এসব প্রয়োজন মেটে না, এই সম্পূর্ণ, বিজ্ঞানসম্মত বিশ্বাসই আমার মনে হয় ভবিষ্যৎ যুগের "জীবন-উৎস" ও ভিত্তি হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট জোরালো ভাবনা।'

'খাওয়া আর ফুর্তি করার প্রয়োজনটা হল শুধু আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি—'

'কিন্তু এই আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিটা কি যথেষ্ট নয়? এই প্রবৃত্তিই তো মানুষের প্রকৃতি—'

'কে বলেছে?' ইয়েভগেনি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। 'এটা একটা নিয়ম বটে ; তবে ধ্বংসের নিয়ম বা আত্মহত্যার নিয়মের চেয়ে এটা বেশী স্বাভাবিক নয় : আত্মরক্ষাই কি মানবজাতির সবচেয়ে স্বাভাবিক নিয়ম?'

'আ-হা।' ইপ্পোলিৎ ইয়েভগেনির দিকে চট করে ফিরে তাকে উদগ্র কৌতূহল নিয়ে দেখতে লাগল। ইয়েভগেনিকে হাসতে দেখে সে-ও হেসে পাশে দাঁড়ানো কোলিয়ার গায়ে ধাক্কা দিল, কটা বেজেছে আবার জানতে চাইল এবং কোলিয়ার রূপোর ঘড়িটা নিয়ে নিজেই সাগ্রহে দেখতে লাগল। তারপর যেন সবকিছু ভুলে গিয়ে সোফায় টান হয়ে শুয়ে মাথার নীচে হাত দিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল, আধমিনিট পরে আবার উঠে বসে দারুণ উত্তেজিত লেবেদিয়েভের বকবকানি শুনতে লাগল।

'চতুর, তীব্র মন্তব্য, ছুঁচের মত!' লেবেদিয়েভ ইয়েভগেনির পরস্পরবিরোধী মন্তব্য বুঝতে পেরেছে। 'প্রতিপক্ষকে উস্কে তোলার জন্য বলা হয়েছে—কিন্তু কথাটা ঠিক। আপনার মত বিশ্ববিদ্বেষী অফিসার নিজেই জানেন না, আপনার ধারণাটা কত গভীর আর যথার্থ। হ্যাঁ, মশাই, আত্মবিলোপ ও আত্মরক্ষার নিয়ম মানুষের মধ্যে সমান জোরালো। আমাদের অজানা এক সময়সীমা পর্যন্ত মানুষের ওপরে

শয়তানেরও সমান অধিকার। হাসছেন? শয়তানে বিশ্বাস করেন না? শয়তানে অবিশ্বাস ফরাসী ধারণা, অগভীর চিন্তা। জানেন, শয়তান কে? তার নাম জানেন? তার নাম পর্যন্ত জানেন না, অথচ ভোলতেয়ারকে নকল করে তার চেহারা, খুর, লেজ, শিং দেখে হাসছেন। ওগুলো আপনারই আবিষ্কার। দুষ্টাত্মা শক্তিশালী, ভয়ঙ্কর, কিন্তু আপনার কল্পনা মত তার খুর আর শিং নেই। তবে তার কথা এখন আলোচনা হচ্ছে না।'

ইপ্পোলিৎ হঠাৎ পাগলের মত হেসে চেঁচিয়ে বলল, 'কি করে জানলেন যে তার কথা আলোচনা হচ্ছে না।'

লেবেদিয়েভ সম্মতি জানাল, 'বুদ্ধিমানের মত কথা! তবুও, ও নিয়ে এখন তর্ক নয়। আমাদের প্রশ্ন হল, "জীবন-উৎস" শুকিয়ে গেছে কিনা, যেদিন থেকে—'

কোলিয়া বলল, 'রেলপথ বেড়েছে?'

'রেল যোগাযোগ নয় হে, উৎসাহী ছোকরা, আসলে রেলপথ থেকে যেসব প্রবণতা দেখা দেয়,—যেমন শিল্পীসুলভ চিত্রধর্ম। ওরা বলে মানুষের সুখের জন্য ওরা হৈ-চৈ করতে ব্যস্ত। একজন ভাবুক, যিনি সর্বদা মানুষকে দেখছেন, তিনি গর্বের সুরে বলেন, 'মানুষ বড় বেশী ব্যবসায়িক হয়ে পড়েছে, আধ্যাত্মিক শান্তি খুব কমে গেছে,' তারপর দম্ভের ঔদ্ধত্য নিয়ে চলে যান। কিন্তু আমি নীচ হলেও মানুষের খাদ্য জোগানো রেলগাড়ীতে বিশ্বাসী নই। কারণ যারা খাদ্য নিয়ে আসে, তারা কোন নৈতিক ভিত্তি ছাড়াই শান্তভাবে বহু মানুষকে সেই খাদ্য উপভোগে বাধা দিতে পারে; ইতিমধ্যে তা ঘটছেও—'

কে যেন পুনরাবৃত্তি করল, 'রেলগাড়ি শান্তভাবে বাধা দিতে পারে?'

'দিয়েছেও তাই,' লেবেদিয়েভ পুনরাবৃত্তি করল প্রশ্নটা না শুনেই। ইতিমধ্যেই আমরা মানবতার বন্ধু ম্যালথসকে পেয়েছি। কিন্তু দুর্বল নীতিবোধযুক্ত বন্ধু মানবতার সংহারক, তার গর্বের কথা তো বলারই নয়, কারণ, মানুষের এইসব অসংখ্য বন্ধুর একজনেরও গর্বে যদি আঘাত দাও, তাহলে সে তুচ্ছ প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সারা পৃথিবী জ্বালিয়ে দিতে পারে—আমাদের মতই; যেমন আমি, সবচেয়ে হীন, আমিও হয়ত প্রথম আগুন লাগিয়ে পালাতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন তা নয়।'

'প্রশ্নটা তাহলে কি?'

'আপনার কথা একঘেয়ে লাগছে।'

'আসল তর্কটা হল অতীতের একটা গল্প নিয়ে। আপনাদের অতীতের একটা গল্প বলতেই হবে। আমাদের যুগে, আমাদের দেশে যে দেশকে, আমার বিশ্বাস আপনারা আমার মতই ভালবাসেন, কারণ তারজন্য আমি আমার শেষ রক্ত বিন্দু দিতেও প্রস্তুত—'

'বলে যান, বলে যান!'

'আমাদের দেশে এবং ইউরোপের বাকী জায়গায়, বিশাল ও ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যতদূর দেখা গেছে এবং যতদূর মনে করতে পারি, এক শতাব্দীতে চারবারের বেশী নয়—অর্থাৎ, পঁচিশ বছর অন্তর একবার। সঠিক সময় নিয়ে তর্ক করব না, তবে তুলনামূলকভাবে অনেক কম।'

'কিসের তুলনায়?'

'দ্বাদশ শতাব্দীর তুলনায়। কারণ তখন, লেখকরা লিখেছেন, সাধারণতঃ

বিরাট দুর্ভিক্ষ হত প্রতি দুবছর অন্তর বা অন্তত তিন বছর অন্তর। সে অবস্থায় মানুষকে মানুষের মাংস পর্যন্ত খেতে হত; অবশ্য ব্যাপারটা তারা লুকিয়ে রাখত। এইরকম একজন নরমাংসভোজী লোক স্বেচ্ছায় বৃদ্ধবয়সে বলেছিল যে, তার দীর্ঘ, অভাবী জীবনে সে অতি গোপনে ষাটজন সন্ন্যাসী এবং কয়েকটি শিশুকে মেরে খেয়েছে। বাচ্চারা সংখ্যায় মাত্র ছটি, তার বেশী নয়। যে পরিমাণ সন্ন্যাসী সে খেয়েছে, তার তুলনায় এটা খুবই কম। দেখা গেল, সাধারণ বয়স্ক লোক সে কখনো খায়নি।'

সভাপতি জেনারেল রেগে গিয়ে বললেন, 'এ সত্য হতে পারে না! মশাইরা, আমি ওর সঙ্গে প্রায়ই এসব বিষয়ে তর্ক করি; কিন্তু ও সাধারণতঃ এমন আজগুবি, অবিশ্বাস্য সব গল্প বলে যে, রাগে কান জ্বালা করে।'

'জেনারেল, কার্স অবরোধের ঘটনা মনে করুন। আপনাদের বলছি, আমার গল্প খাঁটি সত্য। আমি শুধু বলব যে, প্রতিটি সত্য অপরিবর্তনীয় হলেও অনেক সময়েই তা বিশ্বাস করা কঠিন হয়; মাঝে মাঝে যতটা বাস্তব হয়, ততই আবার অবাস্তবও হয়ে ওঠে।'

সবাই হেসে বলল, 'কিন্তু একটা লোক কি ষাটটা সন্ন্যাসী খেতে পারে?'

'বোঝা যাচ্ছে, সে সব একবারে খায়নি। কিন্তু পনেরো বা কুড়ি বছরে খেলেও সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—'

'স্বাভাবিক?'

'হ্যাঁ, স্বাভাবিক।' লেবেদিয়েভ নিজের মত পুনরাবৃত্তি করল। 'তাছাড়া, ক্যাথলিক সন্ন্যাসীরা স্বভাবতঃই সহজে বিশ্বাস করে এবং কৌতূহলী হয়; তাদেরকে ভুলিয়ে জঙ্গলে বা কোন গোপন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ওরকম কিছু করা কঠিন নয়। তবে আমি অস্বীকার করছি না যে, নিহত লোকের সংখ্যা অনেকটা পেটুক লোকের খাওয়ার মত অতিরঞ্জিত মনে হচ্ছে।'

মিশকিন হঠাৎ বলল, 'সত্যি হতেও পারে।'

এতক্ষণ সে সকলের কথা নীরবে শুনছিল, কথাবার্তায় অংশ নেয়নি, শুধু প্রবল হাসিতে সানন্দে যোগ দিচ্ছিল। যদিও সবাই খুব মদ খাচ্ছে। তবু সকলে এত হৈ চৈ করায় সে খুব খুশী হয়েছে; পুরো সময়টাই হয়ত সে কোনো কথা বলত না, কিন্তু হঠাৎ যেন তার কথা বলতে ইচ্ছে হল। সে খুব গম্ভীর হয়ে কথা বলতে লাগল, সুতরাং সকলে সাগ্রহে তার দিকে তাকাল।

'আমি বলতে চাই, দুর্ভিক্ষ আগে ঘন ঘন হত। ইতিহাস খুব সামান্য জানলেও একথা আমি শুনেছি। আমারও মনে হয়, নিশ্চয়ই তাই হয়েছে। সুইস পাহাড়ে থাকার সময়ে আমি সামন্ত প্রাসাদের ধ্বংস দেখে অবাক হয়েছি! সেগুলো অন্তত আধ মাইল উঁচু পাহাড়ের ঢালের ওপরে তৈরী (অর্থাৎ পার্বত্য পথে বেশ কয়েক মাইল)। আপনারা জানেন, প্রাসাদ কি রকম হয়: পাথরের স্তূপ। ওগুলো তৈরী করতে নিশ্চয়ই অবিশ্বাস্য পরিশ্রম করতে হয়েছিল। নিশ্চয়ই গরীব লোক, দাসরা ওগুলো করেছিল। তাছাড়া, তাদের সবরকম কর দিতে হত এবং পুরোহিতদের খরচ জোগাতে হত। তাহলে কিভাবে তারা নিজেদের খরচ চালাত, এবং জমি চষত? তখন তাদের সংখ্যা কম ছিল। তারা দুর্ভিক্ষে শোচনীয়ভাবে মারা পড়েছিল; হয়ত কোন খাদ্যই ছিল না। আমি মাঝে মাঝে ভেবেছি,

মানুষ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি কেন ; তাদের কিছুই হল না কেন ? কি করে তারা সব সয়ে টিঁকে রইল ? লেবেদিয়েভ ঠিকই বলেছে যে তারা মানুষের মাংস খেত। হয়ত তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল মনুষ্য মাংসভোজী। শুধু বুঝতে পারছি না, ও কেন গল্পে সন্ন্যাসীদের কথা বলল। এ থেকে ও কি বোঝাতে চাইছে ?'

গ্যাভ্রিল বলল, 'কারণ দ্বাদশ শতাব্দীতে বোধ হয় সন্ন্যাসীরাই শুধু খাওয়ার যোগ্য ছিল, কেননা তারাই তখন একমাত্র মোটা হত।'

লেবেদিয়েভ চেঁচিয়ে বলল, 'চমৎকার. খাঁটি কথা—সে সাধারণ লোককে ছোঁয়নি—ষাটজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে একজনও সাধারণ লোক ছিল না ; চিন্তাটা ভয়ঙ্কর, ঐতিহাসিক, সংখ্যাতাত্ত্বিক চিন্তা ; এসব তথ্য সমঝদারের জন্য ইতিহাস তৈরী করে। কারণ গাণিতিক হিসেবে দেখা যায় যে, সে যুগে সকলের চেয়ে অন্তত ষাটগুণ বেশী আরামে সন্ন্যাসীরা থাকত। সম্ভবতঃ তারা ষাটগুণ বেশী মোটা হত—'

সবাই হেসে উঠল, 'অতিরঞ্জিত ! অতিরঞ্জিত, লেবেদিয়েভ !'

'স্বীকার করছি, এটা ঐতিহাসিক চিন্তা ; কিন্তু তুমি কি করতে চাও ?' মিশকিন আবার প্রশ্ন করল। সে এত গম্ভীরভাবে, লেবেদিয়েভকে এতটুকুও ঠাট্টা না করে বলল যে তাতে সবাই হাসতে লাগল। লেবেদিয়েভের কথার ভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে মিশকিনের কথায় সবাই না হেসে পারল না। সবাই তাকে প্রায় ঠাট্টা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু মিশকিন সেটা লক্ষ্য করল না।

ইয়েভগেনি ঝুঁকে পড়ে বলল, 'প্রিন্স, দেখছেন না, ও পাগল ? আমি এক্ষুনি এখানে শুনেছি, ও উকিল হওয়া আর উকিলদের মত বক্তৃতা দেওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। ও আইন পরীক্ষা দিতে চায়। আমি চমৎকার প্রহসন দেখার জন্য অপেক্ষা করছি।'

লেবেদিয়েভ আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি বিরাট বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। কিন্তু প্রথমে অপরাধীর মানসিক ও আইনগত অবস্থা বিশ্লেষণ করা যাক। আমরা দেখছি যে, অপরাধী, বরং বলি, আমার মক্কেল, অন্য কোন কাজ না পাওয়া সত্ত্বেও তার মজার জীবনে অনেকবার পাদ্রীর কাজের জন্য অনুতাপ করা আর কাজ ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। ঘটনা থেকে এটা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। স্মরণীয় যে, সে পাঁচ-ছটা বাচ্চা খেয়েছে—তুলনামূলকভাবে এ সংখ্যা তুচ্ছ, তবু আরেক দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। স্পষ্টতঃ, বিবেকের প্রচণ্ড তাড়নায় (কারণ আমার মক্কেল ধার্মিক ও বিবেকবান, সেটা পরে প্রমাণ করব), যতদূর সম্ভব তার অন্যায় কমাবার জন্য সে পরীক্ষামূলকভাবে খাদ্যকে পাদ্রী থেকে শিশুতে বদলে নিল। এটা যে পরীক্ষামূলক, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, খাদ্য-বৈচিত্রই কারণ হলে, এ সংখ্যা খুবই তুচ্ছ। কিন্তু এটা কেন ? যদি শুধু হতাশার কারণে এবং গীর্জাকে অপমানিত করার ভয়ে হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটার উদ্দেশ্য সহজেই বোঝা যায় ; কারণ, বিবেকের জ্বালা মেটাতে ছটি প্রচেষ্টা যথেষ্টেরও বেশী। কেননা এসব প্রচেষ্টা অসফল না হয়ে পারে না। প্রথমতঃ, আমার মতে শিশু অতি ছোট—মানে, পরিমাণ যথেষ্ট নয়,—অতএব একজন সন্ন্যাসীর মত সমান পরিমাণের জন্য তিনটি বা পাঁচটি শিশু দরকার। সুতরাং একদিকে অন্যায় কম হলেও অন্যদিকে বেশী হবে—গুণগত নয়, পরিমাণগত। এই চিন্তার মাধ্যমে আমি দ্বাদশ

শতাব্দীর এক অপরাধীর অনুভূতিতে প্রবেশ করছি। উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ হিসেবে আমার অন্য রকম যুক্তি দেখানো উচিত ছিল। অতএব মশাইরা হাসবেন না; জেনারেল, আপনার এটা শোভা পায় না। দ্বিতীয়তঃ, আমার মতে, শিশু যথেষ্ট পুষ্টিকর নয় এবং অতিরিক্ত মিষ্টি; অতএব তার খিদে মিটবে না, ওদিকে বিবেকের জ্বালাও যাবে না। সব শেষে সেই যুগ ও এই যুগের বৃহত্তম সমস্যার মীমাংসা। অপরাধী শেষে পাদ্রীর কাছে গিয়ে নিজের বিরুদ্ধে খবর দিয়ে নিজেকে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিল। লোকে ভাবছে কোন কষ্টে পীড়িত হয়ে সে আত্মসমর্পণ করেছে। কেন ষাটজনকে খাওয়ার পর মৃত্যুদিন পর্যন্ত সে সেকথা গোপন করে রাখল না? কেন কোন মঠে যোগ দিল না? এখানেই রয়েছে সমাধান। নিশ্চয়ই ফাঁসি আর আগুন; কুড়ি বছরের অভ্যাসের চেয়েও জোরালো কিছু আছে। যে কোন কষ্ট, দুর্ভিক্ষ, অত্যাচার, বিপদ কুষ্ঠরোগ ইত্যাদির চেয়েও জোরালো কোন চিন্তা আছে নিশ্চয়ই, না হলে মানুষ এ কষ্ট সহ্য করতে পারত না। এই চিন্তাই মানুষকে বেঁধে রেখেছে, তাদের হৃদয়কে পথ দেখাচ্ছে আর "জীবনের উৎস"কে সজীব রেখেছে। আমাদের এই দোষের এবং রেলপথের যুগে এরকম জোরালো কিছু দেখান—আমার বলা উচিত ছিল স্টিমার আর রেলপথ, কিন্তু বলছি দোষ আর রেলপথ, কারণ মাতাল হলেও আমি সত্যবাদী। সে যুগের যা শক্তি ছিল, সেরকম কোন শক্তি দেখান যা এখন মানুষকে একসঙ্গে বেঁধে রেখেছে। আমাকে বলুন, 'নক্ষত্রের" নীচে, যে জালে মানুষ বাঁধা, তার নীচে 'জীবনের উৎস'' দুর্বল হয়ে যায়নি। আমাকে আপনাদের ঐশ্বর্য সম্পদ, দুর্ভিক্ষের অভাব এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুতভাব ভয় দেখাবেন না, সম্পদ আরো বেড়েছে, কিন্তু শক্তি কমেছে। এখন কোন একতা নেই; সব মিইয়ে গেছে, পঙ্গু হয়ে গেছে, আজ প্রত্যেকে পঙ্গু। আমরা সবাই পঙ্গু হয়ে গেছি তবে যথেষ্ট হয়েছে। এখন প্রশ্নটা তা নয়। মাননীয় প্রিন্স, প্রশ্নটা হল, অতিথিদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা কি হল দেখব কি না।

লেবেদিয়েভের অনেক শ্রোতা বেশ বিরক্ত হল। (লক্ষণীয় যে, সর্বক্ষণ অবিরাম কর্ক খোলা চলেছে। কিন্তু খাবার সম্বন্ধে তার অপ্রত্যাশিত উল্লেখ সবাইকে ঠাণ্ডা করে দিল। সে বলল, এই উপসংহার, 'সপ্রতিভ, উকিলের মত চতুর।' খুশীর হাসি আবার শোনা গেল, অতিথিরা আরো উচ্ছল হয়ে একটু পা ছড়িয়ে বারান্দায় বেড়াবার জন্য উঠে পড়ল। শুধু কেলার এখনো লেবেদিয়েভের বক্তৃতায় অসন্তুষ্ট, বেশ উত্তেজিত।

সে চেঁচিয়ে সকলকে বলল, 'ও শিক্ষাকে আক্রমণ করছে, দ্বাদশ শতাব্দীর গোঁড়ামিকে সমর্থন করছে। ও ধূর্ত, এটা ওর সরলতা নয়। জানতে পারি কি, ও কি করে এ বাড়ীটা পেল?'

জেনারেল আরেক কোণে আরেক শ্রোতাকে বললেন, 'আমি বাইবেলের একজন খাঁটি ভাষ্যকারকে চিনতাম।' শ্রোতাদের মধ্যে তিৎসিন রয়েছে, তাকে তিনি বললেন, 'স্বর্গত গ্রিগোরি সেমিয়োনোভিচ বুর্মিস্ত্রোভ। তিনি তোমাদের উদ্দীপ্ত করতে পারতেন। প্রথমে তিনি চশমা পরে কালো চামড়ায় বাঁধানো একটা বড় পুরনো বই খুলতেন। তাঁর দাড়ি রূপোলী, প্রবল বদান্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ গায়ে দুটো মেডেল লাগানো। তিনি গম্ভীরভাবে পড়া শুরু করতেন। জেনারেলরা তাকে প্রণাম করতেন, মহিলারা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তেন। কিন্তু এ লোকটা খাবারের

কথা দিয়ে শেষ করে। এটা অভূতপূর্ব।'

তিৎসিন জেনারেলের কথা শুনে মৃদু হেসে টুপির দিকে হাত বাড়াল, যেন চ'লে যাবে, কিন্তু দ্বিধান্বিত ভাব দেখে মনে হচ্ছে সে যাওয়ার কথা ভুলে গেছে। পানিয়া মদ খাওয়া থামিয়ে অন্যরা উঠবার আগেই গ্লাসটা ঠেলে সরিয়ে দিল। তার মুখে কালো ছায়া দেখা দিয়েছে। টেবল থেকে উঠে সে রোগোজিনের পাশে গিয়ে বসল। মনে হয় ওদের সম্পর্ক সৌহার্দ্যের। রোগোজিন প্রথমে অনেকবার উঠে পালাতে চেয়েছিল, এখন চুপ করে মাথা নুইয়ে বসে আছে। সে যেন তার কাজের কথা ভুলে গেছে। সারা সন্ধ্যে এক ফোঁটা মদও খায়নি, খুব চিন্তিত। মাঝে মাঝে চোখ তুলে সকলকে দেখছে। মনে হয় যেন বেশ জরুরী কিছুর প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে চায়।

মিশকিন দু-তিন গ্লাসের বেশী খায়নি, তার মেজাজ ভাল। চেয়ার ছেড়ে উঠতেই তার ইয়েভগেনির সঙ্গে চোখোচোখি হল। মনে পড়ল, তাদের মধ্যে কথা আছে; সে সহৃদয়ভাবে হাসল। ইয়েভগেনি ইসারায় ইপ্পোলিৎকে দেখাল. এতক্ষণ সে একদৃষ্টে তাকে দেখছিল। ইপ্পোলিৎ লম্বা হয়ে সোফায় ঘুমোচ্ছে।

'প্রিন্স, বলুন তো; এই হতভাগা ছেলেটা কেন আপনার ঘাড়ে চেপেছে?' তার কথায় স্পষ্ট বিরক্তি, এমন কি ঈর্ষা। মিশকিন অবাক হল। 'বাজী ধরতে পারি, ওর কোন বদ মতলব আছে!'

মিশকিন বলল, 'লক্ষ্য করেছি, ওকে নিয়ে আজ আপনি খুব ভাবছেন, তাই না?'

'বলতে পারেন, বর্তমান অবস্থায় আমার অনেক কিছু ভাবার আছে. সুতরাং সারা সন্ধ্যে এই বিশ্রী মুখটা ভুলতে না পারার জন্য আমি নিজেই বিস্মিত।'

'ওর মুখ সুশ্রী—'

'দেখুন, দেখুন!' ইয়েভগেনি মিশকিনের হাতটা চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল; 'দেখুন!'

মিশকিন আবার অবাক হয়ে ইয়েভগেনির দিকে তাকাল।

॥ পাঁচ ॥

ইপ্পোলিৎ লেবেদিয়েভের বক্তৃতার শেষ দিকে হঠাৎ সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, এখন অকস্মাৎ জেগে উঠল, যেন কেউ তার পাঁজরে খোঁচা দিয়েছে।

চমকে উঠে বসে চারদিকে তাকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল, যেন ভয় পেয়ে আশে-পাশে দেখছে। সব মনে পড়ায় তার মুখে ভীতির চাহনি ফুটে উঠল।

'কি, ওরা চলে যাচ্ছে? হয়ে গেছে? সব হয়ে গেছে? সূর্য উঠেছে?' মিশকিনের হাতটা আঁকড়ে ধরে সে প্রশ্ন করতে লাগল। 'কটা বেজেছে? দোহাই, বলুন, কটা বেজেছে? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি কি?' সে মরিয়া হয়ে উঠেছে; যেন এমন কিছু হারিয়েছে যার ওপরে তার সমস্ত ভাগ্য নির্ভর করছে।

ইয়েভগেনি বলল, 'তুমি সাত-আট মিনিট ঘুমিয়েছিলে।'

ইপ্পোলিৎ তার দিকে তাকিয়ে একটু ভাবল।

'ও:—ঠিক আছে! তাহলে আমি—'

সে গভীর আগ্রহে শ্বাস নিল, যেন একটা ভারমুক্ত হল। শেষে বুঝল কিছুই

'ফুরিয়ে যায়নি।' এখনো দিনের আলো ফোটেনি, অতিথিরা খাবে বলে সবে উঠেছে এবং এইমাত্র লেবেদিয়েভের বকবকানি থেমেছে। সে হাসল, তার দু গালে দুটো লাল উজ্জ্বল আভা ফুটে উঠল।

ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'আমি যখন ঘুমোচ্ছিলাম, আপনি তখন সময় গুণছিলেন? দেখেছি সারা সন্ধ্যে আপনি আমার ওপর থেকে নজর সরাতে পারেননি। ও, রোগোজিন! এখনি ওকে স্বপ্ন দেখছিলাম,' কথাটা ফিসফিসিয়ে মিশকিনকে বলে ভুরু কুঁচকে রোগোজিনের উদ্দেশে ঘাড় নাড়ল। 'ও, হ্যাঁ!' সে অন্য আলোচনায় চলে গেল। 'বক্তা কোথায়? লেবেদিয়েভ কোথায়? তার বক্তৃতা তাহলে শেষ হয়েছে? কি কথা বলছিল? একথা কি সত্য যে প্রিন্স, আপনি একবার বলেছিলেন, "সৌন্দর্য" জগৎকে বাঁচাবে? ভদ্রমহোদয়গণ।' সে জোরে চেঁচিয়ে সকলকে বলল, 'প্রিন্স বলছেন, সৌন্দর্য পৃথিবীকে বাঁচাবে! কিন্তু আমি বলছি, ওঁর এরকম উদ্ভট ধারণার কারণ হল, উনি প্রেমে পড়েছেন, এটা উনি ঢোকা মাত্রই বুঝলাম। লজ্জা পাবেন না প্রিন্স, তাতে আমার দুঃখ হচ্ছে। কি ধরনের সৌন্দর্য পৃথিবীকে বাঁচাবে? কোলিয়া আমায় বলেছে—আপনি কি উৎসাহী খ্রীষ্টান? কোলিয়া বলেছে, আপনি নিজেকে খ্রীষ্টান বলেন।'

মিশকিন মনোযোগের সঙ্গে তার দিকে তাকাল, কোন জবাব দিল না।

'উত্তর দেবেন না? হয়ত ভাবছেন, আপনাকে খুব ভালবাসি?' ইপ্পোলিৎ অকস্মাৎ প্রশ্ন করল।

'না, তা ভাবছি না। জানি তোমার আমাকে ভাল লাগে না।'

'কি, কালকের পর? কালকে কি আপনার সঙ্গে ঠিক ব্যবহার করেছি?'

'আমি কাল বুঝেছি যে তোমার আমায় ভাল লাগেনি।'

'সে কি আপনাকে ঈর্ষা··ঈর্ষা করি বলে? আপনি বরাবর তাই ভেবেছেন, এখনো ভাবেন, কিন্তু··কিন্তু কেন আমি সেকথা আপনাকে বলছি? আমার আরো শ্যাম্পেন চাই; আরেকটু দাও, কেলার।'

'ইপ্পোলিৎ, তোমার আর খাওয়া চলবে না, আমি তোমায় খেতে দেব না..'

মিশকিন গ্লাসটা সরিয়ে দিল।

ইপ্পোলিৎ যেন আচ্ছন্নের মত রাজী হয়ে গেল। 'ঠিক বলেছেন। হয়ত সবাই বলবে··ওরা কি বলে তাতে আমার কিছু যায় আসে না...তাই না? ওরা পরে যা ইচ্ছে বলুক গিয়ে, এ্যাঁ, প্রিন্স? পরে কি হবে তাতে আমাদের কি আসে যায়? তবে আমি আধ-ঘুমন্ত। কী বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি; এখনি মনে পড়ল। আপনাকে ভাল না লাগলেও, আপনি এরকম স্বপ্ন দেখেন, তা চাই না। কাউকে ভাল না লাগলেও একজন আরেকজনের ক্ষতি চাইবে কেন, এ্যাঁ? আমি প্রশ্ন করে যাচ্ছি কেন? আপনার হাতটা দিন; আবেগে হাতটা ধরব, এইভাবে--- হাতটা বাড়িয়ে রাখুন! তাহলে বুঝবেন যে, আমি আন্তরিকভাবেই করমর্দন করব। যদি না চান, আর মদ খাব না। এখন কটা? আমাকে বলার দরকার নেই, জানি এখন কটা। সময় এসে গেছে! এখনি সময়। ওরা ঐ কোণে খাবার দিচ্ছে কেন? তাহলে এই টেবলটা খালি? ভাল। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি···এইসব ভদ্রলোকরা শুনছেন না···প্রিন্স, আমি একটা প্রবন্ধ পড়তে চাই; খাওয়া নিশ্চয়ই আরো আকর্ষণীয়, কিন্তু···'

হঠাৎ সে বুকপকেট থেকে বড লাল ছাপ মারা একটা খাম টেনে বার করল। সেটা সামনের টেবলের ওপর রাখল।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সকলের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। তারা প্রস্তুত ছিল না, তাছাড়া এখন প্রকৃতিস্থও নয় মোটেই। ইয়েভগেনি নিজের চেয়ারে বসে চমকে উঠল। গানিয়া দ্রুত টেবলের কাছে গেল ; রোগোজিনও বিরক্ত হয়ে তাই করল যেন কি ঘটবে, সে বুঝেছে। লেবেদিয়েভ কাছেই ছিল, অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে খামের দিকে তাকিয়ে অনুমান করার চেষ্টা করতে লাগল ব্যাপারটা কি।

মিশকিন অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'ওতে কি আছে ?'

প্রথম আলো ফুটলেই আমি বিশ্রাম নিতে যাব। সে কথা বলে দিয়েছি, আপনি দেখে নেবেন। কিন্তু কিন্তু ভাবছেন, এ খাম ছিঁড়তে পারি না,' সে এক এক করে সবাইকে দেখে নিয়ে সকলের উদ্দেশ্যে কথাটা বলল।

মিশকিন লক্ষ্য করল, ইপ্পোলিতের সারা শরীর কাঁপছে।

সে সকলের হয়ে বলল, 'কেউ এ কথা ভাবছে না। তোমার কেন মনে হল, এরকম কেউ ভাবছে ? আমাদের পড়ে শোনানোর কথাটা কি. আশ্চর্য কিছু ওতে কি আছে, ইপ্পোলিৎ ?

সবাই প্রশ্ন করতে লাগল, 'ওটা কি ? ওর কি হয়েছে ?'

সবাই এগিয়ে এল, অনেকে এখনো খাচ্ছে। লাল ছাপমারা খামটা তাদের চুম্বকের মত টেনে আনল।

'কাল এটা নিজে লিখেছি। কাল যখন কথা দিলাম, প্রিন্সের সঙ্গে থাকতে আসব, তার ঠিক পরেই। কাল সারাদিন, সারারাত লিখে আজ সকালে শেষ করেছি। শেষরাতের দিকে একটা স্বপ্ন দেখলাম।'

মিশকিন মৃদু বাধা দিল, 'কাল বললে ভাল হয় না ?'

ইপ্পোলিৎ প্রচণ্ড হেসে উঠল, 'কাল আর সময় হবে না। অপ্রতিভ হবেন না। আমি এটা চল্লিশ মিনিট বা এক ঘণ্টায় পড়ে ফেলব দেখুন, সকলের কী আগ্রহ, সবাই এই এদিকেই তাকিয়ে আছে। যদি লেখাটা খামে বন্ধ না করতাম, তাহলে কোন চাঞ্চল্য দেখা দিত না। হা—হা! রহস্য কি করতে পারে দেখুন! ভদ্রমহোদয়গণ, সীলটা কি ভাঙব ?' বিচিত্র হাসি হাসতে হাসতে সকলের দিকে সে জ্বলন্ত চোখে তাকাল। 'গোপন কথা! গোপন কথা! মনে পড়ছে প্রিন্স, কে বলেছিল "আর সময় হবে না ?" বাইবেলের সেই মহান, ক্ষমতাশালী দেবদূত বলেছিল।

হঠাৎ ইয়েভগেনি বলল, 'ওটা বরং পড়তে হবে না।' তার চোখে এত অপ্রত্যাশিত এক অস্বস্তির চাহনি যে অনেকেরই অদ্ভুত লাগল।

মিশকিনও খামে হাত দিয়ে বলল, 'ওটা পোড়া না।'

কে একজন বলল, 'পড়ার কি দরকার ? এখন খাওয়ার সময়।'

আরেকজন বলল, 'প্রবন্ধ ? পত্রিকার প্রবন্ধ ?'

তৃতীয় একজন বলল, 'বোধহয়, বাজে।'

বাকীরা বলল, 'কি নিয়ে লেখা ?'

কিন্তু মিশকিনের শান্ত ভঙ্গীতেই ইপ্পোলিৎ যেন থেমে গেল।

সে ফিসফিস করে নীল ঠোঁটে বিষণ্ণ হাসি মাখিয়ে বলল, 'তাহলে—এটা

পড়ব না?' সব শ্রোতাদের মুখ চোখ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে যেন তাদের চিন্তা বুঝতে পেরে সেই একই রুক্ষতায় বলে উঠল, 'পড়ব না? আপনি ভয় পেয়েছেন?' সে আবার মিশকিনের দিকে ফিরল।

মিশকিনের মুখ ক্রমশঃ বদলাতে লাগল, সে বলল, 'কিসের ভয়?'

ইপ্পোলিৎ চেয়ার থেকে এমনভাবে লাফিয়ে উঠল, যেন তাকে কেউ টেনে তুলল। 'কারোর কাছে একটা কুড়ি কোপেকের পয়সা আছে? বা অন্য কোন পয়সা?'

'এই যে।' লেবেদিয়েভ দ্রুত একটা পয়সা তাকে দিল।

তার মনে হল, রোগীটির বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

'ভেরা লুকিয়ানোভনা।' ইপ্পোলিৎ দ্রুত অনুরোধ জানাল, 'এটা নিয়ে টেবলে ছুঁড়ে ফেলুন। হেড না টেল? হেড—আমি বলছি।'

ভেরা ভয় পেয়ে পয়সাটার দিকে, তারপর ইপ্পোলিতের দিকে তাকাল। শেষে বাবাকে দেখে অদ্ভুতভাবে মাথাটা পেছনে হেলাল যেন বুঝতে পারছে, পয়সাটার দিকে তাকানো তার উচিত নয়। সে এটা ছুঁড়ে দিল। হেড পড়ল।

'আমি বলেছিলাম।' ইপ্পোলিৎ ফিসফিসিয়ে বলল, যেন ভাগ্যের সিদ্ধান্ত তাকে নিষ্পেষিত করে ফেলেছে। মৃত্যুদণ্ড শুনলেও সে এত বিবর্ণ হত না।

আধ মিনিট চুপ করে থাকার পর হঠাৎ সে চমকে উঠল, কিন্তু কি? সত্যিই কি ওটা ছুঁড়ছি?' একই রকম ভঙ্গীতে সবাইকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল 'আপনারা জানেন, এটা একটা বিস্ময়কর মনস্তাত্ত্বিক সত্য।' হঠাৎ যথার্থ বিস্ময়ে সে মিশকিনকে চেঁচিয়ে বলল। নিজেকে যেন ফিরে পেয়ে সে পুনরাবৃত্তি করতে লাগল, 'প্রিন্স, এ—এ সত্যিই অবিশ্বাস্য। আপনাকে এটা মনে রাখতেই হবে, কারণ আমার বিশ্বাস, আপনি মৃত্যুদণ্ড সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করছেন—তাই শুনেছি, তা—হা। হায় ভগবান, কী অবাস্তব অবাস্তবতা।

সে সোফায় বসে টেবলে কনুই রেখে মাথাটা চেপে ধরল। 'এ খুব লজ্জাকর। কিন্তু লজ্জাকর হল তো আমার বয়েই গেল।' সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাথা তুলল। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি খামটা খুলব।' হঠাৎ সে দৃঢ়স্বরে জানাল। 'অবশ্য শুনতে আপনাদের বাধ্য করছি না'

উত্তেজনায় কাঁপা হাতে খামটা খুলে ছোট ছোট হাতের লেখায় ভরা কয়েকটা কাগজ বার করে সামনে রেখে সাজাতে শুরু করল

এটা কি? কি ব্যাপার? ও কি পড়বে? কয়েকজন গোমড়ামুখো বলল, অন্যরা চুপ করে রইল।

তবে সবাই বসে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। হয়ত তারা সত্যিই অদ্ভুত কিছু আশা করছিল। ভেরা বাবার চেয়ার চেপে ধরে ভয়ে প্রায় চেঁচিয়ে ফেলে আর কি। কোলিয়াও ঐরকম শঙ্কিত। লেবেদিয়েভ বসেছিল, এখন উঠে ইপ্পোলিৎকে বেশী আলো দেবার জন্য মোমবাতিগুলো তার আরো কাছে সরিয়ে দিল।

ইপ্পোলিৎ কোন কারণে বলল, 'মশাইরা'—এটা—আপনারা দেখতেই পাবেন, এটা কি।' হঠাৎ পড়তে শুরু করল, 'একটা দরকারী কথা। একটা বাণী। হুঁ! উচ্ছন্নে যাক!' এমন চেঁচালো যেন তাকে মারা হয়েছে। 'সত্যিই কি এরকম নির্বোধের মত কথা লিখতে পারি? . শুনুন, মশাইরা।—আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি,

এ সব হয়ত একেবারেই অর্থহীন! এ শুধু আমার কয়েকটা ভাবনা…যদি মনে করেন, এতে রহস্যময় কিছু আছে…নিষিদ্ধ কিছু…'

গানিয়া বাধা দিল, 'ভণিতা ছাড়াই পড!'

কে যেন বলল, 'ও সব ভণ্ডামি।'

এখনো পর্যন্ত নীরব রোগোজিন এবার বলল, 'বড্ড কথা হচ্ছে।'

ইপ্পোলিৎ হঠাৎ তার দিকে তাকাল, চোখোচোখি হতে রোগোজিন তিক্ত হেসে ধীরে ধীরে একটা অদ্ভুত কথা বলল, 'এভাবে হয় না ছোকরা, এভাবে হয় না…'

কেউ অবশ্য তার কথার মানে বুঝল না, কিন্তু কথাটা সবার কাছে অদ্ভুত লাগল; সবাই যেন একটা সাধারণ বিষয়ের একঝলক আভাস পেল। ইপ্পোলিতের মনে কথাটা প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল, সে এত কাঁপতে লাগল যে, তাকে ধরবার জন্য মিশকিন হাত বাড়াল; কণ্ঠস্বর রুদ্ধ না হলে সে নিশ্চয়ই চেঁচিয়ে উঠত। একমিনিট ধরে সে কথা বলতে পারল না, কষ্টে নিঃশ্বাস নিতে নিতে রোগোজিনের দিকে তাকিয়ে রইল। শেষে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রবল চেষ্টায় বলল, 'তাহলে আপনি—আপনিই?'

'আমি কি? আমার কি ব্যাপার?' রোগোজিন অবাক হল।

ইপ্পোলিৎ হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে উঠল, 'গত সপ্তাহে রাত একটার পর আপনি আমার ঘরে গিয়েছিলেন, যেদিন সকালে আমি আপনার কাছে গিয়েছিলাম, সেদিন! স্বীকার করুন; আপনিই ছিলেন।'

'গত সপ্তাহে, রাতে? তোমার কি একেবারে মাথা খারাপ হয়েছে ছোকরা?'

'ছোকরা' মিনিট খানেক চুপ করে রইল। কপালে হাত দিয়ে যেন ভাবতে লাগল। কিন্তু আশঙ্কায় বিকৃত তার ফ্যাকাশে হাসিতে একটা ধূর্ত, গর্বের আভাস ফুটে উঠল।

ফিসফিসিয়ে দৃঢ়স্বরে বলল, 'সে আপনিই। আমার কাছে এসে কথা না বলে জানলার পাশে চেয়ারে পুরো এক ঘণ্টা, কি তারও বেশী বসেছিলেন, রাত বারোটা আর দুটোর মাঝামাঝি। তারপর, দুটো থেকে তিনটের মধ্যে উঠে বেরিয়ে গেলেন—আপনি, আপনিই! কেন আমায় ভয় দেখিয়েছিলেন? কেন আমায় কষ্ট দিতে এসেছিলেন? জানি না কেন, তবে আপনিই এসেছিলেন।'

তার চোখে হঠাৎ তীব্র ঘৃণার ঝলক দেখা দিল, যদিও এখনো সে ভয়ে কাঁপছে।

'এখনি আপনারা সব জানতে পারবেন—আপনি—আপনি—শুনুন—'

আবার মরিয়া হয়ে সে কাগজগুলো চেপে ধরল। কাগজগুলো ছড়িয়ে পড়ল। সে সেগুলো জড়ো করার চেষ্টা করতে লাগল। তার কাঁপা হাতে কাগজগুলো ঠিক করতে অনেকক্ষণ লাগল।

রোগোজিন প্রায় অস্ফুটে বলল, 'ও পাগল হয়ে গেছে, নয়তো ভুল বকছে।'

শেষে পড়া শুরু হল। প্রথমে পাঁচমিনিট অপ্রত্যাশিত প্রবন্ধের লেখক হাঁপাতে হাঁপাতে থেমে থেমে অসংলগ্নভাবে পড়তে লাগল; ক্রমশঃ তার গলা জোরালো হল, পড়াটা অর্থযুক্ত হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড কাশিতে বাধা পড়তে লাগল, অর্ধেকটা পড়ার আগেই তার গলা ধরে গেল। পড়তে পড়তে তার উত্তেজনা ক্রমশঃ বেড়ে শেষে এক চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছল, শ্রোতাদেরও বেশ কষ্ট হতে লাগল।

পুরো প্রবন্ধটা এই রকম :

একটি জরুরী কৈফিয়ৎ

গতকাল সকালে প্রিন্স এখানে এসেছিলেন। তিনি আমায় তাঁর বাড়ীতে যেতে অনুরোধ করলেন। আমি জানতাম তিনি জোর করবেন এবং সোজাসুজি বলবেন যে, 'মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে মরা অনেক সহজ।' কিন্তু আজ তিনি 'মরার' কথা বলেননি, বরং বলেছেন, 'বাঁচা সহজ হবে,'—যার মানে অবশ্য আমার ক্ষেত্রে অনেকটা একই রকম। আমি প্রশ্ন করলাম, তাঁর শাশ্বত 'গাছের' মানে কি. কেন তিনি ঐ কথা বলে আমায় বিরক্ত করেন এবং বিস্ময়ের সঙ্গে জানলাম যে সেই সন্ধ্যায় আমি নিজেই বলেছি যে, আমি শেষবারের মত গাছ দেখতে পাভলোভস্কে এসেছি। যখন তাঁকে বললাম যে, আমি ঐভাবেই গাছ দেখি বা জানলা দিয়ে ইঁটের দেয়াল দেখি, তখনি তিনি রাজী হলেন ; কিন্তু তাঁর মতে সবুজ রং আর তাজা হাওয়া নিশ্চয়ই আমার শরীরে পরিবর্তন ঘটাবে, আমার উত্তেজনা আর স্বপ্নকে প্রভাবিত করে হয়ত আরাম দেবে। আমি হেসে বললাম, আপনি বস্তুবাদীর মত কথা বলছেন। তিনি হেসে জবাব দিলেন, 'আমি বরাবরই বস্তুবাদী।' তার হাসি বড় সুন্দর ; তখনই তাঁকে ভাল করে লক্ষ্য করলাম। তাকে আমার ভাল লাগে কিনা জানি না ; ও নিয়ে মাথা ঘামাবার এখন সময় নেই। গত পাঁচমাস যাবৎ তাঁর প্রতি আমার যে ঘৃণা, তা গত মাস থেকে লক্ষ্য করছি, কমতে শুরু করেছে। কে বলতে পারে, হয়ত পাভলোভস্কে তার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি। কিন্তু…তাহলে কেন আমি আমার ঘর ছাড়লাম ? মৃত্যুমুখী মানুষের ঘর ছাড়া মোটেই উচিত নয়। যদি এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম, তাহলে কোন কারণেই ঘর ছাড়তাম না, এবং পাভলোভস্কে গিয়ে মরার জন্য তাঁর আমন্ত্রণও গ্রহণ করতাম না। যেভাবেই হোক কালকের আগে এই 'কৈফিয়ৎ' আমায় শেষ করতে হবেই। সুতরাং এটা পরে আবার পড়ে সংশোধন করার সময় পাব না। কাল যখন প্রিন্স এবং অন্য দু-তিনজন সাক্ষীর সামনে পড়ব, তখন এটা ঠিক করব। যেহেতু এতে কোন মিথ্যে থাকবে না, থাকবে শুধু সহজ সত্য, চূড়ান্ত, গভীর সত্য, অতএব আমার জানার কৌতূহল হচ্ছে, এটা পড়া শেষ হয়ে গেলে আমার কি মনে হবে। অবশ্য 'চূড়ান্ত ও গভীর সত্য' কথাটা লেখা ভুল হয়েছে ; পনেরো দিন ধরে মিথ্যে বলার যোগ্য এটা নয়, কারণ পনেরো দিন বাঁচব না। আমি যে সত্য ছাড়া আর কিছু লিখব না, এই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। (দ্রষ্টব্য : একথা ভুললে চলবে না, এই মুহূর্তে কি আমি পাগল নই ? আমি ভালভাবে শুনেছি, শেষ অবস্থায় যক্ষ্মা রোগীরা সাময়িকভাবে পাগল হয়ে যায়। আগামীকাল আমাদের শ্রোতাদের মনোভাব থেকে এটা পরীক্ষা করব। এটার মীমাংসা না করলে আমার চলবে না)।

মনে হচ্ছে, এতক্ষণ খুব নির্বোধের মত লিখেছি, কিন্তু আগেই বলেছি, সংশোধন করার সময় নেই ; তাছাড়া, ইচ্ছাকৃতভাবে ঠিক করেছি, এ লেখার এক লাইনও সংশোধন করব না, এমনকি যদি দেখি প্রতি পাঁচলাইন অন্তর উল্টো কথা বলছি, তবুও। কালকে পড়ার পর বুঝতে চাই, আমার চিন্তার যুক্তিধারা ঠিক কি না, আমি ভুল করেছি কিনা এবং গত ছ' মাস ধরে এ ঘরে যা ভেবেছি তা ঠিক, না প্রলাপ।

যদি দু মাস আগে আমাকে এ ঘর ছাড়তে হত, এবং ঐ দেওয়ালকে বিদায় জানাতাম তাহলে নিশ্চয়ই দুঃখ পেতাম। কিন্তু এখন কিছুই মনে হচ্ছে না, অথচ কাল এ ঘর এবং ঐ পাঁচিল চিরকালের মত ছেড়ে যাচ্ছি। সুতরাং পনেরো দিনে কোন দুঃখ বা অনুভূতি জাগে না, আমার এই দৃঢ় ধারণা আমার সমস্ত প্রকৃতিতে বিস্তৃত হয়েছে, আমার অনুভূতিকে চালিত করছে। কিন্তু এটা কি ঠিক? এটা কি সত্য যে আমার স্বভাব এখন সম্পূর্ণ বশ মেনেছে? এখন কেউ আমার ওপরে অত্যাচার করতে শুরু করলে, আমি নিশ্চয়ই চেঁচাব; বলব না যে চেঁচানো বা কষ্ট পাওয়া উচিত নয়, কারণ আর মাত্র পনেরোটা দিন আমি বাঁচব।

কিন্তু সত্যিই কি আর মাত্র পনেরোটা দিন বাঁচব, তার বেশী নয়? সেদিন পাভলোভস্কে একটা মিথ্যে কথা বলেছি। ব—আমায় কিছু বলেনি বা কখনো দেখেনি, কিন্তু এক সপ্তাহ আগে ওরা কিস্লোরোদোভ নামে এক ছাত্রকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল; তার ধারণা, সে বস্তুবাদী, নাস্তিক, নিহিলিস্ট। তাই তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, কারণ সে-ই আমাকে শেষ পর্যন্ত কোন লুকোচুরি না করে নগ্ন সত্য বলবে। সে তাই-ই করল, এবং সেটা শুধু তৎপরভাবে বিনা আড়ম্বরেই নয়, স্পষ্ট তৃপ্তির সঙ্গেই (যেটা আমার মতে, বাড়াবাড়ি)। সে দুম করে বলল, আমি একমাস বা তার একটু বেশী বাঁচব। যদি আমার পরিস্থিতি অনুকূল থাকে, তবে আরো অনেক আগেই মারা যেতে পারি। তার মতে, আমি হঠাৎ মরতে পারি—যেমন, কাল। এরকম হয়। পরশুদিন কোলামনাতে এক যক্ষ্মারোগাক্রান্ত তরুণী, তার অবস্থা আমার মতই, সবে খাবার কিনতে বাজারে যাচ্ছিল; হঠাৎ শরীর খারাপ লাগল, সাথে সাথে সোফায় শুয়ে নিঃশ্বাস ফেলে মারা গেল। এ সব কিস্লোরোদোভ আমায় সহজেই বলল, যেন আমার উপকার করছে, যেন দেখাতে চায় যে, সে আমাকেও নিজের মত উন্নত শ্রেণীর সন্দেহপরায়ণ জীব মনে করেছে, যে মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামায় না। অবশ্য, কথাটা সত্য; মাত্র এক মাস, তার বেশী নয়। আমি জানি, সে ভুল করেনি।

আমি খুব অবাক হলাম, কি করে প্রিন্স অনুমান করলেন যে আমি 'দুঃস্বপ্ন' দেখি। তিনি ঠিক ঐ কথাগুলোই ব্যবহার করেছেন। বলেছেন, পাভলোভস্কে 'আমার উত্তেজনা ও স্বপ্ন' বদলে যাবে। স্বপ্ন কেন? হয় তিনি চিকিৎসক, নয়ত অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং সব বুঝতে পারেন। (তবে এ সব সত্ত্বেও, নিঃসন্দেহে তিনি একটি 'নির্বোধ')। তিনি আসার আগেই, যেন ইচ্ছে করে একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখলাম (যদিও আসলে, ওরকম স্বপ্ন এখন শুয়ে শুয়ে দেখি)। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম —তিনি আসার আগে বোধহয় ঘন্টাখানেক—স্বপ্ন দেখলাম যে, একটা ঘরে রয়েছি, কিন্তু সেটা আমার নিজের ঘর নয়। ঘরটা আমার ঘরের চেয়ে উঁচু আর বড়, বেশী আসবাবপত্রে সাজানো, বেশী গোলমেলো। ঘরে একটা আলমারী, একটা দেরাজ-আলমারী, সোফা আর খাট রয়েছে; খাটটা বড়, চওড়া, সবুজ, রেশম-মোড়া গদীতে ঢাকা। কিন্তু ঘরে একটা অদ্ভুত দৈত্যের মত জন্তুকে দেখলাম। জন্তুটা বিছের মত, কিন্তু বিছে নয়, আরো বিশ্রী, আরো ভয়ঙ্কর; মনে হল, এরকম আর কোন প্রাণী নেই; ও যেন আমার কাছেই এসেছে, ওতে যেন কোন রহস্য আছে। খুব ভাল করে দেখলাম, জন্তুটা বাদামী, খোলায় ঢাকা একটা সরীসৃপ। সাত ইঞ্চি লম্বা, মাথার দিকে দু আঙুল পুরু, লেজের দিকে সরু হয়ে গেছে, তাই

লেজের আগাটা মাত্র এক ইঞ্চির ষষ্ঠাংশ। মাথার দু ইঞ্চি দূরে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ করে দু দিকে দুটো পা চার ইঞ্চি লম্বা, সুতরাং ওপর থেকে দেখলে জন্তুটার আকার তিন কোণা। মাথাটা কোথায় বুঝলাম না, তবে শক্ত ছুঁচের মত ছোট, বাদামী দুটো গোঁফ দেখলাম। লেজের শেষেও ওরকম দুটো এবং প্রতি পায়ের শেষে দুটো করে গোঁফ,—মোট আটটা। জন্তুটা ঘরময় পা আর লেজে ভর দিয়ে খুব দ্রুত ছুটে বেড়াচ্ছে, ছোটার সময়ে সারা শরীর ও পাগুলো সাপের মত কিলবিল করছে, খোলা থাকা সত্ত্বেও বেশ দ্রুত ছুটছে, সেটা দেখতে খুবই বীভৎস আমার মারাত্মক ভয় হল, ওটা কামড়াবে। আমি শুনেছি, জন্তুটা বিষাক্ত, কিন্তু সবচেয়ে চিন্তা হল, কে ওটা আমার ঘরে পাঠাল, সে কি করতে চায়, এর রহস্যটা কি? জন্তুটা দেরাজ-আলমারীর নীচে, আলমারীর তলায় গিয়ে লুকোল। আমি চেয়ারে পা গুটিয়ে বসলাম। জন্তুটা দৌড়ে ঘর পেরিয়ে আমার চেয়ারের কাছে লুকোল। ভয়ে চারদিকে তাকালাম, কিন্তু পা দুটো গুটিয়ে বসেছিলাম বলে মনে মনে ভেবেছিলাম ওটা চেয়ার বেয়ে উঠবে না। হঠাৎ পেছনে প্রায় আমার মাথার কাছে এক রকম খসখস শব্দ শুনলাম। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, সরীসৃপটা দেয়াল বেয়ে উঠছে, প্রায় আমার মাথায় কাছাকাছি উঠে পড়েছে, লেজ দিয়ে আমার চুল একরকম ছুঁয়ে ফেলেছে, অতি দ্রুত শরীরটা মোচড়াচ্ছে। আমি লাফিয়ে উঠতেই সে ঝিমিয়ে গেল। বিছানায় শুতে আমার ভয় হল, পাছে ওটা আমার বালিশের তলায় ঢোকে। মা তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তাঁরা আমার চেয়ে অনেক অনুত্তেজিতভাবে এবং কোনরকম ভীত না হয়েই জীবটাকে ধরার চেষ্টা করতে লাগলেন। আসল ব্যাপারটা কি তা বুঝতেই পারলেন না। হঠাৎ সরীসৃপটা চলতে লাগল। মনে হল, সেটার যেন কোন মতলব রয়েছে। সেটা অতি ধীরে ঘর পেরিয়ে আরো ভয়ঙ্করভাবে দরজার দিকে এগোতে লাগল। তখন আমার মা দরজা খুলে আমাদের বিরাট, লোমশ, কালো নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর নর্মাকে ডাকলেন। কুকুরটা পাঁচ বছর আগেই মরে গিয়েছে। মার ডাক পেয়ে সেটা দৌড়ে ঘরে ঢুকে সরীসৃপটার সামনে থমকে দাঁড়াল। জন্তুটাও থেমে গেল, কিন্তু সেটা শরীর মুচড়ে নখ আর লেজ দিয়ে মাটি আঁচড়াতে শুরু করল। জন্তুরা রহস্যময় জিনিষে ভয় পায় না। যদি আমি ভুল না ভেবে থাকি, তাহলে এটা ঠিক, নর্মার আতঙ্ক তখন অস্বাভাবিক, তার গা ছমছম করছে, যেন সে অশুভ কোন রহস্যের গন্ধ পেয়েছে। সে ধীরে ধীরে পিছোতে লাগল, আর সরীসৃপটা ধীরে সতর্কভাবে তার দিকে এগোতে লাগল, যেন ছুটে গিয়ে তাকে ছোবলাবে। কিন্তু ভয় পাওয়া সত্ত্বেও, নর্মার চেহারা সাংঘাতিক হয়ে উঠল, যদিও তার সারা দেহ কাঁপছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে ভয়ঙ্কর দাঁত বার করে বড় লাল চোয়াল দুটো ফাঁক করে গুড়ি মেরে লুকোবার জন্য তৈরী হয়ে হঠাৎ জন্তুটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। সরীসৃপটা নিশ্চয়ই পালাবার চেষ্টা করছিল, কারণ নর্মা তাকে আবার পুরোটা মুখের মধ্যে চেপে ধরল, যেন গিলে ফেলবে। তার দাঁতের চাপে জন্তুটার গায়ের খোলা মুড়মুড়িয়ে ভাঙল, মুখ থেকে বেরিয়ে থাকা লেজ আর পাগুলো প্রচণ্ড নড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে নর্মা একটা করুণ চীৎকার করল। সরীসৃপটা তার জিভে হুল ফুটিয়েছে। চেঁচাতে চেঁচাতে যন্ত্রণায় সে হাঁ করল এবং আমি দেখলাম, দু টুকরো হয়েও জন্তুটা শরীর পেঁচাচ্ছে এবং চূর্ণবিচূর্ণ দেহ থেকে

কুকুরের জিভের ওপরে পিষ্ট গুবরে পোকার গায়ের রসের মত সাদা আঠালো জিনিষ উগরে দিচ্ছে···তখন আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং প্রিন্স ঢুকলেন···'

হঠাৎ পড়া থামিয়ে যেন লজ্জিত হয়ে ইপোলিৎ বলল, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমার পড়া শেষ হয়নি, তবে মনে হয় এতে অনেক অবান্তর কথা লিখেছি। ঐ স্বপ্নটা—'

গানিয়া তাড়াতাড়ি বলল, 'সেটা খুব সত্যি।'

'অনেক ব্যক্তিগত কথা এতে রয়েছে,—মানে আমার নিজের সম্বন্ধে—'

কথা বলার সময়ে তাকে ক্লান্ত লাগছে, সে রুমাল দিয়ে কপাল থেকে ঘাম মুছল।

লেবেদিয়েভ ফুঁসে উঠল, 'হ্যাঁ, দেখছি তোমার নিজের ব্যাপারে বড্ড আগ্রহ।'

'আবার বলছি, আমি কাউকে জোর করছি না। কেউ শুনতে না চাইলে চলে যেতে পারেন।'

রোগোজিন প্রায় অস্ফুটে গজগজ করল, 'অন্য লোকের বাড়ী থেকে—লোককে বার করে দিচ্ছে!'

হঠাৎ ফার্দিশেচাঙ্কো বলল, 'যদি সবাই চলে যাই?' এর আগে সে কোন কথা বলেনি।

ইপোলিৎ অকস্মাৎ চোখ নামিয়ে পাণ্ডুলিপিটা আঁকড়ে ধরল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার মাথা তুলে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল। তার দু গালে লাল দাগ; এক দৃষ্টিতে ফার্দিশেচাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি আমায় আদৌ পছন্দ করেন না।'

হাসি শোনা গেল, অবশ্য বেশীর ভাগ লোকই হাসল না। ইপ্পোলিৎ দারুণ লাল হয়ে উঠল।

মিশকিন বলল, 'ইপ্পোলিৎ, লেখাটা মুড়ে আমায় দিয়ে আমার ঘরে শুতে যাও। আজ ঘুমোনোর আগে এবং কাল আমরা কথা বলব; তবে সেটা এই শর্তে যে, তুমি এ লেখা আর খুলবে না। কি, খুলবে?'

ইপ্পোলিৎ খুব অবাক হয়ে তাকাল, 'সে কি সম্ভব? ভদ্রমহোদয়গণ!' সে আবার উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। 'এ ব্যাপারটা বাজে, কিভাবে চলতে হবে বুঝতে পারছি না। আর পড়া থামাব না। কেউ শুনতে চাইলে শুনুক।'

তাড়াতাড়ি গ্লাস থেকে এক চুমুক জল খেয়ে চোখ থেকে মুখটা আড়াল করার জন্য টেবলে কনুই রেখে এক গুঁয়ের মত পড়ে চলল। তার লজ্জার ভাবটা চটপট কেটে গেল।

সে পড়ে চলল, 'কয়েক সপ্তাহ বাঁচা অর্থহীন, এ চিন্তা আমার মাথায় এসেছে আসলে একমাস আগে, তখন আমার আয়ু ছিল চার সপ্তাহ; কিন্তু মাত্র তিনদিন আগে যে সন্ধ্যায় পাভলোভস্ক থেকে ফিরে আসি, তখন এই কথাটা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। প্রথম প্রিন্সের বাড়ীর বারান্দায় কথাটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি। যখন শেষ চেষ্টা করব ভাবছিলাম, যখন মানুষ আর গাছ দেখতে চেয়েছি, (ধরে নিচ্ছি কথাটা আমিই বলেছি) উত্তেজিত হয়ে "আমার প্রতিবেশী" বুর্দোভস্কির অধিকার নিয়ে জেদ করেছি, স্বপ্ন দেখেছি যে সবাই আমায় বুকে টেনে নেবে এবং আমরা পরস্পরের কাছে ক্ষমা চাইব, তখনই এটা উপলব্ধি করি; মোট কথা, আমি নির্বোধের মত আচরণ করেছি। সেই সময়েই "শেষ বিশ্বাস" আমার

মধ্যে জেগে উঠল। ভাবলাম, কি করে এই বিশ্বাস ছাড়া ছ'মাস বেঁচে থেকেছি! নিশ্চিত জানতাম যে, আমার যক্ষ্মা হয়েছে; এ রোগ দুরারোগ্য। নিজেকে ঠকাইনি, ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। কিন্তু যতই স্পষ্ট বুঝেছি, ততই আকুলভাবে বাঁচতে চেয়েছি। জীবনকে আঁকড়ে ধরেছি; যাই ঘটুক না কেন, বাঁচতে চেয়েছি। যে অজানা, অস্পষ্ট ভাগ্য আমায় মাছির মত অকারণে পিষে ফেলবে, তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েও শুধু ক্রোধেই নিরস্ত হলাম না কেন? এখন বাঁচতে শুরু করা যায় না জেনেও কেন সে চেষ্টা করলাম? অথচ পড়তে পারিনি, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছি। ছ'মাসের জন্য পড়া শিখে কি লাভ? অনেকবার এই ভেবে বই ফেলে দিয়েছি।

'হ্যাঁ, ঐ পাঁচিলটা গল্প বলতে পারে! তার বিষয়ে অনেক লিখেছি। ঐ দেয়ালে একটাও এমন নোংরা দাগ নেই, যেটা আমি লক্ষ্য করিনি। অভিশপ্ত প্রাচীর! তবু পাভলোভস্কের সব গাছের চেয়ে ওটা আমার বেশী প্রিয়—মানে, এখন যদি সব কিছু আমার কাছে সমান না হত, তাহলে ওটাই সবচেয়ে প্রিয় হত।

'এখন মনে পড়ছে, কী অদম্য আগ্রহের সঙ্গে ওদের জীবনযাত্রা তখন লক্ষ্য করতাম। আগে আমার এরকম কোন আগ্রহ ছিল না। যখন খুব অসুস্থ হয়ে বেরোতে পারতাম না, তখন অধীর হয়ে কোলিয়াকে দেখার জন্য অপেক্ষা করতাম। সব খুঁটিনাটি খোঁজ নিতাম; প্রতিটি গুজবে এত আগ্রহ দেখাতাম যে, মনে হয়, আমি আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিলাম। যেমন, বুঝতে পারতাম না, যেসব লোকের অনেক আয়ু, তারা কেন ধনী হয় না (এখনো এটা বুঝতে পারি না)। একজন গরীব লোককে চিনতাম, পরে শুনেছি, সে খিদেয় মারা গিয়েছিল। মনে পড়ছে, এটা শুনে ক্ষেপে উঠেছিলাম; যদি লোকটাকে বাঁচিয়ে তোলা যেত, তাহলে বোধহয় তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতাম। মাঝে মাঝে একটানা কয়েক সপ্তাহ কিছুটা ভাল থাকতাম, বাইরে বেরোতে পারতাম; কিন্তু শেষে রাস্তা আমার কাছে এত একঘেয়ে হয়ে উঠল যে, ইচ্ছে করে দিনের পর দিন বাড়ীতে বসে থাকতাম, অবশ্য তখন যে কোন লোকের মত বেরোতে পারতাম। রাস্তায় আশেপাশে ঘুরে বেড়ানো হৈ-চৈ করা, সর্বদা ক্লান্ত, চিন্তিত লোকগুলোকে সহ্য করতে পারতাম না। কেন ওরা সর্বদা বিষণ্ণ, অপ্রতিভ, মুখর? কেন ওদের মন ঘৃণায় পরিপূর্ণ (ওরা ঘৃণায় ভরা অবশ্যই)? ষাট বছর আয়ু থাকা সত্ত্বেও ওদের যে এই দুর্দশা এবং ওরা যে বাঁচতে জানে না, সে কার দোষ? জারনিৎজিনের ষাট বছর আয়ু থাকতেও সে কেন খিদেয় মরতে গেল? প্রত্যেকে তার ছেঁড়া জামা কাপড, পরিশ্রমে ক্ষয়ে যাওয়া হাত দেখিয়ে উন্মত্তের মত চেঁচায়, "আমরা পশুর মত খাটি, আমরা শ্রমিক, আমরা কুকুরের মত গরীব ও ক্ষুধার্ত। অন্যরা খাটে না, তাই ওরা ধনী!" (একই গল্প!) ওদের মধ্যে, "জাত ভদ্রলোক" আইভান ফোমিচ সুরিকোভের মত উদয়াস্ত সংগ্রামী দুর্ভাগাও রয়েছে—সুরিকোভ আমাদের বাড়ীতে ওপর তলায় থাকে—সব সময়ে তার জামা কনুয়ের কাছে ছেঁড়া, বোতাম খসে পড়ছে, ফাই ফরমাস খাটছে, সকলের খবর পৌঁছে দিচ্ছে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। তার সঙ্গে কথা বলুন: সে গরীব, নিরাশ্রয়, উপবাসী; বৌ মরে গেছে, তার জন্য ওষুধ কিনতে পারেনি, বাচ্চাটা শীতে ঠাণ্ডায় জমে মারা গেছে, বড় মেয়ে একজনের "রক্ষিতা"—সে সর্বদাই এই অভিযোগ করে চলেছে। এই সব মূর্খের জন্য আমার কোনদিন করুণা হয়নি, এখনো হয় না—গর্বের সঙ্গেই বলছি। সে রথস্‌চাইল্ড হল না কেন? রথস্‌চাইল্ডের মত সে তার কোটি

কোটি টাকা নেই ; মেলাতে তৈরী স্তূপের মত যে স্বর্ণ মুদ্রার পাহাড় নেই সে দোষ কার ? বেঁচে থাকলে সবই তার হাতের মুঠোয় থাকত। সে সেটা যদি না বোঝে, সে দোষ কার ?

'এখন আর আমি এ নিয়ে মাথা ঘামাই না, এখন আর আমার রাগ করার সময় নেই ; তবে আবার বলছি, তখন রাগে সত্যিই রাতে বালিশ আর লেপ ছিঁড়ে ফেলতাম। তখন কী স্বপ্নটাই না দেখতাম, ইচ্ছে হত, আঠারো বছর বয়সে রাস্তায় বেরোব প্রায় বিবস্ত্র হয়ে, একা পরিত্যক্ত অবস্থায় গৃহহীন, কর্মহীন, খাদ্যহীন, বিরাট শহরে আত্মীয় বন্ধুহীন, ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত (আরো ভাল) কিন্তু সুস্থ—তাহলে সবাইকে দেখিয়ে দিতে পারতাম—

'কি দেখাতাম ?

'নিশ্চয়ই আপনারা ভাবছেন, "কৈফিয়ৎ" লিখে আমি নিজেকে কতটা ছোট করেছি বুঝতে পারছি না। নিশ্চয়ই সবাই ভাববে আমি জীবনের কিছুই জানি না। তারা ভুলে যায় যে, এখনো আমার বয়স আঠারো হয়নি ; ভুলে যায় যে, এই ছ'মাস আমি যেভাবে বেঁচেছি তা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচার মত। তারা হাসুক, তারা এগুলোকে বলুক রূপকথা। হ্যাঁ, আমি নিজেকে রূপকথাই বলেছি, রাতের পর রাত রূপকথার জগতে কাটিয়েছি ; এই মুহূর্তে সব কিছু আমার মনে পড়ছে।

'কিন্তু এখন যখন আমার পক্ষেও রূপকথার সময় পেরিয়ে গেছে, তখন কি তাদের সেকথা বলা আমার উচিত ? কাকে বলব ? যখন স্পষ্ট বুঝলাম যে, গ্রীক ব্যাকরণও পড়া আমার নিষিদ্ধ, তখন রূপকথার কাহিনীর দিকেই আমি মন দিলাম। প্রথম পাতাতেই মনে হল, "বাক্য প্রকরণে পৌঁছনোর আগেই আমি মরে যাব," সাথে সাথে বইটা টেবলের নীচে ছুঁড়ে ফেললাম। এখনো ওটা ওখানেই পড়ে আছে। মাত্রিয়োনাকে ওটা তুলতে বারণ করেছি।

'যার হাতে আমার "কৈফিয়ৎ" পড়বে, এবং যে এটা ধৈর্য ধরে পড়বে, সে আমাকে পাগল, বা স্কুলের ছেলে, বা হয়ত ভাবতে পারে, মৃত্যুদণ্ড পাওয়া লোক, যার পক্ষে এই বিশ্বাস স্বাভাবিক যে, আর সবাই জীবনকে বড় তুচ্ছ ভাবে, বড় সুলভে জীবন নষ্ট করে, জীবনকে বড় কুঁড়ের মত, নির্লজ্জের মত ব্যবহার করে। তারা কেউ যোগ্য নয়। আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি, আমার পাঠকদের ধারণা ভুল, মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার সঙ্গে আমার ধারণার কোন সম্বন্ধ নেই। সবাইকে প্রশ্ন করুন, সুখ বলতে তারা কি বোঝে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করার পর সুখী হননি, সুখী হয়েছিলেন আবিষ্কার করার সময়ে। আমার কথা শুনুন, নতুন জগৎ আবিষ্কার করার ঠিক তিনদিন আগে যখন বিদ্রোহী নাবিকরা হতাশ হয়ে ইউরোপে ফিরতে উন্মুখ, সেটাই ছিল তাঁর সুখের চরম মুহূর্ত। নতুন জগৎ টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও তার কিছু হত না।

কলম্বাস ওটা একরকম না দেখেই মারা গিয়েছিলেন ; কি আবিষ্কার করেছেন, তা আসলে জানতেই পারেননি। জীবনই একমাত্র প্রয়োজন, আর কিছু নয়—আবিষ্কারের পথ চিরন্তন পথ, আবিষ্কারটা আদৌ জরুরী নয়। কিন্তু এসব বলে কি হবে। সন্দেহ হচ্ছে, এখন যা বলছি, তা এত সাধারণ যে নিশ্চয়ই মনে হবে আমি নীচু ক্লাসের ছাত্র, "সূর্যোদয়" সম্বন্ধে রচনা লিখছি, বা লোকে বলবে হয়ত আমার কিছু বলার ছিল, কিন্তু কি করে "বোঝাতে" হয় তা জানি না। তবু বলব, মানুষের

প্রতিটি নতুন চিন্তা, প্রতিভাময় চিন্তা, কিংবা যে কোন লোকের যে কোন আন্তরিক চিন্তার গভীরে কিছু রয়েছে, তা অন্যকে বোঝানো যায় না, সে যদি মোটা মোটা বই লেখে বা পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তার বক্তব্য বোঝায়, তবুও এমন কিছু থাকে যা মাথা থেকে বার করা যায় না, চিরকাল তা নিজের সঙ্গেই থাকে, সেইভাবেই সে মারা যায়, হয়ত নিজের সবচেয়ে দরকারী চিন্তা কাউকে না দিয়েই। কিন্তু এ ছ'মাস ধরে যা কিছু আমাকে পীড়িত করছে তা যদি জানাতে না পারি, তাহলে মনে হবে যে, "সাম্প্রতিকতম ধারণা" লাভের জন্য বড় বেশী মূল্য দিয়েছি। সেইজন্য কিছু কারণে তাই "কৈফিয়ৎ" দেওয়া দরকার মনে করেছি। যা হোক আবার পড়ে যাব।

॥ ছয় ॥

"মিথ্যে বলতে চাই না, এই ছ'মাসে বাস্তব আমাকেও কাবু করেছে, মাঝে মাঝে এত উদ্বেল করেছে যে, মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়েছি বা তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি, কাজও করে গেছি। এই প্রসঙ্গে আমার সেই সময়কার পরিস্থিতির কথা বলি। আট মাস আগে খুব অসুস্থ অবস্থায় বন্ধুদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলাম। আমি স্বভাবতঃ গোমড়া বলে বন্ধুরা সহজে আমাকে ভুলে গিয়েছিল, অবশ্য এরকম না ঘটলেও তারা ভুলে যেত। বাড়ীতে—মানে "আমার পরিবারেও—" আমার অবস্থা নিঃসঙ্গ। পাঁচ মাস আগে নিজেকে বাড়ীর সব ঘর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলাম। ওরা সব সময়ে কথা শুনেছে, কেউ ঘরে আসতে সাহস করেনি একমাত্র একটা বাঁধা সময়ে ঘর পরিষ্কার করা ও খাবার আনা ছাড়া। মা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার হুকুম মত কাজ করতেন এবং মাঝে মাঝে যখন তাঁকে কাছে আসতে দিতাম, তখন আমার সামনে ফিসফিসিয়ে কথা বলতেও তাঁর সাহস হত না। তিনি সর্বদা ছেলেমেয়েদের বোঝাতেন কেউ যেন গোলমাল করে আমায় বিরক্ত না করে। স্বীকার করছি প্রায়ই ওদের চীৎকারে রাগ করতাম। নিশ্চয়ই এখনও ওরা আমায় ভালবাসে। বোধহয় "অনুগত কোলিয়াব প্রতিও" (তাকে ঐ নামে ডাকতাম) যথেষ্ট অত্যাচার করেছি। সম্প্রতি সে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এটা খুবই স্বাভাবিক, মানুষের সৃষ্টি হয়েছে পরস্পরের ওপরে অত্যাচার করার জন্য। কিন্তু লক্ষ্য করতাম, আমার মেজাজ সে এমনভাবে সহ্য করত, যেন সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল যে রোগীর প্রতি কঠোর হবে না। স্বভাবতঃ তাতে আমি বিরক্ত হতাম; কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে প্রিন্সের "খ্রীষ্টীয় নিরীহ স্বভাব" নকল করছে, তাঁর সব কিছুই সে নকল করে। ছেলেটি তরুণ, উৎসাহী, সবই অনুকরণ করে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় ওর তার নিজের পথে যাওয়ার সময় হয়েছে। আমি তাকে খুব ভালবাসি। আমি সুরিকোভের ওপরেও অত্যাচার করেছি। সে আমাদের ওপর তলায় থাকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হরদম খাটে। সর্বদা তাকে বোঝাচ্ছিলাম যে, তার দারিদ্র্যের জন্য সে নিজেই দায়ী, শেষে সে ভয় পেয়ে আমায় দেখতে আসা বন্ধ করে দিল। সে খুব শান্ত লোক,— সব চেয়ে শান্ত। (বিঃ দ্রঃ লোকে বলে এটা প্রচণ্ড শক্তি। প্রিন্সকে জিজ্ঞেস করতে হবে, কথাটা উনিই বলেছেন।) কিন্তু মার্চ মাসে যখন তার শিশুটিকে দেখতে ওপরে গেলাম, তখন মৃতদেহটি দেখে হঠাৎ হেসে ফেললাম—তারপর আবার সুরিকোভকে বোঝাতে শুরু করেছিলাম যে, এটা তার নিজের দোষ; তখন তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, এক হাতে আমার কাঁধ ধরে অন্য হাতে দরজা

দেখিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, "যান মশাই!"

'আমি চলে এলাম। তখন ওটা খুব ভাল লাগল, এমনকি যখন সে আমায় বার করে দিল, তখনো। কিন্তু পরে অনেকক্ষণ ঐ কথাগুলো মনে করতেই মন খারাপ লাগছিল: ওর জন্য একরকম ঘৃণাপূর্ণ করুণা হতে লাগল, যেটা আদৌ আমার মনোমত নয়। এরকম অপমান করার সময়েও (বুঝেছিলাম তাকে অপমান করেছি, যদিও তা করতে চাইনি) সে ক্রুদ্ধ হতে পারেনি। আমি শপথ করে বলতে পারি, তার পা রাগে কাঁপছিল না। সে আমার হাত ধরে সম্পূর্ণ বিনাক্রোধে বলল, 'যান, মশাই।' বলতে কি, তার স্বভাবে অদ্ভুত মর্যাদাও রয়েছে (যেটা বেশ মজার ব্যাপার), কিন্তু ক্রোধ নেই। হয়ত হঠাৎ তার আমার প্রতি ঘৃণা হয়েছিল। যখন তাকে দিনে দু তিনবার সিঁড়িতে দেখতাম, তখন থেকে সে আমায় দেখলেই টুপি খুলত, যেটা সে আগে কখনো করত না; কিন্তু আগের মত না দাঁড়িয়ে দৌড়ে চলে যেত। যদি সে আমায় ঘৃণা করে থাকে, তবে তা করেছে তার নিজস্ব ভঙ্গীতে: নিরীহের মত। হয়ত সে টুপিটা খুলত তার ঋণদাতার ছেলে বলে কারণ সে সর্বদা আমার মার কাছ থেকে টাকা ধার নিত, ধার থেকে কখনো মুক্ত হতে পারত না। এটাই সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। ভেবেছিলাম কথাটা তাকে বলব। কিন্তু জানি দশ মিনিটের মধ্যে সে ক্ষমা চাইত, তাই ঠিক করলাম তাকে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

'এই সময়ে—মানে, যখন স্থানীয় "বচ্চা মারা গেল"—মার্চের মাঝামাঝি নাগাদ—তখন হঠাৎ কেন জানি না আমার একটু ভাল লাগতে লাগল। এ অবস্থা চলল দিন পনেরো। বেরোতে শুরু করলাম, বিশেষতঃ সন্ধ্যাবেলায়। মার্চের যে সন্ধ্যায় বরফ জমতে শুরু করে, গ্যাস জ্বালানো হয়, সেই সন্ধ্যা ভালবাসতাম, মাঝে মাঝে অনেকটা হাঁটতাম। একদিন সন্ধ্যায় অন্ধকারে 'একজন ভদ্রলোক' আমার আগে আগে যাচ্ছিলেন। তাকে স্পষ্ট দেখতে পাইনি। তার হাতে কাগজে মোড়া কিছু একটা জিনিষ ছিল, গায়ে ছিল বিশ্রী অতিরিক্ত-ছোট একটা ওভারকোট—কোটটা ঐ সময়ের পক্ষে ছিল বেশী পাতলা। ঠিক আমার দশ পা আগে একটা রাস্তার আলোর কাছে লোকটি যেই পৌঁছেছে, তখন লক্ষ্য করলাম কিছু একটা তার পকেট থেকে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সেটা তুলতে গেলাম, ঠিক সময় মত, কারণ কে যেন সামনে লাফিয়ে পড়েছিল, কিন্তু আমার হাতে জিনিষটা দেখে আর ঝগড়া করল না, আমার হাতে কি আছে আড়চোখে দেখে নিয়ে সরে পড়ল। জিনিষটা ছিল একটা মরক্কোয় বাঁধানো পুরনো ধরনের পকেটবই, ভেতরটা ঠাসা। কিন্তু, প্রথম নজরে অনুমান করলাম যে ওটা লেখায় ভর্তি নয়। যে লোকটার জিনিষ, সে ইতিমধ্যে আমার থেকে চল্লিশ পা এগিয়ে গেছে, তারপর ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল। আমি তার পেছনে দৌড়তে দৌড়তে চেঁচাতে শুরু করলাম, কিন্তু "এই যে" বলে চেঁচানো ছাড়া আর কোন ডাক ছিল না বলে, সে ফিরে তাকাল না, হঠাৎ বাঁয়ে ঘুরে একটা বাড়ীতে ঢুকল। আমি যখন সেখানে ঢুকলাম, দেখলাম জায়গাটা অন্ধকার, কাউকে চোখে পড়ল না। বাড়ীটা বিশাল—যে রকম বাড়ী নীচু ধরনের ভাড়াটেদের জন্য তৈরী হয়, তেমনি। কখনো কখনো তাতে একশো পর্যন্ত ফ্ল্যাট থাকে। আমি যখন ভেতরে ঢুকলাম, মনে হল, বিরাট উঠোনের ডান কোণে একটা লোককে দেখলাম, যদিও অন্ধকারে ঠিক ভাল করে বুঝতে পারলাম

না। সেই কোণে দৌড়ে গিয়ে সিঁড়িতে যাওয়ার একটা পথ চোখে পড়ল। সিঁড়িটা সরু, খুব নোংরা, একেবারেই আলো ছিল না। মনে হল, ওপরের সিঁড়িতে যেন একটা লোকের পায়ের শব্দ শুনলাম, সাথে সাথে সিঁড়িতে উঠতে লাগলাম এই ভেবে যে যখন লোকটার জন্য দরজা খোলা হবে তখন আমি তাকে অতিক্রম করে যেতে পারব। এবং শেষ পর্যন্ত আমি তাই করলাম। 'সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ ছিল ছোট, মনে হল, অসংখ্য ধাপ, কাজেই খুব হাঁপিয়ে পড়লাম। পাঁচতলায় একটা দরজা খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল, তিন ধাপ নীচে থেকেই তা বুঝতে পারলাম। দৌড়ে গিয়ে দম নিয়ে বেল বাজাতে বাজাতে কয়েক মিনিট কেটে গেল। শেষে একটি চাষা মেয়ে এসে দরজা খুলল। সে একটা ছোট্ট রান্নাঘরে সামোভার গরম করছিল। নীরবে আমার প্রশ্ন শুনে একটা কথাও না বুঝে সে পাশের ঘরের দরজাটা খুলে দিল। সে ঘরটাও ছোট খুব নীচু, সামান্য আসবাবে নিম্নমানের সাজানো। একটা বড় খাট পর্দায় ঢাকা না ছিল, দেখলাম সেই খাটে তেরেন্তিচ শুয়ে রয়েছে (মেয়েটি তাকে ঐ নামেই ডাকল)। লোকটি বেশ মাতাল। টেবিলে একটা লোহার মোমবাতিদানে একটা মোমবাতির শেষটুকু জ্বলছিল পাশে ছিল একটা প্রায় খালি বোতল। তেরেন্তিচ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আরেকটা দরজা দেখাল। মেয়েটি আগেই চলে গিয়েছিল, সুতরাং আমাকেই সেই দরজাটা খুলতে হল, সেটা খুলে পাশের ঘরে ঢুকলাম।

'পাশের ঘরটা আরো ছোট, আরো ঘিঞ্জি—কাজেই বুঝতে পারলাম না কোন দিকে যাব; কোণে সরু সিঙ্গল খাটটা প্রচুর জায়গা জুড়ে রেখেছিল। বাকী আসবাব বলতে ছিল তিনটে সাধারণ চেয়ার যাতে নানারকম ছেঁড়া কাপড় জড়ো করা, মার্কিন চামড়ায় একটা ছোট, পুরনো সোফা, আর তার সামনে সস্তা একটা রান্নাঘরের টেবিল, সুতরাং টেবিল আর খাটের মাঝে যাওয়ার প্রায় জায়গাই ছিল না। টেবিলে একই রকম লোহার মোমবাতিদানে জ্বলছিল একটা মোমবাতি, আর খাটের ওপরে শুয়ে একটা ছোট্ট বাচ্চা। বাচ্চাটার কান্না দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তার বয়স তিন সপ্তাহের বেশী নয়। একটি বিবর্ণ, রুগ্ন চেহারার স্ত্রীলোক তার কাঁথা বদলাচ্ছিল। মেয়েটি তরুণী, দেখে মনে হল, সদ্য আঁতুড় থেকে উঠেছে। কিন্তু বাচ্চাটা থামল না, কেঁদে চলল মায়ের দুধের জন্য। সোফায় আরেকটা বাচ্চা, তিন বছরের এক মেয়ে, গায়ে পুরুষের কোট চাপা দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। টেবিলের কাছে শতছিন্ন একটা কোট পরে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল (সে ওভারকোটটা খুলে সেটাকে বিছানার ওপর রেখে দিল)। লোকটা লাল কাগজের একটা মোড়ক খুলছিল, মোড়কে ছিল দু পাউণ্ড রুটি আর দুটো ছোট সসেজ। টেবিলের ওপর রাখা ছিল চা-ভরা একটা টি পট, আর কিছু কালো রুটির গুঁড়ো। বিছানার নীচ থেকে আধখোলা একটা ট্রাঙ্ক আর ছেঁড়া কাপড়ের দুটো পুঁটলি উঁকি মারছিল।

'আসলে, সবকিছুই ছিল খুব এলোমেলো। প্রথম নজরে লক্ষ্য করলাম, লোকটি এবং স্ত্রীলোকটি ভদ্রঘরের, দারিদ্র্যে তাদের এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছে যে, সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে; তাতে মানুষের মনে এমন তিক্ততার সৃষ্টি হয় যে প্রতিদিনের বিশৃঙ্খলায় যেন একটা প্রবল প্রতিহিংসাপরায়ণ তৃপ্তি জাগে।

আমি যখন ভেতরে ঢুকলাম, তার একটু আগেই সেই লোকটি ঢুকে খাবারের

মোড়ক খুলে স্ত্রীর সঙ্গে দ্রুত উত্তেজনায় কথা বলছিল। বাচ্চার প্রতি যথাযথ নজর শেষ না হলেও মহিলাটি কাঁদতে শুরু করে দিল, নিশ্চয়ই যথারীতি একটা দুঃসংবাদ ছিল। লোকটিকে দেখে মনে হল তার বয়স বছর আটাশ হবে। মুখটা কালো এবং রোগাটে, তার সাথে রয়েছে কালো গোঁফ, আর পরিষ্কার করে কামানো দাড়ি। পরিষ্কার করে দাড়ি কামানোতে তাকে বেশী সৌখীন লাগছিল। মুখটা ছিল গোমড়া, তার সাথে বিষণ্ণ দৃষ্টি, এবং সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম গর্বের ছোঁয়া। আমি ঢোকার পরই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

'বহু লোক তাদের অতিরিক্ত অনুভূতিপ্রবণতা চরমে পৌঁছলে খুবই খুশী হয়; তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রায়ই ঘটে। আমার মনে হয়, তখন তারা অপমানিত না হওয়ার থেকে বরং অপমানিত হলেই যেন বেশী খুশী হয়। যদি বুদ্ধি থাকে তাহলে সেই খিটখিটে লোকগুলো পরে খুব দুঃখিত হয় এবং বোঝে যে, প্রয়োজনের চেয়ে তার দশগুণ বেশী উত্তেজিত হয়েছিল।

লোকটি বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, এবং তার বৌ এমন ভয় পেল যে, মনে হল যেন তাদের সঙ্গে কারো দেখা করতে আসাটা একটা ভয়ঙ্কর কিছু। কিন্তু লোকটি ক্ষেপে গিয়ে আমার দিকে তেড়ে এল। আমি দুটো কথা বলারও সুযোগ পেলাম না, যদিও আমার মনে আমার পরণে ভদ্র জামাকাপড় দেখেই বোধ হয়, হঠাৎ তার ঘরে এভাবে ঢুকে পড়াতে সে ঐ বিশ্রী পরিবেশের জন্য নিজে যথেষ্ট লজ্জিতও হল। অবশ্য নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য কারোর ওপরে রাগ প্রকাশ করার এই সুযোগটা পেয়ে মনে মনে সে খুশী হল। এক মিনিটের জন্য মনে হল সে হয়ত আমায় মারবে। উন্মাদ স্ত্রীলোকের মত তার চেহারা সাদা হয়ে গেল; ফলে তার বৌ-ও যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

'লোকটা কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে উঠল, "এভাবে এখানে আসার সাহস হল কি করে আপনার? বেরিয়ে যান।" সে ভাল করে কথাও বলতে পারছিল না। কিন্তু হঠাৎই তার নজরে পড়ল আমার হাতে তার পকেট বইটা।

'আমি যথাসম্ভব শান্ত, শুকনো গলায় বললাম (সেটাই ছিল একমাত্র উপায়) 'আপনি বোধ হয় এটা ফেলে দিয়েছিলেন।'

'লোকটা অত্যন্ত ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কিছুক্ষণ যেন কথাটার অর্থই বুঝতে পারল না। তারপর পাশের পকেটে হাত দিয়ে হতাশায় মুখ হাঁ করে কপালে করাঘাত করল। 'হা ভগবান! কোথায় এটা পেলেন?"

'আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে, আবার শুকনো গলায় বললাম, কিভাবে পকেট বইটা পেয়ে ডাকতে ডাকতে পেছনে দৌড়েছিলাম এবং শেষ কালে ঠিকে, পথ হাতড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছি।

'বৌয়ের দিকে ফিরে লোকটা বলল, "হায় ভগবান! আমাদের সব কাগজ পত্র, আমার শেষ সহায়—সব কিছু ওঃ, মশাই জানেন আমার জন্য কি করেছেন? আমার সর্বনাশ হয়ে যেত।"

'ইতিমধ্যে আমি জবাব না দিয়ে যাবার জন্য দরজার হাতলে হাত দিয়েছি। কিন্তু আমার দম ফুরিয়ে গেছে, উত্তেজনায় এত প্রচণ্ড কাশির দমক এল যে আমি প্রায় দাঁড়াতে পারছিলাম না। দেখলাম লোকটা একটা খালি চেয়ারের জন্য এদিক ওদিক ছুটছে, শেষে একটা চেয়ার এনে সযত্নে আমায় বসতে সাহায্য করল। কিন্তু

হয়নি; তারপর শুনানী হল, এবং তাতে তার আবেদন নাকচ হয়ে গেল। প্রতিশ্রুতি পালিত হল না, তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা হল। তাকে কৈফিয়ৎ জাতীয় কিছু লেখার আদেশ দেওয়া হল না, সোজাসুজি দরখাস্ত করা হল—মোট কথা, গত পাঁচ মাস সে সর্বত্র তোলপাড় করেছে, শেষ কপর্দক পর্যন্ত ব্যয় করেছে। এমন কি স্ত্রীর শেষ ছেঁড়া কাপড়ও বাঁধা দিয়েছে। এখন তার নতুন একটি বাচ্চা হয়েছে, আর—আর—'আমার দরখাস্ত শেষ পর্যন্ত নামঞ্জুর হয়েছে, এবং বলতে গেলে খাবার জুটছে না—কিচ্ছুই নেই—তার ওপর আমার স্ত্রী সবে আঁতুড়ে। আমি—আমি--"

'সে চেয়ার থেকে উঠে মুখ ফেরাল। তার বৌ কোণে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল আর বাচ্চাটা আবার চেঁচাতে শুরু করে দিল। আমি আমার নোট বইটা বার করে তাতে লিখতে লাগলাম। যখন লেখা শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম, তখন সে সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু কৌতূহলে আমায় দেখল।

'আমি বললাম, 'আপনার নাম এবং অন্যান্য তথ্য লিখে নিয়েছি, কোথায় চাকরি করেছেন, গভর্ণরের নাম, তারিখ—সব। আমার বাহমুতোভ নামে এক স্কুলের বন্ধু আছে, তার কাকা পিয়োতোর মাৎভিয়েয়িচ বাহমুতোভ একজন রাষ্ট্র-উপদেষ্টা এবং পরিচালক—"

ডাক্তার প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বলল, "পিয়োতোর মাৎভিয়েয়িচ বাহমুতোভ? ব্যাপারটা এক রকম তাঁর ওপরেই নির্ভর করছে!"

'ডাক্তারের গল্প আর তার সফল পরিসমাপ্তি, যা আমার সাহায্যে ঘটল, সেটা যেন ঠিক উপন্যাসের মত ছকে কাটা। আমি সেই দরিদ্র লোকগুলিকে বললাম, আমার সম্পর্কে তারা যেন কোন আশা না রাখে; কারণ আমি নিজেই একজন দরিদ্র ছাত্র। (ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের অক্ষমতা বাড়িয়ে বললাম। অনেকদিন আগেই আমার পড়া শেষ হয়ে গেছে, সুতরাং এখন আমি মোটেই ছাত্র নই। তাদের বললাম, আমার নাম জেনে কোন লাভ নেই, তবে এখনি আমি আমার বন্ধু বাহমুতোভের কাছে ভ্যাসিলিয়েভস্কিতে যাব। আমি ভাল করে জানি যে তার কাকা স্টেট কাউন্সিলার, নিঃসন্তান, অবিবাহিত বলে, পরিবারের শেষ বংশধর হিসেবে ভাইপোটিকে খুব ভালবাসেন, এবং "আমার বন্ধু হয়ত আপনাদের জন্য এবং আমার জন্য তার কাকার সাহায্যে কিছু করতে পারবে।'

'ডাক্তার জলভরা চোখে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "ওরা যদি তাঁকে সব কথা বোঝানোর সুযোগ আমায় দিত। আমার ব্যক্তিগত কথা বলার সুযোগ যদি দিত

'এ কথাই সে বলল। আবার বলল যে, এর ফল কিছুই হবে না আমি বললাম, যদি পরের দিন দেখা করতে না আসি তাহলে বুঝতে হবে যে সব কিছু চুকে গেছে, আশা করার আর কিছুই নেই। তারা নমস্কার করে আমায় বিদায় দিল; আনন্দে তারা প্রায় আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। তাদের মুখের ভাব আমি কখনো ভুলব না। একটা ট্যাক্সি নিয়ে তখনি ভ্যাসিলিয়েভস্কিতে গেলাম।

'স্কুলে বহুদিন ধরে বাহমুতোভের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খারাপ ছিল। তাকে আমাদের মধ্যে অভিজাত মনে করা হত, অন্তত আমি তাকে তাই বলতাম। সে ভাল জামাকাপড় পরত, নিজের ঘোড়া চড়ত, কিন্তু দাম্ভিক ছিল না একটুও। সে সব সময়ে বন্ধু হিসেবে ভাল ছিল; খুব হাসি খুশী, মাঝে মাঝে বেশ বুদ্ধিদীপ্ত। তার

বুদ্ধি তত বেশী ছিল না, যদিও ক্লাসে সে সবার উঁচুতে থাকত। আমি কখনো কিছুতে প্রথম হইনি। আমি ছাড়া সব স্কুলের ছেলেরাই তাকে পছন্দ করত। তখন অনেক-বার সে আমার সঙ্গে মজা করেছে, কিন্তু আমি গোমড়া মেজাজে সরে এসেছি। প্রায় বছরখানেক তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি ; সে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। যখন নটা নাগাদ তার কাছে গেলাম, তখন সাড়ম্বরে আমার নাম জানানো হল। প্রথমে আমায় দেখে সে অবাক হল, মোটেই প্রসন্ন হল না, কিন্তু তারপরই খুশী হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসিতে ভেঙে পড়ল।

'সে সহজ সারল্যে চেঁচিয়ে উঠল, "তেরেন্তিয়েভ, হঠাৎ আমার কাছে কি মনে করে ?" তার এই ভাব মাঝে মাঝে অসংলগ্ন, কিন্তু কখনো অপমানকর নয়। এটাই আমার খুব ভাল লাগে, এবং এজন্য আমি তাকে এত ঘৃণা করি। সে দুঃখিত হয়ে বলল, "কি ব্যাপার ? তুমি কি অসুস্থ ?"

'আবার আমার কাশি শুরু হল। চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লাম দম নিতে পারছিলাম না।

'বললাম ' চিন্তা কোরো না। আমার যক্ষ্মা হয়েছে ; আমি তোমায় একটা অনুরোধ করতে এসেছি।'

'সে বসে ভাবতে লাগল। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডাক্তারের পুরো গল্পটা বললাম ; বুঝিয়ে বললাম যে সে হয়ত তার কাকাকে বুঝিয়ে কিছু করতে পারবে

'সে বলল, "আমি করব , নিশ্চয়ই করব। কালই কাকাকে ধরব। সত্যিই এটা করতে আমার ভাল লাগছে। তুমি এত ভাল করে সব বললে কিন্তু আমার কাছে আসার কথা তোমার মনে হল কি করে ?'

' 'এ ব্যাপারে তোমার কাকার ওপরেই সবকিছু নির্ভর করছে।" আমি ব্যঙ্গ করে বললাম, 'এবং যেহেতু আমরা দুজনে চিরকাল শত্রু ছিলাম এবং তুমি অতি গণ্যমান্য লোক বলেই ভাবলাম তুমি হয়ত শত্রুকে ফেরাবে না।"

'সে হেসে চেঁচিয়ে উঠল, 'নেপোলিয়ান যেমন ইংল্যাণ্ডকে অনুরোধ করেছিলেন। ঠিক আছে, আমিও করব করব! পারলে এখনি যাব।" আমি গম্ভীর মুখে চেয়ার থেকে উঠছি দেখে সে তাড়াতাড়ি বলল।

'সত্যিই আমরা বেশ ভালভাবে অপ্রত্যাশিত ব্যবস্থা করলাম। ছ' সপ্তাহের মধ্যে ডাক্তার অন্য প্রদেশে কাজ পেল, অর্থ সাহায্য আর যাওয়ার খরচও পেল। আমার সন্দেহ যে, বাহমুতোভ প্রায়ই যখন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে যেত (আমি ইচ্ছে করে যেতাম না এবং ডাক্তার দেখা করতে এলে ঠাণ্ডা আতিথ্য দেখাতাম)— তখন সে ডাক্তারকে ঋণ নিতে বাধ্য করেছিল। ছ' সপ্তাহের মধ্যে দুবার আমি বাহমুতোভের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, ডাক্তার চলে যাওয়ার পর আমাদের তৃতীয়বার দেখা হল। বাহমুতোভ ডাক্তার যাওয়ার সময়ে শ্যাম্পেনসহ ডিনার খাওয়াল, তাতে ডাক্তারের বৌও উপস্থিত ছিল ; সে অবশ্য বাচ্চার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে গিয়েছিল। সেটা মে মাসের শুরু। সন্ধ্যাটা ছিল চমৎকার ! বিরাট সূর্যটা জলে ডুবছিল। বাহমুতোভ আমায় বাড়ীতে পৌঁছে দিচ্ছিল। আমরা নিকোলায়েভস্কি ব্রিজের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম ; দুজনেই অল্প মাতাল হয়েছিলাম। কাজটা ভালভাবে শেষ হওয়ায় বাহমুতোভ আনন্দ প্রকাশ করল, এবং আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল একটা ভাল কাজ করে সে সুখী, এর সব কৃতিত্বই আমার এবং ইদানিং

হয়েছে। এতে কত চাল আছে, কতদূর, তা আমরা জানি না। বীজ ছড়াতে গিয়ে, তোমার দান ছড়াতে গিয়ে তোমার সৎকাজ ছড়াতে গিয়ে তুমি তোমার ব্যক্তিত্বের অংশ বিতরণ কর এবং নিজের মধ্যে আরেকজনের ব্যক্তিত্বের অংশকে গ্রহণ কর, আরেকজনের সঙ্গে তোমার পারস্পরিক যোগ ঘটে, আরেকটু মন দিলে তুমি অতিঅপ্রত্যাশিত আবিষ্কারে পুরস্কৃত হবে। শেষে নিজের কাজকে তোমার বিজ্ঞান বলে মনে হবে, সে কাজ তোমার সমগ্র জীবনে ছড়িয়ে পড়বে, সমস্ত জীবনকে পূর্ণ করবে। অন্য দিকে তোমার সব চিন্তা, তোমার ছড়ানো বীজ, যার কথা তুমি হয়ত ভুলে গেছ, বেড়ে উঠে আকার গ্রহণ করবে। তোমার কাছে যে গুণ গ্রহণ করে একজন আরেকজনকে দেবে। মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে তুমি কি অংশ নেবে তা কি বলতে পার? যদি এই জ্ঞান এবং সারাজীবনের এই কাজ দিয়ে তুমি শেষ অবধি কিছু শক্তিশালী বীজ বপন করতে পার যা পৃথিবীকে মহান সরল ভাবনা জোগাবে তাহলে... ইত্যাদি অনেক কথা বললাম।

'বাহমুরোভ যেন কারো বিরুদ্ধে ভৎসনার সুরে বলল, "যে তুমি এই রকম কথা বলছ, সেই তুমিই কিনা মরতে বসেছ!'

'তখন আমরা ব্রিজে দাঁড়িয়ে রেলিং-এ কনুইয়ের ভর দিয়ে নেভা নদী দেখছিলাম।

'রেলিং-এ নীচু হয়ে ঝুঁকে বললাম, 'আমার কি মনে হল জান?'

'বাহমুরোভ আতঙ্কিত হয়ে বলল, 'জলে ঝাঁপিয়ে না পড়!' বোধ হয় সে মুখ দেখে আমার চিন্তা বুঝছিল।

'না, আপাতত শুধু এই চিন্তা: আমার আয়ু আর তিন মাস, হদ্দ চার মাস হবে, ঐ মাস থাকতে থাকতে যদি একটা সৎকাজ করার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠি ... তাতে অনেক পরিশ্রম ও চিন্তার দরকার, যেমন এই ডাক্তারের ঘটনাটা, তাহলে সেটা আমার না করাই উচিত ... কারণ এখন আর তাতে যথেষ্ট সময় নেই। তখন নাই উচিত হবে কোন ছোটখাট সৎকাজ খুঁজে নেওয়া যেটা আমার সাধ্যের মধ্যে (যদি এখনো সৎকাজে আগ্রহ থাকে ...)। তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে এই একটা মজার ব্যাপার।'

'বেচারা বাহমুরোভ আমার জন্য খুব দুঃখ পেল। সে আমার বাড়ীর দরজা অবধি এল, যেখানে ভাগ্যক্রমে ... করে আমায় সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিল ... এর সময়ে সে অদ্ভুত রকমভাবে আমার হাত চেপে দিয়ে আমার সঙ্গে ... আমার অনুমতি চাইল। আমি বললাম যদি আমায় সে সান্ত্বনা দিতে আসে। চুপ করে থাকলেও সে সান্ত্বনা দিতে আসবে, সেটা তাকে বুঝিয়ে বললাম। তাহলে প্রতিবার সে আমাকে মৃত্যুর কথা আরো বেশী মনে করিয়ে দেবে। সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমার কথা মেনে নিল। আমরা অত্যন্ত ভদ্রভাবে বিদায় নিলাম। আমি মোটেই এটা আশা করিনি।

কিন্তু সেই সন্ধ্যায় ও রাতে আমার 'শেষ বিশ্বাসের' প্রথম বীজ উপ্ত হল। সাগ্রহে এই নতুন ধারণাকে আঁকড়ে ধরলাম, সাগ্রহে তার সব দিক বিশ্লেষণ করলাম। সারারাত ঘুমালাম না; যতই গভীরভাবে ভাবতে লাগলাম, মগ্ন হতে লাগলাম, ততই ভীত হয়ে পড়লাম। একটা অদ্ভুত ভয় সেদিন থেকে ক্রমাগত আমাকে তাড়া করতে লাগল, মাঝে মাঝে সেই অবিরাম ভয়ের কথা ভেবে হঠাৎ

অন্য ভয়ে আমি শিউরে উঠতে লাগলাম। সেই ভয়ে এই ধারণা হতে লাগল যে আমাকে "শেষ বিশ্বাস" আমাকে বড প্রভাবিত করেছে, এটা শেষ পর্যন্ত যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছবে। কিন্তু সে সিদ্ধান্তের ম' যথেষ্ট দৃঢ়তা আমার ছিল না। তিন সপ্তাহ পরে সেই দৃঢ়তা এল, তবে সেটা অত্যন্ত অদ্ভুত পরিস্থিতিতে।

'আমার এই 'কৈফিয়ৎ' -এ আমাকে সব তারিখ আর সংখ্যা লিখতে হবে। অবশ্য তাতে কোন তফাৎ হবে না, কিন্তু এখন (হয়ত শুধু এই মুহূর্তেই) আমি চাই, যারা আমার কাজের বিচার করবে, তারা দেখুক যুক্তির কী দীর্ঘধারা আমার "শেষ বিশ্বাস" গড়ে তুলেছে। এখনি চূড়ান্ত দৃঢ়তার কথা বলেছি,—আমার "শেষ বিশ্বাসে' তার অভাব ছিল। আমার মধ্যে সে দৃঢ়তা এল যুক্তির দ্বারা নয়, এল এক আশ্চর্য আঘাতে, অদ্ভুত পরিস্থিতিতে, হয়ত বা একটু অসংলগ্নভাবেই। দশদিন আগে রোগোজিন তার নিজের দরকারে আমার কাছে এসেছিল, সেটা বলার দরকার নেই আমি আগে কখনো তাকে দেখিনি, কিন্তু তার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছিলাম তাকে প্রয়োজনীয় খবরগুলো দিলাম। সে খবর শুনে চটপট চলে গেল এবং যেহেতু সে খবরের জন্যই এসেছিল, তাই আমাদের পরিচয় সেখানেই শেষ হতে পারত কিন্তু আমায় সে খুব আকৃষ্ট করল সারাদিন বিচিত্র সব চিন্তা মাথা জুড়ে রইল কাজেই ঠিক করলাম পরেরদিন তার সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করতে যাব কিন্তু রোগোজিন আমায় দেখে স্পষ্টতই খুশি হল না এমনকি সে একজনের একটা "সূক্ষ্ম' ইঙ্গিতও দিল যে আমাদের পরিচয় বজায় রাখা অর্থহীন। তবু আমি একটা ঘণ্টা তার সঙ্গে চমৎকার কাটালাম, এবং আমার মনে হয় তার ক্ষেত্রেও তাই হল আমাদের মধ্যে পার্থক্য এত বেশী যে সেটা আমরা বিশেষতঃ আমি কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারিনি। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, আর সে পরিপূর্ণ যথার্থ জীবন কাটাচ্ছে বর্তমানে ডুবে গিয়ে, 'শেষ' ফল সম্বন্ধে তার কোন চিন্তাই নেই শুধু একটা বিষয়েই সে পাগল। মিঃ রোগোজিন আমায় এ কথা বলার জন্য ক্ষমা করবেন, কারণ আমি সাহিত্যে অপটু, চিন্তা প্রকাশ করতে জানি না তার বন্ধুত্বহীনতা সত্ত্বেও ভাবলাম, সে বুদ্ধিমান অনেক কিছু বুঝতে পারে, যদিও খুব কম বিষয়েই তার আগ্রহ আছে। আমার "চরম বিশ্বাস' সম্বন্ধে তাকে কোন ইঙ্গিত দিলাম না তবু মনে হল আমার কথা শুনতে শুনতে সে সেটা অনুমান করেছে। সে কথা বলল না; অদ্ভুতভাবে চুপ করে রইল। যাওয়ার সময়ে ইঙ্গিতে বললাম, আমাদের মধ্যে সব পার্থক্য সত্ত্বেও যতটা মনে হয়েছিল আমার 'চরম বিশ্বাস" থেকে সে মোটেই ততটা দূরে নেই। এ কথায় সে বেশ বিরক্তির হাসি হেসে নিজেই উঠে আমাকে আমার টুপিটা এগিয়ে দিল, যেন আমি স্বেচ্ছায় চলে যাচ্ছি, এবং আর বিশেষ কিছু না বলে তার ঘুপচি বাড়ী থেকে আমাকে বার করে আনল, যেন ভদ্রতা করে আমায় বিদায় দিচ্ছে। তার বাড়ীটা আমার মনে নাড়া দিল। সেটা কবরের মত। মনে হয় বাড়ীটা তার ভাল লাগে। সেটা খুবই স্বাভাবিক, সে যেমন পূর্ণ, স্পষ্ট জীবন যাপন করে তারজন্য তার সেরকম পরিবেশেরই প্রয়োজন।

'রোগোজিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, সারা সকাল খুব অসুস্থ লাগছিল। সন্ধ্যের দিকে দুর্বল শরীরে বিছানায় শুয়েছিলাম। মাঝে মাঝে জ্বর বেড়ে ভুলও বকছিলাম। এগারোটা পর্যন্ত কোলিয়া আমার কাছেই ছিল। সে যা বলেছিল এবং আমাদের মধ্যে যা আলোচনা হয়েছিল,

তার সবটাই আমার মনে আছে। তবে মাঝে মাঝে যখন চোখের সামনে দিয়ে একঝলক ধোঁয়া ভেসে যাচ্ছিল, তখন আইভান ফোমিচকে দেখতে পাচ্ছিলাম; মনে হচ্ছিল, সে যেন লক্ষ লক্ষ টাকা পেয়ে কোথায় রাখবে তা বুঝতে পারছে না, চিন্তা করছে, ভয় পাচ্ছে যে, টাকাটা চুরি হয়ে যাবে। শেষে যেন ঠিক করল, ওটা মাটিতে পুঁতে রাখবে। তখন আমি তাকে বললাম, এত পাহাড়ের মত সোনা মাটিতে না পুঁতে পুরোটা গলিয়ে মরা বাচ্চাকে কবর দেওয়ার মত একটা সোনার কফিন বানিয়ে সেই কফিনটা কবর দাও। মনে হল, আমার এই বিদ্রূপ সুরিকোভ কৃতজ্ঞতার অশ্রু দিয়ে গ্রহণ করে তখনি পরিকল্পনাটা রূপায়িত করতে গেল, এবং আমি তাকে মনে মনে অভিশাপ দিয়ে চলে এলাম

'আমি আবার স্বাভাবিক হতেই কোলিয়া আমায় বলল, আমি আদৌ ঘুমোইনি, সমানে তাকে সুরিকোভের কথা বলেছি। মাঝে মাঝে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, এবং আমি অজ্ঞানের মত হয়ে পড়ছিলাম, ফলে চলে যাওয়ার সময়ে কোলিয়া বেশ অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। সে চলে যাওয়ার পর যখন আমি দরজা বন্ধ করতে উঠলাম, তখন হঠাৎ রোগোজিনের বাড়ীতে অতি বিশ্রী একটা ঘরের দরজার ওপরে দেখা একটা ছবির কথা মনে পড়ল। যেতে যেতে রোগোজিন ছবিটা আমাকে দেখিয়েছিল। মনে হয়, সেখানে আমি মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়েছিলাম। শিল্পের দিক দিয়ে ছবিটাতে কিছুই ছিল না, কিন্তু সেটা দেখে আমার যেন কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল।

'ছবিটায় দেখান হয়েছে, খৃষ্টকে সদ্য সদ্য ক্রুশ থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে। আমার ধারণা, শিল্পীরা সাধারণতঃ খৃষ্টকে ক্রুশের ওপর এবং ক্রুশ থেকে নামিয়ে আনার পরের অবস্থার ছবি আঁকেন। তাঁকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে আনার পরেও, তাঁর মুখে অসাধারণ সৌন্দর্য ছিল। তাঁরা তাঁর প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্যেও সেই সৌন্দর্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন। অথচ রোগোজিনের ছবিটায় সৌন্দর্যের কোন চিহ্নই ছিল না। সেটা যেন এমন একটি মৃতদেহের ছবি, যিনি কিনা ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগেই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, আহত, অত্যাচারিত হয়েছেন, পিঠে করে ক্রুশ নিয়ে যাওয়ার সময়ে ক্রুশের ভারে যখন পড়ে গেছেন, তখনও প্রহরী এবং অন্য মানুষের দল তাকে মেরেছে, তারপর অন্ততঃ কমপক্ষে ছ ঘণ্টা তিনি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা সহ্য করেছেন (আমার হিসেব মত)। অবশ্য সেটা ক্রুশ থেকে সদ্য নামানো একজন মানুষের মুখ বলেই মনে হচ্ছিল—অর্থাৎ, তাতে তখনো উত্তাপ ও প্রাণের চিহ্ন অবশিষ্ট রয়েছে। তখনো তিনি নিষ্প্রাণ হয়ে যাননি; তখনো তাঁর মুখে কষ্টের ছাপ, যেন তখনো তিনি কষ্ট পাচ্ছেন (এটা শিল্পী খুব ভালভাবে ফুটিয়েছেন)। তবু, মুখটাতে এতটুকু কল্পনা নেই। যেন প্রকৃতির অনুকরণে একটি মৃতদেহের মুখ—যে কোন লোককেই কষ্ট পাওয়ার পর এরকমই দেখায়। আমি জানি, খ্রীষ্টান সম্প্রদায় প্রাচীনকালেও বলত যে খৃষ্টের কষ্ট রূপক নয়, যথার্থ এবং সেইজন্য তাঁর দেহ ক্রুশের ওপরে প্রকৃতির নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন। ছবিতে মুখটা ঘুষিতে দারুণ বিধ্বস্ত, ফোলা, ভয়ঙ্কর উঁচু, রক্তমাখা ক্ষতে ভরা, চোখ দুটো বিস্ফারিত; সেই বিস্ফারিত চোখের সাদা অংশটুকু একরকম মরণের উজ্জ্বল আলোয় চকচক করছে। কিন্তু অদ্ভুত হল যে, এই অত্যাচারিত মানুষের মৃতদেহের দিকে তাকালে একটা বিচিত্র, কৌতূহলী প্রশ্ন জাগে: তাঁর সব শিষ্যেরা, যারা তাঁর

প্রধান সহায়ক হবে, তাঁর শিষ্যা, যারা ক্রুশের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে ও পূজা করে, সবাই যদি এই মৃতদেহ দেখে থাকে, তবে কি করে তারা বিশ্বাস করে যে, তিনি আবার আসবেন? স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন দেখা দেয়: যদি মৃত্যু এত বিশ্রী এবং প্রকৃতির নিয়ম এত শক্তিশালী হয়, তাহলে কি করে তাদেরকে অতিক্রম করা যাবে? তিনিও যদি তাদেরকে জয় করতে না পারেন, যিনি জীবনে প্রকৃতিকে পরাস্ত করেছিলেন, বলেছিলেন, "মা, ওঠ!" এবং মেয়েটি বেঁচে উঠেছিল: "ল্যাজারাস, ফিরে এস!" বলাতে মৃত বেঁচে উঠেছিল, তাহলে কি করেই বা পরাজিত হবে? এরকম ছবি দেখে, মানুষ প্রকৃতিকে বিশাল, নির্দয়, মূক পশু ভাববে, অথবা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, কথাটা অবশ্য অদ্ভুত শোনাবে যে, সে ভাববে, প্রকৃতি অতি আধুনিক এক বিরাট যন্ত্র, যে ভোঁতা, বুদ্ধিহীন, লক্ষ্যহীনভাবে এক মহান, অমূল্য প্রাণকে চেপে ধরে নিষ্পেষিত করেছে, যে প্রাণ প্রকৃতির সব নিয়মের চেয়ে মহৎ, সমস্ত পৃথিবীর চেয়েও মহৎ,—হয়ত এই পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল শুধু তার আবির্ভাবের জন্যই। এই ছবি দেখলে অজ্ঞাতসারে মনে হয়, এক এমন অজানা, উদ্ধত, যুক্তিহীন, চিরন্তন শক্তির কথা যার কাছে সবাই অনুগত। মৃতকে ঘিরে থাকা লোকগুলো, যাদের একজনকেও ছবিতে আঁকা হয়নি, নিশ্চয়ই সেই সন্ধ্যায় এত ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা উপলব্ধি করেছিল যাতে তাদের সব আশা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারা নিশ্চয়ই অতি সাংঘাতিক ভয়ে ভীত হয়ে ফিরেছিল, যদিও তাদের সবার মনে ছিল এক প্রবল ধারণা, যেটা কখনো তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হত না। তবে তিনি যদি নিজেকে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগের দিন দেখতেন, তাহলেও কি তিনি ওভাবে ক্রুশ পর্যন্ত যেতেন মৃত্যুবরণ করবার জন্য? ছবিটা দেখলে সে প্রশ্নটাও স্বভাবতঃই মনে জাগে।

'কোলিয়া চলে যাওয়ার আগে এইসব কথা বোধহয় প্রলাপ বকার সময়ে মাঝে মাঝে ঝাপসাভাবে মনে হচ্ছিল, মাঝে মাঝে চিন্তাগুলো নির্দিষ্ট আকার নিচ্ছিল। যার মূর্তি নেই, সে কি আকার ধারণ করতে পারে? কিন্তু আমার মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, আমি সেই অনন্ত শক্তি সেই নির্বোধ, অজ্ঞাত, মূক শক্তিকে কোন অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য আকারে দেখছিলাম। মনে পড়ছে, কে যেন মোমবাতি নিয়ে আমাকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিল একটা বিরাট, বীভৎস মাকড়সা দেখাতে এবং আমার ক্রোধ দেখে হেসে বারবার আশ্বাস দিচ্ছিল যে, এ সেই অজ্ঞাত, মূক, সর্বশক্তিমান। আমার ঘরে সবদা রাতে ছবির সামনে একটা ছোট আলো জ্বলে। আলোটা মৃদু, ক্ষীণ, তবু সব দেখা যায়, এমন কি আলোটার ঠিক নীচে বসে পড়াও যায়। আমার মনে হয় তখন সবে মাঝরাত পেরিয়েছে। আমি একটুও ঘুমাইনি, চোখ খুলে শুয়েছিলাম। হঠাৎ দরজা খুলে গেল, রোগোজিন ঘরে ঢুকল।

'সে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে নীরবে আমার দিকে তাকাল, নিঃশব্দে আলোর নীচে রাখা চেয়ারটার কাছে গেল। আমি খুব অবাক হয়ে রুদ্ধশ্বাসে তার দিকে তাকালাম। সে ছোট টেবিলে কনুই-এ ভর দিয়ে চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। দু-তিন মিনিট কেটে গেল, মনে আছে, তার নীরবতায় আমি খুব ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হলাম। কেন সে কথা বলছে না? এত রাতে তার আসাটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগল বটে, তবে মনে আছে, ততটা আশ্চর্য হইনি। বরং অন্য কথা ভাবলাম; কারণ, সকালে আমার কথাটা স্পষ্ট বোঝাতে না পারলেও জানতাম যে সে সেটা

বুঝেছিল ; এবং এটাও আমার মনে হয়েছিল যে, এই ব্যাপার নিয়ে সে আবার আলোচনা করতে আসতে পারে, এমনকি খুব রাতেও। আমি ধরেই নিয়েছিলাম সে ঐ জন্যেই এসেছে। সকালে আমাদের ছাড়াছাড়িটা বন্ধুর মত হয়নি, মনে আছে, সে দু-তিনবার বেশ বাঙ্গর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তখনো তার মুখে সেই চাহনি দেখে আমি ক্রুদ্ধ হলাম। প্রথমে আমার একটুকু সন্দেহ ছিল না যে এ সত্যিই রোগোজিন ভূত বা আমার চোখের ভুল নয়। আসলে আমি সে কথা ভাবিইনি।

'ইতিমধ্যে সে সেখানে বসে সেই বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইল। আমি রেগে পাশ ফিরে বালিশে কনুই রেখে ভাবলাম আমিও চুপ করে থাকব, যদি ওভাবে চিরকাল বসে থাকতে হয়, তবুও। মনে হয়, এভাবে কুড়ি মিনিট কাটল তারপর হঠাৎ খেয়াল হল যদি এটা রোগোজিন না হয়ে কোন ভূত হয়?

'আমি অসুখের সময়ে বা তার আগে কখনো ভূত দেখিনি। কিন্তু ছোট বেলায় মনে হত, এখনো—মানে, অতি সম্প্রতিও—মনে হয়, ভূতে বিশ্বাস না করলেও আমি এরকম কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গেই মারা যাব। অথচ যখন আমার মনে হল যে, সে রোগোজিন নয়, কোন প্রেতমাত্র, তখন, মনে আছে, একটুও ভয় পাইনি বস্তুতঃ আমার রাগ হয়েছিল। আরেকটা বিচিত্র জিনিষ হল যে ওটা রোগোজিন না প্রেত, সেটা স্থির করার জন্য আমার যতটা উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত ছিল, তা মোটেই হলাম না। মনে হয়, তখন আমি অন্য কিছু ভাবছিলাম। আমার বরং বেশী কৌতূহল হল জানতে যে, যে-রোগোজিন সকালের দিকে ড্রেসিং গাউন আর চটি পরে ছিল, সে কেন এখন ড্রেস-কোট, সাদা ওয়েস্টকোট আর সাদা টাই পরে আছে। এ কথাও মনে হল : যদি এটা ভূত হয় এবং আমি ভয় না পাই, তাহলে উঠে গিয়ে দেখে নিশ্চিত হই না কেন? হয়ত সাহস হয়নি, ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু ভয় পেয়েছি ভাবামাত্র একটা বরফের মত শিহরণ সারা শরীর দিয়ে নেমে গেল ; শিরদাঁড়ায় একটা ঠাণ্ডা ছোঁয়া লাগল, হাঁটু কাঁপতে শুরু করল। ঠিক তখন, যেন আমি ভয় পেয়েছি বুঝতে পেরে রোগোজিন হাত সরিয়ে উঠে দাঁড়াল ; তার ঠোঁটটা ফাঁক হতে লাগল মনে হল যেন সে হাসবে। সে একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি এত ক্ষেপে গেলাম যে, তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু যেহেতু কথা বলব না ঠিক করেছিলাম, তাই শুয়ে রইলাম। তাছাড়া, তখনো বুঝতে পারিনি যে সে সত্যিই রোগোজিন কি না।

'কতক্ষণ এরকম কেটেছিল মনে নেই, মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলাম কিনা, তাও বলতে পারি না। কিন্তু শেষে রোগোজিন উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমবারের মত ইচ্ছাকৃত তীব্র চাহনিতে তাকাল। আর হাসল না, পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম না। কতক্ষণ চোখ খুলে শুয়ে ভাবছিলাম জানি না। ভগবান জানেন, কি ভাবছিলাম। কি করে জ্ঞান হারালাম, তাও মনে নেই। কিন্তু পরের দিন সকাল দশটায় ওরা দরজায় ধাক্কা দিতে ঘুম ভাঙল। আমি ব্যবস্থা করেছিলাম, যদি নিজে দশটার আগে দরজা খুলে চা আনতে না বলি, তাহলে মাত্রিয়োনা ধাক্কা দেবে। দরজা খুলতেই কথাটা আমার মনে হল, দরজা বন্ধ থাকলে কি করে সে আসতে পারে? খোঁজ করার পর আমার বিশ্বাস হল, রোগোজিনের পক্ষে আসা সম্ভব নয়, কারণ, রাতে আমাদের

সব দরজা বন্ধ ছিল।

এই যে অদ্ভুত ঘটনাটি এত খুঁটিয়ে বর্ণনা করলাম, এটাই আমার মনস্থির করার কারণ। 'চরম সিদ্ধান্ত' ঘটল কোন যুক্তিতে নয়, কোন যুক্তিসঙ্গত ধারণাও নয়, ঘটল বিরক্তিতে। যে জীবন এত অদ্ভুত, এত অপমানকর আকার ধারণ করছে, তা আমার চলবে না। ঐ ভূতটা আমাকে অপদস্থ করছে। মাকড়সার আকার গ্রহণ করা বিষণ্ণ শক্তির কাছে আমি নত হতে পারব না। শেষে অন্ধকার হওয়ার সময়ে যখন বুঝলাম যে, সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তের শেষ মুহূর্তে পৌঁছেছি, তখন আমার নিজেকে একটু সুস্থ মনে হল। কিন্তু সে তো প্রথম অবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থায় আমাকে পাভলোভস্ক যেতে হল। তবে সে সব কথা আমি ইতিমধ্যেই ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি।'

॥ সাত ॥

আমার একটা ছোট্ট পকেট পিস্তল ছিল; খুব ছোট বেলায় সেটা পেয়েছিলাম, সে বয়সে লোকে ডুয়েলের বা ডাকাতির গল্পে আনন্দ পায়, কল্পনা করে যে সে নিজে ডুয়েল লড়তে গেলে কত সাহসের সঙ্গে পিস্তলের গুলির মুখোমুখি হবে। একমাস আগে সেটা ঠিক করলাম। যে বাক্সে সেটা ছিল, সেখানে দুটো গুলি পেলাম; তাছাড়া বারুদের বাক্সে তিনবার গুলি করার মত যথেষ্ট বারুদও ছিল। পিস্তলটা জঘন্য, সে জাসুস্থি গুলি যায় না তারপর আবার পনের পা-র থেকে বেশি দূরে হলে কেউ গুলিতে মরেও না। তবে কপালের ওপরে ঠেকিয়ে ধরলে মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে পারে।

'ঠিক করলাম পাভলোভস্কে সূর্যোদয়ের সময় পার্কে গিয়ে মরব যাতে বাড়ীর কারোর অসুবিধে না হয়। আমার 'কৈফিয়ৎ' পুলিশকে সব ভালভাবে বুঝিয়ে দেবে। মনস্তত্ত্ব প্রেমিক বা আর যে কেউ এর থেকে যা ইচ্ছে ভাবতে পারেন, তবে আমি এই লেখা প্রকাশ্যে আনতে চাই না। আমার অনুরোধ এর একটা কপি প্রিন্স নিজের কাছে রাখুন, আরেক কপি আগলেয়া ইভানোভনাকে দেবেন। এই আমার ইচ্ছে। বিজ্ঞানের উপকারের জন্য আমার কঙ্কাল মেডিকাল এ্যাকাডেমিকে দান করছি।

'কোন লোকের আমায় বিচার করার অধিকার আছে বলে স্বীকার করি না। জানি, আমি এখন সব বিচারের বাইরে। অল্প দিন আগে একটা কথা ভেবে বেশ মজা লেগেছিল আমার। হঠাৎ যদি এক সঙ্গে এক ডজন লোককে খুন করার বা বিশ্রী কিছু করার ইচ্ছে হয়, এমন কিছু করার ইচ্ছে জাগে যাকে পৃথিবীতে জঘন্যতম অপরাধ বলে মনে করা হয়, তাহলে এখন যখন দৈহিক শাস্তি ও অত্যাচার আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এবং আমার আয়ুও মাত্র পনের দিনই রয়েছে, তখন বিচারকদের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? আমি হাসপাতালে আরামে, উত্তাপে, ডাক্তারের যত্নে, খুব সম্ভবতঃ বাড়ীর চেয়েও অনেক আরামে মরব। আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে আমার মত অবস্থায় পড়ে কোন লোকের কি ঠাট্টা হিসেবেও এটা একবার মনে হয়নি! হয়ত বা হয়েছে, কারণ, আমাদের মধ্যে বহু লোকই ঠাট্টা ভালবাসে।

'যদিও আমাকে বিচার করার অধিকার কারো আছে বলে আমি স্বীকার করি না, তবু আমি জানি যখন আমি নীরব হয়ে যাব তখন আমার বিচার হবে,

এবং সেদিন আমাকে বাঁচাবার জন্য কেউ এগিয়ে আসবে না। তাই তখনই আমি আত্মসমর্থনে কিছু না বলে যেতে চাই না — এ হচ্ছে স্বাধীন আত্মসমর্থন, কোন রকম বাধ্যতামূলক নয়, সাফাই গাওয়ার জন্যও নয়। না, না। কারোর কাছে আমি ক্ষমা চাইছি না, তার কোন কারণও নেই, এ শুধু একান্তই আমার ইচ্ছা।

'এখানে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন উঠছে : কি অধিকারে কি উদ্দেশ্যে আমার জীবনের শেষ কয়েকটা সপ্তাহ কাটাবার অধিকার নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলার সাহস পাচ্ছে? কার মাথাব্যথা পড়েছে এর বিচার করার? আমি শুধু মরবই না, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অত্যন্ত সৎভাবে সব শাস্তি সহ্য করেও যাব। তাতে কার কি এসে যাচ্ছে? নৈতিকতার প্রশ্ন উঠছে? আমি বুঝতে পারছি স্বাস্থ্য এবং শক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে, যদি কিনা 'আমার প্রতিবেশীদের উপকারে' আসতে পারত, তা যদি আমি বিনা অনুমতিতে অকালে নষ্ট করতাম তাহলে সেক্ষেত্রে বিবেক ও নিয়মনীতির একটা প্রশ্ন উঠতে পারত। কিন্তু এখন, যখন আমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়ে গেছে, তখন কি হবে? এটা এখন শুধু জীবনই দাবি করছে না, জীবনের শেষ মুহূর্ত ত্যাগ করার আহ্বান জানাচ্ছে। প্রিন্সের মুখ থেকে আজ আমরা সেই সান্ত্বনাবাণী শুনছি যার মূল বক্তব্য হচ্ছে, মৃত্যুই হচ্ছে মানুষের কাছে সর্বোত্তম প্রাপ্তি। (ওর মত খৃষ্টানদের এটাই হচ্ছে ধারণা, এটাই ওঁদের কাছে সব থেকে প্রিয়। উনি "পাভলোভস্কের গাছের" কথা বলে কি বোঝাতে চান? আমার জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোকে একটু সহনীয় করে তুলতে চান? ওরা কি বুঝতে পারছেন না যে যতই আমি নিজেকে বিস্মৃত হব, যতই জীবন ও তার সব মায়াবন্ধনকে আঁকড়ে ধরব, ততই যদি ওরা আমার কাছ থেকে আমার পাঁচিল এবং প্রাচীর ছেড়ে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে তাতে শুধু আমি আরো বেশি অসুখী-ই হব? আপনাদের প্রকৃতি আপনাদের পাভলোভস্ক উদ্যান, আপনাদের সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত, আপনাদের নীল আকাশ এবং হাসিমুখ এসব দিয়ে আমার কি হবে যখন এই সব উৎসব আমাকে বাদ দিয়েই বেশ চলে যাচ্ছে? যখন প্রতিটি মিনিট প্রতিটি সেকেণ্ড আমি একথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমার চতুর্দিকে সূর্যরশ্মিতে আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে যে মাছিটি সেও তার নির্দিষ্ট জায়গাটি চেনে, তাকে ভালবাসে, এবং তার জন্য সে নিজেও সুখী, তখন এই সৌন্দর্যের মাঝে আমার অবস্থিতিটা কোথায়? আমি তো এখানে একজন অবাঞ্ছিত ছাড়া আর কিছুই নই। অথচ নিজের ভীরুতার জন্যই সে কথাটা এখনো স্বীকার করতে চাইছি না। আমি জানি, আদর্শ এবং নীতি জয়ের জন্য প্রিন্স এবং অন্যান্যরা আমাকে বাধ্য করবেন এই "দুর্নীতিপূর্ণ জঘন্য কথাগুলোর" পরিবর্তে মিলেভেয়ির প্রখ্যাত চিরায়ত সঙ্গীতটি গাওয়াতে। আমাকে বিশ্বাস করুন, হে সরলহৃদয় ব্যক্তিবৃন্দ, ফরাসী কাব্যের ঐ নীতিকথায় পরিপূর্ণ পংক্তিগুলো এত বেশি পাণ্ডিত্যে ভরা, এত বেশি তিক্ততায় ঠাসা, এত বেশি বিদ্বেষ মেশানো যে অনুমান হয় কবি নিজেও হয়ত হতবুদ্ধি হয়ে ঐ বিদ্বেষকে কোমলতার অশ্রু বলে বিশ্বাস নিয়েই মারা গেছেন। প্রার্থনা করি, তার আত্মা শান্তি পাক। আপনাদের বলছি, নিজের শূন্যতা এবং অক্ষমতাবোধজনিত হীনতার একটা সীমা আছে — তার বাইরে কেউই যেতে পারে না। কেউ যদি সে সীমা পেরিয়ে যায় তবে সে নিজের অবনতিতে প্রবল তৃপ্তি অনুভব করে — অবশ্য সেক্ষেত্রে নম্রতা যে একটা বিরাট শক্তি সেটা স্বীকার

করছি তবে ধর্ম যে অর্থে নম্রতাকে শক্তি বলে স্বীকার করে, সে অর্থে নয়।

'ধর্ম! আমি অনন্ত জীবনকে স্বীকার করি, এবং হয়ত বরাবরই তা স্বীকার করেছি। কোন উচ্চতর শক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে চেতনা চারদিকে দেখে বলুক: 'আমি আছি।'' তারপর সেই শক্তির দ্বারা হঠাৎ বিধ্বস্ত হয়ে যাক, কারণ কোন কারণে এটা বিশেষ প্রয়োজন এবং এর পেছনে কোন উদ্দেশ্য না থাকলেও এই দরকারী। আমি মানছি, তাই হোক, কিন্তু আবার সেই চিরন্তন প্রশ্ন: আমার নম্রতার কি প্রয়োজন? যে আমাকে গ্রাস করছে, তাকে কোন প্রশংসা না করেই কি আমি নিজেকে সঁপে দেব? সত্যিই কি ওপরে এমন কেউ আছেন, যিনি আমি আরো একটু না বাঁচলে দুঃখ পাবেন? আমি তা বিশ্বাস করি না, বরং খুব সম্ভবতঃ আমার এই অপদার্থ জীবনটাই; তার প্রয়োজন এই জীবন-অণু, যাতে বিশ্বছন্দ সম্পূর্ণ হতে পারে। যদি কোনরকম যোগ বিয়োগ, কোনরকম সামঞ্জস্যের খাতিরে, প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ প্রাণীর জীবনের আহুতির প্রয়োজন হয় কেনন তাদের মৃত্যু না হলে বাকী পৃথিবী চলতে পারে না (তবে চিন্তাটা খুব অভিনব নয়), তাহলে তাই হোক। অন্যভাবে কথাটা স্বীকার করছি, অর্থাৎ অনবরত একে অপরকে গ্রাস না করলে--পৃথিবী চালানো অসম্ভব হত। একথাও আমি স্বীকার করতে রাজী আছি যে, পৃথিবীর এই নিয়মের আমি কিছুই বুঝি না। তবে এটা নিশ্চিত জানি: যদি আমাকে একবার সচেতন হতে দেওয়া হয় যে, "আমি আছি," তাহলে পৃথিবীর সৃষ্টিতে কি ভুল আছে তাতে আমার কিছু যাবে আসবে না; ভুল তো না থাকলে পৃথিবী চলতেই পারে না। এরপরে কে আমায় দণ্ড দেবে, কি অভিযোগে দণ্ড দেবে? আপনারা যা খুশী বলুন, আমি বলব, এটা অসম্ভব ও অন্যায়।

'তবু, আমার এটা করার ইচ্ছে সত্ত্বেও, আমি কখনো ভাবতে পারিনি যে ভবিষ্যৎ জীবন নেই, ঈশ্বর-কৃপা নেই। মনে হয় থাকাটা খুবই সম্ভব, কিন্তু আমর ভবিষ্যৎ জীবন বা তার নিয়ম সম্বন্ধে কিছুই বুঝি না। কিন্তু যদি এটা এত কঠিন এবং দুর্বোধ্য হয়, তাহলে দুর্বোধ্যকে বুঝতে না পারার জন্য আমি দায়ী হব না। এট সত্যি, ওরা এবং অবশ্য প্রিন্সও আমায় বলেন যে, আনুগত্যের দরকার, মানুষকে বিনা প্রশ্নে, শুধু শ্রদ্ধা নিয়ে কাজ করতে হবে এবং আমার নম্রতার জন্য নিশ্চয়ই পরলোকে আমি পুরস্কার পাব।

'আমরা ঈশ্বরকে বুঝতে না পারার বিরক্তিতে তাঁর ওপরে নিজের চিন্তা আরোপ করে তাঁকে বড় ছোট করি। কিন্তু তাঁকে যদি বোঝা অসম্ভব হয় তাহলে আবার বলছি, যা মানুষকে বুঝতে দেওয়া হয়নি, তার কৈফিয়ৎ দেওয় কঠিন। তাই যদি হয়, তাহলে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও নিয়ম বুঝতে না পারার জন্য আমার কি করে বিচার হবে? না, বরং ধর্মকে একপাশে সরিয়ে রাখি।

'আমি ইতিমধ্যে অনেক কথা বলেছি। এই জায়গাটা পড়ার সময়ে নিশ্চয়ই "আকাশ আলোয় প্রতিধ্বনিত করে," সূর্য উঠবে, তার বিশাল অমেয় শক্তি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। তাই হোক! আমি সোজা সেই শক্তি ও জীবনের উৎসকে দেখব; এ জীবন আমি চাই না। যদি আমার না জন্মাবার শক্তি থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই এই প্রহসনাত্মক পরিস্থিতিকে গ্রহণ করতাম না। কিন্তু এখনো আমার মরার ক্ষমতা আছে, যদিও যে দিনগুলো ফিরিয়ে দেব, তা খুবই সীমিত। এ কোন

মহৎ শক্তি নয়, মহৎ বিদ্রোহ নয়।

'আমার শেষ "কৈফিয়ৎ" : এই তিনটে সপ্তাহকে সহ্য করতে না পারার জন্যই আমি মরছি না। আমার যদি শক্তি থাকত এবং যদি চাইতাম, তবে, আমার প্রতি অবিচারের স্বীকৃতির সান্ত্বনা পেতাম। কিন্তু আমি ফরাসী কবি নই, এবং এ ধরনের সান্ত্বনাও চাই না। সবশেষে, প্রলোভনও রয়েছে। তিন সপ্তাহের দণ্ডাদেশে প্রকৃতি সব কাজকে এত সীমিত করেছে যে সম্ভবতঃ আত্মহত্যাই একমাত্র কাজ যা আমি শুরু ও শেষ করে যেতে পারব। তাই শেষ কাজের সুযোগটাই নিতে চাই। তবে, মাঝে মাঝে প্রতিবাদটাও খুব একটা তুচ্ছ কাজ নয় '

'কৈফিয়ৎ' শেষ হল। ইপ্পোলিৎ অবশেষে থামল।

কোন ক্লান্ত ভীতু লোক যখন আত্মহারা হয়ে সবেতেই সঙ্কুচিতভাবে যে কোন কেলেঙ্কারি ঘটাতে পারে, এবং সেটা বেশ খুশী হয়েই, তখন তার মধ্যে এক চরম নির্লজ্জতা দেখা দেয়, একমুহূর্ত পরে গীর্জার চূড়া থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব সমস্যার সমাধান করার অস্পষ্ট দৃঢ়তা নিয়ে সে লোকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাধারণতঃ আসন্ন দৈহিক অবসাদ এই অবস্থার লক্ষণ। এতক্ষণ পর্যন্ত যে চরম, অস্বাভাবিক উত্তেজনা ইপ্পোলিৎকে খাড়া রেখেছিল তা সেই ভয়ঙ্কর চূড়ায় পৌঁছেছে। রোগক্লান্ত এই আঠারো বছরের ছেলেটিকে এতক্ষণ গাছ থেকে ছেঁড়া কম্পিত পাতার মত মনে হচ্ছিল। কিন্তু সেই- গত একঘণ্টায় এই প্রথম—সে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে দেখল, অমনি অতি ক্রুদ্ধ, অতি ঘৃণাভরা দৃষ্টি ও হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। সে তাড়াতাড়ি চ্যালেঞ্জ জানাল। তবে তার শ্রোতারাও খুব ক্রুদ্ধ। তারা হৈ-চৈ করে রাগতভাবে উঠে দাঁড়াচ্ছে। ক্লান্তি, মদ্যপান, স্নায়বিক উত্তেজনায় বিশৃঙ্খলা বেড়ে গেছে, কিংবা বলা চলে, বুশ্রীতা বেড়ে উঠেছে।

হঠাৎ ইপ্পলিৎ লাফিয়ে উঠল, যেন তাকে চেয়ার থেকে ধাক্কা দিয়ে তোলা হয়েছে। গাছের মাথায় আলো দেখে যেন অবাক হয়ে মিশকিনকে সেদিকে দেখিয়ে বলল, 'সূর্য উঠেছে, সূর্য উঠেছে।

ফার্দিশেচাঙ্ক বলল, 'কেন, ভেবেছিলে উঠবে না?'

গানিয়া উদাসীন বিরক্তিতে ধড়মড় করে উঠে হাই তুলে [illegible] টুপি নিয়ে বলল, 'সারাদিন আবার দৌড়বে [illegible] যদি একমাস এই রকম চলে। [illegible] আমরা কি যাব?'

ইপ্পলিৎ প্রায় [illegible] 'বক্তৃতা' শুনছিল। হঠাৎ [illegible] ফ্যাকাশে [illegible] গানিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল [illegible] অপমান করার [illegible] দেখাল। [illegible]

ফার্দিশেচাঙ্ক [illegible] উঠল, [illegible] ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব। [illegible] বলতো।

গানিয়া বলল, 'ও একটা মূর্খ।

ইপ্পলিৎ নিজেকে একটু সামলে নিল

আগের মতই কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'ভদ্রমহোদয়গণ বুঝতে পারছি, আপনাদের ক্রোধ আমার প্রাপ্য—আমি দুঃখিত যে এইসব প্রলাপ বকে আপনাদের পীড়িত করেছি'—সে পাণ্ডুলিপিটার দিকে দেখাল—'কিংবা আপনাদের আরো পীড়া দিতে পারিনি বলে দুঃখিত—' বোকার মত হাসল। 'আপনাকে বিরক্ত

করেছি, ইয়েভগেনি পাভলোভিচ ?' সে সোজা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল। 'বিরক্ত করেছি কিনা—বলুন।'

'লেখাটা বড় লম্বা, তবু—'

'বলে ফেলুন। জীবনে একবার নয় মিথ্যে না-ই বললেন।' ইপ্পোলিৎ কাঁপতে লাগল।

'ওঃ। ওতে আমার কিছু যায় আসে না! অনুরোধ করছি, দয়া করে আমায় একা থাকতে দাও।' ইয়েভগেনি বিতৃষ্ণায় মুখ ঘুরিয়ে নিল।

টিৎসিন মিশকিনের কাছে গিয়ে বলল, চলি, প্রিন্স।'

ভেরা বেশ ভয় পেয়ে ইপ্পোলিতের দিকে ছুটে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'কিন্তু ও এখনি আত্মহত্যা করবে। আপনারা কি ভাবছেন ? ওকে দেখুন, ও বলেছে, সূর্য উঠলে আত্মহত্যা করবে। আপনারা কি করছেন।

কোলিয়াও ইপ্পোলিতের হাত ধরে বলল, আপনারা সাবধান হোন। শুধু ওকে দেখুন। প্রিন্স প্রিন্স, কি ভাবছেন ?'

ভেরা, কোলিয়া, কেলার এবং বুর্দোভস্কি ইপ্পোলিৎকে ঘিরে ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

বুর্দোভস্কিকেও অবশ্য খুব অস্থির মনে হচ্ছে, সে বিড়বিড় করে বলল, 'ওর অধিকার আছে অধিকার আছে—'

লেবেদিয়েভ মিশকিনের কাছে গিয়ে বলল, মাফ করুন প্রিন্স—আপনি কি করতে চান ?' সে মাতাল হয়ে এত ক্ষেপে উঠেছে যে, উদ্ধত হয়ে গেছে।

'কিসের ব্যবস্থা ?'

না, মশাই, মাফ করবেন। আপনাকে অসম্মান করতে চাই না [illegible] বাড়ীর মালিক আমি আপনিও একজন মালিক একথা স্বীকার করেই বলছি, নিজের বাড়ীতে আমি কারো পরোয়া করি না—'

হঠাৎ জেনারেল ইভোলগিন ক্রুদ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও আত্মহত্যা করবে না। হতভাগাটা ঠকাচ্ছে।'

'সাবাস জেনারেল।' ফার্দিশ্চেঙ্কো জেনারেলের কথার প্রশংসা করল।

'জেনারেল, মাননীয় জেনারেল, আমি জানি ও আত্মহত্যা করবে না, তবুও আমি বাড়ীর মালিক বলে '

টিৎসিন মিশকিনের কাছে বিদায় নেওয়ার সময় হঠাৎ ইপ্পোলিতের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'শুনুন, মিঃ তেরেন্তিয়েভ আপনি বোধ হয় লিখেছেন যে, আপনার কঙ্কাল আপনি এ্যাকাডেমিকে দিয়ে যাবেন তাই না ? নিজের কঙ্কাল—হাঁ। নিজের হাড়ের কথাই বলেছেন, তাই তো ?

হাঁ। আমার হাড়—

'বেশ, ঠিক আছে। পাছে ভুল হয়, তাই জেনে নিলাম, এরকম একটা ঘটনার কথা শুনেছি।'

মিশকিন চেঁচিয়ে উঠল, 'ওকে বিদ্রূপ করছেন কেন ?

ফার্দিশ্চেঙ্কো বলল, 'আপনি ওকে কাঁদালেন।'

কিন্তু ইপ্পোলিৎ মোটেই কাঁদছে না। সে নড়বার চেষ্টা করছে, কিন্তু চারজন মিলে এক সঙ্গে তার হাত ধরে রেখেছে। কার যেন হাসির শব্দ শোনা গেল।

রোগোজিন বলল, 'ওটাই ও চেয়েছে যে, ওরা ওর হাত ধরে থাকবে ; ঐ জন্যেই ও ঐ "কৈফিয়ৎ" পড়েছে। চলি প্রিন্স ; এঃ, অনেকক্ষণ বসে শরীর ব্যথা করছে।'

ইয়েভগেনি হেসে বলল, 'তেরেন্তিয়েভ, যদি সত্যিই আত্মহত্যা করতে চেয়ে থাকো, এরকম প্রশংসার পরে আমি হলে কিন্তু ওদের শিক্ষা দেবার জন্য কিছুতেই তা করতাম না।'

ইপ্পোলিৎ তার কথায় তেড়ে উঠল, 'ওরা আমার আত্মহত্যা দেখতে খুব আগ্রহী।'

এমনভাবে কথা বলল যেন সে কাউকে আক্রমণ করছে। 'ওরা দেখতে পাবে না বলে রেগে গেছে।'

ইয়েভগেনি সমর্থনের সুরে বলল. 'ত হলে ভাবছ, ওরা দেখতে পাবে না? আমি তোমায় উস্কোচ্ছি না, বরং উল্টোটাই, মনে হয়, খুব সম্ভবতঃ তুমি আত্মহত্যা করবে। আসল হল, বুদ্ধি গুলিয়ে না ফেলা।'

'এখন দেখছি ওদের "কৈফিয়ৎ" শুনিয়ে খুব ভুল করেছি, ইপ্পোলিৎ অকস্মাৎ বিশ্বাসের দৃষ্টিতে ইয়েভগেনির দিকে তাকাল, যেন বন্ধুর কাছে গোপন পরামর্শ নিচ্ছে।

ইয়েভগেনি হেসে বলল, 'অদ্ভুত অবস্থা, কিন্তু—তোমায় কি পরামর্শ দেব, জানি না।

ইপ্পোলিৎ কঠিন, নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকাল, কোন জবাব দিল না। মনে করা যেতে পারে যে, মাঝে মাঝে তার জ্ঞান থাকে না।

লেবেদিয়েভ বলল, 'না, মাফ করুন, এ অদ্ভুত কাণ্ড। ও বলছে, 'পার্কে আত্মহত্যা করব যাতে কারোর অসুবিধা না হয়।" ওর ধারণা যে, তিনটে ধাপ নীচে নেমে পার্কে কয়েক পা গেলেই ও কারোর অসুবিধা করবে না

মিশকিন বলল মশাইর —'

লেবেদিয়েভ রেগে গিয়ে বাধা দিল, 'না, আমায় বলতে দিন, মাননীয় প্রিন্স। আপনি নিজেই দেখছেন, এটা ঠাট্টা নয় এবং অন্ততঃ অর্ধেক অতিথিরও তাই ধারণা। ওদের বিশ্বাস, ও যা বলেছে, তারপর ও আত্মহত্যা করতে বাধ্য, অতএব বাড়ীর মালিক হিসেবে এবং এই ঘটনার সাক্ষী হিসেবে, আমি আপনার সাহায্য চাইছি।'

'কি করতে হবে? আমি তোমায় সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।'

বলছি। প্রথমতঃ, আমাদের সবলের সামনে যে পিস্তল নিয়ে ও গর্ব করেছে, সেটা এবং বারুদ ফেলে দিতে হবে। যদি ফেলে দেয়, তাহলে আজ রাতে ওর অসুস্থতার কথা বিবেচনা করে ওকে এই বাড়ীতে থাকতে দেব—তবে অবশ্যই আমার তত্ত্বাবধানে। কিন্তু কাল ওকে নিজের কাজে যেতে হবে। মাফ করুন, প্রিন্স! যদি ও অস্ত্র না ফেলে, তাহলে এখনি ওকে ধরব,—আমি একদিকে, জেনারেল আরেকদিকে, এবং এখনি পুলিশে খবর পাঠাব, অর্থাৎ ব্যাপারটা তখন পুলিশের হাতে চলে যাবে। মিঃ ফার্দিশ্চেঙ্কো বন্ধু হিসেবে ওদের কাছে যাবেন।'

একটা হৈ চৈ শুরু হল। লেবেদিয়েভ উত্তেজনায় সব সংযম হারিয়ে ফেলল। ফার্দিশ্চেঙ্কো পুলিশে যাওয়ার জন্য তৈরী হল। গানিয়া উন্মত্তের মত পীড়াপীড়ি করতে লাগল যে, কেউ আত্মহত্যা করতে চায়নি। ইয়েভগেনি কিছু বলল না।

ইপ্পোলিৎ হঠাৎ ফিসফিসিয়ে বলল, 'প্রিন্স, গীর্জা থেকে কখনো লাফিয়েছেন ?'

মিশকিন সরলভাবে বলল, 'ন্-না।'

ইপ্পোলিৎ জ্বলন্ত চোখে মিশকিনের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে আবার বলল, 'আপনি কি ভেবেছিলেন, আমি এই ঘৃণার কথা বুঝতে পারিনি!' সে যেন সত্যিই জবাব চায়।

হঠাৎ চেঁচিয়ে সবাইকে বলল, 'ব্যস! দোষ আমার⋯সব চেয়ে বেশী। লেবেদিয়েভ, এই যে চাবি।' সে পার্স বার করে তিন চারটে চাবিশুদ্ধ একটা ইস্পাতের রিং বার করল। 'এই যে, শেষের আগেরটা⋯কোলিয়া দেখিয়ে দেবে⋯কোলিয়া, কোলিয়া কোথায় ?' কোলিয়াকে না দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল। 'হ্যাঁ ও দেখিয়ে দেবে। গতকাল ও আমার সঙ্গে ব্যাগে জিনিষ ভরেছে। ওকে নিয়ে যাও, কোলিয়া। প্রিন্সের পড়ার ঘরে টেবলের নীচে⋯আমার ব্যাগ আছে⋯এই চাবিটা⋯নীচে একটা ছোট বাক্সে⋯পিস্তল আর বারুদ। মিঃ লেবেদিয়েভ, ও নিজে প্যাক করেছে ; ও আপনাকে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু এই শর্তে যে কাল ভোরে যখন পিটার্সবার্গ রওনা হব, ওটা আমায় ফিরিয়ে দেবেন। শুনতে পাচ্ছেন ? আমি এটা প্রিন্সের জন্য করছি, আপনার জন্য নয়।'

'আচ্ছা, সেই ভাল,' লেবেদিয়েভ চাবি ছিনিয়ে নিয়ে শয়তানী হাসি হেসে পাশের ঘরে ছুটে গেল।

কোলিয়া কিছু বলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু লেবেদিয়েভ তাকে টেনে নিয়ে গেল।

ইপ্পোলিৎ আনন্দিত অতিথিদের দেখল। মিশকিন লক্ষ্য করল, তার দাঁতে ঠক্‌ঠক্ করে শব্দ হচ্ছে, যেন খুব ঠাণ্ডা লাগছে।

ইপ্পোলিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে মিশকিনকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'লোকগুলো কী শয়তান!'

সে কথা বলছে ঝুঁকে পড়ে।

'ওদের কথা ছেড়ে দাও। তুমি খুব দুর্বল—'

'এক মিনিট, এক মিনিট⋯এক মিনিটের মধ্যে যাচ্ছি।'

হঠাৎ সে মিশকিনকে জড়িয়ে ধরে অদ্ভুতভাবে হেসে বলল, 'বোধ হয় ভাবছেন, আমি পাগল ?'

'না, কিন্তু তুমি—'

'একমিনিট, একমিনিট, চুপ করুন, কিছু বলবেন না, চুপ করে দাঁড়ান। আমি আপনার চোখের দিকে তাকাতে চাই ঐভাবে দাঁড়িয়ে আমায় দেখতে দিন⋯আমি প্রতিটি মানুষকে বিদায় জানাচ্ছি।'

সে উঠে দশ সেকেণ্ড নীরবে এক দৃষ্টিতে মিশকিনকে দেখতে লাগল। খুব বিবর্ণ মুখ, ঘামে ভেজা চুল নিয়ে অদ্ভুতভাবে মিশকিনের হাতটা এমনভাবে চেপে ধরল, যেন তাকে ছেড়ে দিতে সে ভয় পাচ্ছে।

মিশকিন চেঁচিয়ে উঠল, 'ইপ্পোলিৎ, ইপ্পোলিৎ, তোমার কি হয়েছে ?'

'সোজা পথ⋯ব্যস⋯শুতে যাচ্ছি। সূর্যকে স্বাগত জানাব—আমি চাই, চাই—তাই হোক।'

সে চটপট টেবল থেকে একট গ্লাস উঠিয়ে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে এক মুহূর্তে

বারান্দার সিঁড়ির কাছে চলে গেল। মিশকিন পেছনে দৌড়োতে গেল, কিন্তু ঠিক তখনি ইয়েভগেনি যেন বিদায় নেওয়ার জন্য তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। একসেকেণ্ড পরে বারান্দায় সকলের চীৎকার শোনা গেল। তারপর প্রচণ্ড গোলমাল হতে লাগল।

ঘটনাটা আসলে এই : বারান্দার সিঁড়ির মুখটাতে গিয়ে ইপ্পোলিৎ বাঁ হাতে কাঁচের গেলাসটা ধরে এবং ডান হাতটা কোটের পকেটে ঢুকিয়ে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। কিন্তু কেলার পরে বলল যে, ইপ্পোলিৎ আগেই মিশকিনের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তার ডান হাতটা পকেটে রেখেছিল, এবং বাঁ হাতে মিশকিনের কাঁধ ও কলার ধরেছিল। ডান হাত পকেটে রাখতেই কেলারের মনে মৃদু সন্দেহ হয়েছিল। সে যাই হোক, কি রকম একটা অস্বস্তি বোধ করে সে ইপ্পোলিতের পেছনে দৌড়ে যায়। কিন্তু তার খুব দেরি হয়ে গেল। সে শুধু দেখল ইপ্পোলিতের ডান হাতে চকচকে কি একটা জিনিস, সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোট পকেট পিস্তল তার কপালে ঠেকল। কেলার হাত ধরতে ছুটে গেল, কিন্তু তখনি ইপ্পোলিৎ ট্রিগার টিপেছে। ট্রিগারের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শোনা গেল, কিন্তু কোন গুলি বেরোল না। কেলার ইপ্পোলিৎকে ধরতেই সে তার হাতের মধ্যে এলিয়ে পড়ল। মনে হল যেন সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। বোধহয় সে ভেবেছিল, সে সত্যিই মরে গেছে। পিস্তলটা তখন কেলারের হাতে। ইপ্পোলিৎকে তুলে নেবার জন্য চেয়ার আনা হল। সবাই তাকে চেয়ারে বসিয়ে ঘিরে ধরে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। সবাই ট্রিগারের শব্দ শুনেছে, অথচ দেখছে লোকটা অক্ষতদেহে বেঁচে আছে। ইপ্পোলিৎ কি হচ্ছে বুঝতে না পেরে শুধু ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকাচ্ছে। লেবেদিয়েভ আর কোলিয়া সাথে সাথে ছুটে এল।

সবাই বলল, 'তাক ফসকে গিয়েছে ?'

অন্যরা বলল, 'বোধহয় গুলি ছিল না।'

কেলার পিস্তলটা দেখে বলল, 'গুলি ছিল, কিন্তু—'

'তাক কি ফসকাতে পারে ?'

কেলার বলল, 'পিস্তলে কোন ক্যাপ ছিল না।'

তারপরে যে করুণ দৃশ্যের অবতারণা হল, তা বর্ণনা করা কঠিন। প্রথম মুহূর্তের নিঃস্তব্ধতার পর হঠাৎ সবাই দ্রুত হাসতে শুরু করল। কয়েকজন এমন হাসছে যে মনে হচ্ছে, যেন তাদের আনন্দ হচ্ছে। ইপ্পোলিৎ পাগলের মত কাঁদছে, হাত মোচড়াচ্ছে, সকলের কাছে ছুটে যাচ্ছে, এমনকি ফার্দিশ্চেঙ্কোর কাছে গিয়ে তাকে দু হাতে ধরে বলল, সে ক্যাপ লাগাতে একেবারে ভুলে গিয়েছিল। "এ ভুল ইচ্ছাকৃত নয়, আকস্মিক। সব ক্যাপ তার ওয়েস্টকোটের পকেটে আছে ; সংখ্যায় সেগুলো এক ডজন।" ও সকলকে সেগুলো দেখাল। কিন্তু কেউ কেউ মন্তব্য করল, "ওগুলো ও আগে লাগায়নি, পাছে পকেটে হঠাৎ ফেটে যায়, তাই ও ক্যাপ লাগাবার অনেক সুযোগ খুঁজেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হঠাৎই ভুলে গেছে।" সে মিশকিনও ইয়েভগেনির কাছে ছুটে গেল, কেলারকে অনুরোধ করল, তার পিস্তলটা ফিরিয়ে দিতে যাতে সে সবাইকে দেখাতে পারে যে সে "বরাবরের মত ছোট" হয়ে যায়নি।

শেষে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। তাকে মিশকিনের পড়ার ঘরে নিয়ে যাওয়া

হল, এবং লেবেদিয়েভ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে তখনি একজন ডাক্তারকে খবর পাঠাল, আর নিজে রোগীর বিছানার পাশে মেয়ে, ছেলে, বুর্দোভস্কি এবং জেনারেলকে নিয়ে বসে রইল। ইপ্পোলিৎকে যখন অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হল, তখন ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেলার আবেগে প্রতিটি কথা টেনে টেনে, জোর দিয়ে, যাতে সবাই শুনতে পায় এইভাবে বলল: 'ভদ্রমহোদয়গণ! যদি আপনাদের মধ্যে কেউ একবার আমার সামনে বলেন যে, ক্যাপটা ইচ্ছে করেই লাগানো হয়নি এবং ঐ দুঃখী যুবকটি একটা প্রহসন করছিল, তাহলে তাকে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।'

কেউ তার কথার জবাব দিল না। শেষে অতিথিরা চটপট চলে যেতে শুরু করল। তিৎসিন, গানিয়া আর রোগোজিন একসঙ্গে বেরোল।

মিশকিন এ দেখে অবাক হল যে, ইয়েভগেনিও তার মত বদলে কোন কথা না বলেই চলে যাচ্ছে।

মিশকিন বলল, 'অন্যরা চলে যাওয়ার পর আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন না?'

হ্যাঁ', বলে ইয়েভগেনি বসে পড়ল এবং মিশকিনকে পাশে বসার জায়গা করে দিল। 'কিন্তু এখন মুহূর্তের জন্য আমি আমার মত বদলে ফেলেছিলাম স্বীকার করছি, আমি মনে আঘাত পেয়েছি, এবং আপনিও তা পেয়েছেন। আমার চিন্তা সব গুলিয়ে গেছে। তাছাড়া আপনার সঙ্গে যা আলোচনা করতে চাই, তা আমার এবং আপনার পক্ষে খুবই জরুরী। দেখুন প্রিন্স, জীবনে একবার একেবারে সৎ কিছু করতে চাই—অর্থাৎ যাতে কোন আপাতঃ-উদ্দেশ্য নেই তেমন কিছু। মনে হয় ঠিক এই মুহূর্তে কোন সৎ কাজ করার ক্ষমতা যেমন আমার নেই তেমনি আপনারও হয়ত নেই তাই আচ্ছা পরে আলোচনা করব। হয়ত পরে বিষয়টা আমাদের কাছে সহজ হবে, যদি আমরা আরো তিনটে দিন অপেক্ষা করি এই তিনদিন আমি পিটার্সবাগে কাটাব।'

তারপর সে আবার চেয়ার থেকে উঠে পড়ল কাজেই একটু আগে ওর চেয়ারে বসাটা অদ্ভুত লাগল। মিশকিনও ভাবল যে, ইয়েভগেনি বিরক্ত হয়েছে ও র চোখে এখন এমন একটা বিদ্বেষের ভাব, যেটা আগে ছিল না।

'ভাল কথা, এখন কি রোগীর কাছে যাচ্ছেন?'

মিশকিন বলল, 'হ্যাঁ খুব ভাবনা হচ্ছে।'

'ভয় পাবেন না। ও আরো ছ' সপ্তাহ বাঁচবে, এখানে ভালও হয়ে উঠতে পারে। তবে আপনার পক্ষে, সবচেয়ে ভাল হবে, যদি আপনি কাল— ওর হাত থেকে ছাড়া পান।'

'হয়ত আমি ওকে কিছু না বলে উসকেছি । ও ভেবে থাকতে পারে ওর আত্মহত্যার কথা বিশ্বাস করিনি। আপনার কি মনে হয়, ইয়েভগেনি?'

কিছুই মনে হয় না। আপনার পক্ষে ওর কথা ভাবাটা বেশী সহজ। এরকম বহু গল্প শুনেছি, তবে কখনো স্বচক্ষে কাউকে প্রশংসা পাওয়ার জন্য বা না পাওয়ায় রাগে আত্মহত্যা করতে দেখিনি। তাছাড়া দুর্বলতার এরকম প্রকাশ্য রূপও বিশ্বাস করতাম না। চেষ্টা করুন কাল যাতে ওর হাত থেকে মুক্তি পেতে পারেন।'

'আপনার কি মনে হয়, ও আবার আত্মহত্যা করবে?'

'না, এখন করবে না। তবে এদের সম্বন্ধে সাবধানে থাকবেন। আবার বলছি, এইসব সাধারণ, অসহিষ্ণু, লোভী লোকদের প্রায়ই আশ্রয় হল অপরাধ।'

'ও কি ল্যাসেনারপন্থী?'

'ব্যাপারটা আসলে তাই, তবে বাহ্যতঃ হয়ত কিছুটা আলাদা হতে পারে। দেখবেন এই লোকটা হয়ত শুধু "মজা" করার জন্য ডজনখানেক লোককে খুন করে বসবে; এ কথা ও এখনি "কৈফিয়ৎ"-এ পড়ল। ওর ঐ কথাগুলো আমাকে এখন ঘুমোতে দেবে না।'

'আপনি হয়ত একটু বেশীই ভাবছেন।'

'প্রিন্স, আপনি বড় অদ্ভুত লোক। আপনি বিশ্বাস করতে চাইছেন না যে, ও এখন অনায়াসে এক ডজন লোককে খুন করতে পারে।'

'জবাব দিতে ভয় পাচ্ছি। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত, তবে—'

ইয়েভগেনি বিরক্ত হয়ে বলল, 'বেশ, যা খুশী ভাবুন। তাছাড়া, আপনি এত সাহসী। আপনি যেন আবার ঐ এক ডজনের একজন হবেন না, তাহলেই হল।'

ইয়েভগেনির দিকে স্বপ্নালু চোখে তাকিয়ে মিশকিন বলল, 'খুব সম্ভব, ও কাউকে মারবে না।'

ইয়েভগেনি ক্রুদ্ধ হাসি হাসল।

'চলি। যাওয়ার সময় হয়েছে। লক্ষ্য করেছেন, ও "কৈফিয়ৎ"-এর এক কপি আগলেয়ার জন্য রেখেছে?'

'হাঁ, লক্ষ্য করেছি—ওটা নিয়ে ভাবছি।'

' "ডজনের" ক্ষেত্রে ওটা ঠিকই আছে।' ইয়েভগেনি আবার হেসে বেরিয়ে গেল।

একঘণ্টা পরে তিনটার সময় মিশকিন পার্কে গেল। সে ঘুমোবার চেষ্টা করল কিন্তু প্রবল হৃদস্পন্দনের শব্দে জেগে রইল। বাড়ীতে সব শান্ত; যতদূর সম্ভব নিঃস্তব্ধতা ফিরে এসেছে। অসুস্থ ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাক্তার বলেছেন; বিশেষ কোন বিপদ নেই। রোগীর ঘরে লেবেদিয়েভ, কোলিয়া ও বুর্দোভস্কি শুয়ে আছে যাতে পালা করে তার ওপর নজর রাখতে পারে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু মিশকিনের অস্বস্তি ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। সে পার্কে বেড়াতে বেড়াতে অন্যমনস্কভাবে এদিক ওদিক তাকাল, স্টেশনের সামনে খোলা জায়গায় পৌঁছে সারি সারি আসন আর বাজনার জায়গা দেখে বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াল।

এই ভয়ঙ্কর জায়গাটা তার মনে নাড়া দিল। সে ফিরে দাঁড়িয়ে আগের দিন যে পথে এপানচিনদের সঙ্গে এসেছিল, সেই পথ দিয়ে সেই নির্ধারিত সবুজ আসনটার কাছে পৌঁছল; সেখানে বসে হঠাৎ জোরে হেসে উঠে সাথে সাথেই আবার নিজের ওপরে বিরক্ত হয়ে উঠল। সেই বিরক্তি আর গেল না; তার ফিরে যেতে ইচ্ছে করল··· কিন্তু কোথায় তা সে জানে না। মাথার ওপরে গাছের ডালে বসে একটা পাখী গান গাইছে; মিশকিন পাতার মধ্যে পাখীটাকে খুঁজতে লাগল। অমনি পাখীটা গাছ থেকে বেরিয়ে এল। সাথে সাথে তার মনে পড়ে গেল উত্তপ্ত রোদে মাছির কথা, যার কথা ইপ্পোলিৎ লিখেছে যে, মাছিটাও তার নিজের জায়গা জানে, সঙ্গীতে অংশ নেয়, কিন্তু একা ইপ্পোলিতই সেখানে অনিমন্ত্রিত। তখন কথাটা মিশকিনের মনে লেগেছিল; এখন সেটা মনে পড়ল।

একটা বহুদিনের ভুলে যাওয়া স্মৃতি তার মনে হঠাৎ স্পষ্ট ভেসে উঠল।

ঘটনাটা ঘটেছিল সুইটজারল্যাণ্ডে যখন সে প্রথম গিয়েছিল তখন। সময়টা ছিল বছরের প্রথম দিকে। তখন সে বলতে গেলে একরকম নির্বোধই ছিল; ভালভাবে কথাও বলতে পারত না, মাঝে মাঝে বুঝতে পারত না, কি বলা হচ্ছে। একবার এক উজ্জ্বল, রোদালো দিনে এক পাহাড়ী পথে সে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরছিল; তার মনে ছিল তখন একটা অস্পষ্ট, কষ্টকর চিন্তা। তার সামনে তখন উজ্জ্বল আকাশ, নীচে লেক আর চারদিকে সীমাহীন মুক্তদিগন্ত, যার কোন শেষ ছিল বলে মনে হচ্ছিল না। সে অনেকক্ষণ বিষণ্ণ মনে তাকিয়েছিল। এখন মনে পড়ছে, সেই উজ্জ্বল, অনন্ত নীলের দিকে হাত বাড়িয়ে সে কেঁদেছিল। তার কষ্ট হয়েছিল এই ভেবে যে, সে এ সবের একেবারে বাইরে। কেন এই উৎসব? কেন এই বিশাল, শাশ্বত দৃশ্য, যার কোন শেষ নেই, যার প্রতি সে শৈশব থেকে আকৃষ্ট হয়েছে অথচ যাতে কখনো অংশ নিতে পারেনি? প্রতিদিন সকালে একই ঝকঝকে সূর্য ওঠে, প্রতিদিন জলপ্রপাতে একই রামধনু রং খেলে, প্রতি সন্ধ্যাতেই উঁচু বরফের পাহাড় হাল্কা বেগুনী রংয়ে দূর আকাশের গায়ে জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকে, প্রতিটি 'ক্ষুদ্র মাছিও রোদে গুঞ্জন করে, সঙ্গীতে অংশ নেয়, নিজের স্থান নিজেই খুঁজে নেয়, তাকে ভালবেসে সুখী হয়।' প্রতিটি ঘাস জন্মায়, বেড়ে ওঠে এবং সুখী হয়। প্রত্যেকেরই পথ আছে, সে পথ সে চেনে, গান গেয়ে সে পথে এগিয়ে যায়, গান গেয়েই আবার ফিরে আসে। শুধু সে-ই কিছু জানে না; মানুষ বা শব্দ কিছুই তার কাছে বোধগম্য নয়; সে সবকিছুর বাইরে অযাচিত। অবশ্য তখন সে এ কথাগুলো ভাষায় বলতে পারত না, কোন প্রশ্নও করতে পারত না, না বুঝে বোকার মত শুধু কষ্ট পেত। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এ সব কথাই যেন সে তখন বলেছিল, এবং ইপ্পোলিৎ সম্ভবতঃ মাছি সম্বন্ধে যা বলেছে তা তার কাছ থেকেই নিয়েছে। এ বিষয়ে সে নিশ্চিত, এবং কোন কারণে এই কথা ভেবে কেন যেন তার বুক কাঁপতে শুরু করল।

সে ঘুমিয়ে পড়লেও তার উদ্বেগ রইল। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে তার মনে পড়ল, ইপ্পোলিৎ এক ডজন লোক মারবে! কথাটার অবাস্তবতায় সে মৃদু হাসল। তার চারদিকে অপূর্ব উজ্জ্বলতা আর নির্জনতা, মাঝে মাঝে শুধু পাতার মর্মরধ্বনি যেন তাতে নির্জনতা, নিঃস্তব্ধতা আরো বাড়ছে। সে অনেক স্বপ্ন দেখল, তার সবগুলোই শান্তিবিহীন। মাঝে মাঝে সে অস্বস্তিতে চমকে উঠল। শেষে একটি মেয়ে তার কাছে এল। মেয়েটিকে সে চেনে, এবং এই চেনাটাই তার কাছে পীড়াদায়ক। সে মেয়েটির নাম জানে, তাকে যে কোন জায়গায় দেখলেই চিনতে পারবে—কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, আগে তার মুখটা সে যেমন দেখেছিল, এখন সেরকম নেই। এখন তাকে সেই একই লোক বলে মেনে নিতে তার কষ্টকর অনিচ্ছা বোধ হচ্ছে। সে মুখে এখন এমন দুঃখ আর ভয়ের ছাপ যে মনে হচ্ছে সে যেন একজন ভয়ঙ্কর অপরাধী, যেন এখনি কোন সাংঘাতিক অপরাধ করে এসেছে। মেয়েটির বিবর্ণ গালের ওপর জলের ফোঁটা কাঁপছে, সে এগিয়ে এসে মিশকিনের ঠোঁটে আঙুল রাখল, যেন তাকে নিঃশব্দে সঙ্গে আসতে বলছে। মিশকিনের হৃৎপিণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে গেল; কিছুতেই সে স্বীকার করতে রাজি নয় যে ঐ মেয়েটি অপরাধী। কিন্তু কেন যেন তার মনে হল, এমন বিশ্রী কিছু একটা ঘটবে যাতে তার

সারাটা জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। মেয়েটি যেন কাছেই পার্কের মধ্যে তাকে কিছু দেখাতে উদগ্রীব। মিশকিন সঙ্গে যাবে বলে উঠল, কিন্তু হঠাৎ পাশেই একটা খুশীর টাটকা হাসি শুনতে পেল, কে যেন এগিয়ে এসে তার হাতে মেয়েটির হাত রাখল। মিশকিন হাতটা জোরে চেপে ধরে জেগে উঠল। দেখল, আগলেয়া সামনে দাঁড়িয়ে জোরে হাসছে।

॥ আট ॥

সে হাসছে বটে, কিন্তু বিরক্ত।

ঘৃণা মেশানো বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, 'ঘুমোচ্ছিলেন। আপনি ঘুমোচ্ছিলেন।

মিশকিন ঘুমের ঘোরে তাকে চিনতে পেরে অবাক হয়ে বলল, 'ও তুমি! হঁ্যা! আমাদের দেখা করার কথা ছিল। ..আমি এখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'তাই তো দেখছি।'

'তুমি ছাড়া কি আর কেউ আমায় জাগায়নি? এখানে কি আর কেউ ছিল না? ভেবেছিলাম এখানে . আরেকটি মেয়ে ছিল।'

'আরেকটি মেয়ে ছিল?'

সব শেষে মিশকিনের ঘুমের ঘোর কাটল।

সে চিন্তিত ভঙ্গীতে বলল, 'ও একটা স্বপ্ন। এখন এরকম স্বপ্ন দেখা বড় বিচিত্র .. বসো!'

সে আগলেয়াকে হাত ধরে বসাল; পাশে বসে নিজে চিন্তায় ডুবে গেল। আগলেয়া কথা শুরু না করে সঙ্গীটিকে বেশ খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগল। মিশকিনও তাকে দেখতে লাগল, অবশ্য মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে সে যেন তাকে দেখছে না। আগলেয়া লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

মিশকিন চমকে উঠে বলল, 'ও হ্যাঁ, ইপ্পোলিৎ নিজেকে গুলি করেছিল।'

আগলেয়া বলল, 'কখন? আপনার বাড়ীতে?' কিন্তু তেমন অবাক হল না। গতকাল সন্ধ্যাতেও তো সে বেঁচেছিল তাই না?' তারপর হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এরপরেও আপনি ঘুমোতে পারলেন কি করে?'

'কিন্তু ও মরেনি। পিস্তল থেকে গুলি বেরোয়নি।'

আগলেয়া মিশকিনকে জোর করতে লাগল, আগেরদিন সন্ধ্যায় কি হয়েছে তা বিশদভাবে বলার জন্য। অনবরত ঘটনাটা বলার জন্য অনুরোধ করলেও নানা অসংলগ্ন প্রশ্ন করে বাধা দিতে লাগল। ইয়েভগেনি কি বলেছে সেটা বেশ মন দিয়ে শুনে সেই কথাটাই আবার বারবার বলার জন্য অনুরোধ করতে লাগল।

শেষে সব শুনে বলল, 'আচ্ছা, যথেষ্ট হয়েছে! আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে। এখানে মাত্র একঘন্টা থাকব, আটটা পর্যন্ত। আটটায় বাড়ী ফিরতেই হবে, যাতে ওরা জানতে না পারে যে এখানে ছিলাম এবং কোন দরকারে বেরিয়েছি। আপনাকে অনেক কিছু বলার আছে। তবে এখন আমায় আপনি খুব অন্যমনস্ক করে দিলেন। আমার মনে হয়, ইপ্পোলিতের পিস্তল থেকে গুলি বেরোত না। পিস্তলটা ঠিক ওরই মত। কিন্তু আপনি ঠিক জানেন যে, ও সত্যিই আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল, ওতে কোন ছলনা ছিল না?'

'কোন ছলনা ছিল না।'

'সেটা খুবই সম্ভব। তাহলে ও লিখেছে যে, আপনি আমাকে ওর স্বীকারোক্তিটা

দেবেন? ওটা আনলেন না কেন?'

'ও তো মারা যায়নি। আমি ওটা চেয়ে নেব।'

'নিশ্চয়ই আনবেন। ওকে বলার কোন দরকার নেই। ও নিশ্চয়ই খুশী হবে, কারণ হয়ত ঐ জন্যেই ও গুলি করেছিল, যাতে আমি পরে ওর কৈফিয়ৎটা পড়ি। দয়া করে আমায় ঠাট্টা করবেন না লেভ নিকোলায়েভিচ, কারণ এরকম হওয়াটা খুবই সম্ভব।'

'আমি হাসছি না; আমার নিজেরই ধারণা যে এটাও হয়ত একটা কারণ।'

'আপনার ধারণা। আপনিও তাই ভাবেন?'

আগলেয়া বেশ অবাক হল।

সে দ্রুত প্রশ্ন করতে লাগল, কিন্তু মাঝে মাঝে যেন হতবুদ্ধি হয়ে কথা শেষ করতে পারছে না। মাঝে মাঝে যেন প্রিন্সকে কোন বিষয়ে সাবধান করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। তাকে যথেষ্ট উত্তেজিত, এবং সপ্রতিভ দেখালেও হয়ত একটু ভয়ও পেয়েছে। তার পরণে সাধারণ ঘরোয়া পোষাক, এ পোষাক তাকে বেশ মানিয়েছে। সে বেঞ্চের একেবারে ধারে বসে রয়েছে; মাঝে মাঝে চমকে উঠছে, লজ্জা পাচ্ছে সে যাতে পরে 'কৈফিয়ৎ' পড়তে পারে, সেজন্যই ইপ্পোলিৎ গুলি করেছিল, মিশকিনের সঙ্গে তার নিজের ধারণার এই মিল তাকে খুব অবাক করেছে।

মিশকিন বলল 'অবশ্য, ও চাইছিল আমরা সবাই এবং তুমি ওকে প্রশংসা কর—'

'প্রশংসা করি?

'মানে কি বলব বোঝানো খুব কঠিন। ও চাইছিল সবাই এসে ওকে বলুক যে, তারা ওকে খুব ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, ও চাইছিল, সবাই ওকে বেঁচে থাকার জন্য অনুরোধ করুক। খুব সম্ভবতঃ তোমার কথাই ওর সবচেয়ে বেশী মনে হয়েছিল, কারণ এমন সময়ে ও তোমার নাম করেছে, যদিও ও নিজেও হয়ত জানত না যে তোমার কথা ওর মনে এসেছে।'

'এটা আমি আদৌ বুঝতেই পারছি না যে, ওর একথাটা মনে ছিল, অথচ ও সেটা নিজেই জানত না। তবু, মনে হয় কিছুটা যেন বুঝতে পারছি। আপনি জানেন, যখন আমার মাত্র তেরো বছর বয়স ছিল তখন আমি কিরিশবার বিষ খেয়ে আত্মহত্যার স্বপ্ন দেখছিলাম এবং সে কথা একটা চিঠিতে মা বাবাকে লিখেছিলাম। আরো ভেবেছিলাম, কি রকম কফিনে শুয়ে থাকব, সবাই আমায় ঘিরে কাঁদবে, আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে বলে নিজেদের দোষ দেবে আপনি আবার হাসছেন কেন?' সে ভুরু কুঁচকালে। আপনি যখন স্বপ্ন দেখেন, তখন কি দেখেন? হয়ত ভাবেন যে আপনি একজন ফিল্ডমার্শাল এবং আপনি যুদ্ধে নেপোলিনকে হারিয়ে দিয়েছেন।'

মিশকিন হেসে বলল, 'ওরকম স্বপ্ন দেখি, বিশেষতঃ ঘুমিয়ে পড়ার সময়ে। তবে সব সময়ে অস্ট্রিয়ানদের হারিয়ে দিই নেপোলিয়ানকে নয়।'

'আমার আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করার মেজাজ নেই, লেভ নিকোলায়েভিচ। আমি নিজে ইপ্পোলিতের সঙ্গে দেখা করব। ওকে এ কথা বলার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। আমার মনে হয়, আপনি যেভাবে তাকে বিচার করছেন,

সেভাবে মানুষের আত্মাকে দেখা ও বিচার করা খুব বর্বরোচিত। আপনার মনে সত্য ছাড়া আর কোন কোমলতা নেই, তাই আপনি অন্যায়ভাবে বিচার করছেন।'

মিশকিন ভাবতে লাগল।

বলল, 'তুমি বোধহয় আমার প্রতি অন্যায় করছ। এভাবে চিন্তা করায় আমি তো কোন ক্ষতি দেখছি না, কারণ সবাই এভাবেই চিন্তা করতে চায়। তাছাড়া, ও বোধহয় ওভাবে আদৌ ভাবেনি, শুধু চেয়েছিল—শেষবারের মত মানুষের কাছে আসতে, তাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জয় করতে। এসব অনুভূতি খুবই সৎ। তবে কোন কারণে সবকিছু গোলমাল হয়ে গেছে। এর কারণ হয়ত ওর অসুস্থতা বা অন্য কিছু! তাছাড়া, কিছু লোকের সব সময়েই সবকিছু ঠিক থাকে অথচ অন্যদের কিছুই ঠিকমত ঘটে না—

আগলেয়া বলল, 'নিজের কথা বলছেন বোধহয়?'

মিশকিন প্রশ্নে ব্যঙ্গের সুর লক্ষ্য না করে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, বলছি।'

তবে আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম তাহলে ঘুমিয়ে পড়তাম না। এতে বোঝা যায়, আপনি যে কোন জায়গায় ঘুমিয়ে পড়েন। এটা মোটেই ভাল নয়।'

'কিন্তু আমি সারারাত ঘুমোইনি। তার ওপর সমানে হেঁটেছি। বাজনার জায়গায় ছিলাম।'

'কোন্ বাজনা?'

'যেখানে গতকাল বাজনা বাজছিল সেখানে। তারপর এখানে এসে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি।'

'ও, তাহলে এই ব্যাপার। এতে একটু ভাল লাগছে। কিন্তু ব্যাণ্ডের জায়গায় গিয়েছিলেন কেন?'

'জানি না। তবে গিয়েছিলাম।'

ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি আমায় বারবার বাধা দিচ্ছেন। আপনি ব্যাণ্ডের জায়গায় গেলে আমার কি? কোন্ মেয়ের স্বপ্ন দেখছিলেন?'

'তুমি তাকে দেখেছ।'

'বুঝেছি। খুব বুঝেছি আপনি খুব ভাবেন—কি রকম স্বপ্ন দেখছিলেন? সে কি করছিল? অবশ্য আমার তা জানার কোন আগ্রহ নেই,' সে বিরক্তির সঙ্গে বলল। 'আমায় বাধা দেবেন না—' সে কিছুক্ষণ একটু চুপ করে রইল, যেন সাহস সঞ্চয় করছে বা বিরক্তি চাপার চেষ্টা করছে

'যে কথা বলতে এসেছিলাম, সেটা বলছি। আমি বলতে চাই যে আপনি আমার বন্ধু হবেন। ওভাবে হঠাৎ তাকালেন কেন?' সে এতে খুব রেগে উঠল।

মিশকিন সত্যিই খুব তীক্ষ্ণভাবে তাকে দেখছিল, আগলেয়া উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। এরকম ক্ষেত্রে সে যতই লজ্জা পায়, ততই যেন নিজের ওপরে রেগে ওঠে—এটা তার জ্বলন্ত চাহনি থেকেই বোঝা যায়। সাধারণতঃ যার সঙ্গে কথা বলছে, সে দোষী হোক অথবা না হোক রাগটা তার ওপরেই গিয়ে পড়ে, তার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দেয়। নিজের অপ্রতিভতা আর প্রবল লজ্জা সম্বন্ধে বেশ সচেতন হওয়ার ফলে সে কথাবার্তায় খুব একটা যোগ দেয় না, বোনেদের চেয়ে চুপচাপ থাকে, মাঝে মাঝে যেন একটু বেশী গম্ভীর হয়ে যায়। বিশেষতঃ এরকম

সূক্ষ্ম বিষয়ে কথা বলতে বাধ্য হলে সে স্পষ্ট ক্রোধ এবং একরকম আক্রোশ নিয়ে কথা শুরু করে। কখন লজ্জা পাচ্ছে বা পাবে, সেটা সে আগে থাকতেই বুঝতে পারে।

সে ক্রুদ্ধ হয়ে মিশকিনের দিকে তাকাল, 'আপনি বোধহয় আমার প্রস্তাব গ্রহণ করতে চান না?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই গ্রহণ করতে চাই। তবে কোন দরকার ছিল না—মানে,' মিশকিন ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'ভাবতে পারিনি তোমার এরকম প্রস্তাবের দরকার হবে।'

'তাহলে কি ভেবেছিলেন? কেন আপনাকে এখানে আসতে বলেছিলাম, মনে হয়? আপনার ধারণা কি? হয়ত আমাকে মূর্খ ভাবছেন, যেমন বাড়ীতে সবাই ভাবে?'

'জানতাম না যে, বাড়ীতে তোমাকে সবাই মূর্খ ভাবে। আমি আমি তোমায় তা ভাবি না।'

'তা ভাবেন না? খুব বুদ্ধির কথা। বেশ চালাকের মত বলেছেন।'

মিশকিন বলল, 'আমার মনে হয়, তুমি মাঝে মাঝে বেশ চালাক হতে পার। এখনি একটা খুব বুদ্ধিপূর্ণ কথা বলেছ। ইপ্পোলিতের বিষয়ে আমার অনিশ্চয়তার কথা বলছিলে। "সত্য ছাড়া আর কিছু নয়, তাই আপনি অন্যায় বিচার করেন।' —এ কথাটা আমার মনে থাকবে, এটা নিয়ে ভাবব।'

আগলেয়া হঠাৎ আনন্দে লাল হয়ে উঠল। ভাবের এই আনাগোনা তার চেহারায় একের পর এক অস্বাভাবিক দ্রুততায় খুব সহজেই ফুটে ওঠে। মিশকিনও খুশী হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আনন্দের হাসি হাসল।

আগলেয়া আবার বলল, 'শুনুন, আপনাকে সব কথা বলার জন্য আমি অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছি। আপনি সেই চিঠি লেখার পর থেকে, এমনকি তার আগে থেকেই আপনাকে বলার জন্য অপেক্ষা করছি · গতকাল তার অধেক শুনেছেন। আপনাকে সমস্ত লোকের চেয়ে সৎ ও সত্যবাদী মনে করি, যদি লোকে বলে যে আপনার মন মানে, মাঝে মাঝে আপনার মনে রোগ দেখা দেয়, সেটা অন্যায়। আমি এ বিষয়ে মনঃস্থির করে অন্যদের সঙ্গে তর্ক করেছি, কারণ সত্যি সত্যিই আপনার মানসিক রোগ থাকলেও (এতে রাগ করবেন না যেন, আমি উদার দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি) সকলের চেয়ে আপনার মন শ্রেষ্ঠ। বলতে কি, এরকম মনের কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। কারণ, দু রকম মন রয়েছে: একটা দিয়ে কাজ হয়, অন্যটা দিয়ে হয় না। তাই না? কি, তাই তো?'

মিশকিন মৃদুস্বরে বলল, 'বোধহয়।' তার হৃৎপিণ্ড কাঁপছে, প্রচণ্ড ধুকধুক করছে।

সে জোর দিয়ে বলে চলল, 'আমি জানতাম, আপনি বুঝতে পারবেন। প্রিন্স এস. এবং ইয়েভগেনি এই দু রকমের মনের কথা বোঝে না, এমনকি আলেকজান্দ্রাও বোঝে না। কিন্তু একমাত্র মা-ই বুঝেছেন।'

'তুমি ঠিক লিজাভেটা প্রোকোফিয়েভনার মত।'

আগলেয়া অবাক হয়ে বলল, 'কি রকম? সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে সে বলল, 'ধন্যবাদ। আমি যে মা-র মত, সেজন্য আমি আনন্দিত। তাহলে মাকে আপনি খুব শ্রদ্ধা করেন, না?' প্রশ্নের সরলতা সম্বন্ধে সে আদৌ সচেতন নয়।

'হ্যাঁ। তুমি যে সেটা এত সহজে বুঝেছ, সেজন্য আমি খুশী।'

'আর আমি খুশী, কারণ লক্ষ্য করেছি লোকে মাঝে মাঝে ওঁকে ঠাট্টা করে। কিন্তু সবচেয়ে দরকারী কথাটা বলি। অনেকদিন চিন্তা করে শেষে আপনাকে বেছে নিয়েছি। আমি চাই না, বাড়ীতে কেউ আমায় ঠাট্টা করুক চাই না যে, ওরা আমায় বোকা ভাবুক। চাই না, ওরা আমায় বিদ্রূপ করুক—এসব বুঝেই ইয়েভগেনিকে সোজাসুজি ফিরিয়ে দিয়েছি, কারণ অনবরত বিয়ের পাত্রী হতে চাই না! আমি চাই—আমি চাই—চাই বাড়ী থেকে পালাতে এবং আমায় সাহায্য করার জন্য আপনাকে বেছে নিয়েছি।'

মিশকিন চেঁচিয়ে উঠল, 'বাড়ী থেকে পালাতে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।' সে দারুণ ক্রোধে জ্বলে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাড়ী থেকে পালাতে। ওখানে ওদের কাছে অনবরত অপমান আর সহ্য করতে পারছি না। ওদের সামনে, প্রিন্স এস, ইয়েভগেনি বা আর কারোর সামনে লজ্জা পেতে চাই না, তাই আপনাকে বেছে নিয়েছি। আপনাকে সব, সব বলতে চাই, সবচেয়ে দরকারী কথাও; আর আপনিও আমার কাছে কিছু লুকোবেন না। অন্ততঃ একজনের সঙ্গেও মন খুলে সব কথা বলতে চাই, যেমন নিজের কাছে বলি। ওরা হঠাৎ বলতে শুরু করেছে যে, আপনার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছি, আপনাকে আমি ভালবাসি। ওদের যদিও চিঠিটা দেখাইনি, তবু আপনি এখানে আসার আগেই এটা শুরু হয়েছে। এখন ওরা এই কথা বলছে। আমি কোন কিছুতে ভয় পেতে চাই না। আমি ওদের বলনাচের আসরে যেতে চাই না। আমি কাজ করতে চাই। অনেকদিন ধরে বেরোতে চাইছি। কুড়ি বছর ধরে আমি বাড়ীতে বন্দী ওরা আমার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। চোদ্দ বছর বয়স থেকে পালানোর কথা ভাবছি, অবশ্য তখন বোকা ছিলাম। এখন সব ঠিক করে ফেলেছি, আপনাকে অন্য দেশ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে চাই। আমি কখনো গথিক গীর্জা দেখিনি; আমি রোমে যেতে চাই। সব পণ্ডিতদের দেখতে চাই। প্যারিসে পড়তে চাই। গত এক বছর ধরে পড়াশোনা করে নিজেকে তৈরী করেছি, অনেক বই পড়েছি। সব নিষিদ্ধ বই পড়েছি। আলেকজান্দ্রা, আদেলাইদা সবরকম বই পড়ে—ওরা অনুমতি পায়, কিন্তু আমি সব বই পড়ার অনুমতি পাই না, ওরা খবরদারি করে। বোনেদের সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না, কিন্তু বাবা মাকে অনেকদিন আগেই বলেছি যে আমি আমার সামাজিক পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন চাই। আমি পড়াতে চাই। আপনার কথা ভেবেছি, কারণ আপনি বলেছেন যে, আপনি শিশুদের ভালবাসেন। আমরা একসঙ্গে পড়াতে পারি না কি? এখন নয়, তবে ভবিষ্যতে? একসঙ্গে আমরা ভাল ভাল কাজ করব। আমি জেনারেলের মেয়ে হয়ে থাকতে চাই না। বলুন তো, আপনি কি খুব শিক্ষিত লোক?'

'না, মোটেই নয়।'

'দুঃখের কথা, কারণ ভেবেছিলাম—কি করে ভেবেছিলাম? তবুও আপনি আমায় উপদেশ দেবেন, কারণ আপনাকেই আমি বেছে নিয়েছি।'

'এটা অবাস্তব, আগলেয়া।'

'আমি বাড়ী থেকে পালাতে চাই,' আবার তার চোখ জ্বলে উঠল। 'যদি রাজী না হন, তাহলে আমি গ্যাব্রিলকে বিয়ে করব। বাড়ীতে একটা বাজে মেয়ে হয়ে শুধু শুধু দোষী হতে চাই না।'

মিশকিন প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, 'তুমি পাগল! কি তোমার দোষ? কে তোমায় দোষ দিচ্ছে?'

'বাড়ীতে সবাই। মা, বোনেরা, বাবা, প্রিন্স এস. এমনকি আপনার জঘন্য কোলিয়াও। সোজা না বললেও ওরা তাই ভাবে। আমি সোজা ওদের মুখের ওপরে বলে দিয়েছি, বাবা মাকেও বলেছি। মা তার পরের দিন সম্পূর্ণ অসুস্থ হয়ে ছিলেন। পরের দিন আলেকজান্ড্রা আর বাবা আমায় বলল যে, আমি কি যা-তা বকছি, তা নিজেই বুঝতে পারছি না। আমি ওদের সোজা বলে দিয়েছি যে আমি সব বুঝেছি। আমি আর ছোট মেয়ে নই, ২ বছর আগে পল দ্য ককের দুটো উপন্যাস পড়ে সব জেনেছি। মা আমার কথা শুনে প্রায় অজ্ঞান হওয়ার উপক্রম।'

হঠাৎ মিশকিনের একটা অদ্ভুত কথা খেয়াল হল। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগলেয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল।

তার বিশ্বাস হচ্ছে না যে যে বদমেজাজী মেয়েটি একদিন গর্ব করে ঘৃণার সঙ্গে তাকে গ্যাব্রিলের চিঠি পড়ে শুনিয়েছিল, সেই আজ সত্যি তার সামনে বসে আছে। সে ধারণা করতে পারছে না যে, এই ঘৃণায় ভরা, কঠিন সুন্দরীটি হঠাৎ এরকম শিশুর মত হয়ে যেতে পারে যে কিনা এখনো বহু কথার মানেই জানে না।

মিশকিন বলল, 'আগলেয়া, তুমি কি বরাবর বাড়ীতেই থেকেছ? মানে, কখনো স্কুলে বা অন্য কোথাও পড়তে যাওনি?'

'কখনো কোথাও যাইনি। বরাবর বাড়ীতেই বসে থেকেছি, যেন আমাকে একটা শিশিতে বন্দী করে রাখা হয়েছে, এবং এখান থেকে বেরিয়ে সোজা বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে। আবার হাসছেন কেন? লক্ষ্য করছি, আপনিও যেন আমায় বিদ্রূপ করছেন, ওদের দলেই যাচ্ছেন,' আগলেয়া ভুরু কুঁচকে বলল। 'আমায় রাগাবেন না। আমার কি হয়েছে জানি না। নিশ্চয়ই আপনি এখানে এসেছেন এই ভেবে যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।' সে বিরক্ত হয়ে উঠল।

মিশকিন সরল মনে বলল (সে খুব ঘাবড়ে গিয়েছে) 'গতকাল এ জন্য খুব ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার আজ দৃঢ় বিশ্বাস যে তুমি—'

'কি?' আগলেয়া চেঁচিয়ে উঠল, তার নীচের ঠোঁট কাঁপছে। 'আপনি ভয় পেয়েছিলেন যে আমি আপনার এ কথা ভাবার সাহস হয়েছিল যে আমি—হায় ভগবান! বোধ হয় আপনার সন্দেহ হয়েছিল যে আমি এখানে আপনাকে ডেকেছি ফাঁদে ফেলতে, যাতে পরে আমাদের এখানে দেখা যায় এবং আপনি আমাকে বিয়ে করতে বাধ্য হন?'

'আগলেয়া! তোমার লজ্জা হচ্ছে না? এরকম একটা জঘন্য কথা কি করে তোমার মনে হল? শপথ করে বলতে পারি, তুমি এর একটি কথাও বিশ্বাস কর না—তুমি জান না যে তুমি কি বলছ!'

আগলেয়া মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল, যেন যা বলেছে, তাতে নিজেই ভয় পেয়েছে।

মৃদুস্বরে বলল, 'আমি আদৌ লজ্জিত নই। কি করে আপনি জানলেন যে, আমি এত সরল? কি করে তখন আমাকে প্রেমপত্র লেখার সাহস হয়েছিল আপনার?'

'প্রেমপত্র? আমার চিঠিটা প্রেমপত্র! সে চিঠি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে লেখা, আমার জীবনের তিক্ততম মুহূর্তে আমার হৃদয়ের প্রকাশ সে চিঠি। তখন তোমায় আলোর মত ভেবেছিলাম—আমি—

হঠাৎ আগলেয়া সম্পূর্ণ অন্য সুরে, খুব শান্ত স্বরে বাধা দিল, 'আচ্ছা, আচ্ছা।' সে মিশকিনের দিকে ফিরল, যদিও এখনো সে তার দিকে না তাকাবারই চেষ্টা করছে। সে যেন প্রিন্সের কাঁধ ছুঁয়ে রাগ না করার জন্য অনুরোধ করতে লাগল।

বেশ লজ্জিত সুরে বলল, ঠিক আছে, বুঝতে পারছি খুব বোকার মত কথা বলেছি। ওটা বলেছিলাম শুধু আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য। মনে করুন, ওটা বলিনি। যদি আপনাকে আঘাত দিয়ে থাকি, তাহলে আমায় ক্ষমা করুন। দয়া করে আমার দিকে সোজা তাকাবেন না। মুখ ফিরিয়ে নিন। আপনি বলেছেন, কথাটা খুব জঘন্য। আমি ওটা ইচ্ছে করেই বলেছিলাম, আপনাকে চটাবার জন্য। মাঝে মাঝে কি বলতে যাচ্ছি, ভেবে ভয় পাই, তারপর হঠাৎ সেটা বলে ফেলি। আপনি এইমাত্র বললেন, চিঠিটা আপনার জীবনের খুব বেদনাদায়ক মুহূর্তে লেখা।' সে আবার মাটির দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলল, 'সে কোন মুহূর্ত আমি জানি।'

'ওঃ, তুমি যদি সব জানতে—'

নতুন উত্তেজনায় আগলেয়া প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি সব জানি। যে অবস্থায় [illegible] সঙ্গে [illegible] পুরো একমাস একই ফ্ল্যাটে ছিলেন।'

এবারে [illegible] কিন্তু কথাগুলো বলতে বলতে সে [illegible] কি করছে [illegible] সে নিজেই জানে না, তারপর [illegible] করে আবার সে [illegible] অনেকক্ষণ [illegible] ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। [illegible] একটানা [illegible]। মিশকিন [illegible] আকস্মিক আবেগে খুব অবাক হয়েছে, [illegible] বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ আগলেয়া [illegible] বলে উঠল, 'আমি আপনাকে আদৌ ভালবাসি না।'

মিশকিন কোন জবাব দিল না। আবার প্রায় একমিনিট চুপচাপ বসে রইল।

আগলেয়া দ্রুত মাথা আরো নিচু করে অস্ফুটে বলল, 'আমি গাভ্রিলাকে ভালবাসি—'

মিশকিন ফিসফিস করে বলল, 'এটা সত্যি নয়।'

'তাহলে আমি মিথ্যা বলছি? ওটা সত্যি কথা। পরশুদিন এই জায়গাতেই ওকে কথা দিয়েছি।'

মিশকিন ভয় পেয়ে একমিনিট ভাবল।

দৃঢ় গলায় সে আবার বলল, 'ওটা ঠিক নয়? এসব তোমার মনগড়া।'

'আপনি অত্যন্ত ভদ্র। আপনাকে বলে দিই, ও বদলে গেছে। ও আমাকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশী ভালবাসে। আমার চোখের সামনে হাত পুড়িয়ে

ও দেখিয়েছে যে, আমায় ও প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসে।'

'হাত পুড়িয়েছে?'

'হ্যাঁ, নিজের হাত। আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন—আমার কিছু যায় আসে না।'

মিশকিন আবার চুপ করে গেল। আগলেয়ার কথায় ঠাট্টার কোন চিহ্ন নেই। সে রেগে গেছে।

'ও যদি এখানে তা করে থাকে, তাহলে কি ও সঙ্গে করে মোমবাতি নিয়ে এসেছিল? না হলে কি করে এটা সম্ভব হল তা বুঝতে পারছি না—'

'হ্যাঁ—এনেছিল। এতে অসম্ভবের কি আছে?'

'একটা পুরো মোমবাতি, বাতিদানে বসিয়ে?'

'ও—না—অধেক মোমবাতি—মোমবাতির টুকরো—মানে নীচের দিকটা। তাতে কিছু যায় আসে না। আমায় বলতে দিন। ও সাথে করে দেশলাইও এনেছিল। মোমবাতিটা জ্বালিয়ে আঙ্গুলটা তার ওপর আধঘন্টা রেখে দিয়েছিল। এতে অসম্ভব কিছু আছে?'

'গতকাল ওকে দেখেছি। ওর আঙ্গুলগুলো ঠিকই ছিল।

আগলেয়া হঠাৎ শিশুর মত হাসিতে ভেঙে পড়ল।

'জানেন, এক্ষুনি কেন ঐ গল্পটা বললাম?' সে শিশুর মত বিশ্বাস নিয়ে মিশকিনের দিকে ফিরল, হাসিটা এখনো তার ঠোঁটে কাঁপছে। 'কারণ মিথ্যে বলার সময়ে যদি কৌশলে অস্বাভাবিক কিছু বলতে পারেন অদ্ভুত কিছু, যা কখনো ঘটেনি বা কচিৎ ঘটে, তাহলে মিথ্যেটা আরো বাস্তব মনে হয়। এটা লক্ষ করেছি। আমার বেলায় এটা ঠিক মত হল না, কারণ এটা ঠিক মত করতে পারিনি।'

হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে গেল, যেন নিজেকে সংযত করছে।

সে গম্ভীর, দুঃখিত মুখে মিশকিনের দিকে ফিরে বলল, 'যখন আপনাকে "অসহায় বীর"-এর কথা পড়ে শুনিয়েছি তখন যদিও একবিষয়ে আপনার প্রশংসা করতে চেয়েছি কিন্তু আসলে আপনার কাজের জন্য আপনাকে লজ্জা দিতেও চেয়েছিলাম, দেখাতে চেয়েছিলাম যে আমি সব জানি।

'তুমি আমার প্রতি—সেই [illegible] মেয়েটি যার সম্বন্ধে এত বিশ্রীভাবে কথা বললে তার প্রতি খুব অবিচার করেছ আগলেয়া।'

'কারণ ও বিষয়ে আমি সব জানি তাই এভাবে কথা বলছি। জানি, ছ মাস আগে আপনি সকলের সামনে ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কথায় বাধা দেবেন না। দেখছেন তো, আমি কোন মন্তব্য না করে কথা বলছি। এরপর সে রোগোজিনের সঙ্গে পালাল; তারপর আপনি কোন গ্রামে বা শহরে তার সঙ্গে বসবাস করছিলেন, এবং সেখান থেকে সে একদিন আপনাকে ছেড়ে আর কারো কাছে চলে যায়—' আগলেয়া অত্যন্ত লজ্জানম্রভাবে বলল,—'তারপর সে আবার রোগোজিনের কাছে ফিরে যায়, তাকেও সে পাগলের মত ভালবাসে। তখন আপনি—আপনিও খুব চতুর—যেই শুনলেন যে সে পিটার্সবার্গে ফিরে গেছে—অমনি তার পেছনে পেছনে এখানে ছুটে এলেন। গতকাল সন্ধ্যায় তাকে বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিলেন, আর এখনও তাকে স্বপ্ন দেখছিলেন—দেখুন, আমি সব জানি; তার

জন্যেই আপনি এখানে এসেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, তার জন্যে', মিশকিন বিষণ্ণ, স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে উত্তর দিল, সে বুঝতে পারল না, আগলেয়া কেমন জ্বলন্ত চাহনিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'তার জন্যে, দেখতে চাই—আমি বিশ্বাস করি না যে, রোগোজিনকে নিয়ে সে সুখে আছে—মোট কথা, এখানে তার জন্য কি করতে পারি বা কিভাবে তাকে সাহায্য করব জানি না, তবু এসেছি।'

সে চমকে আগলেয়ার দিকে তাকাল; আগলেয়া ঘৃণার সঙ্গে ওর কথা শুনছে।

শেষে বলল, 'না জেনেই যদি এসে থাকেন, তাহলে বল তাকে আপনি খুবই ভালবাসেন।'

মিশকিন বলল, 'না, না, ওকে আমি ভালবাসি না। তুমি যদি জানতে, ওর সঙ্গে সেই সময়টা কি বিশ্রীভাবে কাটিয়েছি!'

কথাটা বলার সময়ে তার শরীর দিয়ে একটা শিহরণ বয়ে গেল।

আগলেয়া বলল, 'তাহলে আমায় সব বলুন।'

'তোমার না শোনার মত এতে কিছুই নেই। জানি না কেন তোমায় সব বলতে চেয়েছি এবং শুধু তোমাকেই। হয়ত সত্যিই তোমায় খুব ভালবেসেছি বলে। ঐ দুঃখী মেয়েটার দৃঢ় ধারণা যে, সারা পৃথিবীতে সে সবচেয়ে পতিত, সবচেয়ে জঘন্য প্রাণী। ওকে ধিক্কার দিয়ো না, ওর দিকে পাথর ছুঁড়ো না! অন্যায্য লজ্জা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ও নিজেকে অনেক কষ্ট দিয়েছে! অথচ ওর কোন দোষ নেই! প্রতি মুহূর্তে ও পাগলের মত কাঁদে আর বলে, ও অন্যায় করতে চায়নি, অন্যদের হাতে ও পুতুল হয়ে পড়েছিল, একজন নীচ, শয়তানের শিকার হয়েছিল। কিন্তু ও তোমাদের যাই বলুক, বিশ্বাস করো, ও নিজেই সেটা স্বীকার করে না এবং নিজের সমগ্র চেতনা দিয়ে বিশ্বাস করে যে ও ই দোষী। আমি যখন সেই হতাশ ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করলাম, তখন ওর অবস্থা এমন শোচনীয় হল যে, সেই বিশ্রী সময়ের কথা ভাবলে সর্বদা আমার মনে কষ্ট হয়। মনে হয় যেন, আমার বুকে ছুরি বিঁধে গেছে। ও আমার কাছ থেকে পালাল। কেন জান? শুধু আমায় দেখাবার জন্য যে, ও হীন। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত হল এই যে, ও নিজেও জানত না যে, আমায় দেখাবার জন্যই ও ওরকম করেছে; ও পালিয়ে ছিল কারণ, খুব লজ্জাকর কিছু একটা করার জন্য ওর একটা অদম্য ইচ্ছে ছিল; যেন ও নিজেকে বলতে চায়, "এই তো, তুমি আবার একটা লজ্জাকর কাজ করেছ, তাহলে তুমি নীচ!" আগলেয়া, তুমি হয়ত এটা বুঝবে না। জান, ও হয়ত ওর লজ্জার সেই অবিরাম চেতনায় একটা অদ্ভুত, অস্বাভাবিক আনন্দ পায়, কারোর ওপরে যেন একটা প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়। মাঝে মাঝে ওকে চারদিকের আলো দেখাতাম। তাতে মাঝে মাঝে ও বেশ শান্ত হয়ে যেত, এমনকি আমি নিজেকে ওর চেয়ে উঁচু ভাবতাম বলে ও আমায় দোষারোপও করত (আমার অবশ্য এরকম কোন ধারণা ছিল না)। শেষে যখন ওকে বিয়ে করার প্রস্তাব করলাম, তখন ও আমায় বলল যে, ও কারোর কাছে সহানুভূতি বা সাহায্য চায় না, কারোর উঁচু স্তরে উঠতে চায় না। গতকাল তো ওকে দেখেছ। তোমার কি মনে হয়, ও ওর

ঐ সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে সুখে আছে? তুমি জান না যে ও কত সুশিক্ষিত, কত বুদ্ধিমতী। মাঝে মাঝে ও আমায় সত্যিই অবাক করেছে।'

'ওকে আপনি কখনো এরকম উপদেশ দিয়েছেন?'

মিশকিন প্রশ্নের ভঙ্গী এবং প্রশ্নটা না শুনেই স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলে চলল, 'না, না, আমি কিছুই বলিনি। প্রায়ই কথা বলতে ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু মাঝে মাঝে সত্যিই বুঝতে পারতাম না, কি বলব। মাঝে মাঝে কিছু না বলাই ভাল। ওকে ভালবেসেছিলাম; খুবই ভালবেসেছিলাম কিন্তু পরে—পরে—পরে ও সব বুঝেছিল।'

'কি বুঝেছিল?'

'যে ওকে আমি করুণা করি, কিন্তু—ওকে আর ভালবাসি না।'

'কি করে জানলেন? হয়ত যে জমিদারের সঙ্গে ও পালিয়েছিল—তাকেই ও সত্যিকারের ভালবেসেছিল।'

'সে সব আমি জানি। ও শুধু তাকে বিদ্রূপ করত।'

'আপনাকে কখনো বিদ্রূপ করেনি।'

'না না। ও রেগে বিদ্রূপ করত। তখন ও ক্ষেপে গিয়ে আমায় ভয়ঙ্কর গালাগালি করত—নিজেও কষ্ট পেত। কিন্তু—পরে—ও কথা আমায় আর মনে করিও না!'

সে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

'জানেন, ও প্রায় রোজ আমায় চিঠি লেখে?'

মিশকিন দুঃখে চেঁচিয়ে উঠল, 'তাহলে কথাটা সত্যি। এরকম শুনেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিনি।'

আগলেয়া শঙ্কিত হয়ে বলল, 'কার কাছে শুনলেন?'

'রোগোজিন গতকাল বলেছিল, কিন্তু নিশ্চিতভাবে নয়।'

'গতকাল? গতকাল সকালে? গতকাল কখন? বাজনার আগে না পরে?'

'পরে। রাতে, এগারোটার পরে।'

'যদি ও রোগোজিন হয়—কিন্তু এই সব চিঠিতে সে আমাকে কি লেখে তা কি আপনি জানেন?'

'কোন কিছুতেই আমি অবাক হব না। ও পাগল।'

'এই যে চিঠিগুলো।' আগলেয়া আলাদা আলাদা খামে ভরা তিনটে চিঠি পকেট থেকে বার করে মিশকিনের সামনে ফেলে দিল। 'গত সপ্তাহে সে আমায় অনুনয় বিনয়, পীড়াপীড়ি করেছে আপনাকে বিয়ে করার জন্য। তবে সে পাগল হলেও খুব বুদ্ধিমতী। আপনি ঠিকই বলেছিলেন, সে আমার চেয়ে অনেক চালাক। সে লিখত সে আমাকে খুবই ভালবাসে, এমনকি দূরে থেকেও রোজ আমায় একবার দেখার চেষ্টা করে। সে লিখছে আপনি আমায় ভালবাসেন, সে তা জানে, অনেকদিন আগেই এটা সে লক্ষ্য করেছে, যখন আপনি তার কাছে আমার কথা বলতেন তখনি। সে আমায় সুখী দেখতে চায়। সে বিশ্বাস করে একমাত্র আমিই নাকি আপনাকে সুখী করতে পারি। তার প্রতিটি চিঠি এমন অদ্ভুত ভঙ্গীতে লেখা যে কি বলব! এ সব চিঠি এর আগে কাউকে দেখাইনি, শুধু

আপনার জন্য অপেক্ষা করেছি। কি কারণে, বলতে পারেন ?

'এটা পাগলামি, এটা তার অপ্রকৃতিস্থতার প্রমাণ।' মিশকিনের ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

'আপনি কি কাঁদছেন ?'

'না, কাঁদছি না।' মিশকিন তার দিকে তাকাল।

'আমি কি করব ? আপনি কি বলেন ? নিয়মিত এরকম চিঠি আসা কিছুতেই বরদাস্ত করা চলে না।'

মিশকিন চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমায় অনুরোধ করছি, ওর কথা ভেবো না। এ অন্ধকারে তুমি কি করবে ? ও যাতে তোমায় আর না চিঠি লেখে, তার জন্য আমি সবরকম চেষ্টা করব।'

'তাহলে বলব আপনি হৃদয়হীন ! নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে সে আমাকে ভালবাসে না, ভালবাসে আপনাকে, হ্যাঁ শুধু আপনাকেই। তার সবকিছু লক্ষ্য করেও এটা কি করে আপনার চোখে পড়ল না ? জানেন, এসব চিঠির অর্থ কি ? এ হল ঈর্ষা। তার চেয়েও বেশী ! সে··· আপনার কি ধারণা, সে চিঠিতে যেমন লিখেছে, রোগোজিনকে সত্যিই বিয়ে করবে ? না। জানবেন, আমাদের বিয়ের পরের দিনই সে আত্মহত্যা করবে।'

মিশকিন চমকে উঠল ; তার হৃৎপিণ্ড যেন থেমে গেল। সে অবাক দৃষ্টিতে আগলেয়ার দিকে চেয়ে রইল। এই মেয়েটি যে এমন পরিপূর্ণ নারীতে রূপান্তরিত হয়েছে তা ভেবে সে অবাক হয়ে গেল।

'আগলেয়া, ঈশ্বর জানেন, তাকে শান্তি দেওয়ার জন্য, সুখী করার জন্য আমি প্রাণ দিতেও পারি। কিন্তু··· ওকে ভালবাসতে পারি না। সেটা সে জানে।

'তাহলে আত্মত্যাগ করুন ; সেটাই তো আপনার পক্ষে স্বাভাবিক। আপনি তো সে ধরনেরই উদার-হৃদয় মানুষ। আমাকে আগলেয়া বলে ডাকবেন না··· ওকে আপনার উদ্ধার করা উচিত, সেটা করতেই হবে। ওকে শান্তি দেওয়ার জন্য ওর সঙ্গেই আপনার চলে যাওয়া দরকার। আপনি তো ওকেই ভালবাসেন।'

'একসময়ে এ ইচ্ছে হয়ে থাকলেও এখন আর আমি এভাবে নিজেকে সঁপে দিতে পারি না···হয়ত এখনো সে ইচ্ছেটা রয়েছে। আমি জানি, আমার সঙ্গে গেলে সে হারিয়ে যাবে ; তাই তাকে ত্যাগ করেছি। আজ সাতটায় তার সঙ্গে দেখা করার কথা ; তবে এখন আর যাব না। নিজের গর্বে সে আমার ভালবাসাকে ক্ষমা করবে না—দুজনেই শেষ হয়ে যাব। সেটা স্বাভাবিক নয়। তবে এখানে সবই অস্বাভাবিক। তুমি বলছ, সে আমায় ভালবাসে ; কিন্তু এই কি ভালবাসা ? আমার যা ঘটেছে তারপরও কি এরকম ভালবাসা আর থাকতে পারে ? না, এ অন্য কিছু, ভালবাসা নয়।'

আগলেয়া হঠাৎ ব্যথিত কণ্ঠে বলল, 'আপনাকে কী ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে !'

'ও কিছু না। কাল ভাল ঘুম হয়নি। আমি ক্লান্ত—আগলেয়া, সত্যিই তখন আমরা তোমার কথা বলতাম—'

'ও, তাহলে কথাটা সত্যি ? সত্যিই আপনি তার কাছে আমার কথা বলেছেন। আমায় মাত্র একবার দেখে কেন আপনি আমার কথা ভাবতেন ?'

'জানি না কেন। তখন অন্ধকারে স্বপ্ন দেখতাম। প্রথম কি করে তোমার

কথা মনে হল, জানি না। তখন যে তোমায় লিখেছিলাম, "আমি জানি না," সেকথা সত্যি। সেসব শুধু স্বপ্ন, স্বপ্নে ভয় পেতাম…পরে কাজ করতে শুরু করলাম। তিন বছরের মধ্যে এখানে আর আসতাম না—'

'তাহলে ওর জন্যেই এসেছেন?'

আগলেয়ার গলা কেঁপে উঠল।

'হ্যাঁ, ওর জন্যে।'

দু পক্ষেই দু' মিনিট বিষন্ন নীরবতা। আগলেয়া উঠে দাঁড়াল।

কাঁপাগলায় বলল, 'আপনি বলতে পারেন…বিশ্বাস করতে পারেন যে, সে পাগল, কিন্তু তার পাগলামির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আপনাকে অনুরোধ করছি, লেভ নিকোলায়েভিচ, এই তিনটে চিঠি নিয়ে তার সামনে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিন! আর যদি,' আগলেয়া হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'যদি এরপরও সে আমাকে একলাইনও চিঠি লেখার স্পর্ধা দেখায়, তবে তাকে বলবেন, আমার বাবাকে বলে তাকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করব—

আগলেয়ার আকস্মিক ক্রোধে মিশকিন ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল; তার চোখের সামনেটা যেন কুয়াশায় ঢেকে গেল।

সে মৃদুস্বরে বলল, 'তুমি এটা বুঝবে না—এটা ঠিক নয়।'

'ঠিক! ঠিক!' আগলেয়া জ্ঞানশূন্য হয়ে চীৎকার করে উঠল।

'কি ঠিক? কোনটা ঠিক?' দুজনে খুব কাছেই একটা ভীত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

লিজাভেটা সামনে দাঁড়িয়ে।

'একথা ঠিক যে, আমি গ্যাব্রিলকে বিয়ে করব। আমি তাকে ভালবাসি, কাল তার সঙ্গে বাড়ী থেকে পালাব।' আগলেয়া মার দিকে ছুটে গেল। 'শুনতে পাচ্ছ? তোমার কৌতূহল মিটেছে? যথেষ্ট হয়েছে?'

সে বাড়ীর দিকে দৌড়ে চলে গেল।

লিজাভেটা মিশকিনকে বাধা দিয়ে বললেন 'না ভাই, তুমি যেয়ো না। আমায় সব বুঝিয়ে বল। এত দুশ্চিন্তা করার মত আমি কি করেছি? সারারাত জেগে ছিলাম।'

মিশকিন তাঁকে অনুসরণ করল।

॥ নয় ॥

বাড়ী পৌঁছে লিজাভেটা প্রথম ঘরটাতে থামলেন। তিনি আর হাঁটতে পারছেন না, একেবারে অচল হয়ে কোচে বসে পড়লেন। মিশকিনকে বসতে বলতেও ভুলে গেলেন। ঘরটা বেশ বড়, মাঝে একটা গোল টেবল, খোলা ফায়ারপ্লেস, জানলার ওপরে ফুলদানীতে বেশ কিছু ফুল, তার ঠিক উল্টোদিকে বাগানে যাওয়ার কাঁচের দরজা রয়েছে। আদেলেদা ও আলেকজান্দ্রা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মা এবং মিশকিনের দিকে তাকাল।

গ্রীষ্মকালীন ভিলায় মেয়েরা সাধারণতঃ নটায় ঘুম থেকে ওঠে; কিন্তু গত তিন দিন আগলেয়া আগে উঠে বাগানে বেড়াতে যাচ্ছে, সাতটায় নয়, আটটায় বা তারপরে। লিজাভেটা নানা চিন্তায় সারারাত সত্যিই জেগেছিলেন; আগলেয়া আগেই উঠে গেছে ভেবে, বাগানে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আটটায় উঠেছিলেন;

কিন্তু তাকে বাগানে বা শোবার ঘরে কোথাও পেলেন না। শেষে খুব ভয় পেয়ে মেয়েদের জাগালেন। চাকরদের কাছে শুনলেন যে, আগলেয়া সাতটার সময়ে পার্কে গেছে। মেয়েরা খামখেয়ালী বোনের নতুন খেয়ালে হেসে মাকে বলল, পার্কে তাকে খুঁজতে গেলে সে রেগে যেতে পারে; খুব সম্ভবতঃ পরশুদিন যে সবুজ বেঞ্চের কথা বলছিল, সেখানেই হয়ত বই নিয়ে বসে আছে।' ঐ নিয়ে সে প্রিন্স এস-এর সঙ্গে প্রায় ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছিল, কারণ প্রিন্স এস. বলেছিলেন তিনি ঐ বেঞ্চে সুন্দর কিছু দেখতে পাননি। আগলেয়া আর মিশকিনের কাছে এসে মেয়ের অদ্ভুত কথা শুনে নানা কারণে লিজাভেটা খুব ভয় পেয়ে গেলেন, অথচ মিশকিনকে বাড়ীতে নিয়ে এসে এ বিষয়ে খোলাখুলি কথা বলতেও তাঁর অস্বস্তি লাগছিল। তিনি নিজের মনেই বললেন, 'যদি ব্যাপারটা আগে থাকতে ঠিক করেও রাখে তবু আগলেয়ার প্রিন্সের সঙ্গে দেখা করে পার্কে কথা বলতে যাওয়ায় দোষটা কোথায়?'

সাহস করে বলেই ফেললেন, 'তুমি ভেবোনা যে, তোমায় জেরা করতে এখানে এনেছি। গতকালের ঘটনার পর হয়ত এখন কিছুদিন তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যস্ত হতাম না'—এক মুহূর্ত তিনি আর কোন কথা বলতে পারলেন না।

মিশকিন খুব শান্ত স্বরে তাঁর কথাটাই শেষ করে দিল, 'কিন্তু আগলেয়ার সঙ্গে আজ সকালে কি করে দেখা হল, সেটা নিশ্চয় জানতে চান?'

লিজাভেটা সাথে সাথে চটে উঠে বললেন, 'হ্যাঁ, জানতে চাই। খোলাখুলি কথা বলতে আমি ভয় পাই না। কারণ. আমি কাউকে অপমান করছি না, বা করতেও চাই না—'

'সে তো বটেই, আপনি স্বাভাবিক ভাবেই জানতে চাইবেন, কারণ আপনি ওর মা। আজ সকাল সাতটায় ওর সঙ্গে আমার দেখা হল, কারণ গতকাল ও আমায় আসতে বলেছিল। গতকাল সন্ধ্যায় ও একটা চিরকুট লিখে আমাকে জানিয়েছিল যে, একটা জরুরী কথা বলার জন্য আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তাই আজ দেখা করে আমরা শুধু আগলেয়ার নিজস্ব ব্যাপারেই এক ঘণ্টা ধরে কথা বললাম। ব্যস।'

মাদাম গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়লেন, 'সব পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

হঠাৎ ঘরে ঢুকে আগলেয়া বলল, 'চমৎকার প্রিন্স; আমি যে এ বিষয়ে মিথ্যে বলব না, এই ধারণা করার জন্য আপনাকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মা, এতেই হবে, না ওকে আরো জেরা করতে চাও?'

লিজাভেটা শোভন ভঙ্গীতে বললেন, 'তুমি জান তোমার সামনে লজ্জা পাওয়ার মত আমার এখনো কিছু ঘটেনি, যদিও ঘটলে তুমি হয়ত খুশীই হতে। চলি প্রিন্স। তোমায় বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইছি। আশা করি, তোমার সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধার যে পরিবর্তন হয়নি, সে বিশ্বাস তোমার রয়েছে।'

মিশকিনও সাথে সাথে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। আলেকজান্দ্রা আর আদেলেদা হেসে পরস্পর ফিসফিস করতে লাগল। মা তাদের দিকে কড়া চোখে তাকালেন।

আদেলেদা হেসে বলল, 'মা, প্রিন্স কী সুন্দর ভাবে নমস্কার করলেন। মাঝে মাঝে উনি খুব গেঁয়ো হয়ে যান, আবার হঠাৎ ঠিক যেন—ইয়েভগেনি পাভলোভিচের মত হয়ে ওঠেন।'

লিজাভেটা গম্ভীর গলায় রায় দিলেন, 'ভদ্রতা, সভ্যতা মন থেকে আসে, নাচের মাস্টারের কাছে শেখা যায় না।' কথাটা বলে আপলেয়ার দিকে না তাকিয়েই তিনি নিজের ঘরে চলে গেলেন।

মিশকিন নটায় বাড়ী ফিরে বারান্দায় ভেরাকে আর ঝিকে দেখতে পেল। গত সন্ধ্যার হৈ-চৈ-এর পর ওরা ঘর-দোর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করছে!

ভেরা সানন্দে বলল, 'যাক, আপনি আসার আগেই আমাদের কাজ হয়ে গেছে।'

'সুপ্রভাত। আমার মাথাটা ঘুরছে; গত রাতে ভাল ঘুম হয়নি। এখন ঘুমোতে চাই।'

'এখানে, এই বারান্দায় ঘুমোবেন, কাল যেমন ঘুমিয়েছিলেন? ভালই। আমি সবাইকে বলে দেব আপনাকে না জাগাতে। বাবা যেন কোথায় গেছেন।'

ঝি-টা চলে গেল। ভেরা যেতে গিয়ে ঘুরে চিন্তিতভাবে মিশকিনের কাছে এল।

'প্রিন্স, ও বেচারার প্রতি নিষ্ঠুর হবেন না; ওকে আজ বার করে দেবেন না।'

'কিছুতেই নয়। ওর যা ইচ্ছে হবে, তাই করবে।'

'ও কিছু করবে না ··ওর প্রতি কঠোর হবেন না।'

'নিশ্চয়ই নয়; কেন হতে যাব?'

'আর ওকে ঠাট্টাও করবেন না; সেটাই আসল কথা।'

'সে কথা আমি চিন্তাও করি না।'

ভেরা লজ্জিতভাবে বলল, 'আপনার মত লোককে এ কথা বলা আমার পক্ষে বোকামি।' যাওয়ার জন্য কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, 'যদিও আপনি ক্লান্ত, তবু এখন আপনার চোখ দুটো খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ..আপনাকে বেশ খুশী খুশী লাগছে।'

'তাই নাকি?' সাগ্রহে প্রশ্ন করে আনন্দে মিশকিন হাসল।

কিশোর বালকের মত সহজ সরল ভেরা হঠাৎ ঘাবড়ে গেল; ক্রমশ লজ্জায় লাল হয়ে হাসতে হাসতে দ্রুত চলে গেল।

মিশকিন ভাবল, 'মেয়েটা···কী হাসিখুশী,' সঙ্গে সঙ্গেই আবার তার কথা ভুলে গেল। তারপর বারান্দার কোণে গেল। সেখানে একটা সোফা রয়েছে, সোফার পাশে রয়েছে একটা ছোট টেবল। মিশকিন সেখানে দু হাতে মুখ ঢেকে মিনিট দশেক এক ঠায় বসে রইল। তারপর দ্রুত উত্তেজনায় কোটের পকেট থেকে তিনটে চিঠি বার করল।

এমন সময় দরজা খুলে কোলিয়া বেরিয়ে এল। মিশকিন চিঠিটা দ্রুত পকেটে রেখে এই যে অশুভ মুহূর্তটা এড়ানো গেল, তার জন্য মনে মনে বেশ স্বস্তিবোধ করল।

কোলিয়া সোফায় বসেই সোজা কথা শুরু করে দিল, যা কিনা তার বয়সী ছেলেরা সাধারণতঃ করে থাকে, 'সত্যি, কী উত্তেজনা। এখন ইপ্পোলিৎ সম্বন্ধে কি ভাবছেন? ওর প্রতি কি আপনার কোন শ্রদ্ধা নেই?'

'কেন থাকবে না···কিন্তু কোলিয়া, আমি ক্লান্ত—তাছাড়া, ও কথা আবার তোলা দুঃখজনক—তবু ও কেমন আছে?'

ঘুমোচ্ছে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আর উঠবে না। বুঝেছি, আপনি বাড়ীতে

ঘুমোননি। পার্কে ছিলেন—উত্তেজনার জন্যই হয়েছে—অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

'কি করে জানলে, আমি পার্কে ঘুরছিলাম, ঘুমোইনি?'

'ভেরা এক্ষুণি বলল। ও আমায় আসতে না দেওয়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু এক মিনিটের জন্য না এসে পারলাম না। দু-ঘণ্টা ধরে ওর বিছানার পাশে বসেছিলাম; এবার লেবেদিয়েভের পালা। বুর্দোভস্কি চলে গেছে। তাহলে শুয়ে পড়ুন প্রিন্স, চলি! তবে, জেনে রাখুন, আমি খুবই অবাক হয়েছি!'

'অবশ্য—এ সব—'

'না, প্রিন্স, না। আমি ওর "কৈফিয়ৎ" শুনে অবাক হয়েছি। বিশেষতঃ যেখানে ও ঈশ্বর আর ভবিষ্যৎ জীবনের কথা বলেছে! ওতে একটা বিরাট ভাবনা রয়েছে।'

মিশকিন সস্নেহ দৃষ্টিতে কোলিয়ার দিকে তাকাল। বুঝল, সে নিঃসন্দেহে 'বিরাট ভাবনা'-র কথা বলতে এসেছে।

'কিন্তু শুধু ভাবনাই নয়; এটাই হচ্ছে এর পুরো পটভূমি। এটা যদি ভোলতেয়ার, রুশো, কিংবা প্রুধোঁ লিখতেন তাহলে আমি তত অবাক হতাম না। কিন্তু যে জানে যে, আর মাত্র দশমিনিট সে এভাবে কথা বলতে পারবে—তার পক্ষে কি এটা নিতান্ত গর্ব নয়? এটা ব্যক্তিগত মর্যাদার মহত্তম ঘোষণা, দস্তুরমত বিদ্রোহ—হ্যাঁ, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি! এর পরে, ইচ্ছে করে ক্যাপ পরাতে ভুলে গিয়েছিল বলাটা—নীচতা, অবিশ্বাস্য! কিন্তু গতকাল ও আমাদের ঠকিয়েছিল; ও ধূর্ত। আমি ওর সঙ্গে ওর ব্যাগ গোছাইনি, এবং কখনো পিস্তল দেখিইনি। সবকিছু ও নিজেই গুছিয়েছে, অথচ হঠাৎ আমায় কী বেকায়দায় ফেলে দিল। ভেরা বলছে, আপনি ওকে এখানে থাকতে দেবেন। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, কোন বিপদ ঘটবে না, বিশেষতঃ আমরা যখন ওকে কোন সময়ে ছেড়ে যাচ্ছি না।'

'রাতে তোমাদের মধ্যে কে ওর সঙ্গে ছিলে?'

'কোলিয়া লেবেদিয়ে বুর্দোভস্কি আর আমি। কেলার অল্প সময় ছিল, তারপর বাড়ির যে অংশটা লেবেদিয়েভের সেখানে শুতে গেল, কারণ এদিকটায় আমাদের সবার শোবার মত জায়গা ছিল না। ফার্দিশ্চেঙ্কোও লেবেদিয়েভের ঘরেই শুতে গেছে—সকাল ঠিক সাতটা সময়। জেনারেল সবসময়ে লেবেদিয়েভের ঘরেই ঘুমোন, তাই তিনিও চলে গিয়েছিলেন। লেবেদিয়েভ এখনি আপনার কাছে আসবে। সে আপনাকে খুঁজছিল। আপনি ঘুমোতে চাইছেন; তাহলে কি ওকে এখন আসতে দেব না? আমিও একটু শুতে যাব। ও, ভাল কথা, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। আজ সকালে জেনারেলকে দেখে বেশ অবাক হয়েছি। মিনিট খানেকের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে হঠাৎ জেনারেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তখনো তিনি এত মাতাল যে আমায় চিনতেই পারলেন না, একটা স্তম্ভের মত সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর জ্ঞান হতে একরকম তেড়েই এলেন। বললেন, "রোগী কেমন আছে? আমি রোগীর খোঁজ নিতে এসেছিলাম—" বললাম, "রোগী মোটামুটি ভালই আছে।" বললেন, 'ও, ঠিক আছে, তবে আসলে এসেছিলাম তোমাকে সাবধান করতে। আমার বিশ্বাস হয়েছে, সব কথা ফার্দিশ্চেঙ্কোর সামনে বলা যায় না, সাবধানে থাকতে হবে।" বুঝেছেন, প্রিন্স।'

'সত্যি? কিন্তু—তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না।'

'নিশ্চয়ই নয়। আমরা তো আর মিস্ত্রী নই! তাই, আমাকে একথা বলার জন্য রাতে ওঁর উঠে আসায় অবাক হয়েছি।'

'বলছ, ফার্দিশ্চেঙ্কো চলে গেছে?'

'সাতটায়। যাওয়ার সময়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি ইপ্পোলিতের সঙ্গে বসেছিলাম। সে বলল, আজকের দিনটা সে ভিল্কিনের সঙ্গে কাটাবে। এখানে ভিল্কিন বলে একটা মাতাল আছে। বেশ, আমি চললাম! এই যে লুকিয়ান তিমোফেয়িচ· ·প্রিন্সের ঘুম পেয়েছে!'

'একমিনিট মাননীয় প্রিন্স, আমার একটা জরুরী ব্যাপার রয়েছে।,' লেবেদিয়েভ আসতে আসতে খুব চেষ্টাকৃত গম্ভীর ভঙ্গীতে কথাটা বলে সম্মান জানিয়ে মাথা নীচু করল।

সে সবে ঢুকেছে, টুপিটা এখনো তার হাতে ধরা। মুখে বেশ চিন্তিত, অদ্ভুত, অস্বাভাবিক গুরুগম্ভীর ভাব। মিশকিন তাকে বসতে বলল।

'গতকালের ঘটনার জন্য তুমি বোধ হয় এখনো চিন্তিত?'

'আপনি ঐ ছেলেটার কথা বলছেন? না, না; গতকাল আমার বুদ্ধি গুলিয়ে গিয়েছিল···তবে আজ আর আপনার প্রস্তাবের কোন বিরোধিতা করব না।'

'কি বললে?'

'এটা একটা ফরাসী শব্দ; যেমন আরো বহু ফরাসী শব্দ রুশ ভাষায় ঢুকেছে, তেমনি। তবে আমি এটাকে সমর্থন করি না।'

'আজ তোমার কি হয়েছে, লেবেদিয়েভ? তোমায় আজ খুব কেতাদুরস্ত লাগছে, কথা বলছও বেশ গম্ভীরভাবে।' মিশকিন হেসে বলল।

লেবেদিয়েভ আবেগকম্পিত স্বরে কোলিয়াকে বলল, 'নিকোলাই আর্দালিয়োনোভিচ, প্রিন্সের সঙ্গে আমি কিছু ব্যক্তিগত কথা বলতে চাই···'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই; ওটা আমার ব্যাপার নয়! চলি প্রিন্স!' কোলিয়া দ্রুত চলে গেল।

তার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে লেবেদিয়েভ বলল, 'ছেলেটাকে ওর বুদ্ধির জন্য ভাল লাগে। চটপটে, কিন্তু কৌতূহলী। মাননীয় প্রিন্স, গতরাতে বা আজ ভোরে আমি একটা সাংঘাতিক বিপদে পড়েছি; সঠিক সময়টা বার করতে পারছি না।'

'কি ব্যাপার?'

'আমার কোটের পকেট থেকে চার শো রুবল খোয়া গেছে।' তিক্ত হাসি হেসে লেবেদিয়েভ বলল, 'আমরা প্রায় সারারাত জেগেছিলাম!'

'চার শো রুবল গেছে? খুবই দুঃখের কথা।'

বিশেষতঃ যে দরিদ্রলোক নিজের পরিশ্রমে পরিবারের খরচ চালায়, তার পক্ষে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কি করে হল?'

'মদ খাওয়ার ফল। মাননীয় প্রিন্স, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি বলে আপনার কাছে এসেছি। গতকাল একজন মহাজনের কাছ থেকে রূপোর টাকায় পাঁচ শো রুবল নিয়ে বিকেল পাঁচটায় এখানে ট্রেনে করে ফিরেছি। পকেটে আমার পকেটবইটা ছিল। যখন পোষাক বদলে বাড়ীর পোষাক পড়লাম, তখন

টাকাটা কোটের পকেটেই রেখে দিয়েছিলাম সন্ধ্যে বেলাতেই একজনকে দেব বলে …একজন দালালের আসার কথা ছিল।'

'আচ্ছা লুকিয়ান, তুমি কি সত্যি সত্যিই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলে যে, সে না-রূপোর জিনিষ বাঁধা রেখে তুমি টাকা দেবে?'

'দালালের মাধ্যমে, আমার নাম বা ঠিকানা ছিল না। আমার মূলধন সামান্য এবং আমার পরিবার যেরকম বড়, তাতে ন্যায্য সুদ নিয়ে '

'তা তো বটেই, তা তো বটেই। আমি শুধু খোঁজ নিচ্ছিলাম, তোমার কথায় বাধা দেওয়ার জন্য ক্ষমা চাইছি।'

'দালালটা এল না। ইতিমধ্যে ঐ হতভাগা ছোকরাটাকে এখানে আনা হল। আগেই খাওয়াদাওয়া করে বেশ মেজাজে ছিলাম, লোকজন আসায় চা খেলাম, তাতে মেজাজটাও ভাল হল, এবং তার ফলেই আমার সর্বনাশও হল। যখন পরে কেলার এসে আপনার জন্মদিনের উৎসবের কথা বলল এবং শ্যাম্পেনের অর্ডার দিল, তখন, মাননীয় প্রিন্স, আমার মত হৃদয়বান লোক (আপনি হয়ত এটা আগেই লক্ষ্য করেছেন), কৃতজ্ঞ হয়ে—সেজন্য আমি গর্বিত—আসন্ন উৎসবকে আরো সম্মান দেখাবার এবং আপনাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য ভাবলাম, পুরনো পোষাকটা ছেড়ে আগের পোষাকটা পরব। আপনি হয়ত দেখেছেন, সারাটা সন্ধ্যা সেই পোষাকটাই পরেছিলাম। পোষাক বদলাবার পর, কোটের পকেটে রাখা পকেটবইয়ের কথা ভুলেই গেলাম। ঈশ্বর যে মানুষকে দীক্ষা দেওয়ার সময় তার বুদ্ধি কেড়ে নেন, সেটা খুবই সত্য, আজ সকাল সাড়ে সাতটায় ঘুম ভাঙতেই পাগলের মত লাফিয়ে উঠে কোটের পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম পকেটটা খালি; পকেটবইটা নেই।'

'বড় বিশ্রী ব্যাপার'

'সত্যি বিশ্রী। আপনি ঠিক সময়ে ঠিক শব্দটা খুঁজে পেয়েছেন।' লেবেদিয়েভ চতুর মন্তব্য করল।

মিশকিন অস্বস্তির সঙ্গে ভাবতে ভাবতে বলল, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা ভাববার মতই।'

'সত্যি কথা। প্রিন্স আর বও আপনি ঠিক শব্দটাই খুঁজে পেলেন—'

'আঃ, আর বোলো না লুকিয়ান। খুঁজে পাওয়ার কি আছে? শব্দটাই তাসল নয়। তোমার কি মনে হয় মাতাল হওয়ার পর ওটা তোমার পকেট থেকে পড়ে গেছে?'

'হতে পারে। মাতাল হলে সব কিছুই ঘটতে পারে, মাননীয় প্রিন্স। কিন্তু যদি কোট বদলাবার সময়ে ওটা পড়ে যেত, তাহলে ওটা মেঝেতে থাকত, এটা বিবেচনা করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। তাহলে সেটা কোথায় গেল?'

'হয়ত দেরাজে বা টেবলে রেখেছ।'

'সব জায়গায়ই দেখছি। সব জায়গায়ই খুঁজেছি, যদিও স্পষ্ট মনে পড়ছে সেটা কোথাও লুকিয়ে রাখিনি বা কোন দেরাজও খুলিনি '

'তোমার আলমারিতে দেখেছ?'

'প্রথমেই ওখানে দেখেছি, অনেকবার দেখা হয়ে গেছে। —কি করে ওটা আলমারিতে রাখা সম্ভব?'

'সত্যি লেবেদিয়েভ, আমার মনটা বড় খারাপ লাগছে। তাহলে নিশ্চয়ই কেউ ওটা মেঝেতে পেয়েছে।'

'কিংবা পকেট থেকে তুলে নিয়েছে। যে কোন একটা।'

'আমার খুব খারাপ লাগছে, কারণ—সেটাই আসল প্রশ্ন!'

'নিশ্চয়ই। সেটাই বড় প্রশ্ন। আপনি সঠিক ভাবনাটা আশ্চর্য নিখুঁত শব্দে প্রকাশ করেছেন, আসল অবস্থাটা বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

'আঃ, লুকিয়ান, ঠাট্টা থামাও, এই—'

লেবেদিয়েভ হাত মুঠো করে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঠাট্টা!'

'বেশ, বেশ, ঠিক আছে। আমি রাগ করিনি। এ ব্যাপারটা একেবারে অন্য—আমি লোককে ভয় পাচ্ছি। কাকে সন্দেহ হয়?'

'খুব কঠিন জটিল প্রশ্ন! ঝিকে সন্দেহ করতে পারি না, কারণ, সে রান্নাঘরে বসেছিল। আমার নিজের ছেলেমেয়েদের নয়…'

'আমারও তা মনে হয় না।'

'তাহলে নিশ্চয় অতিথিদের মধ্যে কেউ।'

'কিন্তু সেটা কি সম্ভব?'

'যদিও এটা খুবই অসম্ভব, তবু আমার মনে হয় তাই হবে। অবশ্য আমি স্বীকার করতে প্রস্তুত, বস্তুতঃ আমার দৃঢ় ধারণা যে, এটা চুরির ঘটনা। সন্ধ্যার সময় এটা ঘটেনি, তখন আমরা সবাই এক সঙ্গেই ছিলাম। ঘটনাটা ঘটেছে রাত্তে কিংবা ভোরের দিকে—এটা এমন কেউ করেছে যে এখানে রাত কটিয়েছে।'

'ওঃ, ভগবান!'

'বুর্দোভস্কি আর নিকোলাই আর্দালিনোভিচকে আমি স্বভাবতঃই বাদ দিচ্ছি. কারণ ওরা আমার ঘরেই ঢোকেনি।

'আমারও তাই মনে হয়! ওরা ঢুকলেও এটা করত না। আর কে ওখানে রাত কাটিয়েছে?'

'আমাকে নিয়ে পাশাপাশি দুখানা ঘরে চারজন ছিলাম: জেনারেল, কেলার, মিঃ ফার্দিশ্চেঙ্কো আর আমি। তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের চারজনের যে কোন একজন।'

'অর্থাৎ তিনজনের একজন। কিন্তু কে?'

'আমি নিজেকে ধরেছিলাম সঠিক হিসেবের জন্য; কিন্তু প্রিন্স, আপনি স্বীকার করবেন যে, আমি নিজের টাকা নিজে চুরি করতে পারি না, যদিও মাঝে মাঝে এ রকম ঘটে—'

মিশকিন চেঁচিয়ে উঠল, 'আঃ লেবেদিয়েভ, কী বিরক্তিকর কথা বলছ। আসল কথায় এসো। এভাবে সময় নষ্ট করছ কেন?'

'তাহলে তিনজনই রইল এদের মধ্যে। মিঃ কেলার, অসংযত, মাতাল এবং কোন কোন ব্যাপারে কিছুটা উদার—মানে টাকার বিষয়ে—কিন্তু অন্যান্য দিকে উদারতার চেয়ে বীরত্ব প্রকাশের ইচ্ছেটাই তার বেশী! সে প্রথমে রোগীর ঘরে শুয়েছিল, কিন্তু খালি মেঝেয় শুয়ে থাকা শক্ত বলে রাতের দিকে এখানে চলে এসেছিল।'

'ওকে কি তুমি সন্দেহ করছ?

'হ্যাঁ, ওকে প্রথমে সন্দেহ করেছিলাম। কাল আটটায় যখন আমি ঘুম থেকে উঠে পাগলের মত কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে জেনারেলের কাছে ছুটে গেলাম তখন জেনারেল ভাল মানুষের মত ঘুমোচ্ছিলেন। ফার্দিশ্চেঙ্কোর অদ্ভুতভাবে চলে যাওয়ার আগেই আমাদের মনে সন্দেহ জেগেছিল, তাই আমরা দুজনে ঠিক করলাম কেলারকে সার্চ করব। কেলার তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। আমরা খুব ভাল করে তার পকেট দেখলাম; দেখলাম পকেটে একটা কপর্দকও নেই, তদুপরি সবকটা পকেটেই একটা করে ফুটো। তার কাছে একটা নীল চেককাটা নোংরা সুতীর রুমাল ছিল, আর ছিল একটা ঝিয়ের লেখা প্রেমপত্র। সেই চিঠিতে মেয়েটি তার কাছে টাকা এবং কিছু টুকরো-টাকরা জিনিষ চেয়ে শাসিয়েছে। এসব দেখে জেনারেল এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, সে নির্দোষ। তবু আমাদের তদন্ত সম্পূর্ণ করতে খুব ধাক্কাধাক্কি করে তাকে জাগালাম। প্রথমে সে বুঝতে পারল না, ব্যাপারটা কি। মাতালের মত মুখ হাঁ করে রইল। তখন তার মুখের ভাবটা এত বিস্মিত ও বোকার মত লাগছিল যে মনে হচ্ছিল সেটা যেন তার মুখই নয়।'

মিশকিন আনন্দে নিঃশ্বাস ফেলল, 'যাক, আমি খুশী! ওর জন্য খুব ভয় হচ্ছিল।'

'ভয় পেয়েছিলেন? তাহলে নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল?'

মিশকিন আমতা আমতা করল, 'না, না, কিছু বলিনি। ওর জন্য ভয় হচ্ছিল বলাটা খুব বোকামি হয়েছে! লেবেদিয়েভ, দয়া করে এটা আর কাউকে বোলো না ...'

'প্রিন্স, প্রিন্স! আপনার কথা আমার হৃদয়ে...হৃদয়ের গভীরে রইল? এ হৃদয় একটা কবর।' লেবেদিয়েভ উচ্ছ্বাসে টুপিটা বুকের ওপরে চেপে ধরল।

ভাল, ভাল ··তাহলে নিশ্চয়ই ফার্দিশ্চেঙ্কো? মানে, ওকে তুমি সন্দেহ করছ?'

আর কে?' লেবেদিয়েভ মৃদু উচ্চারণে কথাটা বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিশকিনের দিকে তাকাল।

'নিশ্চয়—আর কে ছিল—মানে বলছি, কি প্রমাণ আছে?'

'প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ, সে সাতটায় বা সাতটার আগে চলে গেছে।'

'জানি। কোলিয়া আমায় বলেছে যে, সে নাকি কোলিয়ার কাছে গিয়ে বলেছে যে, আজকের দিনটা সে—কার সঙ্গে যেন—ভুলে গেছি—তার কোন বন্ধুর সঙ্গে কাটাবে।'

'ভিলকিন। তাহলে নিকোলাই আপনাকে বলেছে?'

'বলেছে; তবে সে চুরির কথা কিছু বলেনি।'

'ও জানে না, কারণ আপাততঃ এটা গোপন রেখেছি। হ্যাঁ, ও ভিলকিনের কাছে গেছে। মনে হবে, দিন শুরু হওয়ার আগেই বিনা কারণে একজন মাতালের আরেকজন মাতালের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ায় অদ্ভুত কিছু নেই। কিন্তু এখানে আমরা একটা সূত্র পাচ্ছি: যাওয়ার সময়ে ও ঠিকানা রেখে গেছে। এবারে প্রিন্স, প্রশ্নটা শুনুন: কেন ও ঠিকানা রেখে গেছে? কেন ও ইচ্ছে করে গায়ে পড়ে নিকোলাইকে বলল, আমি দিনটা ভিলকিনের কাছে কাটাব? ও ভিলকিনের কাছে যাচ্ছে কি না, সেটা কে জানতে চেয়েছিল? তাহলে ও ওটা বলল কেন?

এটাই হল চোরের ধূর্ততা! এ যেন আগ বাড়িয়ে বলা, "আমি তো কোন চিহ্ন গোপন করছি না, তাহলে আমি কি করে চোর হব? চোর কি বলে যায় যে সে কোথায় যাচ্ছে?" এটা ও করেছে সন্দেহ এড়ানোর জন্য। বালিতে পায়ের দাগ মুছে ফেলার জন্য এটা ওর অতিরিক্ত উদ্বেগ—বুঝেছেন, প্রিন্স?'

'বুঝেছি, খুব বুঝেছি, কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়।'

'দ্বিতীয় সূত্র: হদিশটা মিথ্যে, ঠিকানাটা ঠিক নয়। এক ঘণ্টা পরে—মানে আটটায়—আমি ভিলকিনের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলাম। সে ফিফথ স্ট্রীটে থাকে, তাকেও আমি চিনি। সেখানে ফার্দিশ্চেঙ্কোর কোন চিহ্ন নেই। যদিও চাকরের মুখে শুনলাম—চাকরটা বদ্ধ কালা—যে, কেউ নাকি সত্যি সত্যিই এক ঘণ্টা আগে এত জোরে কলিং বেল বাজিয়েছিল যে তার ফলে কলিং বেলটাই ভেঙে গেছে। কিন্তু চাকরটা মিঃ ভিলকিনকে জাগাতে চায়নি, কিংবা হয়ত নিজেও উঠতে চায়নি বলে দরজা খোলেনি। মাঝে মাঝে এরকম হয়।'

'এটাই তোমার প্রমাণ? এ প্রমাণ যথেষ্ট নয়।'

'প্রিন্স, কিন্তু সন্দেহ করার মত আর কে আছে বলুন? নিজেই দেখুন—' লেবেদিয়েভের হাসিতে একটা ধূর্ত তার আভাস।

মিশকিন কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে চিন্তিতভাবে বলল, 'তোমার ঘরগুলো এবং প্রতিটি দেরাজ আবার দেখা উচিত।'

লেবেদিয়েভ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমি ওসব জায়গায় খুঁজেছি।'

মিশকিন বিরক্তিতে টেবল চাপড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'হুঁ! ...ঐ কোটটা বদলালে কেন?'

'সেটা হচ্ছে আর এক কাহিনী। কিন্তু দয়ালু প্রিন্স, দেখছি আপনি আমার দুর্ভাগ্যে বড় কষ্ট পেয়েছেন। আমি এর যোগ্য নই। মানে, আমি একা এর যোগ্য নই; কিন্তু আপনি...আপনি অপরাধীর জন্য চিন্তিত...ঐ অপদার্থ ফার্দিশ্চেঙ্কোটাকে নিয়ে চিন্তিত?'

'ওঃ, হ্যাঁ। তুমি সত্যিই আমায় চিন্তায় ফেলেছ।' মিশকিন অন্যমনস্কভাবে অস্বস্তির সঙ্গে তার কথা থামিয়ে দিল। 'যদি তোমার এত দৃঢ় ধারণা হয়ে থাকে যে, এটা ফার্দিশ্চেঙ্কোই করেছে...তাহলে এখন কি করতে চাও?'

'প্রিন্স, মাননীয় প্রিন্স, আর কে হতে পারে?' লেবেদিয়েভ শরীরে মোচড় দিল, 'আপনি তো দেখছেনই যে ফার্দিশ্চেঙ্কো ছাড়া আর কারোর বিরুদ্ধে সন্দেহ করার মত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আবার বলছি, আর কে হতে পারে? আপনি নিশ্চয়ই মিঃ বুর্দোভস্কিকে সন্দেহ করবেন না। হেঁ-হেঁ-হেঁ!'

'যত বাজে কথা!'

'এবং নিশ্চয় জেনারেলকেও নয়? হেঁ-হেঁ-হেঁ।'

'কী বোকামি।' মিশকিন বেশ রাগতঃস্বরে কথাটা বলে অসহিষ্ণুভাবে আসনে নড়ে চড়ে বসল।

'শুধুই বোকামি, ভুল নয়! হেঁ-হেঁ-হেঁ! ওঁকে দেখেও মজা লাগছিল, মানে জেনারেলের কথা বলছি! এখনি ওঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম, সদ্য সদ্য, ভিলকিনের বাড়ীতে...আমার চুরিটা বোঝার পর ওকে যখন জাগালাম, তখন আমার চেয়েও উনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ওঁর মুখের ভাব বদলে গেল।

মুখটা লাল আর ফ্যাকাশে হয়ে গেল ; শেষে এত প্রচণ্ড রেগে গেলেন যা আমি ভাবতেই পারিনি। উনি অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। দুর্বলতাহেতু অনবরত মিথ্যে কথা বললেও অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ব্যক্তি। ওঁর মনে কোন ছলনা নেই, উনি নিজের সারল্যে গভীর বিশ্বাস জাগান। মাননীয় প্রিন্স, আগেই আপনাকে বলেছি, ওঁর প্রতি আমার দুর্বলতাই শুধু নয়, একটা ভালবাসাও আছে। উনি হঠাৎ রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে কোটের বোতাম খুলে বুকটা এগিয়ে দিলেন। বললেন "আমায় খুঁজে দেখ। তুমি কেলারকে খুঁজে দেখেছ, তাহলে আমায় দেখবে না কেন? এটাই তো ন্যায্য।" ওঁর হাত পা কাঁপছিল ; একেবারে বিবর্ণ মুখ, ওঁকে দেখে খুব ভয় হচ্ছিল। আমি হেসে বললাম, "শুনুন জেনারেল যদি আর কেউ এ রকম কথা আপনার সম্বন্ধে বলত, তাহলে নিজের হাতে আমার মাথাটা খুলে নিয়ে একটা বড় থালার ওপর রেখে যারা আপনাকে সন্দেহ করেছে, তাদের প্রত্যেকের কাছে নিয়ে যেতাম। বলতাম, এই মাথাটা দেখছেন? আমি তার জন্য এভাবেই জবাবটা দিচ্ছি। শুধু তাই নয়, তার জন্য আমি আগুনে ঝাঁপ দিতেও প্রস্তুত। হ্যাঁ, আমি তাই করতাম।" তখন উনি রাস্তাতেই আমায় জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, কাঁপতে কাঁপতে আমাকে এত শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন যে আমার কাশি হতে লাগল। বললেন, "আমার দুরাবস্থায় তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু।" ওঁর মন আবেগপ্রবণ। তারপর অবশ্য ওখানেই আমায় একটা গল্প বললেন কি করে একবার যৌবনে ওঁকে পাঁচ হাজার রুবল চুরির দায়ে সন্দেহ করা হয়েছিল। কিন্তু পরের দিনই উনি একটা আগুন লাগা বাড়ীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যে কাউন্ট ওঁকে সন্দেহ করেছিলেন তাঁকে আগুন থেকে টেনে বার করেছিলেন, এবং নিনা আলেকজান্দ্রোভনাকেও বার করেছিলেন। নিনা তখন নিতান্তই ছোট মেয়ে। কাউন্ট তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, ফলে তাঁর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত নিনার বিয়ে হয়। পরের দিন, ভাঙা বাড়ীতে ওঁরা হারানো টাকা শুদ্ধ বাক্সটা খুঁজে পান। বাক্সটা ছিল ইংল্যাণ্ডে তৈরী একটা লোহার বাক্স ; তাতে একটা লুকোনো তালা ছিল। কিভাবে যেন সেটা আগুনের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল, তাই কারো চোখে পড়েনি, আগুন নেভার পর সেটা অক্ষত হয়। পুরোটাই মিথ্যে কথা। কিন্তু নিনার কথা বলার সময়ে উনি যেন একেবারে মিথ্যের ঝুড়ি খুলে বসলেন। যদিও নিনা আমার ওপরে প্রচণ্ড চটা, তবু স্বীকার করতে হবে তিনি অত্যন্ত সম্মানিতা মহিলা।'

ওকে তো তুমি চেনো না, তাই না?

'একরকম চিনি না বললেই চলে তবে নিজের কথা তাঁকে বুঝিয়ে বলতে পারলে খুব খুশী হতাম। আমার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ হচ্ছে, আমি তাঁর স্বামীকে মাতাল করিয়ে উচ্ছন্নে দিয়েছি। কিন্তু উচ্ছন্নে দেওয়া দূরে থাকুক আমি বরং তাঁকে সংযত করে রাখি। হয়ত আরো খারাপ পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়েই রাখি। তাছাড়া, উনি আমার বন্ধু—স্বীকার করছি—এখন ওঁকে ত্যাগ করব না। বস্তুতঃ ব্যাপারটা এইরকম : যেখানে উনি যান, আমিও সেখানেই যাই। কারণ ওঁকে শুধু ওঁরই বুদ্ধি দিয়ে সামলানো যায়। এখন উনি আর সেই ক্যাপ্টেনের বিধবার কাছে যান না, যদিও মনের গোপনে তার প্রতি আকর্ষণ রয়েছে, এমনকি মাঝে মাঝে তার জন্য উনি দুঃখও করেন, বিশেষতঃ সকালে যখন জুতো পরেন,

তখন। কেন যে তখন এরকম হয় তা জানি না। ওঁর টাকা নেই, সেটাই মুস্কিল; টাকা ছাড়া সেই মহিলাটির কাছে যাওয়া যায় না। মাননীয় প্রিন্স, উনি কি কখনও আপনার কাছে টাকা চাননি?'

'না, কখনো না।'

'উনি লজ্জা পেয়েছেন। চাইবার ইচ্ছে ছিল। বস্তুতঃ উনি আমার কাছে স্বীকার করেছেন যে, আপনাকে হয়ত বিরক্ত করতেন, কিন্তু লজ্জায় তা করতে পারেননি, কারণ অল্প কিছুদিন আগেই আপনি ওঁকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাছাড়া, ওঁর ধারণা, আপনি ওঁকে টাকা দেবেন না। উনি আমায় এটা বন্ধু হিসেবে বলেছেন।'

'কিন্তু, তুমি কি ওকে টাকা দাও না?'

'প্রিন্স! মাননীয় প্রিন্স। ও লোককে শুধু টাকাই দেব না, বলতে গেলে আমার জীবনও দেব না, আমি অতিরঞ্জিত করতে চাইছি না, আমার জীবন নয়, তবে যদি জ্বরের ব্যাপার হয়, কিংবা ফোড়া, এমনকি কাশিও—তা-ও আমি ওর জন্য সহ্য করতে প্রস্তুত। কারণ ওঁকে আমি মনে করি একজন মহান কিন্তু ব্যর্থ মানুষ! শুধু ওঁর টাকা নেই, এই যা।

'তাহলে তুমি ওঁকে টাকা দাও?'

,ন-না; টাকা ওঁকে দিইনি; উনি নিজেও জানেন যে, টাকা ওঁকে দেব না। কিন্তু সে শুধু ওঁর মঙ্গল আর সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে। এখন উনি আমাকে জোর করছেন ওঁর সঙ্গে পিটার্সবার্গে যেতে। আমি সব সূত্রগুলো টাটকা থাকতে থাকতে মিঃ ফার্দিশ্চেঙ্কোকে খুঁজতে পিটার্সবার্গে যাচ্ছি। কারণ আমি জানি যে, সে এতক্ষণে ওখানে চলে গেছে। জেনারেলের খুব আগ্রহ, কিন্তু আমার সন্দেহ যে, পিটার্সবার্গে উনি সেই বিধবাকে দেখতে সরে পড়বেন। আমি ইচ্ছে করে ওঁকে যেতে দিচ্ছি, কারণ আমরা ঠিক করেছি, ফার্দিশ্চেঙ্কোকে আরো সহজে ধরার জন্য ওখানে পৌঁছেই বিভিন্ন দিকে চলে যাব। কাজেই ওঁকে ছেড়ে দেব; তারপরে হঠাৎ ওঁর ঘাড়ে গিয়ে পড়ব সেই বিধবার বাড়াতে—যাতে বিবাহিত মানুষ এবং মানুষ হিসেবে উনি লজ্জা পান।'

মিশকিন খুব অপ্রতিভ হয়ে নীচু গলায় বলল, 'লেবেদিয়েভ, গোলমাল কোরো না। দোহাই, গোলমাল কোরো না।'

'না, না, শুধু ওঁকে লজ্জায় ফেলে দেখব যে ওঁর কি হয়; কারণ মানুষ মুখ দেখে অনেক কিছু বুঝতে পারে, বিশেষতঃ ওরকম লোকের ক্ষেত্রে! আহা প্রিন্স! আমার এখন এত বিপদ সত্ত্বেও আমি ওঁর এবং ওঁর নীতি-সংস্কারের কথা না ভেবে পারছি না। আপনার কাছে একটা বিশেষ অনুগ্রহ চাইব, সেজন্যেই আপনার কাছে এসেছি। আপনি তো ওদের বাড়ীর সঙ্গে পরিচিত, এমনকি ওদের সঙ্গে থেকেছেনও। সুতরাং আপনি যদি আমায় সাহায্য করেন—শুধু জেনারেল আর তার সুখের জন্য ..'

লেবেদিয়েভ যেন বিনয়াবনত ভাবটা বোঝাতে দু হাত জড়ো করল।

'তোমায় সাহায্য করব? কিভাবে সাহায্য করব? বিশ্বাস কর, তোমার কথা বুঝতে আমি খুবই উদগ্রীব।'

'শুধু এই বিশ্বাসেই আপনার কাছে এসেছি! আমরা নিনার মাধ্যমে ওঁর

পরিবারের মধ্যে জেনারেলের ওপরে অনবরত লক্ষ্য রাখতে পারি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি ও'দের চিনি না · উপরন্তু, নিকোলাই তার তরুণ হৃদয়ের প্রতিটি কণা দিয়ে আপনাকে শ্রদ্ধা করে, সে হয়ত এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে—'

'না, এ ব্যাপারে নিনাকে টেনে আনা ভগবান না করুন। কোলিয়াকেও নয় তবে আমি বোধহয় এখনো তোমার কথা বুঝতে পারছি না লেবেদিয়েভ।'

লেবেদিয়েভ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল, 'কেন না বোঝার তো কিছু নেই। সহানুভূতি এবং কোমলতা—আমাদের রোগীর শুধু এটুকুই দরকার। প্রিন্স, ওকে রোগী ভাবাটা কি আপনার মতে ঠিক?'

'হ্যাঁ, এটা তোমার সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচায়ক।'

'কথাটা স্পষ্ট করার জন্য আপনাকে আমার অভিজ্ঞতা থেকে একটা উদাহরণ দেব। উনি কেমন লোক জানেন: এখন ও'র একমাত্র দুর্বলতা ঐ বিধবার প্রতি, যে ও'কে টাকা ছাড়া ঢুকতে দেবে না এবং যার বাড়ীতে ও'কে আজ আবিষ্কার করতে চাই ও'রই মঙ্গলের জন্য। কিন্তু ধরুন, শুধু ক্যাপ্টেনের বিধবাই নয়, উনি নিজেও হয়ত কোন অপরাধ করেছেন, কিংবা হয়ত অত্যন্ত হীন কোন কাজ করে ফেলেছেন (অবশ্য সেরকম উনি করতে পারেন না)—তা সত্ত্বেও বলছি, শুধু উদার সহৃদয়তা দিয়ে আপনি ও'কে দিয়ে সব করাতে পারেন, কারণ উনি অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ। বিশ্বাস করুন, পাঁচদিনও উনি নিজের কথা গোপন রাখতে পারবেন না, নিজেই বলে ফেলবেন। আপনার কাছে কেঁদে সব স্বীকার করবেন, বিশেষতঃ কেউ যদি একটু বুদ্ধি করে সম্মানজনক পথে এগোয়। ও'র চলা ফেরার প্রতি, ও'র পরিবারের ওপর আপনি নিজে যদি একান্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখেন—মহান প্রিন্স।' লেবেদিয়েভ আনন্দে লাফিয়ে উঠল। 'অবশ্য আমি একথা বলছি না যে ও'র জন্য এই মুহূর্তে আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দিতে প্রস্তুত, যদিও ও'র অসামঞ্জস্যতা, নেশা এবং ক্যাপ্টেনের বিধবা—সব মিলিয়ে ও'কে যে কোন অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে।'

মিশকিন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সে ক্ষেত্রে আমি সর্বদা সাহায্য করতে প্রস্তুত। তবে স্বীকার করছি, আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে, বল তো, এখনো কি—মোট কথা, তুমি নিজে বলছ যে, তুমি মিঃ ফার্দিশ্চেঙ্কোকে সন্দেহ কর।'

'আর কে? আর কে, প্রিন্স?' আবার সে মধুর হাসির সঙ্গে তোষামুদে ঢঙে হাত মুঠো করল।

মিশকিন গম্ভীরমুখে সরে দাঁড়াল।

'দেখ লুকিয়ান, এখানে ভুল হলে সেটা খুবই ভয়ঙ্কর হবে। এই ফার্দিশ্চেঙ্কো —ওর সম্পর্কে খারাপ কথা বলতে চাই না—এই ফার্দিশ্চেঙ্কো—যাক, কে জানে, হয়ত ও-ই করেছে।—আমি বলতে চাই যে, হয়ত আর কারোর চেয়ে ওর পক্ষেই এটা বেশী করা সম্ভব।'

লেবেদিয়েভ চোখ বড় করে কান খাড়া করল।

মিশকিন লেবেদিয়েভের দিকে না তাকাবার চেষ্টা করে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে আরো গম্ভীর মুখে বলল, 'দেখ, আমার মনে হয়েছে—আমি শুনেছি যে মিঃ ফার্দিশ্চেঙ্কো এমন লোক যে তার সামনে সাবধানে কথা বলতে হয়; খুব সাবধানে—বুঝেছ? একথা বলছি এটা বোঝাবার জন্য যে, হয়ত সত্যি ওর পক্ষে

এটা অসম্ভব—যাতে ভুল না হয়, সেটাই আসল কথা—বুঝেছ ?'

সঙ্গে সঙ্গে লেবেদিয়েভ বলল, 'কে মিঃ ফার্দিশ্চেঙ্কো সম্পর্কে আপনাকে এ কথা বলল ?'

'আমার কানে এসেছে। আমি নিজে অবশ্য বিশ্বাস করি না—তোমাকে এটা বলতে হল বলে খুব বিরক্ত লাগছে—সত্যি আমি এটা বিশ্বাস করি না—এটা কিছুটা বাজে কথাও বটে।—ফুঃ! কি বোকামিই যে করছি!'

লেবেদিয়েভের সারা শরীর কাঁপছে—'দেখুন প্রিন্স, এটা জরুরী। এখন এটা খুবই জরুরী। মিঃ ফার্দিশ্চেঙ্কোর কথা বলছি না, যেভাবে খবরটা আপনার কাছে পৌঁছেছে, সে কথা বলছি।' একথা বলে লেবেদিয়েভ মিশকিনের পেছনে পেছনে চলতে লাগল। 'এখন প্রিন্স, আপনাকে কিছু বলব : এখনি যখন জেনারেলের সঙ্গে ভিলকিনের বাড়ী যাচ্ছিলাম, তখন আমায় আগুনের গল্পটা বলার পর উনি রাগে গসগস করছিলেন এবং মিঃ ফার্দিশ্চেঙ্কো সম্বন্ধে ঐ একই ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু কথাগুলো এত অদ্ভুত এবং অসংলগ্নভাবে বলছিলেন যে আমি কয়েকটা প্রশ্ন না করে পারলাম না। শেষে আমার দৃঢ় ধারণা হল যে, পুরো ব্যাপারটা ওঁর উদারহৃদয়ের অনুপ্রেরণা। উনি মিথ্যে বলেন, কারণ নিজের ভাবপ্রবণতাকে উনি সংযত করতে পারেন না। এখন দয়া করে ভেবে দেখুন : যদি উনি মিথ্যে বলে থাকেন—জানি মিথ্যে বলেছিলেন—তাহলে আপনি সেটা কি করে শুনবেন? বুঝতে পারছেন এটা মুহূর্তের ভাবাবেগ—কাজেই কে আপনাকে বলতে পারে? কথাটা জরুরী—খুবই জরুরী ··মানে ··'

'কোলিয়া' আমায় বলেছে। সকালে কথাটা ওকে ওর বাবা বলেছেন। তাঁকে ও ছটায়—ছটা থেকে সাতটার মধ্যে হলে দেখেছে; তখন তিনি কোন কারণে বাইরে বেরিয়েছিলেন।'

মিশকিন সব ঘটনা বিশদভাবে বলল

'আঃ, একেই বলে সূত্র।' লেবেদিয়েভ নিঃশব্দে হাত ঘষতে লাগল। 'ঠিক যা বলেছিলাম। মানে, তিনি ছটায় ঘুম থেকে উঠেছেন শুধু প্রিয় পুত্রকে মিঃ ফার্দিশ্চেঙ্কোর সঙ্গে মেশার বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করে দিতে। তাহলে মিঃ ফার্দিশ্চেঙ্কো সত্যিই কী বিপজ্জনক লোক! আর ওঁর ও কী পিতৃসুলভ সহায়তা!

মিশকিন খুব ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'শোন লেবেদিয়েভ, শোন, চুপ করে থাক' গোলমাল কোরো না। তোমায় অনুরোধ করছি। কথা দিচ্ছি তোমায় সাহায্য করব, কিন্তু এই শর্তে যে এটা আর কেউ জানবে না।

লেবেদিয়েভ অতি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'মহান, সরল, উদার প্রিন্স, নিশ্চিন্ত থাকুন। নিশ্চিন্ত থাকুন যে এ সব কথা আমার অনুগত হৃদয়ে চাপা থাকবে। আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু ব্যয় করব—প্রিন্স, আমি মনের দিক দিয়ে হীন; কিন্তু যে কোন হীন শয়তানকেও প্রশ্ন করুন সে কাকে চায়, নিজের মত দুরাচার না আপনার মত মহৎ ব্যক্তিকে? দেখবেন সে বলবে, সে মহৎকেই চায়। এটাই হল সত্যের জয়! বিদায় মাননীয় প্রিন্স! হাতে হাত মিলিয়ে আমরা নিঃশব্দে হাঁটব।'

॥ দশ ॥

মিশকিন অবশেষে বুঝল, কেন সে ঐ তিনটে চিঠি ছুঁলেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়, কেন সে সন্ধ্যা পর্যন্ত চিঠিগুলো পড়েনি। সকালে যখন সে বারান্দায় গভীর ঘুমে

মগ্ন, তখন আরেকটা বেদনাদায়ক স্বপ্ন দেখল, আবার সেই 'পাপীয়সী' তার কাছে এল। আবার তার দীর্ঘ চোখের পাতায় উজ্জ্বল অশ্রু নিয়ে সে তাকাল, আবার তাকে ডাক দিল, সেও আবার আগের মত জেগে উঠে যন্ত্রণার সঙ্গে তার মুখটা মনে করল। ইচ্ছে হল এখনি তার কাছে যায় কিন্তু পারল না। শেষে হতাশ হয়ে চিঠিগুলো খুলে পড়তে শুরু করল।

এই চিঠিগুলোও স্বপ্নের মত। মাঝে মাঝে লোকে অদ্ভুত, অসম্ভব, অবিশ্বাস্য সব স্বপ্ন দেখে, জেগে উঠে সে কথা ভাবলে তারা একটা বিশেষ কারণে বিস্মিত হয়। প্রথমে মনে পড়ে যে, স্বপ্ন দেখার সময়ে তার যুক্তিপূর্ণ চিন্তা বিলুপ্ত হয়ে যায়নি: তাছাড়া একথাও মনে পড়ে যে, ঐ দীর্ঘ সময়ে সে খুব চাতুর্যের সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত উপায়ে কাজ করে গেছে, যখন বিনা তাকে ঘিরে থাকা খুনীর দল নিজেদের মতলব প্রকাশ না করে হাতে অস্ত্র তৈরী রেখে মৌখিকভাবে ভাল ব্যবহার করে গেছে শুধুমাত্র যথাসময়ে নির্দেশ পেয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায়। তার আরও মনে পড়ে যায়, ওদেরকে সে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে কিভাবেই না ঠকিয়েছে। তখন সে বুঝতে পারে, তারা তার প্রবঞ্চনা বুঝতে পেরেও শুধু না বোঝার ভাণ করেছিল; কিন্তু সে আবারও চালাকি করে তাদেরকে ঠকায়। এ সব সে স্পষ্টই মনে করতে পারে। কিন্তু কি করে সে একই সময়ে অবাস্তবতাপূর্ণ স্বপ্নের সঙ্গে যুক্তিকে মানিয়ে নেয়? তার খুনীদের একজন তার চোখের সামনেই হঠাৎ স্ত্রীলোক হয়ে গেল; তারপর সে-ই আবার একটা ছোট্ট, ধূর্ত, বিশ্রী বামনে পরিণত হল— এ সব ঘটনাকে যখন সে সম্পূর্ণ সত্য বলে বিনাবিস্ময়ে মেনে নেয়, তখন অন্যদিকে তার বুদ্ধি এক দারুণ উত্তেজনার চরমে পৌঁছে অসাধারণ ক্ষমতা, চাতুর্য, পাণ্ডিত্য ও যুক্তিপ্রবণতার প্রমাণ দেয়। কেন ঘুম ভেঙে বাস্তবতায় ফিরে এসে প্রায় প্রতিবারই তার এই তীব্র অনুভূতি হয় যে, স্বপ্নের কিছু কিছু যেন না বোঝা রয়ে গেল? সে স্বপ্নের অবাস্তবতায় হাসে; আবার তার এ-ও মনে হয় যে, ঐ অবাস্তবতার সঙ্গে যেন এমন কিছু চিন্তা লুকিয়ে রইল, যে চিন্তা বাস্তব, যা তার জীবনের সঙ্গে জড়িত, যার অস্তিত্ব আছে এবং যা সর্বদা তার হৃদয়ে রয়েছে। যেন সে নতুন কোন চিন্তার জন্য অপেক্ষা করছে, যে চিন্তা সে তার স্বপ্নে পেয়েছে। তার চিন্তা সুস্পষ্ট। সে চিন্তা মধুর বা বিষণ্ন যাই হোক না কেন—সে তা বোঝে না কিংবা মনে করতে পারে না।

এই চিঠিগুলো পড়ার পর মিশকিনের অবস্থাও অনেকটা সেরকমই হল। কিন্তু এগুলো খোলার আগেই এগুলোর অস্তিত্বের সম্ভাবনাটুকুও তার কাছে দুঃস্বপ্নের মত মনে হতে লাগল। আজ সন্ধ্যায় একা বেড়াতে বেড়াতে (মাঝে মাঝে সে বুঝতে পারছিল না কোথায় চলেছে), সে ভাবছিল, কি করে মেয়েটা আগলেয়াকে চিঠি লিখতে পারল! কি করে একথা লেখার চিন্তা তার মাথায় এল? কি করে এমন উন্মত্ত ভাবনা তার মনে স্থান পেল? কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই চিঠিগুলো পড়তে পড়তে তার নিজেরই মনে হতে লাগল যে, হ্যাঁ, এটা সম্ভব। তবু এখনো মনে হচ্ছে এটা একটা স্বপ্ন, রাত্রির দুশ্চিন্তা, কিন্তু তা সত্ত্বেও এতে কিছু দারুণ সত্য, কিছু বেদনাদায়ক সত্য লুকিয়ে রয়েছে যাতে প্রমাণিত হচ্ছে যে এই দুঃস্বপ্ন এবং পাগলামির মধ্যেও কিছু যথার্থতা লুকিয়ে রয়েছে। মিশকিন বেশ কিছুক্ষণ ধরে চিঠিটা পড়ে আচ্ছন্ন হয়ে রইল, প্রতিমুহূর্তে তার মনে

পড়তে লাগল সেগুলো ; ভাবতে লাগল ঐ কথাই। মাঝে মাঝে তার নিজের মনে বলতে ইচ্ছে হল যে, এসব সে আগেই বুঝেছিল। এমনো মনে হল, যেন বহুদিন আগে কোন সময়ে এসব চিঠি সে পড়েছে এবং তখন থেকেই সে দুঃখ পাচ্ছে ; তার সব বেদনা আর ভীতি যেন বহু আগে পড়া ঐ চিঠিগুলোতে লুকিয়ে রয়েছে।

প্রথম চিঠি শুরু হয়েছে—'যখন তুমি এই চিঠি খুলবে, প্রথমেই দেখবে স্বাক্ষরটা। সেটাই তোমায় সব বুঝিয়ে দেবে, সুতরাং কোন সাফাই বা কৈফিয়তের প্রয়োজন নেই। কোনদিক দিয়ে যদি আমি তোমার সমান হতাম, তাহলে এই ঔদ্ধত্যে তুমি ক্ষুব্ধ হতে। কিন্তু আমি কে, তুমিই বা কে ? আমরা দুজনে এত বিপরীত এবং আমি তোমার থেকে এত নীচে যে, ইচ্ছে করলেও তোমাকে অপমান করতে পারব না।'

আরেক জায়গায় সে লিখেছে, 'আমার কথাগুলোকে অসুস্থ মনেব বিকৃত আনন্দ ভেবো না ; কারণ তুমি আমার কাছে আদর্শ। আমি তোমাকে দেখেছি, এবং প্রতিদিনই দেখি। তোমাকে আমি বিচার করছি না ; তোমাকে যুক্তি দিয়ে আদর্শ বলেও বিশ্বাস করছি না ; শুধু তোমার প্রতি আমার আস্থা রয়েছে, এই যা। তবে তোমার প্রতি আমি একটা অন্যায়ও করেছি : আমি তোমায় ভালবাসি। আদর্শকে কখনোই ভালবাসা উচিত নয়, তাকে শুধু আদর্শ হিসেবেই দেখা চলে, তাই না ? তবু আমি তোমায় ভালবাসি। যদিও ভালবাসাটা সমানে সমানেই হয় তবু অপ্রতিভ হয়ো না ; আমার গোপনতম চিন্তাতেও তোমাকে আমি নিজের সমান আসনে বসাইনি। আমি লিখেছি, "অপ্রতিভ হয়ো না।" সত্যিই কি তুমি অপ্রতিভ হতে পার ? যদি পারতে তবে আমি তোমার পদচিহ্ন চুম্বন করতাম। বিশ্বাস কর, কখনোই তোমাকে আমার সমকক্ষ ভাবি না···শুধু অনুরোধ, আমার সইটার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর, তাতেই হবে।'

আরেকটা চিঠিতে লিখেছে, 'অবশ্য লক্ষ্য করেছি যে তার সঙ্গে তোমার নাম জড়াচ্ছি, অথচ একবারও নিজেকে প্রশ্ন করিনি, তুমি তাকে ভালবাস কিনা। যদিও সে তোমাকে মাত্র একবারই দেখেছে তবু সে তোমায় ভালবাসে। সে ভাবে তুমি তার জীবনে "আলো" হিসেবে দেখা দিয়েছ। এ তার নিজের কথা, তার মুখে শোনা। তবে সে একথা না বললেও আমি জানতাম যে, তার কাছে তুমি "আলো-"ই। তার সঙ্গে একমাস থেকে আমি নিজেও বুঝেছি যে, তুমিও তাকে ভালবাস। আমার কাছে তুমি আর সে "এক"-ই।'

আবার লিখেছে, 'এর মানে কি ? গতকাল তোমার পাশ দিয়ে গেলাম, মনে হল, তুমি যেন লজ্জা পেলে। তা তো হতে পারে না। এটা আমার কল্পনা। তোমাকে যদি কোন জঘন্যতম জায়গায় নিয়ে গিয়ে নগ্ন পাপকে দেখানো হত, তবুও তো তুমি লজ্জা পেতে না। অপমানে ক্রুদ্ধ হওয়ার পক্ষে তুমি যে অনেক মহৎ। তুমি সব নীচ মানুষকে ঘৃণা করতে পার নিজের জন্য নয়, অন্যদের জন্য, যাদের প্রতি তারা অন্যায় করেছে। তোমার প্রতি কেউ অন্যায় করতে পারে না। তুমি কি জান, আমি মনে মনে ভাবি, তোমার উচিত আমাকে ভালবাসা ? আমার কাছে তুমি যা তার কাছেও তুমি তাই—একটি উজ্জ্বল আলোকরেখা। একজন দেবী তো কখনো ঘৃণা করতে পারে না, সে তো ভালও বাসতে পারে না। কেউ কি সব মানুষকে, তার সব প্রতিবেশীকে ভালবাসতে পারে ? আমি বহুবার

নিজেকে এই প্রশ্ন করেছি। উত্তর: নিশ্চয়ই নয়। সত্যিই এটা অস্বাভাবিক। মানুষের প্রতি অবাস্তব ভালবাসায় একজন মানুষ আসলে প্রতিমুহূর্তে শুধু নিজেকেই ভালবেসে চলেছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে তা অসম্ভব; তবে তোমার ব্যাপার আলাদা। তুমি কেন সবাইকে ভালবাসতে পারবে না, যখন তুমি সব অপমান, সব ব্যক্তিগত আক্রোশের ঊর্দ্ধে রয়েছ। তুমিই শুধু আমিত্বকে বাদ দিয়ে ভালবাসতে পার, তোমার নিজের জন্য নয়, যাকে ভালবাস তার জন্য। যদি আমি জানি যে, আমার জন্য তোমার মনে লজ্জা বা রাগের উদয় হয়, তাহলে আমার মন বড় তিক্ত হয়ে উঠবে। সেটা হবে তোমার পতন। আর সেই মুহূর্তেই তুমি নেমে আসবে আমার সমস্তরে।

'গতকাল তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি বাড়ী গিয়ে একটা ছবির কথা ভাবলাম। যীশুকে গল্পে আমরা যেভাবে পাই, শিল্পীরাও সর্বদা ঠিক সেভাবেই তাঁকে আঁকেন। আমি তাঁকে অন্যভাবে আঁকব। আমি তাঁকে কল্পনা করব নিঃসঙ্গ। দেখাব, তাঁর শিষ্যরা তাঁকে একা রেখে গেছেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধুমাত্র একটি শিশু। শিশুটি খেলছে, মাঝে মাঝে আধো আধো ভাষায় তাঁকে কিছু বলছে। তার কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ চিন্তামগ্ন হয়ে নিজেরই অজ্ঞাতে যীশু শিশুটির সুন্দর ছোট্ট মাথায় হাত রাখলেন। তাঁর দৃষ্টি দূরদিগন্তে প্রসারিত হল, এই বিরাট বিশ্বের সমগ্র চিন্তা যেন বাসা বাঁধল এসে তাঁর চোখ দুটোতে। মুখ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। ওদিকে শিশুটি তাঁর হাঁটুতে কনুইয়ের ভর দিয়ে ছোট্ট হাতটা গালে রেখে মাথাটা ওপরে তুলে ছোট শিশুরা যেমন মাঝে মাঝে ভাবে তেমনি তাঁর দিকে চেয়ে নীরবে ভাবছে। এদিকে সূর্য অস্তাচলগামী…এই আমার ছবি। তুমি অতি সরল, তোমার সারল্যে রয়েছে চূড়ান্ত সম্পূর্ণতা। কথাটা মনে রেখো। আমার আবেগে তোমার কি এসে যায়? তুমি তো এখন সম্পূর্ণই আমার; আমি সারাজীবন তোমার পাশে পাশে থাকব…হ্যাঁ, খুব শীগগির আমি মারা যাব।'

একেবারে শেষ চিঠিটায় লেখা হয়েছে:

'ঈশ্বরের দোহাই, আমার কথা ভেবো না, ভেবো না যে এভাবে তোমায় চিঠি লিখে আমি নিজেকে ছোট করছি, কিংবা যারা গর্বেও নিজেদের ছোট করতে ভালবাসে, আমি সেই দলের। না, আমার একটা সান্ত্বনা আছে; কিন্তু তোমাকে সেটা বোঝানো আমার পক্ষে কঠিন। এমনকি নিজেকেও আমি এটা বোঝাতে পারছি না, যদিও বোঝাতে না পারাটা আমার পক্ষে খুবই পীড়াদায়ক। কিন্তু জানি, অতি গর্বেও আমি নিজেকে ছোট করতে পারব না এবং মনের সরলতায় কোনরকম হীনমন্যতাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই নিজেকে আমি কোন-সময়েই ছোট করি না।

'কেন আমি তোমাদের দুজনকে এক করার চেষ্টা করছি…তোমার জন্য, নাকি আমার নিজের জন্য? অবশ্যই আমার নিজের জন্য, কারণ এতেই আমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমি নিজেই নিজেকে একথা অনেকদিন আগে বলেছি। শুনেছি তোমার বোন আদেলেদা আমার ছবি দেখে বলেছে, এরকম সৌন্দর্য থাকলে লোকে পৃথিবীটা ওলোট-পালোট করে দিতে পারে। কিন্তু আমি পৃথিবীকে ত্যাগ করেছি। মাতাল আর লম্পটদের সঙ্গে আমাকে লেস ও

হীরের গহনায় সজ্জিত দেখার পর আমার মুখ থেকে এই কথা শুনে কি তোমার মজা লাগছে না? ও নিয়ে ভেবো না, আমি যে আর বেঁচে নেই, তা আমি জানি। ঈশ্বর জানেন, আমার পরিবর্তে আমার মধ্যে কে রয়েছে। আমি দেখতে পাই দুটো ভয়ঙ্কর চোখ সর্বদা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এমনকি অদৃশ্য অবস্থাতেও এখন সে চোখ দুটো নীরব, (অবশ্য সর্বদাই তা নীরব থাকে), তবে সে নীরবতার রহস্য আমি জানি। তার বাড়ীর পরিবেশ খুবই বিষণ্ণ, এবং তাতে একটা রহস্যও রয়েছে। আমি জানি, তাঁর বাক্সে মস্কোর সেই খুনীটির মত রেশমে মোড়া একটা ক্ষুর লুকোনো রয়েছে। সে একই বাড়ীতে তার মার সঙ্গে থাকে এবং গলা কাটবার জন্য অতি যত্নে একটা ক্ষুর রেশমী কাপড়ে মুড়ে রেখে দিয়েছে। যতদিন তাঁর বাড়ীতে ছিলাম ততদিন আমার মনে হয়েছে হয়ত তার বাবা মেঝের নীচে কোথাও আরকের শিশি দিয়ে ঘিরে একটা মৃতদেহ মার্কিন চামড়ায় মুড়ে লুকিয়ে রেখেছেন, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল মস্কোর ঘটনায়। আমি তোমায় সেই কোণটা দেখাতে পারি। সে সব সময়ে চুপচাপ থাকে কিন্তু আমি জানি, সে আমায় এত বেশি ভালবাসে যে আমায় ঘৃণা করতেও পারে না। তোমার এবং আমার দুজনেরই বিয়ে একসঙ্গে হবে; আমরা সেরকমই ঠিক করেছি। তার কাছে আমার কিছুই গোপন নেই। ভয়ে হয়ত আমি তাকে মেরেই ফেলব।…কিন্তু মনে হয় সেই আমায় আগে খুন করবে। এখনই সে হেসে বলল, আমি পাগলামি করছি; সে জানে যে আমি তোমায় চিঠি লিখেছি।'

চিঠিগুলোতে এরকমের আরো বহু পাগলামির কথা রয়েছে। ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা দ্বিতীয় চিঠিটা লিখেছে পুরো দুটো পাতা জুড়ে।

অবশেষে মিশকিন আগের দিনের মতই অনেকক্ষণ ধরে পার্কে ঘুরে শেষে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল। পরিষ্কার রাত তার কাছে যেন এখন আরো হাল্কা লাগছে।

সে ভাবল, এখনো তো সবে সন্ধ্যা, তাই না?' (আজ সে ঘড়ি পরতে ভুলে গিয়েছে)। মনে হল যেন দূরে কোথায় বাজনা বাজছে। ভাবল, 'বাজনাটা নিশ্চয় স্টেশনেই বাজছে। ওরা তাহলে আজ ওখানে যায়নি।' কথাটা ভাবতে ভাবতে দেখল সে এপানচিনদের বাড়ীর কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। সে এটা ভালভাবেই জানে যে শেষ পর্যন্ত তাকে ওখানেই যেতে হবে। দুরু দুরু বুকে সে বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। কারোর সঙ্গেই দেখা হল না। বারান্দাটা ফাঁকা। সে সামান্য অপেক্ষা করার পর ঘরের দরজাটা খুলল। হঠাৎ তার মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল, 'ওরা কখনো এ দরজাটা বন্ধ করে না?' কিন্তু দেখল ঘরটাও খালি। ভেতরটা প্রায় অন্ধকার।

সে দ্বিধান্বিত হয়ে কিছুক্ষণ ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ দরজাটা খুলে হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে আলেকজান্দ্রা ঘরে ঢুকল। মিশকিনকে দেখে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে শুধু এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাচ্ছিল, এখানে কাউকে দেখবে তা ভাবতেও পারেনি।

'শেষে বলল, 'এখানে কিভাবে এলেন?'

'আমি…ঢুকলাম…'

'মার শরীরটা ভাল নেই, আগলেয়ারও সেই অবস্থা। আদেলেদা শুতে

যাচ্ছে, আমিও তাই। সারা সন্ধ্যেটা আমরা বাড়ীতেই ছিলাম। বাবা আর প্রিন্স পিটার্সবার্গে গেছেন।'

'আমি এসেছিলাম···এসেছিলাম তোমার কাছে···এখন···'

'এখন কটা বেজেছে জানেন?'

'ন—না।'

'সাড়ে বারোটা। আমরা রাত একটার মধ্যে শুতে যাই।'

'আমি ভেবেছিলাম, এখন সাড়ে নটা।'

'সেটা কিছু না।' আলেকজান্দ্রা হাসল। 'আগে এলেন না কেন? আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'ভেবেছিলাম···' সে আমতা আমতা করে যাওয়ার ভঙ্গী করল।

'আসুন। কাল ওদের সবাইকে হাসাব।'

পার্কের পাশের রাস্তা দিয়ে মিশকিন বাড়ীর দিকে চলল। তার বুক কাঁপছে, ভাবনা এলোমেলো, সব কিছু যেন স্বপ্ন মনে হচ্ছে। হঠাৎ সেই ছায়াটা সামনে দেখা দিল। সেই মেয়েটি পার্ক থেকে বেরিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল, যেন তার জন্যই সে এতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করছিল। মিশকিন চমকে উঠে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মেয়েটি তার হাতটা টেনে নিয়ে বেশ জোরে চেপে ধরল। না, এটা কোন ছায়ামূর্তি নয়।

তাদের মধ্যে শেষ দেখা হওয়ার পর এই প্রথম তারা আবার মুখোমুখী দাঁড়াল। মিশকিনকে সে যেন কি বলছে, কিন্তু মিশকিন তার দিকে নিশ্চল হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে, তার হৃদয় এই মুহূর্তে কানায় কানায় পরিপূর্ণ, বেদনায় মথিত। তার সঙ্গে এই শেষ সাক্ষাতের কথা সে কখনো ভুলতে পারবে না, গভীর বেদনায় সে কথা তার মনে পড়বেই। মেয়েটি তার সামনে হাঁটু ভেঙে রাস্তায় বসে পড়ল। মিশকিন কয়েক পা ভয়ে পিছিয়ে গেল, এবং মেয়েটি চুম্বন করবার জন্য তার হাতটা ধরার চেষ্টা করল। সে রাতের স্বপ্নের মত তার দীঘল চোখের পাতায় আজ অশ্রুর আভাস।

মিশকিন তাকে তুলে ধরে ভীত অস্ফুট স্বরে বলল, 'উঠে দাঁড়াও, উঠে দাঁড়াও। এখনি ওঠ!'

সে বলল, 'তুমি কি সুখী? সুখী হয়েছ? শুধু একটা কথা বল; এখন কি তুমি সুখী? আজ এই মুহূর্তে? ওর কাছে গিয়েছিলে? ও কি বলল?'

সে উঠে দাঁড়াল না। মিশকিনের কথায় কানই দিল না। দ্রুত প্রশ্ন করে যেতে লাগল, যেন তাকে কেউ তাড়া করেছে।

'তোমার কথামত কাল চলে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে এই শেষ দেখা। শেষবার! এবার সত্যি সত্যিই শেষ দেখা!'

হতাশ মিশকিন বলল, 'শান্ত হও। উঠে দাঁড়াও।'

মেয়েটি তার হাত আঁকড়ে ধরে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাল।

শেষে বলল, 'বিদায়।' তারপর উঠে প্রায় দৌড়ে চলে গেল। মিশকিন দেখল, হঠাৎ রোগোজিন তার পাশে এসে তার হাত ধরে তাকে নিয়ে গেল। যাবার সময় চেঁচিয়ে বলল, 'প্রিন্স, একটু অপেক্ষা কর, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

সত্যিই সে পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এল। মিশকিন তার জন্য এখানেই অপেক্ষা করছিল।

রোগোজিন বলল, 'ওকে গাড়ীতে রেখে এলাম। গাড়ীটা সেই দশটা থেকে ঐ কোণটাতে দাঁড়িয়ে আছে। ও জানত, তুমি সারা সন্ধ্যা ঐ মেয়েটির বাড়ীতে রয়েছ। তুমি আজ আমায় যেকথা লিখেছ তার সবটাই ওকে হুবহু বলেছি। ও ঐ মেয়েটিকে আর কখনো চিঠি লিখবে না বলে কথা দিয়েছে এবং তোমার ইচ্ছে অনুযায়ী কাল এখান থেকে চলে যাবে। তুমি ওকে ফিরিয়ে দিলেও ও শেষবারের মত তোমায় দেখতে চেয়েছিল। তাই আমরা দুজন ঐ বেঞ্চটাতে বসে অপেক্ষা করছিলাম ফেরার পথে তোমাকে ধরব বলে।'

'ও কি স্বেচ্ছায় তোমাকে সঙ্গে এনেছে?'

'কেন আনবে না?' রোগোজিন দাঁত বার করে হাসল। 'আগে যা জানতাম, তাই দেখলাম। তুমি বোধহয় ওর চিঠিগুলো পড়েছ?'

মিশকিন সচকিত হয়ে বলল, 'তুমি কি সত্যিই ওগুলো পড়েছ?'

'হ্যাঁ, পড়েছি। ও ওর প্রত্যেকটা চিঠি আমাকে নিজে দেখিয়েছে। এমনকি ঐ ক্ষুরের কথাটাও—মনে পড়ছে? হা-হা!'

মিশকিন হাত মুচড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ও একটা পাগল!'

রোগোজিন মৃদুস্বরে যেন স্বগতোক্তি করল, 'সে কথা জানছে কে? কেউই জানে না।' মিশকিন একথার কোন জবাব দিল না।

রোগোজিন বলল, 'আচ্ছা চলি। আমিও কাল যাচ্ছি; আমার সম্বন্ধে কোন খারাপ ধারণা মনে রেখো না। আর ভাই,' হঠাৎ সে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তুমি সুখী কিনা?' ওর এই প্রশ্নটার কোন জবাব দিলে না কেন?

'না, না, না!' মিশকিন অনির্বচনীয় বেদনায় কঁকিয়ে উঠল।

'আমারও তাই মনে হয়!' বিদ্বেষের হাসি হেসে রোগোজিন পেছন দিকে আর না ফিরে সোজা চলে গেল।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

নির্বোধ

চতুর্থ খণ্ড

॥ এক ॥

সবুজ বেঞ্চে আমাদের কাহিনীর দুজনের দেখা হওয়ার পর প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেছে। এক ঝকঝকে সকালে সাড়ে দশটা নাগাদ ভারভারা ত্বিৎসিন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে গভীরভাবে চিন্তিত হয়ে ফিরছে।

কিছুলোক এমন আছে যাদের চরিত্রের ঠিক ঠিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা কঠিন। এদের বলা হয় 'সাধারণ,' 'সংখ্যাগরিষ্ঠ' এবং এদের মধ্য থেকেই বেশীর ভাগ মানুষ গড়ে ওঠে। লেখকরা প্রধানতঃ তাঁদের গল্প উপন্যাসে চেষ্টা করেন বাস্তবজীবনে ক্বচিৎ দেখা চরিত্রগুলোকে বেছে নিয়ে সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও শিল্পগত করে প্রকাশ করার, যদিও সেসব চরিত্র বাস্তবজীবনের থেকেও বাস্তব। পোদ্‌কোলিয়োসিন* হয়ত চরিত্র হিসেবে অতিরঞ্জিত, তবে আদৌ অবাস্তব নয়। গোগোলের দ্বারা তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরে কত বুদ্ধিমান লোকই না আবিষ্কার করেছে যে তাদের শয়ে শয়ে বন্ধু ও পরিচিতজন আশ্চর্যভাবে ঐ চরিত্রের মত। গোগোল পড়ার আগে তারা জানত যে, তাদের বন্ধুরা পোদকোলিয়োসিনের মতই, কিন্তু জানত না যে তাদের তারা কি নামে ডাকবে। বাস্তব জীবনে খুব কম বিয়ের বরই বিয়ের আগেই জানলা দিয়ে লাফিয়ে পালায়; কারণ, পালাবার পক্ষে ওটা মোটেই সুবিধাজনক উপায় নয়। তবু বহু বুদ্ধিমান ও সৎ লোকও তাদের বিয়ের আগের দিন মনের গোপনে স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে যে, তারা পোদকোলিয়োসিন। কত লক্ষ কোটি বার সারা পৃথিবী জুড়ে মধুচন্দ্রিমার পরে—অথবা কে বলতে পারে—হয়ত বিয়ের দিনই স্বামীদের হৃদয়ে এই বিলাপ উচ্চারিত হয়েছে।

গভীরতর চিন্তায় না গিয়েও আমরা শুধু বলব যে, বাস্তবজীবনে বৈশিষ্ট্য-গুলোকে উপেক্ষা করতে হবে এবং জর্জ ড্যাণ্ডিন ও পোদকোলিয়োসিনরা আমাদের সামনেই রয়েছে, প্রতিদিন তারা আমাদের চোখের সামনেই ঘুরছে, তবে শুধুমাত্র একটু কম স্পষ্টাকারে, এই যা। মলিয়ারের বর্ণনামত জর্জেস ড্যাণ্ডিনকে পুরোপুরি বাস্তব জীবনে দেখা যেতে পারে, অবশ্য মাঝে মাঝে। এবার আমরা আমাদের কথা শেষ করব, কারণ কথাগুলোয় যেন কাগজে সমালোচনার গন্ধ দেখা যাচ্ছে।

তবুও প্রশ্ন থেকেই যায়। একজন লেখক সাধারণ, একেবারে 'সাধারণ' লোক নিয়ে কি করবেন? কি করে তাদেরকে পাঠকদের সামনে আকর্ষণীয় করে উপস্থিত করবেন? তাদের উপন্যাস থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া অসম্ভব, কারণ সাধারণ লোক প্রতিমুহূর্তে মানবজগতের সূত্রে প্রধান ও প্রয়োজনীয় যোগসূত্র; যদি তাদেরকে বাদ দিই তাহলে আমরা সত্যের আভাসটুকুও হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হব। কোন উপন্যাসকে শুধু টাইপ চরিত্রে ভরে তুললে বা অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য চরিত্র দিয়ে আকর্ষণীয় করে তুললে সে উপন্যাস অবাস্তব, এমনকি আকর্ষণহীন হয়ে উঠবে।

---

* গোগোলের কমেডি 'দ্য ওয়েডিং'-এর একটি চরিত্র

আমাদের মতে লেখকের উচিত সাধারণ লোকের মধ্যে আকর্ষণীয়, শিক্ষামূলক বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে বার করা। যেমন, যদি কিছু সাধারণ লোক স্বভাবতঃই চিরকাল অনিবার্যরূপে সাধারণ হয়, কিংবা প্রাত্যহিক দৈনন্দিনতা থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রাণান্তকর চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাতেই বাঁধা থেকে যায়, তাহলে তাদের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়—স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হওয়ার এতটুকু সম্ভাবনা না থাকলেও তারা তা হতে চায়।

আমার গল্পের কয়েকজন এই 'সাধারণ' শ্রেণীভুক্ত, যাদের কথা পাঠকের কাছে যথেষ্ট বলা হয়নি। ভারভারা, তার স্বামী মিঃ তিৎসিন আর ভারভারার ভাই গ্যাভ্রিল এ ধরনের-ই লোক।

সত্যি কথা বলতে কি, ধনী, সদ্বংশজাত, সুদর্শন, যথেষ্ট বুদ্ধিমান, এমনকি সৎ হওয়া সত্ত্বেও কোন ক্ষমতা, বিশেষত্ব, বৈচিত্র্য, নিজস্ব চিন্তা না থাকায় ঠিক 'অন্যদের মত' হওয়াটা খুবই বিরক্তিকর। টাকা আছে, কিন্তু রথসচাইল্ডের মত নয়; মান্যগণ্য পরিবারে জন্মেছে, কিন্তু সে পরিবারের কোন বৈশিষ্ট্য নেই; সুন্দর চেহারা, অথচ ব্যক্তিত্ব নেই, ভাল লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু তা কাজে লাগাতে জানে না, বুদ্ধি আছে, অথচ কোন নিজস্ব চিন্তাধারা নেই; মন ভাল, কিন্তু মহত্ত্ব নেই—ইত্যাদি ইত্যাদি। যা চোখে পড়ে, এরকম লোক পৃথিবীতে তার চেয়ে অনেক বেশী। সব লোকের মত এদেরকেও দুভাগে ভাগ করা যায়; এক দলের বুদ্ধি কম, অন্যদের বেশী। প্রথম দল বেশী সুখী। অল্প বুদ্ধির 'সাধারণ' লোকের পক্ষে নিজেকে বিশিষ্ট মনে করা এবং বিনাদ্বিধায় সেই ভ্রান্তিতে আনন্দিত হওয়া সবচেয়ে সহজ। কিছু তরুণী চুল ছেঁটে, নীল চশমা পরে নিজেদের নিহিলিস্ট বলে মনে মনে ভাবে যে তারা একটা 'বৈশিষ্ট্য' অর্জন করেছে। কিছু লোক এতটুকু দয়া ও মানবিকতা বোধ করলেই ভাবে যে আর কেউ তাদের মত অনুভব করে না, একমাত্র তারাই সংস্কৃতির প্রথম সারিতে রয়েছে। কেউ কেউ লোকের কাছে কিছু শুনে বা এদিক-সেদিক কিছু পড়ে বিশ্বাস করে বসে যে, এ তাদের নিজস্ব মত, নিজেদের মস্তিষ্ক উদ্ভূত। এসব ক্ষেত্রে সরলতাজনিত অসতর্কতা বিস্ময়কর। অবিশ্বাস্য হলেও প্রায়ই এসব হতে দেখা যায়। এই সরলতা, নিজের প্রতি ও নিজের ক্ষমতার প্রতি মূর্খের এই গভীর বিশ্বাস গোগোল অপূর্বভাবে চিত্রিত করেছেন লেফটেন্যান্ট পিরোগোভের চরিত্রে।* পিরোগোভ নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি নিজে একটা প্রতিভা, সবচেয়ে বড় প্রতিভা। এ বিষয়ে তিনি এত নিশ্চিত ছিলেন যে, কখনো ব্যাপারটাতে সন্দেহও করতেন না, সত্যিই তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। সেই মহান লেখক শেষে পাঠকের আহত নীতিবোধকে শান্ত করার জন্য তাকে বদলাতে বাধ্য হলেন, কিন্তু লোকটি খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে দেখে তিনি বিস্ময়ে হাল ছেড়ে পাঠকের ওপরই ব্যাপারটার মোকাবিলা করার ভার দিলেন। গোগোল পিরোগোভকে এত সাধারণ স্তর থেকে আনাতে আমি বরাবরই দুঃখ করেছি, কারণ ঐ চরিত্র এত আত্মসন্তুষ্ট যে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার তকমাগুলোও বাড়ার ফলে তাঁর পক্ষে নিজেকে অসাধারণ সামরিক প্রতিভা ভাবা খুবই সহজ হয়ে উঠে। শুধু ভাবাই নয়, সে এটাকে স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছিল যে, যখন সে জেনারেল হয়েছে তখন সে নিশ্চয়ই একটি সামরিক প্রতিভা। এরকম

* গোগোলের প্রথমদিকের একটি ছোট গল্প 'নেভস্কি প্রসপেক্টের' একটি চরিত্র।

কত লোক যে যুদ্ধক্ষেত্রে পরে ভয়ানক ভুল করেছে তার ইয়ত্তা নেই। আমাদের লেখক, চাকুরিজীবী এবং প্রচারবিদদের মধ্যে কত পিরোগোভ-ই না ছিল! তাছাড়া 'ছিল-'ই বা বলছি কেন, এখনো তো রয়েছে।

গ্যাভ্রিল দ্বিতীয় স্তরের লোক। সে 'বেশী বুদ্ধিমান,' শ্রেণী থেকে এসেছে, যদিও তার আপাদমস্তক বিশিষ্টতার ইচ্ছায় ঠাসা। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, এই শ্রেণী প্রথম শ্রেণীর চেয়ে কম সুখী; কারণ বুদ্ধিমান 'সাধারণ' লোক মাঝে মাঝে বা সর্বদা নিজেকে স্বতন্ত্র ও প্রতিভাসম্পন্ন ভাবলেও সন্দেহের পোকা, প্রতি মুহূর্তে তাদের মনটা কুরে কুরে খাচ্ছে, ফলে প্রায়ই তারা নৈরাশ্যে ভুগতে বাধ্য হচ্ছে। আত্মসমর্পণ করলেও তাদের অন্তরের গর্ব তাদেরকে বিষিয়ে তুলছে। তবে এখানে আমরা একটা চরম উদাহরণ তুলে ধরেছি। আসলে এই সব বুদ্ধিমান লোকের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিণতি এত দুঃখজনক হয় না; বড় জোর বৃদ্ধ বয়সে তাদের যকৃতে রোগ হতে পারে, এই যা। কিন্তু মাথা নীচু করার আগে এরা কখনো কখনো বছরের পর বছর বোকার মত হয়ে থাকে শুধু স্বাতন্ত্র বজায় রাখার ইচ্ছেয়। এর অদ্ভুত সব নমুনা রয়েছে; সংলোকও মাঝে মাঝে বিশিষ্ট হওয়ার ইচ্ছায় নীচ কাজ করতে পারে। এইসব দুর্ভাগাদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু সং নয়, উপরন্তু ভাল. পরিবারে অনেকটা দেবদূতের মত; পরিশ্রম করে সে পরিবার ও পরিবারের বাইরের লোকের খরচ চালায়, তবু সারাজীবন শান্তি পায় না। সে যে এত ভালভাবে কর্তব্য পালন করেছে, এ চিন্তা তাকে স্বস্তি বা সান্ত্বনা দেয় না, বরং উত্তেজিত করে। সে বলে, 'এইভাবে আমি জীবনটা নষ্ট করেছি, এটাই আমার হাত-পা বেঁধে রেখেছে; এই কারণেই আমি বড় কিছু করতে পারিনি। এ রকম না হলে, আমি নিশ্চয়ই বারুদ বা আমেরিকা আবিষ্কার করে ফেলতাম। সঠিক যে কোনটা করতাম তা জানি না তবে একটা কিছু নিশ্চয়ই করতাম।' এইসব লোকদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল যে, এরা কি আবিষ্কার করবে তা কখনই খুঁজে বার করতে পারে না। কিন্তু এদের যন্ত্রণা, বাসনা কলম্বাস বা গ্যালিলিওর চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

এই পথে গ্যাভ্রিল প্রথম পা বাড়িয়েছে, তবে এটা তার সবে শুরু মাত্র; এখন তাকে বহু বছর বোকার মত থাকতে হবে। নিজের ক্ষমতার অভাব সম্বন্ধে গভীর, অবিরাম সচেতনতা, সেই সঙ্গে নিজের স্বতন্ত্রতা প্রমাণের প্রবল ইচ্ছা ছোট থেকেই তার মনে বাসা বেঁধেছে। তার বাসনা প্রচণ্ড এবং ঈর্ষাজর্জর; যেন অতি উত্তেজিত স্নায়ু নিয়েই সে জন্মেছে। ইচ্ছার এই প্রবলতাকে সে শক্তি বলে মনে করে। নিজেকে বিশিষ্ট করে তোলার এই প্রবল বাসনা মাঝে মাঝে তাকে হঠকারিতার প্রান্তে নিয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের নায়ক বরাবরই বুদ্ধিমানের মত শেষ মুহূর্তে আর ঝাঁপ দেয়নি। তাতে সে হতাশ হয়ে পড়েছে। যার স্বপ্ন দেখেছে তা পাওয়ার জন্য সে হয়ত খুব জঘন্য কিছু ভাবতে পারত, কিন্তু ভাগ্যের নির্দেশে সে কোনদিনই খুব নীচ কিছু করতে পারেনি (অবশ্য ছোটখাটো নীচতার জন্য সে সবসময়েই তৈরী থেকেছে।)। সে পরিবারের অধঃপতন ও দারিদ্রকে ঘৃণার চোখে দেখেছে। এমনকি মার সঙ্গেও কড়া ব্যবহার করেছে, যদিও খুব ভালভাবে জানত যে, মার সুখ্যাতি ও চরিত্রের ওপরই তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

জেনারেল এপানচিনের বাড়ীতে ঢুকেই সে নিজের মনে বলেছিল, 'আমায়

যখন নীচ হতেই হবে, তখন ভাল করেই হই ; শুধু যেন জিততে পারি'—অথচ মোটেই সে তেমন নীচ হতে পারেনি। কেন সে ভেবেছিল যে, তাকে নীচ হতেই হবে ? তখন আগলেয়াকে সে ভয় পেত, তবু সম্পর্ক বজায় রেখেছিল, যদিও সে কখনো বিশ্বাস করেনি যে আগলেয়া তার দিকে ঝুঁকবে। পরে নাস্তাসিয়াব সঙ্গে যোগাযোগের সময়েও সে হঠাৎ ভাবল, টাকা দিয়েই সব পাওয়া যাবে। সে প্রতিদিন সন্তুষ্ট হয়ে বলত, 'নোংরা যখন হতেই হবে, তখন তাই হব।' তবু মনে মনে তার একটু দুঃখ হত। নিজেকে সে অনবরত বোঝাত, 'যদি নীচ হতে হয়, তবে প্রথম সারির নীচ লোকই হতে হবে। সাধারণ লোক নীচ হতে ভয় পায়, কিন্তু আমি পাই না।'

আগলেয়াকে হারিয়ে এবং পরিস্থিতির দ্বারা পর্যুদস্ত হয়ে সে একেবারেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলল, একজন পাগলের দেওয়া যে টাকা একটি পাগল মেয়ে তাকে ছুঁড়ে দিয়েছিল, সে টাকা সে মিশকিনকে এনে দিল। পরে ঐ টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সে অসংখ্যবার দুঃখ করেছে, আবার তার জন্য অনবরত মনে মনে গর্বও অনুভব করেছে। মিশকিন পিটার্সবার্গে থাকাকালীন সে সত্যি সত্যিই তিনদিন ধরে কেঁদেছিল কিন্তু ঐ তিনদিনে সে প্রিন্সকে ঘৃণা করতেও শুরু করেছিল, কারণ প্রিন্স তার প্রতি খুব সহানুভূতিসম্পন্ন হলেও ঐ টাকাটা ফিরিয়ে দেওয়ার মত 'শক্তি সকলের মধ্যে নেই।' কিন্তু সে নিজের কাছেও নিজে স্বীকারোক্তি করল যে, 'আত্মসম্মানে অনবরত আঘাত লাগাটাই তার দুঃখের কারণ।' মনে মনে এই অকপট স্বীকৃতি তাকে ব্যাথিত করল।

অনেকদিন পরে সে বুঝতে পারল, আগলেয়ার মত অদ্ভুত ও সরল মেয়ের সঙ্গে এই ঘটনার পরিণতি কত অন্যরকম হতে পারত। দুঃখে সে দগ্ধ হতে লাগল, চাকরি ছেড়ে দিয়ে হতাশায় ডুবে রইল। বাবা মার সঙ্গে সে তিৎসিনের বাড়ীতে তারই খরচায় থাকতে শুরু করল। সে খোলাখুলিভাবে তিৎসিনকে ঘৃণা করে, যদিও তার পরামর্শ শোনে এবং সব সময়ে বুদ্ধি করে তার পরামর্শ চায়ও। আবার তিৎসিন রথস্‌চাইল্ড হতে চায় না বলাতে গ্যাভ্রিলের মনে রাগও হয়। সে বলে, 'যদি সুন্দর ব্যবসায়ে যাও তবে ভাল করেই তা কর ঃ লোককে শুষে টাকা বার করে মনের শক্তি দিয়ে ইহুদীগুলোর রাজা হয়ে বস।'

তিৎসিন অমায়িক, শান্ত ; সে শুধু হাসে। কিন্তু একবার সে কথাটা ভাল করে গানিয়াকে বোঝাবার দরকার মনে করেছিল, এবং বেশ গম্ভীরভাবে বুঝিয়েও ছিল। গানিয়াকে সে প্রমাণ দিয়েছিল যে সে অসৎ কিছু করছে না, তাকে লোভী ইহুদী বলার অধিকার গানিয়ার নেই। টাকাটা যে এত দামী, সেটা তার দোষ নয়। সে সৎ ও ন্যায্য পথেই চলেছে এবং বাস্তবক্ষেত্রে সে শুধুমাত্র মধ্যস্থের কাজই করেছে। ব্যবসায়ে সে অত্যন্ত নিখুঁত বলেই এর মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর লোকেরা তাকে ভালভাবে চিনে ফেলেছে এবং সে কারণেই তার ব্যবসাও বেড়ে চলেছে। সে হেসে জানাল, 'আমি কখনো রথস্‌চাইল্ড হব না, আর হতে চাইও না ; তবে লিতেইনেতে একটা বা দুটো বাড়ী করে তবেই থামব।' কিন্তু মনে মনে ভেবেছে, কে বলতে পারে, হয়ত তিনটে বাড়ী করব।' এ কথাটা সে কখনো প্রকাশ্যে বলেনি, এই দিবাস্বপ্নটা সবসময় গোপন রেখেছে।

প্রকৃতি এরকম লোককে ভালবাসে এবং এদের প্রতি সে অতিশয় সদয়। সে

তিৎসিনকে তিনটে নয়, হয়ত চারটে বাড়ী পুরস্কার দেবে ; কারণ, তিৎসিন ছোটবয়স থেকেই বুঝেছে যে, সে কখনো রথস্‌চাইল্ড হবে না। সুতরাং প্রকৃতিও তার থেকে বেশী এগোবে না, ফলে তিৎসিনের সাফল্যেরও ঐখানেই ইতি।

গ্যাভ্রিলের বোন একেবারে অন্যরকম। তারও কিছু জোরালো ইচ্ছে রয়েছে, কিন্তু তাতে আবেগের চেয়ে জেদটাই বেশী। তার উপস্থিত বুদ্ধি খুবই বেশি, তাছাড়া প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাতেও সাধারণ বুদ্ধি যথেষ্টই দেখা যায়। যে সব সাধারণ লোক বিশিষ্ট হওয়ার স্বপ্ন দেখে সে তাদের মধ্যে অন্যতম ; তবু সে দ্রুত বুঝতে পারল যে তার মধ্যে তেমন কোন নিজস্বতা নেই। এতে সে খুব একটা ক্ষুব্ধও নয়। কে জানে, হয়ত এর পেছনেও রয়েছে কোনরকমের গর্ব। তিৎসিনকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তটাই হচ্ছে তার দিক থেকে প্রথম বাস্তব পদক্ষেপ। কিন্তু বিয়ের পরও সে একথা ভাবেনি যে, 'যদি আমাকে হীন হতেই হয়, তাহলে লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি হীন হয়েই থাকব।' যেটা কিনা তার ভাই গানিয়া হলে অবশ্যই বলত, এবং সম্ভবতঃ তার বিয়েতে বড় ভাই হিসেবে প্রকাশ্যে সম্মতি জানাতে গিয়ে সে একথা বলেছেও। ব্যাপারটা বরং উল্টো ঃ ভারভারার ভাবী স্বামী হাসিখুশী, সাদাসিধে, বেশ শিক্ষিত লোক, কোন হীন কাজ তার পক্ষে সম্ভব নয় জেনেই ভারভারা তাকে বিয়ে করেছে। ছোটখাটো হীনতা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না এবং বস্তুতঃ এ রকম হীনতা সর্বত্রই দেখা যায়। আদর্শ মানুষ খুঁজে লাভ নেই! তাছাড়া, সে জানত যে, বিয়ে করলে তার মা, ভাইদের একটা থাকার জায়গা হবে। ভাইদের বিপদ দেখে সে আগের সব কিছু ভুল বোঝাবুঝি সত্ত্বেও তাদেরকে সাহায্য করতে চেয়েছে।

তিৎসিন মাঝে মাঝে বন্ধুর মত গানিয়াকে অনুরোধ করেছে অন্য চাকরি নিতে। মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলেছে, 'তুমি জেনারেলদের ঘৃণা কর জেনারেল হওয়াকে ঘৃণা কর, কিন্তু মনে রেখো, "ওরা" সবাই শেষে জেনারেল হবে : যদি দীর্ঘদিন বাঁচো, তবে দেখতে পাবে।' গানিয়া ব্যঙ্গের মনোভাব নিয়ে ভেবেছে, 'কিন্তু আমি জেনারেলদের বা জেনারেল হওয়াকে ঘৃণা করি, এ কথা ওদের মনে হল কেন?'

ভাইয়ের জন্য ভারভারা ভেবেছিল পরিচিতের সংখ্যা বাড়াবে। সে এপানচিনদের বাড়ী ঢোকার ব্যবস্থা করল। ছোটবেলার স্মৃতি তার ভালই মনে ছিল, কারণ সে আর গানিয়া ছোটবেলায় এপানচিনদের সঙ্গে খেলত। এখানে বলতে পারি, যদি কোন স্বপ্নের পেছনে ছুটে ভারভারা এপানচিনদের সঙ্গে দেখা করত, তাহলে মনে মনে সে নিজেকে যে শ্রেণীর মানুষ ভাবত, তাদের থেকে নিজেকে আলাদা করে ফেলত। কিন্তু সে স্বপ্ন দেখেনি, বেশ মজবুত ভিতের ওপরেই দাঁড়িয়েছিল। সে এপানচিন পরিবারের পাগলামিগুলোর কথা ভেবেছিল। আগলেয়ার চরিত্র পর্যবেক্ষণে সে কখনো ক্লান্ত হয়নি। আগলেয়া ও তার ভাইকে মিলিত করাটাই সে তার আশু কর্তব্য বলে ভেবেছিল। হয়ত এ পথে সে কিছুটা সফলও হয়েছিল। ভায়ের ওপরে বেশী নির্ভর করে এবং যা সে কখনোই দিতে পারবে না, তার কাছ থেকে সেটা আশা করে সে হয়ত ভুলই করেছে। যাই হোক, এপানচিনদের বাড়ীতে সে বেশ বুদ্ধি করেই চলেছে : সপ্তাহের পর সপ্তাহ ভায়ের কাছে এ বিষয়ে কোন কথা বলেনি, বরাবর অত্যন্ত সৎ ও আন্তরিক, সাদাসিধে

অথচ ব্যক্তিত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছে। বিবেকের গভীরে তাকাতে সে ভয় পায়নি, নিজেকে এতটুকুও তিরস্কার করেনি। এটাই তার শক্তি। শুধু একটা জিনিষই সে নিজের মধ্যে লক্ষ্য করেছে—তা হল এই যে সে নিজেও যথেষ্ট ঈর্ষাপরায়ণ এবং তার আত্মসম্মান অত্যন্ত সংবেদনশীল। কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে সে এটা বিশেষ করে লক্ষ্য করেছে ; বিশেষতঃ যখন এপানচিনদের বাড়ী থেকে নিজেদের বাড়ীতে ফিরছে সে সময়ে।

এই মুহূর্তে সে ওখান থেকেই ফিরছে। আমরা আগে বলেছি, সে এখন বিরক্ত এবং চিন্তিত। তার বিরক্তিতে তিক্ত বিদ্রূপের আভাস। পাভলোভস্কে তিৎসিন একটা ধুলোভরা রাস্তায় খোলামেলা অথচ সাধারণ বাড়ীতে রয়েছে ; অল্পদিন পরে বাড়ীটা তার নিজের হবে, এখনি সে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভারভারা ওপর থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ এবং বাবা ও ভায়ের চীৎকার শুনতে পেল। বসার ঘরে ঢুকে গানিয়াকে ক্রোধে ছটফট করতে করতে এদিক ওদিক দৌড়োতে দেখে বিরক্ত হয়ে ক্লান্ত ভঙ্গীতে সে টুপি না খুলেই একটা সোফায় বসে পড়ল। সে জানে যে, এখনি ভাইকে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা না করলে সে আরও রেগে যাবে। তাই তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল, 'সেই এক ব্যাপার ?'

গানিয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'এক ব্যাপারই তো। একই ঘটনা! না! শয়তানই জানে এখানে কি হচ্ছে, ঠিক আগের মত নয়। ঐ বুড়ো একেবারে উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে…মা কেঁদে ভাসাচ্ছেন। আমি বলে দিচ্ছি ভারিয়া, ওঁকে আমি বার করে দেব, তাতে তুই যাই বলিস না কেন…কিংবা আমি নিজেই বেরিয়ে যাব।' অন্যলোকের বাড়ী থেকে কাউকে বার করে দেওয়া সম্ভব নয় বুঝেই হয়ত সে শেষের কথাটা যোগ করল।

ভারিয়া অস্ফুট বলল, 'সুযোগ দিতে হবে।'

'কিসের সুযোগ ? কাকে ?' গানিয়া জ্বলে উঠল। 'ওঁর নোংরা স্বভাবের জন্য ? না, তুই যা খুশী বল, সে অসম্ভব! অসম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব। আর কী ব্যবহার দেখ : দোষ ওঁর, আর উনিই মাথায় চড়ছেন! "ওর দরজায় কুলোচ্ছে না, তাই এবার উনি পাঁচিল ভাঙবেন!" ওভাবে বসে আছিস কেন ? তোকে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে।'

ভারিয়া বিরক্তির স্বরে বলল, 'আমাকে যেমন দেখায় তেমনই দেখাচ্ছে।'

গানিয়া আরো ভাল করে তার দিকে তাকাল।

হঠাৎ বলল, "ওখানে গিয়েছিলি নাকি ?"

'হ্যাঁ।'

'আবার চেঁচাচ্ছে! কী অপমান, আবার এই সময়ে!'

'কোন সময় ? এটা কোন বিশেষ সময় নয়।'

গানিয়া আরো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বোনকে দেখল। বলল, 'আরো কিছু জেনেছিস নাকি ?'

'অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। জেনেছি যে, সব সত্যি। আমাদের দুজনের চেয়ে আমার স্বামী অনেক সঠিক জেনেছে ; ও প্রথম থেকে যা বলেছিল, তাই হয়েছে। ও কোথায় ?'

'বাড়ী নেই ? কি জানলি ?'

'প্রিন্স ওকে কথা দিয়েছে। সব ঠিক হয়ে গেছে। বড় মেয়েরা আমায় বলল। আগলেয়া রাজী হয়েছে ; ওরাও আর এটা লুকোচ্ছে না (এতদিন ব্যাপারটা খুব রহস্যময় ছিল।)। আদেলেদার বিয়ে আবার পেছিয়ে যাবে যাতে দুটো বিয়ে একদিনে হয়। কী রোমান্টিক ধারণা! খুব কাব্যিক! শুধু শুধু ঘরময় না দৌড়ে বরং একটা কবিতা লেখ। আজ সন্ধ্যায় রাজকুমারী বিয়েলো-কোন্স্কি ওখানে আসছেন। তিনি ঠিক সময়েই আসবেন ; তাছাড়া আরো অনেক অতিথি আসবে। প্রিন্সকে রাজকুমারীর কাছে নিয়ে যাওয়া হবে, যদিও তিনি ওকে আগে থেকেই চেনেন। আমার মনে হয়, বাগ্‌দানের একটা প্রকাশ্য অনুষ্ঠান হবে। ওরা শুধু ভয় পাচ্ছে যে, বসার ঘরে ঢোকার সময়ে ও কিছু ভেঙে ফেলতে পারে বা নিজে পড়ে যেতে পারে ; সেটা ওর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।'

গানিয়া খুব মন দিয়ে শুনছে, কিন্তু তার বোন এটা দেখে খুবই অবাক হল যে যে খবরে গানিয়ার অভিভূত হওয়ার কথা, সে খবরে তার কোন প্রতিক্রিয়াই হল না।

এক মিনিট ভেবে নিয়ে গানিয়া বলল, 'আচ্ছা, সবি বোঝা গেল। তাহলে এই শেষ.' অদ্ভুত হাসি হেসে সে আড়চোখে বোনের দিকে তাকাল। এখনো সে ঘরময় পায়চারি করছে, তবে আগের থেকে অনেক শান্তভাবে।

ভারিয়া বলল, 'তুমি এটাকে সহজভাবে নিয়েছ, এটা ভাল কথা। আমি খুব খুশী হয়েছি।'

হ্যাঁ, এতে মন হালকা হয় ; অন্তত তোর হল।'

'আমার মনে হয়, তোমার সমালোচনা না করে বা তোমায় বিরক্ত না করে আমি আন্তরিকভাবে তোমার কাজ করেছি। তুমি আগলেয়ার কাছে কি সুখ আশা কর, তা জানতে চাই নি।'

'কেন, আমি কি ··আগলেয়ার কাছে সুখ চেয়েছিলাম ?'

'ওঃ, দোহাই, এটা দার্শনিকের মত আলোচনা কোরো না! নিশ্চয়ই আশা করেছিলে। এখন সব মিটে গেছে, আমাদের আর কিছু করার নেই। আমরা ঠকে গেছি। তবে আমি এটাতে কখনো গুরুত্ব দিইনি। হবে না ভেবেই চেষ্টা করেছিলাম। আগলেয়ার বিশ্রী স্বভাবের কথা ভেবেছিলাম, তবু আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল তোমায় খুশী করা। এরকম কাজ দশটাতে একটা সফল হয়। এখনও জানি না, তুমি কি আশা করছিলে।'

'এখন তুই আর তোর স্বামী আমায় একটা চাকরিতে ঢোকাবার চেষ্টা করবি ; আমার কাছে অধ্যবসায়, মনের শক্তি, সামান্য টাকার দাম ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবি—এ আমি ভালভাবেই জানি।' গানিয়া হাসল।

ভারিয়া ভাবল, 'ওর মনে কোন নতুন মতলব এসেছে।'

গানিয়া হঠাৎ বলল 'ওদের মনোভাব কি রকম ? বাবা-মা খুশী ?'

'না—না, আমার তা মনে হয় না। অবশ্য তুমি নিজের মত করে বুঝে নিতে পার। আইভান খুশী হয়েছেন। মার অস্বস্তি হচ্ছে ; তিনি যে প্রিন্সকে পাত্র হিসেবে বরাবর অপছন্দ করেছেন, এটা তো আমরা জানিই।'

'আমি তা বলিনি। ও যে পাত্র হিসেবে অসামান্য, অভাবনীয়, সেটা তো

জানা কথাই। আমি বলছিলাম, ওদের এখনকার মনোভাবের কথা। এখন ওরা কি ভাবছে? আগলেয়া কি সম্মতি জানিয়েছে?'

'এখনো পর্যন্ত আপত্তি করেনি; কিন্তু ওর কাছে এর বেশী আশা করা যায় না। জান তো, ও এখনো কী ভীষণ লাজুক। ছোটবেলায় বাড়ীতে লোক এলে ও আলমারির মধ্যে দু-তিন ঘন্টা লুকিয়ে থাকত। এখন এত বড় হলেও ও সে রকমই আছে। আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই একটা কিছু ব্যাপার ঘটছে, এমন কি ওর দিক থেকেও। ওরা বলছে, ও নাকি প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রিন্সকে নিয়ে ঠাট্টা করে যাচ্ছে, শুধু মাত্র নিজের মনোভাব লুকিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু প্রতিদিন নিশ্চয়ই ও লুকিয়ে প্রিন্সের সাথে কথা বলছে কারণ প্রিন্সকে দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন স্বর্গে রয়েছে, সব সময় আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। ওরা বলছে, প্রিন্স নাকি দারুণ মেজাজে আছে। ওদের কাছেই শুনলাম। মনে হল, বড় মেয়ে দুজন যেন আমার সামনেই আমাকে ঠাট্টা করল।'

শেষে গানিয়া গম্ভীর হতে শুরু করল। ভারিয়া তার মতটা জানার জন্য হয়ত এ বিষয়ে আরো কথা বলত, কিন্তু ওরা ওপরে আবার চীৎকার শুনতে পেল।

গানিয়া নিজের বিরক্তি প্রকাশ করতে পেরে যেন গর্জে উঠল, 'ওকে বার করে দেব।'

'তাহলে উনি সব জায়গায় আমাদের বদনাম করে বেড়াবেন, যেমন কাল করেছেন।'

'কাল? কি বলছিস? বাবা কি...?

গানিয়া হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে উঠল।

'ও, তুমি জানতে না?' ভারিয়া নিজেকে সামলে নিল।

গানিয়া রাগে-লজ্জায় লাল হয়ে বলল, কি! উনি আবার ওখানে যাননি তো? হায় ভগবান! তুই তো ওখান থেকেই এলি! কিছু শুনেছিস নাকি? বুড়ে কি ওখানেও গিয়েছিল? হ্যাঁ, না, না?'

গানিয়া দরজার দিকে ছুটে গেল। ভারিয়া দৌড়ে গিয়ে দু হাতে তাকে চেপে ধরল।

'কি ভাবছ? কোথায় যাচ্ছ? এখন ওঁকে বার করে দিলে উনি খুব ক্ষতি করবেন; সবার কাছে যাবেন।'

'ওখানে উনি কি করেছেন? কি বলেছেন?'

'কি বলেছেন সেটা ওরাও আমায় সঠিক বলতে পারেনি; কারণ ওরা নিজেরাও সঠিক কিছু বুঝতে পারেনি, শুধু ওঁকে দেখে ভয় পেয়েছে। উনি আইভানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন; কিন্তু আইভান তখন বেরিয়ে গিয়েছিলেন বলে উনি লিজাভেটার সঙ্গে দেখা করতে চান। তারপর লিজাভেটার সঙ্গে দেখা হলে প্রথমে উনি লিজাভেটার কাছে একটা চাকরি চেয়ে, তারপর আমাদের নামে অর্থাৎ আমার নামে, আমার স্বামীর নামে, বিশেষতঃ তোমার নামে...বিভিন্ন নালিশ জানাতে থাকেন।'

গানিয়া রাগে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল, 'কি বলেছে জানতে পারিসনি?'

'কি করে জানব? উনি নিজেই তো জানেন না যে কি বলছেন, তাছাড়া ওরাও হয়ত আমায় সব বলেনি।'

গানিয়া হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে জানলার দিকে দৌড়ে গেল। অন্য জানলার কাছে ভারিয়া বসে আছে।

হঠাৎ সে বলল, 'আগলেয়া অদ্ভুত মেয়ে। আমায় থামিয়ে দিয়ে বলল, "তোমার বাবা-মাকে আমার শ্রদ্ধা জানিও। এর মধ্যে একদিন তোমার বাবার সঙ্গে নিশ্চয়ই আমার দেখা করার সুযোগ হবে।" কথাগুলো এত গম্ভীর মুখে বলল যে ভারী অদ্ভুত লাগল—'

'ঠাট্টা করেনি তো?'

'না। সেটাই তো অদ্ভুত ব্যাপার।'

'ও কি বুড়োর কথা জানে—কি মনে হয়?'

'আমি নিঃসন্দেহ যে ওরা তা জানে না। কিন্তু তুমি হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি দিলে: হতেও পারে হয়ত আগলেয়া জানে। হয়ত একমাত্র ও-ই জানে, কারণ ও যখন গম্ভীর মুখে বাবাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছিল, তখন ওর বোনেরাও বেশ অবাক হয়েছিল। বিশেষ করে বাবাকে এত শ্রদ্ধা জানানো কেন? যদি ও জেনে থাকে, তাহলে প্রিন্স নিশ্চয়ই ওকে বলেছে।'

'কে বলেছে অনুমান করা কঠিন নয়। একটা চোর! এই শেষ উপায়। আমাদের পরিবারে একটা চোর—'বাড়ীর কর্তা।'

ভারিয়া অধীর হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, বাজে কথা। উনি মাতাল, ব্যস। কে গল্পটা বানিয়েছে? লেবেদিয়েভ, প্রিন্স। ওরা সব চমৎকার লোক, ওরা সব পণ্ডিত। এর একটা কথাও বিশ্বাস কোরো না।'

গানিয়া বলে যেতে লাগল, 'বুড়োটা চোর মাতাল, আমি ভিখিরী, আমার ভগ্নীপতি সুদখোর,—আগলেয়ার পক্ষে এটা খুবই লোভনীয়। অপূর্ব ব্যবস্থা।

'সুদখোর ভগ্নীপতিই -'

'আমায় দেখছে, এটা তো বলতে চাস? কথা লুকোস না।'

ভারিয়া নিজেকে সংযত করে বলল, 'এত রেগে যাচ্ছ কেন? তুমি এখনো ছোট ছেলে, কিছু বোঝো না। তুমি ভাবছ, এতে আগলেয়ার চোখে ছোট হয়ে যাবে? ওকে চেনো না ও যোগ্যতম পাত্রকে ফিরিয়ে দিয়ে কোন ছাত্রের সঙ্গে বস্তীর ঘরে সানন্দে উপোস করতে যাবে; এটাই ওর স্বপ্ন। তুমি যদি সগর্বে আমাদের পরিস্থিতি ওকে জানাতে তাহলে ওর তোমাকে কত ভাল লাগত, সেটা কখনো তুমি বোঝোইনি। প্রিন্স ওকে পেয়েছে কারণ, প্রথমতঃ, সে আগলেয়ার পেছনে ছোটেনি; দ্বিতীয়তঃ, সবাই তাকে বোকা ভাবে। প্রিন্সের জন্য যে বাড়ীর সকলে চিন্তিত, এটাই ওর আনন্দ তুমি বুঝতে পারছ না।'

গানিয়া রহস্যের সুরে বলল 'বেশ, বুঝি কিনা দেখা যাবে। তবু ওকে বুড়োর কথা জানাতে চাই না। ভেবেছিলাম মিশকিন চুপ করে থাকতে পারবে। সে লেবেদিয়েভকে চুপ করিয়ে রেখেছিল। আমি যখন তার কাছে জানতে চেয়েছি, সে তখন কিছুই বলতে চায়নি।'

'তাহলে দেখছ, ও না বলতেই কথাটা ফাঁস হয়ে গেছে। আর তোমার তাতে কি এলো গেল? তুমি কি আশা করছ? যদি কোন আশা থাকত, তাহলে ও শুধু তোমায় শহীদ বলেই ভাবত।'

'সব রোমান্টিক ধারণা সত্ত্বেও ও কেলেঙ্কারীকে ভয় পাবে। সকলেরই

একটা সীমা আছে। ওরা সবাই এক।'

'আগলেয়া ভয় পাবে?' ভারিয়া রেগে গিয়ে ভায়ের দিকে তাকাল। 'তোমার মন খুব নীচ! তোমরা সবাই অপদার্থ। ও পাগল হতে পারে, কিন্তু আমাদের সকলের চেয়ে হাজার গুণ বেশী উদার।'

গানিয়া শান্ত সুরে বলল, 'থাক, থাক, রাগ করিস না।'

ভারিয়া বলল, 'আমার মার জন্য দুঃখ হচ্ছে। বাবার এই কেলেঙ্কারির কথা যদি ওঁর কানে পৌঁছোয়, সেটাই আমার ভয়। আঃ! ভয় হচ্ছে, উনি জানতে পারবেন!'

গানিয়া বলল, নিশ্চয়ই এতক্ষণে জেনেছেন।'

ভারিয়া মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য দোতলায় সিঁড়িতে উঠল, কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ভাল করে ভাইয়ের দিকে তাকাল।

'মাকে কে বলতে পারে?'

'খুব সম্ভব ইপ্পোলিৎ। আমার মনে হয় এখানে এসেই ও আনন্দের আতিশয্যে মাকে খবরটা দিয়েছে।'

'কিন্তু খবরটা ও জানল কি করে? অনুরোধ করছি, আমায় বল। প্রিন্স আর লেবেদিয়েভ কাউকে বলবে না ঠিক করেছে; এমনকি কোলিয়াও কিছু জানে না।'

'ইপ্পোলিৎ? ও নিজেই জেনেছে। ও যে কী ধূর্ত শয়তান, তা ভাবতেও পারবি না। সবসময় বকবক করছে। যে কোন খারাপ জিনিষ, যে কোন কেলেঙ্কারীর ও আগে গন্ধ পায়। তুই হয়ত বিশ্বাস করবি না, তবে আমি জানি ও আগলেয়াকে পটিয়ে ফেলেছে; আর যদি এখনো না পেরে থাকে, তবে পরে পারবে। রোগোজিনও ওকে চেনে। কি করে পিন্স এটা লক্ষ্য করল না? আমায় ভুলোবার জন্য এখন ও কী ব্যস্ত। অনেকদিন ধরে দেখছি, ও আমায় যেন ব্যক্তিগত শত্রু বলে মনে করে—ও মরতে চলেছে, তাই এর উদ্দেশ্য বুঝতে পারি'ন। কিন্তু ওকে ঠিক বাগে পাবই। আমায় কিছু করার আগে আমি ওকে মজা দেখিয়ে ছাড়ব।'

'ওকে যদি এত ঘৃণাই কর, তাহলে ওকে এখানে নিয়ে এলে কেন? তাছাড়া ও কি শিক্ষা পাওয়ার যোগ্য?'

'তুই-ই তো বলেছিলি ওকে এখানে নিয়ে আসতে।'

'ভেবেছিলাম ওকে দিয়ে কাজ হবে। কিন্তু জান, ও নিজেই এখন আগলেয়ার প্রেমে পড়েছে, তাকে চিঠি লিখছে? ওরা আমার কাছে ইপ্পোলিতের কথা জানতে চাইল…ও হয়ত লিজাভেটাকেও চিঠি দিয়েছে।'

গানিয়া ক্রুদ্ধ হাসি হেসে বলল, 'ওদিক থেকে কোন বিপদ হবে না, তবে খুব সম্ভবতঃ তুই ভুল করেছিস। ওর পক্ষে প্রেমে পড়া খুবই স্বাভাবিক, কারণ ও ছেলে-মানুষ। কিন্তু…ও ঐ বৃদ্ধাকে বেনামীতে চিঠি লিখতে সাহস পাবে না। উঃ, ও এত নীচ, তুচ্ছ, আত্মসন্তুষ্ট সাধারণ ছেলে!…আমার ধারণা, আমি জানি যে, ও আগলেয়ার কাছে আমাকে মতলববাজ বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। হ্যাঁ, এভাবেই ও শুরু করেছে। অবশ্য আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে প্রথমে আমি খুবই বোকার মত ওর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলেছি। ভেবেছিলাম প্রিন্সের

ব্যাপারে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ও আমার স্বার্থে কাজ করবে। কিন্তু ও একটা ধূর্ত জানোয়ার! এখন ওর মতলব পুরোপুরি বুঝেছি! এই চুরির কথা ও ওর মা, সেই ক্যাপ্টেনের বিধবাটার কাছে শুনেছে। যদি বুড়ো এ কাজ করে থাকে, তাহলে তা করেছে শুধু ঐ মেয়েছেলেটার জন্যই। হঠাৎ ও আমাকে কোনরকম ভূমিকা ছাড়াই বলল যে, জেনারেল ওর মাকে চারশো রুবল দেবে বলেছিল। তখন সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আমার বোধগম্য হল। সে সময় বেশ আনন্দের সঙ্গেই ও আমার মুখটা লক্ষ্য করছিল। মার মন ভেঙে দেওয়ার জন্য ও কথাটা মাকেও বলেছে। ও মরছে না কেন? বলেছিল তিন সপ্তাহের মধ্যে মরবে, আর এখন দেখছি দিনকে দিন মোটা হচ্ছে। ওর কাশিও কমে গেছে। কাল রাতে ও নিজেকেই নিজে বলেছে যে দুদিন ওর রক্ত পড়েনি।'

'ওকে বার করে দাও।'

গানিয়া সগর্বে বলল, 'ওকে আমি অপছন্দ করি না, কিন্তু ঘৃণা করি।' হঠাৎ সে বেশ রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, ওকে ঘৃণা করি, সেকথা ওর মুখের ওপরে বলব, ওকে যদি মরতে দেখি তাহলেও বলব! যদি ওর কৈফিয়ৎটা একবার পড়তে—হায় ভগবান, কী প্রকাশ্য ঔদ্ধত্য। ও একেবারে লেফটেন্যান্ট পিরোগোভ, দুর্ভাগা নোজদ্রিয়োভ*, কুকুর কোথাকার! ওকে মারতে পারলে আমার কী যে আনন্দ হত। এখন ও সবাইকে সব মিটিয়ে দিতে চায়, কারণ ও··· কিন্তু তাতে কি? আবার শব্দ? কিসের শব্দ হতে পারে? তিৎসিন, এ আমি সহ্য করব না!' সদ্য ঘরে ঢোকা ভগ্নীপতির উদ্দেশে সে চেঁচিয়ে উঠল। 'এর মানে কি? আমরা কোথায় চলেছি? এটা···এটা··'

কিন্তু শব্দটা দ্রুত এগিয়ে আসছে, দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল, বৃদ্ধ ও ক্রুদ্ধ ইভোলজিন, রাগত মুখে উত্তেজনায় দিশাহারা হয়ে তিৎসিনকে আক্রমণ করলেন। তাঁর পেছনে নিনা, কোলিয়া এবং সবার শেষে ইপ্পোলিৎ।

॥ দুই ॥

ইপ্পোলিৎ তিৎসিনের বাড়ীতে যাওয়ার পর পাঁচদিন কেটে গেছে। তার চলে যাওয়াটা স্বাভাবিক ঘটনা, তাতে মিশকিন ও তার মধ্যে কোন বিচ্ছেদ ঘটেনি। ঝগড়া দূরে থাক, তারা বন্ধুর মত বিদায় নিয়েছে। সেই সন্ধ্যায় যে-গ্যাব্রিল ইপ্পোলিতের ওপর এত চটে গিয়েছিল, তিনদিন পরে সে নিজেই তাকে দেখতে এল; হয়ত হঠাৎ মাথায় কোন বুদ্ধি এসেছে। রোগোজিনও কোন কারণে রোগীকে দেখতে এল। প্রথমে মিশকিনের মনে হয়েছিল যে, 'অসহায় ছেলেটি' তার বাড়া থেকে চলে গেলেই তার পক্ষে ভাল। কিন্তু যাওয়ার সময়ে ইপ্পোলিৎ বলল, সে তিৎসিনের কাছে থাকতে যাচ্ছে, 'তিৎসিন দয়া করে তাকে একটু জায়গা দিয়েছে।' যেন ইচ্ছে করেই সে একবারও বলল না যে, সে গানিয়ার কাছে থাকতে যাচ্ছে; অথচ গানিয়াই তাকে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোর করেছিল। ফলে ব্যাপারটা গানিয়ার খুবই মনে লেগেছে।

সে বোনকে ঠিকই বলেছিল যে, রোগী ভাল আছে। ইপ্পোলিৎ সত্যিই আগের চেয়ে কিছুটা ভাল আছে, প্রথম নজরেই তার উন্নতিটা ধরা পড়ে। সে সকলের সঙ্গে ঘরে ঢুকল মুখে একটা ব্যঙ্গ ও ঈর্ষা মেশানো হাসি নিয়ে। নিনা

* গোগোলের 'ডেড সোলস্'-একটি চরিত্র।

খুব শঙ্কিতমনে ঢুকলেন। তিনি বেশ রোগা হয়ে গেছেন এবং গত ছ মাসে অনেকটা বদলে গেছেন ; মেয়ের বিয়ের পর মেয়ের বাড়ীতে যেদিন এসেছেন সেদিন থেকে ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করেন না। কোলিয়া উদ্বিগ্ন, হতবুদ্ধি ; 'জেনারেলের পাগলামি'-র অনেক কিছুই সে বুঝতে পারে না ; অবশ্য বাড়ীতে শেষ গোলমালের কারণটা তার জানা নেই। কিন্তু এটা সে স্পষ্ট বোঝে যে, তার বাবা সব জায়গায়, সারাদিন ধরে ঝগড়া করেন এবং তিনি এত বদলে গেছেন যে, আর মোটেই আগের মত নেই। গত তিনদিন ধরে তিনি মদ খাচ্ছেন না দেখেও কোলিয়াব অস্বস্তি হচ্ছে। সে জানে, তার বাবা মিশ কন আব লেবেদিয়েভের সঙ্গেও ঝগড়া করেছেন। কোলিয়া সবেমাত্র নিজের পয়সা দিয়ে এক পাঁইটের ভদকার বোতল কিনে বাড়ী ফিরেছে।

সে ওপরে মাকে বলছিল, 'মা, সত্যি ওঁকে মদ খেতে দেওয়া ভাল। তিনদিন হল উনি এক ফোঁটাও মদ ছোঁননি, নিশ্চয়ই ওঁর কষ্ট হচ্ছে। এই ভাল ; আমি জেলে ওঁর কাছে মদ নিয়ে যেতাম।'

জেনারেল দরজা খুলে সেখানে দাঁড়িয়ে রাগে যেন কাঁপতে লাগলেন।

বজ্রকণ্ঠে পিৎসিনকে বললেন, 'তুমি সত্যি যদি একটা নাস্তিকের হাতে একজন শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ মানুষকে সঁপে দিতে চাও, অর্থাৎ তোমাব বাবাকে মানে, তোমার স্ত্রীর বাবাকে যে সম্রাটের সেবা করে এসেছে, তাহলে এই মুহূর্ত থেকে কখনো তোমার বাড়ীতে আর পা দেব না। ঠিক করে নাও এক্ষুণি, হয় আমি নয় ঐ .. শয়তানটা। হ্যাঁ, শয়তান। আমি না ভেবে বলেছি, কিন্তু ও শয়তানই ; কারণ ও আমার মনকে বিদ্ধ করে। কোনরকম শ্রদ্ধা দেখায় না। স্ক্রু দিয়ে বিদ্ধ করে।

ইপ্পোলিৎ বাধ দিল, 'কর্কস্ক্রুর কথা বলছেন না তো?'

'না, কর্কস্ক্রু না। কারণ, তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন জেনারেল, একটা বোতল নয়। আমি কৃতিত্বের জন্য। পুরস্কার পেয়েছি, আব তোমার কিছুই নেই। হয় ও থাকবে নয় আমি। এক্ষুণি মন ঠিক কর, এক্ষুণি।' আবার তিনি পাগলের মত পিৎসিনের উদ্দেশ্যে চেঁচাতে লাগলেন।

ঠিক এ সময় কোলিয়া একটা চেয়ার আনতেই তিনি ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন।

পিৎসিন অভিভূতের মত বলল, আপনার সত্যি—ঘুমানো দরকার।'

গানিয়া চাপাগলায় বোনকে বলল, 'কেমন শাসাচ্ছিল দেখ।'

জেনারেল চেঁচিয়ে উঠলেন, ঘুমোব। আমি মাতাল নই ; তুমি আমায় অপমান করেছ।' তিনি উঠে দাঁড়ালেন, 'আমি দেখছি এখানে সবকিছুই আমার বিপক্ষে, সবকিছু এবং সবাই। ব্যস। আমি চললাম · তবে জেনে রেখো, জেনে রেখো—'

কথা শেষ করতে পারলেন না। সবাই তাঁকে আবার বসিয়ে দিয়ে শান্ত হতে বলল। গানিয়া ক্রুদ্ধ হয়ে এককোণে গিয়ে বসল। নিনা কাঁপতে কাঁপতে কাঁদতে লাগলেন।

ইপ্পোলিৎ হাসল, 'কিন্তু আমি ওঁর কি করেছি? উনি কি অভিযোগ করছেন?'

নিনা হঠাৎ বললেন, 'এমন বলছ, যেন তুমি কিছুই করনি। তোমার অবস্থায়

বিশেষ করে একজন বুড়ো লোকের ওপরে অত্যাচার করাটা লজ্জাকর, অমানবিক।'

'প্রথমে বলুন আমার অবস্থাটা কিরকম? আপনাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব শ্রদ্ধা করি, কিন্তু—'

'ও একটা শয়তান!' জেনারেল বলতে লাগলেন, 'ও সবসময় আমার মনে খোঁচা দেয়। তোমায় বলে দিচ্ছি, তোমার জন্মেরও আগেই আমি অনেক সম্মান পেয়েছি। তুমি ঈর্ষাকাতর; রোগ ঘৃণা আর অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। কি কারণে গ্যাভ্রিল তোমায় এখানে এনেছে? ওরা সবাই আমার বিপক্ষে, এমনকি আমার ছেলেও।'

'ওঃ, চুপ কর; তুমি নাটক করছ!' গানিয়া চেঁচিয়ে উঠল। 'সারাটা শহরে আমাদের লজ্জায় না ফেললেই তুমি ভাল করতে।'

'কি, বাছা, তোমাদের আমি লজ্জায় ফেলেছি? তোমাকে? আমি শুধু তোমাদের প্রশংসা করতে পারি, ছোট করতে পারি না।'

তিনি চেঁচাতে শুরু করলেন; ওরা তাকে থামাতে পারছে না, আর এদিকে গ্যাভ্রিলও নিজেকে সামলাতে পারছে না।

ক্রোধে সে চীৎকার করে উঠল, 'তুমি সম্মানের কথা বলছ!'

জেনারেল ফ্যাকাশে মুখে এক পা এগিয়ে এসে ধমকে উঠলেন, 'কি বলছ?'

'শুধু বললেই হয়...' হঠাৎ গানিয়া থেমে গেল।

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, দুজনেই খুব উত্তেজিত, বিশেষতঃ গানিয়া।

'গানিয়া, কি করছ।' নিনা ছেলেকে থামাতে দৌড়ে গেলেন।

ভারিয়া রেগে উঠল, 'তোমরা সকলেই কি নির্বোধ,' সে মাকে ধরে বলল, 'মা, চুপ কর।'

গানিয়া মাটুকে চেয়ে বলল, 'শুধু মার জন্য ওঁকে ছেড়ে দিলাম।'

জেনারেল খুব ক্ষেপে গিয়ে গর্জে উঠলেন, 'বল। না হলে আমি শাপ দেব: বল!'

'আমি যেন তোমার শাপকে ভয় পাই! গত আটদিন ধরে তুমি যে পাগলের মত হয়ে রয়েছ, সে কার দোষ? আমি সব খেয়াল রেখেছি। খবরদার, আমায় বেশী উত্তেজিত কোরো না। সব বলে দেব...কেন কাল এপানচিনদের বাড়ী গিয়েছিলে? তুমি নিজেকে বল পাকাচুলো বৃদ্ধ, পরিবারের কর্তা! চমৎকার লোক।'

কোলিয়া বলল, 'চুপ কর গানিয়া! বোকা কোথাকার!'

'কিন্তু আমি কিভাবে ওঁকে অপমান করলাম?' ইপ্পোলিৎ একইকথা বলে যেতে লাগল। 'উনি আমায় শয়তান বললেন কেন? তুমি সে কথা শুনেছ। উনি আমায় জ্বালাতন করছিলেন; এখনি এখানে ক্যাপ্টেন এরোপিয়েগোভের কথা বলছিলেন। জেনারেল, আপনার সঙ্গে আমি আদৌ মিশতে চাই না। আপনি তো জানেন, আমি বরাবর আপনাকে এড়িয়ে চলেছি। ক্যাপ্টেন এরোপিয়েগোভের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি তার জন্য এখানে আসিনি। শুধু বলেছি, এ নামে কোন ক্যাপ্টেন হয়ত কোনদিনই ছিল না। তাতেই উনি গোলমাল শুরু করে দিলেন।'

গানিয়া বলল, 'নিশ্চয়ই ওই নামে কোন ক্যাপ্টেন কোনদিন ছিল না।'

কিন্তু জেনারেল হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগলেন। ছেলের অস্বাভাবিকরকম খোলাখুলি কথায় তিনি অভিভূত হয়ে গেছেন। প্রথমে কোন কথাই খুঁজে পেলেন না। শেষে গানিয়ার কথার জবাবে ইপ্পোলিৎ যখন হাসিতে ফেটে পড়ে বলল, 'ওই যে, শুনুন—আপনার নিজের ছেলে বলছে ওরকম কোন ক্যাপ্টেন ছিল না,' তখন বৃদ্ধ একেবারে ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'কাপিতোন এরোপিয়েগোভ, ক্যাপ্টেন নয়···কাপিতোন · অবসরপ্রাপ্ত লেফটেণ্যান্ট কর্ণেল এরোপিয়েগোভ···কাপিতোন।'

গানিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, 'কাপিতোনও কোনদিন ছিল না।'

'কেন···ছিল না?' জেনারেলের সারা মুখে লাল আভা ছড়িয়ে গেল।

'চুপ কর!' তিৎসিন আর ভারিয়া ওদেরকে থামাবার চেষ্টা করল।

কোলিয়া আবার চেঁচাল, 'মুখ বন্ধ কর গানিয়া!'

এসব কথায় জেনারেলের যেন সম্বিত ফিরে এল।

'কি করে বলছ, কেউ ছিল না? কেন থাকবে না?' ছেলের দিকে তেড়ে গেলেন জেনারেল।

'বলছি, কারণ, কেউ ছিল না। ছিল না ব্যস; থাকতে পারে না। হয়েছে। আমায় রেহাই দাও।'

'এই আমার ছেলে...আমার নিজের ছেলে, যাকে আমি·· হায় ভগবান!··· এরোপিয়েগোভ, এরোশকা এরোপিয়েগোভ বলে কেউ নেই!'

ইপ্পোলিৎ বাধা দিল, 'এই তো এখন বলছেন এরোশকা, আগে ছিল কাপি-তোশকা!'

'কাপিতোশকা, কাপিতোশকা, এরোশকা নয়। কাপিতোন, কাপিতোন আলেক্সিয়েভিচ, কাপিতোন...লেফটেণ্যান্ট কর্ণেল, অর্ধেক মাইনে পেত···মারিয়াকে বিয়ে করেছিল ..মারিয়াকে···পেত্রোভনা। ···আমার বন্ধু ··সুতোগোভ . সেই ক্যাডেট অবস্থা থেকে। তার জন্য আমি খুন করেছিলাম, আর বলছ এরকম কোন লোক নেই! কোন লোক নেই!' জেনারেল খুব চেঁচাচ্ছেন, তবু মনে হচ্ছে তাঁর রাগের কারণটা যেন এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। অন্য সময় হলে তিনি কাপিতোনের সম্পূর্ণ অনস্তিত্বের চেয়েও বেশী অপমানজনক কোন বিষয়ও মেনে নিতেন। চেঁচাতেন, হুলুস্থূলু কাণ্ড করতেন, ক্ষেপে যেতেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওপরে শুতে যেতেন। অথচ মানুষের মন এমনই অদ্ভুত যে, এখন এই সামান্য সন্দেহই তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। বৃদ্ধ লাল হয়ে হাত তুলে চেঁচাতে লাগলেন, 'ব্যস। আমার অভিশাপ।···এ বাড়ী থেকে আমি চলে যাব। নিকোলাই, আমার ব্যাগ এনে দাও···আমি চলে যাচ্ছি!'

তিনি অতি দ্রুত দারুণ রেগে বেরিয়ে গেলেন। নিনা, কোলিয়া আর তিৎসিন তাঁর পেছনে পেছনে দৌড়ল।

ভারিয়া ভাইকে বলল, 'কি করলে! উনি নিশ্চয়ই ওখানে যাবেন। অপমানকর!'

গানিয়া রাগে চেঁচিয়ে বলল, 'ওর চুরি করা উচিত নয়।' হঠাৎ ইপ্পোলিতের দিকে চোখ পড়তে সে রাগে কেঁপে উঠল। চীৎকার করে বলল, 'এই যে, তোমার মনে রাখা উচিত যে, তুমি আরেকজনের বাড়ীতে রয়েছ...তার আতিথ্য ভোগ

করছ, একটা পাগল বুড়ো লোককে তোমার ক্ষেপানো উচিত নয়।'

ইপ্পোলিতেরও রাগ হল, কিন্তু সাথে সাথে সে নিজেকে সামলে নিল।

শান্ত গলায় বলল, 'আপনার বাবার মাথা খারাপ হয়েছে, এ কথা স্বীকার করি না। বরং, মনে হয়. সম্প্রতি ওঁর বুদ্ধি বেড়েছে। আপনার তা মনে হয় না? এখন উনি খুব সতর্ক, সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছেন। সব কিছুতে সন্দেহ করেন, সব কথা ওজন করে দেখেন। আমাকে কাপিতোশকার কথা বলতে শুরু করেছিলেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। আমাকে আসলে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে—'

'উনি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন, তাতে আমার কি? তোমার চাতুরী আমার ওপরে না খাটাতে অনুরোধ করেছি,' গানিয়া আর্তনাদ করে উঠল। 'কেন ওঁর এই অবস্থা সেই আসল কারণটা যদি জানতে (গত পাঁচদিন ধরে তুমি এখানে এত গোয়েন্দাগিরি করছ যে, নিশ্চয়ই কারণটা জান) তাহলে ঐ দুঃখী লোকটাকে এভাবে ক্ষেপাতে না; তাছাড়া মাকেও তুমি বাজে কথা বলে চিন্তায় ফেলেছ। সব বাজে কথা, মদের ঝোঁকে ঘটেছে, আর কিছু নয়, তাছাড়া আর কোন প্রমাণও নেই এবং আমার মনে হয় না, এ নিয়ে ভাবার কিছু আছে···কিন্তু তুমি গোয়েন্দাগিরি করবে আর খোঁচাবেই, কারণ তুমি·· তুমি হচ্ছ..

'স্কু!' ইপ্পোলিৎ হাসল।

'কারণ তুমি হীন: গুলি না ভরা পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যার ভয় দেখাবার জন্য লোককে আধঘণ্টা ধরে তুমি জ্বালাতন করেছ, নিজেকে নিয়ে নির্লজ্জতা করেছ। তুমি বিকৃত ঘৃণার চলন্ত মূর্তি. নাটকীয়তা না করে আত্মহত্যাও করতে পার না! আমি তোমায় আতিথ্য দিয়েছি, তুমি মোটা হয়েছ, কাশি বন্ধ হয়েছে, এখন তার প্রতিদান দিচ্ছ—'

'আমাকে দুটো কথা বলতে দিন। আমি ভারভারার বাড়ীতে আছি, আপনার বাড়ীতে নয়; এবং আমার ধারণা, আপনি নিজেও মিঃ তিৎসিনের আতিথ্যে আছেন। চারদিন আগে মাকে বলেছি পাভলোভস্কে আমার জন্য বাড়ী খুঁজতে এবং এখানে তাকে আসতে বলেছি কারণ আমি এখানে বেশ ভাল আছি, যদিও আদৌ মোটা হইনি এবং এখনো কাশছি। মা গতকাল সন্ধ্যায় আমাকে জানিয়েছেন যে, বাড়ী তৈরী; আপনাকে জানিয়ে দিই, আপনার মা এবং বোনকে তাঁদের দয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজ ওখানে চলে যাব বলে কাল রাতে ঠিক করেছি। আমায় মাফ করুন, আপনার কথায় বাধা দিয়েছি; আপনি বোধহয় আরো অনেক কিছু বলতে চেয়েছিলেন।'

কম্পিত কণ্ঠে গানিয়া বলল, 'যদি তাই হয়ে থাকে—'

যে চেয়ারটাতে জেনারেল বসেছিলেন, সেখানে অত্যন্ত ধীরেসুস্থে বসে ইপ্পোলিৎ বলল, 'যদি তাই হয়, তাহলে আমি বসছি। হাজার হোক, আপনি তো জানেন, আমি অসুস্থ; ঠিক আছে, এবার আপনার কথা শোনার জন্য আমি তৈরী, বিশেষতঃ এটা যখন আমাদের শেষ আলোচনা, হয়ত বা শেষ সাক্ষাৎ।'

গানিয়ার হঠাৎ লজ্জা হল।

বলল, 'জেনে রেখো, তোমার সঙ্গে হিসেবনিকেশ করে আমি নিজেকে ছোট করব না, আর তুমি যদি—'

ইপ্পোলিৎ বাধা দিল, 'আপনার এত উঁচুতে ওঠার দরকার নেই। এখানে

এসে প্রথম দিনই শপথ করেছি যে, চলে যাওয়ার সময়ে আপনার সঙ্গে ভালভাবেই হিসেব মিটিয়ে নেব। সেটা এখন করতে চাই, তবে আগে আপনার হয়ে যাক।'

'আমি তোমায় এ ঘর থেকে যেতে অনুরোধ করছি।'

'আপনি বরং কথা বলুন। পরে সব না বলার জন্য দুঃখ হবে।'

ভারিয়া বলল, 'ইপ্পোলিৎ, সব ভুলে যাও, এসব বড় লজ্জাকর, দোহাই, চুপ কর।'

ইপ্পোলিৎ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হেসে বলল, শুধুমাত্র একজন ভদ্রমহিলার সম্মান রক্ষার্থেই উঠলাম। ভারভারা আর্দ্র'নিয়োনোভনা, আপনার জন্য এটা সংক্ষিপ্ত করতে আমি রাজী আছি, কিন্তু আপনার ভাই ও আমার মধ্যে একটা বোঝাপড়ার দরকার ; কোনরকম ভুল ধারণা রেখে আমি কিছুতেই এখান থেকে যাব না।'

গানিয়া চীৎকার করে বলল, 'সোজা কথায়, তুমি কেচ্ছা রটাও, কাজেই কেলেঙ্কারি না করে যাবে না।'

ইপ্পোলিৎ ঠাণ্ডা মাথায় বলল, 'তাহলে দেখছেন, আবার ঐ কথা তুলছেন। পরে নিশ্চয়ই দুঃখ করবেন না। আবার আপনাকে সুযোগ দিলাম। আপনার কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছি।'

গ্যাভ্রিল কথা না বলে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল।

'আপনি কথা বলবেন না। নিজের জেদ বজায় রাখতে চান, তাই করুন। আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বলব। আজ দু-তিনবার নিজেকে ভর্ৎসনা করেছি আপনার আতিথ্য গ্রহণের জন্য। এটা অন্যায়। আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজেই আমায় ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছেন, ভেবেছিলেন, আমি প্রিন্সের সঙ্গে হিসেব মিটিয়ে নেব। তাছাড়া, শুনেছিলেন, আগলেয়া আমার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে আমার কৈফিয়ৎ পড়েছে। কোন কারণে ভেবেছিলেন, আপনার স্বার্থে আমি নিজেকে উৎসর্গ করব, তাই আশা ছিল, আমার কাছে সাহায্য পাবেন। আর খুঁটিনাটিতে যাব না। আপনার কাছে নিশ্চয়তা বা স্বীকৃতিও চাই না, আপনাকে আপনার বিবেকের কাছে ছেড়ে দেওয়াই যথেষ্ট। এখন আমরা পরস্পরকে ভালভাবেই বুঝে ফেলেছি।'

ভারিয়া বলল, 'সাধারণ ব্যাপারকে যে তুমি কি ভেবে নাও, তা ভগবানই জানেন।'

গানিয়া বলল, 'তোমায় বলেছিলাম, ও কেচ্ছা রটায়। একটা জঘন্য ছোকরা।'

'আমায় বলতে দিন, ভারভারা আর্দালিয়োনোভনা, আমি বলে যাব। প্রিন্সকে আমি পছন্দও করি না, শ্রদ্ধাও করি না ; তবে উনি অত্যন্ত সহৃদয়, অবশ্য ·· বেশ অদ্ভুতও বটে। কিন্তু আমার ওঁকে ঘৃণা করার কোন কারণ নেই। আপনার ভাই যখন আমাকে দিয়ে প্রিন্সের বিরোধিতা করার চেষ্টা করেছিল, তখন আমি রাজী হইনি ; পরে ওকে ঠাট্টা করব ভেবেছিলাম। জানতাম ও ভুল করে হঠাৎ আমায় সুযোগ করে দেবে। তাই ঘটল···এখন ওকে ছেড়ে দিতে পারি আপনার প্রতি সম্মানবশতঃ। কিন্তু যেহেতু আমি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছি যে, আমায় ধরা অত সোজা নয়, অতএব কেন আপনার ভাইকে বোকা বানাতে চেয়েছিলাম, সেটা বুঝিয়ে বলব। জানবেন, ওকে ঘৃণা করেছি বলেই এটা করেছি। কথাটা প্রকাশ্যে

স্বীকার করছি। মরার সময়ে (আপনারা বলছেন, মোটা হলেও আমি মরব), যারা সারাজীবন আমায় কষ্ট দিয়েছে, যাদের আমি বরাবর ঘৃণা করেছি, যাদের মধ্যে আপনার চমৎকার ভাইটিও একটি অদ্ভুত উদাহরণ, তাদের অন্ততঃ একজনকেও বোকা বানাতে পারলে অনেক আনন্দে স্বর্গে যেতে পারব। গ্যাভ্রিল আর্দালিয়োনোভিচ, আপনাকে ঘৃণা করি, কারণ—হয়ত অবাক হবেন—কারণ, সাধারণত্বের আপনি একটি মূর্ত প্রকাশ; অতি উদ্ধত, আত্মসন্তুষ্ট, জঘন্য ঘৃণ্য সাধারণত্বের চরম আপনি। এ সাধারণত্ব আড়ম্বরময়, আত্মসন্তুষ্ট, গর্বিত স্থৈর্যে ভরা। আপনি সাধারণেরও সাধারণ! নিজের ব্যাপারে এতটুকু চিন্তাও আপনার মনে বা হৃদয়ে দেখা দেয় না। কিন্তু আপনি খুব ঈর্ষাপ্রবণ; আপনার দৃঢ় ধারণা যে, আপনি বিরাট প্রতিভাবান; তবু কখনো কখনো নিরাশ মুহূর্তে যখন সন্দেহ দেখা দেয় তখন আপনার মনে ক্রোধ আর সন্দেহ জাগে। আপনার দিগন্তে এখনো কালো মেঘ রয়েছে, একেবারে মূর্খ হলে ওগুলো চলে যাবে। তা হতে আর দূরে নেই; আপনার সামনে এক দীর্ঘ বিচিত্র পথ! সে পথকে আনন্দের বলতে পারছি না বলে আমি খুশী। প্রথমতঃ বলে দিচ্ছি, কখনো কোন বিশেষ মহিলাকে আপনি পাবেন না—'

ভারিয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'ওঃ, এ অসহ্য! তুমি এখান থেকে যাবে কি? তিংসৃট কোথাকার।'

গানিয়া ফ্যাকাসে মুখে নীরবে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। ইপ্পোলিৎ থেমে গিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার চেহারা একবার দেখল, তারপর ভারিয়ার দিকে ফিরে নমস্কার করে একটিও কথা না বলে বেরিয়ে গেল।

গ্যাভ্রিল তার দুর্ভাগ্য ও বিফলতা নিয়ে স্বভাবতঃই অভিযোগ করতে পারত। কিছুক্ষণ ভারিয়া তার সঙ্গে কথা বলতে পারল না; সে যখন লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারী করছে, তখন ভারিয়া তার দিকে তাকাতেও পারল না; শেষে গ্যাভ্রিল জানলার কাছে গিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়াল। ভারিয়ার মনে পড়ল সেই দুমুখো ছুরি সম্বন্ধে রুশ প্রবাদটার কথা। ওদিকে মাথার ওপরে আবার একটা গোলমাল শুরু হতে শোনা গেল।

ভারিয়ার উঠে দাঁড়ানোর শব্দ শুনে গানিয়া বলল, 'তুই কি চলে যাচ্ছিস? একমিনিট দাঁড়া। এটা দেখ।'

সে এগিয়ে গিয়ে ছোট্ট চিরকুটের মত ভাঁজ করা একটা কাগজ চেয়ারের ওপরে ছুঁড়ে ফেলল।

ভারিয়া হাত মুঠো করে চেঁচিয়ে উঠল, 'হায় ভগবান।'

চিঠিটায় মাত্র সাতটা লাইন লেখা রয়েছে:

গ্যাভ্রিল আর্দালিয়োনোভিচ, আমার প্রতি আপনার সহৃদয় মনোভাব বুঝতে পেরেছি বলে একটা খুব জরুরী বিষয়ে আপনার সাহায্য চাইছি। সবুজ বেঞ্চে কাল সকাল সাতটায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। জায়গাটা আমাদের বাড়ী থেকে দূরে নয়। ভারভারা আপনার সঙ্গে থাকবেন, তিনি জায়গাটা ভালভাবে চেনেন। —আ. ই

ভারভারা হাত দুটো মাথার ওপরে তুলে বলল, 'এরপরে ও কি করবে?'

তখন গানিয়া গর্ব প্রকাশ করতে না চাইলেও ইপ্পোলিতের অপমানকর কথার

পর এখন আর গর্ব না করে থাকতে পারল না। তার মুখে দেখা দিল আত্মসন্তোষের হাসি ; ভারিয়াও বেশ খুশী হয়ে উঠল।

'ঐ দিনই ওর বাগ্‌দান হবে! ও কি করবে কেউ জানে না!

গানিয়া বলল, 'তোমার কি মনে হয়? ও কাল কি বলতে চায়?'

'ও কিছু নয়। আসল ব্যাপার হল, গত ছ' মাসে এই প্রথম ও তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। শোন গানিয়া, যা-ই ঘটুক, এটা জরুরী ব্যাপার! অত্যন্ত জরুরী! আর দ্বিধা কোরো না, কোন ভুল কোরো না, দুর্বলও হয়ো না ; কথাটা মনে রেখো। ও নিশ্চয়ই বুঝেছে, কেন গত ছ' মাস আমি ওখানে যাচ্ছি। অথচ আজ ও আমায় একটা কথাও বলেনি, কোন ইঙ্গিতও দেয়নি। ওখানে খুব চুপিচুপি গিয়েছিলাম। গিয়েছি যে তা বৃদ্ধা জানতে পারেননি, তাহলে আমার একেবারে পিণ্ডি চটকে দিতেন। আমি তোমার ব্যাপারটা সঠিক জানার জন্যই এই ঝুঁকি নিয়েছিলাম।'

আবার ওপরে চেঁচামেচি শোনা গেল। অনেকে নীচে নেমে আসছে।

ভারিয়া শঙ্কিত হয়ে উঠল, 'এ কিছুতেই চলতে দেওয়া যায় না! কোন কেলেঙ্কারি নয়! যাও, ওর কাছে ক্ষমা চাও!'

কিন্তু বাড়ীর কর্তা ইতিমধ্যেই রাস্তায় নেমে পড়েছেন। কোলিয়া পেছনে তাঁর ব্যাগ নিয়ে চলেছে। নিনা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন ; তিনিও ছুটে যেতেন, কিন্তু তিৎসিন বাধা দেওয়ায় থেকে গেছেন।

সে বলল, 'ওতে ওঁর ক্ষতিই হবে। ওঁর যাওয়ার কোন জায়গা নেই। আধঘণ্টার মধ্যে ওঁকে ফিরিয়ে আনা হবে। আমি কোলিয়াকে বলেছি ; উনি যা ইচ্ছে তাই করুন গিয়ে।'

গানিয়া জানলা থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'এ সব বাহাদুরি কেন? কোথায় যাবে? তোমার যাওয়ার কোন জায়গা নেই!'

ভারিয়া ডাকল, 'বাবা, চলে এসো। সবাই শুনতে পাবে।'

জেনারেল থেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এই বাড়ীকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি।'

'ওঁকে নাটক করতেই হবে!' বলে গানিয়া সশব্দে জানলাটা বন্ধ করে দিল।

প্রতিবেশীরা সব শুনছে। ভারিয়া ঘর থেকে ছুটে চলে গেল!

ভারিয়া চলে যেতে গানিয়া টেবল থেকে চিঠিটা নিয়ে তাকে চুম্বন করে মুখে একটা খুশীর শব্দ করল।

॥ তিন ॥

অন্য সময়ে জেনারেলের ঘটনাটায় কিছুই হত না। এরকম রাগ ওঁর আগেও হয়েছে। অবশ্য ঘন ঘন নয় ; কারণ, সাধারণতঃ উনি খুব শান্ত মেজাজের সহৃদয় ব্যক্তি। সম্প্রতি যে বদ অভ্যাসগুলো ওঁর হয়েছে তার বিরুদ্ধে বহুবার উনি সংগ্রাম করেছেন। হঠাৎ মনে হয়েছে, উনি পরিবারের কর্তা, প্রকৃত অনুতাপ করে স্ত্রীর কাছে সব মিটিয়ে নেবেন। উনি নিনাকে শ্রদ্ধা করেন, বলতে কি পুজো করেন ; কারণ ওঁর এত অবনতি সত্ত্বেও নিনা নীরবে সব ক্ষমা করে ওঁকে ভালবাসেন। কিন্তু নিজের ত্রুটিকে শোধরানোর মহৎ প্রচেষ্টা ওঁর বেশীদিন টেঁকে না। তাছাড়া উনি খুব 'আবেগপ্রবণ,' অবশ্য নিজস্ব ভঙ্গীতে। কিন্তু পরিবারে অনুতপ্ত

হয়ে থাকাটা উনি বেশীদিন সহ্য করতে পারেন না, শেষে ক্ষেপে ওঠেন। মাঝে মাঝে দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন, হয়ত তারজন্য মনে মনে নিজেকে ভর্ৎসনাও করেন, কিন্তু তবু নিজেকে কিছুতেই সংযত করতে পারেন না। ঝগড়া করেন, নাটুকে ঢং-এ কথা বলেন, খুব শ্রদ্ধা পাওয়ার জন্য জেদ করেন, শেষে বাড়ী থেকে চলে যান, মাঝে মাঝে অনেকদিন আসেন না। গত দু বছর ধরে পরিবারের অবস্থা সম্বন্ধে মুখে শুনে একটা অস্পষ্ট ধারণা করে নিয়েছেন। আর কিছু জানতে চান না, জানার কোন তাগিদও অনুভব করেন না।

কিন্তু এবারে 'জেনারেলের উন্মত্ততায়' কিছু নতুনত্ব রয়েছে। প্রত্যেকেই যেন কি বুঝতে পারছে, অথচ বলতে ভয় পাচ্ছে। 'আনুষ্ঠানিকভাবে' মাত্র তিনদিন আগে নিনার কাছে হাজিরা দিয়েছেন, কিন্তু অন্যান্যবারের মত সেরকম নম্র ও অনুতপ্ত হয়ে নয়, বরং বেশ বিরক্তির ভাব। অস্থির হয়ে আছেন, উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন, যাকে দেখছেন তার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, কিন্তু কথাবার্তা এত অসংলগ্ন এবং আকস্মিক যে, উত্তেজনার কারণ বোঝা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে মেজাজ ভাল থাকে, কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই চিন্তিত থাকেন। অবশ্য এর কারণ উনি নিজেই জানেন না। হঠাৎ কোনো বিষয়ে কথা শুরু করছেন—এপানচিনদের কথা, মিশকিন, লেবেদিয়েভের কথা, তারপর হঠাৎ কথা থামিয়ে অর্থহীন হাসি হেসে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন, প্রশ্ন বা হাসি সম্বন্ধে যেন মোটেই সচেতন নন। আগেরদিন সারারাত আর্তনাদ করে কাটিয়ে নিনাকে কষ্ট দিয়েছেন, কারণ তিনি সারারাত জেগে ছিলেন। তারপর সকালের দিকে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন; আবার চারঘন্টা ঘুমিয়েই প্রবল উন্মত্ততা নিয়ে জেগে উঠলেন-যার শেষ হল ইপ্পোলিতের সঙ্গে ঝগড়া এবং 'এ বাড়ীকে শাপ' দেওয়ায়। সবাই লক্ষ্য করেছে যে, গত তিনদিন ধরে ওঁর খুব আত্মপ্রশংসার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল, ফলে সব কিছুতেই উনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিলেন। কোলিয়া মাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে, সবই মদ খাওয়ার ইচ্ছেয় হচ্ছে এবং লেবেদিয়েভের অভাবে ঘটছে। লেবেদিয়েভের সঙ্গে সম্প্রতি ওঁর খুবই নিষ্ঠতা হয়েছিল। কিন্তু তিনদিন আগে উনি হঠাৎ লেবেদিয়েভের সঙ্গে ঝগড়া করে দারুণ রেগে চলে আসেন। মিশকিনের সঙ্গে ওঁর কিছুটা রাগারাগি হয়েছিল। ব্যাপারটা কি কোলিয়া তা মিশকিনের কাছে জানতে চেয়েছিল, কিন্তু মিশকিন তাকে কিছু বলেনি। গানিয়া যা ভেবেছে, সেরকম কোন বিশেষ কথাবার্তা যদি ইপ্পোলিৎ ও নিনার মধ্যে হয়ে থাকে, তাহলে ঐ ছোকরা, যাকে গানিয়া প্রকাশ্যে 'কুৎসারটনাকারী' বলেছে, তার পক্ষে কোলিয়াকে সেই গোপন কথাটা জানার জন্য উৎসাহিত না করাটা খুবই অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। গানিয়া বোনের সঙ্গে কথা বলার সময়ে ইপ্পোলিৎকে যেমন হিংসুট জঘন্য কুকুর' বলেছে, সেরকম না হলেও অন্য দিক দিয়ে সে ঈর্ষাপ্রবণ। নাহলে শুধুমাত্র নিনাকে 'আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে' যা দেখেছে তা জানাতে পারত না। এ কথা যেন আমরা না ভুলি যে, মানুষের কাজের কারণ আমরা যা ভাবি তার চেয়ে অনেক বেশী জটিল। কচিৎ এটা স্পষ্টতঃ বোঝানো যায়। গল্পবলিয়ের পক্ষে সবচেয়ে ভাল উপায় হল, মাঝে মাঝে শুধু ঘটনার বিবরণ দিয়ে যাওয়া। জেনারেলের বর্তমান দুর্ভাগ্য-বর্ণনায় আমরা এখন এই উপায়ই গ্রহণ করব। কারণ যাই ঘটুক না কেন, আমাদের কাহিনীর গৌণ এই ব্যক্তিটির প্রতি আগের

চেয়ে অনেক বেশী স্থান ও মনোযোগ আমাদের দিতেই হবে।

এইভাবে ঘটনাগুলো পর পর ঘটেছিল ঃ

সেইদিনই লেবেদিয়েভ যখন জেনারেলকে নিয়ে পিটার্সবার্গ থেকে ফার্দিশ্চেঙ্কোকে খুঁজে ফিরে এল, তখন সে মিশকিনকে কিছু বলেনি। তখন মিশকিন খুব দরকারী চিন্তায় ব্যস্ত না থাকলে লক্ষ্য করত যে, পরের দুদিন লেবেদিয়েভ তাকে কিছু বলা দূরে থাক, বরং কোন কারণে যেন এড়াতেই চেষ্টা করেছে। মিশকিন শেষ যখন এ বিষয়ে মন দিল, তখন অবাক হয়ে ভাবল যে, ঐ তিনদিন সে লেবেদিয়েভকে সর্বদাই খুব ভাল মেজাজে জেনারেলের সঙ্গে ঘুরতে দেখেছে, এক মুহূর্তও তারা আলাদা হয়নি। মিশকিন মাঝে মাঝে উপর থেকে সরবে দ্রুত কথা, হাসি, হাল্কা তর্কের শব্দ পেয়েছে। একবার, অনেক রাতে, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে যুদ্ধের গানের রেশ তার কানে আসায় তখনি সে জেনারেলের ধরা, মোটা গলার আওয়াজ চিনতে পেরেছিল। কিন্তু শেষ হওয়ার প্রায় একঘন্টা ধরে অত্যন্ত মেজাজী, মত্ত কথাবার্তা চলতে থাকে। মনে হয় যেন বন্ধুরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে, একজন কাঁদছে। তারপর শুরু হল এক প্রবল ঝগড়া এবং সেটাও হঠাৎ একটু পরে থেমে গেল। এসব চলার সময় কোলিয়া যেন খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। সাধারণতঃ মিশকিন খুব বেশি সময় বাড়ীতে থাকে না এবং মাঝে মাঝে খুব দেরীতে ফেরে। সবদা শোনে যে, কোলিয়া সারাদিন তাকে খুঁজেছে। কিন্তু দেখা হলে কোলিয়ার বিশেষ কিছু বলার থাকে না, শুধু এইটুকু ছাড়া যে, 'জেনারেলের সাম্প্রতিক ব্যবহারে সে অখুশী।' তার অভিযোগ, 'ওরা একত্রে ঘুরে বেড়ায়, খুব কাছেই একটা দোকানে মদ খায় রাস্তায় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ঝগড়া করে। ওরা পরস্পরের ক্ষতি করছে, অথচ ওদের আলাদা করা যাচ্ছে না।' তার উত্তরে মিশকিন যখন বলল যে, রোজই তো এরকম হয়, তখন কোলিয়া তার বর্তমান অস্বস্তির কারণ কি তা সঠিক করে বলতে পারল না।

সেই গান আর ঝগড়ার পরের দিন সকাল এগারটার সময় মিশকিন বাড়ী থেকে বেরোনোর মুখে জেনারেলের সামনে পড়ল। মনে হল জেনারেল যেন খুবই উত্তেজিত।

মিশকিনের হাতে খুব জোরে চাপ দিয়ে তিনি বললেন, 'মাননীয় লেভ নিকোলায়েভিচ, তোমাকে অনেকদিন ধরে খুঁজছি অনেকদিন। অনেক, অনেকদিন।

মিশকিন তাকে বসতে অনুরোধ করল।

'না, আমি বসব না। তাছাড়া, তোমার দেরী করিয়ে দিচ্ছি। আমি আবার অন্য সময়ে আসব। তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য তোমায় অভিনন্দন জানাতে এসেছি।'

'মনের কি বাসনা?'

মিশকিন অপ্রতিভ হয়ে গেল। তার অবস্থায় অন্য যে কোন লোকের মত, সে ভেবেছিল, কেউ তার কথা কিছু জানতে বা বুঝতে পারেনি।

'ভেবো না, ভেবো না। তোমার সূক্ষ্ম অনুভূতিতে আঘাত দেব না। সে আমি জানি, জানি অযাচিতভাবে নাক গলালে কেমন লাগে। প্রতিদিন সেটা বুঝতে পারি। আমি অন্য একটা জরুরী কাজে এসেছি। খুব জরুরী ব্যাপার, প্রিন্স।'

মিশকিন আবার তাঁকে বসার অনুরোধ জানিয়ে নিজে বসল।

হয়ত এক সেকেণ্ড···তোমার পরামর্শ চাইতে এসেছি। আমার অবশ্য জীবনে কোন বাস্তব লক্ষ্য নেই, তবু যেহেতু নিজেকে··· এবং বাস্তবতাকে শ্রদ্ধা করি, যে ব্যাপারে রুশরা অদ্ভুত রকম মূর্খ···তাই নিজেকে, স্ত্রী-ছেলেমেয়েকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই···আসলে প্রিন্স তোমার উপদেশ চাই।'

মিশকিন তার ইচ্ছার খুব প্রশংসা করল।

হঠাৎ জেনারেল বললেন, 'এসব বাজে কথা। ওসব বলতে চাই না, বলতে চাই অন্য কিছু, জরুরী কথা। তোমায় শুধু বোঝাতে চাই, তুমি সরল, তোমার হৃদয় ও অনুভূতির মহত্ত্বে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, আমার কথায় অবাক হচ্ছ না তো, প্রিন্স?'

মিশকিন অবাক না হলেও অত্যন্ত মনোযোগ ও কৌতূহলের সঙ্গে তাঁকে দেখতে লাগল।

বৃদ্ধের মুখ ফ্যাকাসে, মাঝে মাঝে ঠোঁটটা অল্প অল্প কাঁপছে, হাত দুটো যেন রাখার জায়গা পাচ্ছেন না। কয়েকমুহূর্ত চেয়ারে বসে কোন কারণে উঠে পড়লেন, আবার বসলেন; কি করছেন সেদিকে কোন লক্ষ্য নেই। টেবলে বই পড়ে রয়েছে, একটা বই তুলে নিয়ে কথা বলতে বলতে খোলা পাতাটা দেখে নিয়ে সাথে সাথেই সেটা বন্ধ করে দিলেন, আবার টেবলে রেখে দিয়ে অন্য একটা বই তুলে নিয়ে সেটা না খুলে ডান হাতে ধরে হাতটা অনবরত শূন্যে নাড়তে লাগলেন।

হঠাৎ চেঁচিয়ে বললেন, 'ব্যস। বুঝতে পারছি, তোমায় খুব বিরক্ত করছি।'

'একটুও না, বলে যান। ঠিক উল্টোটাই। আমি শুনছি, বুঝবার চেষ্টা করছি—'

'প্রিন্স! আমি নিজের জন্য সম্মানজনক একটা পদ চাই···নিজের সম্মান···ও অধিকার চাই।'

'এরকম বাসনায় উদ্দীপ্ত মানুষ শ্রদ্ধেয়।'

প্রিন্স বইয়ে পড়া ভাষা ব্যবহার করে ভাবল এতে চমৎকার ফল হবে। তার সহজাত বুদ্ধিতে মনে হল, ঠিক সময়ে উচ্চারিত এইরকম কোন ফাঁকা, সুন্দর কথায় এরকম লোকের মন এখনি শান্ত হবে, বিশেষতঃ জেনারেলের মত অবস্থায়। যে কোন উপায়ে এঁকে হাল্কা করতেই হবে, আর সেটাই হচ্ছে সমস্যা।

কথাটায় জেনারেল খুব অভিভূত ও খুশী হলেন। অমনি গলে গিয়ে কথা বলার ভঙ্গী বদলে উৎসাহে অনেক কিছু বোঝাতে শুরু করলেন। কিন্তু খুব মন দিয়ে শুনেও মিশকিন কিছুই বুঝতে পারল না। জেনারেল উত্তেজনায় দ্রুত দশ মিনিট কথা বলে গেলেন, যেন ভীড় করে আসা চিন্তাগুলোকে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করতে পারছেন না। শেষের দিকে চোখে জল চিকচিক করতে লাগল, অথচ সেসব কথার শেষ নেই, শুরু নেই, অদ্ভুত কথা, অদ্ভুত চিন্তা দ্রুত হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে আসছে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ব্যস! তুমি আমার কথা বুঝেছ, আমি খুশী। তোমার মত হৃদয় যার, সে দুঃখী মানুষকে বুঝবেই। প্রিন্স, তুমি বড় উদার। তোমার পাশে অন্যরা কি! তুমি তরুণ, তোমায় আশীর্বাদ করছি। আসলে তোমার সঙ্গে একটা জরুরী আলোচনার জন্য একঘণ্টা সময় চাইতে এসেছিলাম,

সেই আমার প্রধান ভরসা। প্রিন্স, আমি বন্ধুত্ব এবং সহানুভূতি ছাড়া আর কিছু চাই না। আমি কখনো মনের ইচ্ছে দমন করতে পারি না।'

'কিন্তু এখন নয় কেন? আমি শুনতে প্রস্তুত—'

'না, প্রিন্স, না!' জেনারেল উত্তেজিতভাবে বাধা দিলেন। 'এখন নয়। এখন এটা একটা বৃথা স্বপ্ন। কথাটা খুব, খুবই জরুরী। খুব জরুরী। সে কথা বলার সময়টা হল ভাগ্যের সময়। সেট হবে আমার নিজস্ব সময়। এরকম পবিত্র মুহূর্তে কোন অসতর্ক লোক এসে বাধা দিক এটা আমি চাই না; এরকম লোক অনেক আছে।' তিনি হঠাৎ মিশকিনের দিকে ঝুঁকে পড়ে অদ্ভুত, রহস্যময়, শঙ্কিত ভঙ্গীতে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'মাননীয় প্রিন্স, এসব অসাবধানী লোক তোমার নখের যোগ্য নয়। ওঃ। আমি আমার নখের কথা বলছি না। লক্ষ্য কর যে, আমার কথা বলছি না, কারণ ও কথা সরাসরি বলতে না পারার মত আত্মসম্মান আমার আছে। তুমি একাই বুঝবে যে, এ ক্ষেত্রে নিজের কথা না বলে সম্ভবতঃ আমি যোগ্যতার গর্ব প্রকাশ করেছি। তুমি ছাড়া কেউ বুঝবে না, ও তো বুঝবেই না। প্রিন্স, ও কিছু বোঝে না, ও বোঝার একেবারে অযোগ্য। বোঝার জন্য হৃদয় চাই।'

অবশেষে মিশকিন ভয় পেয়ে পরের দিন এই একই সময়ে জেনারেলকে আসতে বলল।

জেনারেল আত্মবিশ্বাস ও সান্ত্বনা নিয়ে চলে গেলেন। সন্ধ্যে ছটা থেকে সাতটার মধ্যে মিশকিন একমিনিটের জন্য লেবেদিয়েভকে ডেকে পাঠাল।

লেবেদিয়েভ ঘরে ঢুকেই বলল, 'আমি এতে নিজেকে যথেষ্ট সম্মানিত বোধ করছি।' সে যে গত তিনদিন লুকিয়েছিল, মিশকিনকে এড়িয়ে চলেছে, তার কথাবার্তায় তার কোন আভাস নেই। সে হাসি মুখে চেয়ারের ধারে বসে ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে হাত ঘষতে লাগল। তার মুখের ভাবে মনে হচ্ছে যেন, সকলের জানা, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কিছু জরুরী কথা শোনার জন্য সরল প্রত্যাশা নিয়ে সে বসে আছে। মিশকিন আবার চিন্তা করল। সে স্পষ্ট বুঝল, সকলেই ইসারায়, হাসিতে তাকে অভিনন্দন জানাতে চায়। কেলারও সেজন্য ইতিমধ্যে দু-তিনবার একমিনিটের জন্য ঘুরে গেছে। প্রতিবার সোৎসাহে অস্পষ্টভাবে কথা শুরু করে শেষ পর্যন্ত আর শেষ করেনি, দ্রুত চলে গেছে (সম্প্রতি সে প্রচুর মদ খেয়ে কোন বিলিয়ার্ড-রুমে যেন চাঞ্চল্য জাগিয়েছে)।

কোলিয়া মন খারাপ সত্ত্বেও দু-তিনবার কোন একটা বিষয়ে মিশকিনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছে।

মিশকিন সোজাসুজি কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে লেবেদিয়েভকে প্রশ্ন করল, জেনারেলের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে তার ধারণা কি এবং কেন তাঁর এত অস্বস্তি। সংক্ষেপে আজ সকালের ঘটনা সে বর্ণনা করল।

'প্রিন্স, প্রত্যেকেরই অস্বস্তির নিজস্ব কারণ আছে ..বিশেষতঃ আমাদের এই অদ্ভুত, অস্বাভাবিক যুগে।' লেবেদিয়েভ কিছুটা শুকনো গলায় জবাব দিয়ে এমনভাবে চুপ করে গেল যে মনে হচ্ছে সে যেন দারুণভাবে হতাশ হয়েছে।

মিশকিন হেসে বলল, 'দর্শন বটে!'

'আমাদের যুগে বাস্তবক্ষেত্রে দর্শন খুবই কাজে লাগবে, কিন্তু তবুও বলছে

হবে দর্শন ঘৃণিত। মাননীয় প্রিন্স, যদিও আমি আমার প্রতি আপনার বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করে এসেছি, কিন্তু সে একটা সীমা পর্যন্ত, এবং সেটা ঐ সংক্রান্ত পরিস্থিতির চেয়ে বেশী নয়—তা আমি বুঝি এবং তার জন্য এতটুকুও অভিযোগ করি না।'

'লেবেদিয়েভ, মনে হচ্ছে তুমি যেন কোন ব্যাপারে রেগে রয়েছ।'

লেবেদিয়েভ বুকে হাত দিয়ে আবেগে চেঁচিয়ে উঠল, 'মাননীয় প্রিন্স আদৌ নয়, একটুও নয়! বরং তখনি বুঝেছি যে, পৃথিবীতে আমার অবস্থা, আমার মন বা হৃদয়ের গুণ, আমার সৌভাগ্য, আগের ব্যবহার, জ্ঞান—কোন দিক দিয়েই আপনার বিশ্বাসের আমি যোগ্য নই। এ আমার আশার অতীত, আমি আপনার দাস হওয়ার যোগ্য, আর কিছু নয়। আমি রেগে যাইনি, কিন্তু দুঃখ পেয়েছি।'

'বলে ফেলো লুকিয়ান তিমোফেইচ।'

'আর কিছু নয়! এই হল বর্তমান অবস্থা। আপনাকে দেখে, আপনার কথা ভেবে, নিজের মনে বলেছি: 'আপনার বন্ধু হওয়ার আমি অযোগ্য, কিন্তু আপনার বাড়ীওয়ালা হিসেবে হয়ত যথাসময়ে ভবিষ্যতের প্রত্যাশিত কিছু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে একটা সতর্কবাণী বা অন্ততঃ একটা খবর পেতে পারি ...।'

এ কথা বলার সময়ে লেবেদিয়েভ তার তীক্ষ্ণ, ছোট চোখ দুটো মিশকিনের দিকে নিবদ্ধ রাখল, মিশকিন বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে এখনো কৌতূহল মেটানোর আশা রাখে।

মিশকিন খুব রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি একটা কথাও বুঝতে পারছি না এবং ...তুমি অদ্ভুত ধূর্ত।' হঠাৎ সে হেসে উঠল। অমনি লেবেদিয়েভও হাসল; তার জ্বল জ্বলে মুখ দেখে স্পস্ট বোঝা যাচ্ছে যে, তার আশা যথার্থ, এমন কি দ্বিগুণ হয়েছে।

লুকিয়ান তিমোফেইচ, তুমি জান, তোমায় কি বলব? আমার ওপরে রাগ কোরো না; আমি তোমার সারল্যে অবাক হচ্ছি। এই সরলতা নিয়ে তুমি আমার কাছে কিছু আশা করছ, তাই, তোমার কৌতূহল মেটানোর মত কিছু না পেয়ে এই মুহূর্তে আমি খুবই অনুতাপ বোধ করছি। তবে শপথ করে বলছি, আমার কিছুই নেই। কথাটা ভাবতে পার?'

মিশকিন আবার হাসল।

লেবেদিয়েভ মুখের ভাব গম্ভীর করল। অবশ্য মাঝে মাঝে তার কৌতূহল খুব সরল আর উদগ্র হয়, তবে সেই সঙ্গে সে খুব চতুরও বটে; মাঝে মাঝে অতি ধূর্তের মত চুপ করে থাকে। মিশকিন অনবরত ঠেকিয়ে রেখে তাকে প্রায় শত্রু করে তুলেছে। কিন্তু মিশকিন যে তাকে ঘৃণা করে বলে সরিয়ে রেখেছে, তা নয়, আসলে তার কৌতূহলের বিষয়টাই খুব সূক্ষ্ম। মাত্র কয়েকদিন আগে মিশকিন নিজেই স্বপ্নগুলোকে অপরাধ বলে মনে করেছে, এদিকে লুকিয়ান মিশকিনের প্রত্যাখ্যানকে ব্যক্তিগত বিরাগ আর অবিশ্বাসের চিহ্ন ভেবে নিয়ে আহত মনে সরে গেছে; কোলিয়া, কেলার এমন কি নিজের মেয়ে ভেরার প্রতিও ঈর্ষান্বিত হয়েছে। ঠিক সেই সময়ে সে হয়ত মিশকিনকে খুব আকর্ষণীয় একটা খবর দিতে পারত; হয়ত দিতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোমড়ামুখে চুপ করে ছিল, বলেনি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর লেবেদিয়েভ বলল, 'মাননীয় প্রিন্স, আপনি যখন ডেকেছেন...তখন বলুন কিভাবে আপনার কাজে লাগাতে পারি।'

মিশকিন এক মুহূর্ত কি ভাবছিল, তারপর হঠাৎ দ্রুত জবাব দিল, 'আমি তোমায় জেনারেলের কথা…আর ঐ যে চুরির কথা বলেছিলে, সে বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম।'

'কোন্ বিষয়ে ?'

'মনে হচ্ছে তুমি যেন আমার কথা বুঝতেই পারছ না। লুকিয়ান, তুমি সব সময়েই অভিনয় করছ! টাকা, সেই যে চার শো রুবল, যেটা তুমি সেদিন হারিয়েছিলে, এবং পিটার্সবার্গে যাওয়ার সময়ে যার কথা আমাকে বলতে এসেছিলে, সেই টাকার কথাই বলছি। এবার বুঝেছ ?'

যেন এইমাত্র বুঝল, এমনভাবে লেবেদিয়েভ ধীরে ধীরে বলল, 'ও ঐ চার শো রুবলের কথা বলছেন প্রিন্স ? আপনার আন্তরিক সহানুভূতির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এটা আমার পক্ষে খুবই আনন্দের কিন্তু…এটা অনেক আগেই বুঝেছি।'

'বুঝেছ! ঈশ্বরকে তার জন্য ধন্যবাদ!'

'আপনার দিক থেকে এটা খুবই উদারতার পরিচায়ক, কারণ যে দরিদ্র ব্যক্তি অনাথ শিশুদের এক বিরাট পরিবারকে কঠিন পরিশ্রম করে চালায় তার পক্ষে চার শো রুবল সামান্য নয়—'

'আমি কিন্তু তা বলিনি। অবশ্য তুমি টাকাটা পাওয়ায় আমি খুশীই হয়েছি।' মিশকিন তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিল 'কিন্তু কি করে পেলে ?'

'খুব সহজে। যে চেয়ারে আমার কোটটা ঝোলানো ছিল, তার নীচেই পেয়েছি। মনে হয় পকেট বুকটা পকেট থেকে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল।'

'চেয়ারের নীচে ? অসম্ভব। তুমি নিজে আমায় বলেছ যে, তুমি ঘরের প্রত্যেকটি কোণ খুঁজে দেখেছ। অথচ ঐ সহজ জায়গাটা তোমার চোখ এড়িয়ে গেল কি করে ?'

'মনে হচ্ছে আমি দেখেছিলাম। বেশ ভালভাবেই মনে পড়ছে কিভাবে দেখেছিলাম! হামাগুড়ি দিয়ে মেঝে হাতড়ে, চেয়ার সরিয়ে দেখেছিলাম, কারণ আমি আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দেখেছিলাম ওখানে কিছু নেই; জায়গাটা আমার হাতের মত মসৃণ আর ফাঁকা বলে মনে হয়েছিল, তবু খোঁজায় বিরতি দেইনি! জরুরী কিছু হারিয়ে গেলে সেটা খুঁজে পাওয়ার উদ্বেগে সকলেরই এই দুর্বলতা দেখা যায়। যদিও কিছুই দেখা যায় না, জায়গাটা ফাঁকাই দেখায় তবু প্রত্যেকে অসংখ্যবার সেখানটা উঁকি দিয়ে দেখে।'

'হ্যাঁ, তা হয়; কিন্তু তোমার কি করে চোখে পড়ল সেটা এখনো বুঝতে পারছি না।' মিশকিন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। 'আগে বলেছ ওখানে ছিল না, তুমি ভাল করেই জায়গাটা দেখেছিলে; অথচ তারপর হঠাৎই জিনিষটা ওখানেই দেখা গেল!'

'হঠাৎই পাওয়া গেল।'

মিশকিন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ বলল, 'আর জেনারেল ?'

'জেনারেলের কি ?' লেবেদিয়েভ যেন আবার হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

'বলছি, চেয়ারের নীচে পকেটবুকটা পাওয়ার পর জেনারেল তোমাকে কি বললেন ? তোমরা দুজনেই তো একসঙ্গে খুঁজছিলে!'

'প্রথমে একসঙ্গেই খুঁজেছিলাম, তবে স্বীকার করছি যখন টাকাটা পেলাম তখন মনে মনে ঠিক করলাম টাকাটা যে পেয়েছি সেকথা ওঁকে বলব না।'

'কিন্তু ..কেন? আর টাকাটা? সবটাই ছিল?'

পকেটবুকটা খুলে দেখলাম টাকাটা কেউ ছোঁয়নি।'

মিশকিন চিন্তিত মুখে বলল, 'কথাটা অন্ততঃ আমায় বলতে পারতে।'

'ভয় হল, আপনার ব্যক্তিগত কাজে বিরক্ত করা হবে, তাছাড়া, ভাব করছিলাম যেন কিছুই পাইনি। পকেটবুকটা খুলে ভেতরটা দেখে নিয়ে সেটাকে আবার বন্ধ করে চেয়ারের তলায় রেখে দিলাম।'

'কিন্তু কেন?'

'এমনিই; কৌতূহলবশতঃ।' লেবেদিয়েভ হাত ঘষতে লাগল।

'তাহলে এটা পরশু থেকে ওখানে রয়েছে?'

'না, না; মাত্র একদিন, একরাত ছিল। আমি চেয়েছিলাম যে জেনারেলই ওটা খুঁজে পান। কারণ আমি যখন ওটা পেয়েছি, তখন জেনারেলেরবাই সেটা নজরে আসবে না কেন! কেনন ওটা স্পষ্টভাবে চেয়ারের নীচে ঠিক চোখের সামনেই পড়ে ছিল। তাই আমি চেয়ারটা তুলে বারবার নাড়াচাড়া করলাম, সেটাকে এমনভাবে রাখলাম যাতে পকেটবুকটা সম্পূর্ণ চোখে পড়ে। কিন্তু জেনারেলে ওটা দেখতেই পেলেন না, এবং এভাবেই চব্বিশ ঘন্টা কেটে গেল। ওকে এখন খুবই অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। কথা বলছেন, গল্প করছেন, হাসছেন, আবার হঠাৎ হঠাৎ আমার ওপর প্রচণ্ড রেগে যাচ্ছেন। এটা যে কেন হচ্ছে তা বলতে পারব না। ঘর থেকে বেরোনোর সময়ে ইচ্ছে করে দরজাটা খোলা রেখে গেলাম। উনি বেশ ইতস্ততঃ করলেন; মনে হল, কিছু যেন বলতে চাইছেন। নিশ্চয়ই অতগুলো টাকা ভর্তি পকেটবুকটার জন্য ওঁর বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎই দারুণ রেগে গিয়ে চুপ করে গেলেন। রাস্তায় পা দেওয়ার আগেই আমায় ফেলে অন্যদিকে হাঁটতে শুরু করলেন। তারপর সন্ধ্যাবেলায় মদের দোকানে ওঁর সাথে আমার আবার দেখা হল।'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত পকেটবুকটা চেয়ারের নীচ থেকে তুলেছিলে তো?'

'না ওটা সেই রাতেই অদৃশ্য হয়ে গেল।'

'তাহলে এখন ওটা কোথায়?'

'এই যে' লেবেদিয়েভ হঠাৎ হেসে উঠে দাঁড়িয়ে প্রসন্নমুখে মিশকিনের দিকে তাকাল। 'হঠাৎ ওটা আমার কোটের সেলাইয়ের ভাঁজের মধ্যে দেখা দিল। এখানে, দেখতে পাবেন না, বুঝতে পারবে

কোটের বাঁদিকের সেলাইটা সত্যি সামনের দিকে ঐখানা জায়গায় ব্যাগের মত হয়ে আছে, মিশকিন ছুঁয়েই বুঝল যে ছেঁড়া পকেট থেকে পড়ে যাওয়া একটা চামড়ার পকেটবুক ওখানে আছে।

'আমি ওটা বার করে দেখলাম। পুরো টাকাটাই আছে। আবার ওখানে রেখে দিয়ে গতকাল সকাল থেকে এভাবেই ঘুরছি। আমার পায়ের কাছটাতে ওটার ধাক্কা লাগছে।'

'তুমি সেটা খেয়াল করছ না?'

'না, খেয়াল করছি না। হে-হে। মাননীয় প্রিন্স, বিশ্বাস করবেন, আপনি

তেমন লক্ষ্য না করলেও আমার পকেট কিন্তু সর্বদাই আস্ত থাকে, অথচ সেখানেই একরাতে হঠাৎ এরকম একটা ফুটো! আরো ভাল করে দেখে বুঝলাম কেউ একটা পেন্সিলকাটা ছুরি দিয়ে জায়গাটা কেটেছে। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য নয়?'

'আর···জেনারেল?'

'উনি সারাদিন রেগে আছেন; কাল এবং আজ; ভয়ানক বদমেজাজ। একবার আনন্দের চোটে আমার প্রশংসা করছেন, তারপরেই আবার কান্নায় ভেঙে পড়ছেন, এবং পরমুহূর্তেই হঠাৎ রেগে যাচ্ছেন। এত রাগ যে আমি ভয় পেয়ে যাচ্ছি; কারণ, যতই হোক, আমি তো আর মিলিটারী লোক নই। গতকাল আমরা মদের দোকানে বসেছিলাম, আমার কোটের সেলাইটা পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে ছিল। উনি সেটা দেখতে পেয়েই রেগে গেলেন। মাতাল বা আবেগপ্রবণ না হওয়া পর্যন্ত উনি সাধারণতঃ আমার দিকে সোজাসুজি তাকান না; কিন্তু গতকাল এমনভাবে তাকালেন যে, আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শিহরণ বয়ে গেল। কাল যদিও পকেটবুকটা বার করব, তবু তার আগে একটা সন্ধ্যা ওঁর সঙ্গে মজা করতে চাই।'

মিশকিন চেঁচিয়ে উঠল, 'ওঁকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছ কেন?'

লেবেদিয়েভ আবেগের সুরে বলল, 'কষ্ট দিচ্ছি না প্রিন্স, কষ্ট দিচ্ছি না। ওঁকে আমি আন্তরিক ভালবাসি · শ্রদ্ধা করি; এখন, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, উনি আমার কাছে আরো প্রিয় হয়ে উঠেছেন; ওঁকে আমার আরো ভাল লাগছে।'

লেবেদিয়েভ এত আন্তরিকভাবে কথা বলল যে, মিশকিন খুব বিরক্ত হল।

'ওঁকে ভালবাস, অথচ ওঁকেই এভাবে কষ্ট দিচ্ছ! হারানো পকেটবুকটা চেয়ারের নীচে এবং তোমার কোটের মধ্যে রাখা থেকে বোঝা যায় যে, উনি তোমায় ঠকাতে চাননি, বরং প্রকাশ্য সরলতায় ক্ষমা চাইছেন। শুনতে পাচ্ছ? উনি ক্ষমা চাইছেন! অতএব উনি তোমার অনুভূতির সূক্ষ্মতায় নির্ভরশীল, তোমার বন্ধুত্বে বিশ্বাসী। অথচ এরকম লোককে তুমি এভাবে অপমান করছ···এরকম সৎলোককে!'

লেবেদিয়েভ দীপ্ত চোখে সায় দিল, 'খুব সৎ, প্রিন্স, খুব সৎ! মহান প্রিন্স, আপনিঃ শুধু ওঁর সম্বন্ধে সত্যি কথাটা বলতে পারলেন! সেজন্য আমি আপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আপনাকে পুজো করতে প্রস্তুত, যদিও সবরকম দোষে আমি একেবারে শেষ হয়ে গেছি! ব্যস, ঠিক হয়ে গেল! কাল নয় এক্ষুণি এই পকেট-বুকটা বার করব; দেখুন, আপনার চোখের সামনে বার করছি, এই যে। এই যে সব টাকা। মহান প্রিন্স, এই নিন, কাল পর্যন্ত এটা যত্নে রাখুন। কাল বা পরশু এটা নেব। জানেন, বোঝা যাচ্ছে, প্রথম রাতে এটা নিশ্চয়ই বাগানে কোন পাথরের নীচে ছিল। আপনার কি মনে হয়?'

'মনে রেখো, ওঁকে সোজাসুজি বলবে না যে, পকেটবুকটা পেয়েছ। ওঁকে দেখতে দাও, কোটের মধ্যে কিছু নেই; তাহলে উনি নিজেই বুঝতে পারবেন।'

'আপনার তাই মনে হয়? বরং আমি যে ওটা পেয়েছি এবং অন্য কিছু সন্দেহ করিনি, এরকম ভাব দেখানোটাই কি ভাল নয়?'

মিশকিন সামান্য চিন্তা করে বলল, 'না। এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

ওটা আরো বিপজ্জনক। ও কথা বরং বোলো না! ও'র প্রতি সহৃদয় হও, কিন্তু .. বেশী নয়, আর…আর…'

'জানি প্রিন্স, জানি। মানে, জানি যে এটা হয়ত ঠিকমত পারব না। কারণ এরজন্য আপনার মত হৃদয় দরকার। তাছাড়া, উনি খিটখিটে; আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে উন্নাসিকের মত ব্যবহার করেন। এই আমায় জড়িয়ে ধরছেন, আবার পরমুহূর্তেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছেন; তখনি ও'কে সেলাইটা দেখিয়ে দেব। হে-হে! চলি প্রিন্স; আমি আপনাকে আটকে রেখেছি .'

'কিন্তু দোহাই, আগের মত গোপনেই রেখো!'

'সাবধানে!'

ব্যাপারটা ঠিক হলেও মিশকিন আগের চেয়েও হতবুদ্ধি হয়ে গেল। পরের দিন জেনারেলের সঙ্গে দেখা করার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগল।

॥ চার ॥

সময় ছিল বারোটা, কিন্তু মিশকিন অপ্রত্যাশিতভাবে দেরী করে ফেলল। বাড়ী ফিরে দেখল জেনারেল অপেক্ষা করছেন। প্রথম নজরেই বুঝতে পারল যে, বৃদ্ধ অসন্তুষ্ট হয়েছেন; এবং এই অসন্তুষ্টির কারণ যে তার দেরী সেটাও অনুমান করল। ক্ষমা চেয়ে সে তাড়াতাড়ি বলতে গেল, কিন্তু হঠাৎ তার মনে অদ্ভুত একটা ভয় দেখা দিল, মনে হল তার অতিথি যেন চীনেমাটির তৈরী, একটু ধাক্কাতেই ভেঙে যাবে। আগে কখনো তার জেনারেলের সামনে এরকম ভয় হয়নি, কখনো এধরনের অনুভূতি তার মনেই জাগেনি। সে বুঝল, জেনারেল আজ গতকালের থেকে একেবারে ভিন্ন মানুষ। আজ তাঁর মধ্যে উত্তেজনা আর অস্থিরতার বদলে এক অভ্রান্ত, স্পষ্ট সংযম বাসা বেঁধেছে। বোঝা যাচ্ছে, তিনি আজ অনড় কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কিন্তু তাঁর ভঙ্গীটা যেন তেমনি আন্তরিক বলে মনে হচ্ছে না। তবু যাই হোক, তারই মধ্যে তিনি ব্যবহারে যথেষ্ট ভদ্রতা ও গাম্ভীর্যের আশ্রয় নিয়েছেন—দাম্ভিক লোকরা অপমানিত হলে যেমন সহজ ব্যবহার করে তিনিও প্রথমে মিশকিনের সাথে সে ধরণেরই ব্যবহার করলেন। বেশ অমায়িক ভঙ্গীতেই কথা বললেন, অবশ্য তাতে যেন একটু দুঃখের সুর লেগে রয়েছে। টেবলের ওপরে রাখা একটা বই দেখিয়ে বললেন, 'সেদিন তোমার যে বইটা নিয়েছিলাম, এটা সেটা। এটা দেবার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

'ঠিক আছে। আচ্ছা জেনারেল, ঐ প্রবন্ধটা পড়েছেন? কেমন লাগল? চমৎকার, তাই না?' অন্য বিষয়ে কথা শুরু করতে পেরে মিশকিন খুশী হল।

'হয়ত ভাল, তবে স্থূল, বড় অবাস্তব। মনে হল প্রত্যেকটা বাক্যই মিথ্যে।' জেনারেল কথাগুলো একটু টেনে টেনে বললেন।

'গল্পটা সহজ সরল। একজন বৃদ্ধ সৈনিকের গল্প, যিনি ফরাসীদের মস্কোতে পদার্পণ সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। কয়েকটা জিনিষ খুবই সুন্দর। তাছাড়া, কোন প্রত্যক্ষদর্শীর দেওয়া বর্ণনা সত্যিই মূল্যবান, সে যেই হোক না কেন। কি, তাই না?'

'আমি সম্পাদক হলে ওটা ছাপতাম না; আর প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা বলতে গেলে, লোকে যোগ্য লোকের চেয়ে মিথ্যেবাদীর মজার কথাই বেশী বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। আমি ১৮১২ সালের কিছু বর্ণনা জানি…প্রিন্স, আমি ঠিক করেছি, এ

বাড়ী ছেড়ে যাব—মিঃ লেবেদিয়েভের বাড়ী।'

জেনারেল অর্থপূর্ণভাবে মিশকিনের দিকে তাকালেন।

মিশকিন কি বলবে বুঝতে না পেরে বলল, 'আপনার মেয়ের বাড়ীতে—পাভলোভস্কে আপনার নিজের বাড়ী রয়েছে।'

তার মনে পড়ল, জেনারেল কোন জরুরী বিষয়ে তার পরামর্শ চাইতে এসেছেন যার ওপরে তাঁর জীবনমরণ নির্ভর করছে।

'আমার স্ত্রীর বাড়ীতে; মানে, আমার মেয়ের বাড়ীতে।'

'আমি ক্ষমা চাইছি। আমি—'

'লেবেদিয়েভের বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছি কারণ, তার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। গতকাল সন্ধ্যায় সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি; এটা যে কেন আগেই করিনি তা ভেবে এখন দুঃখ হচ্ছে। প্রিন্স, সম্মানের বিষয়ে আমার নজর আছে। যাদের আমি মন থেকে সম্মান করি, তাদের কাছে তা পেতে চাই। এ ব্যাপারে প্রায়ই আমি ঠক। ওকে যা দিয়েছিলাম ও তার যোগ্য নয়।'

মিশকিন সাবধানে বলল, ও বড় বাড়াবাড়ি করে, তাছাড়া কিছুটা স্বভাবও বটে—তবু মনটা ভাল, বুদ্ধিতে চতুর।'

মিশকিনের ভদ্র কথাবার্তা এবং শ্রদ্ধ নম্র ভঙ্গীতে জেনারেল খুশী হলেন, তবু কিছুটা অবিশ্বাস নিয়ে তার দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু মিশকিনের ভঙ্গী এত স্বাভাবিক ও আন্তরিক যে তাঁর মনে কোন সন্দেহ দেখা দিল না।

জেনারেল সায় দিলেন, 'আমিই প্রথম বলেছিলাম ওর মধ্যে সদগুণ আছে, আর সেজন্যেই ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। নিজের পরিবার থাকতে ওর বাড়ী আর আতিথ্যের কোন প্রয়োজন ছিল না। নিজের দোষকে আমি সমর্থন করছি না। আমি দুর্বল, ওর সঙ্গে মদ খেয়েছি, এখন সেজন্য কাঁদছি। কিন্তু শুধু মদ নয় (একজন উত্তেজিত মানুষের স্বীকৃতির স্থূলতাকে ক্ষমা কোরো),—শুধু মদের জন্য ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে, তা নয়। তুমি যা বললে, ওর গুণগুলোই আমার ভাল লেগেছিল। তবে তারও একটা সীমা আছে। ও যদি বোকার মত কাউকে বলে যে ১৮১২ সালে খুব ছেলেবেলায় ওর বাঁ পা-টা কাটা গিয়েছিল এবং সেটাকে মস্কোর ভ্যাগানকোভস্কি কবরখানায় কবর দেওয়া হয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে যে ও ওর সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে আমাকে অপমান করছে এবং ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে—'

'হয়ত ওটা নিতান্তই একটা ঠাট্টা।'

'বুঝেছি। লোককে হাসানোর জন্য বলা নিরীহ মিথ্যে কথা যত স্থূলই হোক, মানুষের মনে তা আঘাত দেয় না। কেউ হয়ত বন্ধুত্বের খাতিরে লোককে খুশী করার জন্য মিথ্যে বলবে, কিন্তু যদি অসম্মানের ভয় দেখা দেয়, সে যদি অসম্মান করে বোঝাতে চায় যে, ঐ বন্ধুত্বে সে ক্লান্ত, তাহলে আত্মসম্মানযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে তার সাথে সব সম্পর্কচ্ছেদ করে অপরাধীকে মুখের মত জবাব দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।'

জেনারেল কথা বলতে গিয়ে বেশ আরক্ত হয়ে উঠলেন।

'লেবেদিয়েভের পক্ষে ১৮১২ সালে কিছুতেই মস্কোতে থাকা সম্ভব নয়। কারণ, ও তখনো জন্মায়ইনি। এটা অবাস্তব।'

'কথাটা ঠিক। তাছাড়াও যদি তখন জন্মেও থাকে, তবু ও কি করে একথা

বলতে পারে যে, একজন ফরাসী শুধুমাত্র মজা করার জন্যই ওর দিকে কামান তাক করে একটা পা উড়িয়ে দিয়েছিল, এবং ও সেই পা-টা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পরে ভ্যাগানকোভস্কি কবরখানায় কবর দিয়েছিল। এমনকি ও এ-ও বলেছে যে ও সেখানে একটা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করে দিয়েছে। সেই স্মৃতিস্তম্ভের একদিকে লেখা রয়েছে, "এখানে কলেজিয়েট সেক্রেটারি লেবেদিয়েভের পা শায়িত আছে, আর অন্যদিকে লেখা রয়েছে, "প্রিয়ভস্ম পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত এখানেই বিশ্রাম কর।" এ ছাড়া ও এও বলেছে যে, প্রতিবছর ও নাকি ওখানে একটা উপাসনা করে (এটা নির্লজ্জ মিথ্যে), সেজন্য বছরে একবার করে ওকে মস্কোতে যেতে হয়। ও ওর কথাকে সত্য প্রমাণ করার জন্য আমাকে একদিন মস্কোতেও নিয়ে যেতে চেয়েছে, এমনকি এ-ও বলেছে যে, ক্রেমলিনে রাখা সেই ফরাসী সৈনিকের কামানটাও আমাকে দেখাবে। সেটা নাকি এগারো নম্বর ঘরে রাখা আছে, এবং দেখতে সেকেলে ফরাসী ধরনের।'

মিশকিন হাসল, 'কিন্তু এখনো তো ওর দুটো পা-ই অটুট রয়েছে। আপনাকে বলছি, এটা নিরীহ ঠাট্টা, এরজন্য রাগ করবেন না।'

'কিন্তু আমার কথাটা তো আগে শোন। ওর যে এখনো দুটো পা রয়েছে এটা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কারণ ও নিজেই আমাকে বলেছে যে, একটা পা ও চার্নোসভিতোভের কাছে পেয়েছে—'

'হ্যাঁ, লোকে বলে চার্নোসভিতোভের তৈরী পা পরে নাকি নাচাও যায়।'

'সে আমিও জানি। যখন চার্নোসভিতোভ ওই পা পরে প্রথম আবিষ্কার করল, তখন আমাকেই সে প্রথম দেখাবার জন্য দৌড়ে এসেছিল। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা। উপরন্তু, লেবেদিয়েভ বলছে, ওর গোটা বিবাহিত জীবনে ওর নাকি স্ত্রী জানত না যে তার স্বামীর একটা পা কাঠের। যখন ওকে বললাম, এটা বোকার মত কথা, তখন ও উত্তর দিল, "যদি ১৮১২-তে আপনি নেপোলিয়নের পরিচারক হতে পারেন, তাহলে আমিও ভ্যাগানকোভস্কিতে আমার পা-টা কবর দিতে পারি।"

'কিন্তু সত্যিই কি আপনি··' অপ্রতিভ হয়ে মিশকিন থেমে গেল।

জেনারেলও একটু অপ্রতিভ হলেন, তবে সাথে সাথেই সামান্য বিদ্রূপের ভঙ্গীতে মিশকিনের দিকে তাকালেন।

অদ্ভুতভাবে টেনে টেনে বললেন, 'বলে যাও, প্রিন্স, বলে যাও। আমি কিছুই বলব না, বলে ফেল। স্বীকার কর যে, এজন দুর্দশাগ্রস্ত আর ··অপদার্থ একটা লোককে সামনে দেখে, সেই লোকটাই যে বড় বড় ঘটনা দেখেছে একথা শুনে তোমার খুবই মজা লাগছে। লেবেদিয়েভ ইতিমধ্যেই তোমায় এসব বলেনি ?'

'না, লেবেদিয়েভের কাছে কিছু শুনিনি, যদি ওর কথাই বোঝাতে চান···'

'হুম্।···আমি উল্টোটা ভেবেছিলাম। "আর্কাইভস" পত্রিকায় সেই অদ্ভুত প্রবন্ধ প্রসঙ্গে গতকাল আমাদের মধ্যে এই কথাই হয়েছে। আমি বলেছি, এটা অবাস্তব, কারণ আমি নিজে দেখেছি···প্রিন্স, আমার দিকে তাকিয়ে তুমি হাসছ ?'

'ন্-না। আমি···'

'আমার বয়স কম দেখায়'—জেনারেল টেনে টেনে বললেন—'কিন্তু আসলে আমার বয়স কিছু বেশীই। ১৮১২-তে আমার দশ-এগারো বছর বয়স ছিল। নিজের বয়স ঠিক জানি না। চাকরিতে আমার বয়স কমানো আছে। নিজেকে

তরুণ দেখানোর দুর্বলতা আমার বরাবরের।'

'১৮১২ সালে মস্কোতে আপনার থাকাটা আমার কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না— তখন আর যারা সেখানে ছিল তাদের মত আপনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন যে সেখানে কি কি ঘটেছিল। একজন রুশ লেখক তাঁর আত্মজীবনী শুরু করেছেন এই বলে যে, ১৮১২-তে মস্কোয় তিনি যখন নিতান্তই শিশু, তখন ফরাসী সৈন্যরা তাঁকে রুটি খাওয়াত।'

জেনারেল সায় দিলেন, 'তাহলে দেখ, আমার ঘটনাটা সাধারণ না হলেও অবিশ্বাস্য নয়। সত্য প্রায়ই অসম্ভব মনে হয়। পরিচারক! এটা শুনতে খুবই অদ্ভুত লাগছে ঠিক, কিন্তু দশ বছরের একটা ছেলের দুঃসাহসিকতা কেবলমাত্র তার বয়সেই সম্ভব। সেটা কখনোই পনেরো বছরের ছেলের বেলা ঘটতে পারে না, কারণ পনেরো বছর বয়সে, মস্কোতে নেপোলিয়নের প্রবেশের দিন, আমি ওল্ড বাসমান স্ট্রীটের যে কাঠের বাড়ীটাতে আমার মার সঙ্গে থাকতাম, সেখান থেকে কিছুতেই পালাতে পারতাম না, কেননা আমার মা সময় মত শহর ছেড়ে যেতে পারতেন না। আতঙ্কিত হয়ে পড়াতে কিছুতেই পনেরো বছর বয়সে আমিও ভয় পেতাম, কিন্তু দশ বছরের সময় কোন ভয়ই ছিল না। নেপোলিয়ন যখন তাঁর ঘোড়া থেকে নামছিলেন, ঠিক তখনই আমি ভিড় ঠেলে প্রাসাদের সিঁড়ির কাছে চলে গিয়াছিলাম।'

'এটা খুবই সত্যি কথা যে, দশ বছরের ছেলের মনে সাধারণতঃ ভয় থাকে না...' মিশকিনের মুখ লাল হয়ে ওঠাতে সে নিজেই যথেষ্ট লজ্জা পেল।

'নিশ্চয়ই বাস্তবে ঘটনাটা খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই ঘটেছিল। কিন্তু যদি একজন ঔপন্যাসিককে বল তো দেখবে সে যত সব অবিশ্বাস্য, অসম্ভব ঘটনা তৈরী করবে।'

মিশকিন চেঁচিয়ে উঠল, 'ঠিক বলেছেন! সম্প্রতি আমারও এরকম মনে হয়েছিল। ঘড়ি চুরির জন্য খুন করার একটি সত্যি ঘটনা জানি—এখন এটা খবরের কাগজে বেরোচ্ছে। যদি কোন লেখক এটা লিখতেন, তাহলে সমালোচক এবং আর যারা মানুষের জীবনকে জানে, তারা তখুনি চেঁচাত যে, এ অসম্ভব, কিন্তু খবরের কাগজে পড়ে মনে হবে আপনি রুশ জীবনের বাস্তবতাকে দেখছেন। এটা আপনি চমৎকার বলেছেন, জেনারেল।' মিশকিন লজ্জা এড়াতে পেরে স্বস্তিবোধ করল।

'তাই না?' জেনারেল চেঁচিয়ে উঠলেন, তাঁর চোখ আনন্দে জ্বলে উঠল। 'যে শিশু জানে না যে, ভয় কাকে বলে, সে ভীড়ের মধ্যে এগিয়ে গেল জাঁকজমক, ইউনিফর্ম, সৈন্য আর যে বিরাট লোকটি সম্বন্ধে এত শুনেছে, তাঁকে দেখতে। তখন লোকে আর কোন কথা আলোচনা করত না। জগৎ-জোড়া শুধু ঐ নাম। বলতে গেলে, মার দুধের সঙ্গে ঐ নাম পান করেছি। নেপোলিয়ন যখন আমার থেকে দু পা দূরে তখন আমায় হঠাৎ দেখতে পেলেন। আমাকে অভিজাত লোকের মত দেখাচ্ছিল, ওরা আমায় ভাল করে সাজিয়ে দিয়েছিল। ভীড়ের মধ্যে আমার মত আর কেউ ছিল না—'

'নিশ্চয়ই তিনি লক্ষ্য করে বুঝেছিলেন যে, সবাই মস্কো ছেড়ে যায়নি, কিছু বড় পরিবার তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে রয়েছে।'

'ঠিক তাই! ঠিক তাই! তিনি কিশোরদের জয় করতে চেয়েছিলেন! আমার দিকে যখন তাঁর ঈগলদৃষ্টিতে তাকালেন, তখন আমার চোখও নিশ্চয়ই প্রত্যুত্তরে জ্বলে উঠেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার বাবা কোথায়, তিনি কি করেন?" আমি উত্তেজনায় প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বলে উঠলাম, "তিনি জেনারেল ছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন।' তিনি তখন বললেন, ' আমার পিতাকে যারা হত্যা করেছে, তাদের কথা শুনেও তুমি তাদেরকে দেখবার জন্য এখানে এসেছ?" এই দ্রুত প্রশ্নের উত্তরে চটপট বললাম, "রুশ দেশের মানুষ শত্রুর মধ্যেও মহত্ত্ব খুঁজে পায়!" তবে, ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিলাম কি না, তা মনে নেই . কারণ, তখন ছোট ছিলাম ..কিন্তু কথার ভাবটা নিশ্চয় এই-ই ছিল। নেপোলিয়ন আমার কথায় অবাক হলেন; একমুহূর্ত ভেবে সৈন্যদের বললেন, "এই ছেলেটির গর্ব আমার ভাল লেগেছে! কিন্তু সব রুশরাই যদি এরকম ভাবত, তাহলে তো " আর কিছু না বলেই তিনি প্রাসাদের ভেতরে চলে গেলেন। তখন আমিও ভীড়ের সাথে মিশে তাঁর পেছনে পেছনে দৌড়লাম। ওরা আমার জন্য পথ ক'রে দিল, সবাই আমাকে তখন প্রিয়পাত্র বলে মনে করছে। কিন্তু সেসব শুধু একমুহূর্তের জন্য। কেবল মনে পড়ছে, সম্রাট নেপোলিয়ন প্রথম ঘরে ঢুকে সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের ছবির সামনে অনেকক্ষণ চিন্তিতমুখে কী যেন দেখলেন; তারপর বললেন, একজন মহান্ নারী।" কথাটা বলেই তিনি ভেতরে চলে গেলেন। দুদিনের মধ্যেই ক্রেমলিন প্রাসাদে সবাই আমায় চিনে গেল; প্রত্যেকে আমাকে "সাহসী বালক' নামে ডাকতে লাগল। আমি শুধু শোবার জন্য বাড়ী যেতাম। বাড়ীতে সবাই আনন্দে অস্থির হয়ে উঠল। দুদিন পরে, নেপোলিয়নের এক অনুচর ব্যারন দ্য বার্সেক্যুর যুদ্ধের পরিশ্রমে মারা গেলেন। নেপোলিয়ন আমার কথা ভাবলেন, এবং আমাকে সম্রাটের সামনে হাজির করা হল। সম্রাটের একজন অনুচর বারো বছর বয়সের একটি মৃত ছেলের পোষাক আমাকে পরিয়ে সৈন্যেরা আমায় সম্রাটের কাছে নিয়ে গেল। সম্রাট আমাকে দেখে খুশী হলেন, এবং সবাই বলল যে, আমি সম্রাটের অনুচর নিযুক্ত হয়েছি। আমিও খুশী হলাম; বস্তুতঃ অনেকদিন ধরে তাঁকে আমার ভাল লেগেছিল · তাছাড়া, জানই তো, ছোটদের কাছে ঝকঝকে পোষাকের মূল্য কী। আমি একটা গাঢ়-সবুজ কোট পরতাম, তাতে লম্বা, সরু লেজ ছিল, আর ছিল সোনার বোতাম. সোনালী ও লাল কাজ করা হাতা, উঁচু, খাড়া, খোলা, সোনার কাজ করা কলার; সেই কলারের ওপরে ছিল ছুঁচের কাজ; আর ছিল সাদা চামড়ার আঁটো ব্রিচেস, সাদা সিল্কের ওয়েস্টকোট, সাদা মোজা, বকলস দেওয়া জুতো। সম্রাট যখন বাইরে যেতেন তখন আমি তাঁর সঙ্গে থাকলে উঁচু বুট পরতাম। পরিস্থিতি ভাল ছিল না; হাওয়ায় সর্বদা বিপদের আভাস ছিল। নিয়মকানুন যতদূর সম্ভব মেনে চলা হত। যতই দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠতে লাগল, ততই সভার কায়দাকানুনও কঠোর হতে লাগল।'

মিশকিন হতাশসুরে বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই · আপনার স্মৃতিকথা...খুব আকর্ষণীয়।'

জেনারেল আগেরদিন লেবেদিয়েভকে বলা গল্পটাই বলে চলেছেন, ফলে গড়গড়িয়ে বলে যাচ্ছেন। কিন্তু কাহিনীর এখানটায় এসে তিনি আড়চোখে মিশকিনের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টি হানলেন।

আরো গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমার স্মৃতিকথা, লিখব ? প্রিন্স, ওতে আমার লোভ নেই ! তবে শোন, ওগুলো আগেই লিখেছি, কিন্তু···ওগুলো আমার ডেস্কে আছে। কবরে গিয়ে যখন আমার চোখ চিরকালের মত বন্ধ হয়ে যাবে তখন ওগুলো ছাপা হতে পারে। নিশ্চয়ই ওগুলো বিদেশী ভাষায় অনূদিত হবে, সাহিত্য মূল্যের জন্য নয়, বরং শিশু বয়সেও যেসব দারুণ ঘটনা দেখেছি, তার গুরুত্বের জন্যই। সেটাই আসল কথা। ছোটবেলায় সেই "বিখ্যাত ব্যক্তিটির" শোবার ঘরে ঢুকতে পেরেছিলাম। রাতে তাঁর যন্ত্রণায় আর্তনাদ শুনেছি ; তিনি শিশুর সামনে আর্তনাদ করতে বা কাঁদতে লজ্জা পেতেন না. যদিও তখন বুঝতাম যে তাঁর দুঃখের কারণ হচ্ছে সম্রাট আলেকজান্দারের নীরবতা।'

মিশকিন মৃদুস্বরে বলল, 'নিশ্চয়ই···সন্ধির প্রস্তাব জানিয়ে চিঠি লিখতেন।'

'ঠিক কি প্রস্তাব করতেন জানি না, তবে রোজ, ঘণ্টায় ঘণ্টায় তিনি চিঠির পর চিঠি লিখতেন ! খুব উত্তেজিত হয়ে থাকতেন ! একদিন রাতে, যখন শুধু আমরা দুজনে রয়েছি, তখন আমি কাঁদতে কাঁদতে তার কাছে দৌড়ে গেলাম। (তাঁকে খুব ভালবাসতাম !) চেঁচিয়ে বললাম, "সম্রাট আলেকজান্দারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন !" আমার বলা উচিত ছিল, "সম্রাটের সঙ্গে সন্ধি করুন," কিন্তু ছেলেমানুষের মত, যা মনে হল বলে ফেললাম। তিনি বললেন, "হায়রে বাছা !" তারপর ঘরে পায়চারি করতে করতে আমার সাথে কথা বলা শুরু করলেন। তখন যেন তার খেয়ালই হল না যে, আমার বয়স মাত্র দশ বছর। তিনি বললেন, "আমি তো সম্রাট আলেকজান্দারের পদচুম্বন করতেও প্রস্তুত, কিন্তু প্রাশিয়ার রাজা, অস্ট্রিয়ার সম্রাট ···ওদের প্রতি আমার চিরকালের ঘৃণা···তাছাড়া তুমি তো রাজনীতির কিছুই বোঝো না।" হঠাৎ যেন তাঁর মনে পড়ল তিনি কার সঙ্গে কথা বলছেন ; তাই হঠাৎ থেমে গেলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর চোখে আগুনের আভাস লেগে রইল। এইসব ঘটনা বলছি—এর থেকে বড ঘটনাও দেখেছি। এখন যদি স্মৃতিকথা ছাপি, তাহলেই সমালোচক, সাহিত্যগর্বী, ঈর্ষাকাতর, ষড়যন্ত্রীরা···না, আমি তোমার অনুগত ভৃত্য !'

'ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য ঠিক, সেটা আমিও স্বীকার করি। ওয়াটারলু যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছুদিন আগে ক্যারাসের লেখা একটা বই পডছিলাম। বইটা তথ্যপূর্ণ, এবং বিশেষজ্ঞরা বলেন, অনেক জেনে তবেই নাকি ওটা লেখা হয়েছে। কিন্তু তার পাতায় পাতায় রয়েছে নেপোলিয়নকে অপমানিত করার চেষ্টা। যদি সবকটা যুদ্ধে নেপোলিয়নের দক্ষতা নিয়ে কেউ তর্ক তুলত তাহলে ক্যারাসে খুবই খুশী হতেন। এরকম গুরুত্বপূর্ণ লেখায় সেটা করা ঠিক নয়, কারণ সেটা পক্ষপাতিত্ব-মূলক মনোভাবের পরিচায়ক। আচ্ছা, আপনাকে কি সম্রাটের অনেক কাজ করতে হত ?'

জেনারেল খুশী হলেন। মিশকিনের প্রশ্নের আন্তরিকতা ও সরল ভঙ্গীতে অবিশ্বাসের শেষ রেশটুকুও জেনারেলের মন থেকে মিলিয়ে গেল।

'ক্যারাসে ! আমি নিজেই বিরক্ত হয়েছিলাম। তখন তাঁকে লিখেছিলাম, কিন্তু···এখন মনে পড়ছে না···জানতে চাইছ, নেপোলিয়নের অনেক কাজ আমায় করতে হত কি না ? না, না। অনুচর হলেও সেটাকে তখন তত গুরুত্ব দিইনি। তাছাড়া, কিছুদিনের মধ্যে রুশদের পরাজিত করায় সব আশা নেপোলিয়নের মন

থেকে চলে গেল। তিনি নিশ্চয়ই আমার কথাও ভুলে যেতেন, যদি না···যদি না আমাকে তাঁর বিশেষভাবে ভাল লাগত। কথাটা এখন জোর গলায়ই বলছি, আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আমার তেমন একটা কিছু কাজ ছিল না; শুধু মাঝে মাঝে প্রাসাদে থাকতে হত এবং সম্রাট যখন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেতেন তখন তাঁর সাথে থাকতাম, ব্যস। আমি খুব ভাল ঘোড়ায় চড়তে পারতাম। উনি খাওয়ার আগে ঘুরতে বের হতেন। দাভুস্ত, আমি আর রুস্তান নামে একজন মামলুক সাধারণতঃ ওঁর সঙ্গে থাকতাম··'

'কনস্ট্যান্ট।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও নামটা মিশকিন বলে ফেলল।

'ন্—না। কনস্ট্যান্ট তখন ওখানে ছিল না। সে একটা চিঠি নিয়ে...সম্রাজ্ঞী জোসেফিনের কাছে গিয়েছিল। তার জায়গায় ছিল দুজন আর্দালী আর কিছু পোলিশ অনুচর···যেসব জেনারেল আর মার্শালদের নিয়ে নেপোলিয়ন আশে-পাশের জায়গা খুঁজতে যেতেন এবং সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধে আলোচনা করতেন, তারা ছাড়া আর একজনই ছিল তাঁর অনুচর। সবচেয়ে বেশী থাকত দাভুস্ত—এখন মনে পড়ছে। লম্বা-চওড়া, ঠাণ্ডা স্বভাবের লোক, চোখে চশমা; চোখের চাহনিটা ছিল বড় অদ্ভুত। সম্রাট তার সঙ্গেই সবচেয়ে বেশী কথা বলতেন, তার বুদ্ধির খুব প্রশংসা করতেন। মনে পড়ছে, একনাগাড়ে কয়েকদিন ধরে তাঁরা আলোচনা করতেন; দাভুস্ত সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর কাছে যেত। অনেক সময়ে তর্কও হত; শেষে নেপোলিয়নকে হার মানতে হত। একদিন সম্রাটের পড়ার ঘরে ওঁরা দুজন ছিলেন, আমি যে উপস্থিত সেটা ওঁরা লক্ষ্যই করেননি। হঠাৎ নেপোলিয়নের চোখ আমার দিকে পড়ল; অদ্ভুত একটা চিন্তা তাঁর চোখে ঝলসে উঠল। তিনি আমাকে বললেন, "তোমার কি মনে হয়? যদি আমি পোপের ধর্ম নিয়ে তোমাদের দাসদের মুক্তি দিই, তাহলে রুশরা কি আমার কাছে আসবে?" আমি ক্রুদ্ধ হয়ে বললাম, "কখনো না।" কথাটা নেপোলিয়নের ভাল লাগল। তিনি বললেন, "এর চোখের দৃষ্টিতে, উজ্জ্বল দেশপ্রেমের মধ্যে সমগ্র রুশ জনগণের রায়কে আমি দেখতে পাচ্ছি। যাক, দাভুস্ত! ওসব কল্পনা ছাড়। তোমার অন্য পরিকল্পনাটা বল।'

মিশকিন আগ্রহ দেখিয়ে বলল, 'তাহলে সেই পরিকল্পনাটাতেও নিশ্চয় একটা মহৎ চিন্তা রয়েছে। আপনি বলছেন, সে চিন্তা দাভুস্তের?'

'ওঁরা দুজনে আলোচনা করছিলেন। নিঃসন্দেহে চিন্তাটা ছিল নেপোলিয়নের; অন্য পরিকল্পনাতেও একটা চিন্তা ছিল··আর সেই চিন্তাটাই হল দাভুস্তের পরামর্শ—যাকে নেপোলিয়ন অভিহিত করেছিলেন" সিংহ পরামর্শ" নামে। তাতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, সব সৈন্যদের নিয়ে ক্রেমলিনের মধ্যে থাকতে, ব্যারাক তৈরী করতে, গর্ত খুঁড়তে, কামান বসাতে, যত বেশী সম্ভব ঘোড়াকে হত্যা করে তাদের মাংস নুন দিয়ে মেখে রাখতে, চুরি করে বা কিনে যতটা পরিমাণ সম্ভব শস্য সংগ্রহ করা যায় তা দিয়ে গ্রীষ্ম পর্যন্ত কাটিয়ে তারপর রুশদের সঙ্গে লড়াই করতে। এই পরিকল্পনাটা নেপোলিয়নের খুব মনে ধরেছিল। প্রতিদিন আমরা ক্রেমলিনের পাঁচিলের পাশে ঘুরে বেড়াতাম আর সম্রাট আমাদের দেখিয়ে দিতেন কোথায় ভাঙতে হবে, কোথায় কি তৈরী করতে হবে ইত্যাদি। তাঁর নজর ছিল চটপটে, বিচারশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ, আর লক্ষ্য ছিল নিশ্চিত। শেষে যখন সব ঠিক হল, তখন দাভুস্ত চরম সিদ্ধান্ত নিতে চাইল। আবার দুজনে নিভৃতে একত্রিত

হলেন। আবার নেপোলিয়ন হাত ভাঁজ করে পায়চারি করতে লাগলেন। আমি তখন তাঁর মুখের ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছিলাম না, আমার বুক কাঁপছিল। দাভুস্ত বলল, "আমি যাচ্ছি।" সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায়?" দাভুস্ত উত্তর করলেন, "ঘোড়ার মাংসে নুন মাখাতে।" নেপোলিয়ন দাভুস্তের উত্তরে শিউরে উঠলেন; সাথে সাথে সেই পটপরিবর্তন ঘটল। সম্রাট হঠাৎ আমাকে বললেন, 'বালক, আমাদের পরিকল্পনাটা সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়?" তিনি আমায় মাঝে মাঝেই এমনভাবে প্রশ্ন করতেন, যেমনভাবে কোন কোন বুদ্ধিমান লোক শেষমুহূর্তে টপ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। আমি তখন দাভুস্তের দিকে ফিরে অনেকটা অনুপ্রাণিত হয়েই যেন বললাম, "জেনারেল, আপনি বরং বাড়ী পালান!" সাথে সাথে পরিকল্পনাটা পরিত্যক্ত হল। দাভুস্ত কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। ঠিক পরের দিনই সৈন্যদের পিছিয়ে আসার হুকুম দেওয়া হল।'

মিশকিন অতি মৃদুস্বরে বলল, 'খুব মজার, যদি সত্যিই হত...' তাড়াতাড়ি শুধরে নিল, 'মানে বলছিলাম...'

জেনারেল নিজের গল্পে এত মগ্ন যে, ঐ অসাবধানী মন্তব্যেও থামলেন না; বললেন, 'প্রিন্স, তুমি বলছ "যদি সত্যিই হত।" কিন্তু আমি বলছি, আরো অনেক কিছু ঘটেছিল। এসব তো অতি তুচ্ছ রাজনৈতিক ঘটনা। আমি আবার বলছি, প্রতি রাতে সেই মহান মানুষটির কান্না আর বিলাপের আমি সাক্ষী। আমি ছাড়া আর কেউ তা দেখেনি! শেষের দিকে তিনি আর কাঁদতেন না, মাঝে মাঝে বিলাপ করতেন; কিন্তু মনে হত মুখটা যেন তার মেঘে ঢেকে গেছে। মনে হত, চিরকালই যেন তিনি ওরকম। মাঝে মাঝে রাতের দিকে আমরা দুজনে একসঙ্গে অনেকক্ষণ নীরবে কাটাতাম; আর তখন রুস্তান পাশের ঘরে শুয়ে নাক ডাকত। লোকটা ছিল প্রচণ্ড ঘুমকাতুরে। নেপোলিয়ন ওর সম্বন্ধে বলতেন, "ও আমাকে আর আমার বংশকে খুবই ভালবাসে।" একবার আমি খুব দুঃখ পেয়েছিলাম; হঠাৎ সম্রাট আমার চোখে জল দেখতে পেলেন। তিনি আমার দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "তুমি আমার কথা ভাবছ! তুমি শিশু; সম্ভবতঃ আরো একটি ছেলে আমার কথা ভাবে—সে আমার ছেলে। এছাড়া আর সকলেই আমাকে ঘৃণা করে। এবং আমি জানি আমার ভাইরাই প্রথম আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে!" আমি তখন কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে ছুটে গেলাম। তিনিও তখন কান্নায় ভেঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন; আমাদের দুজনের চোখের জল একই সাথে বইতে লাগল। আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "সম্রাজ্ঞী জোসেফিনকে একটা চিঠি লিখুন!" আমার কথা শুনে সম্রাট চমকে উঠে কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, "আরো একজন যে আমাকে ভালবাসে সে কথা তুমি মনে করিয়ে দিলে; এরজন্য তোমায় ধন্যবাদ।" তখনি তিনি সম্রাজ্ঞীকে চিঠি লিখলেন; পরের দিন কনস্ট্যাণ্ট সে চিঠি নিয়ে গেল।

মিশকিন বলল, 'চমৎকার কাজ করেছিলেন আপনি। তাঁর দুশ্চিন্তার সময়ে তাঁকে খুব ভালচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।'

'ঠিক বলেছ প্রিন্স; আর কী সুন্দরভাবেই না বললে! এটা তোমার সহৃদয়তারই উপযুক্ত কথা!' জেনারেলের চোখে আনন্দে জল দেখা দিল। 'হ্যাঁ প্রিন্স, সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আমি তাঁর সঙ্গে প্যারিতে গিয়ে হয়ত সেই "বিষণ্ণ

দ্বীপে''-ই থাকতাম। কিন্তু হায়! ভাগ্য আমাদের অবশেষে আলাদা করে দিল! আমরা একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। তিনি চলে গেলেন সেই নির্জন "দ্বীপে!" সেখানে হয়ত দুঃখের অশ্রুভারাক্রান্ত মুহূর্তে তাঁর মনে পড়েছিল সেই অসহায় ছেলেটির কথা, যে তাঁকে ছলছল চোখে জড়িয়ে ধরে মস্কো থেকে বিদায় দিয়েছিল। এরপর আমাকে ক্যাডেটদের দলে পাঠানো হল; সেখানে আমি কঠোর নিয়ম, সঙ্গীদের কঠিন ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। হায়! সবই ধুলো আর ছাই হয়ে গেছে। চলে যাওয়ার দিন তিনি আমাকে বললেন, "তোমাকে তোমার মার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই না, কিন্তু তোমার জন্য কিছু করতে চাই।" তখন তিনি ঘোড়ায় উঠে পড়েছেন। আমি তাঁকে বললাম, "আমার বোনের অ্যালবামে আপনি কিছু লিখে দিন।" তখন তাঁকে খুবই চিন্তিত আর বিষণ্ণ মনে হচ্ছিল। তিনি একটা কলম আর অ্যালবামটা হাতে নিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "তোমার বোনের বয়স কত?' আমি উত্তর দিলাম, "তিনবছর।" কথাটা শুনে তিনি অ্যালবামে লিখলেন:

"নে মেন্তেজ জামাইস,
নেপোলিয়ন, ভোটরে আমি সিনসিয়ার।'

এমন সময়ে এরকম উপদেশের কথা তুমি ভাবতে পার, প্রিন্স।'

'সত্যি, অপূর্ব!'

'অ্যালবামের সেই পাতাটা একটা সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে সর্বদা আমার বোনের বসার ঘরে খুব অদ্ভুত জায়গায় ঝুলিয়ে রাখা থাকত। তার মৃত্যু পর্যন্ত সেটা ছিল। সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে সে মারা গেছে। এখন সেই লেখাটা যে কোথায় তা জানি না—কিন্তু—ওঃ দুটো বেজে গেছে। তোমার কত দেরী করিয়ে দিলাম। এ মাফ করা যায় না।' জেনারেল উঠে দাঁড়ালেন।

মিশকিন বলল, 'না না আপনি আমায় বড় আনন্দ দিলেন—এটা যে কী ভাল লাগল তা বোঝাতে পারব না। সত্যি, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

'প্রিন্স।' জেনারেল সজোরে প্রিন্সের হাতে চাপ দিয়ে জলজলে চোখে তার দিকে এমনভাবে তাকালেন যে মনে হল কী যেন একটা জরুরী কথা তাঁর মনে পড়েছে। 'প্রিন্স! তুমি এত সহৃদয়, সৎ যে মাঝে মাঝে তোমার জন্য বড় দুঃখ হয়, তোমার দিকে তাকালে আমার মন নরম হয়ে যায়। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। ভালবাসায় ভরা তোমার নতুন জীবন শুরু হোক। আমার জীবন তো ফুরিয়েই গেছে। আমায় ক্ষমা কোরো। বিদায়!'

দু হাতে মুখ ঢেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন। তাঁর আবেগের আন্তরিকতায় মিশকিনের কোন সন্দেহ হল না। সে বুঝতে পারল, বৃদ্ধ নিজের সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে চলে গেলেন, তবু তার সন্দেহ হল যে, যে সব লোকের কাছে মিথ্যে বলাটা একটা দারুণ নেশা, উনি তাদেরই একজন: অবশ্য তারা যখন নেশার সমাপ্তিতে পৌঁছোয় তখন তারা নিজেরাই বুঝতে পারে যে, তাদের কেউ বিশ্বাস করছে না, করতে পারে না। ঠিক তেমনি, বৃদ্ধ জেনারেলও যখন স্বাভাবিক হয়ে যাবেন তখন তিনিও লজ্জায় অস্থির হয়ে পড়বেন। মিশকিনের সহানুভূতি দেখানোটা তাঁর কাছে অতিরিক্ত বলে সন্দেহ হবে এবং তিনি অপমানিত বোধ করবেন। 'ওঁকে এতদূর টেনে এনে কি আমি অন্যায় করিনি?' কথাটা ভেবে মিশকিনের খুব

অস্বস্তি লাগল ; সে হঠাৎ নিজেকে সামলাতে না পেরে দারুণ জোরে মিনিট দশেক ধরে শুধু হেসেই গেল। তারপর এমন হাসার জন্য নিজেকে যখন প্রায় ধমকাতে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ তার মনে হল, এতে নিজেকে ধমকানোর কোন কারণ নেই ; কেননা জেনারেলের প্রতি তো তার মনে রয়েছে অসীম করুণা।

তার সন্দেহটা সত্যি প্রতিপন্ন হল। সন্ধ্যা বেলা সে একটা অদ্ভুত চিঠি পেল ; চিঠিটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু বেশ কড়া। জেনারেল তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি বিদায় নিচ্ছেন। প্রিন্সকে তিনি শ্রদ্ধা করেন এবং তার কাছে কৃতজ্ঞও বটে, তবু তিনি তার 'সহানুভূতি' গ্রহণ করতে পারবেন না, কারণ, 'ওটা ছাড়াই তাঁর মনে যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে এবং কোনরকম সহানুভূতি তাঁর মর্যাদার পক্ষে খুবই অপমানকর হবে। মিশকিন যখন জানল যে, বৃদ্ধ নিনার কাছে আশ্রয় নিয়েছেন, তখন সে মনে মনে আশ্বস্ত হল।' কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, লিজাভেটার বাড়ীতেও বৃদ্ধ কিছু গণ্ডগোল করেছিলেন। খুঁটিনাটিতে আমরা যাচ্ছি না, তবে সংক্ষেপে বলব, সেই সাক্ষাৎকারের ফলে জেনারেল লিজাভেটাকে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন এবং গানিয়ার বিরুদ্ধে তিক্ত খোঁচা দিয়ে তাঁকে ক্রুদ্ধ করে তুলছিলেন। ফলে তিনি অপমানিত হয়ে চলে যেতে বাধ্য হন। এবং সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঐভাবে একেবারে পাগলের মত রাস্তায় ঘুরে বেড়ান ছাড়া তার আর কোন উপায় থাকে না।

কোলিয়া সম্পূর্ণ পরিস্থিতি না বুঝেই কড়াভাবে তাঁকে ফেরাবার চেষ্টা করছিল। সে বলল, 'জেনারেল, আমরা কোথায় যাচ্ছি মনে হয় ? তুমি প্রিন্সের কাছে যেতে চাও না ; লেবেদিয়েভের সঙ্গেও ঝগড়া করেছ, আবার তোমার কাছে টাকাও নেই, আর আমার কাছে তো তা কখনো থাকেই না। রাস্তায় আমাদের চমৎকার অবস্থা।'

' "মেসে থাকার চেয়ে এ ভাল।" —অফিসারদের মেস সম্বন্ধে এই ঠাট্টাটা করেছিলাম—চুয়াল্লিশ—আঠারো শো—চুয়াল্লিশে, হ্যাঁ। —মনে পড়ছে না—আমায় মনে করতাম না। "কোথায় আমার যৌবন, কোথায় আমার তারুণ্য।' —কোলিয়া, এটা কে বলেছিল ?'

'গোগোল, তাঁর "ডেড সোলস্'-এ।" কোলিয়া শান্ত চাহনিতে আড়চোখে বাবার দিকে তাকাল।

'ডেড সোলস। হ্যাঁ। যখন আমায় কবর দিবি, তখন পাথরের ওপরে লিখে দিস ঃ "এখানে একটি মৃত আত্মা শুয়ে আছে!" "অসম্মান আমার সঙ্গে ফিরছে!" কে বলেছিল, কোলিয়া ?'

'জানি না।'

'এরোপিয়েগোভ বলে কেউ ছিল না ? এরোশকা এরোপিয়েগোভ · ' তিনি চেঁচিয়ে উঠে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়লেন। 'আমার ছেলে বলেছে, আমার নিজের ছেলে। এরোপিয়েগোভ এগারো মাস ধরে আমার ভাইয়ের মত হয়েছিল, তার জন্য ডুয়েল লড়েছি—আমাদের ক্যাপ্টেন প্রিন্স ভিগোরিয়েৎস্কি মদ খেতে খেতে তাকে বলেছিল, "গ্রিশা, তোমার অ্যানারিবনকে তুমি কোথায় পেলে ?" সে বলল, "আমার দেশের যুদ্ধক্ষেত্রে পেয়েছি!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "সাবাস গ্রিশা!" তাতেই ডুয়েল হল, পরে তার সঙ্গে মারিয়া পেত্রোভনা সু—

মৃতুশিনের বিয়ে হয় এবং সে যুদ্ধে মারা যায়—একটা গুলি আমার বুকে ঝোলানো ক্রসটা ছুঁয়ে সোজা তার কপালে গিয়ে লাগে। সে চেঁচিয়ে ও ঠ, "আমি কখনো ভুলব না," তারপর সেখানেই পড়ে যায়। আমি—আমি সম্মানের সঙ্গে কাজ করেছি, কোলিয়া, মহান কাজ করেছি, কিন্তু অপমান—"অপমান আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে!" তুই আর নিনা আমার কবরে আসবি। "বেচারী নিনা।" বলে আগে ওকে ডাকতাম, অনেক আগে, ও তখন আমায় কী ভালই না বাসত নিনা, নিনা। তোমার জীবনটা আমি কী করলাম। এত কষ্ট পেয়েও তবু কেন তুমি আমায় ভালবাস। কোলিয়া, তোর মা দেবী, শুনছিস, দেবী।'

'জানি বাবা। চল, মার কাছে ফিরে যাই। মা আমাদের পেছনে দৌড়ে আসছিলেন। এসো, দাঁড়িয়ে আছ কেন? মনে হচ্ছে যেন কিছু বুঝতে পারছ না ·· কেন তুমি কাঁদছ?' কোলিয়া নিজেই কেঁদে ফেলে বাবার হাতে চুমু দিল।

'তুই আমার হাতে চুমু দিচ্ছিস।'

'হ্যাঁ, তোমার, তোমার হাতে। তাতে অবাক হওয়ার কি আছে? এসো, রাস্তার মাঝে কাঁদছ কেন? নিজেকে এদিকে জেনারেল বল, অথচ—চল, যাই।'

'একজন হতভাগ্য, অপমানিত বৃদ্ধকে সম্মান দেখাবার জন্য ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন। হ্যাঁ, তোর বাবা হতভাগ্য, অপমানিত বৃদ্ধ। · তোরও যেন এরকম ছেলে হয় · এই বাড়ীকে অভিশাপ—অভিশাপ দিচ্ছি।

কোলিয়া হঠাৎ চটে উঠল, "এসব বলছ কেন? কি হয়েছে? বাড়ী যাচ্ছ না কেন? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

'তোকে বুঝিয়ে বলব . সব বলব, চেঁচাস না, লোকে শুনতে পাবে—উঃ, আমি অসুস্থ, দুঃখিত। "তোমার সমাধি কোথায়?" কে বলেছিল?'

'জানি না; জানি না কে বলেছিল। চল, বাড়ী যাই, এক্ষুনি। দরকার হলে গানিয়াকে লুকিয়ে রাখব—কিন্তু ওকি, আবার কোথায় যাচ্ছ?'

জেনারেল কাছের একটা বাড়ীর সিঁড়ির দিকে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে সিঁড়িতে বসে বললেন, 'ঝুঁকে বস। তোকে সব বলব—অপমানের কথা—ঝুঁকে বস—কানটা দেখি; কানে কানে বলব—'

কোলিয়া ঝুঁকতে ঝুঁকতে ভীত হয়ে বলল, 'কিন্তু কথাটা কি?'

জেনারেল ফিসফিসিয়ে বললেন, 'রোমের পথ— তাঁর সারা শরীর কাঁপছে।

'কি? ঐ এক কথাই শুধু বলছ কেন?—কি?'

'আমি—আমি—' জেনারেল আরো জোরে ছেলের কাঁধ আঁকড়ে ধরে ফিসফিস করে বললেন, 'আমি—তোকে সব—বলব, মারিয়া—মারিয়া—পেত্রোভনা সু—সু—সু—'

কোলিয়া নিজেকে ছাড়িয়ে জেনারেলের কাঁধ ধরে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। বৃদ্ধের মুখ লাল হয়ে উঠেছে, ঠোঁট নীল, মুখে মৃদু শ্বাসকষ্টের চিহ্ন। হঠাৎ সামনে ঝুঁকে আস্তে আস্তে কোলিয়ার হাতের মধ্যে তিনি অজ্ঞান হয়ে যেতে লাগলেন।

'স্ট্রোক!' ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই ছেলেটা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড জোরে চীৎকার করে উঠল।

॥ পাঁচ ॥

আগলেয়া ও মিশকিনের বাগ্‌দানের খবরটা ভাইকে বলার সময় ভারভারা কিছুটা অতিরঞ্জিত করেছিল।

হয়ত দূরদর্শী স্ত্রীলোকের মত ভবিষ্যতে কি ঘটবে সেটা সে বুঝেছিল; হয়ত বা নিজের স্বপ্ন সফল না হওয়ায় (অবশ্য স্বপ্নে তার কোনদিনই বিশ্বাস ছিল না) দুঃসংবাদটা কিছুটা অতিরঞ্জিত করে ভাইয়ের মনে আঘাত দিতে পেরে সে নিজের মনে কিছুটা আনন্দ পেয়েছে। অবশ্য ভাইকে সে গভীরভাবে ভালবাসে, তার জন্য সে দুঃখ পায়! তাছাড়া এপানচিনদের কাছে সে সঠিক খবরও পায়নি; পেয়েছিল শুধু ইঙ্গিত, অর্ধোচ্চারিত কথা, অশুভ নীরবতা আর অনুমান। অবশ্য আগলেয়ার বোনেরা চেষ্টা করেছিল ভারভারার কাছ থেকে কিছু জানার। ছোটবেলা থেকে তার সাথে পরিচয় থাকলেও বন্ধুকে একটু খোঁচানোর স্ত্রীলোকসুলভ আনন্দ হয়ত তারা ত্যাগ করতে পারেনি। ভারভারা কি চাইছিল, তার একটু আভাস অন্ততঃ তারা তৎক্ষণে পেয়ে গিয়েছিল।

অন্যদিকে মিশকিন যদিও লেবেদিয়েভকে দৃঢ়ভাবেই বলেছিল যে, তার দিক থেকে কিছুই বলার নেই এবং তার দিকে কোন বিশেষ ঘটনাই ঘটেনি, তবু সে ব্যাপারে একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। তাদের সকলের ক্ষেত্রেই বেশ অদ্ভুত কিছু একটা ঘটেছিল, যদিও এখনো কিছুই হয়নি, তবু বলতে হয় অনেক কিছুই ঘটেছে। ভারভারা তার স্ত্রীলোকসুলভ সহজাত বুদ্ধি দিয়ে এই শেষ কথাটা বুঝেছিল।

কি করে এপানচিনদের সকলের এক সঙ্গে একই কথা মনে হল যে, আগলেয়ার জীবনে একটা দারুণ কিছু ঘটেছে এবং তার ভাগ্য নির্ধারিত হতে চলেছে, সেটা যথাযথভাবে বুঝিয়ে বলা খুবই কঠিন। কিন্তু কথাটা মনে হওয়া মাত্র সকলেই বলল, অনেক আগেই নাকি তারা এটা বুঝতে পেরেছিল; 'অসহায় বীর'—এর ঘটনার সময় বা তার আগেও তারা ব্যাপারটা বুঝেছিল, কিন্তু অত অবাস্তব কোন কথা তখন তারা বিশ্বাস করতে চায়নি। বোনেদের এটাই হল বক্তব্য। লিজাভেটা অবশ্যই সকলের আগে ব্যাপারটা বুঝেছিলেন; তিনি সব কিছুই জানতেন; সে কারণে অনেকদিন আগেই 'তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠেছিল।' কিন্তু সত্যি সত্যিই আগে সেটা জানুন বা না জানুন, হঠাৎ প্রিন্সের চিন্তাটা তাঁর কাছে খুবই অসহ্য হয়ে উঠল। চিন্তাটা তাকে একেবারে দিশাহারা করে ফেলল। এ প্রশ্নটার অবিলম্বে উত্তর খুঁজে পাওয়া দরকার, কিন্তু এর জবাব দেওয়াটা যে শুধু অসম্ভবই তাই নয়, উপরন্তু বেচারী লিজাভেটা যত চেষ্টাই করুন না কেন প্রশ্নটাই যে কি সেটাই তিনি এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট বুঝতে পারেননি। ব্যাপারটা সত্যিই জটিল। 'প্রিন্স পাত্র হিসেবে ভাল হবে, না হবে না? কাজটা কি ভাল হল? যদি ভাল না হয় (নিঃসন্দেহে নয়), তাহলে খারাপটা কোন্ দিকে? যদি ভাল হয় (সেটাও সম্ভব) তাহলে সেই ভালটা কোন্‌দিকে?' পরিবারের কর্তা আইভান প্রথমে সবচেয়ে অবাক হয়েছিলেন, কিন্তু পরে তিনি স্বীকার করলেন, 'সর্বদা এ ধরনের একটা চিন্তা তার মনে ছিল; প্রায়ই তিনি এ ধরনের কল্পনা করতেন।' স্ত্রীর কড়া চাহনির সামনে তিনি চুপ করে যেতে বাধ্য হলেন। সকালে তিনি চুপ করেই ছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় স্ত্রীর সঙ্গে একা বসে হঠাৎ খুব সাহস দেখিয়ে কিছু অপ্রত্যাশিত মন্তব্য করে বসলেন। 'আমি বলছি শেষ পর্যন্ত

এটা কি হল ?' (নীরবতা।) 'ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত, তাছাড়া ও এতে কোন রকম বাধাও দেয়নি, তবু…'(আবার নীরবতা।)' আবার যদি ব্যাপারটাকে উদার মনে দেখা যায় তাহলে, বলতে হবে প্রিন্স চমৎকার লোক আর…আর ..আমাদের বংশের নাম—বংশের নামও থাকবে,—যে বংশের মর্যাদা আজ দুনিয়ার লোকের চোখে খাটো হয়ে গেছে, কারণ লোকে জানে পৃথিবীটা একদিন কি রকম ছিল। পৃথিবী যা ছিল তাই আছে ; প্রিন্সের খুব বেশী না হলেও মোটামুটি সম্পত্তি আছে, ওর ..'(দীর্ঘ নীরবতা, তারপর বিরতি।) স্বামীর কথা শুনে লিজাভেটার রাগ ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল।

তাঁর মতে যা ঘটেছে তা 'অক্ষমনীয় অপরাধ ; মূর্খতা, অবাস্তবতা এবং বোকামি !' প্রথমতঃ 'এই ছোটোখাটো প্রিন্সটি একটি অসুস্থ নিবোধ ; দ্বিতীয়তঃ, মূর্খ ; সংসারের কিছুই সে জানে না এবং সংসারে তার কোন জায়গাও নেই। লিজাভেটা কার সামনে একে দাঁড করাবেন, কোথায় রাখবেন ? চরিত্রগতভাবে সে অদ্ভুত স্বেচ্ছাচারী তাছাডা তার একটা চাকরীও নেই। শুধু তাই নয়, এটা শুনলে রাজকুমারী বিয়েলোকোনস্কিই বা কি বলবেন ? আগলেয়ার জন্য এরকম পাত্রের কথা কি তারা কখনো ভেবেছিলেন ?' শেষ যুক্তিটাই অবশ্য প্রধান। এই চিন্তাতেই মার মনটা শিউরে উঠল, তাঁর চোখে জল এসে গেল। কিন্তু সাথে সাথেই কে যেন আবার তাঁকে বলল, 'কোন দিক দিয়ে প্রিন্স খাটো ?' নিজের মনের এই প্রতিবাদই লিজাভেটার কাছে আজ সবচেয়ে বড সমস্যা।

আগলেয়ার বোনেরা যে কোন কারণেই হোক মিশকিনের কথা ভেবে খুশী হল। তাদের কোন কিছুই অদ্ভুত বলে মনে হয়নি, এক কথায়, যে-কোন সময়ে তারা তার পক্ষে চলে যেতে পারে। কিন্তু দুজনেই ঠিক করেছে, আপাততঃ চুপ করে থাকবে। কারণ তারা অনিবার্যভাবেই লক্ষ্য করেছে যে, কোন বিষয়ে লিজাভেটার বিরোধিতা যত তাএ আর প্রবল হয়, ততই বোঝা যায় যে, তিনি প্রায় রাজী হয়ে পড়েছেন। কিন্তু আলেকজান্দ্রা একেবারে চুপ করে থাকতে পারল না। তার মা তাকে অনেকদিন ধরেই নিজের পরামর্শদাতা হিসেব নিয়োগ করেছেন ; এখন তাই তাকে মিনিটে মিনিটে ডাকছেন পরামর্শ করতে, তার থেকেও বেশী ডাকছেন পুরনো কথা মনে করিয়ে দিতে ; মানে, 'কি করে এরকম হল ? কেউ দেখতে পায়নি কেন ? কেউ কিছু বলেন কেন ? সেই "অসহায় বীর" কথাটার অর্থ কি ? কেন তাকেই সবকিছু ভাবতে হয়, দেখতে হয়, অন্যরা কেন কিছুই করে না ইত্যাদি ইত্যাদি। আলেকজান্দ্রা প্রথমে সতর্ক হয়ে বলল যে, তার বাবার কথাই তার কাছে ঠিক মনে হয়। অর্থাৎ প্রিন্স মিশকিনকে পাত্র হিসেবে নির্বাচন করলে সবাই খুশী হবে। পরে উৎসাহিত হয়ে বলল, প্রিন্স মোটেই 'বোকা' নয় এবং কোনকালে বোকা ছিলও না ; আর পরিস্থিতি বিবেচনা করলে বলতে হয়, রাশিয়ায় আর কয়েক বছরের মধ্যে ভদ্রলোকদের যে কি অবস্থা হবে তা কেউ অনুমানও করতে পারছে না। তখন চাকরীতে সাফল্যলাভটাই প্রধান বিবেচ্য হবে, না অন্য কিছু তাও আজ কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়। একথা শুনেই তার মা চটপট সিদ্ধান্ত করে বসলেন যে, আলেকজান্দ্রা একজন নিহিলিস্ট এবং এ সব হচ্ছে তার ঘৃণ্য 'নারীসুলভ প্রশ্ন' মাত্র। এ ঘটনার আধঘন্টা পরেই তিনি শহরের পথে রওনা হলেন এবং সেখান থেকে কামেনি দ্বীপে গেলেন রাজকুমারী বিয়োলো-

কোনস্কিকে খুঁজতে। সৌভাগ্যবশতঃ রাজকুমারী এখন পিটার্সবার্গেই রয়েছেন, তবে কথা আছে যে শীঘ্রই তিনি এখান থেকে চলে যাবেন। তিনি সম্পর্কে আগলেয়ার ধর্মমা।

বৃদ্ধা রাজকুমারী লিজাভেটার উত্তেজিত কথা, কিংবা তার কান্নায় এতটুকুও বিচলিত হলেন না, বরং ওঁর দিকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকালেন। বৃদ্ধা প্রচণ্ড স্বেচ্ছাচারী, নিজের সবচেয়ে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গেও তিনি কখনো সমানভাবে মেশেন না। তিনি লিজাভেটাকে নিজের অনুগত বলে ভাবেন, যেমন ভাবতেন আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে, ঠিক তেমনি। লিজাভেটার হঠকারিতা আর স্বাতন্ত্র্যবোধকে তিনি কোনদিনই মেনে নেননি। আজকের ঘটনা লক্ষ্য করে তাঁর মনে হল, 'এরা বরাবরই বড় ব্যস্তবাগীশ, তিলকে তাল করে তোলে। যা শুনলাম তাতে তেমন কিছু ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে না; সেরকম বলার মত কিছু না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই কি ভাল নয়? প্রিন্স অতি চমৎকার তরুণ, অবশ্য রুগ্ন, খামখেয়ালী এবং সাধারণ। সবচেয়ে খারাপ হল, সে প্রকাশ্যে একজন রক্ষিতাকে নিয়ে থাকে।' মাদাম এপানচিন ভালভাবেই জানেন যে, ইয়েভগেনির ব্যর্থতায় রাজকুমারী বেশ রেগে গেছেন, কারণ তিনিই তাঁকে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে যেভাবে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন তারচেয়েও অনেক বেশ উত্তেজিত হয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। এসেই সবার ওপর চটে উঠলেন, বিশেষতঃ এই যুক্তিতে যে ওরা সবাই পাগল হয়ে গেছে,' এবং ওরাই এসব কাণ্ড বাধিয়েছে। কেন ওরা এত ব্যস্ত হয়ে উঠল? কি হয়েছে? আমি যতদূর দেখছি তাতে তো তেমন কিছু ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে না। কিছু একটা ঘটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখ। আইভান সব সময়েই কল্পনায় তিলকে তাল করতে ওস্তাদ।'

এর ফলে সবাইকে চুপচাপ থেকে শান্তচিত্তে অপেক্ষা করার পথ ধরতে হল। কিন্তু হায়। এই নীরবতা দশমিনিটও টিঁকলো না। লিজাভেটার শান্তিতে প্রথম আঘাত হানল এই খবর যে, কামেনি দ্বীপে তাঁর অনুপস্থিতিতে কিছু একটা ঘটেছে। (মিশকিন যেদিন রাত নটার বদলে মাঝরাতে গিয়ে ওখানে দেখা করেছিল, সেদিনই মাদাম এপানচিনও সেখানে গিয়েছিলেন।) মায়ের অসহিষ্ণু প্রশ্নের উত্তরে বোনেরা বলতে শুরু করল যে, 'তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি,' শুধু প্রিন্স এসে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল—পুরো আধঘন্টা—সে সময় আগলেয়া তার সাথে দেখা করবার জন্য নীচে নামেনি। তারপর এসেই মিশকিনকে দাবা খেলার অনুরোধ জানাল। প্রিন্স খেলতে জানে না, তাই আগলেয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে হারিয়ে দিল। তাকে আজ খুব হাসিখুশী দেখাচ্ছিল, সে প্রিন্সকে ধমক দিল, এবং প্রিন্সও খেলতে না জানার জন্য খুবই লজ্জা পেল। আগলেয়া এত হাসছিল যে, ওদের প্রিন্সের জন্য কষ্ট হচ্ছিল। তারপর আগলেয়া এক বিশেষ ধরনের তাস খেলার কথা বলল—যাতে একজনকে 'বোকা' বানানো হয়। কিন্তু এটার ফল হল একেবারে উল্টো। প্রিন্স পাকা হাতে পেশাদারের মত খেলে গেল। আগলেয়া কায়দা করে তাস বদলে নিল, প্রিন্সের নাকের ওপরে নানারকম হাতসাফাই করল কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রিন্স পরপর পাঁচবার তাকে "বোকা" বানিয়ে দিল। তাতে সে এত প্রচণ্ড রেগে গেল যে প্রিন্সকে বেশ কড়া কড়া কথা বলতে লাগল। প্রথম প্রথম প্রিন্স হাসছিল, কিন্তু তার হাসি থেমে

গেল, যখন আগলেয়া বলল যে, 'যতক্ষণ প্রিন্স এখানে থাকবে, ততক্ষণ সে আর এদিকে পা মাড়াবে না। প্রিন্সের পক্ষে এত রাতে সবার সঙ্গে দেখা করতে আসাটা খুবই লজ্জার ব্যাপার, বিশেষতঃ যখন ইতিমধ্যে এত ঘটনা ঘটে গেছে।' কথাটা বলেই সে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। লজ্জায় প্রিন্সের মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। তারা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেও প্রিন্স এমনভাবে ঘর থেকে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল যে মনে হল যেন কোন শোকযাত্রা থেকে সে ফিরে যাচ্ছে। তারপর প্রিন্স যাওয়ার মাত্র পনেরো মিনিট পরে আগলেয়া হঠাৎ অতি দ্রুত নীচের বারান্দায় নেমে এল। তখনো তার চোখে জল, সে চোখ মুছতেই ভুলে গিয়েছিল। তার ওভাবে নেমে আসার কারণ হল কোলিয়া এসেছিল; তার সাথে ছিল একটা কাঁটাচুয়া। সবাই মিলে সেটাকে দেখতে লাগল। কোলিয়া বলল, সেটা তার নয়, তার এক স্কুলের বন্ধুর। বন্ধুটির নাম কোস্তিয়া লেবেদিয়েভ। তার সঙ্গে সে বেড়াতে বেরিয়েছে; কিন্তু বন্ধুটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেননা তার হাতে একটা সাবল থাকাতে সে আসতে লজ্জা পাচ্ছে। একটু আগেই তাদের সঙ্গে একজন চাষীর দেখা হয়েছিল, তার কাছ থেকেই তারা ঐ কাঁটাচুয়া আর শাবলটা কিনেছে। চাষীটি ওদের কাছে জন্তুটাকে পঞ্চাশ কোপেকে বেচেছে, তাব সাথে ওরা জোর করে শাবলটাও কিনেছে, কারণ শাবলটা সত্যই খুব ভাল। হঠাৎ আগলেয়া কাঁটাচুয়াটা নেওয়ার জন্য কোলিয়াকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, খুব উত্তেজিত হয়ে কোলিয়াকে 'লক্ষ্মীটি' পর্যন্ত বলে ফেলল। প্রথম প্রথম বেশ কিছুক্ষণ কোলিয়া গররাজী থেকে শেষে কোস্তিয়াকে ডাকল। দেখা গেল সত্যিই তার হাতে একটা শাবল রয়েছে এবং সে কারণে সে খুবই লজ্জিত! তখন হঠাৎ জানা গেল, কাঁটাচুয়াটা আদৌ ওদেরই নয়, সেটা পেত্রোভ নামে অন্য একটি ছেলের, সেই ছেলেটি আবার আর একটি ছেলের কাছ থেকে স্কোলসারের একটা ইতিহাস বই কেনার জন্য ওদেরকে টাকাটা দিয়েছে, কারণ সেই চতুর্থ ছেলেটি টাকার অভাবে বইটা সস্তায় বেচে দিতে চাইছে। কিন্তু ওরা বই কিনতে গিয়ে ঐ জন্তুটা কেনার লোভ সামলাতে না পেরে সেটাকে কিনে নিয়েছে, তাই এখন কাঁটাচুয়া আর শাবল এ দুটোই সেই তৃতীয় ছেলেটির কাছে বইয়ের পরিবর্তে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আগলেয়া এমন জোর করতে লাগল যে শেষে জন্তুটা তারা আগলেয়াকেই বেচে দিল। আগলেয়া সেটা কিনেই কোলিয়ার সাহায্যে সেটাকে একটা ঝুড়ির মধ্যে বসিয়ে তার ওপর একটা ছোট তোয়ালে চাপা দিয়ে কোলিয়াকে বলল, সেটা সোজা প্রিন্সের কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে তার 'গভীর শ্রদ্ধার' চিহ্নস্বরূপ দিয়ে আসতে। প্রস্তাবটা শুনে কোলিয়া প্রথমে বেশ খুশী হয়ে রাজী হয়ে গেল, কিন্তু পরমুহূর্তেই হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, 'এই কাঁটাচুয়াটা প্রিন্সকে উপহার দেওয়ার অর্থ কি?'

আগলেয়া জবাবে বলল, সেটা কোলিয়ার জানার দরকার নেই। কোলিয়া বলল, সে এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, এর কোন প্রচ্ছন্ন অর্থ আছে। তার কথায় আগলেয়া রেগে গিয়ে বলল, 'তুমি একটা গবেট।' কোলিয়া সাথে সাথে বলল, তার যদি মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকত, তাহলে সে দেখিয়ে দিত যে এ ধরনের অপমানের জবাব কিভাবে দিতে হয়। যাইহোক, অবশেষে একটা মিটমাট হল। কোলিয়া বেশ আনন্দের সঙ্গে ঝুড়িটা নিয়ে রওয়ানা দিল, আর কোস্তিয়া গেল

তার পেছন পেছন। সে ঝুড়িটাকে খুব দোলাচ্ছে দেখে আগলেয়া বারান্দা থেকে ডাক দিয়ে বলল, 'লক্ষ্মীটি কোলিয়া, ওটা ফেলে দিও না।' কথাটা সে এমনভাবে বলল যেন একটু আগে ওদের মধ্যে কোন ঝগড়াই হয়নি। তার কথার উত্তরে কোলিয়া দাঁড়িয়ে পড়ে তখনি চেঁচিয়ে বলল, 'ভয় নেই, ফেলব না; কোন চিন্তা কোরো না।' কথাটা বলেই সে খুব জোরে দৌড় দিল। তখন আগলেয়া হাসতে হাসতে খুশী মনে নিজের ঘরে চলে গেল এবং তারপর থেকে সারাটা দিনই খুব ভাল মেজাজে রয়েছে।

লিজাভেটা এসব শুনে একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। কেউ হয়ত জিজ্ঞেস করতে পারে, কেন। কিন্তু তাঁর মন সত্যিই খুব খারাপ। কাঁটাচুয়ার ঘটনা শুনে তাঁর আতঙ্ক দারুণ বেড়ে গেছে। কাঁটাচুয়ার মানেটা কি? এর পেছনে কি মতলব রয়েছে? এতে কি বোঝা যাচ্ছে? এর তাৎপর্যই বা কি? যাইহোক, দুর্ভাগ্য আইভান ফিয়োদোরোভিচ এই সময়টাতে উপস্থিত থেকে একটা উত্তর দিয়ে সব ব্যাপারটাকেই একেবারে মাটি করে দিলেন। তাঁর মতে এর কোন অর্থ নেই। কাঁটাচুয়া শুধু কাঁটাচুয়াই, অন্য কিছু নয়; বড়জোর এটা অতীতের ঘটনা ভোলার একটা সহৃদয় চেষ্টা মাত্র। মোটকথা, এটা রসিকতা, তবে সেটা নির্দোষ এবং ক্ষমার যোগ্য।'

আমরা বলতে পারি, তাঁর অনুমানটাই ঠিক। আগলেয়ার কাছ থেকে ভৎ'সিত ও অপমানিত হয়ে বাড়ী ফিরে এসে মিশকিন খুব হতাশ মনে প্রায় আধ ঘণ্টা বসে থাকার পর হঠাৎ কোলিয়া এসে হাজির হল। সাথে সাথে আবহাওয়া একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল। মিশকিন যেন প্রাণ ফিরে পেল; কোলিয়াকে প্রশ্ন করে তার প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনল, দশবার করে একই প্রশ্ন করে শিশুর মত হাসল, তারপর হাসিখুশী ছেলে দুটির সঙ্গে অনবরত করমর্দন করতে লাগল, এবং ছেলে দুটিও নিঃসঙ্কোচে তার দিকে তাকিয়ে রইল। বোঝা গেল আগলেয়া তাকে ক্ষমা করেছে, এবং সে আবার সন্ধ্যাবেলায় আগলেয়ার সাথে দেখা করতে যেতে পারে। মিশকিনের কাছে এটা যে শুধু প্রধান ব্যাপার তা নয়, বলা যায় এটাই সবকিছু।

শেষে সে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল 'কোলিয়া, এখনো আমরা কী ছেলেমানুষ! ...এরকম ছেলেমানুষ থাকাটা যে কী আনন্দের...'

কোলিয়া বিজ্ঞের মত বলল, 'আসল কথা হল প্রিন্স, ও আপনাকে ভালবাসে!'

মিশকিন লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। কোলিয়া হেসে হাততালি দিল। মিনিট খানেক পরে মিশকিনও হাসল, এবং পাঁচ মিনিট পরপর ঘড়ি দেখতে লাগল, মনে মনে হিসেব করল সন্ধ্যা হতে আর কত দেরী।

কিন্তু এদিকে মাদাম এপানচিনের মেজাজ এমন বিগড়ে গেল যে তিনি প্রবল উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। স্বামী ও মেয়েদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি আগলেয়াকে ডেকে পাঠালেন শেষ প্রশ্ন করে তার কাছ থেকে স্পষ্ট ও চূড়ান্ত জবাব জানবার জন্য। বললেন, 'পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলব, এবং এ ব্যাপারে আর কোন কথা তুলব না। সবটা না জেনে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে পারছি না!' এবার সবাই বুঝল যে, কী অবাস্তব পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আগলেয়াকে

সবাই মিলে হাজার রকম প্রশ্ন করেও প্রিন্সের প্রতি তার বিস্ময়, বিরক্তি, বিদ্রূপ ও ঠাট্টা ছাড়া আর কিছুই কেউ জানতে পারল না। লিজাভেটা নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে রইলেন, বিকেলের চায়ের আগে পর্যন্ত নীচে নামলেন না। এখন মিশকিনের আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি শঙ্কিতচিত্তে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন; অবশেষে যখন সে এল, ততক্ষণে তিনি বেশ অস্থির হয়ে উঠেছেন।

মিশকিন এমনভাবে ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকল যে মনে হল সে যেন রাস্তা হাতড়ে হাতড়ে সবাইকে প্রশ্ন করতে করতে এসেছে। আগলেয়া ঘরে নেই, ফলে তার অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল। আজ সন্ধ্যায় শুধু পরিবারের লোকেরা ছাড়া আর কোন অতিথি নেই। প্রিন্স এস. এখনো পিটার্সবার্গে ইয়েভগেনির কাকার ব্যাপারে ব্যস্ত। লিজাভেটা মনে মনে বললেন, 'ও যদি এখানে থেকে কিছু বলত।' আইভান হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছেন; বোনেরা গম্ভীর, যেন ইচ্ছে করেই চুপ করে আছে। লিজাভেটা কিভাবে কথা শুরু করবেন বুঝতে পারছেন না। শেষে রেলপথের খুব নিন্দে শুরু করে ক্রুদ্ধ মনোভাব নিয়ে মিশকিনের দিকে তাকালেন।

হায়! আগলেয়া নীচে নেমে এল না, ফলে মিশকিনের বুদ্ধি গুলিয়ে গেল। কোনরকমে সে বলল, রেলপথের উন্নতি ঘটানো খুবই দরকার: কিন্তু আদেলেদা হঠাৎ হেসে উঠতেই সে আবার মুষড়ে পড়ল। ঠিক এই মুহূর্তেই আগলেয়া ঘরে ঢুকল। শান্ত, সংযতভাবে মিশকিনকে নমস্কার করে গম্ভীর মুখে গোল টেবিলটার এক ধারে বসে মিশকিনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। সবাই বুঝল, সব সন্দেহ নিরসনের মুহূর্তটি এবার এসেছে।

আগলেয়া দৃঢ় গলায় বেশ রেগে বলল, 'আমার পাঠানো কাঁটাচুয়াটা পেয়েছিলেন?'

'পেয়েছিলাম,' কম্পিতচিত্তে মিশকিন উত্তর দিল। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

'ওটার সম্বন্ধে কি ভেবেছেন এক্ষুনি বলুন। মা এবং আর সকলের মনের শান্তির জন্য এটা অত্যন্ত জরুরী।'

'থাক, থাক আগলেয়া...' জেনারেল হঠাৎ বেশ অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন।

'সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে!' লিজাভেটা যে কোন কারণেই হোক ভয় পেয়ে বললেন।

সাথে সাথে মেয়ে কড়াগলায় জবাব দিল কিছুই সীমা ছাড়াচ্ছে না মা। আমি আজ প্রিন্সকে একটা কাঁটাচুয়া পাঠিয়েছিলাম, তাই সে সম্পর্কে তাঁর মত জানতে চাইছি। বলুন প্রিন্স?'

'কি ধরনের মত?'

'কাঁটাচুয়ার বিষয়ে।'

'মানে তুমি বোধহয় জানতে চাও ওটা...আমার কেমন লেগেছে...বা ওটা ...পাঠানোয় ...আমার কি মনে হয়েছে, মানে... এক্ষেত্রে মনে হয়, মানে...' সে থেমে গেল।

পাঁচ সেকেণ্ড অপেক্ষা করার পর আগলেয়া বলল, 'আপনি বিশেষ কিছু বলেননি। আচ্ছা, ও প্রসঙ্গ ছেড়ে দিচ্ছি; তবে এ সব ভুল বোঝাবুঝি যে থামাতে পেরেছি, এরজন্য আমি যথেষ্ট আনন্দিত। আপনার কাছে জানতে চাই: আপনি

আমায় কোন প্রস্তাব দিচ্ছেন কি ?'

লিজাভেটা বলে উঠলেন, 'হায় ভগবান !' মিশকিন চমকে উঠল; আইভান স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, বোনেরা ভুরু কোঁচকালো।

'প্রিন্স, মিথ্যে কথা বলবেন না, সত্যি কথা বলুন। আপনার জন্য আমি অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্নে জর্জরিত হচ্ছি। এসব প্রশ্নের কি কোন ভিত্তি আছে ?'

মিশকিন হঠাৎ সচেতন হয়ে বলল, 'আমি তোমাকে কোন প্রস্তাব দিইনি। কিন্তু তুমি জান, তোমাকে আমি কত ভালবাসি এবং বিশ্বাস করি···এখনো পর্যন্ত··'

'আমি জানতে চাইছি, আপনি কি আমায় বিয়ে করতে চান ?'

মিশকিন হতাশভাবে বলল, 'চাই।'

সকলের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিল।

আইভান খুব উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'এটা ঠিক হল না ভাই। এটা···এটা অসম্ভব, আগলেয়া··ক্ষমা কর প্রিন্স··লিজাভেটা!' তিনি সাহায্যের জন্য স্ত্রীর দিকে ফিরলেন। 'তোমায়·· ব্যাপারটা দেখতে হবে।'

লিজাভেটা হাত নেড়ে বললেন, 'পারব না।'

'আমায় কথা বলতে দাও মা: এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার আছে। আমার ভাগ্যের চরম মুহূর্ত নির্ধারিত হতে চলেছে'—ঠিক এই ভাষায় আগলেয়া বলল, 'তাই আমি নিজেই সব জানতে চাই এবং সবাই এখানে রয়েছে বলে আমি খুশী···প্রিন্স, যদি আপনার "এরকম ইচ্ছা থাকে" তাহলে ভবিষ্যতে কিভাবে আমায় সুখে রাখবেন ?'

'কি করে এ প্রশ্নের জবাব দেব তা বুঝতে পারছি না জবাব দেওয়ার কি আছে ? তাছাড়া তার কি কোন দরকার আছে ?'

'মনে হচ্ছে, আপনি অপ্রতিভ এবং উত্তেজিত; বিশ্রাম করে নিজেকে সুস্থ করে নিন; এক গ্লাস জল খান; অবশ্য এখনি চা আসবে।'

'আমি তোমায় ভালবাসি, আগলেয়া। খুবই ভালবাসি। তোমায় ছাড়া আর কাউকে ভালবাসি না—দোহাই তোমার, ঠাট্টা কোরো না—সত্যিই তোমায় ভালবাসি।'

'ব্যাপারটা জরুরী। আমরা যেহেতু শিশু নই তাই বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে সবকিছু দেখতে হবে·· আপনার সম্পত্তি সম্বন্ধে সবকিছু বলুন।'

'থাক, থাক আগলেয়া। কি করছ। এটা ঠিক নয়।' আইভান আহত হলেন।

লিজাভেটা বললেন, 'অপমানজনক!'

আলেকজান্দ্রা ফিসফিসিয়ে বলল, 'ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

মিশকিন অবাক হয়ে বলল, 'আমার সম্পত্তি ··মানে, টাকা ?'

'ঠিক তাই।'

মিশকিন লজ্জায় লাল হয়ে বলল, 'এখন আমার কাছে এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা রয়েছে।'

আগলেয়া এতটুকুও লজ্জিত না হয়ে সবিস্ময়ে বলল, 'ব্যস? অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি কি চাকরী করতে চান ?'

'আমি প্রাইভেট টিউটার হওয়ার জন্য একটা পরীক্ষা দেব ভাবছিলাম···

'খুব ভাল ; তাতে রোজগার বাড়বে।' আপনি একজন কামারজুঙ্কার হতে চাইছেন ?

'কামারজুঙ্কার ? না, না, সে কথা কখনো ভাবিনি।'

এইখানে দু বোন আর নিজেদের সংযত রাখতে পারল না, হাসিতে ফেটে পড়ল। আদেলেদা অনেকক্ষণ ধরেই আগলেয়ার মুখে অদম্য হাসির চিহ্ন লক্ষ্য করছিল, যা কিনা সে প্রচণ্ড কষ্টে দমন করে চলছিল। দু বোন হঠাৎ হেসে ওঠাতে আগলেয়া তাদের দিকে কটমটিয়ে তাকাল কিন্তু পর মুহূর্তে সে নিজেই প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ল। শেষে চেয়ার ছেড়ে উঠে দৌড়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

আদেলেদা বলল, 'আমি জানতাম এটা ঠাট্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথম থেকেই শুরু হয়েছে—সেই কাঁটাচুয়ার কথা থেকেই।'

লিজাভেটা হঠাৎ রাগে জ্বলতে জ্বলতে বললেন, 'না, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।' তিনিও দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মেয়েরাও তাঁর পেছনে পেছনে দৌড়ল। শুধুমাত্র পরিবারের কর্তার সঙ্গেই মিশকিন ঘরে বসে রইল।

জেনারেল কি বলবেন বুঝতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ রকম কিছু ভাবতে পেরেছিলে, প্রিন্স ? বল, ঠিক করে বল।'

মিশকিন বিষণ্ণ সুরে বলল, 'আগলেয়া আমাকে ঠাট্টা করছিল !'

'একটু অপেক্ষা কর। আমি চলে যাব, একটু অপেক্ষা কর, কারণ ··আমাকে বুঝিয়ে বল, এ সব কি করে ঘটল, এর অর্থ কি ? আমি ওর বাবা, অথচ আমি, কিছুই বুঝতে পারছি না। অন্ততঃ তুমি আমায় সবকিছু খুলে বল।'

'আমি আগলেয়াকে ভালবাসি, ও সেটা জানে . আমার মনে হয়, অনেকদিন ধরেই জানে।'

জেনারেল কাঁধ ঝাঁকালেন। 'অদ্ভুত, অদ্ভুত !···ওকে কি খুব ভালবাস ?'

'খু-উ-ব।'

'সবটাই আমার বেশ অদ্ভুত লাগছে মানে, এমন বিস্ময় আর আঘাত যে—আমি সম্পত্তির কথা বলছি না (অবশ্য আমার ধারণা ছিল, তোমার সম্পত্তি আরো বেশী)। মানে—আমার মেয়ের সুখ—তুমি কি ওকে সুখে রাখতে পারবে ? আর—এর অর্থ কি ? ও কি ঠাট্টা করছে ? তোমায় নয়, ওর কথা বলছি ?'

দরজার কাছে আলেকজান্ড্রার গলা শোনা গেল, সে বাবাকে ডাকছে।

'একটু অপেক্ষা কর। একটু বসে ভাব, আমি এক্ষুণি আসছি,'—তিনি ভীত হয়ে একরকম ছুটেই চলে গেলেন।

গিয়ে দেখলেন স্ত্রী ও মেয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। সে কান্না আনন্দের, ভালবাসার, মিলনের। আগলেয়া মার হাতে, গালে, ঠোঁটে চুমু খাচ্ছে, দুজনে দুজনকে জড়িয়ে আছে।

লিজাভেটা বললেন, 'আইভান, ওকে দেখ !'

আগলেয়া মার বুক থেকে কান্নায়-ভেজা, ছোট্ট, খুশী খুশী মুখটা তুলে বাবার দিকে তাকাল ; জোরে হেসে উঠে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে অনেকবার চুমু দিল। তারপর আবার গিয়ে এমন করে মার বুকে মুখ লুকোল যে, কেউ দেখতে

পেল না, আবার সে কাঁদতে শুরু করল। লিজাভেটা নিজের গায়ের শালের আঁচল দিয়ে তাকে ঢেকে দিলেন।

তিনি আনন্দের সুরে বললেন, 'ওরে নিষ্ঠুর, তুই আমাদের সাথে কি করছিস তা আমি জানতে চাই।' তিনি যেন এখন অনেকটা সহজে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন।

আগলেয়া হঠাৎ সায় দিল, 'নিষ্ঠুর। হ্যাঁ, নিষ্ঠুর। বকাটে। অপদার্থ। বাবাকে সেকথা বল। হ্যাঁ, বাবা এখানেই আছেন। বাবা, এখানে আছ? শুনতে পাচ্ছ?' সে কান্নার সাথে সাথে হাসতে লাগল।

'আমার সোনামণি!' জেনারেল আহ্লাদে আটখানা হয়ে মেয়ের হাতে চুম্বন করলেন। (আগলেয়া হাত সরাল না।) 'তা হলে এই ছেলেটিকেই তুই ভালবাসিস?'

'না—না—না। ওকে আমার সহ্য হয় না, ওকে আমি সইতে পারি না।' হঠাৎ রেগে গিয়ে মাথা তুলে আগলেয়া চেঁচিয়ে উঠল। 'যদি তুমি আর—সত্যি বলছি, বাবা, শুনতে পাচ্ছ? সত্যি বলছি।'

সে সত্যিই বলেছে। তার মুখ লাল হয়ে গেল, চোখ দুটো ঝলসে উঠল। তার বাবা এতে বেশ ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু লিজাভেটা মেয়ের আড়ালে জেনারেলকে ইসারা করলেন; যার অর্থ জেনারেল বুঝলেন: 'কোন প্রশ্ন কোরো না।'

'যদি তাই হয়, তাহলে সোনামণি, তোর যেমন ইচ্ছে, তাই করিস। প্রিন্স একা এখানে অপেক্ষা করছে। ওকে কায়দা করে চলে যেতে বলি?' আইভান স্ত্রীর দিকে ইসারা করলেন।

'না, না, তার কোন দরকার নেই; কোন "কায়দা" করতে হবে না। তুমি ওর কাছে যাও, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। ওর কাছে আমি ক্ষমা চাইব, কারণ আমি ওর মনে আঘাত দিয়েছি।'

আইভান গম্ভীরভাবে সায় দিলেন, 'হ্যাঁ, খুব আঘাত দিয়েছ।'

'ঠিক আছে…তোমরা সবাই বরং এখানে থাক; আগে আমি একা যাই, তারপর তোমরা এসো; একটু পরে এসো, সেই ভাল হবে।'

সে দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল। দুঃখিত স্বরে বলল, 'আমি হেসে ফেলব! হাসতে হাসতে মরে যাব!' বলেই দৌড়ে মিশকিনের কাছে চলে গেল।

আইভান সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'এর মানে কি? তোমার কি মনে হয়?'

লিজাভেটাও চটপট জবাব দিলেন, 'আমার বলতে ভয় হচ্ছে, কিন্তু স্পষ্ট বুঝেছি।'

'আমিও। দিনের আলোর মত স্পষ্ট। আগলেয়া ওকে ভালবাসে।'

'শুধু তাই নয়, খুবই ভালবাসে। কিন্তু লোকটা কেমন, ভেবে দেখো!' আলেকজান্দ্রা বলল।

লিজাভেটা বুকে ক্রস আঁকলেন, 'ওর ভাগ্যে যদি এই থাকে, তাহলে ভগবান ওকে আশীর্বাদ করুন!'

জেনারেল সায় দিলেন, 'এই ওর ভাগ্য, ভাগ্যকে এড়ানো যায় না।'

সবাই খাবার ঘরে গেল; সেখানে তাদের জন্য আবার একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

আগলেয়া বলেছিল সে হেসে ফেলবে, কিন্তু দেখা গেল হাসি তো নেই-ই, বরং লজ্জিতভাবে সে মিশকিনকে বলছে, 'এই বোকা, অপদার্থ, বাজে মেয়েটাকে ক্ষমা করুন'—মিশকিনের হাতটা সে নিজের হাতে তুলে নিল—'বিশ্বাস করুন, আমরা সবাই আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি। যদি আপনার সহৃদয় সরলতাকে উপহাস করে থাকি. তাহলে কোন দুষ্টু বাচ্চাকে যেমন ক্ষমা করেন সেভাবে আমায় ক্ষমা করুন। আপনাকে ঠাট্টা করার জন্য ক্ষমা চাইছি; ওটার কোন মানে ছিল না।' শেষ কথাগুলোতে সে বেশ জোর দিল।

বাবা, মা আর বোনেরা বসার ঘরে ঢুকে সবকিছু দেখল এবং শেষ কথাগুলো শুনে সবাই বেশ অবাক হল। তারা আরো অবাক হল, আগলেয়ার আন্তরিকতা দেখে। সবাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাল। কিন্তু মিশকিন এসব কথার মানে বুঝেছে বলে মনে হচ্ছে না, তবে তাকে বেশ খুশী খুশী দেখাচ্ছে।

সে বলল, 'ওভাবে কথা বলছ কেন? ক্ষমা চাইছ কেন?'

আগলেয়া তার কাছে ক্ষমা চাইবে এ যোগ্যতা যে সে অর্জন করেনি একথাই যেন মিশকিন বলতে চাইছে। কে জানে, সম্ভবতঃ শেষ কথাগুলোর অর্থ হয়ত সে খেয়ালই করেনি, বরং নিজে অত্যন্ত অদ্ভুত চরিত্রের লোক বলে হয়ত ওই কথাগুলোতে স্বস্তিই বোধ করছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সে যে বিনা-বাধায় এসে আগলেয়ার সঙ্গে দেখা করতে পেরেছে, তার সাথে কথা বলতে পারছে, তার সাথে বসতে পেরেছে, তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে পারবে, সেটাই এখন তার কাছে সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার। হয়ত এতেই সে বাকী জীবনটা সুখে কাটাতে পারবে। (ঠিক এই সন্তোষকেই লিজাভেটা গোপনে ভয় পেয়েছেন। তিনি মিশকিনকে সঠিক বুঝেছেন। মিশকিনের সম্পর্কে এমন অনেক বিষয়ে গোপনে ভয় পেয়েছেন যা প্রকাশ করতে পারেননি।)

আজ সন্ধ্যায় মিশকিন কিভাবে সাহস ও উদ্যম ফিরে পেয়েছে তা বলা কঠিন। তার মন আজ এত হাল্কা হয়ে গেছে যে পরে আগলেয়ার বোনেরা সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করল। মিশকিন ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে; আজ থেকে ছ' মাস আগে এক সকালে এপানচিনদের সঙ্গে তার আলাপ হওয়ার পর থেকে তাকে আর কখনো এরকম দেখা যায়নি। পিটার্সবার্গে ফিরে সে ইচ্ছে করেই চুপ করে থাকত, এবং সম্প্রতি প্রিন্স এস.কে সকলের সামনেই বলেছিল যে তার চুপ করে থাকাই উচিত, কেননা কোন চিন্তাকে প্রকাশ করে তাকে ছোট করা উচিত নয়। আজ সন্ধ্যায় শুধু সে-ই কথা বলে চলেছে। অনেক গল্প করল; স্পষ্ট ভাষায় সানন্দে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিল। কিন্তু কথার মধ্যে তার প্রেমঘটিত বিষয়ের কোন আভাসও পাওয়া গেল না। সে আন্তরিক গভীরতার সঙ্গে কথা বলে গেল। তার নিজস্ব কিছু মতও সে প্রকাশ করল; যারা তা শুনল তারা নিজেরাই বলল যে, সে যদি ভাল করে ওগুলো গুছিয়ে না বলত তবে ওসব কথা শুনে হাসি পেত। জেনারেল এপানচিন গুরুগম্ভীর বিষয়ে আলোচনা পছন্দ করলেও তাঁর ও লিজাভেটার মনে হল, আলোচনাটা বড় উঁচুদরের; সুতরাং সন্ধ্যা উতরে যাওয়ার পর তাদেরকে বেশ বিষণ্ণ দেখাতে লাগল। তখন মিশকিন মজার গল্প বলতে শুরু করল। প্রথমে সে একাই হাসছিল পরে অন্যেরা তাকে ভাল মেজাজে দেখে তার থেকেও বেশী হাসতে শুরু করল। আগলেয়া সারাটা সন্ধ্যা কোন কথাই বলল না;

সে সর্বক্ষণ মিশকিনের কথা শুনল, তার চেয়েও বেশী তাকে লক্ষ্য করল।

লিজাভেটা পরে স্বামীকে বললেন, 'ও প্রিন্সের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না ; প্রতিটা কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে ; সব মনে রাখছে। কিন্তু যদি ওকে বল যে ও ওকে ভালবাসে তাহলে দেখবে চেঁচিয়ে কানে তালা লাগাবে।'

জেনারেল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'উপায় নেই, এটাই হচ্ছে ভাগ্য।'

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথাটা তিনি বারবার বলতে লাগলেন, কারণ এটা তার ভাল লেগেছে। আমরা বলব, ব্যবসায়ী হিসেবে বর্তমান অবস্থার অনেককিছুই তাঁর খারাপ লেগেছে, বিশেষতঃ এই অনিশ্চয়তা। কিন্তু আপাততঃ তিনি নীরবে লিজাভেটার কথা শুনে চলবেন বলে মনে মনে ঠিক করেছেন।

কিন্তু এই পরিবারের আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। পরেরদিন আগলেয়া আবার মিশকিনের সঙ্গে ঝগড়া করল, এভাবেই দিনের পর দিন চলতে লাগল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মিশকিনকে ঠাট্টা করে সে তাকে অন্যদের কাছে হাস্যকর করে তুলতে লাগল। অবশ্য মাঝে মাঝে তারা দু-এক ঘণ্টা একত্রে বাগানে বসে থাকে ; কিন্তু দেখা গেছে, এরকম সময়ে মিশকিন প্রায়ই কোন বই বা খবরের কাগজ পড়ে আগলেয়াকে শোনাচ্ছে।

আগলেয়া একদিন খবরের কাগজ পড়ায় বাধা দিয়ে বলল, 'আমি লক্ষ্য করেছি, আপনি ভীষণ অশিক্ষিত। আপনি কিছুই ভাল করে জানেন না। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে অমুক কে, বা কবে অমুক ঘটনা ঘটেছে বা কোন সন্ধির নাম কি, তাহলে আপনি তার জবাব দিতে পারেন না। সত্যি, আপনাকে দেখে আমার মনে খুব করুণা জাগে।'

মিশকিন বলল, 'আমি তো বলেছি, আমি বেশী লেখাপড়া শিখিনি।'

'তাহলে কি শিখেছেন? এরপরে আপনাকে কি করে শ্রদ্ধা করব? হয় পড়ুন, নয়তো পড়বেন না। পড়া থামান।'

আজ সন্ধ্যায় আবার তার ব্যবহারে সবাই ধাঁধায় পড়ল। প্রিন্স এস. ফিরে এসেছেন ; আগলেয়া তাঁর প্রতি ব্যবহারে খুবই অমায়িক, সে ইয়েভগেনি সম্বন্ধে অনেক খোঁজখবর নিল। (মিশকিন এখনো আসেনি।) হঠাৎ প্রিন্স এস. 'পরিবারের আরেকটি আসন্ন ঘটনার' উল্লেখে কয়েকটি কথা বললেন, তা লিজাভেটা শুনতে পাননি। বললেন, আদেলেদার বিয়ে পিছিয়ে দেওয়া হতে পারে যাতে দুটো বিয়ে একসঙ্গে হয়। 'এই সাধারণ কথাটাতেই' আগলেয়া প্রচণ্ড রেগে উঠল ; বলল, 'বর্তমানে কারোর রক্ষিতা হওয়ার তার ইচ্ছে নেই।'

এই কথায় সবাই আহত হল, সবচেয়ে বেশী আহত হলেন ওর বাবা-মা। স্বামীর সঙ্গে গোপন আলোচনায় লিজাভেটা বললেন যে জেনারেলকে নাস্তাসিয়ার বিষয়ে মিশকিনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।

আইভান বললেন, এসব শুধু খামখেয়ালীপনা। যদি প্রিন্স এস. বিয়ের কথা না তুলতেন, তাহলে এরকম হত না ; কারণ আগলেয়া নিজে ভালভাবে জানে যে, এসব বাজে লোকের রটনা, নাস্তাসিয়া রোগোজিনকেই বিয়ে করবে, প্রিন্সের সঙ্গে এ ব্যাপারে তার কোন যোগ নেই ; আর সত্যি কথা বলতে কি, এ ধরনের যোগাযোগ কখনো ছিলও না।

তবু মিশকিন মনের আনন্দেই রইল। অবশ্য সে মাঝে মাঝে আগলেয়াকে

বিষণ্ণ ও অসহিষ্ণু দেখে, কিন্তু তার মনে এমন কোন বিশ্বাস রয়েছে, যে কারণে সে কখনো মনমরা হয়ে থাকে না। একবার সে যদি কোন কিছুতে বিশ্বাস করে তাহলে সে বিশ্বাস তার আর যায় না। হঠাৎ ইপ্পোলিতের সঙ্গে তার মাঠে দেখা হয়ে যেতে ইপ্পোলিতের মনে হল প্রিন্স মনে মনে খুবই স্বস্তিবোধ করছে।

মিশকিনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'তখনই আপনাকে বলিনি যে, আপনি প্রেমে পড়েছেন?'

মিশকিন তার সাথে করমর্দন করে তাকে এখন 'এত ভাল দেখাচ্ছে' বলে অভিনন্দন জানাল। রোগীকে যেন আশান্বিত মনে হল, যেমন যক্ষ্মা রোগীদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

মিশকিনের হাসিখুশী চেহারা দেখে ইপ্পোলিত তাকে বিদ্রূপ করে কিছু বলতে এসেছিল, কিন্তু তার বদলে নিজের কথা বলতে শুরু করল। একটার পর একটা অভিযোগ করে যেতে লাগল—দীর্ঘ, অসংলগ্ন অভিযোগ।

শেষে বলল, 'বিশ্বাস করবেন না, ওরা কী খিটখিটে, কী নীচ, দাম্ভিক আর সাধারণ। জানেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মরব, শুধু এই শর্তে ওরা আমাকে রেখেছে এবং এখন আমি মরার বদলে ভাল হচ্ছি দেখে খেপে গেছে। সত্যি এটা একটা প্রহসন। বাজী রাখছি, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেননি।'

মিশকিনের জবাব দেওয়ার ইচ্ছা হল না।

ইপ্পোলিৎ বলল, 'আমি মাঝে মাঝে আবার আপনার কাছে যাওয়ার কথা ভাবি। একটা লোক তাড়াতাড়ি মারা যাবে এই শর্তে ওরা তাকে আশ্রয় দিতে পারে বলে কি আপনার মনে হয় না?'

'আমি ভেবেছিলাম, ওরা অন্য কারণে তোমাকে নিয়ে গেছে।'

'ও। আপনাকে সবাই যত সরল ভাবে, আপনি মোটেই তা নন। এখন বলার সময় নয়, নাহলে আপনাকে ঐ হতভাগা গানিয়া আর তার আশার কথা বলতাম। ওরা আপনাকে হেয় করছে, প্রিন্স, কাজটা ওরা নিষ্ঠুরের মত করছে—অথচ আপনাকে এত শান্ত দেখে খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু হায়! আপনার কিছুই করার নেই।'

মিশকিন হাসল, 'এ ভারী মজার কথা। তোমার কি মনে হয়, আমি এতটা শান্ত না থাকলে বেশী সুখী হতাম?'

'সুখী হওয়ার চেয়ে বরং সত্য জেনে অশান্তিতে থাকুন। আপনার যে ওপক্ষে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, মনে হচ্ছে, এটা যেন আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না?'

'ইপ্পোলিৎ, তুমি প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা যা বলছ, সেটা বিদ্বেষপ্রসূত; তোমার কথার জবাব দেওয়ার অধিকার আমার নেই বলে আমি দুঃখিত। গ্যাভ্রিলের যা গেছে, তার পরও সে সুখী হতে পারে কি না, সেটা নিজেই ভেবে দেখো; মানে, যদি তার সব কথা আদৌ তোমার জানা থাকে তবেই। ওদিক থেকেই বিষয়টাকে দেখা উচিত বলে আমার মনে হয়। তার নিজেকে বদলাবার সময় রয়েছে, তার সামনে পড়ে রয়েছে লম্বা জীবন—যে জীবন সম্পদে ভরা—অবশ্য—অবশ্য'—মিশকিন অনিশ্চিতভাবে থেমে গেল। 'আর হেয় করার সম্বন্ধে যা বলছ সেটা জানি না; থাক ইপ্পোলিত, এ নিয়ে আর আলোচনা কোরো না।'

'আপাততঃ থাক; তাছাড়া, আপনাকে ভদ্রলোক হয়ে থাকতে হবে। হ্যাঁ

প্রিন্স, ওটাকে অবিশ্বাস করার জন্য আপনাকে নিজের চোখে দেখতে হবে। হা—হা। এই মুহূর্তে আমাকে খুব ঘৃণা করছেন—কি, তাই না?'

'কি জন্য? কারণ, তুমি আমাদের চেয়ে বেশী কষ্ট পেয়েছ এবং এখনো পাচ্ছ—তাই?'

'না, আমি কষ্ট পাওয়ার অযোগ্য বলে।'

'যদি কেউ বেশী কষ্ট সহ্য করতে পারে তাহলে বুঝতে হবে সে নিশ্চয়ই বেশী যোগ্য। আগলেয়া তোমার লেখা পড়ে তোমায় দেখতে চেয়েছিল—'

'সে সেটা মুলতুবি রেখেছে—দেখা করতে পারছে না। বুঝেছি, বুঝেছি—' ইপ্পোলিৎ যেন কথাটা তাড়াতাড়ি থামাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। 'শুনলাম, আপনি নাকি তাকে লেখাটা পড়ে শুনিয়েছিলেন। ওটা আমি প্রলাপের ঘোরে লিখেছিলাম এবং প্রলাপের ঘোরেই পড়েছিলাম। ওটা লেখার জন্য যে কেউ আমাকে তিরস্কার করবে, কিংবা ওটাকে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার মত নিষ্ঠুরতা নয় (সেটা আমার পক্ষে অপমানজনক), ছেলেমানুষী দাম্ভিকতা দেখাবে এবং প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠবে সেটা আমি আগে বুঝতে পারিনি। অপ্রতিভ হবেন না; কথাট আপনার সম্পর্কে বলছি না।'

'কিন্তু ইপ্পোলিৎ, ঐ লেখাটাকে তুমি হেয় করছ দেখে, আমি দুঃখ পাচ্ছি। লেখাটা আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ, এবং এর অতি অবাস্তব জায়গাগুলো—সেরকম অনেক জায়গা এতে আছে—দুঃখের ছোঁয়ায় শুধরে গেছে।' কথাটা শুনে ইপ্পোলিৎ বেশ গোমড়া হল। মিশকিন বলে চলল, 'কারণ ওগুলো স্বীকার করাতেই দুঃখ রয়েছে,—হয়ত কিছুটা পৌরুষও আছে। যে কথা ভেবে তুমি উৎসাহ পেয়েছিলে, তার নিশ্চয়ই কোন মহান ভিত্তি ছিল। যত সময় যাচ্ছে ততই এটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি। তোমায় বিচার করছি না। যা মনে হয়েছে তাই বলছি; তখন বলিনি বলে খারাপ লাগছে।

ইপ্পোলিতের মুখ লাল হয়ে উঠল। তার মনে হল মিশকিন ভণ্ডামি করে তার মন গলাচ্ছে। কিন্তু মিশকিনের মুখের দিকে তাকিয়ে তার আন্তরিকতায় ইপ্পোলিৎ নিঃসন্দেহ হল। ফলে আবার তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'তবু আমায় মরতেই হবে! আমার মত লোককে। ভেবে দেখুন, আপনার গানিয়া আমায় কিভাবে জ্বালাচ্ছে! তার বক্তব্য হল যে, যারা আমার লেখা শুনেছে তাদের মধ্যে অন্ততঃ তিন চারজন আমি মরবার আগেই মারা যাবে। এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? সে ভাবছে, এ কথায় আমি স্বস্তি পাব—হা-হা! প্রথমতঃ, তারা এখনো মরেনি। যদি তারা মরে. তাতে আমার কোন আনন্দ হবে না। সে নিজেকে দিয়ে বিচার করেছে, এখন আরো এগিয়ে গেছে। এখন আমায় গালাগালি দিচ্ছে; বলছে ভদ্রলোক নিঃশব্দে মরে, আমি শুধু আত্মপ্রচার করছি! আপনার এ সম্পর্কে মত কি? ওরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছে না যে ওদের নিজেদের মধ্যেই কী ভয়ঙ্কর আত্মম্ভরিতা রয়েছে! একদিকে ওরা কত মার্জিত, আবার অন্যদিকে ওদের মন কী স্থূলদম্ভে ভরা। অষ্টাদশ শতকের স্তেপান গ্লিয়েবোভের মৃত্যুর কথা পড়েছেন? আমি গতকাল এটা পড়ছিলাম—'

'কোন্ স্তেপান গ্লিয়েবোভ?'

'পিটারের আমলে তাঁর শাস্তি হয়েছিল।'

'ও হ্যাঁ, জানি। শুধুমাত্র একটা ফার কোট গায়ে বধ্যভূমিতে পনেরো ঘন্টা ছিলেন এবং শেষ অবধি বিপুল গৌরবের সঙ্গে মারা গিয়েছিলেন। হ্যাঁ, পড়েছি; তাতে কি হয়েছে?'

'ভগবান মানুষকে এরকম মৃত্যু দেন, কিন্তু আমাদের দেন না। আপনি বোধহয় ভাবছেন, আমি এভাবে মরতে পারি না?'

মিশকিন ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'মোটেই না! শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে তুমি—মানে, তুমি ওরকম হতে পারবে না বলিনি, তবে তুমি—তুমি বরং হবে—'

'বুঝেছি অনেকটা অস্টারম্যানের মত—তাই বলতে চেয়েছেন তো?'

মিশকিন অবাক হয়ে বলল, 'কোন্ অস্টারম্যান?'

'অস্টারম্যান, কূটনীতিবিদ, পিটারের অস্টারম্যান' ইপ্পোলিৎ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

মাঝে সামান্য নীরবতা। তারপর মিশকিন বলল, 'না, না। তা বলতে চাইনি। আমার মনে হয় না যে তুমি কখনো অস্টারম্যান হতে পারবে।'

ইপ্পোলিৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করল।

পাছে সে ভুল বোঝে তাই ব্যস্ত হয়ে মিশকিন বলল, 'অবশ্য, এর কারণ হিসেবে বলতে চাই যে, তখনকার মানুষেরা ঠিক আমাদের মত ছিল না। মানে, ঠিক এক জাতি ছিল না, (বিশ্বাস কর, আমার মাথায় সবসময় এ চিন্তা ঘোরপাক খাচ্ছে) আমাদের যুগে মনে হয়, আমরা যেন আলাদা প্রজাতি—তখন মানুষের চিন্তা ছিল একরকম, কিন্তু এখন আমরা আরো ভীতু, আরো পরিণত, বেশী অনুভূতি প্রবণ। এখন মানুষ একসঙ্গে দু-তিনরকম চিন্তা করতে পারে—আধুনিক মানুষের মন আরো উদার—তাই আগের মত তারা মিলতে পারে না। আমি—আমি এ ভেবেই বলেছি—'

'বুঝেছি; অত সহজে আমার মতের বিরোধিতা করেছিলেন, তা সামলানোর জন্য এখন প্রাণপণ চেষ্টা করছেন—হা-হা! প্রিন্স, আপনি একেবারে শিশু। অবশ্য লক্ষ্য করেছি, আপনারা সবাই আমাকে কাঁচের বাসনের মত দেখেন—আমি রাগ করিনি, সব ঠিক আছে! যাক আমাদের খুব মজার আলোচনা হল। আপনি মাঝে মাঝে একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে যান। আমি হয়ত অস্টারম্যানের চেয়ে আরো ভাল কিছু হতে চাই—দেখছি খুব তাড়াতাড়িই আমার মরা উচিত,—আমায় ছেড়ে দিন। চলি। আচ্ছা বলুন তো, কোন্‌ভাবে মরাটা আমার পক্ষে সবচেয়ে ভাল হবে? —মানে যতদূর সম্ভব ভদ্রভাবে। বলুন!'

মিশকিন মৃদুগলায় বলল, 'আমাকে ক্ষমা কর।'

'হা-হা-হা! ঠিক এটাই ভেবেছিলাম! জানতাম এরকম একটা কিছু হবে! অবশ্য আপনার।...আপনারা ভাল কথা বলতে পারেন। চলি! চলি!'

॥ ছয় ॥

সন্ধ্যা বেলায় এপানচিনদের বাড়ীর নিমন্ত্রণে রাজকুমারী বিয়েলোকোনস্কি আসবেন বলে ভারভারা তার ভাইকে যা বলেছে—সেটা সঠিক খবর। আজ সন্ধ্যায় অতিথিদের আসার কথা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও সে নিজের মতটাকেই সজোরে প্রকাশ করেছে। সব ব্যবস্থাই অতি দ্রুত করা হয়েছে, তারমধ্যে কিছু অনাবশ্যক উত্তেজনাও রয়েছে, কারণ 'ঐ পরিবারের কেউই অন্যদের মত কাজ করতে

পারে না।' এর মূল কারণ হল লিজাভেটার ধৈর্যহীনতা। তিনি আর 'কিছুতেই উদ্বেগের মধ্যে থাকতে রাজী নন।' তাছাড়া আর একটা কারণ হল, প্রিয় মেয়ের সুখ সম্বন্ধে বাবা-মা দুজনেই বেশ আশঙ্কিত। তাছাড়া, রাজকুমারী শীঘ্রই চলে যাচ্ছেন; তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার সমাজে একটা মূল্য আছে। ওঁদের আশা, রাজকুমারী মিশকিনকে ভালভাবে নেবেন, তাই ওঁরা ভাবলেন, 'সবাই' আগলেয়ার বরকে সরাসরি সর্বশক্তিশালিনী 'বৃদ্ধা রাজকুমারী'র হাত থেকে গ্রহণ করবে, সুতরাং এ বিয়েতে অদ্ভুত কিছু থাকলেও এরকম পৃষ্ঠপোষক পেলে ব্যাপারটা কম অস্বাভাবিক বলে মনে হবে। আসলে বাবা মা দুজনের কেউই ঠিক করে উঠতে পারছেন না যে ব্যাপারটাতে সত্যিই অস্বাভাবিকতা কিছু আছে কি না, বা থাকলেও তা কতটা। এখনো আগলেয়ার কল্যাণে কিছুই স্থির হয়নি; এ সময়ে প্রভাবশালী, যোগ্যব্যক্তিদের খোলাখুলি, সহৃদয় মতামত খুবই কাজে লাগবে। আজ অথবা কাল প্রিন্সকে সেই সমাজের সাথে পরিচিত হতে হবে, যে সমাজ সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই। মোট কথা, ওঁরা প্রিন্সকে 'দেখাতে' চান। সাদাসিধে পার্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু 'পরিবারের বন্ধুদের' আসার কথা, তাও বেশী নয়। রাজকুমারী ছাড়া আরেকজন মাত্র মহিলা আসছেন—একজন অতি সম্মানিত ব্যক্তির স্ত্রী। অতিথিদের মধ্যে ইয়েভগেনিই হচ্ছে একমাত্র তরুণ, সেই রাজকুমারীকে নিয়ে আসবে।

মিশকিন শুনেছিল, রাজকুমারী তিনদিন আগেই আসছেন। কিন্তু পার্টির কথা সে মাত্র গতকালই জেনেছে। অবশ্য কদিন ধরে এপানচিন পরিবারের সকলের মধ্যে সে ব্যস্ততা লক্ষ্য করছিল এবং কথাটা তার কাছে কয়েকবার তোলার চেষ্টা করায় তার মনে হয়েছিল যে, সে কি করবে, তাই ভেবেই যেন ওরা ভয় পাচ্ছে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক এপানচিনরা সবাই ভেবেছে যে, তাকে নিয়ে যে তাদের এত অস্বস্তি, সেটা মিশকিনের মত সরল লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, সুতরাং তাকে দেখে সকলেই মনে মনে চিন্তিত হয়েছে। সে অবশ্য আসন্ন ঘটনায় কোন গুরুত্ব দেয়নি। তার মনে এখন সম্পূর্ণ অন্য চিন্তা। আগলেয়া ক্রমশঃই বিরক্ত ও খামখেয়ালী হয়ে উঠছে—এটাই তার কাছে সবচেয়ে অসহ্য বলে মনে হচ্ছে। ইয়েভগেনি আসবে শুনে সে খুশী হয়ে বলল, ইয়েভগেনিকে অনেকদিন ধরে তার দেখার ইচ্ছে। কথাটা কারোই তেমন ভাল লাগল না। আগলেয়া বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে চলে গেল; শেষে রাত বারোটা নাগাদ যখন মিশকিন চলে যাচ্ছে তখন তাকে এগিয়ে দিতে গিয়ে বলল, 'কাল সারাদিন আমাদের এখানে আসবেন না, আসবেন সন্ধ্যার সময় যখন…লোকজন আসবে। জানেন তো কয়েকজন অতিথি আসছে?'

সে বেশ অসহিষ্ণুতার সঙ্গে কঠিন ভঙ্গীতে কথা বলছে। এই প্রথম সে 'পার্টি'র নাম উল্লেখ করল। তার কাছেও যে এই লোকজন আসার ব্যাপারটা অসহনীয় লাগছে সেটা প্রত্যেকেই লক্ষ্য করেছে। হয়ত এ নিয়ে বাবা-মার সঙ্গে তার ঝগড়া করার খুব ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু অহঙ্কার এবং ভদ্রতার কারণে সে কিছু বলেনি। মিশকিনও এখন বুঝল যে, আগলেয়াও তার জন্য ভয় পাচ্ছে (সেটা সে স্বীকার করতে চায় না)। এতে হঠাৎ তার নিজের মনেও ভয় দেখা দিল।

বলল, 'হ্যাঁ, আমায় আসতে বলা হয়েছে।'

আগলেয়া কিছুক্ষণ কথা খুঁজে পেল না। তারপর বলল, 'আপনার সঙ্গে কটা দরকারী কথা বলতে পারি কি? অন্তত একবার?' হঠাৎ সে অকারণে খুব রেগে উঠল, নিজেকে সামলাতে পারছে না।

মিশকিন বলল, 'বলতে পার, আমি শুনছি। আমি খুব আনন্দিত।'

আগলেয়া এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তারপর বেশ ঝাঁজের সঙ্গে বলল, 'ওদের সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করতে চাইনি, কিন্তু ওরা কতকগুলো জিনিষ বোঝে না। মার কয়েকটা নীতি আমার কাছে বরাবর উদ্ভট বলে মনে হয়েছে। বাবার কথা কিছু বলছি না; তাঁর কাছে কিছু আশা করে লাভ নেই। মা অবশ্যই মহীয়সী মহিলা, যদি তার সামনে কোন হীন প্রস্তাব রাখেন তাহলেই বুঝতে পারবেন। তবু এ সব তিনি মেনে নেন ..এই ঘৃণ্য লোকগুলোকে। রাজকুমারীর কথা বলছি না। ওঁর চরিত্র ঘৃণ্য, কিন্তু উনি খুব বুদ্ধিমতী; কি করে লোককে হাতে রাখতে হয় তা তিনি জানেন। কী নীচতা! এটা অকল্পনীয়। আমরা বরাবর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, যতদূর মধ্যবিত্ত হওয়া সম্ভব ততটাই। কেন জোর করে এই অভিজাত সম্প্রদায়ে ঢোকার চেষ্টা? আমার বোনেরাও এই পথেই চলেছে। প্রিন্স এস. ওদের মাথা গুলিয়ে দিয়েছেন। ইয়েভগেনি এখানে আসবে জেনে আপনি খুশী হয়েছেন কেন?'

মিশকিন বলল, 'শোন আগলেয়া, আমার মনে হচ্ছে, কাল লোকজনের মাঝে আমি তোমাদেরকে বেইজ্জত করে দেব বলে ভয় পাচ্ছ।'

'আমি ভয় পাচ্ছি? আপনার জন্যে?' আগলেয়া লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। 'আপনার জন্য আমি ভয় পেতে যাব কেন? তাতে আমার কি এসে যাচ্ছে? আর এ সব কথা আপনি বলছেনই বা কি করে? "বে-ইজ্জত" করা বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? কথাটা মানহানীকর, জঘন্য!'

'এটা.. বাচ্চা ছেলের বলে।'

'ঠিক, এটা বাচ্চা ছেলেদেরই কথা। জঘন্য! মনে হচ্ছে, কাল সারা সন্ধ্যা আপনি এ ধরনের কথাই বলবেন। বাড়ীতে গিয়ে অভিধান দেখে এ রকম আরো কয়েকটা শব্দ খুঁজে রাখুন, তাতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারবেন। কি করে ঘরে ঢুকতে হয় সেটা আপনি জানেন, এটা খুবই দুঃখের কথা। কোথায় শিখলেন এটা? যখন সবাই আপনার দিকে তাকিয়ে আছে, তখন কিভাবে চা খেতে হয় জানেন?'

'বোধ হয় জানি।'

'আপনি যে জানেন এজন্য আমি দুঃখিত। না জানলে হাসতে পারতাম। মনে রাখবেন যেভাবেই হোক বসার ঘরের চীনে মাটির ফুলদানীটা ভাঙতে হবে। ওটা বেশ দামী। দোহাই আপনার, ভাঙবেন; ওটা একটা উপহার। মা রাগের চোটে সবার সামনে চেঁচাবেন; কারণ ওটা তিনি খুবই পছন্দ করেন। সাধারণতঃ সর্বদা যেমন করেন তেমনিভাবে ওটাকে উল্টে ফেলে ভেঙে দেবেন। সেই উদ্দেশ্যে ওটার কাছেই বসবেন।'

'বরং যত পারব দূরে বসব। আমায় সাবধান করে দেবার জন্য ধন্যবাদ।'

'তাহলে হাত নাড়াবেন বলে ভয় পাচ্ছেন? বাজী রাখতে পারি, আপনি কোন গুরুগম্ভীর বিষয়ে কথা শুরু করবেন। সেটাই…ভাল কায়দা।'

'ঠিক মত না হলে—মনে হয়, সেটা বোকামি হবে।'

আগলেয়া ধৈর্য হারিয়ে বলল, 'শুনুন, যদি মৃত্যুদণ্ড বা রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা বা "সৌন্দর্য কিভাবে জগৎকে বাঁচাবে" এসব নিয়ে আলোচনা করেন—তাহলে আমি খুশী হয়ে আপনাকে ঠাট্টা করব—কিন্তু খবরদার তার আগে আমার সামনে আসবেন না! শুনেছেন? সত্যি বলছি! এবারে সত্যি বলছি।'

সত্যিই সে আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলল। তার কথায় চোখের দৃষ্টিতে একটা অস্বাভাবিক কিছু দেখা গেল, যা মিশকিন আগে দেখেনি; এটা ঠাট্টা নয়।

'তুমি যা বললে, তার পর আমি নিশ্চয়ই বেশী কথা বলব, হয়ত ফুলদানীও ভাঙব। আগে একটুও ভয় পাইনি, এখন সব কিছুতেই ভয় পাচ্ছি। আমি নিশ্চয়ই বিপদ ঘটাব।'

'তাহলে চুপ করে থাকবেন। চুপ করে বসে থাকবেন।'

'পারব না। এত ভয় পাব যে, কথা বলতে শুরু করব এবং ফুলদানী ভেঙ্গে ফেলব। হয়ত মেঝেতে পড়ে যাব বা ঐ রকম কিছু, কারণ এ রকম আমার আগেও হয়েছে। সারারাত এই স্বপ্ন দেখব। এ কথা আগে বললে কেন!'

আগলেয়া গোমড়ামুখে তাকাল।

'কি করব বলছি। বরং কাল আসব না। খবর পাঠাব, অসুখ করেছে, তাহলেই হবে।'

আগলেয়া রাগে সাদা হয়ে মেঝেতে পা ঠুকল। 'হায় ভগবান! কেউ এরকম কখনো দেখেছে? যখন আপনার জন্য সব ব্যবস্থা করা হয়েছে, তখন আপনিই আসছেন না! আপনার মত নির্বোধ লোকের সঙ্গে চলা সত্যিই অসম্ভব।'

মিশকিন তাড়াতাড়ি বলল, 'আসব! আসব! আমি কথা দিচ্ছি, সারাসন্ধ্যা মুখ বন্ধ করে বসে থাকব। চালিয়ে নেব।'

'ভাল হবে। এইমাত্র বললেন, "অসুস্থ" বলে খবর পাঠাবেন। এসব কথা শিখলেন কোথায়? আমার সঙ্গে এ ভাষায় কথা বলার সাহস আপনার হল কি করে? আমায় ঠাট্টা করার চেষ্টা করছেন?'

'ক্ষমা চাইছি, এটাও বাচ্চা ছেলের মত কথা। আর বলব না। বুঝতে পারছি তুমি খুব উদ্বিগ্ন—শুধু আমার জন্য (হ্যাঁ, রাগ কোরো না), এজন্য আমি খুব খুশী। তুমি বুঝতে পারছ না এখন আমার কী ভয় করছে! আর তোমার কথা শুনে যে কত খুশী হয়েছি! তবে এসব ভয় তুচ্ছ, অর্থহীন। সত্যিই তাই। আসল হল আনন্দটা। তুমি এত সরল, সহৃদয় বলে আমি খুব খুশী। তুমি যে কী ভাল আগলেয়া!'

আগলেয়া রাগতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত উপলব্ধি মুহূর্তের মধ্যে তার মনকে পূর্ণ করে দিল। সে বলল, 'এইমাত্র যে সব বাজে কথা বললাম, তার জন্য পরে কখনো আমায় বকবেন না তো?'

'কি হল? কি হল? আবার রেগে যাচ্ছ কেন? আবার মুখ গোমড়া করছ! আজকাল তুমি মাঝে মাঝেই মুখ গম্ভীর কর, যা আগে কখনো করতে না। জানি, কেন এরকম হয়—'

'চুপ! চুপ!'

'না, বলাই ভাল। অনেকদিন ধরে কথাটা বলতে চাইছি। এইমাত্র বলেছি,

কিন্তু সেটা যথেষ্ট হয়নি ; কারণ তুমি আমার কথা বিশ্বাস করনি। আমাদের মাঝখানে একজন রয়েছে—'

'চুপ, চুপ!' আগলেয়া হঠাৎ তাকে বাধা দিয়ে শক্ত করে তার হাত ধরে তার দিকে ভীত দৃষ্টিতে তাকাল। এই সময়ে কে যেন তার নাম ধরে ডাক দিল। সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মিশকিনকে ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল।

মিশকিন সারারাত ধরে জ্বরে কাঁপল। অদ্ভুত ব্যাপার, পর পর অনেকরাত ধরেই তার জ্বরোভাব চলছে। আজ রাতে অর্ধাচ্ছন্ন অবস্থায় তার মনে হল : কাল যদি সবার সামনে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় তাহলে কি হবে? লোকের সামনে আগেও সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। কথাটা ভেবে তার সারা শরীর হিম হয়ে গেল। সারারাত ধরে তার মনে হতে লাগল যে, সে অচেনা রহস্যময় সব লোকদের মাঝে রয়েছে। সবচেয়ে বিশ্রী হল, সে 'কথা বলে যাচ্ছে। যদিও সে জানে যে এখানে কথা বলা উচিত নয়, তবু সমানে কথা বলে যাচ্ছে। সে যেন উপস্থিত অতিথিদের কিছু বোঝাচ্ছে। দলের মধ্যে ইপ্পোলিৎ এবং ইয়েভগেনিও রয়েছে, তাদের ব্যবহার খুবই সহৃদয়।

সকাল নটায় মাথাধরা নিয়ে তার ঘুম ভাঙল। সারাটা মনে এলোমেলো, অদ্ভুত অনুভূতি। রোগোজিনকে দেখার জন্য, তাকে অনেক কথা বলার জন্য তার মনে এক তীব্র, অকারণ ইচ্ছে হল—কি বলবে তা সে নিজেই জানে না—তারপর ভাবল, গিয়ে ইপ্পোলিতের সঙ্গে দেখা করবে। তার মনে একটা অজানা অনুভূতি জাগছে ; আজ সকালে কি হয়েছে সেটা যেন সে বুঝেও বুঝতে পারছে না। এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল : সেটা হল লেবেদিয়েভের আবির্ভাব।

লেবেদিয়েভ বেশ তাড়াতাড়ি এসেছে, নটার পরেই, একেবারে মাতাল অবস্থায়। সম্প্রতি খেয়াল না করলেও মিশকিনের চোখে পড়েছে জেনারেল ইভোলজিন যাওয়ার পর থেকে—অর্থাৎ গত তিনদিন ধরে 'লেবেদিয়েভের ব্যবহার খুব খারাপ হয়ে গেছে। সে যেন হঠাৎ খুব নোংরা হয়ে উঠেছে ; তার কোটের কলার ছিঁড়ে গেছে। ব' ীর মধ্যে সে অনবরত চেঁচামেচি করছে, উঠোন পেরিয়ে সে চীৎকার মিশকিনের কানে আসছে। ভেরা একবার সজল চোখে এসে সে কথা তাকে জানিয়ে গেছে।

লেবেদিয়েভ মিশকিনের কাছে এসে বুক চাপড়ে নিজেকে দোষারোপ করে বেশ অদ্ভুত ভঙ্গীতে কথা বলতে লাগল। বেশ নাটুকে ঢ-এ বলল, 'আমার হীনতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শাস্তি পেয়েছি—একটা চড় খেয়েছি।'

'চড়! কার কাছে? এত সকালে?'

'এত সকালে?' লেবেদিয়েভ মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসল। 'এর সঙ্গে সময়ের কোন সম্বন্ধ নেই...সে দৈহিক শাস্তি হলেও—তবে আমার দৈহিক শাস্তি হয়নি, হয়েছে নৈতিক শাস্তি।'

হঠাৎ সে বসে পড়ে গল্প বলতে শুরু করল। গল্প খুবই অসংলগ্ন। মিশকিন ভুরু কুঁচকে চলে যেতে চাইল, কিন্তু তখনি কিছু কথা তার কানে এল। সে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল। লেবেদিয়েভ সত্যি এক বিচিত্র কথা বলছে।

সে কি একটা চিঠির কথা শুরু করল। তাতে আগলেয়ার নাম উল্লেখ করল, তারপর হঠাৎ মিশকিনকে ভৎর্সনা করতে লাগল। মনে হল, সে

প্রিন্সের ওপরে বেশ ক্ষুব্ধ। প্রথমে বলল, একজন বিশেষ 'ব্যক্তি'-র (নাস্তাসিয়া) সঙ্গে লেনদেনের সময় প্রিন্স তাকে বিশ্বাস করে সম্মানিত করেছিল, কিন্তু পরে তার সাথে একবারে যোগছিন্ন করে তাকে ঘৃণার সঙ্গে ত্যাগ করেছে, এমনকি তার সাথে সে যথেষ্ট কঠোর ব্যবহারও করেছে। 'এটা বাড়ীতে আসন্ন পরিবর্তন সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত সহজ প্রশ্ন।' মাতালের কান্না কেঁদে সে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, 'তারপক্ষে এটা সহ্য করা সম্ভব নয়, বিশেষতঃ সে যখন এ সম্বন্ধে এত কিছু জেনেছে—অনেক কিছু—রোগোজিনের কাছ থেকে, নাস্তাসিয়ার কাছ থেকে, নাস্তাসিয়ার বন্ধুর কাছ থেকে, ভারভারার কাছ থেকে—আর—আর আগলেয়ার কাছ থেকে, এবং আপনি বিশ্বাস করবেন, আমার নিজের একমাত্র প্রিয় মেয়ে ভেরার কাছ থেকে—হ্যাঁ। অবশ্য সে আমার একমাত্র সন্তান নয়, আমার আরো তিনটি আছে। আর গোপনে কে লিজাভেটাকে চিঠি দিয়ে সব কথা জানিয়েছিল? হে—হে। নাস্তাসিয়ার "ব্যক্তিত্বের" পরিবর্তন সম্পর্কে কে তাকে লিখছে? হে—হে—হে! কে সেই বেনামী লেখক জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

'সেটা কি তুমিই?' মিশকিন চেঁচিয়ে উঠল।

'ঠিক তাই।' মাতাল গম্ভীরস্বরে বলল, 'আজ সকাল সাড়ে আটটায়, মাত্র আধঘন্টা—না পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে—উদারহৃদয়া মাকে জানালাম, আমার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটেছে—তাঁকে জানাবার মত জরুরী ঘটনা। পেছনের দরজা দিয়ে একজন ঝির মারফত একটা চিঠি দিয়ে কথাটা জানালাম। তিনি সেটা গ্রহণ করলেন।'

মিশকিন নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না, 'এইমাত্র লিজাভেটার সঙ্গে দেখা করে এলে!'

'এখনি তার সাথে দেখা করে একটা আঘাত পেয়ে এলাম—নৈতিক আঘাত। তিনি আমায় চিঠিটা ফেরত দিয়ে দিলেন; বলতে কি, ওটা বন্ধ অবস্থায় মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলেন—এমনকি আমায় ঘাড় ধরে বারও করে দিলেন—তবে নৈতিক ভাবে, দৈহিকভাবে নয়—অবশ্য এটা দৈহিকভাবে বের করে দেওয়ার থেকে কোন অংশে কম নয়।

'কোন্ চিঠি তিনি ছুঁড়ে মারলেন?'

'হে—হে—হে! বলিনি? ভেবেছি, বলে দিয়েছি—চিঠিটা তাঁকে দেওয়ার জন্যই আমি পেয়েছি—'

'কার কাছ থেকে?'

লেবেদিয়েভের কিছু 'কথা'-র মানে বোঝা সত্যিই কঠিন। কিন্তু মিশকিনের যতদূর মনে হল চিঠিটা ভোরবেলায় ঝি নিয়ে এসে ভেরাকে দিয়েছে, যাকে উদ্দেশ্য করে সেটা লেখা হয়েছিল তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য—'আগে একবার যেমন একটি বিশেষ লোককে দেওয়া হয়েছিল একই লোকের কাছ থেকে এনে, তেমনি। আমি ওদের একজনকে বলছি "ব্যক্তি" এবং অন্যজনকে বলছি "ব্যক্তিবিশেষ।" একটা হচ্ছে সাধারণ, অন্যটা বিশিষ্ট; কারণ একজন হচ্ছে জেনারেলের পরিবারের সরল, অভিজাত তরুণী এবং—অন্যজন হচ্ছে একেবারে বিপরীত চরিত্রের মহিলা)। অর্থাৎ চিঠিটা এসেছে এমন একজনের কাছ থেকে যার নামের আদ্যাক্ষর হচ্ছে "আ।"

'তা কি করে হবে? নাস্তাসিয়ার কাছে? বাজে কথা।' মিশকিন চেঁচিয়ে উঠল।

'তাই হয়েছে। তাকে না হলেও রোগোজিনকে—সে-ও সেই একই ব্যাপার—আর একটা এসেছে মিঃ তেরেন্তিয়েভের নামে. সেটাও সেই যার নামের আদ্যক্ষর "অ", তারই লেখা,' লেবেদিয়েভ হেসে চোখ টিপল।

লেবেদিয়েভ ক্রমাগত একটা বিষয়ের সাথে আর একটা বিষয়কে জড়িয়ে ফেলছে, এবং সে যে কোথা থেকে কথা বলা শুরু করেছিল তা ভুলে গেছে। মিশকিনও তাকে কোনরকম বাধা না দিয়ে কথা বলে যেতে দিচ্ছে। তবু চিঠিটা লেবেদিয়েভ অথবা ভেরা, কে নিয়ে গেছে তা মোটেই পরিষ্কার হল না। সে নিজেই যখন বলল যে 'চিঠিটা রোগোজিন বা নাস্তাসিয়া যার জন্যই হোক, এক কথা' তখন মনে হয়, চিঠিগুলো তার হাত দিয়ে যায়নি, অবশ্য যদি সত্যি সত্যিই কোন চিঠি এসে থাকে, তবেই। কি করে এ চিঠি তার হাতে এল, সেটা একেবারেই দুর্বোধ্য। সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল, সে হয়ত কোনরকমে ভেরার কাছ থেকে ওগুলো হাতিয়ে নিয়েছে—তারপর কোন বিশেষ মতলবে সেগুলোকে লিজাভেটার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। অনেক চিন্তা ভাবনার পর মিশকিনের কাছে এই সিদ্ধান্তটাই সব থেকে যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হল।

সে বেশ উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

লেবেদিয়েভ বিদ্বেষের সুরে উত্তর দিল, 'মাননীয় প্রিন্স, এখনো পুরো হয়নি। ওটা অবশ্য আপনাকে দিতে চেয়েছিলাম, আপনার সেবা করতে চেয়েছিলাম—কিন্তু মনে হল, সবকিছু সেই উদারহৃদয় ভদ্রমহিলাকে খুলে বলে সেখানেই ওটাকে কাজে লাগানো ভাল। —আগে যেমন বেনামী চিঠি লিখে তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিলাম, এবারও তেমনি তাকে চিঠি লিখে জানালাম যে, রাত আটটা কুড়িতে তাঁর সাথে দেখা করব। যথাসময়ে পেছনের দরজা দিয়ে অতি দ্রুত আমাকে ভেতরে সেই বিশিষ্ট মহিলার কাছে নিয়ে যাওয়া হল।'

'তারপর?'

'তারপর তো জানেনই, তিনি প্রায় আমাকে মেরেই বসেছিলেন; কেউ হয়ত বলবে, হ্যাঁ সত্যিই মেরেছেন। তিনি চিঠিটা আমার মুখের ওপরে ছুঁড়ে মারলেন। অবশ্য লক্ষ্য করেছি চিঠিটা তাঁর রেখে দেওয়ারই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সেটা আমার মুখের ওপরে ছুঁড়ে দেওয়াই ভাল মনে করলেন। তিনি খুবই চটে গিয়েছিলেন। বললেন, "তোমার মত একজন লোককে যখন এটা বিশ্বাস করে দেওয়া হয়েছে, তখন এটা জাহান্নামে যাক।" আমার সামনে যখন একথা বলতে তিনি লজ্জা পেলেন না, তখন নিশ্চয়ই চটেছিলেন। মহিলাটি বড্ড বদমেজাজী।'

'চিঠিটা এখন কোথায়?'

'আমার কাছেই আছে। এই যে।'

সে গ্যাব্রিলকে লেখা আগলেয়ার চিঠিটা মিশকিনের হাতে দিল; এটাই দু ঘণ্টা পরে গ্যাব্রিল তার বোনকে বেশ গর্বের সঙ্গে দেখিয়েছিল।

'এ চিঠি তোমার কাছে থাকতে পারে না।'

লেবেদিয়েভ তাড়াতাড়ি ব্যগ্র হয়ে বলল, 'আপনার জন্য। আপনার কাছেই এনেছি। এখন, ক্ষণিক বিশ্বাসঘাতকতার পর আবার আমি আপনার দাস। ইংল্যাণ্ডে ও গ্রেট ব্রিটেনে—টমাস মোর বলেছেন, "শাস্তি অন্তরে দাও, বাইরে

নয়।" রোমীয় পোপও ঐ কথাই বলেছেন—মানে রোমের পোপ, আমি তাঁকে রোমীয় পোপ বলি।'

মিশকিন উদ্বিগ্নভাবে বলল, 'এ চিঠি এক্ষুণি পাঠাতে হবে। আমি দিয়ে দেব।'

'কিন্তু প্রিন্স—এটা করাই কি ভাল হবে না?'

লেবেদিয়েভ অদ্ভুতভাবে মুখ ভ্যাংচাল। নিজের জায়গায় বসে দারুণভাবে ছটফট করতে লাগল, যেন তার গায়ে কেউ ছুঁচ ফুটিয়েছে। সে হাত দিয়ে একটা ভঙ্গী করল। মিশকিন কড়া সুরে বলল, 'কি বলতে চাও?'

লেবেদিয়েভ পরিতৃপ্তির সুরে বলল, 'ওটা খোলাই কি ভাল হবে না?'

মিশকিন রাগের চোটে এমন লাফিয়ে উঠল যে, লেবেদিয়েভ ভয় পেয়ে সরে পড়ল, কিন্তু আবার ক্ষমা পাওয়ার আশা আছে কিনা সেটুকু যাচাই করে নেবার জন্য দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মিশকিন চেঁচিয়ে বলল, 'লেবেদিয়েভ, এত নীচে নেমে যাওয়াটা কি সম্ভব?'

লেবেদিয়েভের মুখ উজ্জল হয়ে উঠল। 'আমি নীচ নীচ।' বুকে চাপড় মেরে সজল চোখে এগিয়ে এল।

'তুমি জান এটা কী নোংরা কাজ!'

'নোংরা। ঠিক বলেছেন।'

'এরকম ব্যবহার—কী জঘন্য। তুমি—আসলে একটা চর! কেন তুমি এরকম একজন ভাল, সহৃদয় মহিলাকে বেনামী চিঠি লিখে বিরক্ত করছ? আগলেয়ার কি ইচ্ছে মত কাউকে চিঠি লেখার অধিকার নেই? এটার সম্পর্কেই কি আজ নালিশ করতে গিয়েছিলে? আশা করেছিলে পুরস্কার পাবে? কি কারণে বানিয়ে গল্প বলতে গেলে?'

'শুধু কৌতূহল আর পরোপকারের মহৎ ইচ্ছা। আমি এখন থেকে আবার আপনারই সেবক, শুধু আপনার আমায় আপনি ফাঁসি দিতে পারেন।'

মিশকিন বিরক্ত হল, 'লিজাভেটার কাছে কি এ অবস্থাতেই গিয়েছিলে?'

'না, আরো ভাল অবস্থায় গিয়েছিলাম। অপমানিত হওয়ার পরে আমার এই অবস্থা হয়েছে।'

'ব্যস, ঢের হয়েছে। আমায় এবার রেহাই দাও।'

কিন্তু মিশকিনকে অনেকবার এই অনুরোধ করতে হল। দরজা খোলার পরও লেবেদিয়েভ পা-টিপে টিপে ঘরের মাঝখানটায় এসে হাতের ইঙ্গিতে দেখাল কিভাবে চিঠিটা খুলতে হবে। সে বিষয়টাকে কথায় প্রকাশ করতে পারছে না। অবশেষে অমায়িক হাসি হেসে বেরিয়ে গেল।

এ সব শোনা খুবই কষ্টদায়ক। একটা কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আগলেয়া কোনকারণে খুব বিপদে পড়েছে (মিশকিন নিজের মনে বলল, 'ঈর্ষার জন্য')। আরো বোঝা যাচ্ছে, পাজী লোকেরা তাকে বিরক্ত করছে, অথচ সবচেয়ে অদ্ভুত হল যে, সে তাদেরকে বিশ্বাস করছে। নিশ্চয়ই ঐ অনভিজ্ঞ, রাগী, দাম্ভিক মেয়েটি মনে মনে কোন মতলব ভাঁজছে, বোধহয় সাংঘাতিক, উদ্ভট কিছু একটা। মিশকিন খুব ভয় পেয়েছে, কি করবে বুঝতে পারছে না। তবে এটা বুঝছে যে, কিছু একটা করতেই হবে। আবার বন্ধ খামের ঠিকানাটা দেখল। এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহ বা অস্বস্তি নেই, সে আগলেয়াকে বিশ্বাস করে। অন্য কারণে তার অস্বস্তি

হচ্ছে। সে গ্যাভ্রিলকে বিশ্বাস করে না। তবু চিঠিটা দিয়ে দেবে বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু পথে তার মত বদলে গেল। প্রায় ডিৎসিনের বাড়ীর দরজায় এসে, সৌভাগ্যবশতঃ কোলিয়ার সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল, সে চিঠিটা গ্যাভ্রিলকে দেওয়ার জন্য কোলিয়ার হাতে দিল। মনে হল, যেন আগলেয়াই এটা সোজা গ্যাভ্রিলের কাছে পাঠিয়েছে। কোলিয়া কোন প্রশ্ন না করে চিঠিটা গানিয়াকে পৌঁছে দিল, সুতরাং এটা যে অত হাত ঘুরে এসেছে সেটা গানিয়া বুঝতে পারল না। বাড়ী ফিরে মিশকিন ভেরাকে ডেকে সব ব্যাপারটা বলে তাকে শান্ত করল, কারণ সে এতক্ষণ সমানে চিঠিটা খুঁজে না পেয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল। তার বাবা চিঠিটা নিয়ে গিয়েছিল জেনে সে ভয়ে শিউরে উঠল। (মিশকিন পরে তার কাছে জানল যে, সে একাধিকবার গোপনে রোগোজিন আর আগলেয়াকে সাহায্য করেছে; কারণ তার কখনো মনেই হয়নি যে, এতে মিশকিনের কোন ক্ষতি হতে পারে।)।

মিশকিনের মন এত খারাপ হয়ে গেল যে, দুঘণ্টা পরে কোলিয়ার কাছ থেকে একজন লোক এসে যখন তাকে খবর দিল যে, কোলিয়ার বাবা অসুস্থ, তখন এক মুহূর্ত প্রিন্স কিছু বুঝতেই পারল না। কিন্তু এই ঘটনায় সে একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল, সন্ধ্যা পর্যন্ত নিনার পাশে পাশেই রইল (সেখানেই রোগীকে আনা হয়েছে।)। সে যদিও কোন কাজে লাগল না, কিন্তু কিছু লোক এমন আছে, যাদের দুঃখের সময়ে পাশে পেলে লোক খুশী হয়। কোলিয়া খুব ভেঙে পড়েছে, পাগলের মত কাঁদছে, অথচ তাকে অনবরত নানা কাজে পাঠানো হচ্ছে, ডাক্তারের খোঁজে গিয়ে সে তিনজন ডাক্তারকে নিয়ে এল, ওষুধের দোকানে গেল, নাপিতের কাছে দৌড়ল। তারা জেনারেলকে কিছুটা সামলাতেও তাঁর জ্ঞান ফিরল না। ডাক্তাররা বললেন, রোগীর বিপদ রয়েছে। ভারিয়া আর নিনা সর্বদা রোগীর পাশে রয়েছে। গানিয়া ঘাবড়ে গেছে, কিন্তু ওপরে যাচ্ছে না; মনে হচ্ছে সে যেন রোগীকে দেখতে ভয় পাচ্ছে। হাত মোচড়াচ্ছে। মিশকিনের সঙ্গে এলোমেলো কথা বলতে বলতে বলল, 'কী বিপদ, আর ঠিক এই সময়ে।'

মিশকিনের মনে হল গানিয়া 'ঠিক এই সময়ে' বলতে কি বোঝাতে চাইছে তা যেন সে বুঝতে পারছে। সে ডিৎসিনের বাড়ীতে ইপ্পোলিৎকে দেখতে পেল না। লেবেদিয়েভ সকালে 'জবাবদিহি' করার পর সারাদিন ঘুমিয়েছিল, শেষে সন্ধ্যা নাগাদ ছুটে এল। এখন সে প্রায় স্বাভাবিক, রোগীর জন্য সত্যি সত্যিই কাঁদল, মনে হল যেন জেনারেল তার নিজের ভাই। স প্রকাশ্যে নিজেকে দায়ী করতে লাগল; সমানে নিনাকে বোঝাতে লাগল যে, 'সে-ই এর জন্য দায়ী, আর কেউ নয়—শুধুমাত্র কৌতূহল হল মেটাবার জন্যই—'সে বলে চলল, 'মৃত ব্যক্তি (এখনো জীবিত জেনারেলকে সে ঐ নামেই ডাকছে) সত্যি একজন প্রতিভাবান মানুষ।' সে বারবার প্রতিভার কথা উল্লেখ করতে লাগল, যেন এই মুহূর্তে ওটা খুবই দরকারী। তার কান্না দেখে নিনা শেষে ঘনিষ্ঠ ভঙ্গীতে তিরস্কার করে বললেন, 'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, কেঁদো না। ঈশ্বর তোমায় ক্ষমা করবেন।' লেবেদিয়েভ তাঁর কথা এবং কথার ভঙ্গীতে এত অভিভূত হল যে, সারা সন্ধ্যা তাঁর পাশেই বসে রইল (পরেও প্রতিদিন সকাল থেকে জেনারেলের মৃত্যু পর্যন্ত সে ঐ বাড়ীতেই কাটাল)। দিনে দুবার লিজাভেটার একজন লোক আসত

রোগীর খোঁজ নিতে।

রাত নটায় মিশকিন এপানচিনদের বসার ঘরে যখন এল, সেটা তখন লোকে ভর্তি, লিজাভেটা তখনি তার কাছে সহানুভূতির সঙ্গে রোগীর অবস্থার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে লাগলেন। রাজকুমারী প্রশ্ন করলেন, 'রোগীটি কে? নিনাই বা কে?' মিশকিন এতে খুশী হল। আগলেয়ার বোনেরা পরে বলল, মাদামকে সব বলার সময়ে সে নম্র, শান্তভাবে গম্ভীর ভঙ্গীতে, বেশী অঙ্গভঙ্গী না করে বা বাজে না বকে বেশ চমৎকারভাবে কথা বলেছে। নিখুঁতভাবে সজ্জিত হয়ে সে ঘরে ঢুকেছে। তারা আগের দিন যেমন ভয় পেয়েছিল, সেভাবে মসৃণ মেঝের ওপর পড়া দূরে থাক, বরং সকলের মনে সে একটা ভাল ধারণার সৃষ্টি করেছে।

সোফায় বসে চারদিকে তাকিয়েই সে লক্ষ্য করল, আগলেয়া তাকে যেমন ভয় দেখিয়েছিল, অতিথিরা মোটেই সেরকম নয়, কিংবা গত রাতে দুঃস্বপ্নে দেখা মূর্তির মতও নয়। জীবনে এই প্রথম সে সমাজ' নামক ভয়ঙ্কর পদার্থের একটা ছোট্ট অংশ দেখল। কিছুদিন আগে নানা কারণে এই গোষ্ঠীতে ঢোকার ইচ্ছে তার হয়েছিল তাই প্রথম দর্শনেই সে খুব আগ্রহী হয়ে উঠল। প্রথম ধারণাটি সত্যিই আকর্ষণীয়। তার মনে হল, এসব লোক যেন একসঙ্গে থাকার জন্যেই জন্মেছে; যেন এটা পার্টি' নয়, এদের বাড়ীতে যেন কোন অতিথি আসেনি, যেন এরা সকলে 'ওদের নিজেদেরই লোক।' সে নিজেও যেন ওদের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ওদের চিন্তা ভাবনার অংশীদার, যে-কিনা ক্ষণিক বিচ্ছেদের পর আবার ওদের কাছে ফিরে এসেছে। মার্জিত ব্যবহার আর সারল্যের আকর্ষণ ঐন্দ্রজালিক। তার মনে হল না যে এইসব সরলতা, মহত্ব, বুদ্ধি আর মার্জিত ব্যক্তিত্ব নিতান্তই একটা অপূর্ব কৌশলমাত্র। বাইরের আকর্ষণ সত্ত্বেও অধিকাংশ অতিথিই বুদ্ধিহীন, তারা নিজেরাই জানে না যে তাদের গুণের বেশীটাই ছলাকলামাত্র, অবশ্য এরজন্য তারা কেউই দায়ী নয়, কারণ তারা নিজেদের অজ্ঞাতেই উত্তরাধিকার-সূত্রে এটা পেয়েছে। মিশকিন প্রথম দর্শনে মুগ্ধ হয়ে এসব ভাবলই না। যেমন, সে দেখল যে, তার ঠাকুরদার বয়সী একজন বৃদ্ধলোক তার মত একজন অনভিজ্ঞ তরুণের কথা চুপ করে শুনছেন। শুধু তাই নয়, তার মতকে তিনি যথেষ্ট মূল্যও দিচ্ছেন। ভদ্রলোকের এত অমায়িক আর সহৃদয় ব্যবহার, অথচ তারা একে অপরের কাছে অপরিচিত, এই তাদের প্রথম আলাপ। এই সূক্ষ্ম ভদ্রতাই মিশকিনকে সবচেয়ে অভিভূত করল। সম্ভবতঃ সে আগে থাকতেই অনুকূল ধারণা গড়ে নিয়ে এখানে এসেছে।

অথচ এরা 'পরিবারের বন্ধু' এবং পরস্পরের বন্ধু হলেও মিশকিন এদের যেমন ভেবেছিল এরা কেউই কারো তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। এখানে এমন লোক রয়েছে যারা এপানচিনদের কখনোই নিজেদের সমান মনে করে না। এমন লোক আছে যারা পরস্পরকে খুব ঘৃণা করে: বৃদ্ধা রাজকুমারী বরাবর বৃদ্ধের স্ত্রীকে 'ঘৃণা করেন,' আবার সেই বৃদ্ধের স্ত্রীর লিজাভেটার প্রতি মনোভাব মোটেই ভাল নয়। এই বৃদ্ধটি, মহিলার স্বামী, কোন কারণে যৌবনকাল থেকে এপানচিনদের পৃষ্ঠপোষক, বর্তমানে প্রধান ব্যক্তি। আইভানের কাছে তিনি এত গুরুত্বপূর্ণ লোক যে, তাঁর সামনে এলে আইভানের মনে শ্রদ্ধা এবং ভয় দেখা দেয়। বৃদ্ধকে তিনি নিজের সমান ভাবলে বা দেবগুরুর চেয়ে একটুও ছোট ভাবলে নিজেকে খুব ধিক্কার দেন।

এখানে এমন লোকও এসেছেন, যাদের মধ্যে কয়েক বছর দেখা সাক্ষাৎ নেই, এবং তাদের একের প্রতি অপরের মনোভাব বিরূপ না হলেও বেশ উদাসীন ; তবু এখন তারা পরস্পরকে এমনভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছেন যেন গতকালই অতি ঘনিষ্ঠভাবে তাদের দেখা হয়েছিল। তবে পার্টিটা তেমন বড নয়। রাজকুমারী, সেই বৃদ্ধটি— যিনি বেশ গুরুত্বপূর্ণ লোক—তাঁর স্ত্রী ছাডা, আর আছেন একজন জাঁদরেল মিলিটারী জেনারেল, জার্মান নামধারী এক কাউন্ট বা ব্যারণ; ইনি বেশ ওস্তাদ লোক, সরকারী বিষয়ে বিস্ময়কর জ্ঞানের জন্য যারা বিখ্যাত, পণ্ডিত বলেও যাদের খ্যাতি আছে—যারা রাশিয়া ছাডা আর 'সবকিছুই' জানেন ইনি তাদেরই একজন ; ইনি পাঁচ বছরে একবার কোনো বিষয়ে 'অতিগভীর' মন্তব্য করেন, এবং সেটি তখনি প্রবাদের মত সমাজের সবচেয়ে উঁচুতলায় পৌঁছে যায়, ইনি সেইসব সরকারী অফিসারদের একজন, যারা অত্যন্ত দীর্ঘ চাকরী জীবনের পর উঁচু পদে, অনেক সম্মান আর প্রচুর অর্থ নিয়ে মারা যান, কিন্তু কখনো কোন অন্যায় করেন না, বলতে কি, অন্যায়ের প্রতি এদের একটা সহজাত বিতৃষ্ণাই রয়েছে। এই ভদ্রলোক চাকরীক্ষেত্রে জেনারেল আইভানের ঠিক ওপরেই। আইভান এঁকেও নিজের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয় ও অদ্ভুত গর্ববশতঃ পৃষ্ঠপোষক বলে মনে করেন। কিন্তু জেনারেল মোটেই নিজেকে তা ভাবেন না। তাঁর ব্যবহার খুবই নিরুত্তাপ এবং আইভানকে দিয়ে তিনি বহু কাজ করালেও সামান্য কারণে দরকার হলেই সেখানে অন্য লোককে ডাকতে পারেন। আরেকজন বয়স্ক পদস্থ ভদ্রলোক রয়েছেন, তাঁকে লিজাভেটার আত্মীয় মনে হয়, কিন্তু সেটা ঠিক নয়, তিনি পদস্থ, বিত্তবান, অভিজাতবংশীয়। তাঁর চমৎকার বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য; খুব কথা বলেন। শোনা যায় মানসিক দিক থেকে সুখী নন, হাবভাব অভিজাত ইংরেজের মত, রুচিও সেরকম (যেমন, রোস্ট বীফ, চাকরী, ভৃত্য ইত্যাদি বিষয়ে)। ইনি 'গুরুত্বপূর্ণ' বৃদ্ধটির ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাঁকে এতক্ষণ আনন্দ দিচ্ছিলেন। কিন্তু কি কারণে যেন, লিজাভেটার মনে হল যে, এই বয়স্ক ভদ্রলোকটি (একটু ছটফটে স্বভাবের, মেয়েদের প্রতি বেশ দুর্বলতা আছে) হঠাৎ হয়ত আলেকজান্দ্রাকে বিয়ে করতে চাইতে পারেন। অতিথিদের এই সবচেয়ে উঁচু আর সবচেয়ে জরুরী স্তরের পর আছে অপেক্ষাকৃত কমবয়সীরা, তারাও এক একজন তাদের অপূর্ব গুণাবলীর জন্য বিশিষ্ট। এই দলে রয়েছেন প্রিন্স এস এবং ইয়েভগেনি পাভলোভিচ, আর রয়েছেন সুপরিচিত, আকর্ষণীয় প্রিন্স এন যিনি সারা ইউরোপের মেয়েদের মন জয় করেছেন। ভদ্র-লোকের বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর, দেখতে এখনো সুদর্শন, চমৎকার গল্প বলেন। তাঁর বিরাট সম্পত্তি এবং সাধারণতঃ তিনি বিদেশেই থাকেন। এছাডা আর কিছু লোক রয়েছে, যাদেরকে তৃতীয় স্তরের বলা চলে, এরা সমাজের 'শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী' নয়, তবে, এপানচিনদের মত এদেরকেও মাঝে মাঝে সে গোষ্ঠীতে দেখা যায়। কোন কারণবশতঃ এপানচিনরা কচিৎ কদাচিৎ সমাজের সবচেয়ে উঁচু লোকদের সঙ্গে কিছুটা নীচু স্তরের, 'মাঝামাঝি' লোকের বাছাই প্রতিনিধিদের মিশিয়ে দিতে ভালবাসে। তারজন্য তারা প্রশংসা পায়। লোকে বলে, তারা নিজেদের অবস্থা বোঝে, বুদ্ধিমান ; এতে এপানচিনরাও গর্বিত হয়। এই 'মাঝামাঝি' লোকদের একজন হলেন এক কর্নেল। গম্ভীর, প্রিন্স এসের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনিই তাকে এপানচিনদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি চুপ করে বসে আছেন,

ডান হাতের তর্জনীতে একটা বড, অদ্ভুত আংটি, বোধহয় কারোর উপহার। একজন জার্মান কবিও আছেন; তিনি রুশ ভাষায় কবিতা লেখেন। চমৎকার লোক, নিশ্চিন্তে তাঁকে ভদ্র সমাজে আলাপ করানো যায়। লোকটি সুদর্শন, তবে কোন কারণে বিরক্ত। বয়স আটত্রিশ বছর, সুবেশ। ইনি অত্যন্ত বুর্জোয়া অথচ সম্মানিত এক জার্মান পরিবারের লোক। ইনি সবরকম সুযোগের সদ্ব্যবহার করে উঁচু পদের লোকদের অনুগ্রহ পেয়েছেন। একবার বেশ নামী একজন জার্মান কবির কোন ভাল লেখার কাব্যানুবাদ করেছিলেন, সে অনুবাদ একজন বিখ্যাত, মৃত রুশ কবিকে উৎসর্গ করে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের গর্ব করেন (প্রচুর লেখক মহৎ, স্বর্গত লেখকদের সঙ্গে বন্ধুত্বের লিখিত প্রমাণ রাখতে ভালবাসেন)। সম্প্রতি সেই 'গুরুত্বপূর্ণ বৃদ্ধের' স্ত্রীটি তাঁকে এপানচিনদের কাছে নিয়ে এসেছেন। এই মহিলা সাহিত্যিক ও পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত, এমনকি যেসব ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের ওপরে তাঁর প্রভাব আছে, তাদের মাধ্যমে দু-একজন লেখককে তিনি পেনসনেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাঁর সত্যিই কিছু ক্ষমতা আছে। মহিলার বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর (স্বামীর তুলনায় খুবই তরুণী স্ত্রী), একসময়ে সুন্দরী ছিলেন, এবং এখনো সমবয়সী বহু মহিলার মত খুব বেশী সাজগোজ করেন। বুদ্ধি তাঁর কম, সাহিত্য জ্ঞানও সন্দেহজনক। কিছু প্রসাধনের মত সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠ-পোষকতা করাও তাঁর একটা বাতিক। বহু বই ও অনুবাদগ্রন্থ তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তাঁর অনুমতি নিয়ে দু-তিনজন লেখক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁকে লেখা চিঠিও ছাপিয়েছেন—

এদের সবাইকে খাঁটি বলে, পাকা সোনা বলে মিশকিন ধরে নিল। এরাও যেন ইচ্ছে করেই আজ বেশ ভাল মেজাজে রয়েছে। এরা সবাই জানে যে, এখানে এসে এপানচিনদের তারা ধন্য করেছে। কিন্তু হায়। মিশকিন এসব ঘোরপ্যাঁচ কিছুই বুঝতে পারছে না। যেমন, সে বুঝতে পারছে না, এপানচিনদের পক্ষে মেয়ের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভাবতে গিয়ে পরিবারের স্বীকৃত পৃষ্ঠপোষক এই বৃদ্ধটির কাছে প্রিন্সকে উপস্থিত না করার কথা ভাবাটা একেবারেই অসম্ভব। এপানচিনদের অতি সাংঘাতিক বিপদের খবরও অবশ্য তিনি নির্বিকার চিত্তে শুনতেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর উপদেশ, বা অনুমতি ছাড়া যদি এপানচিনরা তাদের মেয়ের বিয়ে ঠিক করতেন তাহলে তিনি অবশ্যই ক্ষুব্ধ হতেন। চমৎকার, বুদ্ধিমান, খোলামেলা স্বভাবের মানুষ প্রিন্স এন-এর দৃঢ় ধারণা যে, আজ রাতে তাঁর আবির্ভাবে এপানচিনদের বৈঠকখানায় সূর্যের উদয় হয়েছে। তিনি ওদের নিজের চেয়ে অনেক নীচু বলে ভাবেন, শুধু মাত্র তাঁর এই উদার স্বভাববশতঃই তিনি ওদের সঙ্গে এত সুন্দর, সহৃদয় ব্যবহার করছেন। তিনি ভাল করেই জানেন যে সকলকে আনন্দ দেওয়ার জন্য তাঁকে কোন গল্প বলতে হবে, তাই বেশ উৎসাহের সঙ্গেই সেদিকে এগোচ্ছেন। মিশকিনের গল্পটা শুনে মনে হল যে, প্রিন্স এন-এর মত ডন জুয়ানের পক্ষেই এ ধরনের গল্প বলা সম্ভব। এ গল্প তার মনে এমন নাড়া দিল যে তার মনে হল, এমন প্রাণবন্ত কৌতুক আর অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ সে আগে কখনো পায়নি। সে যদি জানত যে এ গল্প কত পুরনো আর বস্তাপচা, প্রতিটি বৈঠকখানায় শুনে শুনে মুখস্থ, জীর্ণ, বাসি হয়ে গেছে, কিন্তু শুধুমাত্র সাদাসিদে এপানচিনদের কাছেই এটা নতুন, একজন চমৎকার বুদ্ধিমান

লোকের বুদ্ধির পরিচয় বলে মনে হচ্ছে—তাহলে সে অবাক হত। এমনকি ছোট্ট জার্মান কবিটি বেশ বিনয়নম্র ব্যবহার করলেও মনে মনে একথা বিশ্বাস করেন যে এখানে এসে তিনিও এই পরিবারকে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু মিশকিন এসব গোপন মনোভাব কিছুই দেখতে পেল না, এমনকি আগলেয়াও তা বুঝতে পারেনি। আজ তাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। তারা তিন বোন অতিরিক্ত সাজেনি, তবে বিশেষ ভঙ্গীতে চুল বেঁধেছে। আগলেয়া ইয়েভগেনির কাছে অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছে। ইয়েভগেনি অন্যদিনের তুলনায় বেশী সংযত হয়ে রয়েছে, সম্ভবতঃ অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ। সে অবশ্য ইতিমধ্যেই সমাজে সুপরিচিত। বয়সে তরুণ হলেও এখানে সে বেশ সহজ। সে টুপিতে ক্রেপ লাগিয়ে এপানচিনদের বাড়ী এসেছে, রাজকুমারীর ওটা পছন্দ হয়েছে। এ অবস্থায় অনেক সৌখীন তরুণই মৃত কাকার প্রতি শোকপ্রকাশের উদ্দেশ্যে কিছু পরত না। লিজাভেটাকে চিন্তিত মনে হলেও, তিনিও মনে মনে খুশী হয়েছেন। মিশকিন লক্ষ্য করল, আগলেয়া দু-একবার ভাল করে তাকে দেখেছে। তার মনে হল, সে খুশীই। ক্রমশঃ তার ভাল লাগা বাড়তে লাগল। লেবেদিয়েভের সঙ্গে কথা বলার পর সম্প্রতি তার মনে যে "উদ্ভট" ধারণা আর ভীতি দেখা দিয়েছিল, সেকথা মনে হতেই সেটা তার কাছে অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, বিশ্রী একটা স্বপ্ন বলে মনে হল (অচেতনভাবে সারাদিন তার প্রধান বাসনা ছিল কোনভাবে ঐ স্বপ্নটাকে উড়িয়ে দেওয়া।)। সে কমই কথা বলছে, শুধু প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। শেষে একেবারে চুপ করে গেল। চুপ করে শুনলেও সবকিছু তার বেশ ভাল লাগছে। ধীরে ধীরে যেন একটা প্রেরণা মনের মধ্যে জেগে উঠতে লাগল যে-কোন সময়ে প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায়—প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সে বিনা চিন্তাতেই কথা বলা আরম্ভ করল।

॥ সাত ॥

সে যখন আনন্দে বসে দেখছে আগলেয়া প্রিন্স এন. আর ইয়েভগেনির সঙ্গে কথা বলছে, তখন হঠাৎ সেই বয়স্ক বাতিকগ্রস্ত, যিনি আরেক কোণে সোৎসাহে কোন গল্প বলে 'বৃদ্ধ'কে আনন্দ দিচ্ছিলেন: তিনি পাভলিশ্চেভের নাম উচ্চারণ করলেন। মিশকিন দ্রুত তাঁর দিকে ফিরে তাঁর কথা শুনতে লাগল।

তাঁরা সাধারণ ঘটনা এবং গ্রামের সম্পত্তি সংক্রান্ত কিছু গোলযোগের কথা আলোচনা করছেন। নিশ্চয়ই বক্তার কথায় মজার কিছু রয়েছে, কারণ বৃদ্ধ শেষের দিকে সব কথাতেই হাসতে লাগলেন।

ভদ্রলোক অতি সহজে টেনে টেনে স্বরবর্ণগুলোর ওপর সামান্য জোর দিয়ে বলে চলেছেন, যদিও তার টাকার কোন দরকারই ছিল না তবু সাম্প্রতিক আইনের ফলে তাঁকে সম্পত্তির একটা ভাল অংশ বেচে দিতে হয়েছে মাত্র অর্ধেক দামে, অবশ্য সেই সঙ্গে আবার নষ্ট হয়ে যাওয়া, ঋণগ্রস্ত, মামলায় জড়িয়ে পড়া একটা জমিও তাকে রাখতে হয়েছে টাকা খরচ করে। তিনি বললেন, 'পাভলিশ্চেভের জমি নিয়ে আরেকটা মামলা এড়াতে পালিয়ে এসেছি। ওরকম আর দু একটা হলেই আমি মরে যাব। আমার ন হাজার একর চমৎকার জমি পাওয়ার কথা।'

জেনারেল এপানচিন কাছেই রয়েছেন। তিনি মিশকিনের বিশেষ মনোযোগ লক্ষ্য করে নীচু গলায় বললেন, 'আইভান পেত্রোভিচ, স্বর্গত নিকোলাই আন্দ্রেইভিচের আত্মীয়। মনে হয় তুমি সম্বন্ধটা জানতে চাইছ।'

এর আগে পর্যন্ত তিনি সেই জেনারেলকে আপ্যায়ন করছিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ হল মিশকিনকে একা থাকতে দেখে তাঁর অস্বস্তি হচ্ছিল। তিনি ওকে 'কথাবার্তায় টেনে এনে' বড়লোকদের সঙ্গে পুনরায় আলাপ করিয়ে দিতে চাইছেন।

আইভান পেত্রোভিচকে বললেন, 'বাবা-মার মৃত্যুর পর লেভ নিকোলায়েভিচ নিকোলাই আন্দ্রেইভিচ পাভলিশ্চেভের অভিভাবকত্বে ছিল।'

'শুনে খুশী হলাম, ভালভাবে ব্যাপারটা মনে আছে। এইমাত্র আইভান আলাপ করানোর পরে তোমায় দেখেই চিনেছি, মুখ দেখেও বুঝেছি। তোমায় যখন দেখেছি, তখন তোমার বয়স মাত্র দশ-এগার হবে। তোমার চেহারায় এমন কিছু একটা আছে, যা মনে থেকে যায়—

মিশকিন অবাক হয়ে বলল, 'আমাকে ছোটবেলায় দেখেছেন ?'

'হ্যাঁ, বহুদিন আগে, জলাটোভের হোভোতে। সেখানে তুমি আমার আত্মীয়দের বাড়ীতে থাকতে। আগে আমি প্রায়ই ওখানে যেতাম। আমার মনে পড়ছে না ? মনে না পড়ারই কথা—তুমি তখন—কি একটা অসুখে ভুগতে : একদিন তো আমি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।'

মিশকিন উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কিছুই মনে পড়ছে না।'

পেত্রোভিচের আরো কিছু শান্ত কথায় মিশকিন বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল, শেষে দেখা গেল, পাভলিশ্চেভের যে দুজন বয়স্কা, অবিবাহিতা আত্মীয়া তাঁর জমিদারীতে থাকতেন, যাঁরা মিশকিনকে মানুষ করেছেন, তাঁরা সম্পর্কে পেত্রো-ভিচের বোন। পেত্রোভিচও বুঝতে পারতেন না যে এই ছোট্ট প্রিন্সের জন্য পাভলিশ্চেভের এত চিন্তা কেন ?' 'আসলে, ও ব্যাপারে আমার কোন কৌতূহলই হয়নি।' তবু দেখা গেল, ভদ্রলোকের স্মৃতিশক্তি বেশ ভাল, কারণ তাঁর মনে আছে, তাঁর বড়বোন মার্ফা নিকিতিশনা এই ছোট্ট ছাত্রটির সঙ্গে ভীষণ খারাপ ব্যবহার করত। 'সেজন্য একবার তোমায় সমর্থন করে আমি তার পড়ানোর পদ্ধতিকে আক্রমণ করেছিলাম। কারণ সে তোমার মত একজন অসুস্থ বাচ্চা ছেলের ওপরে লাঠি ব্যবহার করত।' অথচ অসহায় তোমার প্রতি ছোট বোন নাতালিয়ার ব্যবহার কত কোমল ছিল—তারা দুজনে এখন অমুক জায়গায় থাকে (অবশ্য দুজনেই বেঁচে আছে কি না জানি না), ওখানে পাভলিশ্চেভ ওদের ভারী সুন্দর ছোট্ট একটা সম্পত্তি দিয়ে গেছে। মার্ফা বোধ হয় মঠে চলে যেতে চেয়েছিল, তবে ঠিক জানি না। হয়ত বা অন্য কারোর কথা ভাবছি—হ্যাঁ, ওটা সেদিন শুনলাম এক ডাক্তারের বৌয়ের সম্বন্ধে।

মিশকিন আনন্দ ও আবেগে উজ্জ্বল চোখ নিয়ে এসব কথা শুনতে শুনতে বেশ আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, ছ' মাস দেশের মধ্যাঞ্চলে কাটিয়েও ঐ মহিলাদের খুঁজে বার করে তাদের সঙ্গে দেখা না করার জন্য সে কখনো নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না। রোজই রওনা হতে গিয়ে অন্য কাজে জড়িয়ে পড়ছে—কিন্তু এবার সে মনস্থির করেছে—নিশ্চয়ই যাবে—অতদূরে হলেও—'তাহলে আপনি নাতালিয়াকে চেনেন ? মাফ করবেন—মনে হয়, মার্ফার সম্বন্ধে আপনি বোধ হয় ভুল করছেন ! তিনি কড়া ছিলেন, কিন্তু—তখন আমি যেরকম নির্বোধ ছিলাম তাতে তিনি ধৈর্য না হারিয়ে থাকবেনই বা কি করে। হা-হা ! আমি একেবারে নির্বোধ ছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ ! অবশ্য—তখন আমায় দেখেছেন, অথচ,—আমি কেন

মনে করতে পারছি না বলুন তো? তাহলে আপনি—হায় ভগবান। সত্যিই কি আপনি পাভলিশেচভের আত্মীয়?'

পেত্রোভিচ মৃদু হাসির সঙ্গে মিশকিনকে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, 'সত্যিই তাই।'

'না, সন্দেহ করছি বলিনি—কি করে সন্দেহ করব? হা হা। শুধু বলছি, পাভলিশেচভ এত চমৎকার লোক। অত্যন্ত মহৎ ব্যক্তি!'

মিশকিন ঠিক হাঁপিয়ে যায়নি, তবে 'আবেগে তার কথা বন্ধ হয়ে গেল।' পরের দিন এ কথা আদেলেদা তার ভাবী স্বামী প্রিন্স এস.কে বলল।

পেত্রোভিচ হাসলেন, 'আমি কি একজন মহৎ ব্যক্তির আত্মীয়ও হতে পারি না?'

মিশকিন ঘাবড়ে গিয়ে আরো ব্যস্ত হয়ে বলল, 'হে ভগবান। আবার বোকার মত কথা বলে ফেলেছি। তা তো হতেই হবে। কারণ আমি—আমি—তবে এটাও অবান্তর কথা। এ রকম বিরাট জিনিষের পাশে আমি কে? এ রকম মহৎ ব্যক্তির তুলনায়? জানেন তো, তিনি সত্যিই মহৎ ছিলেন। তাই না?'

মিশকিনের সারা শরীর কাঁপছে। কেন সে হঠাৎ এত উত্তেজিত, অকারণে এত আনন্দিত ও আবেগান্বিত হয়ে উঠল, যার সঙ্গে ওদের কথাবার্তার কোন যোগ নেই, তা বলা কঠিন। মনের এই অবস্থায়, সকলের প্রতি না হোক, অন্তত যে কেউ একজন, হয়ত বা পেত্রোভিচের প্রতিই সে যেন গভীরভাবে কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ল। আনন্দে সে 'উদ্বেল' হয়ে উঠল। পেত্রোভিচ আরো স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন, 'বৃদ্ধটি'ও খুব আগ্রহ নিয়ে তাকে দেখতে লাগলেন। রাজকুমারী রাগে ঠোঁট চেপে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। প্রিন্স এন., ইয়েভগেনি, প্রিন্স এস., তরুণী মহিলারা সকলেই নিজেদের কথা থামিয়ে প্রিন্সের কথা শুনতে লাগল। আগলায়াকে অত্যন্ত ভীত দেখাচ্ছে আর লিজাভেটার হৃৎপিণ্ডটা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। তাঁরা মা-মেয়ে জনেও অদ্ভুত ব্যবহার করছেন। তাঁরা আগেই ভেবেছিলেন মিশকিনের পক্ষে সারা সন্ধ্যা চুপ করে বসে থাকাটাই ভাল হবে। কিন্তু যখনই তাঁরা দেখলেন যে প্রিন্স খুশী মনে একেবারে একা বসে রয়েছে তখনি ঘাবড়ে গেলেন। আলেকজান্দ্রা ঘর পেরিয়ে তার কাছে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু কৌশলে রাজকুমারীর খুব কাছাকাছি প্রিন্স এন-এর আড্ডায় গিয়ে ভিড়ে পড়েছে। এখন মিশকিন নিজের কথা বলতে শুরু করায় তারা আরো বিরক্ত হয়েছে।

পেত্রোভিচ হাসি থামিয়ে বললেন, 'উনি খুব ভাল লোক ছিলেন, এটা ঠিক বলেছ।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চমৎকার লোক ছিলেন। যোগ্য লোক সব দিক দিয়েই যোগ্য।' আবার থেমে বললেন, 'আর—তোমার পক্ষে সেটা বুঝতে পারাটা প্রশংসনীয়—'

'বৃদ্ধ যেন কি মনে পড়ায় বললেন, 'ঐ পাভলিশেচভ সম্বন্ধে একজন সন্ন্যাসীকে নিয়ে একটা অদ্ভুত গল্প শোনা যায় না? —কে যে সন্ন্যাসী তা ভুলে গিয়েছি—এক সময়ে সবাই বলত।'

পেত্রোভিচের মনে পড়ল, 'জেসুইটপন্থী সন্ন্যাসী গুরো।' হ্যাঁ, তারা আমাদের শ্রেষ্ঠ এবং যোগ্য। লোক তিনি ভাল বংশের ধনী ব্যক্তি ছিলেন। হঠাৎ জেসুইট হওয়ার জন্য প্রকাশ্যে উৎসাহের সঙ্গে চাকরী ছেড়ে দিলেন। এবং মারাও গেলেন

ঠিক সময়ে— সবাই তাই বলে—'

মিশকিন দিশাহারা হয়ে গেল।

'পাভলিশ্চেভ—জেসুইট হয়েছিলেন? অসম্ভব!'

'সত্যি "অসম্ভব।" ' পেত্রোভিচ দাঁত চেপে টেনে টেনে উচ্চারণ করলেন।

'সে অনেক কথা প্রিন্স—যাক সেই মৃত ব্যক্তিটি সম্বন্ধে তোমার খুবই উঁচু ধারণা দেখছি—সত্যি তিনি খুব সৎ ছিলেন, শয়তান গুরোর সাফল্যের সেটাই প্রধান কারণ। কিন্তু পরে সে বিষয়ে কী হৈ-হৈ হল— বিশেষত সেই গুরুর সঙ্গে। শুধু ভেবে দেখো'—হঠাৎ তিনি বৃদ্ধের দিকে ফিরলেন—'তারা উইলে তাদের দাবীও তোলার চেষ্টা করেছিল, সে কারণে আমাকেও খুব কড়া ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। —তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হয়েছিল—বুঝিয়ে দিতে হয়েছিল—নিজেদের ব্যাপার বুঝে নিতে তারা খুবই ওস্তাদ। চমৎকার লোক। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সব কিছু মস্কোতেই ঘটেছিল। আমি সোজা কোর্টে গিয়ে তাদেরকে সব বুঝিয়ে ছাড়লাম।

মিশকিন চেঁচিয়ে বলল, 'আপনি আমায় কতটা আহত ও বিস্মিত করেছেন, তা জানেন না।'

'আমি দুঃখিত। তবে এসব তুচ্ছ ব্যাপার সহজেই মিটে যেত, ছোটখাট ব্যাপার যেমন মিটে যায়, তেমনি। আমার ধারণা তাই।' তিনি বৃদ্ধের দিকে ফিরে বললেন, 'গত গ্রীষ্মে শুনলাম কাউন্টেস কে. বিদেশে কোন ক্যাথলিক মঠে গিয়েছিলেন। রুশরা একবার ঐ শয়তানদের হাতে যদি পড়ে—বিশেষতঃ বিদেশে—তাহলে কিছুতেই সামলাতে পারে না।'

বৃদ্ধ বিজ্ঞের মত বললেন, 'এর কারণ আমাদের—অবসাদ, আর ওদের ধরনধারণ—নিপুণ এবং অদ্ভুত। ওরা জানে কি করে লোককে ভয় দেখাতে হয়। ১৮৩২ সালে ভিয়েনাতে ওরা আমাকে ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু আমি নরম হইনি, পালিয়ে গিয়েছিলাম। হা—হা। সত্যি পালিয়ে গিয়েছিলাম—'

'আমি শুনেছি, আপনি সুন্দরী কাউন্টেস লেভিৎস্কির সঙ্গে ভিয়েনা থেকে প্যারিতে পালিয়ে গিয়েছিলেন, এবং সেজন্যই চাকরী ছেড়ে দিয়েছিলেন, জেসুইটদের হাত থেকে বাঁচার জন্য নয়,' হঠাৎ রাজকুমারী বলে উঠলেন।

'জেসুইটদের জন্যই' মুখস্মৃতি মনে পড়ায় জবাব দিয়ে বৃদ্ধ হাসলেন। প্রিন্স এখনো অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে, তার দিকে ফিরে বৃদ্ধ ভদ্রভাবে বললেন, 'তোমায় খুব ধর্মপ্রবণ মনে হচ্ছে। এখনকার দিনের তরুণদের মধ্যে এরকম দেখা যায় না।'

বৃদ্ধ মিশকিনকে আরো ভাল করে দেখতে চান। কোন কারণে সে বৃদ্ধের কাছে আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে।

মিশকিন হঠাৎ বলল, 'পাভলিশ্চেভ বুদ্ধিমান এবং যথার্থ খ্রীষ্টান ছিলেন। কি করে তিনি অখ্রীষ্টীয় একটা মত গ্রহণ করবেন? ক্যাথলিক ধর্ম অখ্রীষ্টীয় মতেরই সমান।' সে জ্বলন্ত চোখে চারদিকে তাকাল যেন সবাইকে খুঁটিয়ে দেখছে।

'থাক, যথেষ্ট হয়েছে।' বলে বৃদ্ধ অবাক দৃষ্টিতে জেনারেল এপানচিনকে দেখলেন।

পেত্রোভিচ বললেন, 'ক্যাথলিকবাদ অখ্রীষ্টীয় বলে তুমি কি বোঝাতে চাও?

তাহলে ওটা কি ?'

মিশকিন খুব উত্তেজনার সঙ্গে হঠাৎ কথা শুরু করল, 'প্রথমতঃ অখ্রীষ্টীয় ধর্ম। দ্বিতীয়তঃ, আমার মতে, রোমান ক্যাথলিকবাদ নাস্তিকতার চেয়েও খারাপ। হ্যাঁ, এই আমার মত। নাস্তিকতা শুধু নেতিবাদ প্রচার করে, কিন্তু ক্যাথলিক ধর্ম আরো এগিয়ে গেছে ; এ ধর্ম বিকৃত, অসম্মানিত খ্রীষ্টকে, তাঁর বিপরীত রূপকে প্রচার করে। ওরা খ্রীষ্টবিরোধী মতবাদ ছড়ায়। দীর্ঘদিন ধরে আমার এই ধারণা আমায় পীড়িত করেছে।—বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক আধিপত্য ছাড়া এ ধর্ম টিকতে পারে না। আমার মতে এটা ধর্ম নয়, পাশ্চমী রোম সাম্রাজ্যের ধারা মাত্র এবং সেই ধারার প্রতিই এর সব চিন্তা বিসর্জিত। পোপ পৃথিবীর সিংহাসন অধিকার করে হাতে নিয়েছেন তরোয়াল, এভাবেই বরাবর চলে আসছে, শুধু নতুনভাবে ওরা এর সঙ্গে মিথ্যে কথা, জুয়াচুরি, প্রবঞ্চনা, ধর্মোন্মত্ততা, কুসংস্কার আর শয়তানি যোগ করেছে। ওরা ঈশ্বরকে তুচ্ছ করেছে, শুধু অর্থ আর নীচ জাগতিক ক্ষমতার জন্য। এটা কি খ্রীষ্টবিরোধিতার শিক্ষা নয় ? ওদের কাছ থেকে কি নাস্তিকতা আসবে না ? নাস্তিকতা এই ধর্ম থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। ওদের জন্যই এটার সৃষ্টি। ওরা কি নিজেদেরকে নিজেরা বিশ্বাস করে ? ওদের অনুভূতির পরিবর্তনে এ অবিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে ; এটা সম্ভব হয়েছে ওদের মিথ্যাবাদিতা আর আধ্যাত্মিক অক্ষমতার ফলে। নাস্তিকতা! আমাদের মধ্যে সামান্য কিছু লোক অবিশ্বাসী ; ইয়েভগেনির চমৎকার ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, এদের পায়ের নীচে কোন মাটি নেই। কিন্তু ইউরোপে অসংখ্য লোক বিশ্বাস হারাতে বসেছে—প্রথম দিকে সেটা হয়েছিল অজ্ঞানতা আর মিথ্যার জন্য, এখন হচ্ছে ধর্মোন্মত্ততা এবং চার্চ ও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি ঘৃণাবশতঃ।'

মিশকিন দম নেওয়ার জন্য থামল। সে খুব দ্রুত কথা বলছিল, এখন ফ্যাকাশে মুখে হাঁপাচ্ছে। সবাই পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে ; শেষে বৃদ্ধ হাসিতে ফেটে পড়লেন। প্রিন্স এন. অনেকক্ষণ মিশকিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। জার্মান কবিটি নিজের কোণ ছেড়ে মুখে ক্রুদ্ধ হাসি নিয়ে টেবলের কাছে এগিয়ে এল।

পেত্রোভিচ যেন বিরক্তি ও লজ্জার ভঙ্গিতে বললেন, 'তুমি বড় অতিরঞ্জিত করছ। চার্চের অনেক প্রতিনিধি সৎ, শ্রদ্ধেয়—'

'আমি ব্যক্তিগত প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে কিছু বলিনি। আমি ঐ ধর্মের মূল কথাটা বলছিলাম। রোমের কথা বলছি। চার্চ কি সম্পূর্ণ মিলিয়ে যেতে পারে ? সে কথা কখনো বলিনি।'

'স্বীকার করছি। কিন্তু এসব সবাই জানে, তাছাড়া—এটা অসংলগ্নও বটে—এবং এটা একটা তত্ত্বগত প্রশ্ন—'

'না, না, এটা শুধু তত্ত্ব নয়! যা ভাবছেন, তার চেয়ে এর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আরো ঘনিষ্ঠ। এটাই আমাদের ভুল ; আমরা বুঝতে পারছি না যে, এটা শুধু তত্ত্ব নয়! সমাজতন্ত্রও ক্যাথলিকবাদ ও ক্যাথলিক ধারণা থেকেই এসেছে। ওরই সঙ্গী নাস্তিকতার মত এই সমাজতন্ত্রও এসেছে নৈতিক হতাশা থেকে, এসেছে ধর্মের হৃত নৈতিক শক্তির পরিবর্তে তৃষিত মানুষের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মেটাতে, তাদের বাঁচাতে,—খ্রীষ্টের দ্বারা নয়, হিংসার দ্বারা। সেটাও হিংসার মাধ্যমে স্বাধীনতা, তরোয়াল আর রক্তের মাধ্যমে ঐক্য। ওরা বলে, "ঈশ্বরে বিশ্বাস

কোরো না, তোমরা বিশ লক্ষ মানুষ, সম্পত্তি আর ব্যক্তি স্বাধীনতা রেখো না!" লোকে বলে, ওদের কাজ দিয়ে চেনা যায়। ভাববেন না যেন, এসব খুব নিরীহ, এতে কোন বিপদ নেই। এখনি আমাদের বাধা দেওয়া দরকার। ওরা জানে না আমাদের খ্রীষ্টের আলো পশ্চিমকে জয় করবে। জেসুইটদের অনুগত না হয়ে রুশ সভ্যতা বয়ে নিয়ে ওদের সামনে আমাদের দাঁড়ানো উচিত; আমরা যেন না বলি যে, ওরা দক্ষ প্রচারক।'

পেত্রোভিচ ক্রমশ অস্বস্তি আর ভয় নিয়ে চারদিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমায় বলতে দাও। তোমার সব কথা খুব প্রশংসনীয় আর দেশপ্রেমে ভরা, কিন্তু এসব অত্যন্ত অতিরঞ্জিত—এ আলোচনা বরং থাক—'

না, অতিরঞ্জিত নয়; বরং যথেষ্ট কমিয়ে বলেছি। কারণ, আমি বোঝাতে পারছি না—'

'আমায় বলতে দাও!'

মিশকিন চুপ করে সোজা হয়ে চেয়ারে বসে স্থির, উৎসাহী দৃষ্টিতে পেত্রোভিচের দিকে তাকাল।

'বৃদ্ধটি' শান্তভাবে বললেন, 'তোমার আশ্রয়দাতার যা ঘটেছিল তাতে বোধ হয় তুমি খুব বিচলিত। তুমি খুব উৎসাহী হয়ে উঠেছ—বোধহয় একা থেকে থেকে। যদি আরো বেশী লোকের মাঝে থেকে পৃথিবীটা দেখতে, তাহলে তুমি একটি অসাধারণ তরুণ হতে পারতে, তাহলে তোমার উত্তেজনা কম হত, তুমি দেখতে সবকিছু অনেক সহজ—তাছাড়া, আমার মতে এরকম ঘটে কিছুটা আমাদের একঘেয়েমির ফলে।'

মিশকিন চেঁচিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছেন! চমৎকার কথা! এর কারণ শুধু একঘেয়েমি। অতৃপ্ত বাসনা—বেশী তৃপ্তি নয়। এটা ভাবা আপনার ভুল হয়েছে। শুধু অতৃপ্ত বাসনাই নয়, উত্তেজনা, জ্বলন্ত পিপাসাও রয়েছে। এটাকে এত তুচ্ছ ভাববেন না যে, এতে হাসা যায়। মাফ করবেন, এসব বিষয়ে ভাল করে দেখা দরকার। রুশরা যেই পায়ের নীচে মাটি পেয়ে বুঝতে পারে শক্ত জমিতে দাঁড়িয়েছে, অমনি সে এত খুশী হয় যে, সীমা ছাড়িয়ে যায়। কেন এরকম হয়? আপনি পাভলিশ্চেভের কথায় অবাক হয়েছেন, ভাবছেন তিনি পাগল বা বোকা ছিলেন। কিন্তু তা নয়। এরকমক্ষেত্রে রুশদের উৎসাহ শুধু আমাদের কাছে নয়, সারা ইউরোপেই একটা বিস্ময়। যদি আমাদের মধ্যে কেউ ক্যাথলিক হয়ে যায়, তাহলে সে জেসুইট হতে, অত্যাচারিত হতে বাধ্য। নাস্তিক হলে সে ঈশ্বরে বিশ্বাস জোর করে দূর করে—মানে, তরোয়ালের সাহায্যে। কেন এই উন্মত্ততা? নিশ্চয়ই তা জানেন। এখানে যে পিতৃভূমির অভাব ছিল, তা সে পেয়েছে। সে তীরে পৌঁছেছে, মাটি চুম্বন করতে দৌড়েছে। রুশ নাস্তিক আর জেসুইটরা শুধু গর্বের প্রকাশ নয়, তারা আত্মিক যন্ত্রণা, আত্মিক তৃষ্ণা, বড় কিছুর জন্য বাসনা, দৃঢ়তার জন্য, বিশ্বাসের জন্য বাসনা প্রকাশ করে, কারণ সেসব তারা কখনো পায়নি। পৃথিবীর যে কোন লোকের চেয়ে রুশদের পক্ষে নাস্তিক হওয়া সহজ। তারা শুধু নাস্তিকই হয় না, নাস্তিকতায় বিশ্বাসও করে,—যেন ওটা একটা নতুন ধর্ম। ভাবে না যে, তারা শূন্যকে বিশ্বাস করছে। এতই বড় আমাদের পাগলামি। "যার পায়ের নীচে মাটি নেই, তার ঈশ্বর নেই।" এটা আমার কথা নয়, এক পৌত্তলিক

বণিক আমায় কথাটা বলেছিল ; বেড়াতে গিয়ে তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। সে বলেছিল, "যে দেশকে ত্যাগ করেছে, সে ঈশ্বরকে ত্যাগ করেছে।" অথচ আমাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত লোকরাও ফ্ল্যাগেল্যান্ট সম্প্রদায়ে যোগ দিচ্ছে। ওটা নিহিলিজম, জেসুইটবাদ বা নাস্তিকতার চেয়ে খারাপ কিসে? বরং আরো ভাল। তবে মনের যন্ত্রণায় ওদের এই অবস্থা। কলম্বাসের আগ্রহী, উত্তেজিত সঙ্গীদের কাছে "নতুন জগৎ"কে প্রকাশ করুন, তাকে পৃথিবী থেকে গুপ্তধন খুঁজে নিতে দিন! রুশ চিন্তাধারা, রুশ ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের দ্বারা সৃষ্ট ও পুনর্জীবিত সমগ্র মানবজাতি তাকে দেখান ; দেখবেন বিস্মিত পৃথিবীর সামনে সে কী শক্তিশালী, সৎ, শান্ত ও প্রাজ্ঞ হয়ে ওঠে! পৃথিবী এতে বিস্মিত ও আহত হবে ; কারণ সে আমাদের কাছে তরবারি ও হিংসা ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করে না ; কেননা নিজেদের মানে বিচার করে অন্য লোক আমাদের বর্বর ছাড়া আব কিছু ভাবে না। এতদিন তাই হয়ে এসেছে, হয়ে চলেছে। আর—'

এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটায়, বক্তার বক্তৃতা হঠাৎ থেমে গেল।

এই বন্যস্রোত, অদ্ভুত উত্তেজিত কথার তোড, উৎসাহী চিন্তাধারা যা সকলকে হতবুদ্ধি করে ফেলেছে, তা অকস্মাৎ মিশকিনের মানসিক অবস্থায় অশুভ ছায়া ফেলল। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা মিশকিনকে জানে তারা শঙ্কিত হয়ে (কয়েকজন লজ্জার সঙ্গে) এই উত্তেজনার কথা ভাবছে ; এ উত্তেজনা মিশকিনের স্বাভাবিক সংযম, তার বিরল, অদ্ভুত কৌশল এবং যথার্থ ভদ্রতার সহজাতবোধের সঙ্গে মিলছে না। কেউ এর কারণ বুঝতে পারছে না। পাভলিশ্চেভ সম্বন্ধে তাকে যা বলা হয়েছে, সেটা এর কারণ হতে পারে না। মেয়েরা এমনভাবে তাকে দেখছে যে মনে হচ্ছে যেন তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। পরে রাজকুমারী বললেন, আর একটু হলেই তিনি ছুটে পালাতেন। বৃদ্ধরা বিস্ময়ে হতবাক। সেই সামরিক ব্যক্তিটি অসন্তুষ্ট হয়ে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন। কর্নেল অনড হয়ে বসে আছেন। জার্মান কবিটি বেশ বিবর্ণ হয়েও কৃত্রিম হাসি সহযোগে সকলের দিকে তাকিয়ে দেখল তারা কি ভাবছে। কিন্তু এসব কিছু এবং এই 'কেলেঙ্কারী' অতি সহজেই মিটে যেতে পারত। জেনারেল এপানচিন বেশ অবাক হলেও অন্যদের চেয়ে তাডাতাডি পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে মিশকিনকে থামাবার অনেকবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে, দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে তার দিকে এগোতে লাগলেন। আর এক মিনিটের মধ্যে দরকার হলে হয়ত তাকে অসুখের অছিলায় বার করে দেবেন। তার ধারণা এ অছিলাটা হয়ত মিথ্যে হবে না—কিন্তু ব্যাপারটা হঠাৎ সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেল।

মিশকিন বসার ঘরে ঢুকেই যে চীনা ফুলদানীটা সম্পর্কে আগলেয়া তাকে ভয় দেখিয়েছিল সেটা থেকে যতদূর সম্ভব দূরে বসেছিল। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও আগেরদিন আগলেয়া কথাটা বলার পর একটা অদ্ভুত ধারণা তাকে তাডা করে ফিরছিল। ধারণাটা হচ্ছে যে সে যতই দূরে বসে বিপদ এডাবার চেষ্টা করুক না কেন নিশ্চয়ই পরের দিন সে ও জিনিষটা ভেঙে ফেলবেই। এবং বাস্তবে তা-ই ঘটল। সন্ধ্যাবেলায় অন্য এক উজ্জ্বল মনোভাব যে তার মনকে ভরে তুলল সেকথা আমরা আগেই বলেছি। উত্তেজনায় সে আগের ভয়ের কথা ভুলেই গেল। পাভলিশ্চেভের নাম শোনার পর জেনারেল যখন তাকে সামনে এনে পেত্রোভিচের

সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন তখন সে টেবলের কাছে গিয়ে বিরাট, সুন্দর চীনে ফুলদানীটার খুব কাছেই একটা আর্মচেয়ারে বসল ; ফুলদানীটা এই আর্মচেয়ারের একটু পেছনে তার কনুইয়ের কাছেই রাখা ছিল।

শেষ কথাগুলো বলে সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অসাবধানে হাত নাড়াতেই সাথে সাথে চারদিকে একটা বিরাট আতঙ্কের চীৎকার উঠল। প্রথমে ফুলদানীটা মৃদু দুলে উঠতেই মনে হল, যেন কোন বৃদ্ধের মাথায় পড়বে কিনা তা ভাবছে ; কিন্তু হঠাৎ সেটা জার্মান কবিটির দিকে ঝুঁকতেই কবি এক লাফে পেছনে সরে এল, এবং ফুলদানীটা সাথে সাথেই মাটিতে আছড়ে পড়ল। একটা চীৎকার, একটা আতঙ্ক—তারপর সেই দামী টুকরোগুলো কার্পেটের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। দুঃখ না বিস্ময়—মিশকিনের অবস্থাটা যে কি হল সেটা বলা কঠিন, হয়ত তা অপ্রয়োজনীয়ও। কিন্তু এই মুহূর্তে তার যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল, সেটা উল্লেখ করতেই হবে ; কারণ এই অনুভূতিটা এখন তার কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। সেটা লজ্জা, কেলেঙ্কারী, ভয় বা আকস্মিকতা—এর কোনটাই নয়, সেটা হচ্ছে ঘটনা সম্বন্ধে তার পূর্বাভাস। এ চিন্তায় যে এত আকর্ষণীয় কি আছে তা সে নিজেও বুঝতে পারছে না। তবে এই অনুভূতি তাকে চেপে ধরেছে, কুসংস্কারের মত একটা ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। মুহূর্তের জন্য তার মনে হল যে, সবকিছু যেন তার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ফলে ভয়ের বদলে দেখা দিল আলো আর আনন্দ। তার দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল—কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সে ভাব চলে গেল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ব্যাপারটা তা নয়! সে নিঃশ্বাস নিয়ে চারদিকে তাকাল।

চারপাশে যে হৈ-চৈ চলেছে সে অনেকক্ষণ যেন তা বুঝতে পারল না, কিংবা হয়ত সব বুঝে, দেখেও সে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন এ ঘটনার সাথে তার কোন যোগ নেই. সে যেন রূপকথার গল্পের কোন অদৃশ্য চরিত্রের মত চুপি চুপি ঘরে ঢুকে সবাইকে দেখছে,—তারা তাকে আকৃষ্ট করলেও তাদের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। সে দেখল ওরা কাঁচের টুকরোগুলো তুলছে ; ওদের দ্রুত কথাবার্তা তার কানে এল। দেখল, আগলেয়া বিবর্ণ মুখে খুব অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার চোখে ঘৃণা বা রাগের কোন চিহ্ন নেই, রয়েছে ভীতি আর গভীর ভালবাসা এবং সে অন্য সকলকে দেখছে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে। এতে·· মিশকিনের হৃদয় একটা মধুর ব্যথায় মুচড়ে উঠল। শেষে সে অবাক হয়ে দেখল. সবাই আবার বসে খুব হাসছে, যেন কিছুই ঘটেনি। একটু পরে হাসির শব্দ আরো বাড়ল। সবাই তার হতবুদ্ধিভাব দেখে হাসছে, কিন্তু সে হাসি প্রাণখোলা। সকলে খুব সহৃদয়ভাবে তার সঙ্গে কথা বলল। লিজাভেটার ব্যবহার সবচেয়ে ভাল তিনি হাসিমুখে খুব ভালভাবে কথা বললেন। হঠাৎ কাঁধে সে জেনারেল এপানচিনের সস্নেহ চাপড় অনুভব করল। পেত্রোভিচও হাসছেন, সবচেয়ে মধুর ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারে সেই বৃদ্ধের। তিনি মিশকিনের হাতে মৃদু চাপ দিলেন, অন্য হাতে হাল্কা চাপড় দিয়ে তাকে এমনভাবে বোঝাতে লাগলেন যে মনে হল তিনি যেন কোন ছোট, ভীতু ছেলের সঙ্গে কথা বলছেন (মিশকিন এতে খুব খুশী হল)। তিনি মিশকিনকে পাশে বসালেন। মিশকিন খুশী হয়ে তাঁর দিকে তাকাল ; এখনো সে কথা বলতে পারছে না—হাঁপাচ্ছে। বৃদ্ধটির মুখ তার খুব ভাল লেগেছে। সে বৃদ্ধকে বলল, 'সত্যি আপনি আমায় ক্ষমা

করেছেন ? লিজাভেটা প্রকোফিয়েভনা, আপনিও ক্ষমা করেছেন ?'

হাসির শব্দ আরো বেড়ে গেল। মিশকিনের চোখে জল এল। সে ব্যাপারট বিশ্বাস করতে পারছে না, সে মুগ্ধ হয়ে গেছে।

'ফুলদানীটা চমৎকার ছিল। গত পনেরো বছর ধরে ওটা এখানে দেখছি হ্যাঁ পনেরো বছর - 'পেত্রোভিচ বললেন।

লিজাভেটা সজোরে বললেন, 'সত্যিই বিপদ বটে। মানুষই শেষ হয়ে যায় আর এ তো মাটির বাসন। লেভ নিকোলায়েভিচ, তুমি নিশ্চয়ই এতে মন খারাপ করনি ? কিছু ভেবো না বাবা, তাহলে আমি ঘাবড়ে যাব।'

'সব ক্ষমা করেছেন ? ফুলদানী ছাড়াও অন্য সব কিছু ?' মিশকিন উঠে পড়ছিল, কিন্তু বৃদ্ধ আবার হাত ধরে টানলেন। তিনি ওকে যেতে দেবেন না।

'তাহলে আমি কাউকে আঘাত দিইনি ? জানেন না, আমি কত খুশী হয়েছি। কিন্তু এ রকম হতই। এখানে কি কাউকে আঘাত দিতে পারি ? আমি যদি ও কথা ভাবি তাহলে আবার আপনাকে আঘাত দেওয়া হবে।'

'শান্ত হও বাছা, এসব অতিরঞ্জিত। তোমার এত কৃতজ্ঞ হওয়ার মত কিছু হয়নি। মনোভাবটা সুন্দর, তবে এট বাড়াবাড়ি।'

'আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি না, শুধু প্রশংসা করছি, আপনাকে দেখে ভাল লাগছে। হয়ত বাজে বকছি, কিন্তু বুঝিয়ে বলতেই হবে শুধু আত্মসম্মানের কারণে

তার সব কথা খাপছাড়া, এলোমেলো, উত্তেজিত। হয়ত সে যা বলছে, তা সে বলতে চায়নি। তার চোখ দুটো যেন জানতে চাইছে যে, সে কথা বলবে কিনা। এবার তার রাজকুমারীর দিকে দৃষ্টি পড়ল।

রাজকুমারী বললেন, ঠিক আছে, বলে যাও, তবে এত হুড়োহুড়ি কোরো না। এত তাড়াতাড়ি কথা বলতে গিয়ে কি হল দেখলে তো। তবে কথা বলতে ভয় পেও না। এইসব ভদ্রলোক, ভ্রমহিলারা তোমার থেকেও অদ্ভুত অদ্ভুত লোককে দেখেছেন। এরা অবাক হবেন না। আর তুমি এমন কিছু অসাধারণও নও, তুমি শুধু একটা ফুলদানী ভেঙে আমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে।'

মিশকিন তার কথা হাসিমুখে শুনে 'বৃদ্ধটিকে' বলল, 'তিনমাস আগে আপনিই পোডকুমোভ নামে একজন ছাত্রকে এবং শ্বেপাত্রিন নামে একজন কেরানীকে নির্বাসন থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন।'

বৃদ্ধ লোকটি একটু আরক্ত হয়ে তাকে শান্ত হতে বললেন।

সে সাথে সাথে পেত্রোভিচের দিকে ফিরে বলল, 'শুনেছি, আপনার চাষীরা আপনাকে যথেষ্ট অসুবিধেয় ফেলা সত্ত্বেও তাদের ঘর যখন পুড়ে গিয়েছিল তখন আপনিই তাদেরকে ঘর করার জন্য কাঠ দিয়েছিলেন ?'

পেত্রোভিচ খুশী হলেও বললেন, 'ওটা একটু অতিরঞ্জিত।'

তবে এক্ষেত্রে এটা সত্যি যে মিশকিনের কথাটা একটু 'অতিরঞ্জিতই।' কারণ সে একটা ভুল গুজব শুনেছে।

এবার সে তার কথার রেশ টেনে রাজকুমারীকে বলল, 'ছ'মাস আগে লিজাভেটা প্রকোফিয়েভনা যখন আপনাকে চিঠি লিখেছিলেন তখন কি আপনি আমাকে নিজের ছেলের মতই গ্রহণ করেননি ? নিজের ছেলের মত আপনি

আমাকে এমন একটা উপদেশ দিয়েছিলেন, যা আমি কখনো ভুলব না। কথাটা মনে করতে পারছেন?'

রাজকুমারী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমার এমন অবস্থা কেন? তুমি সৎ কিন্তু উদ্ভট। কেউ তোমাকে একটা পয়সা দিলে তুমি তাকে এমনভাবে ধন্যবাদ দাও যে মনে হয় সে যেন তোমার জীবনটাই বাঁচিয়েছে। এটাকে তুমি প্রশংসনীয় ভাবলেও এটা বিরক্তিকর।'

তিনি প্রায় রেগে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ হেসে ফেললেন। তাঁর এবারের হাসি খুশীর হাসি। সিজাভেটার মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠল; জেনারেল এপানচিনও খুশী হলেন। তিনি রাজকুমারীর কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, 'বলছিলাম লেভ নিকোলায়েভিচ একটা খাঁটি মানুষ·· শুধু এত তাড়াতাড়ি যদি না করত··'

মনে হচ্ছে শুধু আগলেয়াই যেন দুঃখিত, তার মুখে ক্রোধের আভাষ।

বৃদ্ধ লোকটি পেত্রোভিচকে বললেন, 'ছেলেটি সত্যিই ভারী সুন্দর।'

মিশকিন ক্রমশঃ আবেগের সঙ্গে আরো আগ্রহের সুরে বলে চলল, 'এখানে এসেছিলাম মনে যন্ত্রণা নিয়ে। আপনাদের ভয় পেয়েছিলাম, আবার নিজেকেও ভয় পেয়েছিলাম। সবচেয়ে ভয় পেয়েছিলাম নিজেকেই। পিটার্সবার্গে ফিরে এসে ভেবেছিলাম এখানে সবচেয়ে ভাল লোক, পুরনো ঐতিহ্যময় পরিবারের লোকদের সঙ্গে দেখা করব, যাদের মধ্যে জন্মসূত্রে আমি প্রথম সারিতে রয়েছি। না, আমি আমার মত রাজপুত্রদের সঙ্গে বসে রয়েছি, তাই না? আপনাদের জানতে চেয়েছিলাম, সেটা খুব, খুবই প্রয়োজন! —আপনাদের সম্বন্ধে অনেক খারাপ কথা শুনেছি; শুনেছি আপনাদের নীচতা, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অগভীর জ্ঞান, বিশ্রী স্বভাবের কথা। সত্যি আপনাদের সম্পর্কে কত কিছু বলা হয়েছে, কত কিছু লেখা হয়েছে! আজ কৌতূহল আর উত্তেজনা নিয়ে এখানে এসেছিলাম। রুশ সমাজের এই ওপরের স্তর সত্যিই অপদার্থ কিনা, পুরনো কাল পেরিয়ে তাদের মরবার সময় হয়েছে কিনা, তারা ভবিষ্যতের মানুষের সঙ্গে এখনো হীন, অন্তহীন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে কিনা, তাদের পথে বাধা দিচ্ছে কি না, নিজেদের মৃত্যু সম্বন্ধে সচেতন কিনা, সেটা নিজের চোখে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলাম। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে আগে আমার বিশ্বাস ছিল না, কারণ আমাদের মধ্যে উঁচু শ্রেণী বলতে ছিল শুধু রাজার পারিষদরা। কিন্তু এখন আর তারা নেই। কি, তাই না?'

পেত্রোভিচ ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, 'না, সেটা ঠিক নয়।'

রাজকুমারী অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'আবার ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

বৃদ্ধ নীচু গলায় সাবধান করে দিলেন, 'ও ভীষণ কাঁপছে।'

মিশকিন একেবারে সংযম হারিয়ে ফেলেছে।

'কি দেখলাম? দেখলাম এরা মার্জিত, সরল, চতুর। একজন বৃদ্ধকে দেখলাম যিনি আমার মত একটি ছেলের কথা শুনতে চান, এবং তার প্রতি সহৃদয়। দেখলাম এরা বুঝতে চান, ক্ষমা করতে চান। এরা রুশ, এরা সহৃদয়; যেমন ওখানে দেখেছি প্রায় সেরকমই সদয়। এ বিস্ময়ে যে কত আনন্দের তা কি আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি বলে বোঝাতে চাই। অসংখ্যবার শুনে বিশ্বাস

করতাম যে, সমাজ শুধু আচরণ আর প্রথার সমষ্টি, সব বাস্তবতাই তার বিলুপ্ত। কিন্তু এখন দেখছি তা নয়; অন্যত্র তা হতে পারে, কিন্তু রাশিয়ায় নয়। আপনারা কি সবাই জেসুইট আর অসৎ হতে পারেন? এইমাত্র প্রিন্স এন-এর বলা গল্পটা শুনলাম। গল্পটায় কি সহজ, স্বতস্ফূর্ত কৌতুক নেই? সরলতা নেই? মৃত কোন লোক কি এ কথা বলতে পারে—যার মন, বুদ্ধি শুকিয়ে গেছে? আপনারা আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন, মৃত লোক কি তা করতে পারে? এটা কি ভবিষ্যতের আশার বিষয় নয়? এরকম লোক কি পিছিয়ে পড়তে পারে?'

বৃদ্ধ হাসলেন, 'আবার অনুরোধ করছি: তুমি শান্ত হও। এসব নিয়ে পরে কথা বললে আমি খুশী হব—'

পেত্রোভিচ গলা ঝেড়ে চেয়ারে ঘুরে বসলেন। জেনারেল এপানচিন নড়েচড়ে তাঁর ওপরওয়ালা বৃদ্ধটির স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, মিশকিনের দিকে একটুকুও মনোযোগ দিলেন না, কিন্তু বৃদ্ধের স্ত্রী বারবারই তার দিকে ফিরে তার কথা শুনতে লাগলেন।

মিশকিন আবার উত্তেজনায় বৃদ্ধকে অদ্ভুত নির্ভরতার সঙ্গে বলতে শুরু করল, 'না, বলাই ভাল। গতকাল আগলেয়া আমায় কথা বলতে বারণ করেছিল, এমনকি কোন বিষয়ে কথা বলব না, তাও বলেছিল। ও জানে, কয়েকটা বিষয়ে আমার কথাবার্তা অদ্ভুত। আমার বয়স সাতাশ হলেও আমি জানি আমি শিশুর মত। অনেক আগেই বলেছি, মতপ্রকাশের আমার কোনো অধিকার নেই। শুধু মস্কোতে রোগোজিনের সঙ্গেই খোলাখুলি কথা বলেছি। আমরা একসঙ্গে পুশকিন পড়েছি। সে পুশকিনের বিষয়ে কিছুই জানত না, নামটা পর্যন্ত জানত না। আমার সর্বদা ভয় হয়, আমার অদ্ভুত ব্যবহারে আসল ধারণাটা না বিকৃত হয়ে ওঠে! আমার বক্তৃতার কোন ক্ষমতা নেই। আমার ভাবভঙ্গী কখনো ঠিক হয় না, লোকে হাসে, আমার চিন্তাকে তারা ছোট করে দেখে। আমার সামঞ্জস্যবোধও নেই, অথচ ঐটাই আসল। আমি জানি, আমার পক্ষে চুপ করে বসে থাকাই ভাল। চুপ করে থাকলে আমায় খুব বুদ্ধিমান বলে মনে হয়, উপরন্তু আমি কিছু কিছু ভাবতেও পারি। তবে এখন আমার দিকে কথা বলাই ভাল। আমি কথা বলছি, কারণ আপনারা আমার দিকে এত সুন্দর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন, আপনাদের মুখমণ্ডল এত সুন্দর! গতকাল আগলেয়াকে কথা দিয়েছিলাম, সারাটা সন্ধ্যা চুপ করে থাকব।'

বৃদ্ধ হেসে বললেন, 'কী সরল!'

'কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় আমি ঠিক ভাবছি না। কথা বলার ক্ষমতার চেয়ে আন্তরিকতা বেশী দরকারী, তাই না?'

'কখনো কখনো।'

'আমি সব বোঝাতে চাই! হ্যাঁ! ভাবছেন আমি ইউটোপিয়ান? তত্ত্ববাদী? আমার চিন্তাগুলো সত্যিই খুব সহজ। কি, বিশ্বাস করছেন না? হাসছেন? জানেন, মাঝে মাঝে আমার রাগ হয়, কারণ আমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি। এখানে এসে ভাবছিলাম: "কি করে ওদের সঙ্গে কথা বলব? কোন্ কথা দিয়ে শুরু করব, যাতে ওরা বুঝতে পারে?" খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, বেশী ভয় পেয়েছিলাম আপনাকে। কিন্তু ভয় কেন? ভয় পাওয়া কি লজ্জার নয়? একজন লোকের

কাছে এত খারাপ লোক থাকলে কি আসে যায়? ওতেই আমি খুশী। এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে, এরকম কিছু নেই, সবই জীবন্ত। আমরা অদ্ভুত বলে চিন্তার কোন কারণ নেই, তাই না? আপনি জানেন, আমরা সত্যিই অদ্ভুত, আমরা হাল্কা, আমাদের স্বভাব খুব খারাপ, আমরা ক্লান্ত, আমরা জানি না যে কিভাবে একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয়,—আমরা বুঝতে পারি না। আমরা প্রত্যেকেই একরকম—আপনি, আমি, ওরা—সবাই। আপনার মুখের ওপর আপনাকে অদ্ভুত বলায় কি রাগ করেছেন? যদি তাই হয়, তাহলে কি বলব আপনি ভাল লোক নন? আমার মতে মাঝে মাঝে অদ্ভুত হওয়া ভাল, তাতে অন্যকে সহজে ক্ষমা করা যায়, সহজে নম্র হওয়া যায়। একবারে সবাই সব বোঝে না, সব কাজ আমরা একবারে ঠিকভাবে করতে পারি না। ঠিক করতে গেলে অনেক অজ্ঞ অবস্থায় শুরু করতে হয়। যদি খুব তাড়াতাড়ি বুঝি তাহলে হয়ত পুরোটা বুঝব না। এ কথা আপনাকে বলছি, কারণ আপনি অনেক জেনেছেন, আবার—অনেক কিছু এখনো বুঝতে পারেননি। এখন আপনার জন্য ভয় হচ্ছে। এসব কথা আমার মত ছেলে বলছে বলে আপনি রেগে যাননি তো? নিশ্চয়ই নয়। আপনি জানেন যারা আপনাকে আহত করেছে আর যারা করেনি, তাদের কি করে ক্ষমা করতে হয়, কারণ যে কাউকে ক্ষমা করেনি, তাকে ক্ষমা করা বেশী কঠিন, কেননা সে কাউকে আঘাত দেয়নি বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগও ভিত্তিহীন। ভাল লোকেদের কাছে এই প্রত্যাশাই থাকে। এখানে এসে এই কথাটা বলতেই ব্যস্ত হয়েছিলাম, কি করে বলব বুঝতে পারছিলাম না! হাসছেন পেত্রোভিচ? ভাবছেন আমি ওদের ভয় পাই, ওদেরকে সমর্থন করি? ভাবছেন, আমি গণতন্ত্রী, সাম্যের সমর্থক?' সে পাগলের মত হেসে উঠল (সে অনবরত আনন্দে হাসছে।) "আপনাদের সকলের জন্য আমার ভয়। আমি নিজে এক প্রাচীন পরিবারের রাজপুত্র আর বসে আছি রাজপুত্রদের সঙ্গে। সবাইকে বাঁচাতে চাই, যাতে আমরা কিছু না জেনে বৃথা অন্ধকারে হারিয়ে না যাই। আমরা যদি এগিয়ে থেকে নেতা হতে পারি তাহলে নিজেরা সরে গিয়ে অন্যকে পথ করে দেব কেন? এগিয়ে গেলে আমরাই নেতা হব। নেতা হওয়ার জন্য আমাদের ভৃত্য হতে হবে।'

সে চেয়ার থেকে উঠতে গেল, কিন্তু বৃদ্ধ এখনো তাকে ধরে রেখেছেন, তার দিকে অপ্রতিভভাবে তাকিয়ে আছেন।

'শুনুন! জানি কথা বলা ঠিক নয়, বরং উদাহরণ দেওয়াই ভাল এবং আমি দিতে চলেছি তাই। সত্যিই কি কেউ অসুখী হয়? আমি সুখী হলে আমার দুঃখ-কষ্টে কি আসে যায়? জানি না লোক গাছের পাশ দিয়ে গিয়েও কেন গাছ দেখে সুখী হয় না! মানুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাকে ভালবেসে সুখী হয় না কেন! আমি বোঝাতে পারছি না—প্রতি পদে এত সুন্দর জিনিষ রয়েছে যে, সবচেয়ে হতাশ লোকও সুন্দর হতে চাইবে। শিশুকে দেখুন! সূর্যোদয় দেখুন! দেখুন কেমন করে ঘাস জন্মায়! যেসব দৃষ্টি আপনাকে দেখে, ভালবাসে, তাদের দেখুন—!'

সে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। বৃদ্ধ শঙ্কিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। লিজাভেটা 'হায় ভগবান!' বলে চেঁচিয়ে দু হাত ওপরে তুললেন, তিনিই প্রথম বিপদটা টের পেলেন।

আগলেয়া মিশকিনের কাছে দৌড়ে এল। সে ঠিক সময়ে এসে মিশকিনকে

ধরতেই ভয়ে, যন্ত্রণায় বিকৃতমুখে "এই দুঃখী মানুষটির আত্মার" চীৎকার শুনতে পেল। অসুস্থ লোকটি কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ল। কে যেন তাড়াতাড়ি মাথার নীচে একটা বালিশ এনে দিল।

কেউ এটা আশা করেনি। মিনিট পনেরো পরে প্রিন্স এন., ইয়েভগেনি আর সেই বৃদ্ধ সকলের মেজাজ ঠিক করার চেষ্টা করতে লাগলেন; কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যেই পার্টি ভেঙে গেল। অনেকে সহানুভূতি আর দুঃখ প্রকাশ করলেন, দু-চারটে মন্তব্যও শোনা গেল। পেত্রোভিচ বললেন, 'তরুণটি স্লাভোফিল বা ঐ জাতীয় কিছু, তবে তাতে বিপদের কোন আশঙ্কা নেই।' বৃদ্ধ কোন মন্তব্য করলেন না। অবশ্য পরের দিন বা তার পরের দিনও এই নিমন্ত্রিতদের সকলেই বেশ রেগে রইলেন। পেত্রোভিচ ক্ষুব্ধ হলেও তেমন বেশী রাগেননি। জেনারেল এপানচিনের ওপরওয়ালা কিছুদিন তাঁর প্রতি একটু চটে রইলেন। এপানচিনদের 'পৃষ্ঠপোষক' সেই বৃদ্ধ লোকটি এপানচিনকে একটু তিরস্কার করলেও আগলেয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশ আগ্রহ দেখালেন। তিনি সত্যিই ভাল লোক, তবে সেই সন্ধ্যায় মিশকিনের প্রতি তাঁর আগ্রহী হওয়ার একটা কারণ ছিল, নাস্তাসিয়া সংক্রান্ত কেচ্ছায় প্রিন্সের জড়িত থাকা। তিনি গল্পের কিছুটা শুনে বেশ উৎসাহী হয়েছিলেন, হয়ত বা সে বিষয়ে প্রশ্নও করতেন।

পার্টি থেকে যাওয়ার সময়ে রাজকুমারী লিজাভেটাকে বললেন, 'ওর মধ্যে ভাল, মন্দ দুই-ই আছে। যদি আমার মত জানতে চাও, তাহলে বলব, ওর মন্দটাই বেশী। দেখতেই তো পাচ্ছ আসলে ও অসুস্থ!'

সাথে সাথে মাদাম ঠিক করলেন, পাত্র হিসেবে মিশকিন 'অচল।' রাতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, আমি বেঁচে থাকতে ওর সঙ্গে আগলেয়ার বিয়ে হবে না।' পরের দিন সকালেও এই মনোভাব নিয়ে ঘুম থেকে উঠলেন, কিন্তু সকাল থেকে দুপুর একটার মধ্যে তাঁকে অদ্ভুতভাবে নিজের মতের উল্টোদিকে যেতে হল।

বোনেদের সতর্ক প্রশ্নের জবাবে আগলেয়া আবেগহীন অথচ ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, 'আমি কোনদিন ওকে কোন কথা দিইনি, কখনো ওকে স্বামী বলে ভাবিইনি। ও আমার কাছে একটা মানুষ বই আর কিছু নয়।'

লিজাভেটা হঠাৎ ক্ষেপে উঠে বললেন, 'তোমার কাছে এটা আশা করিনি। পাত্র হিসেবে ওর যে কথাই ওঠে না তা আমি জানি এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে, এ বিষয়ে আমরা সকলে একমত। কিন্তু তোমার কাছে এরকম কথা আশা করিনি; তোমার কাছে অন্য কিছু চেয়েছিলাম। কাল রাতে এখানে যারা এসেছিল তাদের সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েও আমি ওকে রাখতে পারি। ওর সম্বন্ধে আমার এটাই ধারণা…।

এখানটায় এসে তিনি হঠাৎ নিজের কথাতে নিজেই ভয় পেয়ে থেমে গেলেন। যদি তিনি বুঝতেন যে, এই মুহূর্তে মেয়ের প্রতি তিনি কী অন্যায়টাই না করলেন! আগলেয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। সে সেই চরম মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করছে, যে মুহূর্তে সব ইঙ্গিত, সব অসতর্কতা, সব গভীর যন্ত্রণার অবসান ঘটবে।

॥ আট ॥

আজকের সকালটা মিশকিনের খুব কষ্টকরভাবে শুরু হল; বলা যেতে পারে এর কারণ হয়ত তার অসুস্থতা। কিন্তু তার দুঃখের কারণটা যে কি সেটা অজানা,

আর সেটাই হল সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক। এটা সত্যি যে বেদনাময় ঘটনাগুলো তার মনের প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট হয়ে জ্বলছে, কিন্তু তার বিষণ্ণতা যেন সব স্মৃতিকে, সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে। সে বুঝতে পারছে যে, একা তার পক্ষে আর সেই শান্তিকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। ধীরে ধীরে তার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হল যে, আজ একটা বিশেষ কিছু, একটা চরম কিছু ঘটবে। গত সন্ধ্যায় সে সামান্য অসুস্থ হয়েছিল। সামান্য মাথা ধরা, বিষণ্ণতা, ক্লান্তি এবং শরীরে ব্যথা ছাড়া আর কিছুই তার হয়নি। এখন তার বুদ্ধি নিখুঁতভাবে কাজ করছে, কিন্তু মনে রয়েছে অস্বস্তি। সে বেশ বেলায় বিছানা ছেড়ে উঠল, এবং সাথে সাথে গত সন্ধ্যার কথা তার স্পষ্ট মনে পড়ল। এমনকি তার আবছা আবছা মনে পড়ল যে, অজ্ঞান হওয়ার আধঘণ্টা পরে তাকে বাড়ীতে নিয়ে আসা হয়েছে। সে শুনল, তার খোঁজ নিতে ইতিমধ্যে এপানচিনদের বাড়ি থেকে একজন লোক এসেছিল, এবং সাড়ে এগারোটার সময় আরেকজন আসায় সে খুশী হল। যারা তাকে দেখতে এল তাদের মধ্যে ভেরাই প্রথম আগন্তুক। সে মিশকিনকে দেখেই কাঁদতে শুরু করল, কিন্তু মিশকিন তাকে শান্ত করা মাত্র সে হাসতে আরম্ভ করল। তার প্রতি মেয়েটির এই গভীর সহানুভূতি দেখে মিশকিন অবাক হল। সে ভেরার হাতটা তুলে নিয়ে চুম্বন করল। সাথে সাথে ভেরা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

হাতটা টেনে নিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আঃ, কি করছেন!' হতবুদ্ধি হয়ে সে দ্রুত চলে গেল। তবে এর মধ্যেই সে মিশকিনকে বলেছে যে তার বাবা 'মৃত' জেনারেলকে দেখবার জন্য খুব ভোরে উঠেই জেনারেলের বাড়িতে গেছেন দেখতে যে সত্যি সত্যিই জেনারেল রাতের দিকে মারা গেছেন কিনা; কারণ ভেরা শুনেছে যে, জেনারেল মৃতপ্রায়। বারোটার সময় বাড়ী ফিরে লেবেদিয়েভ মিশকিনের কাছে এল শুধু 'তার স্বাস্থ্যের খবর নিতে নয়' আলমারীটাও দেখতে। সে এসে ক্রমাগত দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল, তাই মিশকিন তাকে চটপট বিদায় জানাল; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মিশকিনকে গত সন্ধ্যায় অজ্ঞান হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করার চেষ্টা করল, যদিও বোঝা গেল যে সে সবই জানে। সে চলে যাওয়ার পর কোলিয়াও একমিনিটের জন্য এল। সে এসেই সোজাসুজি জানতে চাইল, কেন সবাই তার কাছে সব কিছু গোপন করছে? এবং বলল যে আগের দিন সে সবকিছুই জানতে পেরেছে। এ কারণে সে খুবই দুঃখিত।

যথাসম্ভব সহানুভূতির সঙ্গে মিশকিন তাকে নিখুঁতভাবে সবকিছু বলল, ফলে বেচারী ছেলেটির মাথায় যেন বাজ পড়ল। সে কোন কথা না বলে কাঁদতে শুরু করল। মিশকিনের মনে হল, এরকম উপলব্ধিই চিরন্তন হয়ে একটি তরুণের জীবনকে বদলে দিতে পারে। সে নিজের মত জানাতে গিয়ে বলল, নিজের কাজের ফলে মনে যে ভয় দেখা দিয়েছিল, সেটাই হয়ত বৃদ্ধের মৃত্যুর প্রধান কারণ; এ ধরনের অনুভূতি সবার হয় না। মিশকিনের কথা শুনতে শুনতে কোলিয়ার চোখ দুটো রাগে জ্বলে উঠল। সে বলল, 'ঐ গানিয়া, ভারিয়া আর তিৎসিন—ওরা প্রত্যেকেই এক একটা অপদার্থ। ওদের সঙ্গে ঝগড়া করব না, তবে এখন থেকে আমাদের পথ আলাদা। প্রিন্স, গতকাল থেকে আমার মনে বিভিন্ন রকমের নতুন নতুন অনুভূতি দেখা দিচ্ছে। এটা আমার পক্ষে একটা শিক্ষা। মনে হয়, এখন মার দায়িত্বও সম্পূর্ণ আমার ওপর বর্তাল, যদিও তাঁকে এখন ভারিয়াই দেখছে,

তবে সেটা ঠিক নয়…'

তার একবার বাড়ীতে যাওয়া উচিত, এটা মনে হতেই সে লাফিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি মিশকিনের স্বাস্থ্যের কথা জানতে চাইল; এবং উত্তরটা শুনে নিয়েই বলল, 'আর কিছু ঘটেনি? গতকাল শুনলাম (অবশ্য আমার বলা উচিত নয়)—তবে কখনো কোন কাজে অনুগত ভৃত্যের প্রয়োজন হলে আমায় পাবেন। আমরা দুজনেই বোধহয় সুখী নই, তাই না? তবে…আমার কিছু চাই না, কিছু চাই না…'

সে চলে যেতে মিশকিন আবো গভীর চিন্তায় তলিয়ে গেল। সবাই দুর্ভাগ্যের আভাস পাচ্ছে, সকলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, তারা এমনভাবে তাকে দেখছে যেন তারা যা জানে, সে সেটা জানে না। 'লেবেদিয়েভ প্রশ্ন করছে, কোলিয়া সরাসরি ইঙ্গিত করছে আর ভেরা কাঁদছে।' শেষে বিরক্ত হয়ে চিন্তাটা সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলল। ভাবল, 'এসব হয়েছে অসুখের ফলে; আমার অনুভূতির অতিরিক্ত তীক্ষ্ণতার কারণে।' বেলা একটার পর এপানচিনদের আসতে দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; ওরা মাত্র 'একমিনিটের জন্য' এসেছে। সত্যিই ওরা মাত্র একমিনিটই রইল।

মধ্যাহ্ন-ভোজ শেষ করে উঠে লিজাভেটা বললেন, সবাই মিলে এখনি বেড়াতে যাবেন। কথাটায় আদেশের সুর ছিল, ছিল কঠোরতা, তবে কোন কারণ তিনি বললেন না। সবাই একত্রে বেরোল—মানে, মা, মেয়েরা এবং প্রিন্স এস। প্রতিদিন তারা যে পথে যায় লিজাভেটা ঠিক তার উল্টো পথ ধরলেন। প্রত্যেকেই এর অর্থ বুঝল, কিন্তু পাছে তিনি বিরক্ত হন, তাই কেউ কোন কথা বলল না, আর তিনিও যেন সকলের আপত্তি এড়াবার জন্য একবারও পেছনে না তাকিয়ে সোজা সামনের দিকে হেঁটে চললেন। শেষে আদেলেদা বলল, 'ওভাবে দৌড়বার দরকার নেই, মাকে কেউ ধরতে পারবে না।' এমন সময় হঠাৎ পেছন ফিরে লিজাভেটা বললেন, 'আমরা ওর বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছি। আগলেয়া যা-ই ভাবুক বা পরে যা-ই ঘটুক, ও আমাদের অচেনা নয়, তাছাড়া ও বিপদে পড়েছে, অসুস্থ। সুতরাং আমি ওকে দেখতে যাবই। কেউ আসতে চাইলে, আসতে পার; না চাইলে চলে যাও—রাস্তা খোলা রয়েছে।'

সবাই বাড়ীতে ঢুকল। মিশকিন আগের দিনের ঘটনা ও ফুলদানী ভাঙার জন্য ক্ষমা চাইবার চেষ্টা করল।

লিজাভেটা বললেন, 'ও কিছু না, ফুলদানী নিয়ে ভাবছি না, ভাবছি তোমার কথা। তাহলে এখন বুঝেছ যে, গতরাতে একটা কাণ্ড হয়েছিল; পরের দিন এরকমই মনে হয়। কিন্তু ওসব কিছু না, কারণ সবাই বুঝতে পারছে যে, তোমার ওপরে রাগ করা চলে না। এখন তাহলে চলি। শরীর ভাল লাগলে একটু ঘুরে এসে ঘুমিয়ে নিও—এই আমার উপদেশ। সুস্থ মনে হলে আগের মত আমাদের ওখানে এসো। মনে রেখো, যা-ই ঘটুক, তুমি সর্বদা আমাদের, অন্ততঃ আমার বন্ধুই থাকবে। আমি নিজের কথা বলতে পারি…'

সবাই মায়ের আবেগকে সমর্থন জানাল। ওঁরা চলে গেলেন, কিন্তু সহৃদয় কিছু কথা বলার উৎসাহে যে অজান্তে কিছু নিষ্ঠুরতাও ঘটে গেল সেটা লিজাভেটা বুঝতেই পারলেন না। 'আগের মত' এবং 'অন্তত আমার' কথাগুলোয় আবার একটা অশুভ ইঙ্গিত জেগে উঠল। মিশকিন আগলেয়ার কথা ভাবতে লাগল।

ভেতরে এসে এবং যাওয়ার সময়ে সে মিষ্টি করে হাসলেও কোন কথা বলেনি, এমনকি সবাই যখন তার বন্ধুত্বকে মেনে নিয়েছে, তখনও নয়, তবে দু-একবার সে তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়েছে। তাকে আজ অন্যদিনের চেয়ে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল, যেন রাতে তার ভাল ঘুম হয়নি। মিশকিন ঠিক করল 'আগের মত' আজ সন্ধ্যায়ও সে ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে, এবং উত্তেজিতভাবে ঘড়িটার দিকে তাকাল। এপানচিন যাওয়ার ঠিক তিন মিনিট বাদে ভেরা এল তার সাথে দেখা করতে। সে বলল, 'আগলেয়া এখনি গোপনে আপনাকে জানাবার জন্য একটা সংবাদ আমায় দিয়েছে।'

মিশকিন কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'একটা চিঠি ?'

'না, একটা খবর। সেটুকুও পরিষ্কার করে বলার সে সময় পায়নি। আপনাকে অনুরোধ করেছে, আজ সারাদিন বাড়ী থেকে না বেরোতে। সন্ধ্যে ৭টা না ৯টা পর্যন্ত—ঠিক শুনতে পেলাম না।

'কিন্তু কেন ? এর মানে কি ?'

'কিচ্ছু জানি না। তবে খুব আন্তরিক অনুরোধ করেছে যাতে খবরটা আপনাকে দিয়ে দিই।'

'সে "আন্তরিক অনুরোধ" শব্দটা ব্যবহার করেছে ?'

'ঠিক তা নয়। কোন মতে পেছন ফিরে কথাটা বলেছে; আমি তখন সৌভাগ্যবশতঃ তার কাছে গিয়ে পড়েছিলাম। তবে তার মুখ দেখে বুঝেছি সত্যিই সে আন্তরিক অনুরোধ করছে। এমনভাবে সে তাকাল যে আমার বুকের ধুকধুকুনি থেমে যাওয়ার যোগাড—'

আরো কিছু প্রশ্ন করে মিশকিন বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল, তবে আর কিছু জানতে পারল না। তারপর ভেরা চলে যেতে সোফায় শুয়ে আবার ভাবতে লাগল। শেষে মনে হল, 'হয়ত ৯টা পর্যন্ত ওদের বাড়ীতে কোন লোক থাকবে, তাই ও ভয় পাচ্ছে হয়ত আমি লোকের সামনে আবার বোকার মত কিছু করে বসব।' সে অধীরভাবে সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ঘড়ি দেখতে লাগল। কিন্তু সন্ধ্যার অনেক আগেই রহস্যের সমাধান হল এক অতিথির সাহায্যে এবং তাতে আর এক নতুন যন্ত্রণাদায়ক রহস্য দেখা দিল।

এপানচিনরা যাওয়ার আধঘণ্টা পরে ইপ্পোলিৎ তাকে দেখতে এল এত ক্লান্ত অবস্থায় যে, ঢুকে কোন কথা না বলে প্রায় অজ্ঞান হয়ে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ে অসহ্যরকম কাশতে লাগল। রক্ত না বেরোনো পর্যন্ত কাশি চলল। তার চোখ চকচক করছে, গালে লাল ছোপ। মিশকিন কি যেন বলল, কিন্তু সে তার কোন জবাব দিল না, শুধু ইসারা করল তাকে একটু একা থাকতে দিতে। শেষে সামলে উঠে কষ্ট করে ধরা গলায় বলল, 'আমি যাচ্ছি!'

মিশকিন উঠে বলল, 'যদি বল তবে আমি সঙ্গে যেতে পারি।' তাকে বাইরে বেরোতে বারণ করা হয়েছে মনে পড়তেই সে হঠাৎ থেমে গেল।

ইপ্পোলিৎ হাসল। তারপর কাশতে কাশতে বলল, 'আমি এখান থেকে যাচ্ছি না, বরং একটা জরুরী কাজে আপনার কাছে এলাম…না হলে আপনাকে বিরক্ত করতাম না। আমি মরতে চলেছি, এবারে বোধহয় সত্যিই মরব। সব শেষ হয়ে গেছে। বিশ্বাস করুন, আমি সহানুভূতির জন্য আসিনি…আজ সকাল

দশটায় শুয়েছিলাম মরা পর্যন্ত আর উঠব না বলে। কিন্তু দেখুন, মত বদলে আবার উঠলাম·আপনার কাছে আসব বলে···এবং আসতে হল।'

'তোমায় দেখে কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট করে না এসে আমায় ডেকে পাঠাতে পারতে।'

'থাক। আপনি দুঃখ প্রকাশ করে যথেষ্ট ভদ্রতা করেছেন···কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম : কেমন আছেন?'

'ভাল আছি। গতকাল আমি...ঠিক···'

'জানি, জানি; চীনে ফুলদানীটার বারোটা বেজেছে। ওখানে ছিলাম না বলে দুঃখ হচ্ছে। একটা কাজে এসেছি। প্রথমতঃ, আজ সবুজ বেঞ্চে গ্যাভ্রিল আর আগলেয়াকে দেখেছি। একটা লোককে কত বোকা দেখাতে পারে দেখে অবাক হলাম। গ্যাভ্রিল চলে যেতে সেকথা আগলেয়াকে বললাম। আপনি যেন কোন কিছুতেই অবাক হচ্ছেন না.' সে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মিশকিনের শান্ত মুখের দিকে তাকাল। 'লোকে বলে অবাক না হওয়া খুব বুদ্ধির লক্ষণ। আমার মতে, এটা দারুণ নির্বুদ্ধিতারও লক্ষণ হতে পারে—তবে, মাফ করবেন, আপনাকে ওকথা বলছি না—আসলে আজ আমি ঠিক করে কথাই বলতে পারছি না।'

'গতকাল শুনেছিলাম গ্যাভ্রিল···'

মিশকিন থেমে গেল, তবে সে অবাক না হওয়ায় ইপ্পোলিৎ বিরক্ত হয়েছে।

'জানতেন! এটা নতুন খবর! তবে আমায় ও কথা বলবেন না···আজকের ঘটনাটা দেখেননি বোধহয়?'

'তুমি নিজে যখন ওখানে ছিলে তখন তো নিশ্চয়ই দেখেছ যে আমি ছিলাম না।'

'হয়ত কোন ঝোপের পেছনে লুকিয়েছিলেন। তবে আমি খুশী হয়েছি; কারণ, ভাবছিলাম গ্যাভ্রিলকে···বোধহয় তার পছন্দ।'

'ইপ্পোলিৎ, অনুরোধ করছি, এসব কথা আমায় ওরকম ভাষায় বোলো না।'

'বিশেষতঃ আপনি যখন সব জানেন।'

'ভুল করছ, আমি কিছুই জানি না, আগলেয়াও জানে যে, আমি কিছু জানি না। সত্যিই ওদের দেখা করার কথা কিছু জানতাম না। বলছ, ওরা দেখা করেছিল? খুব ভাল কথা, তবে এখন ও কথা থাক···'

'কিন্তু এটা কি হল? একবার বলছেন, জানেন, তারপর বলছেন, জানেন না। বলছেন, "ভাল কথা, তবে এখন ও কথা থাক।" কিন্তু অত বিশ্বাস করবেন না, বিশেষতঃ এ ব্যাপারে যখন কিছু জানেন না। জানেন, ঐ দু ভাই-বোন কি মতলব আঁটছে? সম্ভবতঃ আপনি ওটাই সন্দেহ করেছেন? খুব ভাল, খুব ভাল, তাহলে ও কথা থাক,' সে মিশকিনের অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করল। 'যাক, আমি আমার নিজের দরকারে এসেছি, সেটাই এখন বলতে চাই। ওসব চুলোয় যাক, সবকিছু বুঝিয়ে না বলে কোন লোকের পক্ষে মরা সম্ভব নয়। যতই বুঝিয়ে বলি না কেন, কথাটা বিশ্রী। আপনি শুনবেন কি?

'বল, শুনছি।'

'কিন্তু আমি আবার মত বদলাচ্ছি; এবার গানিয়ার কথা দিয়েই শুরু করব। বিশ্বাস করবেন কি, আজ ঐ সবুজ বেঞ্চে আমারও দেখা করার কথা ছিল?

আমি মিথ্যে বলব না। নিজেই দেখা করতে চেয়েছিলাম, একটা গোপন কথা জানাব বলে। জানি না বেশী আগে চলে গিয়েছিলাম কিনা (বোধহয় আগেই গিয়েছিলাম), তবে আগলেয়ার পাশে বসতে না বসতেই দেখি গ্যাভ্রিল আর ভারভারা এমনভাবে হাত ধরাধরি করে আসছে, যেন বেড়াতে বেরিয়েছে। দুজনেই আমায় দেখে বেশ অবাক হল। ব্যাপারটা এত অপ্রত্যাশিত যে, ওরা দুজনেই হতবাক হয়ে গেল। আগলেয়ার মুখ একেবারে লাল হয়ে উঠল। হয়ত আপনার বিশ্বাস হবে না তবে সে কিন্তু সত্যি সত্যিই বেশ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সেটার কারণ আমার উপস্থিতি অথবা গ্যাভ্রিলকে দেখতে পাওয়া—কোনটা বলতে পারব না। জানেন তো গ্যাভ্রিলকে দেখতে কী সুন্দর! যাক, সে লজ্জা পেয়ে সব ব্যাপারটা অদ্ভুতভাবে এক মুহূর্তের মধ্যে চুকিয়ে দিল। বেঞ্চ ছেড়ে উঠে গ্যাভ্রিলকে নমস্কার করে ভারভারার উদ্দেশ্যে হেসে হঠাৎ বলল, 'আমি শুধু তোমাদের সহৃদয় ব্যবহারের জন্য আমার ধন্যবাদ জানাতে এসেছিলাম, যদি কখনো দরকার হয় তবে বলব''—বিশ্বাস করুন কথাটা বলেই সে মুখ ফিরাল, এবং ভাইবোন দুজনেই অন্য পথ ধরল। সেটা আনন্দে না দুঃখে বলতে পারব না, তবে দেখলাম, গানিয়া বেশ বোকার মত চলে গেল। সে আগলেয়ার একটা কথারও মানে বোঝেনি, লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে উঠেছিল (ওকে মাঝে মাঝে অদ্ভুত দেখায়)। কিন্তু ভারভারা বুঝল, ওদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যেতে হবে। কারণ, আগলেয়া যতটুকু বলেছে, সেটাই যথেষ্ট, তাই সে ভাইকে টেনে নিয়ে চলে গেল। সে তার ভাইয়ের চেয়ে অনেক বেশী চালাক এবং আমার মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সে এখন নিজের মনে বেশ গর্ব অনুভব করছে। যাই হোক আমি আগলেয়ার কাছে গিয়েছিলাম তার সঙ্গে নাস্তাসিয়ার একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করার জন্য।

মিশকিন চেঁচিয়ে উঠল, 'নাস্তাসিয়ার সঙ্গে।'

'আরে। আপনি যেন উদাসীনতা ভুলে এবার অবাক হতে শুরু করেছেন। আমি আনন্দিত যে, অবশেষে আপনি মানুষের মত হওয়ার চেষ্টা করছেন। সেজন্য আপনাকে সান্ত্বনা দিচ্ছি। উদার মনের একজন তরুণীর কাজ করে দেওয়ার এই হচ্ছে ফল। আজ তার কাছে একটা চড় খেয়েছি।'

'মানসিকক্ষেত্রে, তাই না?' মিশকিন না বলে পারল না।

হ্যাঁ, দৈহিক নয়। আমার মত লোকের গায়ে কেউ হাত তুলবে বলে মনে হয় না; এমনকি কোন স্ত্রীলোকও নয়। গানিয়াও আমায় মারবে না। অবশ্য গতকাল একবার সে আমার দিকে তেড়ে এসেছিল...। আপনি এখন কি ভাবছেন তা আমি যে কোন বাজি ধরে বলতে পারি। আপনি ভাবছেন, ''ওকে মারা যাবে না, তবে ঘুমন্ত অবস্থায় বালিশ বা ভিজে কাপড় দিয়ে ওর দমবন্ধ করা যেতে পারে, এবং তাই করা উচিত—'' কি ঠিক বলছি না? একথা আপনার মুখে লেখা রয়েছে।'

মিশকিন বিরক্ত হয়ে বলল, 'এরকম কিছু আদৌ আমি ভাবিনি।'

'জানি না, গতরাতে স্বপ্ন দেখছিলাম, একটা লোক ভিজে কাপড়ে আমার দম বন্ধ করে দিয়েছে—লোকটা কে বলছি—রোগোজিন! কি ভাবছেন? ভিজে কাপড়ে কারোর শ্বাস বন্ধ করা যায় কিনা?'

'জানি না।'

'শুনেছি করা যায়। যাক, একথা থাক। আচ্ছা, বলুন তো, আমি কি লোকের নামে কেচ্ছা রটাই? কেন আগলেয়া আমায় আজ মিথ্যাবাদী বলল? মনে রাখবেন, আমার সব কথা শোনার পর এবং আমাকে প্রশ্ন করার পরই—। তবে এটা নিতান্তই স্ত্রীলোকসুলভ ব্যবহার। তার জন্য আমি রোগোজিনের মত মজার লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম; তার স্বার্থে নাস্তাসিয়ার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থাও করেছিলাম। সে নাস্তাসিয়ার "ফেলে দেওয়া জিনিষ" ভোগ করেছে এই ইঙ্গিত দিয়ে তাকে অপমান করার জন্যই কি এসব করেছি? তবে হ্যাঁ, তার স্বার্থেই যে একথা তাকে সর্বদা বোঝাবার চেষ্টা করেছি, সেটা অস্বীকার করছি না। এই প্রসঙ্গে তাকে দুটো চিঠি লিখেছিলাম, আর আজ মুখে তৃতীয়বার বলেছি। তাকে প্রথমে বললাম, এটা তার পক্ষে অপমানকর—তবে "ফেলে দেওয়া জিনিষ" কথাটা আমার না, অন্য কারোর। গানিয়ার বাড়ীতে সবাই এই কথাটা বলছিল, এবং সে নিজে তার পুনরাবৃত্তি করল। কাজেই আমায় সে কি করে কুৎসা রটনাকারী বলতে পারে? বুঝতে পারছি, এখন আমায় দেখে আপনার খুব মজা লাগছে এবং নিশ্চয়ই আপনি মনে মনে ঐ বাজে কবিতাটা বলছেন:

আমার বিদায়বেলার বিষণ্ণতায়
হয়ত প্রেমের শেষ হাসি ফুটে উঠতে পারে।

হা-হা হা।' সে পাগলের মত হেসে উঠল। কাশতে কাশতে বলল, 'দেখুন, গানিয়া কিরকম লোক; এসব কথা বলে সে সুযোগ নিতে চায়!'

অনেকক্ষণ মিশকিন চুপ করে রইল। সে বেশ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। শেষে বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি নাস্তাসিয়ার সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছিলে—'

'আগলেয়া যে আজ তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, সত্যিই কি আপনি তা জানেন না? আগলেয়া নিমন্ত্রণে এবং আমার চেষ্টায় নাস্তাসিয়াকে পিটার্সবার্গ থেকে রোগোজিনের সাহায্যে আনা হয়েছে এবং সে আগে যেখানে থাকত, সেখানে, আপনার বাড়ীর খুব কাছেই রোগোজিনের সঙ্গে রয়েছে। ঐ বাড়িটা দারিয়া নামে একজন স্ত্রীলোকের মহিলাটি খুবই সন্দেহজনক চরিত্রের—এবং সেই সন্দেহজনক বাড়ীতেই আগলেয়া আজ তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলোচনা করতে এবং নানা সমস্যার সমাধান করতে যাবে। ওরা অঙ্ক কষতে চায়। কি, আপনি জানতেন না?'

'এ অসম্ভব।'

'যদি এটা অসম্ভব হয় তো ভালই। অথচ এখানে একটা মাছি উড়লেও সবাই জানতে পারে, তবু আপনি তা কি করে জানবেন? কিন্তু আপনাকে সাবধান করে দিলাম, সে কারণে আমার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আচ্ছা আবার দেখা হবে--সম্ভবতঃ পরলোকে। কিন্তু আরেকটা কথা, আপনাকে কষ্ট দিলেও আমি কেন কষ্ট পেতে যাব সেটা দয়া করে বলবেন? আপনার সুবিধের জন্য? আমি আগলেয়াকে আমার "কৈফিয়ৎ" উৎসর্গ করেছি (জানতেন না?)। কিভাবে সে সেটাকে গ্রহণ করেছে? হা, হা। থাক, আমি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিনি, তার কোন ক্ষতিও করিনি; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আমাকে অপমান করেছে। অবশ্য আমি আপনারও কোন ক্ষতি করিনি। যদি আমি ও ব্যাপারে কোন কথা বলে থাকি তবু ওদের দেখা করার দিন, সময়, ঠিকানা সবই আপনাকে বলেছি,

আপনাকে সবই জানিয়েছি···অবশ্য সেটা রাগে, উদারতায় নয়। চলি। আমি যক্ষ্মারোগীর মত সব সময় বকবক করি। মনে রাখবেন, যদি নিজেকে মানুষ হিসেবে দাবী করেন তবে এখনি ব্যবস্থা নেবেন। আজ সন্ধ্যায় ওরা দেখা করবে; খবরটা একেবারে খাঁটি। ইপ্পোলিৎ দরজার কাছে গেল, কিন্তু মিশকিন পেছনে ডাকতেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'মিশকিন জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে তোমার কথা অনুযায়ী আগলেয়া আজ নাস্তাসিয়ার কাছে যাচ্ছে?' তার কপালে, গালে লাল লাল ছোপ দেখা দিল।

ইপ্পোলিৎ চারদিকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'ঠিক জানি না, তবে মনে হয় তাই হবে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই। নাস্তাসিয়া তার কাছে যেতে পারবে না। গানিয়ার বাড়ীতেও দেখা হবে না, কারণ ওখানে একজন মুমূর্ষু লোক রয়েছে। জেনারেল সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?'

'এটা যদি কারণ হয়, তাহলে ওখানে হতে পারে না। কিন্তু ও বাইরে যাবে কি করে? তুমি ও বাড়ীর নিয়ম জান না। ও একা বেরোতে পারবে না। এ বাজে কথা।'

'দেখুন প্রিন্স, কেউ জানলা দিয়ে লাফায় না, কিন্তু বাড়ীতে আগুন লাগলে অতি ভদ্রলোক বা মহিলাও জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে পারে। দরকারের কাছে কোন নিয়ম খাটে না, সুতরাং সে নাস্তাসিয়ার সঙ্গে যেভাবেই হোক দেখা করতে যাবেই। ওরা কি ওদের মেয়েদের কোথাও যেতে দেয় না?'

'না, আমি ঠিক তা বলিনি—'

'বেশ, তা যদি না হয়, তাহলে সে সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমেই ওখানে যাবে, এবং তারপর আর তার বাড়ী ফেরার কোন দরকারই হবে না। অনেক সময়ে লোককে তার নিজের হাতেই নিজের ফেরার পথ বন্ধ করে দিতে হয়। জীবন তো শুধু খাওয়া-দাওয়া আর প্রিন্স এস নয়। আপনি বোধহয় আগলেয়াকে বোর্ডিং-স্কুলের মেয়ে ভেবেছেন। সাতটা-আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আমি হলে ঠিক ওর বেরোনোর সময়টায় নজর রাখতে কাউকে পাঠাতাম। কোলিয়াকে পাঠান। ও গোয়েন্দাগিরি করতে পেলে খুশী হবে—কারণ সবকিছুই পরস্পর জড়িত—হা হা!'

ইপ্পোলিৎ চলে গেল। মিশকিন পারলেও কাউকে গোয়েন্দাগিরি করতে বলার তার দরকার নেই। কারণ, আগলেয়ার তাকে বাড়ীতে থাকতে বলার মানেটা তার কাছে এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। হয়ত সে তাকে বাড়ীতে এসে নিয়ে যেতে চায়, কিংবা হয়ত চায় না যে মিশকিন ওখানে যাক, এবং সে কারণেই হয় সে তাকে বাড়ীতে থাকতে বলেছে। কথাটা ভাবতেই তার মাথা ঘোরা শুরু হল। মনে হচ্ছে সারাটা ঘর যেন ঘুরছে। সে তাড়াতাড়ি সোফায় শুয়ে চোখ বুজল।

যাই হোক, এটাই চূড়ান্ত। মিশকিন আগলেয়াকে কখনোই তরুণী বা স্কুলের মেয়ে বলে ভাবেনি। এমন মনে হচ্ছে, সে যেন অনেকদিন ধরেই অস্বস্তি বোধ করছে; সে এটাকেই ভয় পেয়ে আসছিল। কিন্তু সে কেন তার সাথে দেখা করতে চেয়েছে? কথাটা চিন্তা করতে মিশকিনের সারা শরীরের ওপর দিয়ে একটা শিহরণ বয়ে গেল। সে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ল।

না, সে আগলেয়াকে কখনোই শিশু বলে ভাবেনি! আগলেয়ার কিছু

মতামত, কিছু কথায় সম্প্রতি সে ভয় পেয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, আগলেয়া যেন বেশী গম্ভীর, বেশী সংযত ; মনে পড়ল, এতে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন এ ব্যাপারটা নিয়ে কিছু না ভাবার চেষ্টাই করেছে ; কষ্টকর চিন্তা মন থেকে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ওর মনে কি লুকোনো রয়েছে ? যদিও আগলেয়ার প্রতি তার বিশ্বাস আছে কিন্তু অনেকদিন এই চিন্তাটা তাকে পীড়িত করছে। এবারে সব প্রকাশ হয়ে যাবে এবং সব সমস্যার সমাধান হবে। বিশ্রী চিন্তা ! আবার—সেই স্ত্রীলোক। কেন তার সর্বদা মনে হয়েছে যে, এই স্ত্রীলোকটি শেষ মুহূর্তে হাজির হয়ে ছেঁড়া সুতোর মত তার ভাগ্যকে ছিঁড়ে ফেলবে ? যদিও সে এখন বিকারগ্রস্ত অবস্থাতে রয়েছে তবু সে শপথ করে বলতে পারে যে একথাও সে ভেবেছিল। যদি সম্প্রতি সে তাকে ভুলতে চেষ্টা করে থাকে, তার কারণ সে নাস্তাসিয়াকে ভয় পায়। নাস্তাসিয়াকে সে ভালবাসে, না ঘৃণা করে ? নিজেকে সে আজ একবারের জন্যও এ প্রশ্ন করল না। একটা কথাই শুধু সে স্পষ্ট জানে কাকে সে ভালবাসে। দুজনের মধ্যে দেখা হওয়াতে সে ততটা ভীত হয়নি, এই সাক্ষাৎকারের অদ্ভুতত্ব, অজানা কারণ বা ফলাফলের জন্যও সে ভীত নয়—আসলে সে ভয় পাচ্ছে নাস্তাসিয়াকে। পরে তার মনে পড়ল, জ্বরের ঘোরেও সে নাস্তাসিয়ার চোখ, তার দৃষ্টি দেখতে পেয়েছে। তার গলার আওয়াজ তার কানে বাজছিল। কথাগুলো খুব অদ্ভুত—যদিও জ্বরের কষ্ট কেটে যাওয়ার পর সেকথার অতি সামান্যই তার মনে রয়েছে। তার আবছা আবছা মনে পড়ছে, ভেরা তার খাবার এনেছিল, সে খেয়েছে, তবে খাবার পর শুয়ে পড়েছিল কিনা তা তার মনে নেই। সন্ধ্যার সময় আগলেয়া যখন বারান্দার দিক থেকে এল তখন সে এক লাফে সোফা থেকে উঠে তার দিকে এগিয়ে গেল। ঘড়িতে এখন সোয়া সাতটা। আগলেয়া একা এসেছে, তার পরণে অতি সাধারণ পোষাক। দেখে মনে হচ্ছে সে যেন খুব ব্যস্ততার মধ্যে চলে এসেছে। আজ সকালের মতই এখনো তার মুখ ফ্যাকাশে, এবং চোখ দুটো জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছে। এর আগে সে কখনো আগলেয়ার চোখে এরকম চাহনি দেখেনি। আগলেয়া তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে শান্ত গলায় বলল, 'আপনি একেবারে তৈরী। জামাকাপড় পরে, হাতে টুপি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তার মানে আপনাকে আগে থাকতেই বলে দেওয়া হয়েছে। কে বলেছে তা আমি জানি : ইপ্পোলিৎ ?'

মিশকিন মৃতের মত উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, ওই বলেছে—'

'আসুন। আপনাকে সঙ্গে যেতে হবে। এখন নিশ্চয়ই বেরোবার মত সুস্থ হয়েছেন ?'

'আমি সুস্থ, কিন্তু—এ কি সম্ভব ?'

সে থেমে গেল, আর বলতে পারল না। এই পাগল মেয়েটিকে থামাবার জন্য সে প্রথমে চেষ্টা করল, কিন্তু তারপর অনুগতের মত তার পেছনে পেছনে চলতে লাগল। হতবুদ্ধি অবস্থাতে সে বুঝল যে সে না গেলেও আগলেয়া যাবেই, অতএব সে-ও যেতে বাধ্য। তার মনে হল, সত্যি, আগলেয়ার সিদ্ধান্ত কী দৃঢ়! এই উন্মত্ততা রোধ করা তার পক্ষে সাধ্যাতীত। তারা নীরবে কোন কথা না বলে পথ চলতে লাগল। শুধু সে দেখল, আগলেয়া রাস্তাটা ভালভাবেই চেনে এবং যখন সে রাস্তাটা আরো ফাঁকা পাচ্ছে বলে একটু ঘুরপথে যেতে চাইল তখন

আগলেয়া কথাটা ধীরভাবে শুনে হঠাৎ বলে উঠল, 'ও একই ব্যাপার।'

যখন তারা দুজনে দারিয়ার বাড়ীর প্রায় কাছে এসে পৌঁছলো তখন (একটা বড় কাঠের বাড়ী) একজন অতি সুসজ্জিত মহিলা ও একজন তরুণী সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। সিঁড়ির কাছে দাঁড়ানো একটা ঘোড়ার গাড়ীতে কথা বলতে বলতে ও হাসতে হাসতে তারা দুজনে উঠে বসল। তারা ওদের দিকে একবার ফিরেও তাকাল না, যেন তারা ওদেরকে দেখতেই পায়নি। গাড়ী চলে যেতে দরজা আবার খুলে গেল এবং ওদেরকে ভেতরে ঢুকিয়ে রোগোজিন দরজা বন্ধ করে দিল।

সে বলল, আমরা চারজন ছাড়া এখন বাড়ীতে কেউ নেই।' কথাটা বলে সে অদ্ভুত দৃষ্টিতে মিশকিনকে দেখল।

প্রথম ঘরে ঢুকতেই তারা দেখতে পেল, নাস্তাসিয়া সেখানে অপেক্ষা করছে। তার পরণে একটা আটপৌরে কালো পোষাক। তাদেরকে দেখে সে অভিনন্দন জানাবার জন্য উঠে দাঁড়াল, কিন্তু হাসল না বা হাত বাড়াল না।

তার তীব্র, অপ্রতিভ চাহনি আগলেয়ার দিকে নিবদ্ধ রইল। দুই মহিলা একটু তফাতে বসল—আগলেয় ঘরের কোণে একটা সোফায় আর নাস্তাসিয়া জানলার কাছে। মিশকিন আর রোগোজিন বসল না, নাস্তাসিয়াও তাদেরকে বসতে বলল না। মিশকিন যেন একটু বেদনার দৃষ্টিতে রোগোজিনকে দেখল, কিন্তু রোগোজিনের মুখে এখনো সেই হাসি। এরপর কয়েক মুহূত চুপচাপ।

শেষে নাস্তাসিয়ার মুখে এক অশুভ চাহনি দেখা গেল। তার দৃষ্টি কঠিন ও ঘৃণাপূর্ণ হয়ে উঠল সে দুটি অতিথিদের মুখে নিবদ্ধ। আগলেয়াও ঘাবড়ে গেল। ঘরে ঢুকে সে প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে না তাকিয়ে, চোখ নীচু করে বসে রইল যেন ভাবছে। দু-একবার ঘরের চারদিকটা দেখে নিল। তার মুখে স্পষ্ট বিরক্তি যেন এখানকার ছোঁয়াচেও তার ভয়। সে যন্ত্রের মত পোষাক ঠিক করতে লাগল একবার সোফার অন্য পাশে সরেও বসল। সে হয়ত নিজের সম্বন্ধে সচেতন নয়, কিন্তু ওদের অচেতনতাটাই আরো অপমানজনক। শেষে সে সোজা নাস্তাসিয়ার দিকে তাকিয়ে সেই অশুভ দীপ্তি দেখতে পেল। মেয়েরা মেয়েদের বোঝে, তাই আগলেয়া চমকে উঠল। সে খুব মৃদুগলায় থেমে থেমে বলল, 'নিশ্চয়ই জান কেন তোমায় আসতে বলেছিলাম।'

নাস্তাসিয়া শুকনো গলায় সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, 'না কিছুই জানি না।'

আগলেয়া রক্তিম হয়ে উঠল। এটা তার কাছে খুবই অদ্ভুত লাগল যে, এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে সে তার বাড়ীতে বসে তারই উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে। নাস্তাসিয়ার গলার প্রথম আওয়াজ যেন তার শরীরে শিহরণ জাগিয়ে দিল। নাস্তাসিয়া ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পারল। আগলেয়া গম্ভীর মুখে মেঝের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি সবই বোঝ কিন্তু ইচ্ছে করে না বোঝার ভান কর।

নাস্তাসিয়া হেসে বলল, 'ভান করব কেন?'

আগলেয় অকস্মাৎ বলল, 'আমার অবস্থার সুযোগ নিতে চাও।'

হঠাৎ চটে উঠে নাস্তাসিয়া বলল, 'তোমার অবস্থার জন্য তুমি দায়ী, আমি নই। এখানে আমি তোমায় ডেকে পাঠাইনি, তুমিই আমায় ডেকেছ এবং এখনো জানি না এখন ডেকে পাঠানোর কারণটা কি।'

আগলেয়া ক্রুদ্ধ হয়ে মাথা তুলল। 'মুখ সামনে কথা বল। ওটা তোমার অস্ত্র, আমি তোমার সঙ্গে ঐ অস্ত্র দিয়ে লড়াই করতে আসিনি।'

'ও, তাহলে লড়তে এসেছ! ভেবেছিলাম তোমার বুদ্ধি .আরো বেশী…'

তারা পরস্পর পরস্পরের দিকে স্পষ্ট আক্রোশে তাকাল। এদেরই একজন সম্প্রতি আরেকজনকে চিঠি লিখেছিল, এবং এখন প্রথম দেখা হতেই সব ব্যর্থ হয়ে গেল। তবু ঘরের কারোর কাছে সেটা অদ্ভুত বলে মনে হল না। যে মিশকিন আগের দিন এ ঘটনা স্বপ্নেও বিশ্বাস করত না, সে এখন এমনভাবে দাঁড়িয়ে সব দেখছে ও শুনছে যে মনে হচ্ছে এরকমটা যে হবে তা যেন সে অনেক আগেই জানত। যেন অতি অবাস্তব একটা স্বপ্ন হঠাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এই স্ত্রীলোক দুটির একজন এখন অন্যজনকে এত ঘৃণা করছে এবং তা প্রকাশ করতে এত আগ্রহী যে (সে হয়ত সেইজন্যই এসেছে, যা পরেরদিন রোগোজিন বলেছিল) অন্যজনের বুদ্ধি ও মন স্বাভাবিক নয় বলে সে এই স্ত্রীলোকসুলভ বিদ্বেষ ও ঘৃণার কথা আগে ভাবতে পারেনি। মিশকিন বুঝল, নাস্তাসিয়া নিজে চিঠির কথা তুলবে না। তার জ্বলন্ত দৃষ্টি দেখে সে বুঝল, চিঠিগুলো এখন তার কাছে কতটা ক্ষতিকারক; সে কথা না তোলার জন্য এখন তার নিজের জীবন দিয়ে দিতেও পারে।

কিন্তু হঠাৎ আগলেয়া নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আমায় ভুল বুঝেছ। তোমার সঙ্গে এখানে ঝগড়া করতে আসিনি, যদিও তোমাকে আমার ভাল লাগে না। আমি এসেছিলাম মানুষের মত তোমার সঙ্গে কথা বলতে। তোমায় যখন ডেকে পাঠিয়েছিলাম, তখন ভেবে রেখেছিলাম তোমায় কি বলব। এখনো সে সিদ্ধান্ত বদলাইনি, তবে তুমি আমার কোন কথাই বুঝবে না। সেটা তোমার পক্ষে খারাপ, আমার পক্ষে নয়। তুমি আমায় যা লিখেছ তার জবাব দিতে চেয়েছিলাম, ব্যক্তিগতভাবে সেটাই আমার পক্ষে সুবিধেজনক মনে হয়েছিল। তোমার সব চিঠির উত্তরে যে জবাব দিচ্ছি, সেটা শোন। প্রথম আলাপের দিন থেকে প্রিন্সের জন্য আমার মনে সমবেদনা জেগেছিল, এবং তোমার পার্টিতে কি হয়েছিল সেটা আমি পরে শুনেছি। প্রিন্সের জন্য আমার দুঃখ হয়েছিল, কারণ উনি নিজে খুব সরল বলে মনে মনে ভেবেছিলেন যে, এ রকম চরিত্রের স্ত্রীলোককে নিয়ে উনি সুখী হবেন। ওঁর ক্ষেত্রে যা ভয় পেয়েছিলাম, তাই ঘটল। তুমি ওকে ভালবাসতে পারনি, কষ্ট দিয়েছ, পরিত্যাগ করেছ, ওঁকে ভালবাসতে পারনি, কারণ তুমি বড় গর্বিত—না, গর্বিত নও, সেটা ভুল বললাম, তুমি বড় দাম্ভিক—না, তাও নও; এ তোমার আত্মকেন্দ্রিকতা, যা প্রায় উন্মত্ততায় পৌঁছেছে—যার প্রমাণ তোমার চিঠিগুলো। ওঁর মত সরল লোককে তুমি ভালবাসতে পারনি, হয়ত গোপনে ওঁকে ঘৃণাই করেছ, ব্যঙ্গ করেছ। তুমি যে লাঞ্ছিত হয়েছ এই চিন্তা ও লজ্জা ছাড়া তুমি আর কিছুই ভালবাস না। যদি তোমার লজ্জা কম হত বা না থাকত, তাহলে আরো দুঃখ পেতে… (আগলেয়া দীর্ঘদিন ধরে ভেবে রাখা এই কথাগুলো বেশ তাড়াতাড়ি বলতে পেরে খুশী হল। বর্তমান সাক্ষাৎকারের কথা যখন সে কল্পনাও করেনি, তখন এটা ভেবে রেখেছে। নাস্তাসিয়ার উত্তেজিত মুখের ওপরে এই কথাগুলোর প্রতিক্রিয়া সে আক্রোশের সঙ্গে লক্ষ্য করল।) বলল, 'তোমার নিশ্চয় মনে আছে, উনি তখন আমায় একটা চিঠি লিখেছিলেন। উনি বলেছিলেন, তুমি

চিঠিটার কথা জান, এবং সেটা পড়েছ। সেই চিঠি পড়ে আমি সবকিছু জেনেছিলাম, এবং সঠিক বুঝেছিলাম। উনিও পরে স্বীকার করেছেন, অর্থাৎ এখন তোমায় আমি যা বলেছি, তার সবটাই অক্ষরে সত্যি। চিঠি পাওয়ার পর অপেক্ষা করলাম! বুঝলাম তুমি নিশ্চয়ই এখানে আসবে, কারণ পিটার্সবার্গ ছাড়া তুমি থাকতে পারবে না। তুমি এখনো তরুণী এবং বেশ সুন্দরী! অবশ্য এগুলো আমার কথা নয়,…'সে লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল, এখন থেকে শেষ পর্যন্ত ঐ রং তার মুখে লেগেই রইল। 'প্রিন্সকে আবার দেখে খুব আহত হলাম। হেসো না। হাসলে বুঝব, এটা বোঝার তুমি যোগ্য নও।'

নাস্তাসিয়া দৃপ্তস্বরে বলল, 'আমি হাসছি না।'

'যতই হাস, আমার কিছু যায় আসে না। ওঁকে প্রশ্ন করতে উনি বললেন, তোমায় উনি অনেকদিনই আর ভালবাসেন না, তোমার কথা ভাবলেও ওঁর অসহ্য লাগে ; তবে এটা ঠিক, তোমার জন্য ওঁর দুঃখ হয় —তোমার কথা ভাবলেই ওঁর মন বেদনার্ত হয়ে ওঠে। আরো বলি, ওঁর মত এত মহান, সরল আর অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য লোক আমি জীবনে দেখিনি। ওঁর কথা থেকে বুঝলাম যে, যে কেউ ওঁকে ঠকাতে পারে। এবং যে ওকে ঠকায় পরে উনি তাকে ক্ষমা করে দেন, আর সে কারণেই আমি ওঁকে ভালবাসতে শুরু করলাম—'

আগলেয়া যেন অবাক হয়ে, নিজের কথাকে বিশ্বাস করতে না পেরে একটু থামল। কিন্তু অমনি তার চোখে দেখা দিল অসীম গর্ব। এখন সে যেন একেবারে বেপরোয়া হয়ে গেল ; এমন কি নাস্তাসিয়ার হাসি সত্ত্বেও তার সে ভাব গেল না। বলল, 'তোমায় সব বলেছি, এখন নিশ্চয়ই বুঝেছ, কি চাইছি ?'

'হয়ত বুঝেছি, তবু তুমি নিজেই বল।' নাস্তাসিয়া মৃদু গলায় বলল।

আগলেয়ার মুখে রাগের আভা ফুটে উঠল। সে দৃঢ় ও স্পষ্ট স্বরে বলল, 'তোমার কাছে জানতে চাই, ওঁর সম্বন্ধে আমার অনুভূতিকে নষ্ট করার তোমার কি অধিকার আছে ? কোন্ সাহসে তুমি আমায় চিঠি পাঠালে ? প্রিন্সকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে এত অপমানজনক অবস্থায় পালিয়ে যাওয়ার পরে কোন্ অধিকারে তুমি সমানে ওঁকে এবং আমায় বলছ যে, এখনো তুমি ওকে ভালবাস ?'

নাস্তাসিয়া বেশ কষ্টের সঙ্গে বলল, 'আমি কখনো তোমাকে কিংবা ওঁকে —কাউকে বলিনি, যে আমি ওঁকে ভালবাসি, আর…ঠিকই বলেছ, ওঁর কাছ থেকে পালিয়েছিলাম।' তার শেষ কথা প্রায় শোনা গেল না।

আগলেয়া চেঁচিয়ে বলল, 'কখনো বলনি! তোমার চিঠিগুলোতে কি আছে ? আমায় ওঁকে বিয়ে করার জন্য তোমায় কে বলতে বলেছিল ? এটা বলা হল না ? তুমি আমাদের জোর করছ কেন ? প্রথমে ভেবেছিলাম, তুমি এ ব্যাপারে নাক গলিয়ে ওঁর প্রতি আমার বিতৃষ্ণা জাগিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নষ্ট করতে চাইছ। পরে ব্যাপারটা বুঝলাম। তুমি ভেবেছিলে, এসব ভান করে তুমি একটা দারুণ সাহসের কাজ করছ। নিজের গর্বকে এত ভালবাসলে ওঁকে ভালবাসবে কি করে ? আমাকে উদ্ভট উদ্ভট চিঠি না লিখে এখান থেকে চলে গেলে না কেন ? যে উদার লোকটি তোমায় এত ভালবেসে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তাঁকে বিয়ে করলে না কেন ? এর স্পষ্ট কারণ এই যে রোগজিনকে বিয়ে করলে তোমার আর অভিযোগ করার কিছু থাকবে না, তুমি তখন আশাতীত সম্মান পাবে!

পাভলিভিচ বলেছিল তুমি তোমার পরিস্থিতির তুলনায় অনেক বেশী শিক্ষিত এবং অনেক বেশী কবিতা পড়েছ। তুমি আরামপ্রিয়, অলস। এগুলো জানলে তোমার সবকিছুই বোঝা যায়।'

'তুমি নিজে অলস নও ?'

অতিক্রত, অতিস্থূলভাবে ঝগড়াটা বেশ অপ্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছল, কারণ নাস্তাসিয়া পাভলোভস্কে রওনা হওয়ার সময়েও অন্যকিছু ভেবেছিল, অবশ্য ভাবনাটা ভালর চেয়েও খারাপই ছিল। আগলেয়া ক্ষণিক আবেগে ভেসে গেল, যেন কোন উঁচু জায়গা থেকে সে পড়ে যাচ্ছে, প্রতিশোধের ভয়ঙ্কর আনন্দ চাপতে পারছে না। নাস্তাসিয়ার কাছে আগলেয়ার এই রূপ একেবারে অজানা। সে এমনভাবে আগলেয়াকে দেখল যে মনে হল সে যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না, হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। যে ইয়েভগেনির মতে অনেক কবিতা পড়েছে অথবা মিশকিনের মত, পাগল—সে মাঝে মাঝে উন্নাসিক হলেও আসলে অনেক বিনীত, কোমল এবং অতিরিক্ত বিশ্বাসযোগ্য। তার মন অবশ্য রোমান্টিক ধারণা, আত্মকেন্দ্রিক স্বপ্ন আর স্বেচ্ছাচারী কল্পনায় ভরা, তবু তার মধ্যে জোরালো গভীর কিছু রয়েছে···মিশকিন তা বোঝে! মিশকিনের মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন। আগলেয়া তা দেখে ঘৃণায় শিউরে উঠল। অসম্ভব ক্রোধে নাস্তাসিয়াকে বলল, 'কোন সাহসে তুমি আমার সাথে এভাবে কথা বলছ ?'

নাস্তাসিয়া অবাক হয়ে বলল, 'তুমি ভুল শুনেছ ; আমি তোমায় কি বলেছি ?,

'যদি ভদ্র স্ত্রীলোক হতে চেয়েছিলে, তাহলে তোমার কর্তা টটস্কিকে··· নাটুকেপনা না করে ছেড়ে দিলে না কেন ?'

নাস্তাসিয়া ফ্যাকাশে হয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'আমার অবস্থা কতটুকু জান যে, আমায় বিচার করছ ?'

'জানি, তুমি কাজ করতে না, ধনী রোগোজিনের সঙ্গে থেকে দুর্ভাগা শাপগ্রস্ত দেবদূত হওয়ার ভান করছিলে। এরকম দেবদূর হাত এড়াতে টটস্কি যে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন, তাতে আমি অবাক হই না।'

নাস্তাসিয়া যন্ত্রণা আর বিরক্তিতে বলে উঠল, 'আর নয়। দারিয়ার বাড়ীর যে ঝিয়ের সেদিন তার ভাবী স্বামীর সঙ্গে আদালতে বিচার হয়েছিল, তার মতই তুমি আমায় বুঝেছ। সে আরো ভাল বুঝতে পারত—'

'খুব স্বাভাবিক, সেই ভদ্র মেয়েটি নিজেই উপার্জন করে। ঝিয়ের সম্বন্ধে তোমার এত বিদ্বেষ কেন ?'

'কাজে আমার ঘৃণা নেই, ঘৃণা হয় যখন তুমি কাজের কথা বল।'

'ভদ্র হতে চাইলে কাপড়কাচার কাজ করতে।'

দুজনে উঠে দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে ফ্যাকাশে মুখে তাকাল।

মিশকিন চেঁচিয়ে বলল, 'আগলেয়া থাম ; এটা অন্যায় হচ্ছে।'

রোগোজিন এখন আর হাসছে না, ঠোঁট চেপে হাত মুড়ে দাঁড়িয়ে শুনছে।

নাস্তাসিয়া রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'এই মহিলাকে দেখ। এঁকে আমি দেবী ভেবেছিলাম! তুমি কি গভর্নেস না নিয়ে আমার কাছে এসেছ ? এখনি সোজা বলছি, কেন তুমি এসেছ। তুমি ভয় পেয়েছ, তাই এসেছ।'

'তোমায় ভয় পেয়েছি ?' নাস্তাসিয়ার দুঃসাহসে অত্যন্ত অপমানিত ও বিস্মিত

আগলেয়া দিশাহারা হয়ে গেল।

'হ্যাঁ আমাকে! যেদিন থেকে আমার কাছে আসার কথা ভেবেছ সেদিন থেকেই ভয় পেয়েছ। যাকে তুমি ভয় পাও তাকে ঘৃণা কর না। এবং ভাবো এই মুহূর্ত পর্যন্ত তোমায় আমি সম্মান করেছি! কিন্তু কেন তুমি ভয় পেয়েছ, কি তোমার উদ্দেশ্য তা কি তুমি নিজেও জান? তুমি নিজে দেখতে চেয়েছিলে প্রিন্স তোমাকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাসেন কিনা; কারণ তুমি প্রচণ্ড ঈর্ষান্বিত—'

'উনি বলেছেন তোমায় উনি ঘৃণা করেন—'

'হয়ত, হয়ত আমি ওঁর যোগ্য নই. তবে—তবে তুমি বোধহয় মিথ্যে বলছ! উনি আমায় ঘৃণা করতে পারেন না, একথা বলতেও পারেন না। তবে আমি তোমায় ক্ষমা করতে প্রস্তুত—তোমার অবস্থা দেখে—অবশ্য তোমার সম্বন্ধে আমার আরো ভাল ধারণা ছিল। ভেবেছিলাম তুমি আরো চালাক, আরো ভাল দেখতে। যাক তোমার সম্পত্তি নিয়ে যাও—এই যে উনি মুগ্ধ হয়ে তোমায় দেখছেন: ওঁকে নিয়ে যাও এই শর্তে যে. এক্ষুণি তুমি এ বাড়ী থেকে চলে যাবে। এই মুহূর্তে!'

সে একটা হজি চেয়ারে বসে পড়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। কিন্তু হঠাৎ তার মুখে এক নতুন উপলব্ধির আলো জ্বলে উঠল। আগলেয়ার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে সে উঠে দাঁড়াল।

'তবে তুমি যদি চাও তাহলে আমি ওকে বলব—হুকুম করব, কি, শুনতে পাচ্ছ? যদি ওকে বলি তাহলেই ও তোমায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার সঙ্গে থাকবে, আমায় বিয়ে করবে, তোমায় একা বাড়ী ফিরে যেতে হবে। বলব? বলব? সে পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল যেন নিজের কানকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

আগলেয়া ভয়ে দরজার দিকে দৌড়ে গিয়ে থেমে তার কথা শুনতে লাগল।

'রোগোজিনকে সরিয়ে দেব? ভেবেছিলে তোমায় খুশী করার জন্য রোগোজিনকে বিয়ে করব? এখানে তোমার সামনেই ওকে বলব, "চলে যাও।" আর প্রিন্সকে বলব. 'মনে আছে কি বলেছিলে? হায় ভগবান। নিজেকে ওদের সামনে এত ছোট করলাম কেন? প্রিন্স. তুমি কি নিজে বলনি, যাই ঘটুক তুমি আমার সঙ্গে থাকবে, আমায় কখনো ত্যাগ করবে না, আমায় ভালবাসবে, আমার সবকিছু ক্ষমা করবে আর—হ্যাঁ. তাও বলেছিলে। শুধু তোমাকে মুক্তি দিতেই তখন তোমার কাছ থেকে পালিয়েছিলাম, কিন্তু এখন তা চাই না। কেন ও আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে যে মনে হচ্ছে আমি যেন চরিত্রহীন। রোগোজিনকে প্রশ্ন কর, আমি দুশ্চরিত্র কিনা; সে তোমাকে বলবে! এখন ও আমাকে তোমার সামনে অপদস্থ করার পর তুমিও কি মুখ ফিরিয়ে ওর হাত ধরে চলে যাবে? তাহলে তোমায় আমি ধিক্কার দেব, কারণ শুধু তোমাকেই আমি বিশ্বাস করেছিলাম। রোগোজিন চলে যাও, তোমায় আমি চাই না।' কি বলছে তা না বুঝেই সে কথা বলে চলল। বিকৃত মুখে. শুকনো ঠোঁটে সে কথা বলে যাচ্ছে. সম্ভবতঃ, সে নিজেও এসব কথার একটা বর্ণও বিশ্বাস করছে না, শুধু কথা বলে নিজেকেই নিজে ঠকাতে চাইছে। তার আবেগের প্রকাশ এত প্রচণ্ড যে, মনে হচ্ছে আবেগের বশে সে হয়ত মারাই যাবে। অন্ততঃ মিশকিনের তাই মনে হল।

মিশকিনকে দেখিয়ে সে আগলেয়াকে বলল, 'এই যে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে;

'ওকে দেখ! যদি ও এখনি আমাকে গ্রহণ না করে, তাহলে তুমি ওঁকে নিয়ে যাও ; আমার ওকে আর চাই না।'

দুজনে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে পাগলের মত মিশকিনকে দেখতে লাগল। কিন্তু মিশকিন বোধহয় ব্যাপারটার মোটেই গুরুত্ব বোঝেনি। সে শুধু সামনে দেখতে পাচ্ছে একটা উন্মত্ত, হতাশ মুখচ্ছবি, যার সম্বন্ধে সে একবার আগলেয়াকে বলেছিল যে, 'এই মুখ আমার হৃদয়কে চিরকালের মত বিদ্ধ করেছে।' সে আর সহ্য করতে পারল না, নাস্তাসিয়ার দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে আগলেয়াকে ভর্ৎসনা করে বলল, 'কি করছ। দেখ, দেখ ও কত দুঃখী!'

কিন্তু এর বেশী আর সে কিছু বলতে পারল না, আগলেয়ার চাহনি দেখে ভয় পেয়ে গেল। সে চাহনিতে এত কষ্ট ও এত অসীম ঘৃণা যে, মিশকিন হতাশ একটা ভঙ্গী করে চেঁচিয়ে আগলেয়ার দিকে ছুটে গেল, কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক দেরী হয়ে গেছে। আগলেয়া তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা সইতেও আর প্রস্তুত নয়। সে দু হাতে মুখ ঢেকে 'হায় ভগবান।' বলে একটা চীৎকার করে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রোগোজিনও সাথে সাথে তার জন্য দরজা খুলে দিতে গেল।

মিশকিনও পেছনে পেছনে ছুটল, কিন্তু দরজা আগলে থাকা দুটো হাত তাকে বাধা দিল। দেখল, নাস্তাসিয়া বিকৃত মুখে মরিয়া দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার নীলচে ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল ; সে বলল, 'ওর সঙ্গে যাচ্ছ? ওর সঙ্গে?' কথা বলতে বলতেই সে মিশকিনের দু হাতের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। মিশকিন তাকে তুলে ধরে নিয়ে গিয়ে একটা নীচু চেয়ারে শুইয়ে দিয়ে পাশে উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। একটা ছোট টেবলে এক গ্লাস জল ছিল, রোগোজিন ফিরে এসে জলটা তার মুখে ছিটিয়ে দিল। সে চোখ খুলে প্রথমে কিছু মনে করতে পারল না, তারপর হঠাৎ চারদিকে তাকিয়ে চমকে উঠে একটা প্রচণ্ড জোরে চীৎকার করে মিশকিনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলল, 'এ আমার, আমার। সেই দাম্ভিক মেয়েটা চলে গেছে? হাঃ-হাঃ-হাঃ! হাঃ হাঃ-হাঃ! ঐ মেয়েটার হাতে একে দিয়ে দিয়েছিলাম! কেন? কিসের জন্য. পাগল হয়ে গিয়েছিলাম! পাগল! —রোগোজিন, চলে যাও। হাঃ হাঃ'হাঃ!'

রোগোজিন তীব্র চোখে তাকিয়ে কোন কথা বলল না, টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। দশ মিনিট পরে দেখা গেল মিশকিন নাস্তাসিয়ার পাশে বসে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, দু হাতে তার মাথায়, গালে হাত বোলাচ্ছে, যেন সে একটি ছোট্ট শিশু। তার হাসির উত্তরে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, তার কান্নায় বেদনার্ত হয়ে উঠছে, নীরবে তার উত্তেজিত, অসংলগ্ন কথা শুনে যাচ্ছে। কোন কথার মানে বুঝতে পারছে না, তবু শান্ত হাসি হেসে চলেছে ; যেই মনে হচ্ছে যে নাস্তাসিয়া আবার কাঁদতে, তিরস্কার করতে বা অভিযোগ করতে যাচ্ছে, তখনি আবার তার মাথায়-গালে আদর করে হাত বুলিয়ে তাকে শিশুর মত সান্ত্বনা দিচ্ছে।

॥ নয় ॥

বিগত পরিচ্ছেদের ঘটনার পর দু সপ্তাহ কেটে গেছে এবং সে ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের অবস্থা এত বদলে গেছে যে, সে সম্পর্কে কিছুটা ব্যাখ্যা না দিলে এ কাহিনী বলে যাওয়া খুবই কঠিন হবে। তবু যতটা সম্ভব আমরা শুধু ঘটনাই বর্ণনা করব

এবং তার সহজকারটুকুই জানাব : অনেক ঘটনা আমাদের নিজেদের পক্ষেই বোঝা বেশ কঠিন। আমাদের এরকম প্রাথমিক বিবৃতি পাঠকের কাছে খুব অদ্ভুত আর অস্পষ্ট বলে মনে হতে পারে, এবং পাঠক হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন যে, যে বিষয়ে আমাদের নিজেদের যখন কোন স্পষ্ট ধারণা বা কোন ব্যক্তিগত মতামত নেই, তখন কি করে আমরা তা বর্ণনা করব! আরো বেশী ভুল যাতে না করি তার জন্য বরং একটা উদাহরণ দিচ্ছি, তাহলে হয়ত সহৃদয় পাঠক আমাদের অসুবিধেটা বুঝবেন। এই উদাহরণ আমাদের পথে বাধা না ঘটিয়ে বরং তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলেই এটা তাড়াতাড়ি দিচ্ছি।

দু সপ্তাহ পরে জুলাইয়ের মাঝামাঝি আমাদের নায়কের ইতিহাস, বিশেষতঃ সে ইতিহাসের শেষ পর্বটুকু এক অতি অদ্ভুত, প্রায় অবিশ্বাস্য কেলেঙ্কারিতে পর্যবসিত হল। সে কেলেঙ্কারির কথা লেবেদিয়েভ, তিৎসিন, দারিয়া এবং এপানচিনের ভিলা সংলগ্ন রাস্তাগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ল—মোট কথা, প্রায় সারা শহর, এমন কি লাগোয়া জেলাগুলোতেও রটে গেল। ঐ অঞ্চলের সব লোক, গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণকারীরা আর ব্যাণ্ডের শ্রোতারা সকলে হাজার ভাবে একই গল্প বলতে শুরু করল। গল্পটা হচ্ছে : একজন প্রিন্স এক সুপরিচিত, সম্মানিত পরিবারের তারই বাগদত্তা একটি তরুণীকে ভুলিয়ে একটা জঘন্য কেলেঙ্কারি ঘটিয়ে শেষে একজন পরিচিত গণিকার পাল্লায় পড়ে নিজের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করে, ভয়, লোকলজ্জা সবকিছু বিসর্জন দিয়ে, মাথা উঁচু করে কয়েকদিনের মধ্যে কলঙ্কময় অতীতের সঙ্গী সেই গনিকাটিকে পাভলোভস্কে প্রকাশ্যে বিয়ে করতে চলেছে। গল্পটাতে এত খুঁটিনাটি তথ্য, এত সব সুপরিচিত, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম, এত সব কাল্পনিক ও রহস্যময় গুরুত্ব এবং অনিবার্য বাস্তব সত্য রয়েছে যে সাধারণের কৌতূহল ও রটনা এক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষমণীয়। এর অতি সূক্ষ্ম, চতুর অথচ সম্ভাব্য কারণ হল সেই ধরনের বুদ্ধিমান লোকের কিছু জরুরী রটনা, যে ধরনের লোকেরা সমাজের সর্বস্তরে প্রতিবেশীদের সব কিছু জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এটাকেই তারা নিজেদের বৃত্তি ও সান্ত্বনা বলে মনে করে থাকে। তাদের মতে, এই যুবকটি সদ্বংশের প্রিন্স, বেশ ধনী, তবে নির্বোধ কিন্তু-উদার, মিঃ তুর্গেনিভের সমসাময়িক নিহিলিজম নিয়ে উন্মত্ত। রুশ ভাষা প্রায় বলতে না পারলেও জেনারেল এপানচিনের মেয়ের প্রেমে পড়ে তাদের পরিবারে পাত্ররূপে স্বীকৃত হতে পেরেছে। কিন্তু সবে প্রকাশিত একটি গল্পের সেই ফরাসী লোকটি যেমন নিজে থেকে চার্চের কাছে পাদ্রী হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে সব অনুষ্ঠান পালন করে, সবরকম প্রণাম, চুম্বন, শপথগ্রহণ ইত্যাদি শেষ করে ঠিক তার পরের দিনই বিশপকে জানিয়েছিল যে, সে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না বলে তার কাছে এভাবে লোক ঠকানো অসম্মানকর বলে মনে হচ্ছে, সুতরাং আগের দিন সে যে পাদ্রীর কাজ গ্রহণ করেছিল তা ত্যাগ করল এবং নিজের লেখা চিঠি সব উদারপন্থী পত্রিকায় ছাপতে পাঠাল— সেই ফরাসী নাস্তিকটির মত প্রিন্সও ছলনা করেছে। লোকে বলছে, সে তার বাগ্‌দত্তার বাবা-মার দেওয়া সান্ধ্য-পার্টির জন্য ইচ্ছে করেই অপেক্ষা করছিল, অপেক্ষা করছিল সেখানে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করে প্রকাশ্যে নিজের চিন্তাধারা জানাবার জন্য। সেখানে সে বয়স্ক, পদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, প্রকাশ্যে নিজের বাগ্‌দত্তাকে অপমান করেছে এবং বেরোবার

সময়ে চাকরদের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে একটা চমৎকার চীনা ফুলদানী ভেঙে ফেলেছে। সবাই বলছে, এতেই বোঝা যায়, ঐ নির্বোধ লোকটি তার বাগ্‌দত্তা জেনারেলের মেয়েকে সত্যিই ভালবাসত, কিন্তু তাকে ত্যাগ করেছে নিহিলিজমের জন্য আর কেলেঙ্কারির ভয়ে। এখন সে একজন 'পতিতা'কে প্রকাশ্যে বিয়ে করে জগতের কাছে প্রমাণ করতে চায় যে, 'পতিতা' বা 'সতী' বলে কিছু নেই, সব স্ত্রীলোকই স্বাধীন; সে পুরনো বিভেদে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে 'স্ত্রীলোককে।' বস্তুতঃ ভদ্র মেয়ের চেয়ে 'পতিতা'ই তার কাছে বড়! এটাকেই অধিকাংশ ভ্রমণকারী সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা বলে মেনে নিল, কারণ দৈনন্দিন ঘটনায় তারা এরই প্রমাণ পেয়েছে। অবশ্য অনেক ঘটনা এখনো তেমন বোঝা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে, সেই অসহায় মেয়েটি তার বাগ্‌দত্ত স্বামীকে এত ভালবাসত যে পরিত্যক্ত হওয়ার পরদিনই যেখানে রক্ষিতাটিকে নিয়ে প্রিন্স বসেছিল সেখানে তার কাছে ছুটে গিয়েছিল। অন্যরা আবার এ-ও বলছে যে, সে ইচ্ছে করেই মেয়েটিকে নিয়ে গিয়েছিল শুধু নিহিলিজমের খাতিরে—অর্থাৎ তাকে লজ্জিত ও অপমানিত করার জন্য। সে যাই হোক, প্রতিদিনই এ বিষয়ে আগ্রহ বেড়ে চলেছে, বিশেষতঃ যখন একটুও সন্দেহ নেই যে, এই লজ্জার বিয়ে হবেই।

এখন যদি আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, এ ঘটনার নিহিলিস্ট তাৎপর্য নয়, শুধু এই বিয়েতে মিশকিনের আগ্রহ কতটা, এই মুহূর্তে তার প্রকৃত ইচ্ছা কি, তার মানসিক অবস্থা কি ইত্যাদি, তাহলে সত্যিই উত্তর দেওয়া বেশ কঠিন হবে। একটা কথা শুধু আমরা বলতে পারি যে, সত্যি সত্যিই বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে এবং মিশকিন নিজে লেবেদিয়েভ, কেলার ও সদ্যোপরিচিত লেবেদিয়েভের এক বন্ধুর ওপরে ধর্মীয় ও আনুষ্ঠানিক কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব দিয়েছে। সে তাদেরকে কোনরকম অর্থব্যয় করতে নিষেধ করেছে, আর এদিকে নাস্তাসিয়াও বিয়ের জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কেলার নিজের উৎসাহেই প্রিন্সের তরফে সব দায়-দায়িত্ব পেয়েছে, আর বুর্দোভস্কি সাগ্রহে দায়িত্ব নিয়েছে নাস্তাসিয়ার তরফে কাজ করার। জুলাইয়ের প্রথম দিকে বিয়ের দিন ধার্য হয়েছে। কিন্তু এসব স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়াও আমাদের পরিচিত আর কয়েকটি ঘটনা আমাদেরকে একেবারে হতভম্ব করে দিয়েছে; কারণ সেগুলোর সঙ্গে আগের ঘটনাগুলোর কোন মিলই নেই। যেমন আমাদের গভীর সন্দেহ যে, লেবেদিয়েভ এবং অন্যদের হাতে সব দায়িত্ব দেওয়ার পরেই মিশকিন ভুলে গেছে যে, তার বিয়ে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের ব্যাপারে 'অতি দক্ষ' একজন লোক তার হাতের কাছেই রয়েছে। অন্যদের ওপর দায়িত্ব দেওয়ার অর্থ হচ্ছে নিজের সম্বন্ধে চিন্তা এড়ানো, এমনকি ভুলে যাওয়ার আগ্রহ। তাহলে সে কি ভাবছে, কি মনে করতে চাইছে? নিশ্চয়ই নাস্তাসিয়া তাকে কোন বিষয়ে বাধ্য করেনি। তবে এটা ঠিক, নাস্তাসিয়া নিশ্চয়ই চায় যে বিয়েটা তাড়াতাড়ি হোক, কারণ বিয়ের কথা সে-ই ভেবেছে, মিশকিন নয়। কিন্তু মিশকিন স্বেচ্ছায়ই রাজী হয়েছে। সে এমনভাবে রাজী হয়েছে যে মনে হচ্ছে যেন তাকে সাধারণ কোন অনুরোধ করা হয়েছে। এরকম অনেক অদ্ভুত ঘটনা আমাদের জানা আছে, কিন্তু তাতে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া দূরে থাক, আরো অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তবে এখানে আমরা আরো একটা উদাহরণ দেব।

এখন আমরা জানি, এই সময়টা মিশকিন দিনরাত নাস্তাসিয়ার সঙ্গেই

কাটিয়েছে ; তাকে নিয়ে বেড়াতে গেছে, বাজনা শুনতে গেছে ; সে তাকে রোজ গাড়ীতে নিয়ে বেরিয়েছে ; তাকে একঘণ্টা না দেখলে তার অস্বস্তি হয়েছে (অতএব সবদিক দিয়েই মিশকিন তাকে যথার্থ ভালবাসে) ; তার সব কথা সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে মৃদু হেসে শুনে গেছে। তবে আমরা এও জানি যে এই সময়টাতে সে অনেকবার এপানচিনদের বাড়ীতেও গেছে, এবং এই যাওয়ার ব্যাপারটা নাস্তাসিয়ার কাছে কখনো গোপন করেনি অবশ্য নাস্তাসিয়া এতে খুবই দমে গেছে। আমরা জানি, যতদিন পাভলোভস্কে ছিল, ততদিন এপানচিনরা তার সাথে দেখা করেনি, আগলেয়ার সঙ্গেও তাকে দেখা করতে দেয়নি। সে কোন কথা না বলেই দিনের পর দিন ফিরে এসেছে, তারপর আবার পরের দিনই এমনভাবে গেছে যেন আগেরদিনের কথাটা তার একেবারেই মনে নেই। সেদিনও তাকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা আরো জানি যে, আগলেয়া নাস্তাসিয়ার বাড়ী থেকে চলে যাওয়ার একঘণ্টার মধ্যে মিশকিন এপানচিনদের বাড়ীতে গিয়েছিল এই বিশ্বাসে যে, আগলেয়াকে সে সেখানে দেখতে পাবে। তাকে দেখে এপানচিনদের বাড়ীর সবাই বেশ অবাক হয়েছিল, ভয় পেয়েছিল, কারণ, আগলেয়া তখনো বাড়িতে ফিরে যায়নি। তার কাছ থেকেই বাড়ীর সবাই জানতে পেরেছিল যে, আগলেয়া তার সঙ্গে নাস্তাসিয়ার কাছে গিয়েছিল। লোকে বলে, তখন লিজাভেটা, তাঁর মেয়েরা, এমনকি প্রিন্স এস.-ও মিশকিনের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ সেই সময়ে হঠাৎ ভারভারা এসে জানিয়েছিল যে, আগলেয়া প্রায় একঘণ্টা হল তার বাড়ীতে এসেছে অশান্ত বিশ্রী মানসিক অবস্থায় এবং কিছুতেই বাড়ী ফিরতে চাইছে না। এই শেষ খবরে লিজাভেটা খুব বিচলিত হয়ে পড়ছিলেন। দেখা গেল খবরটা ঠিক। নাস্তাসিয়ার বাড়ী থেকে আসার পর আগলেয়ার মনে হল যে বাড়ী ফেরার চেয়ে মৃত্যুও ভাল, কাজেই সে নিনার কাছে ছুটে গেল। ভারভারার মনে হয়েছিল সব কথা লিজাভেটাকে জানানো দরকার। খবর শুনে মা আর মেয়েরা তখনি পরিবারের কর্তাকে সঙ্গে নিয়ে নিনার কাছে হাজির হয়েছিলেন ; তাদের কঠোর ব্যবহার সত্ত্বেও মিশকিন তাদের সঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু ভারভারা নজর রেখেছিল যাতে সে আগলেয়ার সঙ্গে দেখা করতে না পারে। শেষে, আগলেয়া যখন দেখল যে তার মা বোনেরা তাকে দেখে কাঁদছে, কিন্তু কোন অভিযোগ করছে না, তখন সে তাদের কাছে ছুটে গেল এবং বাড়ী ফিরে এল। অবশ্য তেমন প্রমাণ নেই তবে লোকে বলে যে, গ্যাব্রিলের ভাগ্য নাকি এবারও খারাপ। ভারভারার অনুপস্থিতিতে সে যখন একা, সেই সুযোগে সে নিজের ভালবাসার কথা আগলেয়াকে বলতে শুরু করেছিল। তার কথা শুনে, কান্না আর মন খারাপের মধ্যেও আগলেয়া হাসিতে ফেটে পড়ে হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসে। প্রশ্নটা হল : ভালবাসার প্রমাণ দিতে গ্যাব্রিল কি মোমবাতিতে আঙুল পোড়াতে পারবে? শোনা যায়, এই প্রশ্নে গ্যাব্রিল এত ভয় পেয়েছিল এবং এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, তার মুখে আশ্চর্য বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। তাই দেখে আগলেয়া পাগলের মত হাসিতে ফেটে পড়েছিল, এবং তাকে এড়ানোর জন্য দৌড়ে ওপরে নিনার কাছে চলে গিয়েছিল, আর সেখানে গিয়েই সে তার বাবা-মাকে দেখতে পেয়েছিল। পরের দিন মিশকিন ইপ্পোলিতের কাছে এই গল্প শুনল ; ইপ্পোলিৎ খুব অসুস্থ ছিল বলে

গল্পটা বলার জন্য মিশকিনকে সে ডেকে পাঠিয়েছিল। সে কি করে ঘটনাটা জেনেছিল জানি না, তবে মোমবাতি আর আঙুলের কথা শুনে মিশকিন এত হেসেছিল যে, ইপ্পোলিৎ অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ মিশকিন কাঁপতে কাঁপতে কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়েছিল। মোট কথা, তখন সে খুব অস্বস্তি আর বিরক্তিতে কাটাচ্ছিল। তার মনোভাবটা ছিল অস্পষ্ট অথচ পীড়াদায়ক। তাই ইপ্পোলিৎ তাকে সরাসরি বলেছিল যে তার ধারণা মিশকিনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তবে সে এও স্বীকার করছিল যে সেটা প্রমাণ করা অসম্ভব।

এসব ঘটনা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পাঠকের কাছে আমাদের নায়ককে সমর্থনের কোন ইচ্ছে আমাদের নেই। বরং তার প্রতি তার বন্ধুদের বিরক্তির অংশ নিতে আমরা প্রস্তুত। এমনকি ভেরা'ও কিছুদিন তার ওপরে চটেছিল, কোলিয়া বিরক্ত হয়েছিল, কেলারকে সহযোগী হিসেবে বেছে নেওয়ার আগে সেও চটেছিল। লেবেদিয়েভের তো কথাই নেই, সে গভীর বিরক্তিতে মিশকিনের বিরোধিতা শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু সে কথা পরে হবে। নাস্তাসিয়ার বাড়ির ঘটনার ছ সাত দিন পরে মিশকিনের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে গিয়ে ইয়েভগেনি যে মন্তব্য, গভীর কথাগুলি বলেছিল আমাদের তাতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে, শুধু এপানচিনরাই নয়, তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত পরিবারকেও মিশকিনের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত ভেবেছে। যেমন প্রিন্স এস. মিশকিনের সামনে সামান্য ঘাড় নেড়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, তার সম্ভাষণের জবাব দেননি। কিন্তু ইয়েভগেনি তার সঙ্গে দেখা করে মিটমাট করে নিতে ভয় পায়নি, যদিও সে আবার রোজ এপানচিনদের বাড়ী যাওয়া শুরু করেছে, এবং তারাও তাকে আরো বেশী সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। এপানচিনরা পাভলোভস্ক থেকে চলে যাওয়ার দিনই সে মিশকিনের সঙ্গে দেখা করতে এল। সব রটনার কথাই সে জানত, এবং হয়ত এ ধরনের গুজব রটাতে সে নিজেও বেশ সাহায্য করেছে। তাকে দেখে মিশকিন খুশী হল, এবং তখনি এপানচিনদের কথা বলতে শুরু করল। এরকম সোজাসুজি কথায় ইয়েভগেনিরও মুখ খুলে গেল, সুতরাং অন্য কথা না বলে সে আসল প্রসঙ্গ শুরু করল।

মিশকিন জানত না যে এপানচিনরা চলে গেছে। খবরটা শুনে সে বিস্ময়ে বিবর্ণ হয়ে গেল ; একমিনিট পরে চিন্তিত মুখে মাথা নেড়ে স্বীকার করল, 'এরকম ঘটতই।' তারপর হঠাৎ বলল, 'ওরা কোথায় গেছে ?'

ইতিমধ্যে ইয়েভগেনি তাকে ভাল করে লক্ষ্য করেছে, তার প্রশ্নের আকস্মিকতা, সরলতা, এবং বিরক্তি, অস্থিরতা ও উত্তেজনা দেখে অবাক হয়েছে। সে মিশকিনকে ভদ্রভাবে বিশদ করে সব বলল। মিশকিন অনেককিছু জানত না, এই প্রথম এপানচিন গোষ্ঠীর একজন তার সঙ্গে দেখা করতে এল। আগলেয়ার অসুস্থতার গুজবকে ইয়েভগেনি সমর্থন করল। বলল, তিনদিন তিনরাত সে জ্বরে ঘুমোতে পারেনি। এখন কিছুটা ভাল ; বিপদ কেটে গেছে, তবে এখনো তার মন ভীত, অস্বাভাবিক। বলল, 'এখন যে বাড়ীতে শান্তি এসেছে, এটা ভাল কথা।' তারা অতীতের কথা না তোলার চেষ্টা করছে, শুধু আগলেয়ার সামনেই নয়, নিজেদের মধ্যেও। তার বাবা মা ইতিমধ্যে ঠিক করেছেন, আদেলেদার বিয়ের পরেই শরৎকালে বিদেশে যাবেন। এই পরিকল্পনার প্রাথমিক আভাসগুলো

আগলেয়া নীরবে শুনে গিয়েছে। ইয়েভগেনিও খুব সম্ভবতঃ বিদেশে যাবে। ব্যবসায়ে অসুবিধে না হলে প্রিন্স এস.-ও আদেলেদার সঙ্গে কয়েক মাসের জন্য বাইরে যেতে পারেন। জেনারেল এখানেই থাকবেন। এখন ওরা পিটার্সবার্গ থেকে পনেরো মাইল দূরে ওদের জমিদারী কোলমিনোতে গেছে, সেখানে ওদের একটা বড় বাড়ী আছে। রাজকুমারী এখনো মস্কোতে ফেরেননি, ইয়েভগেনির ধারণা, তিনি ইচ্ছে করেই পাভলোভস্কে রয়েছেন। লিজাভেটা জোর দিয়ে বলেছেন, যা ঘটেছে, তারপর তাঁরা আর পাভলোভস্কে থাকতে পারেন না। ইয়েভগেনি তাঁকে প্রতিদিন শহরে যে গুজব রটে তা জানায়। ইয়েলাজিনের বাড়ীতে গিয়ে থাকাটা তাঁদের পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয়নি।

ইয়েভগেনি বলল, 'আপনি নিজেও স্বীকার করবেন, ওরা থাকতে পারত না···বিশেষতঃ প্রতিঘণ্টায় আপনার বাড়ীতে যা চলছে তা জানার পর এবং ওদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও রোজ আপনার দেখা করতে যাওয়ার পর· ·'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। আমি আগলেয়াকে দেখতে চেয়েছিলাম,' মিশকিন আবার মাথা নাড়ল।

আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে ইয়েভগেনি বলল, 'তাহলে···এসব ঘটতে দিলেন কেন? অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটাই খুব অপ্রত্যাশিত। বুঝতে পারছি, আপনার নিশ্চয়ই মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল, ঐ পাগল মেয়েটাকে সামলাতে পারেননি ; এটা আপনার হাতে ছিল না। কিন্তু আপনার বোঝা উচিত ছিল এই মেয়েটির···আপনার প্রতি অনুভূতি কতটা গভীর ও আন্তরিক। সে আরেকজনের সঙ্গে আপনাকে ভাগ করে নিতে চায়নি। আপনি···এরকম রত্ন ছুঁড়ে ফেলতে পারলেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। দোষ আমারই।' মিশকিন গভীরভাবে দুঃখিত। 'জানেন, শুধু আগলেয়াই নাস্তাসিয়াকে ঐ চোখে দেখেছে···আর কেউ তা ভাবেনি।'

'হ্যাঁ, সেটাই তো আরো বিশ্রী হয়েছে—এতে গুরুত্ব দেওয়ার কোন কারণই ছিল না,' ইয়েভগেনি আবেগের সুরে বলল, 'মাফ করবেন প্রিন্স, আমি কিন্তু ··এটা নিয়ে ভেবেছি। অনেক ভেবেছি। আগে যা ঘটেছে জানি, ছ' মাস আগে যা ঘটেছে সব জানি—ওতে তেমন কিছু ছিল না। আপনার মন নয়, আপনার বুদ্ধিই শুধু এতে জড়িয়ে পড়েছিল—এ একটা ভ্রান্তি, কল্পনা, মরীচিকা মাত্র—কেবলমাত্র কোন অনভিজ্ঞ মেয়ের ঈর্ষাই একে এত গুরুত্ব দিতে পারে।···'

ইয়েভগেনির রাগ পুরো প্রকাশ পেল। নাস্তাসিয়ার সঙ্গে মিশকিনের অতীত সম্পর্কের ছবি সে স্পষ্ট করে যুক্তি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তুলে ধরল। সে বরাবরই সুন্দর কথা বলে, এখন তা বাগ্মিতার পর্যায়ে পৌঁছেছে। বলল, 'প্রথম থেকেই ব্যাপারটা একেবারে ভুয়ো। মিথ্যেতে যার শুরু, তার শেষও মিথ্যেতেই—এটাই প্রকৃতির নিয়ম। আপনাকে আমি নির্বোধ বলে মানি না এবং কেউ বললে বিরক্ত হই। আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান। কিন্তু আপনি এমন অদ্ভুত যে, অন্য লোকের সঙ্গে আপনার কোথাও মেলে না ; মনে হয় একথাটা আপনি নিজেও স্বীকার করবেন। আমি ভেবেছি, যা কিছু ঘটেছে তার মূলে রয়েছে আপনার মানসিক অনভিজ্ঞতা ('মানসিক' কথাটা লক্ষ্য করবেন) আর অস্বাভাবিক সারল্য। তাছাড়া রয়েছে আপনার সামঞ্জস্যবোধের অভাব (সে আপনি নিজেই অনেকবার

বুঝেছেন), আর সবচেয়ে বড যেটা সে হল আপনার বুদ্ধিভিত্তিক ধারণাগুলো অতিরিক্ত সততার সঙ্গে মিশে যথার্থ আন্তরিক ধারণার রূপ নিয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, নাস্তাসিয়ার সঙ্গে আপনার আলাপের প্রথম দিন থেকেই আপনার মধ্যে একটা গতানুগতিক সহানুভূতি, এবং "স্ত্রীলোকঘটিত বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ" জেগেছিল (সংক্ষেপে এই বলা যায়)। রোগোজিন টাকা আনার পর নাস্তাসিয়ার বাড়ীতে যে উদ্ভট কেলেঙ্কারি ঘটেছিল, তার সবই আমার জানা। যদি চান, তবে আপনাকে আমি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখাব, আপনি নিজেকে আয়নার মত দেখতে পাবেন। কি ঘটেছিল এবং তার ফল কি হয়েছিল, সব আমি জানি। সুইটজারল্যাণ্ডে থাকতে আপনি জন্মভূমিকে দেখতে চাইতেন, ভাবতেন রাশিয়া এক অজানা সম্ভাবনার দেশ। রাশিয়া সম্বন্ধে অনেক বই পড়েছিলেন, হয়ত বইগুলো খুব ভালই ছিল, কিন্তু সেগুলো আপনার পক্ষে মোটেই ভাল হয়নি। দেশ সেবার আগ্রহ আর উত্তেজনা নিয়ে নিজের স্বদেশে কাজ করতে দৌড়ে এসেছিলেন। এখানে পৌঁছবার প্রথম দিনই আপনাকে একজন দুর্ভাগা স্ত্রীলোকের মর্মভেদী করুণ কাহিনী শোনান হল। আপনি তখন মনে মনে একজন মধ্যযুগের বীর। সেদিনই তাকে দেখলেন, এবং তার নিদারুণ, ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন (স্বীকার করছি, সে সুন্দরী)। এর সঙ্গে ছিল আপনার দুর্বল স্নায়ু, মৃগীরোগ, পিটার্সবার্গের যন্ত্রণাদায়ক তুষার, এক অজানা, আকর্ষণীয় শহরে সারাদিনের ঘটনা, দেখা-সাক্ষাৎ, অপ্রত্যাশিত পরিচয়, অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা, এপানচিনদের তিন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আলাপ, বিশেষতঃ আগলেয়ার সঙ্গে; তারপর আপনার ক্লান্তি, এলোমেলো চিন্তা, নাস্তাসিয়ার ঘরের ঘটনা আর ···সেই মুহূর্তে আপনার পক্ষে আর কি আশা করার ছিল, আর কি-ই বা আশা করতে পারতেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। মিশকিন আরক্ত মুখে মাথা নাডল। 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তার আগের রাতে ট্রেনে আমি ঘুমোইনি, এমনকি তার আগের রাতেও নয়। সুতরাং খুবই ক্লান্ত ছিলাম।"

ইয়েভগেনি আবেগের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম। এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আপনি রাজবংশের ছেলে ও চরিত্রবান হয়েও প্রকাশ্যে সোৎসাহে এই উদার মনোভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন যে, ঐ স্ত্রীলোকটি নিজের দোষে পতিত হয়নি, তার পতনের জন্য দায়ী একজন জঘন্য অভিজাত লোক। এটা অবশ্য বোঝা খুব কঠিন নয়। কিন্তু কথা তা নয়, কথা হল, আপনার আবেগটা বাস্তব কিনা, যথার্থ কিনা, অকৃত্রিম কিনা, নাকি সেটা শুধু বুদ্ধিপূর্ণ উৎসাহ মাত্র। আপনার নিজের কি মনে হয়? একটি মন্দিরে এ ধরনেরই একজন স্ত্রীলোককে ক্ষমা করা হয়েছিল, কিন্তু কেউ তখন একথা বলেনি যে, সে খুব ভাল কাজ করেছে এবং সে সম্মান ও শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য। কি, তাই না? আপনি তিন মাসের মধ্যে বুদ্ধি দিয়েও প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে পারলেন না? কিন্তু সে নির্দোষ ধরে নিলেও—জোর দিয়ে বলতে চাই না—তার এই অসহ্য, শয়তানী দম্ভ, এই উদ্ধত, বিধ্বংসী আত্মম্ভরিতা কি সমর্থন করা যায়? ক্ষমা করুন, আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু—'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে। হয়ত আপনিই ঠিক বলছেন' মিশকিন বিডবিড করে বলল। 'ও সত্যিই খুব খিটখিটে। আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু···'

'সহানুভূতির যোগ্য? তাই বলতে চান তো? কিন্তু ওকে খুশী করার জন্য সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে আপনি কি করে ওর ক্রুদ্ধ ঘৃণ্য দৃষ্টির সামনে আরেকটি নিষ্পাপ মহৎ মেয়েকে অপমানিত করতে পারলেন? এর পরে কি করবেন? এ বাড়াবাড়ি অবিশ্বাস্য। একজনকে ভালবেসে কি করে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে অপমানিত করলেন? আপনি নিজেই যার কাছে সম্মানজনক প্রস্তাব রেখেছিলেন কি করে আরেকটি স্ত্রীলোকের খাতিরে, তারই উপস্থিতিতে, তাকে অপমান করতে পারলেন? বলুন, আপনি কি তার কাছে প্রস্তাব করেননি? তার মা বাবা এবং বোনেদের সামনেই আপনি সে কথা বলেছিলেন। এর পরেও আপনি নিজেকে ভদ্রলোক বলে দাবী করেন? সেই সুন্দর মেয়েটিকে ভালবাসেন একথা বলে কি আপনি তাকে প্রতারণা করেননি?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। বুঝতে পারছি দোষ আমারই!' মিশকিন গভীর দুঃখে বলল।

ইয়েভগেনি বিরক্ত হয়ে বলল, 'কিন্তু এইটুকু বলাই কি যথেষ্ট? "আমার দোষ" বললেই কি সব মিটে গেল? দোষ আপনার অথচ নিজেকে আপনি সংশোধন করছেন না। সেই সময় আপনার 'খ্রিস্টান' অনুভূতি কোথায় ছিল? তখন তো আপনি তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন তখন কি আপনার মনে হয়েছিল যে, ঐ স্ত্রীলোকটির চেয়ে তার দুঃখ কম? সেটা দেখেও আপনি কি করে তা সহ্য করলেন? কি করে পারলেন?

দুঃখী প্রিন্স বলল, 'কিন্তু · আমি সহ্য করিনি।'

'সহ্য করেননি?'

'সত্যিই সহ্য করিনি। এখনো বুঝতে পারছি না কি করে সব ঘটল। প্রথমে আগলেয়ার পেছনে ছুটেছিলাম, কিন্তু সেই মুহূর্তে নাস্তাসিয়া অজ্ঞান হয়ে গেল। তারপর থেকে ওরা আগলেয়ার সঙ্গে আমায় আর দেখা করতে দেয়নি।'

'ওটা কিছু না। সে অজ্ঞান হয়ে গেলেও আপনার আগলেয়ার সঙ্গে যাওয়াই উচিত ছিল।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ; উচিত ছিল নাস্তাসিয়া মরে যেত। তাকে জানেন না, সে আত্মহত্যা করত। আমি আগলেয়াকে পরে সব বলতাম, তাতে কোন ক্ষতি হত না

দেখছি, আপনি সব জানেন না! বলুন তো কেন ওরা আমাকে আগলেয়ার সঙ্গে দেখা করতে দেন না? আমি তাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলতাম। ওরা দুজনেই বাজে বকছিল, সে জন্যেই এরকম হল। আপনাকে কিছুতেই আমি সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বোঝাতে পারব না, কিন্তু আগলেয়াকে হয়ত বোঝাতে পারতাম. বলছেন—চলে যাবার সময় সে বারবার আমাকে "প্রিয়তম, প্রিয়তম" বলে সম্বোধন করছিল সে কথা আমার মনে আছে। চলুন যাই।' মিশকিন লাফ দিয়ে উঠে ইয়েভগেনির হাত ধরে টান দিল।

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'চলুন আগলেয়ার কাছে যাই, এখনি।'

'কিন্তু সে তো এখন পাভলোভস্কে নেই, আপনাকে তো বললামই। তাছাড়া তার কাছে যাবেনই বা কি করতে?'

'সে সব বুঝবে, সব, মিশকিন আকুলভাবে হাত মুঠো করল। 'ব্যাপারটা

যে সম্পূর্ণ অন্য রকম সেটা সে বুঝতে পারবে।'

'অন্য রকম বলতে আপনি কি বোঝাতে চান? যেভাবেই হোক আপনি ওকে বিয়ে করবেন, এই তো? কি, আপনি ওকে বিয়ে করছেন, না করছেন না?'

'হ্যাঁ···করছি!'

'তাহলে "অন্য রকম'টা কি?"

'না, অন্য রকম কিছু নয়। ওকে বিয়ে করলে অন্য রকম কিছু হচ্ছে না।'

'কিছু হচ্ছে না', মানে? ব্যাপারটা কি তুচ্ছ? আপনি যাকে ভালবাসেন, তাকে সুখী করার জন্য বিয়ে করছেন, আর আগলেয়া তা দেখছে, এবং জানে! তাহলে কিছু যায় আসে না বলছেন কি করে?'

'সুখী? না, না! শুধু বিয়ে করছি; ও তাই চায়। ওকে বিয়ে করায় কি আসে যায়? আমি··যাক, ও কিছু না! ও নিশ্চয়ই মারা যেত! এখন দেখছি রোগোজিনকে বিয়ে করার ব্যাপারটা ওর একটা পাগলামি। আগে যা বুঝিনি, এখন বুঝছি; যখন ওরা দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, তখন আমি ওর মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না—জানেন না—সে রহস্যময় ভঙ্গীতে গলার স্বর নামাল—এটা কাউকে বলিনি, আগলেয়াকেও নয়। নাস্তাসিয়ার দিকে তাকাতে পারছিলাম না···নাস্তাসিয়ার বাড়ীর সেদিনের ঘটনার কথা যা বলেছেন, সেটা সত্যি, তবে একটা কথা বলছি, কারণ আপনি এটা জানতেন না। আমি নাস্তাসিয়ার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম: সেদিন সকালে ওর ছবিটাকে আমি সহ্য করতে পারছিলাম না··লেবেদিয়েভের মেয়ে ভেরার চাহনি একেবারে অন্য রকম! ওর মুখটাকে আমি ভয় পাই!' মিশকিন বেশ ভয়ার্ত স্বরে কথাটা বলল।

'ভয় পান?'

'হ্যাঁ, ও পাগল।' মিশকিন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

'ঠিক জানেন?' ইয়েভগেনি বেশ আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল।

'ঠিক জানি। এখন একেবারে নিশ্চিত। শেষ কদিনে পুরোপুরি বুঝে গেছি।'

ইয়েভগেনি ভীত কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু আপনি কি করছেন? ভয়ে ওকে বিয়ে করছেন? কিছুই বুঝতে পারছি না। সম্ভবতঃ আপনি ওকে ভালও বাসেন না?'

'না, না, ওকে আমি আমার মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি! ও··শিশু! একেবারে শিশু! আপনি এ সম্বন্ধে কিছু জানেন না।'

'অথচ একই সঙ্গে আবার বলছেন যে আগলেয়াকেও আপনি ভালবাসেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'কি করে? দুজনকেই ভালবাসতে চান?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!'

'প্রিন্স আমার দিব্যি, যা বলছেন ভেবে বলুন!'

'আগলেয়াকে ছাড়া আমি··আমি ওর সঙ্গে দেখা করবই! আমি খুব তাড়াতাড়িই ঘুমের মধ্যে মারা যাব। ভেবেছিলাম, গতরাতে ঘুমের মধ্যে আমার মরে যাওয়া উচিত ছিল। যদি আগলেয়া জানত, যদি সবকিছু জানতে পারত। কারণ এক্ষেত্রে সব জানা দরকার, সেটাই সবচেয়ে জরুরী। যখন আরেকজনকে দোষ দিই, তখন তার বিষয়ে আমাদের সব জানা উচিত, কিন্তু আমরা তা জানতে পারি না কেন! ···কিন্তু আমি যে কি বলছি তা নিজেই জানি না। আমার মাথা

গুলিয়ে গেছে। আপনি আমার মনে খুব নাড়া দিয়েছেন। ছুটে চলে যাওয়ার সময়ে ওকে যেমন দেখাচ্ছিল, এখনো কি ওকে তেমনি দেখাচ্ছে? হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি দোষ আমারই। আমারই সব দোষ। ঠিক কেন জানি না, তবে আমিই দোষী···অবশ্য সঠিক কারণগুলো আমি আপনাকে বোঝাতে পারছি না। যথাযথ শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না, তবে···আগলেয়া বুঝবে! আমার বরাবর বিশ্বাস যে, সে বুঝবে।'

'না, প্রিন্স, সে বুঝবে না। সে মেয়ে হিসেবে, মানুষ হিসেবে, আপনাকে ভালবেসেছে, অবাস্তব আত্মা হিসেবে নয়। আসলে ব্যাপারটা কি জানেন; সম্ভবতঃ আপনি ওদের দুজনের কাউকেই কখনো ভালবাসেননি।'

'জানি না, হয়ত তাই। ···আপনি অনেকটাই ঠিক বলেছেন। সত্যিই আপনি বুদ্ধিমান। আবার আমার মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। দোহাই আপনার, চলুন, ওর কাছে যাই!'

'কিন্তু বলেছি তো সে পাভলোভস্কে নেই, কোলমিনোতে আছে।'

'চলুন, সেখানেই যাই। এখনি চলুন।'

ইয়েভগেনি উঠে দাঁড়িয়ে সজোরে বলল, 'অসম্ভব।'

'শুনুন, ওকে একটা চিঠি লিখছি; আপনি চিঠিটা নিয়ে যান।'

'না প্রিন্স, না। আমায় অব্যাহতি দিন। আমি পারব না!'

দুজনে দুজনার কাছ থেকে বিদায় নিল। ইয়েভগেনি এক অদ্ভুত মনোভাব নিয়ে চলে গেল; তার মনে হল মিশকিনের মন স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। নাস্তাসিয়ার মুখকে সে প্রচণ্ড ভয় পায়, কিন্তু তাকেই আবার ভালবাসে, এর মানে কি! অথচ বলছে আগলেয়াকে না দেখলে সে সত্যি সত্যিই হয়ত মরে যাবে! আগলেয়া হয়ত কখনো জানতেও পারবে না, সে তাকে কত ভালবাসত। হাঃ হাঃ! একজনের পক্ষে একই সঙ্গে কি করে দুজনকে ভালবাসা সম্ভব? দুরকমের ভালবাসা! মজার ব্যাপার···বেচারী নির্বোধ! এর এখন কি হবে?

॥ দশ ॥

কিন্তু ইয়েভগেনিকে বললেও মিশকিন জাগ্রত বা 'ঘুমন্ত' অবস্থায় বিয়ের আগে মারা গেল না। হয়ত সে ভাল করে ঘুমোয়নি, দুঃস্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু দিনের বেলায় লোকের সঙ্গে তার ব্যবহার সহৃদয়, সন্তুষ্ট। মাঝে মাঝে সে যেন চিন্তায় ডুবে যায়, কিন্তু সে শুধু একা থাকলেই। বিয়ের জন্য তাড়াহুড়ো লেগে গেছে; ইয়েভগেনি আসার এক সপ্তাহ পরে বিয়ের দিন। এত ব্যস্ততায়, তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের পক্ষে, অবশ্য যদি সেরকম কেউ সত্যিই থেকে থাকে, 'এই অসহায় পাগলকে' বাঁচানো সম্ভব নয়। গুজব শোনা গেল, জেনারেল এপানচিন এবং তাঁর স্ত্রী নাকি ইয়েভগেনির আসার জন্য কিছুটা দায়ী। কিন্তু যদি তাঁরা প্রবল সদিচ্ছা-বশতঃ এই অসহায় পাগলকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়ে থাকেন, তাহলেও এই ক্ষীণ প্রচেষ্টার বেশী তাঁরা কিছুই করতে পারেননি; এই দৃঢ় সিদ্ধান্তের তুলনায় তাঁদের পদমর্যাদা বা ইচ্ছা মোটেই যথেষ্ট নয়। আমরা আগেই বলেছি মিশকিনের আশেপাশের লোকেরাও তার বিরোধী হয়ে উঠেছে। অবশ্য, ভেরা বাড়ীতে বসে একা একা মাঝে মাঝে সামান্য কান্নাকাটি করে, এবং মিশকিনের প্রতি যত্ন নেয়, তবে আগের মত সেরকম আন্তরিকতা সহকারে নয়। ওদিকে কোলিয়া তার

বাবার অন্ত্যেষ্টির কাজে ব্যস্ত। বৃদ্ধ জেনারেল প্রথম স্ট্রোকের আটদিন পরে দ্বিতীয় স্ট্রোকে মারা গেছেন। মিশকিন ঐ পরিবারের শোকে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করে প্রথম কয়েকদিন বেশ কিছু সময় নিনার সঙ্গে কাটিয়েছে। সে সংকার এবং গীর্জার প্রার্থনায় যোগ দিয়েছে। অনেকেই লক্ষ্য করেছে, মিশকিনের আসা ও যাওয়ার সময়ে গীর্জায় বেশ ফিসফিসানি শোনা গেছে। রাস্তায় এবং পার্কেও তাই। যেখানেই সে যায় সেখানেই গুঞ্জন শোনা যায়; সকলে ইসারায় তাকে দেখায়, এবং নাস্তাসিয়ার নামও উচ্চারিত হয়। সংকার অনুষ্ঠানে অনেকেই তাকে খুঁজছিল, কিন্তু সে সেখানে ছিল না। সেই অনুষ্ঠানে আরো একজনের অনুপস্থিত ছিল, সে ক্যাপ্টেনের বিধবা; লেবেদিয়েভই তাকে সেখানে আসতে দেয়নি। সমাধি অনুষ্ঠান দেখে মিশকিনের মনে গভীর বেদনা দেখা দেয়। সে এক প্রশ্নের জবাবে ফিসফিসিয়ে লেবেদিয়েভকে বলে, এই প্রথম সে একটা প্রাচীনপন্থী সংকারানুষ্ঠানে হাজির হয়েছে; তবে অবশ্য ছোটবেলায় গ্রামের গীর্জায় এরকম একটা অনুষ্ঠানের কথা তার এখনো আবছা মনে আছে।

লেবেদিয়েভ মিশকিনের কানে ফিসফিসিয়ে বলে, 'মনে হচ্ছে যাকে আমরা সম্প্রতি সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করেছিলাম, তিনি যেন এই কফিনে নেই—কথাটা ভাবতে পারছেন, প্রিন্স? আপনি অমন করে কাকে খুঁজছেন?'

'কিছু না। ভেবেছিলাম—'

'রোগোজিনকে, না?'

'কেন, সে কি এখানে আছে?'

'হ্যাঁ, গীর্জায় আছে।'

'মনে হল, তার চোখ দুটো দেখতে পেলাম,' মিশকিন বিড়বিড় করে বলে। 'কিন্তু কেন? ও এখানে কেন? ওকে কি আসতে বলা হয়েছিল?'

'ওরা ওর কথা ভাবেনি; ওকে ওরা চেনেই না। এখানে সবরকম লোক আছে। কিন্তু এত অবাক হচ্ছেন কেন? ওকে এখন প্রায়ই দেখি। গত সপ্তাহে পাভলোভস্কে ওর সঙ্গে চারবার দেখা হয়েছে।'

'আমি ওকে আর দেখিনি…সেই দিনের পর থেকে।'

নাস্তাসিয়াও বলেনি রোগোজিনের সঙ্গে 'তারপর' দেখা হয়েছে বলে, কাজেই মিশকিন ভাবল, রোগোজিন কোন কারণে ইচ্ছে করেই আড়ালে রয়েছে। সেদিন সে সারাদিন চিন্তায় ডুবে রইল, কিন্তু নাস্তাসিয়া বেশ হাসি খুশীতেই দিনটা কাটাল।

কোলিয়া বাবা মারা যাওয়ার আগে মিশকিনের সঙ্গে মিটমাট করে নিয়েছিল। সে বলেছিল কেলার আর বুর্দোভস্কিকে মিশকিনের সহযোগী করে নিতে (কারণ ব্যাপারটা জরুরী, সময়েরও অভাব)। সে কথা দিয়েছিল, কেলার ঠিকমত চলবে, এবং সম্ভবতঃ তাকে দিয়ে কাজ হবে; আর বুর্দোভস্কির কথা তো বলার দরকারই নেই, কারণ সে এমনিতেই অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের লোক। নিনা আর লেবেদিয়েভ বলল, বিয়ে যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে পাভলোভস্কে এত গরমে এবং এত প্রকাশ্যভাবে সেটা হওয়ার দরকার নেই। তারা বলল, পিটার্সবার্গে, এমনকি বাড়ীতে বিয়ে হলেই ভাল হয়। মিশকিন তাদের আশঙ্কাটা স্পষ্ট বুঝতে পারল। সে সংক্ষেপে জবাব দিল, এটা নাস্তাসিয়ার বিশেষ ইচ্ছে।

পরের দিন কেলার 'সহযোগী' হবে খবর পেয়ে দেখা করল। ভেতরে

যাওয়ার আগে সে দরজায় স্থির হয়ে দাঁড়াল, মিশকিনকে দেখামাত্র ডান হাতের তর্জনী তুলে শপথ নেওয়ার মত করে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি মদ খাব না।'

তারপর মিশকিনের কাছে গিয়ে আবেগের সঙ্গে তার দু হাত ঝাঁকিয়ে বলল, প্রথমে বিয়ের কথা শুনে সে চটে উঠেছিল, কারণ সে অধীর আগ্রহে ভেবেছিল, গীর্জার বেদীতে সে প্রিন্সের পাশে দেখবে প্রিন্সেস দ্য রোহ্, অন্ততঃ দ্য ক্যাবো-র মত কাউকে। কিন্তু এখন দেখছে, তাদের সকলের' চেয়ে প্রিন্সের চিন্তাধারা অন্তত বারোগুণ বেশী মহৎ! কারণ সে ঐশ্বর্য বা সম্পদ চায়নি, এমন কি খ্যাতিও চায়নি, চেয়েছে শুধু সত্যকে। মহৎ লোকদের সহানুভূতির কথা সবারই জানা, এবং প্রিন্স নিজের শিক্ষার গুণে নিজেও একজন মহান ব্যক্তি।

'কিন্তু সাধারণ লোক অন্যভাবে বিচার করে, শহরে, বাড়ীতে, সভায় বাজনার আসরে, পানশালায়, খেলার ঘরে সবাই এই আসন্ন ঘটনার কথাই শুধু বলছে। শুনছি, তারা বিয়ের রাতে জানলার নীচে—সমবেত হয়ে "বাজনা"ও বাজাবে। যদি আপনার কোন সৎ লোকের পিস্তলের প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনি বিয়ের পরদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার আগেই আমি অন্ততঃ ছটা গুলি ছুঁড়তে পারি।' গীর্জা থেকে বেরোবার পর বহু লোক ছুটে আসতে পারে ভেবে কেলার গীর্জার উঠানে জলের পাইপ তৈরী রাখার পরামর্শ দিল। কিন্তু লেবেদিয়েভ সে প্রস্তাবে রাজী হল না। সে বলল, তাহলে ওরা বাড়ী ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেবে।

'প্রিন্স, এই লেবেদিয়েভই আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। ওরা আপনাকে চালাতে চায়। কথাটি বিশ্বাস করবেন? সব বিষয়ে, এমন কি আপনার স্বাধীনতা এবং আপনার অর্থ—মানে যে দুটি জিনিষের জন্য আমাদের সঙ্গে পশুর তফাৎ, সে দুটোও ওরা নিজেদের আয়ত্তে রাখতে চায়। আমি খুব ভাল জায়গা থেকে কথাটা শুনেছি! খাঁটি সত্য কথা।'

মিশকিনের মনে পড়ল সে নিজেও যেন এরকম কি শুনেছে, কিন্তু কান দেয়নি। এখন সে হেসে আবার সে কথা ভুলে গেল। লেবেদিয়েভ কিছুদিন হল খুব ব্যস্ত। এই লোকটির মাথায় হঠাৎ হঠাৎ অতি উদ্ভট উদ্ভট মতলব গজিয়ে উঠে এবং অতি উৎসাহে সে মতলব আসল উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়ে খুব জটিল হয়ে ওঠে। সে কারণে সাধারণতঃ তার পরিকল্পনা প্রায়ই ব্যর্থ হয়। বিয়ের দিন সে মিশকিনের কাছে অনুতাপ জানাতে এসে (সে যাদের বিরোধিতা করছে, তাদের কাছে ব্যর্থ হওয়ার পর অনুতাপ করাটাই তার স্বভাব) বলল, সে একজন অতি সাধারণ লোক! কিন্তু এর পর যা বলল, তাতে মিশকিন বেশ আগ্রহী হল। তার বক্তব্য অনুযায়ী, সে নাকি এমন কিছু লোকের সাহায্য চাইছিল, যাদের ওপর প্রয়োজনের সময়ে অনায়াসে নির্ভর করা যাবে। তাই সে আইভানের কাছে গিয়েছিল। আইভান প্রথমে হতবুদ্ধি হয়েছিলেন, তার পর বললেন, 'তরুণীটির' প্রতি তার সহানুভূতি রয়েছে কিন্তু যতই তাকে তাঁর বাঁচাবার ইচ্ছে থাক না কেন এ বিষয়ে তাঁর এখন কিছু করা উচিত হবে না।' আর লিজাভেটা তো তার সাথে দেখাও করলেন না, এবং কোন কথাও শুনলেন না। ইয়েভগেনি আর প্রিন্স এস.ও তাকে সোজা বিদেয়ই করে দিয়েছে। কিন্তু সে নিরুৎসাহ হয়নি, একজন ধূর্ত উকিলের পরামর্শ নিয়েছে; উকিলটি দক্ষ, বয়সে বৃদ্ধ, তার খুব বন্ধু এবং প্রায় পৃষ্ঠপোষক, তিনি বলেছেন, মিশকিনের অপ্রকৃতিস্থতা, আর পাগলামির যদি ভাল সাক্ষী

পাওয়া যায়, কিছু কিছু পদস্থ লোকের সমর্থন আদায় করা যায় তবেই এটা সম্ভব হবে। তবু লেবেদিয়েভ উৎসাহ হারায়নি, একবার একজন ডাক্তারকেও এনেছিল, তিনিও বৃদ্ধ যোগ্যব্যক্তি—তিনি পাভলোভস্কে থাকেন, প্রিন্সকে দেখতে এসেছিলেন, মানে দেখতে চেয়েছিলেন অবস্থাটা কি; প্রিন্সের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ করে নিজের ধারণাটা তাকে জানাতে চেয়েছিলেন।

মিশকিনের ডাক্তারের আসার কথা কথা মনে আছে। তার মনে পড়ল, আগের দিন লেবেদিয়েভ এই বলে তাকে জ্বালাতন করছিল যে, সে সুস্থ নয়, এবং যখন সে চিকিৎসা করাতে অস্বীকার করল, তখন লেবেদিয়েভ হঠাৎ একজন ডাক্তারকে নিয়ে এসে বলল যে, তারা সবে ইপ্পোলিতের কাছ থেকে এসেছে, ইপ্পোলিতের অবস্থা খুব খারাপ, সে সম্বন্ধে ডাক্তার মিশকিনকে কিছু বলতে চান। মিশকিন, লেবেদিয়েভ প্রশংসা করে, ডাক্তারকে সহৃদয় অভ্যর্থনা জানাল। তারা তখনি ইপ্পোলিতের আলোচনা শুরু করল। ডাক্তার মিশকিনকে বললেন, আত্মহত্যার চেষ্টার সেই ঘটনার একটা বিশদ বর্ণনা দিতে। প্রিন্স তাকে সব কথা বলল, এবং প্রিন্সের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা শুনে ডাক্তার খুব খুশী হলেন। তারা পিটার্সবার্গের আবহাওয়া, মিশকিনের অসুখ, সুইটজারল্যাণ্ড, ডাঃ শ্নিডারের কথা আলোচনা করল। শ্নিডারের চিকিৎসা পদ্ধতি এবং তার বিষয়ে মিশকিনের আলোচনা ডাক্তারের এত ভাল লাগল যে ডাক্তার দু ঘণ্টা এখানেই বসলেন এবং মিশকিনের চমৎকার সিগারগুলো একটার পর একটা ধ্বংস করলেন। তাছাড়া লেবেদিয়েভ তার জন্য বেশ সুস্বাদ পানীয়ের ব্যবস্থা করল, এবং ভেরা সেটা নিয়ে এল। তারপর বিবাহিত, সন্তানের জনক সেই ডাক্তারটি ভেরার এত প্রশংসা করতে লাগলেন যে, ভেরা খুব বিরক্ত হল। অবশেষে তিনি বন্ধুর মত বিদায় নিলেন। যাবার সময় লেবেদিয়েভকে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি এ ধরনের লোকদের চালাতে হয়, তাহলে সে কাজটা করবে কে? আসন্ন ঘটনা সম্বন্ধে লেবেদিয়েভের করুণ বর্ণনার জবাবে ডাক্তার ধূর্ত ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বললেন যদিও মানুষ সবাইকেই বিয়ে করতে পারে তবু ঐ মোহিনী মেয়েটি, তার অতুলনীয় সৌন্দর্য দিয়ে ধনীদের আকৃষ্ট তো করবেই তাছাড়া তিনি শুনেছেন, সে টটস্কি আর রোগোজিনের সম্পত্তিও পেয়েছে, যেমন তারে-মুক্তো, শাল এবং আসবাবপত্র ইত্যাদি। অতএব প্রিন্সের নির্বাচন স্পষ্ট বোকামি তো নয়ই বরং তার বাস্তববুদ্ধি, [illegible] ও চতুরতার প্রমাণ; আর সে কারণেই তিনি প্রিন্সকে পুরো সমর্থন জানালেন—'

এ কথাটা লেবেদিয়েভের ঠিক বলে মনে হয়েছে, তাই সে আর এটাকে লঙ্ঘন করেনি। সে মিশকিনকে বলল, 'এখন আপনি আমার কাছে পাবেন আপনার প্রতি আনুগত্য, তৎপরতা এবং রক্ত ঝরাবার প্রতিশ্রুতি। সেটাই আমি আপনাকে বলতে এসেছি।'

এই সময়টাতে ইপ্পোলিৎও মিশকিনের চিন্তাকে অধিকার করে রইল; সে প্রায়ই তাকে ডেকে পাঠায়। তারা কাছেই একটা ছোট বাড়ীতে থাকে। ইপ্পোলিতের ছোট ছোট ভাই-বোনেরা পাভলোভস্কে থাকতে পেরে খুশী, কারণ তারা রোগীর কাছ থেকে পালিয়ে বাগানে যেতে পারে। বেচারা ক্যাপ্টেনের বিধবাকে ইপ্পোলিতের কাছে ইপ্পোলিতের দয়ার ওপর থাকতে হয়। মিশকিনকে রোজ মাঝে পড়ে ওদের ঝগড়া মেটাতে হচ্ছে। রোগী মিশকিনকে তার 'নার্স'

বলে ডাকে অথচ সে মধ্যস্থতা করে বলে তাকে ঘৃণাও করে। কোলিয়া সম্প্রতি মুমূর্ষু বাবার পাশে থাকতে গিয়ে এবং পরে বিধবা মার কাছে থাকতে গিয়ে তার কাছে আর আসতে পারে না বলে ইপ্পোলিৎ কোলিয়ার ওপরেও খুব চটা। শেষে মিশকিনের আসন্ন বিয়েকে সে তার আক্রমণের লক্ষ্যস্থল করে প্রিন্সকে শেষ পর্যন্ত চটিয়ে দিল। মিশকিন তার কাছে যাওয়া বন্ধ করল। দুদিন পরে ক্যাপ্টেনের বিধবা এসে সকালবেলা কাঁদতে কাঁদতে বললেন মিশকিনকে তার সাথে যাবার জন্য নাহলে ইপ্পোলিৎ 'তাকে মেরে ফেলবে।' তিনি আরো বললেন যে ইপ্পোলিৎ মিশকিনকে একটা খুব গোপন কথা বলতে চায়। তাই মিশকিন গেল।

ইপ্পোলিৎ মিটমাট করার জন্য কাঁদল ; অবশ্য মনে মনে সে আরো রেগেছিল, কিন্তু তা প্রকাশ করতে তার সাহস হল না। বোঝা গেল যে সে বেশ অসুস্থ, এবং শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। তার কোন গোপন কথা নেই, আছে শুধু কিছু আন্তরিক অনুরোধ। আবেগে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সে বলল, 'রোগোজিন থেকে সাবধান থাকবেন। সে কখনো হাল ছাড়ার লোক নয়। প্রিন্স, সে আপনার আমার মত নয় ; যদি একবার কিছু চায়, তবে কেউ তাকে সে পথ থেকে সরাতে পারবে না' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মিশকিন আরো খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে কিছু খবর জানার চেষ্টা করল। কিন্তু ইপ্পোলিতের ব্যক্তিগত আবেগ-উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। শেষে মিশকিনকে খুব ভয় দেখাতে পেরে সে বেশ খুশী হল। প্রথমে মিশকিন ইপ্পোলিতের কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে চায়নি, বরং 'বিদেশে চলে যান ; বাইরে সর্বত্র রুশ পাদ্রী আছে, আপনি সেখানে বিয়ে করতে পারেন।' —এই উপদেশ শুনে শুধু হেসেছে। কিন্তু শেষে ইপ্পোলিৎ যখন বলল, 'আগলেয়ার জন্যেই আমি ভয় পাচ্ছি ; রোগোজিন জানে, আপনি তাকে কত ভালবাসেন। এ হল ভালবাসার প্রতিদানে ভালবাসা। আপনি তার কাছ থেকে নাস্তাসিয়াকে কেড়ে নিয়েছেন, সে কারণে সে আগলেয়াকে হত্যা করবে। অবশ্য আগলেয়া এখন আপনার নয়, তবু কি এমনটা ঘটলে আপনি মনে ব্যথা পাবেন না?' তখন তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। মিশকিন দিশাহারা হয়ে চলে এল।

রোগোজিন সম্বন্ধে এইসব সাবধানবাণী সে বিয়ের আগের দিন শুনল। বিয়ের আগে শেষবারের মত আজ সন্ধ্যায় সে নাস্তাসিয়ার সঙ্গে দেখা করল। কিন্তু নাস্তাসিয়ার অবস্থা আশ্বাসজনক নয়। বরং সম্প্রতি সে তাকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। এর আগে পর্যন্ত—অর্থাৎ কয়েকদিন আগে—তাকে দেখে নাস্তাসিয়া খুশী করার চেষ্টা করেছে এবং তাকে বিষণ্ণ দেখে বেশ ভয় পেয়েছে। এমনকি তাকে গান শোনানোরও চেষ্টা করেছে ; প্রায়ই অনেক মজার মজার কথা বলেছে। কখনো কখনো সে সব গল্পের ঝকঝকে বুদ্ধি এবং অনুভূতিতে মিশকিন সত্যি সত্যি হেসেছে। আবেগের মাথায় নাস্তাসিয়া ওভাবেই গল্প বলে থাকে। মিশকিনের আনন্দে সে খুশী হয়েছে, গর্বিতও হয়েছে। কিন্তু এখন তার বিষণ্ণতা আর চিন্তা অনবরত বাড়ছে। তার সম্বন্ধে মিশকিনের বিশ্বাস টলেনি, তবে সে বিশ্বাস ছাড়া এখন তার সব ব্যবহারটাই যেন রহস্যময়। কিন্তু মিশকিন আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, নাস্তাসিয়ার উন্নতি সম্ভব। সে ইয়েভগেনিকে যথার্থই বলেছে যে, নাস্তাসিয়াকে সে সত্যিই ভালবাসে ; সে ভালবাসায় রয়েছে কোন অসুস্থ, অসুখী,

অসহায় শিশুর প্রতি মমত্ববোধ। এই অনুভূতির কথা মিশকিন আর কাউকে বলেনি, বরং এ প্রসঙ্গ এড়াতে না পারলে সে মনে মনে বিবক্তই হয়েছে। নাস্তাসিয়ার সঙ্গে একত্রে থাকার সময়ে তারা কখনো এ বিষয়ে আলোচনা করেনি, যেন এ ব্যাপারে তারা দুজনেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যে কেউই ইচ্ছে করলে ওদের প্রাত্যহিক সরস আলোচনায় অংশ নিতে পারত। দারিয়া পরে বলেছে, এ সময়টা নাস্তাসিয়া হৈ চৈ ছাড়া আর কিছু করেনি।

কিন্তু নাস্তাসিয়ার আত্মিক ও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে মিশকিনের দৃষ্টিভঙ্গী তাকে কিছুটা অস্পষ্টতার হাত থেকে বাঁচাল। তিনমাস আগে যে নাস্তাসিয়াকে সে চিনত, তার থেকে বর্তমানের নাস্তাসিয়া একেবারে আলাদা। মিশকিন এখন আর অবাক হয়ে ভাবে না যে কেন তখন সে কেঁদে, তিরস্কার করে মিশকিনকে আবার বিয়ে না করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল অথচ সে-ই এখন তাকে বিয়ে করার জন্য জোর করছে। এখন আর সে এ ভয় পায় না যে, এ বিয়েতে মিশকিনের দুর্গতি হবে। মিশকিনের মতে, নাস্তাসিয়ার এত দ্রুত আত্মবিশ্বাস অর্জনটা খুব স্বাভাবিক নয়। তবে তাই বলে এর একমাত্র কারণ যে শুধু আগলেয়ার প্রতি ঘৃণা তা-ও নয়। তার অনুভূতি সে তুলনায় অনেক গভীর। এটা শুধু রোগোজিনের ভয়ে ঘটতে পারে না, এতে আরো কারণ থাকতে পারে। বহুদিন আগে মিশকিনের মনে যে সন্দেহ জেগেছিল সেটাই এখন তার কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেটা হচ্ছে এই যে নাস্তাসিয়ার অসহায়, অসুস্থ মন একেবারে ভেঙে পড়েছে। যদিও এতে তার মনের রহস্যভাবটা কমল, কিন্তু সে এতে একটুও শান্তি পেল না। মাঝে মাঝে সে কিছুই না ভাবার চেষ্টা করে। নিজের ভবিষ্যৎকে সে এত তুচ্ছ ভাবে যে, বিয়েটা যেন তার কাছে একটা অতি সাধারণ ঘটনা বলে মনে হয়, এবং ইয়েভগেনির মত লোকেদের প্রতিবাদ বা সমালোচনার সে কোন জবাবই দিতে পারে না; তার নিজেকে মনে হয় অযোগ্য, তাই সে এ জাতীয় সব আলোচনা এড়িয়ে চলে।

অবশ্য সে লক্ষ্য করেছে যে, আগলেয়াকে সে কি চোখে দেখে তা নাস্তাসিয়া খুব ভাল ভাবেই জানে এবং বোঝে। সে কোন কথা বলে না, কিন্তু মিশকিন যখন মাঝে মাঝে এপানচিনদের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়, তখন সে তার 'আসল মুখটা' দেখতে পায়। এপানচিনরা যখন পাভলোভস্ক থেকে চলে গেল তখন নাস্তাসিয়া বেশ খুশী হল। মিশকিন অন্যমনস্ক এবং অবিশ্বাসী নয় বলে এই ভেবে দুশ্চিন্তা করতে শুরু করল যে আগলেয়াকে পাভলোভস্ক থেকে তাড়াবার জন্য নাস্তাসিয়া হয়ত কোন প্রকাশ্য কেলেঙ্কারির কথা ভাবছে। প্রতিটি বাড়ীতে বিয়ে সম্বন্ধে আলোচনা নিঃসন্দেহে নাস্তাসিয়াই কিছুটা জিইয়ে রেখেছে শুধুমাত্র তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিরক্ত করার জন্য। এপানচিনদের সঙ্গে দেখা হওয়া কঠিন বলে নাস্তাসিয়া গাড়ীতে প্রিন্সকে পাশে নিয়ে ওদের জানলার সামনে দিয়ে গিয়েছে। মিশকিনের পক্ষে এটা একটা জঘন্য ধরনের বিস্ময়কর ব্যাপার। সে বরাবরই যেমন দেরীতে বোঝে সেই রকমই গাড়ীটা পেরিয়ে যাওয়ার পর ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। মুখে কিছু বলেনি, কিন্তু এরপর দু দিন অসুস্থ হয়ে রইল। নাস্তাসিয়া আর কখনো এ পদ্ধতি পরীক্ষা করার সাহস পায়নি। বরং বিয়ের আগে কয়েক-দিন ধরে শুধু ভেবেই চলল, শেষে বিষণ্ণতা কাটিয়ে আবার প্রসন্ন হয়ে উঠল,

তবে আগের মত অত উজ্জ্বলতার সঙ্গে নয়। মিশকিনও নিজের মনোযোগ দ্বিগুণ বাড়াল। সে একথা ভেবে আশ্চর্য হয় যে নাস্তাসিয়া ইদানিং রোগোজিনের কথা আর বলেই না। বিয়ের মাত্র পাঁচদিন আগে দারিয়া তাকে হঠাৎ খবর পাঠাল দ্রুত আসার জন্য; কারণ, নাস্তাসিয়ার অবস্থা খুবই ভয়ঙ্কর। মিশকিন দারিয়ার বাড়ীতে গিয়ে দেখল নাস্তাসিয়া প্রায় পাগল হতে চলেছে। সে ক্রমাগত এই বলে চেঁচিয়ে চলেছে যে, রোগোজিন তার বাড়ীর বাগানে লুকিয়ে রয়েছে, তাকে এই মাত্র দেখেছে; তার বিশ্বাস সে তাকে আজ রাতে গলা কেটে হত্যা করবে। সারা-দিন তাকে কিছুতেই শান্ত করা গেল না। কিন্তু সন্ধ্যার দিকে মিশকিন যখন এক মিনিটের জন্য ইপ্পোলিতের সঙ্গে দেখা করতে গেল, তখন ক্যাপ্টেনের বিধবা, যিনি নিজের ব্যক্তিগত একটা কাজে শহরে গিয়েছিলেন, তিনি সবে শহর থেকে ফিরে এসে বলল, আজ পিটার্সবার্গে তার বাড়ীতে এসে রোগোজিন পাভলোভস্ক সম্বন্ধে জানতে চাইছিল। মিশকিনের প্রশ্নের জবাবে তিনি আরো বললেন যে যখন নাস্তাসিয়া তাকে বাগানে দেখেছে তখনি তার সঙ্গে রোগোজিনের দেখা হয়েছে, অতএব নাস্তাসিয়ার এটা নিছক কল্পনা। অবশেষে নাস্তাসিয়া নিজে বিধবার কাছে এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করে শেষে স্বস্তিবোধ করল।

বিয়ের আগের দিন মিশকিন দেখল নাস্তাসিয়া খুব উত্তেজিত। পিটার্সবার্গের দর্জীর কাছ থেকে তার বিয়ের পোশাক, লেস ইত্যাদি এসে পৌঁছেছে। পোষাক দেখে যে সে এত উত্তেজিত হবে তা মিশকিন ভাবতে পারেনি। মিশকিন সবগুলো পোষাকের প্রশংসা করায় সে খুব খুশী হল, কিন্তু হঠাৎ তার মুখ থেকে এক মুহূর্তে মনের কথাটা বেরিয়ে গেল। সে বলল, সে শুনেছে যে শহরে সবাই বিরক্ত হয়েছে; কয়েকজন পাগল কি সব গানবাজনা করার চেষ্টা করছে, হয়ত বা এ ঘটনা নিয়ে কবিতাও লিখেছে, এবং বাকী সবাই এতে অল্পবিস্তর সম্মতি জানিয়েছে। সুতরাং সে চায় ওদের সামনে মাথা উঁচু রাখতে, নিজের পোষাকের রুচি আর আড়ম্বর দিয়ে ওদের মুখ বন্ধ করতে। ওদের সাহস থাকলে ওরা চেঁচাক, শিস দিক।' কথাটা ভাবতেই তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল। তাছাড়া গোপনে গোপনে সে আরো একটা কথা ভাবল, কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে বলল না। সে ভাবল, গীর্জার ভীড়ে আগলেয়া কিংবা অন্তত পক্ষে তার পাঠানো কেউ থাকবে; সে কারণে অতি গোপনে সে নিজেকে প্রস্তুত করল। রাত এগারোটার সময় সে মিশকিনের কাছে এই চিন্তায় মগ্ন থাকা অবস্থাতেই বিদায় নিল, কিন্তু বারোটা বাজার আগেই দারিয়ার একজন লোক মিশকিনের কাছে ছুটে এসে বলল যে, 'এক্ষুণি আসুন, ওর অবস্থা খুব খারাপ।'

মিশকিন দেখল তার ভাবী বধূ ঘরের দরজা বন্ধ করে হতাশায় উন্মাদের মত কাঁদছে। অনেকক্ষণ ধরে বন্ধ দরজার এপার থেকে তাকে যা কিছু বলা হল তার কিছুই সে শুনল না। শেষে দরজা খুলে শুধু মিশকিনকেই ঘরের ভেতরে ঢুকতে দিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল (দরজায় উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখে নিয়ে অন্তত দারিয়া সে কথাই বলল।)।

নাস্তাসিয়া মিশকিনের পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি কি করছি? আমি কি করছি? তোমার আমি কি করছি?'

মিশকিন এক ঘন্টা তার কাছে কাটাল; তাদের মধ্যে কি কথা হল তা

আমরা জানি না। তবে দারিয়ার বক্তব্য হচ্ছে, এক ঘন্টা পরে শান্তভাবে, সানন্দে মিশকিন বিদায় নিল। সে আবার রাতের দিকে খোঁজ নিল, কিছু নাস্তাসিয়া ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার আগেই মিশকিন আরো দুজন লোককে দারিয়ার কাছে পাঠাল, তবে তৃতীয় সংবাদবাহক এসে খবর দিল যে, 'এখন নাস্তাসিয়ার চারদিকে পিটার্সবার্গের দর্জী আর সেলুনওয়ালাদের ভীড়; তার মুখে গতকালের অস্থিরতার কোন চিহ্নই নেই, সে এখন বিয়ের সাজ সাজতে ব্যস্ত এবং কোন্ গয়নাটা পরবে, কিভাবে পরবে তা নিয়ে ক্রমাগত জরুরী পরামর্শ চলেছে।'

মিশকিন এতে পুরোপুরি আশ্বস্ত হল।

বিবাহ উৎসবে কি কি ঘটনা ঘটল দর্শকেরা সে কথা আমাকে বলেছে, এবং আমার মনে হয়েছে যে তাদের বর্ণনাটা সঠিক।

বিয়ের সময় নির্ধারিত হয়েছিল সন্ধ্যা আটটা নাস্তাসিয়া সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই তৈরী হয়ে নিল। ছটা থেকে লেবেদিয়েভ এবং দারিয়ার বাড়ির চতুর্দিকে লোক জড়ো হওয়া শুরু হল, আর সাতটার সময় ভিড় হওয়া শুরু হল গীর্জায়। ভরা আর কোলিয়া মিশকিনের বিষয়ে খুব ভীত ছিল। কিন্তু বাড়ীতে তাদের অনেক কাজ জমেছিল। তারা প্রিন্সের ঘরে লোকজনের অভ্যর্থনা ও খাবারের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিল, যদিও তারা নিজেরাও জানত যে বিয়ে হয়ে গেলে আর খুব বেশী একটা লোক আসবে না। বিয়েতে যাদের থাকবার কথা তারা হচ্ছে লেবেদিয়েভ, টিৎসিন, গানিয়া, সেই ডাক্তারটি এবং দারিয়া। কেবলমাত্র নিমন্ত্রিত হয়েছিল। মিশকিন যখন লেবেদিয়েভকে প্রশ্ন করল যে ডাক্তারকে কেন আসতে বলা হয়েছে, তখন সে শান্তভাবে উত্তর দিল, 'একজন মান্যগণ্য লোকের থাকা উচিত।'

মিশকিন হাসল। কেলার আর বুর্দোভস্কি সন্ধ্যে-কোট এবং দস্তানায় একেবারে ফিটফাট হয়ে এসেছিল। শুধু কেলার সোজাসুজি ঝগড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে মিশকিন আর তার সহযোগীদের ভাবিয়ে তুলেছিল এবং সে বাড়ীর চারদিকের ভীড়ের প্রতি কটমটিয়ে তাকাচ্ছিল। শেষে সাড়ে সাতটায় মিশকিন গাড়ীতে করে গীর্জার পথে রওয়ানা হল। প্রসঙ্গতঃ বলি, তার বিশেষ ইচ্ছে ছিল কোন অনুষ্ঠান যাতে বাদ না যায়। সবকিছু প্রকাশ্যে নিয়মমাফিক হল। মিশকিন কেলারের সাহায্যে কোন মতে ভীড়ের মধ্যে পথ করে এগোতে লাগল। চতুর্দিকে শিষ এবং চীৎকারের মাঝে কেলার ডানে বায়ে জমায়েত লোকজনদের দিকে কটমটে দৃষ্টি হেনে মিশকিনকে বেদীর কাছে নিয়ে গেল। মিশকিন বেদীর কাছে পৌছনোর পর আর তাকে দেখা গেল না, কেলার দারিয়ার কাছ থেকে বৌ আনতে চলে গেল। সেখানে গিয়ে দেখল দরজার কাছে ভীড় প্রিন্সের চারপাশের ভীড়ের থেকেও দু-তিনগুণ বেশী। যখন সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল তখন বিভিন্ন অসহ্য মন্তব্যে তার কান লাল হয়ে উঠল এবং সে উচিত কিছু জবাব দেবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুর্দোভস্কি আর দারিয়া সৌভাগ্যবশতঃ তাকে থামিয়ে দিতে ছুটে এল। তারা জোর করে তাকে টেনে ভেতরে নিয়ে গেল। কেলার এতে বেশ বিরক্ত হল। এদিকে নাস্তাসিয়া উঠে আর একবার আয়নায় নিজের মুখ দেখে নিয়ে তিক্ত হাসি হেসে 'মৃত্যুর মত বিবর্ণ' সেই মহাপুরুষটির ছবিকে প্রণাম করে সিঁড়ির পথে পা বাড়াল।

সাথে সাথে একরাশ গুঞ্জন শোনা গেল। প্রথমে হাসির শব্দ হাততালি, শিষ ইত্যাদি শোনা গেলেও পরমুহূর্তেই আরেকটা নতুন আওয়াজ ভেসে এল।

'কী সুন্দর!' ভীড়ের মধ্য থেকে কে একজন যেন বলল।

'ও-ই প্রথম বা শেষ নয়।'

'বিয়ের আংটি দিয়ে সব দোষ ঢেকে ফেলবে।'

'সহজে এমন সুন্দরীকে দেখতে পাবে না। হুররে!' সবচেয়ে কাছের লোকটি চেঁচিয়ে উঠল!

একজন কেরানী বলে উঠল, 'রাজকন্যা! এ রকম রাজকন্যার জন্য নিজেকে বিকিয়ে দেব। জীবনের বিনিময়ে চাই শুধু একটা রাত।'

নাস্তাসিয়াকে কাগজের মত সাদা দেখাচ্ছিল। কিন্তু তার বড় বড় দুটো কালো চোখ জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলছিল। ভীড়ের পক্ষে সে চাহনি সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠল। বিরক্তি উৎসাহে পরিবর্তিত হয়ে গেল। গাড়ীর দরজা ইতিমধ্যে খুলে দেওয়া হয়েছে, কেলার নববধূর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, ঠিক এই সময়ে হঠাৎ নাস্তাসিয়া চীৎকার করে সোজা ভীড়ের মধ্যে ছুটে গেল। তার সঙ্গীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ল। উপস্থিত জনতা নাস্তাসিয়াকে পথ করে সরে দাঁড়াল, এবং ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা গেল সিঁড়ি থেকে পাঁচ-ছ পা দূরে রোগোজিন দাঁড়িয়ে রয়েছে। নাস্তাসিয়া ভীড়ের মধ্যে তাকে দেখতে পেল। সাথে সাথে পাগলের মত দৌড়ে গিয়ে তার দু হাত চেপে ধরে চীৎকার করে উঠল,' 'আমায় বাঁচাও! আমায় নিয়ে চল; যেখানে যেতে চাও চল।'

সাথে সাথে রোগোজিন তার হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গাড়ীর কাছে গেল, এবং চালকের হাতে একটা একশো-রুবলের নোট দিয়ে বলল, 'স্টেশনে চল, ট্রেন ধরাতে পারলে আরো একশো পাবে।'

গাড়ীতে লাফিয়ে উঠে সে দরজা বন্ধ করে দিল। চালকও আর একমুহূর্ত দ্বিধা না করে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষাল। কেলার পরে বলেছে, ব্যাপারটাতে সে একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তার ভাষায়, 'আর এক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়তাম, ওদেরকে যেতে দিতাম না।' সে আর বুর্দোভস্কি পাশে দাঁড়ানো আরেকটা গাড়ী নিয়ে অবশ্যই ছুটে যেত, কিন্তু তার মনে হয়েছিল, 'এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে, এখন আর ওকে জোর করে ফেরানো যাবে না।'

বুর্দোভস্কি খুব উত্তেজিতভাবে বলেছিল, 'তাছাড়া প্রিন্সও তা চাইবেন না।'

রোগোজিন আর নাস্তাসিয়া ঠিক সময়ে স্টেশনে পৌঁছল। গাড়ী থেকে বেরিয়ে ট্রেনে ওঠার মুখে রোগোজিন গায়ে একটা পুরনো, সুন্দর কালো কোট আর মাথায় সিল্কের রুমাল বাঁধা একটি মেয়েকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি পঞ্চাশ রুবলে আপনার কোটটা বেচবেন কি?' কথাটা বলেই সে মেয়েটির দিকে হঠাৎ টাকাটা বাড়িয়ে ধরল। মেয়েটি তখনো অবাক হয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে, কিন্তু ততক্ষণে রোগোজিন টাকাটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে কোট আর রুমাল টেনে নিয়ে নাস্তাসিয়ার গায়ে ছুঁড়ে দিয়েছে। নাস্তাসিয়ার ঝকমকে পোষাক বড় অস্বাভাবিক লাগছিল, সেটা লোকের খুব চোখে পড়ত। পরে মেয়েটি বুঝল যে কেন তার পুরনো, বাজে পোষাকটার বিনিময়ে সে এত পয়সা পেল।

যা ঘটেছে তার গুজব অদ্ভুত দ্রুততার সঙ্গে গীর্জায় পৌঁছে গেল। কেলার

যখন প্রিন্সের কাছে ছুটে এল, তখন অগণ্য অচেনা লোক তাকে প্রশ্ন করতে দৌড়ে এল। চারদিকে চীৎকার, মাথা নাড়া, হাসির শব্দ শোনা যেতে লাগল। একটি লোকও গীর্জা থেকে নড়ল না, প্রত্যেকেই অপেক্ষা করতে লাগল, বর খবরটা কিভাবে নেয় তা দেখার জন্য। মিশকিনের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলেও সে শান্তভাবে, নীরবে খবরটা শুনল। তারপর বলল, 'মনে মনে ভয় পেয়েছিলাম, তবু ভাবিনি যে এরকমটা ঘটবে...' এরপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'অবশ্য...ওর অবস্থায়...এটা স্বাভাবিক।' পরে কেলার বলেছে, এ মন্তব্য 'তুলনাহীন দার্শনিকতার লক্ষণ।' এরপর মিশকিন শান্তভাবে গীর্জা থেকে বেরিয়ে এল। যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তারা অন্ততঃ তাই বলেছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন বাড়ী ফিরে একা থাকার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু সেটা তার পক্ষে সম্ভব হল না। কেননা তার সঙ্গে নিমন্ত্রিত অতিথি, যেমন তিৎসিন, গ্যাব্রিল আর ডাক্তার তার ঘরে এল। এমনকি ডাক্তারও শেষ পর্যন্ত অন্যদের মত বাড়ী যেতে চাইলেন না। উপরন্তু সারা বাড়ীটাকে ভীড় ছেঁকে ধরল। বারান্দা থেকে মিশকিন শুনল, কেলার আর লেবেদিয়েভ কিছু অচেনা লোকের সঙ্গে রেগে চীৎকার করছে, অথচ সে লোকেরাও জেদ করছে বারান্দায় ঢুকবেই। মিশকিন সেখানে গিয়ে খোঁজ নিল কি হয়েছে, তারপর লেবেদিয়েভ আর কেলারকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বিনীতভাবে একজন বলিষ্ঠ, প্রৌঢ়ের সঙ্গে কথা বলল। লোকটি একদল লোকের সঙ্গে সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল, তাকে মিশকিন ভেতরে ডাকল। লোকটি একটু অপ্রস্তুত হলেও ভেতরে ঢুকল, এবং তার পেছন পেছন আরো দুজন এল। শেষ পর্যন্ত মোটামাট সাত-আটজন লোক যতদূর সম্ভব সপ্রতিভভাবে এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। কিন্তু দেখা গেল আর কেউ আসতে চাইছে না; তাছাড়া যারা ভেতরে এসেছে তারা নিজেরাই বাইরে বসে থাকা লোকদের ভেতরে ঢুকতে বাধা দিল। এদের সঙ্গে কথাবার্তা চলতে লাগল এবং এদেরকে চা দেওয়া হল। মিশকিনের কাছ থেকে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার পেয়ে এরা বেশ অবাক হল। অবশ্য এরা চেষ্টা করল যে বিষয়ে এদের এত আগ্রহ সেদিকে আলোচনাটাকে নিয়ে যাওয়ার। কিছু অসতর্ক প্রশ্ন এবং অন্যায় মন্তব্য শোনা গেল। মিশকিন এত সরল ও ভদ্রভাবে, অথচ এত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রত্যেকের কথার জবাব দিল যে, অবান্তর প্রশ্নগুলো আপনিই থেমে গেল। ক্রমশ আলোচনা গভীর হল। একজন ভদ্রলোক হঠাৎ তীব্র বিরক্তিতে বললেন, যাই ঘটুক তিনি সম্পত্তি বেচবেন না, বরং অপেক্ষা করবেন; 'এ উদ্যম অর্থের চেয়ে ভাল।' 'আরে আপনি তো আমার কথা বলছেন, আপনি ওটা জেনে গেছেন বলে আমি কিছু মনে করিনি।' দ্বিতীয়জন মিশকিনের সঙ্গে কথা বলার সময়ে আবেগের সঙ্গে মনোভাব প্রকাশ করতেই লেবেদিয়েভ ফিসফিসিয়ে প্রিন্সকে বলল এই ভদ্রলোকের বাড়ী বা কোন সম্পত্তিই নেই। এমনিভাবে একঘন্টা কেটে গেল, চা-পানের পর্বও শেষ হল, ফলে এরপর আর অতিথিদের নিজেদেরই থাকতে লজ্জা হল। ডাক্তার ও সেই প্রৌঢ়টি মিশকিনের কাছে বিদায় নিলেন, অন্যরাও হৃদ্যতার সঙ্গে বিদায় নিল। তারা শুভেচ্ছা জানিয়ে বলল, 'দুঃখ করে লাভ নেই, হয়ত ভালই হয়েছে' ইত্যাদি। অনেকের শ্যাম্পেন খাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বয়স্করা তরুণদের ঠেকিয়ে রাখল। সবাই চলে গেলে কেলার লেবেদিয়েভকে বলল, 'তুমি-আমি ঝগড়াঝাঁটি করে

লজ্জায় পড়তাম, পুলিশে দৌড়তাম; কিন্তু উনি কেমন অনেক নতুন বন্ধু করে ফেললেন। আমি এদেরকে ভালভাবেই চিনি।' লেবেদিয়েভ 'গর্বের' সঙ্গে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'ঈশ্বর যা জ্ঞানী আর চতুরদের কাছে লুকিয়ে রেখেছেন সেটাকেই প্রকাশ করে দিয়েছেন একজন শিশুর কাছে।' আগেই ওঁর সম্বন্ধে একথা বলেছি, এখন বলব, ঈশ্বর ও তাঁর ভক্তরা শিশুটিকে অতল গহ্বর থেকে বাঁচিয়েছেন।'

শেষে সাড়ে দশটায় মিশকিন একা হল। তার মাথা ব্যথা করছিল। কোলিয়া ই সব শেষে তার বিয়ের পোষাক বদল নোয় সাহায্য করে বিদায় নিল। যা ঘটেছে সে বিষয়ে কোলিয়া কিছু বলল না। শুধু বলে গেল, পরদিন ভোরে আসবে। সে পরে বলেছে, মিশকিন সে সময়ে নিজের মনোভাবের কোন ইঙ্গিতই তাকে দেয়নি। বাড়ীতে তখন আর কেমন কেউ নেই। বুর্দোভস্কি ইপ্পোলিতের কাছে গেছে, এবং কেলার আর লেবেদিয়েভও চলে গেছে। শুধু ভেরা কিছুক্ষণ মিশকিনের ঘরটা গুছাল, তারপর যাওয়ার সময়ে আড়চোখে মিশকিনকে ভাল করে দেখল দেখল, সে টেবলের ওপর দুটো কনুই রেখে হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রয়েছে। সে নিঃশব্দে কাছে গিয়ে তার কাঁধ স্পর্শ করল। মিশকিন অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল, তারপর হঠাৎ খুব উত্তেজিতভাবে অনুরোধ করল পরদিন সকাল সাতটায় তাকে ডেকে দিতে যাতে সে প্রথম ট্রেন ধরতে পারে। ভেরা ডেকে দেবে বলে কথা দিল। মিশকিন তাকে বলল, এ কথা যেন সে আর কাউকে না বলে। ভেরা তাতেও রাজী হল। শেষে যাওয়ার জন্য দরজা খুলতেই মিশকিন তাকে তৃতীয়বার থামাল, এবং তার হাতে ও কপালে চুম্বন করে 'অদ্ভুত' স্বরে বলল, 'আগামীকাল পর্যন্ত বিদায়।' অন্ততঃ পরে ভেরা তাই বলেছে। সে মিশকিনের জন্য গভীর উদ্বেগ নিয়ে চলে গেল। পরদিন সকাল সাতটার সময় দরজায় ধাক্কা দিয়ে সে যখন জানাল যে পিটসবার্গের ট্রেন পনেরো মিনিটের মধ্যেই ছাড়বে তখন তার মনটা বেশ হাল্কা লাগল। তার মনে হল, মিশকিন যেন বেশ ভাল মেজাজেই জবাব দিল, এবং হয়ত বা একটু হাসলও। ভেরা বুঝল, মিশকিন রাতের পোষাক না ছেড়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। মিশকিন ভাবল সেদিনই সে ফিরে আসবে, এবং সে কারণেই শহরে যাওয়ার কথা ভেরা ছাড়া আর কাউকে বলার দরকার মনে করল না।

॥ এগার ॥

একঘণ্টা পরে পিটার্সবার্গে পৌঁছে সে নটার পর রোগোজিনের দরজায় ধাক্কা দিল। অতিথিদের ঢোকার পথ দিয়ে ভেতরে গেল, কিন্তু অনেকক্ষণ কোন সাড়াশব্দ পেল না। শেষে রোগোজিনের মার ফ্ল্যাটের দরজা খুলে একজন রোগা, বুড়ী ঝি বেরিয়ে এল। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল, 'পার্ফিয়োন বাড়ীতে নেই', কাকে চান?'

'পার্ফিয়োনকে চাই।'

'তিনি বাড়ীতে নেই!' ঝি-টি কৌতূহলী দৃষ্টিতে মিশকিনকে দেখল।

মিশকিন জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, পার্ফিয়োন কি গতরাতে বাড়ীতে ঘুমিয়েছিল? তাছাড়া সে কি কাল একাই ফিরেছিল?'

বৃদ্ধাটি মিশকিনকে দেখতে লাগল, কোন জবাব দিল না।

'কাল রাতে…নাস্তাসিয়া কি তার সাথে এখানে ছিল না?'

'কিন্তু আপনি কে জানতে পারি কি?'

'প্রিন্স লেভ নিকোলায়েভিচ মিশকিন। আমরা দুজনে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'উনি বাড়ীতে নেই।' ঝি-টি চোখ নীচু করল।

'আর নাস্তাসিয়া?'

'সে সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! ও কখন ফিরবে?'

'তা ও জানি না।' দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

মিশকিন ভাবল একঘণ্টা পরে আবার আসবে। কিন্তু উঠোনের দিকে তাকাতেই একজন দারোয়ানকে দেখতে পেয়ে বলল, 'পার্ফিয়োন বাড়ীতে আছে?'

'হ্যাঁ!'

'এইমাত্র যে শুনলাম সে বাড়ীতে নেই?'

'ওঁর ঝি-টা বলল বুঝি?'

'না, ওর মার ঝি। আমি ওর ফ্ল্যাটে ধাক্কা দিয়ে কোন জবাব পাইনি।'

লোকটি বলল, 'হয়ত বেরিয়ে গেছেন। উনি বলে যান না। মাঝে মাঝে চাবি সঙ্গে নিয়ে যান; পরপর তিন চার দিন ধরে ঘর বন্ধ পড়ে থাকে।'

'কাল বাড়ী ছিল কি না জান?'

'হ্যাঁ ছিল। মাঝে মাঝে সদর দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢোকেন, তখন ওঁকে কেউ দেখতে পায় না।'

'গতকাল কি নাস্তাসিয়া ওর সঙ্গে ছিল?'

'বলতে পারি না। সে আজকাল আসে না; এলে জানতে পারতাম।'

মিশকিন বেরিয়ে গিয়ে চিন্তিতভাবে কিছুক্ষণ ফুটপাতে পায়চারি করল। রোগোজিনের ঘরের জানলাগুলো সব বন্ধ, তবে তার মায়ের দিকের জানলাগুলো প্রায় সব খোলা। দিনটা গরম; মিশকিন উল্টোদিকের ফুটপাথে গিয়ে আবার জানলার দিকে তাকাল। জানলাগুলো শুধু বন্ধই নয়, সাদা পর্দায় ঢাকা।

সে একমুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়াল; হঠাৎ তার মনে হল, একটা পর্দার এককোণ তুলে যেন রোগোজিনের মুখ উঁকি দিল—ক্ষণিকের জন্য, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। সে আরো একটু অপেক্ষা করে ভাবল এখনি গিয়ে আবার দরজায় ধাক্কা দেবে, কিন্তু দ্বিতীয়বার চিন্তা করে সময়টাকে একঘণ্টা পিছিয়ে দিল। মনে মনে ভাবল, 'কে জানে, হয়ত এটা আমার কল্পনা…'

সে ঠিক করল নাস্তাসিয়ার সাম্প্রতিক আস্তানা ইজমাইলোভস্কি পোল্ক-এ যাবে। সে জানে, তার অনুরোধে নাস্তাসিয়া যখন তিন সপ্তাহ আগে পাভলোভস্ক থেকে চলে আসে, তখন সে এক বান্ধবীর বাড়ীতে থাকত। সেই বান্ধবীটি একজন শিক্ষকের বিধবা, সৎ মহিলা; আসবাবপত্রসহ ঘর ভাড়া দিয়েই তিনি চালান। খুব সম্ভবতঃ দ্বিতীয়বার পাভলোভস্কে যাওয়ার সময়ে নাস্তাসিয়া সে বাড়ীটা ছাড়েনি; হয়তবা ওখানেই রাত কাটিয়েছে। হয়ত রোগোজিন তাকে ওখানেই নিয়ে গেছে। মিশকিন একটা ট্যাক্সি নিল। রাস্তায় তার মনে হল, আগেই এটা করা উচিত ছিল, কারণ রাত্রে নাস্তাসিয়ার পক্ষে সোজা রোগোজিনের বাড়ী যাওয়া সম্ভব ছিল না। মনে পড়ল, দারোয়ান বলেছে, নাস্তাসিয়া ঘনঘন আসে না। ঘনঘন না এলে এখনইবা সে এখানে আসতে যাবে কেন? এইভাবে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে মিশকিন জীবন্মৃত অবস্থায় সে বাড়ীতে এসে পৌঁছল।

এ বাড়ীতে এসে সে দারুণ অবাক হয়ে শুনল যে, তারা সেদিন বা আগের দিন পর্যন্ত নাস্তাসিয়ার সম্বন্ধে কিছুই জানে না, এবং সকলে একটা বিস্ময়কর বস্তু দেখার মত তাকে দেখতে দৌড়ে এল। মহিলার বিরাট পরিবার—সাত থেকে পনেরো পর্যন্ত সব বয়সের মেয়েরা মার পেছনে এসে মিশকিনকে ঘিরে ধরল। তাদের পেছনে এল একজন রোগা, হলদেমুখো মহিলা—তিনি এদের কাকীমা। সব শেষে এলেন এদের ঠাকুমা,—চশমা চোখে একজন অতি বৃদ্ধা-মহিলা। গৃহকর্ত্রী মিশকিনকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করলেন ভেতরে এসে বসতে, এবং মিশকিন তাই করল। সে বুঝল যে এরা তার পরিচয় জানে, এবং এ-ও জানে যে আগের দিন তার বিয়ের কথা ছিল। তারা এ প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য হাঁসফাঁস করে মরছে যে, যে মেয়ের সঙ্গে এখন তার পাভলোভস্কে থাকার কথা, সে নিজেই কেন সে মেয়ের খোঁজ নিতে এদের কাছে ছুটে এসেছে ? কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে এরা সে প্রশ্ন করতে পারছে না। অগত্যা মিশকিন নিজেই তার বিয়ের বিষয়ে এদের কৌতূহল মেটাল। কিন্তু যখন সবাই বিস্ময়ে-দুঃখে চেঁচিয়ে উঠল, তখন সে বাধ্য হয়েই সব ঘটনা মোটামুটি বলল। শেষে, অভিজ্ঞ ও উত্তেজিত মহিলারা পরামর্শ দিলেন যে, প্রথমেই মিশকিন রোগোজিনের বাড়ীতে গিয়ে রোগোজিনের কাছ থেকে সবকিছু জানার চেষ্টা করুক। তবে রোগোজিন যদি বাড়ীতে না থাকে (সেটা ভাল করে দেখতে হবে) বা যদি সে এ সম্পর্কে কিছু বলতে অস্বীকার করে তাহলে প্রিন্স নাস্তাসিয়ার বন্ধু একজন জার্মান মহিলার কাছে যাক। এই ভদ্র-মহিলাটি তার মার সঙ্গে সেমিয়োনোভস্কি পোল্ক-এ থাকেন। নাস্তাসিয়া হয়ত লুকিয়ে থাকার ইচ্ছায় এবং উত্তেজনায় তাদের সঙ্গে রাত কাটিয়ে থাকতে পারে।

মিশকিন বিভ্রান্ত মনে উঠে দাঁড়াল। পরে তারা বলেছে, তখন তাকে খুব বিবর্ণ দেখাচ্ছিল ; বলতে কি তার পা টলছিল। শেষে তাদের গলার প্রবল স্বরের মধ্যে সে জানতে পারল যে তারা তাকে সাহায্য করার জন্য তার শহরের ঠিকানা জানতে চাইছে। দেখা গেল তার কোন ঠিকানা নেই, তাই তারা তাকে কোন হোটেলে থাকার পরামর্শ দিল। মিশকিন একটু ভেবে পাঁচ সপ্তাহ আগে যে হোটেলে ছিল, এবং যেখানে সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সেই ঠিকানাটা দিল। তারপর সে আবার রোগোজিনের বাড়ীর পথে রওনা হল। এবারে শুধু রোগোজিন নয়, তার মার ফ্ল্যাট থেকেও সে কোন জবাব পেল না। সে তখন দারোয়ানকে খোঁজা খুঁজি করে উঠোনের দিকে গেল। লোকটা কাজে ব্যস্ত, মিশকিনের প্রশ্নের তেমন জবাব দিল না, এমন কি তারদিকে ফিরেও দেখল না। তবে বলল যে, পার্ফিয়োন খুব ভোরে উঠে পাভলোভস্কে গেছে এবং আজ আর ফিরবে না।

‘আমি অপেক্ষা করব ; মনে হয় সে সন্ধ্যের দিকে ফিরবে।’

‘এক সপ্তাহও তিনি না ফিরতে পারেন। কিছু বলা যায় না।’

‘তাহলে সে গত রাতে বাড়ী ছিল ?’

‘হ্যাঁ ছিল, নিশ্চয়ই ছিল।’

ব্যাপারটা সন্দেহজনক এবং কিছুটা অদ্ভুত মনে হল। হয়ত তার অনুপস্থিতিতে লোকটাকে নতুন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লোকটা প্রথমবার বেশ কথা বলছিল, কিন্তু এবার আর চিনতেই পারল না। কিন্তু মিশকিন ভাবল, দু ঘন্টা পরে আবার আসবে, দরকার হলে বাড়ীটার ওপর নজর রাখবে ; এখনো সেই জার্মান মহিলাটির

আশা আছে, তাই সে সেমিয়োনোভস্কি পোল্ক-এর পথে রওনা হল।

কিন্তু সেখানে কেউ বুঝল না যে সে কি চায়। তাদের কথা থেকে সে অনুমান করল যে, জার্মান সুন্দরীটির সঙ্গে দু সপ্তাহ আগে নাস্তাসিয়ার ঝগড়া হয়ে গেছে, অতএব এখন সে আর তার কোন খবর জানে না, এবং সে মিশকিনকে প্রাণপণে একথাই বোঝাবার চেষ্টা করল যে, 'নাস্তাসিয়া যদি এখন পৃথিবীর সবকটি প্রিন্সকেও বিয়ে করে' তবু সেকথা জানার জন্য সে মোটেই উৎসাহিত নয়। সুতরাং মিশকিন সেখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল। তার মনে পড়ল, হয়ত নাস্তাসিয়া আগের বারের মত মস্কো যেতে পারে, এবং রোগোজিনও সেখানেই গেছে—হয় তার সঙ্গে কিংবা পরে। 'যদি কোন সন্ধান-সূত্র পেতাম।' কথাটা মনে হতেই সে ঠিক করল, কোন হোটেলে থাকতে হবে, এবং দ্রুত লিটেনিতে গেল; সেখানে সাথে সাথে একটা ঘর পেল। বেয়ারা জানতে চাইল সে কিছু খাবে কিনা। মিশকিন অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল খাবে, কিন্তু পরে আধঘন্টা মধ্যাহ্ন ভোজে নষ্ট হওয়ার জন্য সে নিজের ওপরেই ক্ষেপে গেল। তারপর এটা হৃদয়ঙ্গম করল যে, মধ্যাহ্ন-ভোজ তাকে দেওয়া হলেও সেটা গ্রহণ করার ব্যাপারে তার ওপর কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না। ঘুপচি বারান্দায় দাঁড়িয়ে তার মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি হল, সে অনুভূতি যেন চিন্তায় রূপ পাবার প্রবল চেষ্টা করতে লাগল, তবু সে বুঝতে পারল না এই নতুন চিন্তা কিসের। শেষে নিজের অজ্ঞাতসারেই হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল; তার মাথা ঘুরতে লাগল। কিন্তু সে যাবে কোথায়? আবার সে রোগোজিনের কাছেই ছুটে গেল।

রোগোজিন ফেরেনি; দরজায় ধাক্কা দিতে কেউ জবাব দিল না। মিশকিন এবার মাদাম রোগোজিনের দরজায় ধাক্কা দিল, কিন্তু দরজা খুলে তাকে বলা হল, পার্ফিয়োন বাড়ীতে নেই, হয়ত তিনদিন নাও আসতে পারে। তাকে আগের মতই কৌতূহল নিয়ে দেখায় সে বেশ অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। এবারে সেই দারোয়ানটাকে আর দেখতেই পেল না। আবার আগের মতই উল্টোদিকের ফুটপাথে গিয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড গরমে আধ ঘন্টা বা আরো বেশীক্ষণ ধরে পায়চারি করল। এবারে আর কিছুই নড়তে দেখা গেল না। জানলা খুলল না, সাদা পর্দাও নড়ল না। মিশকিন ভাবল, আগের বার তার নিশ্চয়ই ভুল হয়েছিল—সে সব কিছু কল্পনায় দেখেছিল; আসলে জানলাগুলো এত অস্বচ্ছ আর নোংরা যে, কেউ উঁকি দিলেও তা দেখা মুস্কিল। এই ভাবনায় স্বস্তি বোধ করায় সে ইজমাইলোভস্কি পোল্ক-এর বিধবা মহিলাটির বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হল

সেখানে সকলেই তার অপেক্ষায় ছিল। মহিলা নিজে তিন-চার জায়গায় গিয়েছেন, এমন কি রোগোজিনের বাড়ীতেও গিয়েছিলেন। সে সব জায়গায় কিছুই দেখা বা জানা যায়নি। মিশকিন নীরবে সব শুনে ঘরে ঢুকে সোফায় বসে সকলকে দেখল। অদ্ভুত ব্যাপার হল, একবার সে খুব মনোযোগী হয়ে উঠতে লাগল, আবার পর মুহূর্তেই দারুণ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। পরে ঐ পরিবারের সবাই বলেছে, সেদিন তাকে বড অদ্ভুত লাগছিল, 'সম্ভবতঃ তখনি তার পরিণতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।' অবশেষে সোফা ছেড়ে উঠে সে নাস্তাসিয়ার ঘর দেখতে চাইল। দুটো বড়, খোলামেলা, উঁচু ঘর, সেগুলো চমৎকার আসবাবপত্রে সাজানো, তাছাড়া ভাড়াও অনেক। সবাই পরে বলেছে মিশকিন ঘরের প্রতিটি জিনিষ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

দেখেছে, টেবলে লাইব্রেরী থেকে আনা একটা ফরাসী বই 'মাদাম বোভারী' খোলা পড়েছিল, সেই খোলা পাতার একটা কোণ ছিল মোড়া—সেটা সে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাইল, এবং সেটা লাইব্রেরীর বই সুতরাং দেওয়া অসম্ভব—এই আপত্তিতেও কোন কর্ণপাত না করেই বইটা পকেটে রাখল। খোলা জানলায় বসে দেখল একটা তাসখেলার টেবলে খড়ির দাগ রয়েছে; জানতে চাইল কে এ খেলা খেলে। ওরা বলল, নাস্তাসিয়া রোজ সন্ধ্যায় রোগোজিনের সঙ্গে বিভিন্ন রকমের তাসের খেলা খেলত। এটা সম্প্রতি শুরু হয়েছিল নাস্তাসিয়া পাভলোভস্ক থেকে ফেরার পর; কারণ সে সর্বদাই বলত যে, তার সময় কাটছে না, রোগোজিন সারাটা সন্ধ্যা চুপচাপ বসে থাকে, কথা বলে না—এইসব অভিযোগ করে সে প্রায়ই কাঁদত। তাই একদিন হঠাৎ রোগোজিন পকেট থেকে এক প্যাকেট তাস বার করল। তখন নাস্তাসিয়ার মুখে হাসি ফুটল এবং তারা তাস খেলা শুরু করল। মিশকিন তাসগুলো দেখতে চাইল, কিন্তু তা পাওয়া গেল না; কারণ, রোগোজিন রোজ পকেটে করে নতুন তাস আনত, আবার খেলা হয়ে গেলে নিয়ে যেত।

মহিলারা তাকে বললেন, আবার রোগোজিনের বাড়ীতে গিয়ে আরো জোরে ধাক্কা দিতে; তবে তখনই নয়, সন্ধ্যার দিকে। বললেন, 'সম্ভবতঃ কিছু একটা ঘটবেই।' বিধবাটি বললেন তিনি নিজে পাভলোভস্কে দারিয়ার কাছে যাবেন দেখতে যে সেখানে এ সম্পর্কে কেউ কিছু জানে কিনা। তারা মিশকিনকে আবার দশটার সময় আসতে বলল, যাতে সবাই মিলে পরের দিনের একটা পরিকল্পনা করতে পারে।

সবাই মিশকিনকে বোঝাবার, সান্ত্বনা দেবার বহু চেষ্টা করলেও মিশকিনের মন গভীর হতাশায় ভরে গিয়েছিল। অবর্ণনীয় নৈরাশ্য নিয়ে সে হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হল। পিটার্সবার্গের ধোঁয়াটে, দম-আটকানো পরিবেশ মনে হল তাকে যেন একেবারে চেপে ধরেছে; গোমড়ামুখো বা মাতালদের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগতে লাগল, তাদের দিকে অর্থহীনভাবে সে তাকিয়ে রইল, হয়ত বা প্রয়োজনের চেয়ে বেশীই হাঁটল। শেষে প্রায় সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে এসে পৌঁছল। ভাবল, একটু বিশ্রাম নিয়ে ওদের কথা মত আবার রোগোজিনের বাড়ী যাবে। তারপর সোফায় বসে টেবলে কনুই রেখে চিন্তায় ডুবে গেল।

ঈশ্বর জানেন সে কতক্ষণ, কি ভেবেছে। অনেক কিছুতে সে ভয় পেয়েছিল এবং এ ভেবে বেশ কষ্ট অনুভব করেছে যে সে একটা প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করছে। তার ভেরার কথা মনে হয়েছে; তারপর মনে হয়েছে লেবেদিয়েভ হয়ত কিছু জানে, কিংবা না জানলেও তার থেকে তাড়াতাড়ি এবং সহজে জানতে পারবে। তারপর তার ইপ্পোলিতের কথা মনে হল; মনে পড়ল, রোগোজিন ইপ্পোলিতের কাছে যেত। তখন মনে হল, রোগোজিন শবযাত্রায় ছিল, তারপর পার্কে ছিল, তারপর হঠাৎ তাকে দেখা গেল এই হোটেলের বারান্দায় লুকিয়ে একটা ছুরি হাতে অপেক্ষা করছে। তখন মিশকিনের মনে পড়ল তার সেই চাহনির কথা, যে চাহনি নিয়ে সে অন্ধকারে তাকে দেখছিল। সে চমকে উঠল; এতক্ষণ যে চিন্তাটা প্রকাশের চেষ্টা করছিল, সেটাই হঠাৎ তার মাথায় এল।

তার মনে হল, রোগোজিন পিটার্সবার্গে যদি লুকিয়েও থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আগেরবারের মত এবারও সৎ বা অসৎ ইচ্ছে নিয়ে তার কাছে আসবে।

যদি রোগোজিন তাকে দেখতে চায়, তাহলে এখানে, এই বারান্দায় ছাড়া আর কোথাও সে আসবে না। সে মিশকিনের ঠিকানা জানে না, কাজেই ভাববে, মিশকিন আগের হোটেলেই থাকবে। তাকে যদি তার খুব দরকার থাকে তাহলে সে এখানেই তাকে খোঁজার চেষ্টা করবে। কে জানে, হয়ত তাকে তার খুবই দরকার আছে। অতএব এটাই মিশকিনের কাছে সব থেকে সম্ভবপর বলে মনে হল।

নিজের চিন্তাটা তলিয়ে দেখলে সে বলতে পারত না যে হঠাৎ কেন সে রোগোজিনের কাছে এত দরকারী হয়ে উঠবে, আর কেনই বা তাদের দুজনের দেখা হওয়াটা অসম্ভব হবে। কিন্তু ভাবনাটা পীড়াদায়ক। মিশকিন ভাবতে লাগল, 'যদি সে ভাল থাকে, তাহলে আসবে না। তবে মন খারাপ হলে আসতে পারে; এবং এখন নিশ্চয়ই তার মন ভাল নেই।'

এই বিশ্বাসে হোটেলে নিজের ঘরেই রোগোজিনের অপেক্ষায় তার থাকা উচিত ছিল, কিন্তু এই নতুন ভাবনায় সে বসে থাকতে পারল না; টুপিটা টেনে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল। তখন বারান্দাটা প্রায় অন্ধকার। সেখানে পৌঁছতেই তার মনে হঠাৎ একটা প্রশ্ন ঝলসে উঠল, 'ও যদি এখন ঐ কোণ থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়িতে আমায় থামায়?' কিন্তু কেউ এল না। সে গেট দিয়ে বেরিয়ে অবাক হয়ে দেখল যে সূর্য ডোবার পর রাস্তায় কী ভীড় (গরমকালে পিটার্সবার্গে এ রকমই হয়)! তারপর গোরোহোভির দিকে রওনা হল। হোটেল থেকে পঞ্চাশ পা দূরে প্রথম মোড়ে কে যেন ভীড়ের মধ্যে তার হাত ছুঁয়ে নীচু গলায় বলল, 'লেভ নিকোলায়েভিচ, আমার সঙ্গে এসো, তোমায় আমার দরকার।'

রোগোজিন। অদ্ভুত ব্যাপার, মিশকিন আনন্দে অতি দ্রুত কোন রকমে কথা সাজিয়ে বলে চলল যে, সে তাকে হোটেলের বারান্দায় দেখবে ভেবেছিল।

রোগোজিন হঠাৎ বলল, 'হ্যাঁ, ওখানেই ছিলাম। এসো।'

মিশকিন তার জবাবে অবাক হল, কিন্তু একটু পরে ব্যাপারটা বুঝে ভাবতে শুরু করল। চিন্তা করে ভয় পেয়ে গেল, রোগোজিনের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। রোগোজিন তখন সামনের দিকে তাকিয়ে সোজা হাঁটছে, আশেপাশে না ফিরে যন্ত্রচালিতের মত অন্যদের পথ করে দিচ্ছে। হঠাৎ মিশকিন বলল, 'হোটেলে গিয়েছিলে, অথচ আমার ঘরে খোঁজ নিলে না কেন?'

রোগোজিন থেমে, মিশকিনের দিকে তাকিয়ে, যেন প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি, এমনভাবে একটু চিন্তা করে বলল, 'দেখ লেভ, এখান থেকে সোজা বাড়ীতে চলে যাও; বুঝেছ? আমি উল্টোদিকে হাঁটব। মনে রেখো, দুজনে একই তালে চলব...'

কথাটা বলেই সে রাস্তা পার হয়ে উল্টোদিকের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল যে মিশকিন হাঁটছে কিনা। মিশকিন বড় বড় চোখ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে সে তাকে গোরোহোভির দিকে যেতে ইসারা করে চলতে শুরু করল, এবং প্রতি মুহূর্তে ফিরে ফিরে তাকে সঙ্গে যাওয়ার জন্য ইসারা করতে লাগল। শেষে মিশকিন তার ইসারা বুঝতে পেরেছে বুঝে সে আশ্বস্ত হল। মিশকিনের মনে হল, রোগোজিন কারোর ওপর নজর রাখছে এবং তাকে ধরতে চায় বলেই সে উল্টোদিকের ফুটপাথ ধরেই হাঁটছে। সে ভাবল, 'কিন্তু ও কেন বলল না যে ও কার ওপর নজর রাখছে?'

এভাবে তারা পাঁচশো পা হাঁটল, তারপর হঠাৎ কোনো কারণে মিশকিন

কাঁপতে শুরু করল। রোগোজিন তখনো পেছন ফিরে ফিরে তাকে দেখছে, তবে আগের মত আর অত ঘনঘন নয়। মিশকিন এটা সইতে না পেরে ইসারা করে তাকে ডাকল। সাথে সাথে রোগোজিন রাস্তা পেরিয়ে তার কাছে এল।

'নাস্তাসিয়া তোমার বাড়ীতে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'আজ সকালে পর্দার পেছনে থেকে তুমি আমায় দেখছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু···তুমি ··?'

মিশকিন বুঝতে পারল না আর কি প্রশ্ন করবে বা কিভাবে কথা শেষ করবে। তাছাড়া তার তখন এত বুক ধড়ফড় করতে লাগল যে, সে কোন কথাই বলতে পারল না। এবং রোগোজিনও চুপচাপ আগের মতই তার দিকে তাকিয়ে রইল— মনে হল যেন তন্দ্রার ঘোরে দেখছে। তারপর আবার রাস্তা পার হবার জন্য উদ্যত হয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, তুমি নিজে যাও। আমরা যে যার মত যাই···সেটাই আমাদের পক্ষে ভাল হবে·· দুটো আলাদা পথে···তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।'

রাস্তার দুদিকের ফুটপাথ ধরে হেঁটে তারা যখন গোরোহোভির মুখে বাঁক নিয়ে রোগোজিনের বাড়ীর কাছে এল, তখন মিশকিনের পা কাঁপতে লাগল, এবং তার পক্ষে হাঁটা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। তখন ঘড়িতে রাত দশটা। রোগোজিনের মার দিকের ফ্ল্যাটের জানলাগুলো আগের মতই খোলা রয়েছে, তবে রোগোজিনের ঘরের জানলাগুলো বন্ধ এবং আবছা আলোয় সাদা পর্দাগুলোকে আরো অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মিশকিন উল্টোদিক থেকে বাড়ীর দিকে এগোল। রোগোজিন সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে ইসারায় তাকে ডাকল। মিশকিন রাস্তা অতিক্রম করে তার সাথে মিলিত হল।

রোগোজিন তৃপ্তির হাসি হেসে ফিসফিস করে বলল, 'দারোয়ানটা জানে না যে আমি বাড়ী এসেছি। আজ সকালে বলেছি, পাভলোভস্ক যাচ্ছি, মাকেও তাই। আমরা ভেতরে যাব এবং সেটা কেউ জানতে পারবে না।'

চাবি তার হাতেই ছিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সে আঙুলের ইসারায় মিশকিনকে নিঃশব্দে আসতে বলল, এবং নিঃশব্দে দরজা খুলে তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে নিজেও সাবধানে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে চাবিটা পকেটে রাখল।

ফিসফিসিয়ে বলল, 'এসো।'

লিটেনিতে আসার পর থেকেই সে ফিসফিস করেই কথা বলছে। বাইরে শান্ত ভাব বজায় রাখলেও ভেতরে সে খুবই উত্তেজিত। পড়ার ঘরে যাওয়ার জন্য বসার ঘরে ঢুকে সে জানলার কাছে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মিশকিনকে ডাকল। বলল, 'আজ সকালে যখন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিলে, তখন আমি বুঝেছি যে তুমি এসেছ। পা টিপে দরজার কাছে গিয়ে শুনলাম তুমি পাফনুতিয়েভনার সঙ্গে কথা বলছ। সকাল হতেই তাকে বলে দিয়েছিলাম যে কেউ দরজায় ধাক্কা দিলে সে যেন কোন মতেই না বলে যে আমি আছি; বিশেষতঃ যদি তুমি আস। তাকে তোমার নাম বলে দিয়েছিলাম। তুমি চলে যেতেই আমার মনে হল: "ও যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে নজর রাখে?" তাই এই জানলাটার কাছে এসে পর্দা সরিয়ে দেখলাম। দেখলাম, তুমি সোজা আমার দিকে তাকিয়ে আছ···ব্যাপারটা এই।'

মিশকিন রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'নাস্তাসিয়া···কোথায় ?'

'সে···এখানেই আছে।' একটু ভেবে রোগোজিন জবাব দিল।

'কোথায় ?'

রোগোজিন চোখ তুলে মিশকিনের দিকে ভাল করে তাকাল। 'এসো...'

তখনো সে ফিসফিসিয়ে কথা বলছে—ধীরে ধীরে সেইরকম আচ্ছন্নের মত। পর্দার কথা যখন দ্রুত বলে যাচ্ছিল, তখনো যেন সে অন্যকিছু বোঝাতে চাইছিল।

তারা পড়ার ঘরে গেল। মিশকিন আগে যখন এসেছিল তারপরে ঘরে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। দুদিকে সরানো যায় এমন ভারী সবুজ রেশমের পর্দা ঘরের মাঝে টাঙানো রয়েছে; তাতে রোগোজিনের শোওয়ার জায়গাটা ঘরের বাকী অংশ থেকে আলাদা হয়ে গেছে। ভারী পর্দাটা ভাল করে টানা। ঘরটা খুব অন্ধকার। পিটার্সবার্গের গ্রীষ্মের উজ্জ্বল রাত অন্ধকার হতে শুরু করেছে, পূর্ণিমা না থাকলে জানলায় পর্দা-ঢাকা অন্ধকার ঘরে কিছু দেখতে পাওয়া কঠিন হত। অবশ্য তখনো তারা পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে খুব আবছাভাবে। রোগোজিনের মুখ যথারীতি বিবর্ণ; সে জ্বলজ্বলে চোখে একদৃষ্টে মিশকিনের দিকে চেয়ে রইল। মিশকিন বলল, 'বরং মোমবাতি জ্বালাও।'

'না, দরকার নেই,' মিশকিনের হাত ধরে তাকে সে চেয়ারে বসাল; উল্টো-দিকে নিজে বসে চেয়ারটা এমনভাবে টেনে আনল যাতে প্রায় মিশকিনের হাঁটু ছুঁয়ে যায়। তাদের মাঝে একপাশে একটা ছোট গোল টেবল দাঁড়িয়ে রইল।

মিশকিনকে অনুরোধ করে সে যেন বলল, 'বসো, এখানে একটু বসা যাক। আমি জানতাম যে তুমি আবার ঐ হোটেলেই থাকবে,' যেভাবে লোকে আজে-বাজে কথা বলতে বলতে হঠাৎ দরকারী কথা শুরু করে, সেভাবেই সে বলল। 'বারান্দায় ঢুকেই ভাবলাম, আমি যেমন তোমার জন্য অপেক্ষা করছি, তুমিও যদি তেমন অপেক্ষা কর? তুমি কি সেই বিধবাটির কাছে গিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ।' প্রচণ্ড বুক ধড়ফড়ানির জন্য মিশকিন কথাটা জোরে উচ্চারণ করতে পারল না।

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম, ওখানে আলোচনা হবে··· আবার ভাবলাম, ওকে রাতে এখানে আনব, যাতে রাতটা একত্রে কাটাতে পারি।'

মিশকিন হঠাৎ ফিসফিসিয়ে বলল, 'রোগোজিন! নাস্তাসিয়া কোথায় ?' সে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। রোগোজিনও উঠল।

পর্দাটা দেখিয়ে বলল, 'ওখানে!'

মিশকিন বলল, 'ঘুমোচ্ছে ?'

আবার রোগোজিন আগের মত তীব্রদৃষ্টিতে তাকাল।

'বেশ, তাহলে এসো···শুধু...আচ্ছা, এসো!'

সে পর্দাটা তুলে স্থির হয়ে মিশকিনের দিকে ফিরল।

'ভেতরে এসো।' পর্দা দেখিয়ে ইসারা করল।

মিশকিন ভেতরে ঢুকল। বলল, 'এখানে অন্ধকার।'

রোগোজিন বলল, 'দেখা যায়।'

'প্রায় না দেখার মত.. একটা খাট আছে।'

রোগোজিন মৃদুস্বরে বলল, 'আরো কাছে যাও।'

মিশকিন এক পা এগোল, আর এক পা, তারপর স্থির হয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দু-এক মিনিট দেখল। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে কেউ কথা বলল না। মিশকিনের বুক এত ধড়ফড করছে যে, মনে হচ্ছে, ঘরের মৃত্যুতুল্য নিস্তব্ধতায় তা যেন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এতক্ষণে তার চোখে অন্ধকার সয়ে গেছে, কাজেই সে একটা খাট দেখতে পেল। কেউ তাতে শুয়ে আছে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে ; এতটুকু নড়াচডা নেই, এতটুকু নিঃশ্বাসের শব্দ নেই। দেহটা মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবছা বোঝা যাচ্ছে : শুধু দেখা যাচ্ছে, একটা মানুষের দেহ লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। বিছানার পায়ের দিকে, পাশে চেয়ারে, মেঝেতেও জামা-কাপড় এলোমেলোভাবে ছডানো—দামী সাদা রেশমের পোষাক, ফুল আর রিবন। মাথার দিকে একটা ছোট টেবলে ছুঁড়ে ফেলা হীরেগুলো ঝকমক করছে। বিছানার পায়ের দিকে দলা-পাকানো লেসের স্তূপ এবং সাদা লেসের ওপরে একটা খালি পা চাদর থেকে উঁকি মারছে। পা-টা যেন মার্বল পাথরে তৈরী, মৃত্যুর মত স্তব্ধ।

ঘরের দিকে তাকিয়ে মিশকিনের মনে হল ঘরটা যেন নিঃস্তব্ধ মৃত্যুর মত। হঠাৎ একটা মাছির শব্দ, মাছিটা বিছানার ওপর দিয়ে উডে বালিশে বসল। মিশকিন চমকে উঠল।

'চল যাই।' রোগোজিন তার হাত ছুঁল। ওরা বেরিয়ে এসে আবার সেই চেয়ারে মুখোমুখি বসল। মিশকিন আরো কাঁপছে, তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি রোগোজিনের মুখে নিবদ্ধ।

শেষে রোগোজিন বলল, 'দেখছি তুমি কাঁপছ ; ঠিক তোমার অসুখ হলে যেমন কাঁপো, তেমনি। মনে আছে, মস্কোতে বা তার আগে যে একবার অজ্ঞান হয়েছিলে ? তোমাকে নিয়ে এখন কি করব বুঝতে পারছি না⋯'

মিশকিন তার কথাগুলো বোঝার প্রাণপণ চেষ্টা করে শুনতে লাগল, তবু তার চোখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন। শেষে পর্দার দিকে দেখিয়ে বলল, 'এটা তুমি ⋯?'

'হ্যাঁ আমিই—' রোগোজিন চোখ নীচু করল।

ওরা পাঁচমিনিট চুপচাপ বসে রইল, তারপর যেন কোন বিরতি ঘটেনি, এইভাবে রোগোজিন আবার বলতে শুরু করল, 'তুমি যদি অসুস্থ হয়ে অজ্ঞান হও, চেঁচাও, তাহলে রাস্তা বা উঠোন থেকে কেউ শুনতে পাবে ; বুঝবে যে এই ফ্ল্যাটে লোক আছে। ওরা ধাক্কা দেবে, ভেতরে ঢুকবে⋯কারণ ওরা জানে আমি বাড়ীতে নেই। পাছে ওরা বুঝতে পারে তাই মোমবাতি জ্বালাইনি। চলে গেলে চাবি নিয়ে যাই, তিন-চারদিন আমি না থাকলেও কেউ জায়গাটা পরিষ্কার করতে আসে না। এই আমার স্বভাব। কাজেই আমি সাবধানে আছি যাতে ওরা জানতে না পারে যে আমরা আছি⋯'

মিশকিন বলল, 'দাঁডাও। আমি আজ সকালে দারোয়ান আর ঝি-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, নাস্তাসিয়া এখানে রাত কাটিয়েছে কিনা। তাহলে ওরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে জেনে গেছে।'

'আমি জানি যে তুমি ওদের প্রশ্ন করেছিলে। আমি পাফনুতিয়েভনাকে বলেছি, নাস্তাসিয়া কাল এখানে এসে মাত্র দশমিনিট থেকে পাভলোভস্কে চলে গেছে। ওরা জানে না যে ও রাতে এখানে ছিল—কেউ জানে না ! গতকাল ওর সঙ্গে লুকিয়ে এসেছিলাম, যেমন এখন এলাম। রাস্তায় ভাবছিলাম, ও লুকিয়ে

আসতে চাইবে না ; কিন্তু মোটেই তা নয়। ও ফিসফিস করে কথা বলছিল, পা টিপে টিপে হাঁটছিল, স্কার্টটা চেপে ধরেছিল যাতে শব্দ না হয়। সিঁড়িতে ও আমায় ইসারা করল ; ওর ভয় শুধু তোমাকেই। ট্রেনে ও ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিল, ওর নিজেরই ইচ্ছে ছিল এখানে রাত কাটায়। ভেবেছিলাম ওকে সেই বিধবাটির বাড়ী নিয়ে যাব, কিন্তু তা হল না। ও বলল, "সকাল হলেই মিশকিন ওখানে আমায় দেখতে পাবে ; তুমি আমায় লুকিয়ে রাখ, কাল ভোরে আমরা মস্কো চলে যাব।" তারপর ও ওরিয়েলের কোথাও যেতে চেয়েছিল। শুতে যাওয়ার সময়ে বলছিল আমরা ওরিয়েলে যাব—'

'দাঁড়াও ; এখন তুমি কি করবে ? কি করতে চাও ?'

'তোমার কথা ভাবছি ; তুমি কাঁপছ। এখানে আমরা একসঙ্গে রাতে থাকব। খাট মাত্র একটা, তবে দুটো সোফার বালিশ নিয়ে পর্দার পাশে আমাদের শোয়ার জায়গা করব, যাতে দুজনে একসঙ্গে থাকতে পারি। ওরা এসে যদি খোঁজে তক্ষুনি ওকে দেখতে পেয়ে নিয়ে যাবে। আমাকে প্রশ্ন করলে বলব আমি করেছি, তখন আমাকেও নিয়ে যাবে। কাজেই ও এখন এখানে আমাদের পাশে শুয়ে থাক…'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' মিশকিন উৎসাহের সঙ্গে রাজী হল।

'তাহলে আমরা স্বীকার করব না, ওকে নিয়ে যেতেও দেব না।'

'কিছুতেই না। কক্ষনো না !'

'আমিও তাই ভেবেছি, ওকে কিছুতেই কাউকে দেব না। সারারাত আমরা নিঃশব্দে থাকব। আজ সকালে একঘণ্টার জন্য বেরিয়েছিলাম, তাছাড়া, সবসময়ে ওর কাছেই থেকেছি। তারপর সন্ধ্যাবেলা তোমায় খুঁজতে গেলাম। আরেকটা ভয় হল, এত গরমে গন্ধ বেরোতে পারে। তুমি গন্ধ পাচ্ছ ?'

'হয়ত পাচ্ছি, জানি না। সকালে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।'

'ওকে ভাল মার্কিন চামড়ায় ঢেকেছি, তার ওপরে চাদর দিয়ে চার শিশি জানোভের জীবানুনাশক ওষুধ ঢেলেছি। শিশিগুলো এখন ওখানে আছে।'

'সেবার যেমন হয়েছিল…মস্কোতে ?'

'গন্ধের জন্য। দেখ, ও কিভাবে শুয়ে আছে…সকাল হলে দেখো। কি হল, দাঁড়াতে পারছ না ?' মিশকিন এত কাঁপছে যে উঠতে পারছে না দেখে রোগোজিন ভয় পেল।

মিশকিন বিড়বিড় করে বলল, 'আমার পা নড়ছে না, বুঝতে পারছি এটা ভয়ের জন্য হচ্ছে। তবে ভয় কেটে গেলে দাঁড়াব।'

'দাঁড়াও, তোমায় বিছানা করে দিই ; তুমি বরং শুয়ে পড়…আমিও শোব… এবং শুনব, কারণ এখনো আমি জানি না, বুঝতে পারছি না ; আগেই তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি যাতে তুমি সব জানতে পার…'

এই দুর্বোধ্য কথাগুলো বলে রোগোজিন বিছানা করতে শুরু করল। বোঝা গেল, সকালেও সে বিছানা করার কথা ভেবেছিল। আগের রাতে সে সোফায় শুয়েছিল। কিন্তু সোফায় দুজনের জায়গা নেই এবং সে চায় দুজনে পাশাপাশি শুতে ; তাই এখন কষ্ট করে দুটো সোফার কুশনগুলো ঘরের মাঝে পর্দার পাশে পাতছে। বিছানা করে সে মিশকিনের কাছে গিয়ে অতি যত্নে সাগ্রহে তাকে ধরে বিছানার দিকে নিয়ে এল। মিশকিন অনুভব করল এখন সে হাঁটতে পারছে ;

ফলে তার ভয় কেটে যেতে শুরু করল, কিন্তু আশ্চর্য, এখনো সে কাঁপছে।

রোগোজিন বাঁদিকে সবচেয়ে ভাল কুশনগুলোতে মিশকিনকে শুইয়ে, নিজে পোষাক না বদলেই মাথার নীচে হাত রেখে ডানদিকে শুয়ে পড়ে বলল, 'যেহেতু এখন গরম তাই কিছুটা গন্ধ পাওয়া যেতে পারে···আমার জানলা খুলতে ভয় হচ্ছে। আমার মার কাছে প্রচুর ফুল আছে, সে সব ফুলের চমৎকার গন্ধ; ভেবেছিলাম আনব, কিন্তু পাফনুতিয়েভনার সন্দেহ হত; ও বড্ড কৌতূহলী।'

'হ্যাঁ, ও সত্যিই কৌতূহলী।' মিশকিন সায় দিল।

'ফুল কিনে ওর চারপাশে রাখব? কিন্তু মনে হয়, ওর চারদিকে ফুল দেখলে আমাদের খারাপ লাগবে!'

মিশকিন দ্বিধার সঙ্গে বলল, 'শোন,' সে যে কি বলবে তা যেন বারবার ভুলে যাচ্ছে, 'বলতো, কি দিয়ে করলে? ছুরি? সেই ছুরিটা?'

'সেই ছুরিটা।'

'আরো আছে; আমি তোমায় আরো প্রশ্ন করতে চাই,···এ বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করতে চাই···তুমি বরং আগে বলতে শুরু কর যাতে আমি জানতে পারি; তুমি কি আমার বিয়ের আগে গীর্জার দরজায় ওকে মারতে চেয়েছিলে...ছুরি দিয়ে?'

রোগোজিন শুকনো গলায় বলল, 'জানি না চেয়েছিলাম কিনা।' সে যেন প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়েছে, ঠিক বুঝতে পারছে না।

'কখনো কি ছুরিটা পাভলোভস্কে নিয়ে গিয়েছিলে?'

'না, কখনো না। ছুরির বিষয়ে এইটুকু তোমায় বলতে পারি। আজ সকালে একটা চাবি-বন্ধ দেরাজ থেকে ওটা বার করেছিলাম, কারণ ঘটনাটা ঘটেছে সকাল চারটেয়। ছুরিটা বরাবর একটা বইয়ের মধ্যে ছিল। আর···আর···আরেকটা জিনিষ অদ্ভুত লাগছে, ছুরিটা তিন-চার ইঞ্চি ঢুকেছিল···ঠিক বাঁ বুকের নীচে···অথচ মাত্র আধ চামচ রক্ত ওর জামায় পড়ল; তার বেশি ছিল না···'

'ওটা—ওটা' মিশকিন দারুণ উত্তেজনায় উঠে বসল—'ওটা জানি, পড়েছি, ওকে বলে অন্তঃক্ষরণ···মাঝে মাঝে এক ফোঁটাও বেরোয় না—যখন আঘাতটা সোজা হৃৎপিণ্ডে লাগে।'

'দাঁড়াও, শুনতে পাচ্ছ?' দ্রুত বাধা দিয়ে রোগোজিন ভয়ে উঠে বসল। 'শুনছ?'

মিশকিন সভয়ে রোগোজিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না!'

'পায়ের শব্দ! শুনছ? বাইরের ঘরে···' দুজনে শুনতে পেল।

'শুনেছি', মিশকিন দৃঢ়স্বরে বলল।

'পায়ের শব্দ?'

'পায়ের শব্দ।'

'দরজা বন্ধ করব?'

'কর···' 'দরজা বন্ধ করে দুজনে আবার শুয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ চুপচাপ।

মিশকিন হঠাৎ সেইরকম উত্তেজিত দ্রুতভঙ্গীতে ফিসফিস করে কথা বলে উঠল, যেন তার দমবন্ধ হয়ে গেছে। সে বিছানায় উঠে বসল। 'আমি চাইছিলাম ···সেই তাসগুলো। তাস···ওরা বলছিল তুমি ওর সঙ্গে তাস খেলতে।'

রোগোজিন একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ, খেলতাম।'

'তাসগুলো· ·কোথায় ?'

অনেকক্ষণ পরে রোগোজিন বলল, 'এখানে আছে। এই যে…'

কাগজে জড়ানো এক প্যাকেট তাস সে পকেট থেকে বার করে মিশকিনের সামনে মেলে ধরল। মিশকিন তাসগুলো নিল, তবে বেশ অবাক হয়ে। হতাশ বিষণ্ণতার এক নতুন অনুভূতি তার বুকে চেপে বসল, সে হঠাৎ বুঝতে পারল যে, অনেকক্ষণ ধরে সে যা বলতে চাইছে তা না বলে উল্টো কথা বলছে। যে তাসগুলো হাতে ধরে সে এত খুশী হয়েছে সেটা আর এখন কোন কাজেই লাগবে না। উঠে দাঁড়িয়ে সে হাত মুঠো করল। রোগোজিন চুপ করে শুয়ে আছে, যেন কিছু শুনতে না দেখতে পায়নি, কিন্তু অন্ধকারে সে জ্বলজ্বলে চোখে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। মিশকিন একটা চেয়ারে বসে ভীত হয়ে তাকে দেখতে লাগল। আধঘন্ট কেটে গেল; হঠাৎ জোরে চেঁচিয়ে উঠে রোগোজিন হাসতে শুরু করল, যেন চুপিচুপি কথা বলার ব্যাপারটা সে ভুলে গেছে।

'সেই অফিসার, সেই অফিসার…মনে আছে, নাস্তাসিয়া কিভাবে বাজনার জায়গায় সেই অফিসারকে ক্ষেপিয়েছিল, হাঃ হাঃ হাঃ! আর একজন ক্যাডেট · সে ছুটে এসেছিল!'

মিশকিন নতুন আতঙ্কে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল। রোগোজিন যখন শান্ত হল (সে হঠাৎ চুপ করে গেল) তখন মিশকিন তার উপর ঝুঁকে পড়ে, তার পাশে এসে বসল এবং বুকের প্রবল ধড়ফড়ানি আর শ্বাসকষ্ট নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। রোগোজিন তার দিকে মুখ ফেরাল না, মনে হচ্ছে যেন তার কথা সে ভুলেই গেছে। মিশকিন অপেক্ষা করছে, সময় চলে যাচ্ছে, আলো ফুটে উঠছে। মাঝে মাঝে রোগোজিন হঠাৎ জোরালো, কর্কশ গলায় অসংলগ্ন কথা বলছে, হাসছে, চেঁচাচ্ছে। মিশকিন আস্তে আস্তে তার কম্পিত হাতটা রোগোজিনের দিকে বাড়িয়ে তার মাথা আর চুল ছুঁয়ে গালে হাত বোলাতে লাগল…এইমুহূর্তে আর কিছু যেন তার করার নেই। আবার সে কাঁপতে লাগল, আবার তার পা যেন হঠাৎ দুর্বল হয়ে যেতে শুরু করেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় এক নতুন অনুভূতি তার হৃদয়কে কুরে খাচ্ছে। এতক্ষণে আলো দেখা দিয়েছে, অবশেষে সে একেবারে অসহায় আর হতাশ হয়ে বিছানায় শুয়ে রোগোজিনের ফ্যাকাসে, স্থির মুখের পাশে নিজের মুখটাকে নিয়ে গেল। তার চোখের জল রোগোজিনের গালে গড়িয়ে পড়তে লাগল; কিন্তু সম্ভবতঃ রোগোজিন তা লক্ষ্য করল না—সে একেবারে অচেতন।

যাইহোক, বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে যখন দরজা খুলে লোক ঢুকল, তখন তারা দেখল, খুনী একেবারে অপ্রকৃতিস্থ উন্মাদ। মিশকিন পাশে মেঝেতে স্থির হয়ে বসে রয়েছে; যতবার পাগল চেঁচাচ্ছে বা বকবক করছে, ততবার সে তার কম্পিত হাত দুটো আস্তে আস্তে তার চুলে, গালে বুলিয়ে দিচ্ছে, যেন তাকে সে আদর করছে, সান্ত্বনা দিচ্ছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে মিশকিনকে কেউ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সে তা বুঝতে পারছে না, চারদিকের লোকজনকেও চিনতে পারছে না। যদি ডাক্তার শ্নিডার এখন নিজে সুইটজারল্যাণ্ড থেকে এসে তার প্রাক্তন ছাত্র ও রোগীকে দেখতেন এবং সুইটজারল্যাণ্ডে প্রথম বছর মিশকিনের যা অবস্থা ছিল সে কথা যদি মনে করতেন, তাহলে তিনি আগের মতই আবার হতাশ

হয়ে হাতের চেটো উল্টে ব'লতেন 'একটা নির্বোধ।'

॥ বারো ॥

উপসংহার

সেই স্কুল শিক্ষকের বিধবাটি তাড়াতাড়ি পাভলোভস্কে পৌঁছে সোজা দারিয়ার কাছে এসে হাজির হলেন। দারিয় আগের দিনের ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে যা কিছু তার জানা সব কথা বিধবাটিকে বলে তাঁকে প্রবল আতঙ্কের মধ্যে ফেললেন। দুজন মহিলাই ঠিক করলেন, এখনি তারা লেবেদিয়েভের সঙ্গে দেখা করবেন। লেবেদিয়েভ বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটের বন্ধু হিসেবে বেশ উত্তেজিত হয়ে রয়েছে। ভেরার যা জানা আছে সব সে ভদ্রমহিলাদের বলল। লেবেদিয়েভের উপদেশ মত তারা ঠিক করল আর যা কিছু ঘটতে পারে তা ঠেকানোর জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা তিনজনে পিটার্সবার্গে রওনা হবে। অতএব পরেরদিন সকাল এগারোটা নাগাদ পুলিশ, লেবেদিয়েভ, মহিলারা, রোগোজিনের ভাই—যে এখানেই থাকে,—এদের উপস্থিতিতে রোগোজিনের ফ্ল্যাটের দরজা ভাঙা হল। দারোয়ান সাক্ষ্য দিল যে, আগের দিন সন্ধ্যায় পাফিয়োনকে সে একজন লোক নিয়ে গোপনে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখেছে।

পুরো দুটো মাস রোগোজিন মাথার প্রদাহে শয্যাশায়ী হয়ে রইল, তারপর সেরে উঠতেই তার বিচার শুরু হল। সে সবকিছুর সোজাসুজি সঠিক এবং সন্তোষজনক সাক্ষ্য দিল, যার ফলে প্রথম থেকেই মামলায় মিশকিনের নাম উঠলই না। বিচারের সময়ে রোগোজিন চুপ করে রইল। সে তার নিপুণ ও বাগ্মী উকিলের কথার প্রতিবাদ করল না, উকিল স্পষ্ট যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, অপরাধ ঘটেছে মস্তিষ্কের প্রদাহের কারণে, যে প্রদাহ বহুদিন আগেই শুরু হয়েছিল অপরাধীর নানা সমস্যার ফলে। কিন্তু তিনি এটা প্রমাণ করতে গিয়ে নিজের কোন কথা জুড়ে দিলেন না, এবং আগের মতই স্পষ্ট ও সঠিকভাবে অপরাধ সংক্রান্ত পরিবেশের খুঁটিনাটি পেশ করলেন। পরিস্থিতি বিবেচনা করে মাত্র পনেরো বছরের জন্য তাকে সাইবেরিয়ায় সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হল, রোগোজিন এ আদেশ গম্ভীর মুখে নীরবে 'আচ্ছন্নের মত' শুনল। সম্পত্তির যে সামান্য অংশ সে কয়েকমাসের উচ্ছৃঙ্খলতায় উড়িয়ে দিয়েছিল তা বাদে বাকী বিরাট অংশ তার ভাই পেয়ে গিয়ে অত্যন্ত খুশী হল। রোগোজিনের বৃদ্ধা মা এখনো জীবিত ; মাঝে মাঝে তাঁর খুব অবছাভাবে প্রিয় পুত্র পাফিয়োনের কথা মনে পড়ে। যে আঘাত তাঁর বিষণ্ণ পরিবারে এসে পড়েছিল, ঈশ্বর সে আঘাত থেকে তাঁর মন ও হৃদয়কে বাঁচিয়েছেন।

লেবেদিয়েভ, কেলার, গানিয়া, তিৎসিন ও আমাদের কাহিনীর আরো অনেকে আগের মতই দিন কাটাচ্ছে, এবং তাদের জীবনযাত্রায় সামান্যই পরিবর্তন এসেছে। সুতরাং তাদের সম্বন্ধে বলারও কিছু নেই। যে-সময় আশা করা গিয়েছিল তার থেকেও কিছুটা আগে, নাস্তাসিয়ার মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পরে, প্রচণ্ড মানসিক উত্তেজনার ফলে ইপ্পোলিতের মৃত্যু হয়েছে। এসব ঘটনায় কোলিয়া মানসিকভাবে বেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এবং আগের থেকেও বেশী করে তার মার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। বয়সের তুলনায় বেশী গম্ভীর হয়ে পড়াতে নিনা ছেলের সম্পর্কে বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলেন ; অথচ সে চেষ্টা করলে কর্মঠ ও কাজের লোক

হতে পারে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মিশকিন তার নিজের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছে। সে অনেক আগেই এটা লক্ষ্য করেছিল যে, শেষের দিকে যাদের সাথে তার পরিচয় হয়েছে তাদের মধ্যে ইয়েভগেনি একেবারে অন্য চরিত্রের মানুষ; সে-ই প্রথম মিশকিনের মামলা ও তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে যা জেনেছিল সাথে সাথে এসে সে কথা মিশকিনকে জানিয়েছিল। তার সম্পর্কে মিশকিনের ধারণা মোটেই ভুল হয়নি। ইয়েভগেনিই তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য সুইটজার-ল্যাণ্ডে ডাক্তার স্নিডারের কাছে নিয়ে গেছে। যখনই সে ইউরোপে গেছে তখনি ঘোষণা করেছে যে, রাশিয়ায় সে যথেষ্ট ধনী লোক, এবং ইউরোপে যাচ্ছে বেড়াতে। সেখানে গিয়ে সে অসুস্থ বন্ধু মিশকিনের সাথে দেখা করেছে। যতবারই তার সাথে ডাক্তার স্নিডারের দেখা হয়েছে, ততবারই ডাক্তার স্নিডার বিরস ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বলেছেন যে মিশকিনের বুদ্ধি স্থায়ীভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। অবশ্য কখনোই তিনি বলেননি যে তার আরোগ্য হওয়ার আর কোন সম্ভাবনাই নেই, তবে সবসময়েই তাঁর কথা দুর্ভাগ্যজনক সম্ভাবনার ইঙ্গিত বয়ে এনেছে। এতে ইয়েভগেনি মনে মনে বেশ আহত হয়েছে। তার যে একটা অনুভূতিশীল হৃদয় রয়েছে তার প্রমাণ, কোলিয়া প্রায়ই তাকে চিঠি লিখেছে এবং সেও মাঝে মাঝে তার জবাব দিয়েছে। তার চরিত্রের মানবিকতার দিক সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত কথা আমরা জানি, সেটা উল্লেখ করতে আমরা খুবই ব্যগ্র। প্রতিবার ডাক্তার স্নিডারের সঙ্গে দেখা করার পর ইয়েভগেনি কোলিয়াকে চিঠি লেখা ছাড়াও মিশকিনের শারিরীক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে পিটার্সবার্গে আর একজনের কাছে সহানুভূতিপূর্ণ চিঠি লেখে। সে চিঠিগুলোতে শ্রদ্ধার মনোভাবের সঙ্গে থাকে (ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত) মতামত, চিন্তা ও অনুভূতির খোলাখুলি প্রকাশ; এককথায় গভীর বন্ধুত্বের নিদর্শন। যাকে সে এ চিঠিগুলো লেখে (যদিও সেগুলো ঘনঘন লেখে না), যে তার কাছে এত মনোযোগ ও শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে সে হল ভেরা। কি করে যে ওদের মধ্যে এমন সম্বন্ধ গড়ে উঠল তা আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনি। এতে কোন সন্দেহ নেই, যে, মিশকিনের অসুখের সময়, যখন ভেরা প্রচণ্ড মানসিকচাপে নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তখনি এর শুরু। তবে ঠিক কোন ঘটনার মাধ্যমে এ বন্ধুত্ব ও পরিচয়ের সূত্রপাত তা আমরা বলতে পারব না।

আমরা এ চিঠিগুলোর কথা বললাম, কারণ, এতে এপানচিনদের, বিশেষতঃ আগলেয়ার খবর থাকে। আগলেয়া সম্পর্কে ইয়েভগেনি প্যারীস থেকে একটা চিঠিতে লিখেছে যে, একজন নির্বাসিত পোলিশ কাউন্টের সঙ্গে তার স্বল্প দিনের আলাপ এবং অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার পর সে হঠাৎ তার বাবা-মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিয়ে করে বসেছে, এবং শেষপর্যন্ত একটা ভয়ঙ্কর রকমের কেলেঙ্কারির সম্ভাবনাকে এড়াবার জন্য তার বাবা মা এ বিয়েতে সম্মতি দিয়েছেন। এরপর প্রায় মাস দুয়েক নীরব থাকার পর ইয়েভগেনি ভেরাকে এক দীর্ঘ পত্রে জানাল যে, কিভাবে ডাক্তার স্নিডারের ওখানে গিয়ে তার সাথে প্রিন্স এস. এবং এপানচিন পরিবারের অন্যান্য সকলের দেখা হয়েছিল (শুধুমাত্র আইভান ছাড়া; কারণ তিনি ব্যবসার খাতিরে পিটার্সবার্গেই রয়েছেন)। একটা অদ্ভুত সাক্ষাৎকার; ইয়েভগেনির সাথে দেখা হওয়ায় তারা সকলেই খুশী হয়েছেন। আদেলেদা এবং আলেকজান্দ্রা 'দুর্ভাগা প্রিন্সের প্রতি তার ঐশ্বরিক সহৃদয়তার জন্য' তার প্রতি

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। লিজাভেটা মিশকিনের রুগ্ন করুণ অবস্থা দেখে মনে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছেন এবং অঝোর ধারায় কেঁদেছেন। তিনি সব ব্যাপারটাকেই ক্ষমা করেছেন। প্রিন্স এস. বেশ কয়েকটি সঠিক ও সঙ্গত মন্তব্য করেছেন। তার মনে হয়েছে প্রিন্স এস. এবং আদেলেদার সম্পর্কে যেন কোথায় একটা ফাটল ধরেছে ; তবে আশা করা যায়, আদেলেদা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে বিনা প্রতিবাদে প্রিন্স এস.-এর অভিজ্ঞতা ও সুবুদ্ধি দ্বারা নিজেকে চালিত করবে। তাছাড়া, এই পরিবারটির যে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে, বিশেষতঃ একজন নির্বাসিত ব্যক্তির সঙ্গে আগলেয়ার বিবাহ, সেটা আদেলেদার মনকে খুব নাড়া দিয়েছে। একজন পোলিস কাউন্টের সাথে আগলেয়ার বিয়ে দেবার ব্যাপারে এই পরিবারটির মনে যে আশঙ্কা জেগেছিল, দেখা গেল ছ মাসের মধ্যেই সেটা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। জানা গেছে লোকটি আসলে কাউন্ট নয়, এবং সত্যিই যদি সে দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে থাকে তবে তার কারণ অতীতের কোন রহস্যজনক ঘটনা। সে আগলেয়ার কাছে তার দেশপ্রেম প্রদর্শন করে, হৃদয়ের বাহ্যিক মহত্ত্ব দেখিয়ে, তাকে এমন এক আবেগপূর্ণ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে, বিয়ের আগেই আগলেয়া পোল্যাণ্ডের মুক্তি সংঘে নাম লিখিয়েছিল, এবং একজন ক্যাথেলিক পাদ্রির সাথে সাক্ষাৎ করে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। পোলিস কাউন্টটি লিজাভেটা ও প্রিন্স এস.কে তার বিশাল সম্পত্তির যে অব্যর্থ প্রমাণ দিয়েছিল শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তা একেবারেই ভুয়া। তাছাড়া বিয়ের ছ মাসের মধ্যেই সেই কাউন্ট এবং তার বন্ধু পাদ্রিটি আগলেয়াকে তার বাপের বাড়ির লোকজন সম্পর্কে এমন খেপিয়ে দিয়েছে যে আগলেয়া গত ছ মাসে আর এ-মুখোই হয়নি। যদিও অনেক কিছুই বলার ছিল, কিন্তু লিজাভেটা এবং তার মেয়েরা, এমনকি প্রিন্স এস.ও এইসব ঘটনায় এমন আঘাত পেয়েছেন যে, যদিও তারা জানেন যে ইয়েভগেনি আগলেয়ার ব্যাপারে সবকিছুই জানে তবু সে ব্যাপারে তাদের কেউই তার কাছে মুখ খোলেননি। বেচারী লিজাভেটা রাশিয়ায় ফেরার জন্য বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ইয়েভগেনির বর্ণনা অনুযায়ী তিনি এখন ইউরোপের সব বিষয়েই বিরক্ত এবং অন্যায়ভাবে সমালোচনা করছেন।

তিনি বলেছেন, 'এখানে কোথাও ভাল রুটি তৈরী হয় না ; আর শীতের সময় সেগুলো ভাঁড়ারের ইঁদুরের মত ঠাণ্ডা হয়ে থাকে।' তাছাড়া যে মিশকিন তাকে চিনতেও পারেনি, সেই মিশকিনের দিকে তিনি অঙ্গুলী নির্দেশ করে এ-ও বলেছেন যে, এখানে অন্ততঃ এই লোকটির সঙ্গে আমি রুশ ভাষায় কথা বলতে পারি। আমরা খেয়ালখুশী মত চলে অনেক কষ্ট পেয়েছি, এখন যুক্তি অনুযায়ী চলার সময় এসেছে। বিদেশে জীবন কাটানো এবং এই ইউরোপটা হচ্ছে একটা উদ্ভট কল্পনার জগৎ, তাছাড়া বিদেশে থাকাটাই হচ্ছে একটা উদ্ভট ব্যাপার। এ কথাটা মনে রেখো—একদিন তুমি নিজেই এটা বুঝতে পারবে।' ইয়েভগেনির কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় বেশ ক্রুদ্ধভাবেই তিনি কথাগুলো বলে গেছেন।

॥ সমাপ্ত ॥